আরবি-বাংলা

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

- মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
  ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

- মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
  ফাযেলে কাছেমুল উলূম জামিল মাদরাসা, বগুড়া

- মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল আমীন
  ফাযেলে দারুল কুরআন শামসুল উলূম মাদরাসা
  চৌধুরী পাড়া, ঢাকা

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লি 'আলা রাসূলিহিল কারীম

হাম্‌দ ও সালাতের পর ইলমে নাহুর সুবিখ্যাত কিতাব আল্লামা জামাল উদ্দিন ইবনে হাজেব কর্তৃক রচিত কাফিয়া ইবনে হাজেব-এর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করছি না। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মাদ্‌রাসায় এটি পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মূলত কাফিয়া কিতাবখানাতে ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয় সকল বিধানাবলি সংক্ষিপ্ত ইবারতে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষার্থীদের জন্য সরাসরি অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝা দুঃসাধ্য বিধায় সহজবোধ্য করার নিমিত্তে এ কিতাবটির বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও তারকীব সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এ জাতীয় কিতাব সম্ভবত এটাই প্রথম। আশা করি আসাতিযায়ে কেরাম ও কোমলমতি ছাত্রদের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন।

আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। তবে মৌলিক কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে এবং আমাদেরকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দেব ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করছি যে, এ কিতাবটি তিনি লেখক, পাঠক, প্রকাশক এবং সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাত ও সাফল্যের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন।

বিনীত
প্রকাশক

সূচিপত্র

ইলমে নাহুর ভূমিকা

ইলমে নাহুর সংজ্ঞা : مَعْنَى النَّحْوِ لُغَةً : نَحْوٌ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَنْحَاءٌ । এটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১. قَصْدٌ (ইচ্ছা বা সংকল্প করা)। যথা– نَحَوْتُ هٰذَا আমি এ ইচ্ছা করেছি।
২. مِقْدَارٌ (পরিমাণ)। যথা– عِنْدِيْ نَحْوُ اَلْفِ دِيْنَارٍ আমার নিকট এক হাজার পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আছে।
৩. قَبِيْلَةٌ (গোত্র বা বংশ)। যথা– مِنْ اَيِّ اَنْحَاءٍ তুমি কোন বংশের।
৪. نَوْعٌ (প্রকার)। যথা– هٰذَا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَنْحَاءٍ এটা চার প্রকার।
৫. مِثْلٌ (মতো)। যথা– اُسَامَةُ نَحْوُ عُمَرَ উসামা ওমর (রা.)-এর মতো।
৬. نَظِيْرٌ (যেমন, যথা)। যথা– نَحْوُ قَامَ زَيْدٌ যেমন– যায়েদ দাঁড়াল।
৭. جِهَةٌ (দিক)। যথা– هُنَّ نَحْوَ الْبَيْتِ عَائِدَاتٌ তারা বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।
৮. مَيْلٌ (ঝুঁক বা আকর্ষণ)। যথা– نَحَوْتُ اِلَيْهِ আমি তার প্রতি ঝুঁকে পড়েছি।
৯. اِعْرَاضٌ (বিমুখকতা)। যথা– نَحَوْتُ عَنْهُ আমি তার থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করেছি।
১০. فَصَاحَتٌ (ভাষার মাধুর্যতা বা স্পষ্টতা)। যথা– مَا اَحْسَنَ نَحْوَكَ فِى الْكَلَامِ কতই না সুন্দর মাধুর্যতা তোমার কথায়।
১১. اِعْتِمَادٌ (ভরসা করা)। যথা– نَحَوْتُ عَلَيْهِ আমি তাঁর উপর ভরসা করেছি।
১২. صَرْفٌ (ঘুরল, ফিরাল)। যথা– نَحَوْتُ بَصَرِيْ اِلَيْهِ আমি তার প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়েছি।
১৩. طَرِيْقٌ (রাস্তা, পথ)। যথা– هٰذَا نَحْوُ السَّوِيِّ এটা সঠিক পথ।

نحو শব্দের উপরোক্ত অর্থগুলো নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে কবি গ্রথিত করেছেন–

هفت معنى نحو دارد جمله را از من بجو * قصد و مقدار وقبيله نوع وشرح وشبه وسو
نحو را شش معنى ديگر ياد ميدار ائے شفيق * ميل واعراض وفصاحت اعتماد وصرف وطريق

علم نحو-এর পারিভাষিক অর্থ : مَعْنَى النَّحْوِ اِصْطِلَاحًا :

اَلنَّحْوُ عِلْمٌ بِاُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ اَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلٰثِ مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَّةُ التَّرْكِيْبِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ.

অর্থাৎ ইলমে নাহু এমন কতিপয় নীতিমালা জানার নাম, যার দ্বারা معرب ও مبنى হওয়া হিসাবে তিন كلمه তথা فعل ، اسم ও حرف-এর শেষ অক্ষরের অবস্থাদি ও বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলোর একটিকে অপরটির সাথে সংযোজনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

مَوْضُوْعٌ (আলোচ্য বিষয়) : علم نحو-এর আলোচ্য বিষয় হলো كلمه ও كلام। কেননা, যে বস্তুর عوارض ذاتيه তথা বস্তুসত্তা নিয়ে কোনো শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় ঐ বস্তুটিই হলো উক্ত শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। যেমন– মানব দেহের বস্তুসত্তা নিয়ে ডাক্তারি শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় বলে ডাক্তারি শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হলো 'মানবদেহ'; এ হিসাবে كلمه ও كلام নিয়ে علم نحو-এর মধ্যে আলোচনা করা হয় বিধায় এ বিদ্যার আলোচ্য বিষয় হলো كلمه ও كلام ।

غَرْضٌ (উদ্দেশ্য) : علم النحو-এর উদ্দেশ্য হলো– صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الْخَطَأِ اللَّفْظِىْ فِىْ كَلَامِ الْعَرَبِ
অর্থাৎ আরবি ভাষার শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি হতে মস্তিষ্ককে রক্ষা করা।

উপরোক্ত বক্তব্যের মূলকথা হলো, علم النحو-এর দ্বারা দু'টি উপকার সাবিত হয়ে থাকে। **প্রথমত** এ বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে তিন কালিমা তথা اسم ، فعل ও حرف-এর শেষ অক্ষরের হরকত নির্ভুলভাবে আদায় করা যায় এবং معرب বা مبنى হওয়া সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়। **দ্বিতীয়ত** কয়েকটি শব্দ একত্র করে বাক্য গঠনের সঠিক পদ্ধতি জানা যায়। আর যখন কেউ আরবি শব্দের শেষাক্ষরের হরকত সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হয় এবং বাক্য গঠনের নির্ভুল পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হয় তখন সে আরবি ভাষার শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি হতে নিরাপদ হয়ে যায়।

ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা : রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ. আমি তোমাদের নিকট দু'টো বস্তু রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততদিন তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং হাদীসে রাসূল ﷺ। এ কথা সর্বজনীন স্বীকৃত ও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ -এর স্বীয় মাতৃভাষা আরবি হওয়ায় তদীয় অমীয় বাণী তথা হাদীসের কিতাবগুলো রচিত হয়েছে আরবি ভাষায়ই আর কুরআনুল কারীমের ভাষা তো হলো আরবি। সুতরাং কুরআনুল কারীম ও হাদীস শরীফ বুঝতে হলে আরবি ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোনো ভাষা শিক্ষা নির্ভর করে উক্ত ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রের উপর। আর আরবি ভাষার ব্যাকরণ শাস্ত্রের দু'টি দিক রয়েছে একটি হলো নাহু আর অপরটি হলো সরফ। কথিত আছে যে, اَلنَّحْوُ اَبُو الْعِلْمِ وَالصَّرْفُ اُمُّهَا অর্থাৎ নাহু হলো জ্ঞানের পিতা আর সরফ হলো তার মাতা।

আরবি ভাষায় ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইলমে নাহুর শিক্ষা দ্বারা মানুষ ই'রাবের ভ্রান্তি হতে রক্ষা পায়। আরবি ই'রাবের সাথে অর্থের বিরাট মিল রয়েছে। কেউ কোনো শব্দের ই'রাবে ভুল করলে যে শুধুমাত্র শব্দটির উচ্চারণে ভুল হবে তা নয়, বরং কোনে কোনো ক্ষেত্রে অর্থে এমন পরিবর্তন ঘটে যায়, যা উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاِذِ ابْتَلٰى اِبْرَاهِيْمَ رَبُّهٗ (ইবরাহীম (আ.)-কে তাঁর প্রভু পরীক্ষা করেছেন)। উক্ত আয়াতের ابراهيم-এর ميم বর্ণে যবরের স্থলে পেশ দিলে আর ربه-এর باء-এর পেশের স্থলে যবর দিয়ে পড়লে অর্থ দাঁড়াবে 'যখন ইবরাহীম (আ.) তাঁর প্রভুকে পরীক্ষা করেছিল।' (না'উযুবিল্লাহি মিনহু।) উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হলো যে, ই'রাবের পরিবর্তনে অর্থের মধ্যে বড় ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। তাইতো হযরত ওমর (রা.) বলেছেন– تَعَلَّمُوا النَّحْوَ كَمَا تَعَلَّمُوْنَ السُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ অর্থাৎ তোমরা ফরজ ও সুন্নতসমূহের মতো ইলমে নাহু শিক্ষা লাভ করো। হযরত আবূ আইয়্যুব সাখতিইয়ানী (র.) বলেন– تَعَلَّمُوا النَّحْوَ فَاِنَّهٗ جَمَالٌ لِلْوَضِيْعِ وَتَرْكُهٗ هُجْنَةٌ لِلشَّرِيْفِ অর্থাৎ তোমরা ইলমে নাহু শিক্ষা লাভ করো। কেননা এটা সাধারণ লোকদের জন্য সৌন্দর্য ও প্রশংসনীয়। আর শিক্ষা লাভ না করা ভদ্রোচিত লোকদের জন্য দূষণীয়। মিফতাহুল সা'আদার গ্রন্থকার বলেন, ইলমে নাহুর জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়ার অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া কথিত আছে– اَلنَّحْوُ فِى الْكَلَامِ كَالْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ অর্থাৎ বাক্যের মধ্যে নাহুর অবস্থা খাবারের মধ্যে লবণের মতো। অর্থ্যাৎ যেরূপ লবণহীন খাবার বিস্বাদ তদ্রূপ নাহুহীন আরবিও অকেজো।

উপরোক্ত কারণসমূহের বিবেচনায় বলা যায় যে, ইলমে নাহুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম।

ইলমে নাহুর উৎপত্তি বা সংকলন : জাহেলিয়াত ও ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত বহুকাল ধরে আরবজাতি আল্লাহ প্রদত্ত অতুলনীয় মেধা ও ধীশক্তির কারণে বিশেষ কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মাবলি ব্যতিরেকেই আরবি লিখন, পঠন, কথন ও ভাবের আদান-প্রদানে সুদক্ষ ও পারদর্শী ছিল। আরবগণ একে অপর থেকে এ ভাষা রপ্ত করে থাকতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত তেমন কোনো জটিলতা সৃষ্টি হয়নি। তবে ইসলামের বিজয় কেতন যখন আরব ভূখণ্ডের সীমা ছাড়িয়ে অনারবে উড়তে শুরু করল, অসৎ অনারব লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিল, অনারব নওমুস-লিমগণ ইসলাম শিক্ষার জন্যে আরবি মুসলমানদের আসা-যাওয়ার মাধ্যমে আরব ও অনারবের মেলামেশার এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়, ঠিক তখনই কথাবার্তা ও ভাবের আদান-প্রদানে এমন কিছু মারাত্মক ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। যদ্বারা বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ বুঝতে ব্যাহত হয়। সঙ্গত কারণে প্রয়োজন দেখা দেয় এমন কিছু নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করার, যার দ্বারা আরব-অনারব সকলেই আরবি ভাষার শাব্দিক ভুল-ভ্রান্তি হতে রক্ষা পেতে পারে।

নুজহাতুল আউলিয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী (র.) (মৃত : ৬৭ হিজরি) বর্ণনা করেন যে, একদা আমি আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম তাঁর হাতে একটি কাগজের টুকরা। আমি আরজ করলাম, হে আমীরুল মু'মিনীন ! এটা কি? তিনি বললেন, আমি আরবি ভাষা নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করতে ছিলাম, দেখতে পাচ্ছি, ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে অনারবিদের সংমিশ্রণে ক্রমান্বয়ে আরবি ভাষার ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে চলেছে। এ জন্য আমি কিছু মূলনীতি প্রণয়ন করতে চাচ্ছি। যেগুলোর অনুসরণে এ ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে। এ বলে তিনি কাগজের টুকরাটি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে এ নির্দেশ দিলেন যে, আপনি এ বিষয়টির প্রতি মনোযোগ দিন এবং এ আলোকে বিস্তারিত নীতিমালা প্রণয়ন করুন এবং অতিরিক্ত কিছু ব্রেইনে আস-লে তাও অন্তর্ভুক্ত করুন। এই বলে তিনি কাগজের টুকরাটি আমাকে দিলেন। কাগজটিতে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে–

اَلْكَلَامُ كُلُّهُ ثَلَاثٌ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ فَالْاِسْمُ مَا اَنْبَأَ عَنِ الْمُسَمّٰى وَالْفِعْلُ مَا اُنْبِئَ بِهِ وَالْحُرُوْفُ مَا اَفَادَ مَعْنًى لَيْسَ بِاِسْمٍ وَلَا فِعْلٍ، كُلُّ فَاعِلٍ مَرْفُوْعٌ وَكُلُّ مَفْعُوْلٍ مَنْصُوْبٌ وَكُلُّ مُضَافٍ اِلَيْهِ مَجْرُوْرٌ.

সুতরাং তাঁর প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে আমি ইলমে নাহুর নীতিমালা সংকলন করি। অবশেষে তাঁর আদেশ অনুযায়ী عطف ، نعت ، تعجب ، استفهام প্রভৃতি বিষয় লিখে بابে اِنَّ পর্যন্ত পৌঁছে তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি দেখে বললেন, لكن-এর আলোচনা حرف مشبهة بالفعل-এর সাথে সংযুক্ত করুন। এভাবে তাঁর দিক-নির্দেশনাক্রমে আরো বেশ কয়েকটি বিষয়কে সংকলিত করে মোটামুটি একটি শাস্ত্রের রূপ দান করে তাঁকে দেখালাম। তিনি তা দেখে আনন্দিত হয়ে বললেন– (فَلِذَا سُمِّيَ نَحْوًا) مَا اَحْسَنَ هٰذَا النَّحْوَ الَّذِيْ قَدْ نَحَوْتَ আপনার সংকলিত এ তরীকা কতইনা চমৎকার। তাঁর মুখ-নিসৃত النحو শব্দ হতেই এ শাস্ত্রের নাম علم نحو রাখা হয়েছে। এ বর্ণনা মতে ইলমে নাহুর উদ্যোক্তা হযরত আলী (রা.); আর সংকলক হলেন হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়াইলী (র.)। অপর বর্ণনা মতে ইলমে নাহুর উদ্যোক্তা হলেন হযরত ওমর (রা.)। এর কারণ স্বরূপ বলা হয়– হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে একজন বেদুইন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, কে আছো আমাকে রাসূল ﷺ -এর উপর নাজিলকৃত কুরআন শিখাবার? এতে জনৈক সাহাবী রাজি হলেন এবং সূরা বারাআতের কতিপয় আয়াত শিক্ষা দিতে লাগলেন। একপর্যায়ে যখন اِنَّ اللّٰهَ بَرِيْۤءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَ رَسُوْلُهٗ আয়াতে পৌঁছলেন, তখন ভুল করে বসলেন। رسوله-এর পেশের স্থলে যের পড়লেন, যার অর্থ দাঁড়ায়– নিশ্চয় আল্লাহ মুশরিক ও তাঁর রাসূল ﷺ হতে পৃথক। এতদশ্রবণে লোকটি বলল, হায়! আল্লাহ কি তাঁর রাসূল ﷺ থেকে মুক্ত। যদি তাই হয় তাহলে আমিও তাঁর থেকে পৃথক। অথচ এর মূল অর্থ হলো, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ মুশরিকদের থেকে পৃথক। এ ঘটনাটি হযরত ওমর (রা.)-এর কানে পৌঁছলে তিনি ঐ গ্রাম্য লোকটিকে ডেকে এনে বলে দিলেন, তুমি যা শুনেছ তা সঠিক নয়; বরং সঠিক হলো, رسوله-এর لام বর্ণে পেশ যোগে হবে। এ ঘটনার পর তিনি [ওমর (রা.)] বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলীকে ডেকে আরবি ভাষা সঠিক রূপে পঠন ও লিখনের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। সেমতে তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে অতি সুচারুরূপে এ কাজ-আঞ্জাম দেন এবং এ শাস্ত্রের নামকরণ করেন علم نحو বলে। (এ বর্ণনা মতে হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী হলেন علم نحو-এর সংকলক।) কারো কারো মতে ইলমে নাহুর মূল সংকলক হলেন আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুজ। কারো কারো মতে নসর ইবনে আসেম (রা.)। তবে প্রথম মতটি সঠিক ও অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা, পরবর্তী দু'জন আবুল আসওয়াদ দুওয়ায়লী (রা.)-এরই শিষ্য।

মোটকথা, আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)-এর আদেশক্রমে তাঁরই প্রদত্ত অধ্যায়সমূহের উপর ভিত্তি করে বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী (র.) সর্বপ্রথম ইলমে নাহুর মৌলিক নীতিমালাগুলো প্রবর্তন করেন। কেননা, বর্ণিত আছে যে, হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী (র.)-কে প্রশ্ন করা হলো যে, مِنْ اَيْنَ لَكَ هٰذَا النَّحْوُ؟ (আপনি কোথা হতে এ নাহু পেয়েছেন?) তিনি উত্তরে বলেন, لَفَقْتُ حُدُوْدَهُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ

প্রথম শতাব্দীর নাহু বিশারদগণ : বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী (র.) (মৃত : ৬৭ হিজরি)। এর পরে তাঁর সুযোগ্য ছাত্রগণ ইলমে নাহুকে সুবিন্যস্ত ও সমৃদ্ধশালী করেন। তাঁদের মধ্যে—

১.আমবাসা ইবনে মা'দান (র.)। যিনি আমবাসাতুল ফীল নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন (মৃত : ৯৩ হিজরি)।

২. মাইমূনুল আকরান (র.) (মৃত : ১০২ হিজরি)।

৩. আবু সুলায়মান ইয়াহ ইবনে ইয়ামার (র.)।

৪. আ'তা ইবনে সাহিল আসওয়াদ (মৃত : ১৩০ হিজরি) বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাছাড়া আবু উমর বসরী ও তাঁর শিষ্য খলীল ইবনে আহমদ।

দ্বিতীয় শতাব্দীর নাহু বিশারদগণ : এ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য নাহু বিশারদগণ হলেন॥

১. আবূ ওমর ঈসা ছাকাফী (র.) (মৃত : ১৪৭হিজরি)। নাহু বিষয়ে আকমাল ও জামে' কিতাবদ্বয় তাঁরই রচিত।

২. আবূ ওমর ইবনে আলা তামীমী মাযুনী (র.) (মৃত : ১৫৪হিজরি)।

৩. আবূ আবদির রহমান খলীল ইবনে আহমদ বসরী ফরাহীদী (র.) (মৃত : ১৬০ হিজরি)। যিনি ইলমে আরূযের প্রথম প্রবর্তক এবং সীবওয়াইহ ও নসর ইবনে শামীল (র.) সহ প্রসিদ্ধ নাহুবিদদের সম্মানিত উস্তাদ।

৪. আবূ বিশর আমর ইবনে ওসমান কাম্বর (র.) (মৃত : ১৬১হিজরি)। তিনি সীবওয়াইহ নামে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং পূর্বে ও পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নাহুশাস্ত্র বিশারদ ছিলেন। তিনি খলীল ইবনে আহমদ, ইউনুস ইবনে হাবীব ও ঈসা ইবনে আমরের যোগ্য ছাত্র ছিলেন এবং আবুল হাসান আখ্ফাশ ও ইমাম কুতরুবের সুযোগ্য উস্তাদ ছিলেন। নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত 'আল-কিতাবুস সীবওয়াইহ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

৫. আবুল হাসান আলী ইবনে হাম্যা কিসায়ী (র.) (মৃত : ১৮৯হিজরি)। যিনি ইমাম ফাররা নাহ্বীর উস্তাদ ছিলেন।

৬. আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে যিয়াদ আল-ফাররা আল-কূফী (র.) (মৃত : ২০৭ হিজরি)। তিনি কূফাবাসী নাহু ও সাহিত্য বিশারদদের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তৃতীয় শতাব্দীর নাহু বিশারদগণ : ১. আবুল হাসান সাঈদ ইবনে সা'দাহ মাজাশি'য়ী (র.) (মৃত : ২১৫ মতান্তরে ২২১ হিজরি)। যিনি ইবনে আখফাশ নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন এবং ইমাম সীবওয়াইহ (র.)-এর সুযোগ্য শিষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইলমে নাহু বিষয়ে 'আল-আওসাত্ব' নামে তাঁর একখানা প্রসিদ্ধ কিতাব আছে।

২. আবূ ওমর সালেহ ইবনে ইসহাক জারমী (র.) (মৃত : ২২৫ হিজরি)। তিনি ইল্মে নাহু ও ইলমে লোগাতের পাশাপাশি ইল্মে ফিক্হেও লাভ করেছিলেন তিনি আখফাশ নাহবী আবূ ওবায়দাহ, আবূ যায়েদ আনসারী (র.) ইত্যাদি মনীষীগণ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। ইলমে নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত মুখতাসার আল-ফারাহ কিতাব প্রসিদ্ধ।

৩. আবূ ওসমান বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ওসমান আল-মাযনী আল-বসরী (র.) (মৃত : ২৪৯হিজরি)। তিনি নাহু ও সাহিত্য বিষয়ে তাঁর যুগের ইমাম ছিলেন। নাহু বিষয়ে 'জালালুন্নাহু' তাঁর লিখিত এক অনন্য কিতাব।

৪. আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ বুখারী (র.) (মৃত : ২৮৫ হিজরি)। তিনি ইমাম মুবাররাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তিনি আবূ ওমর জুরমী, আবু ওসমান মাযুনী ও আবূ হাতেম সিজিস্তানী ইত্যাদি মহা মনীষীদের সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন। ইল্মে নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব আল মুকাদামাহ সুবিখ্যাত।

৫. আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র.) (মৃত : ২৯১ হিজরি)। যিনি "ছা'লাব" নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নাহু বিষয়ে তদ্বীয় লিখিত কিতাব 'আল-আওসাত্ব' নামে সুপরিচিত।

৬. আবূ ইসহাক ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আস্ সিররী ইবনে সাহল (র.) (মৃত ৩১৬ হিজরি)। যিনি ইমাম যুজাজ নাহবী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইমাম মুবারবাদ ও ইমাম ছা'লাবের সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন।

৭. আবূ বকর মুহাম্মদ ইনে আস্ সিররী ইবনে সাহল (র.) (মৃত : ৩১৬ হিজরি)। যিনি ইবনে সিরাজ নামে খ্যাত ছিলেন।

৮. আবূ হাসান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ বাগদাদী (র.) (মৃত : ৩২০ হিজরি)। যিনি ইবনে কীসান নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর লিখিত মুহাযযাব ও ইলালুন্নাহু কিতাবদ্বয় অত্যধিক প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ শতাব্দীর নাহু বিশারদগণ :

১. আবূ জা'ফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ (র.) (মৃত : ৩৩৮ হিজরি)। যিনি নাহ্হাস নাহবী নামে সুপরিচিত ছিলেন। নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত তুহাফা ও আল-ক্বাফী বিখ্যাত।

২. আবুল কাসেম আব্দুর রহমান ইবনে ইসহাক যুজামী (র.) (মৃত : ৩৩৬ হিজরি)। নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত আল-জুমালুল কাবীরাহ অত্যান্ত উপকারী বরকতময় বিখ্যাত কিতাব। যার প্রতিটি অধ্যায় বায়তুল্লাহ'র তওয়াফের পর মক্কা

মুকাররমায় লিখিত এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফের সময়–কিতাবটি দ্বারা যেন মানুষ উপকার লাভ করতে পারে এবং এটি যেন তাঁর নাজাতের অসিলা হয় এ দোয়া করতেন।

৩. মুহাম্মদ ইব্‌নে মাওযাবান (মৃত : ৩৪৫ হিজরি) যিনি ইমাম মুবাররাদ ও ইমাম যুজাজ নাহবীর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন।

৪. আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইব্‌নে জা'আফর (মৃত : ৩৪৭হিজরি) যিনি ইবনে দুরাস্তুরিয়্যাহ নামে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইমাম মুবাররাদ ও ইব্‌নে কুতাইবার যোগ্য ছাত্র ছিলেন। নাহু বিষয়ে তাঁর কিতাব "আল-ইরশাদ" সুখ্যাত।

৫. আবু সাঈদ হাসান ইব্‌নে আব্দুল্লাহ (মৃত : ৩৬৮হিজরি) যিনি ইমাম সাইরাদী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নাহু বিষয়ে "শরহে কিতাবে সিবওয়াইহ্ তাঁর একটি বিখ্যাত কিতাব।

৬ হুসাইন ইব্‌নে আহমদ (মৃত : ৩৭০ হিজরি) যিনি ইব্‌নে খালুরিয়্যাহ হামদানী হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত "আল-জুমাল" একটি প্রসিদ্ধ কিতাব।

৭. আবূ আলী হাসান ইবনে আহমদ কারেসী (মৃত : ৩৭৭ হিজরি) যিনি একজন বিখ্যাত নাহভী ও ইমাম জিন্নীর ওস্তাদ ছিলেন এবং ইব্‌নে সিরাজ ও আবু ইসহাকের যোগ্য শিষ্য ছিলেন। নাহু বিষয়ে তাঁর লিখিত "আল-ইজাহ" কিতাবটি সার্বিক বিখ্যাত। যাঁর ১৯৬টি অধ্যায়ের ১০০টি অধ্যায়ই ইল্‌মে নাহু সম্বলিত ছিল।

৮. আবুল হাসান আলী ইবনে ঈসা (র.) (মৃত : ৩৮২ হিজরি)।

৯. আবুল ফাতাহ্ ওসমান ইবনে জিন্নী মুসেলী (র.) (মৃত : ৩৯২ হিজরি)। যিনি নাহু সরফ ও সাহিত্য বিশারদ ছিলেন। ইলমে নাহু বিষয়ে লিখিত 'আল-খাসায়েস ও আল-লুম'আ' কিতাবদ্বয় সর্বাধিক প্রসিদ্ধ।

১০. আবুল কাসেম মাহমূদ ইব্‌নে ওমর যমখশরী (র.) (মৃত : ৫৩৮ হিজরি)।

১১. ইবনে মালেক ত্বায়ী (র.) (মৃত : ৬৭২হিজরি)।

১২. ইবনে হিশাম হাম্বলী (র.) (মৃত : ৭৬১ হিজরি)।

মোটকথা, ইসলামের চতুর্থ খলিফা আমীরুল ম'মিনীন হযরত আলী (আ.)-এর দিক-নির্দেশনা ও প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আবুল আসওয়াদ দুওয়াইলী (র.)-এর আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে ইল্‌মে নাহুর যে শুভ যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রম করে অসংখ্য নাহু বিশারদ ও যোগ্য আলিম সৃষ্টির মাধ্যমে সপ্তম শতাব্দিতে এসে পৌঁছলে। এ শতাব্দীতে আল্লামা জুরজানী (র.)-এর মতো বিশ্ববরেণ্য আলিমে দীন ও নাহু বিশারদ তৈরি করল। এভাবে যুগ, যুগ ধরে নাহু বিশারদগণের ত্যাগ তিতিক্ষা ও নিরলস সাধনা ও আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে ইলমে নাহু আজ আমাদের সম্মুখে মুক্তামালার ন্যায় সুবিন্যস্ত হয়ে আছে।

কাফিয়া কিতাবের লেখক পরিচিতি :

নাম ও বংশ : কাফিয়া কিতাবের মুসান্নিফ (র.)-এর নাম 'ওসমান'; উপনাম আবূ আমর ; উপাধি জামালুদ্দীন। পিতার নাম ওমর। হাফেজ যাহ্‌রী (র.)-এর ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর পিতা বাদশাহ ইযযুদ্দীন (عِزُّ الدِّيْنِ) মূসেক সিলাহীর দারোয়ান ছিলেন। আরবি ভাষায় যাকে হাজিব (حَاجِبْ) বলে। এ জন্যই তিনি ইবনে হাজিব নামে সর্বাধিক পরিচিতি। তাঁর বংশ পরম্পরা নিম্নরূপ— জামালুদ্দীন আবূ আমর ওসমান ইবনে ওমর ইবনে আবী বকর ইবনে ইউনুস আদ্ দুওয়াইলী আল-মিসরী আল-মালিকী (র.)।

জন্মগ্রহণ : ক্ষণজন্মা এ মহা মনীষী মিসরের সাঈদ 'আলা-এর আমালে কাওসিয়ায় 'আসনা' নামক গ্রামে ৫৭০ হিজরির শেষাংশে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবন : লেখক (র.) মিশরের রাজধানী কায়রো শহরে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাল্যকালেই তিনি পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ হিফ্‌জ করেন। তিনি আল্লামা শাত্বিবী (র.) থেকে ইল্‌মে ক্বিরাআতের আয়ত্ত করেন এবং আত্‌তাইসীর হাদীস-গ্রন্থ শ্রবণ (سَمَاعْ) করেন।

আল্লামা আবুল জূদ (র.) থেকে ক্বিরাআতে সাব'আ পড়েন এবং শায়খ আবুল মানসূব শাত্বিবী (র.) থেকে ইলমে ফিক্‌হ, মালিকী মাযহাবে আল্লামা শাত্বিবী (র.) এবং ইব্‌নুল বান্না (র.) হতে সাহিত্য জ্ঞান অর্জন করেন।

যোগ্যতা : আল্লামা ইবনে হাজিব একাধারে একজন সুদক্ষ ফকীহ, উচ্চমাপের তর্কবিদ, দীনদার, অত্যধিক খোদাভীরু, নির্ভরযোগ্য, অত্যন্ত বিনয়ী ও অকৃত্রিম লোক ছিলেন। তিনি সর্ববিষয়ে সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ঐতিহ-

াসিক ইবনে খালকান বর্ণনা করেন যে, একবার ইবনে হাজিব (র.) আমার নিকট সাক্ষাৎ দান প্রসঙ্গে আগমন করেন। আমি আরবি ভাষার কঠিন কঠিন খুঁটিনাটি মাসআলা জিজ্ঞেস করি; কিন্তু তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই অত্যন্ত ধীরস্থির ও মাহাত্ম্যের সাথে প্রশান্তিমূলক ও যুক্তিসম্মত উত্তর প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, আমার প্রশ্ন হতে একটি প্রশ্ন কবি গুরু মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কবিতা সর্ম্পকে ছিল, لَقَدْ تَصَبَّرْتَ حَتَّى لَاتَ مُصْطَبَرٍ * قَالُوْنَ اَقْحَمَ حَتّٰى مُقْتَحَمٍ এ কবিতায় لات শব্দটি حرف جار না হওয়া সত্ত্বেও مصطبر ও مقتحم শব্দদ্বয়ে যের বিশিষ্ট হলো কেন? তিনি [ইবনে হাজিব (র.)] নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে তার উত্তর দিলেন– جوابے دلکش ومطبوع گفتش * چناں کامد ازاں گفتن شگفتش তিনি উক্ত প্রশ্নের নাতিদীর্ঘ অত্যধিক উত্তম জবাব প্রদান করেন। ইল্মে নাহুর বেশ কতগুলো মাসআলায় তিনি নাহুশাস্ত্র বিশারদ্দের সাথে মতবিরোধ করে এমন এক প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, যেগুলোর উত্তর দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। তাঁর তীক্ষ্ণমেধার প্রশংসা করে ইবনে খালকান (র.) বলেন– كَانَ مَنْ اَحْسَنَ خَلَقَ اللّٰهُ ذِهْنًا তিনি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

কর্মজীবন : তিনি শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করে প্রায় একযুগ কালব্যাপী দামেস্কের জামে মসজিদে শিক্ষা-দীক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। অতঃপর শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম এবং তিনি মিসরে গমন করেন। সেখানে মাদ্রাসায়ে ফাযিলিয়্যাহ'র সদর নিযুক্ত হন। সবশেষে তিনি ইসকান্দারিয়ায় আগমন করেন। এখানে তিনি স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু বেশি দিন না যেতেই তিনি খোদাই ফয়সালার স্বীকার হয়ে যান।

কাব্য ও কাব্যিকতা : তিনি যে শুধু একজন নাহুশাস্ত্রবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন তা নয়; বরং তিনি একজন কবিও ছিলেন বটে। তিনি একজন সূক্ষ্মচিন্তাবিদ ও প্রশস্ত কল্পনার অধিকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল এবং ভাষা ছিল সুস্পষ্ট। তিনি কাফিয়া কিতাবকে কাব্য আকারে লিখেছেন, যার নাম হলো (الوافيه) আল-ওয়াফিয়া এবং مؤنث سماعيه গুলোকে তিনি মাত্র তেইশটি শ্লোকে একত্রিত করেন। তা ছাড়াও তিনি অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন।

রচনাবলি : আল্লামা ইবনে হাজিব কর্তৃক রচিত কিতাবাদি নিম্নরূপ : (১) আল-মুকতাফিয়ুল মুবতাদী। এ কিতাবটি শায়খ আবূ আলী ফার্সী (র.)-এর 'ঈযাহ' নামক কিতাবের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। (২) আল-ঈযাহ-শরহে মুফাস্সাল। (৩) আল-মুখতাসার (ফিক্হ বিষয়ে)। (৪) আল্-মুখতাসার (উসূল বিষয়ে)। (৫) জামালুল আরব (ইলমে আদব বিষয়ে)। (৬) আল-মাকসাদুল জালীলু ফী ইলমিল খালীলি (আরূয বিষয়ে)। (৭) মুতাহিউস সুয়ালি ওয়াল আমালি ফী ইলমিল উসূলে ওয়াল জাদলি। এটি ইমাম মালেক (র.)-এর মাযহাবের উপর একটি দীর্ঘ কিতাব, যা 'মুখতাসারে ইবনে হাজিব' নামে প্রসিদ্ধ। (৮) আল-মুনতাহী (উসূল বিষয়ে) যা আল-মুখতাসার থেকে বৃহদাকার। (৯) শাফিয়া। (১০) শরহে শাফিয়া। (১১) আল-আমালু ফিন নাহবিয়া। (১২) কিতাবু জামিইল উম্মাহাত (ইলমে ফিক্হ বিষয়ে)।

তিরোধান : এ কালজয়ী মহাপুরুষ ৬৪৬ হিজরিতে ১৬ শাওয়াল বৃহস্পতিবারে ইসকান্দারিয়া নামক স্থানে রফীকে 'আলার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইহধাম ত্যাগ করেন এবং বাবুল বাহারের বাহিরে শেখ সালেহ ইবনে আবী উসামায় সমাধির নিকট সমাহিত হন।

কাফিয়া কিতাবের পরিচিতি : কাফিয়া কিতাবটি আরবি ভাষায় লিখিত নাহু শাস্ত্রের একটি বে-নজীব কিতাব। এটির ভাষা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু অর্থ ও মর্ম অতি ব্যাপক। তা ছাড়া কাফিয়া কিতাবটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, যা বর্ণনার অবকাশ রাখে না। যার মধ্যে [লেখক (র.)] ইলমের নাহুর প্রায় সকল মূলনীতি অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতিতে একত্রিত করেছেন, এ কারণেই এ মহা মূল্যবান কিতাব প্রায় সাতশত বৎসর ধরে বিশ্বের প্রায় সকল দীনি প্রতিষ্ঠানেই পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং যুগ যুগ ধরে এ কিতাবটি অসংখ্য ব্যাখ্যা-গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে। নিম্নে তার কতিপয় ব্যাখ্যা-গ্রন্থের নাম আলোচনা করা হলো।

কাফিয়ার ব্যাখ্যা-গ্রন্থসমূহ :

১. শরহে কাফিয়া— শেখ জামালুদ্দীন আবু আমর উসমান ইবনে হাজিব (মৃত : ৬৪৬)
২. শরহে কাফিয়া— শেখ রাজিউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে হাসান আসতরাবাদী, (মৃত : ৬৮২)
৩. হাশিয়ায়ে ফার্সী— সায়্যেদ শরীফ আলী ইবনে মুহাম্মদ জুরজানী (র.) (মৃত : ৮১৬)
৪. আল-বাসীত (কাবীর) — সায়্যেদ দরুত্তুনুদ্দী হাসান মুহাম্মদ ইসতারাবাদী (মৃত : ৭১৭)
৫. আল-ওয়াফিয়াহ (মুতাওয়াস্সাত)
৬. শরহে কাফিয়া (সগীর)
৭. শরহে কাফিয়া — শায়খ জালালুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে মাহমূদ মাযদওয়ানী (মৃত : ৭১৭ হিজরি)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ : দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)।

ব্যাখ্যা : প্রশ্ন : সম্মানিত গ্রন্থকার তদ্বীয় কিতাব কে تسميه দ্বারা কেন আরম্ভ করেছেন? **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.) তাঁর কিতাবখানা تسميه-এর দ্বারা শুরু করার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা–

১. আল্লাহ তা'য়ালার কিতাব পবিত্র কুরআনুল কারীমের আনুসরণ করার লক্ষ্যে। কেননা, কুরআনুল কারীমের প্রথমেই تسميه রয়েছে। তাছাড়া কুরআনের যে আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়, তাতে আল্লাহর নামে শুরু করার জন্য নির্দেশ হয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী– اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ

২. পবিত্র হাদীস শরীফ তথা রাসূল ﷺ-এর বাণীর অনুকরণ করার মানসে। যেমন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يَبْدَأْ بِاسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَهُوَ اَبْتَرُ وَاَقْطَعُ অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি যা আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ করা হয়নি, তা লেজকাটা তথা বরকতশূন্য থেকে যায়।

৩. سلف صالحين তথা পূর্ববর্তী বুজুর্গদের অনুসরণে। অর্থাৎ سلف صا لحين তাঁদের রচিত কিতাবাদি تسميه দ্বারা শুরু করেছেন। তাই মুসান্নিফ (র.)ও অনুরূপ করেছেন।

৪. শয়তানকে দুর্বল করার উদ্দেশ্য। কেননা, হাদীস শরীফে এসেছে– مَنْ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَذُوْبُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَذُوْبُ الرَّصَاصُ فِى النَّارِ অর্থাৎ تسميه দ্বারা আরম্ভ করলে শয়তান এরূপভাবে বিগলিত হয়ে যায় যেভাবে সীসা আগুনের দ্বারা গলে যায়।

৫. আল্লাহর নাম ও তাঁর প্রশংসা দ্বারা বরকত অর্জনের লক্ষ্যে।

৬. পথভ্রষ্ট কাফিরদের প্রচলিত রীতিনীতিকে দূর করণার্থে। অর্থাৎ কাফিরগণ যে কোনো কাজ بِاسْمِ اللَّاتِ وَالْعُزّٰى বলে শুরু করতো। তাদের এ প্রথা যেন চিরতরে খতম হয়ে যায় এবং সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের بسم الله বলে কাজ করার মানসিকতা গড়ে উঠে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, تسميه সংক্রান্ত হাদীসের উপর আমল করা অসম্ভব। কারণ, تسميهও তো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের শুরু تسميه দ্বারা করা আবশ্যক। এ হিসেবে অপরিহার্য হলো এ تسميه -এর শুরু অপর একটি تسميه দ্বারা করা এবং ঐ تسميه-এর শুরু অপর আরেকটি تسميه দ্বারা করা এভাবে تسلسل লাযেম আসে, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। **উত্তর :** تسميه সম্পর্কিত হাদীসটি নির্দিষ্ট, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تسميه ব্যতীত অন্য সব বস্তু। অথবা বলা যেতে পারে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উদ্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর بسمله টি উদ্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ تسميه-এর দ্বারা শুরু করা না হয়, তাহলে তা লেজকাটা তথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ بسم الله ব্যতীত শুরু করা সত্ত্বেও সেগুলো অসম্পূর্ণ থাকে না; বরং সুচারুরূপে সমাধা হয়ে যায়। **উত্তর :** হাদীসে ابتر শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বরকতশূন্য হওয়া। সুতরাং এখন আর কোনো প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকল না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, হাদীসে "باسم الله" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর যে কোনো নামে শুরু করা যথেষ্ট। নির্দিষ্ট تسميه (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ)-এর দ্বারা শুরু করা আবশ্যক ছিল না; বরং অন্য যে কোনো اسم-এর দ্বারা শুরু করলে যথেষ্ট হতো। এতদসত্ত্বেও সম্মানিত গ্রন্থকার بسم الله বলে শুরু করলেন কেন? **উত্তর :** হাদীসে باسم الله শব্দটি উল্লেখ রয়েছে ঠিক, কিন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট শব্দ তথা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

بسم الرَّحِيْم। অথবা হাদীসে মূলত باسم الله শব্দের উল্লেখ নেই; বরং بسم الله-এর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা الله -ই উদ্দেশ্য ফলে এ নির্দিষ্ট শব্দটি দ্বারাই শুরু করতে হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, লেখক (র.) تسمية-এর পরে تحميد-কে উল্লেখ না করে تحميد সম্পর্কিত হাদীস তথা كُلُّ أَمْرٍ ذِيْ بَالٍ لَمْ يَبْدأْ بِحَمْدِ اللّٰهِ فَهُوَ اَقْطَعُ وَاَجْزَمُ (প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি যা আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা শুরু করা হয়নি তা বরকতশূন্য থেকে যায়)-এর এবং سلف صالحين-এর রীতিনীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন কেন? **উত্তর :** সম্মানিত গ্রন্থকার তদীয় কিতাবখানায় تسمية -এর পর تحميد উল্লেখ না করার পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। নিম্নে তার যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো– (১) تحميد সংক্রান্ত হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, শুরু করার সময় তা লিখতে হবে; বরং হাদীসটি ব্যাপক–লেখা এবং উচ্চারণ অর্থে। সম্ভবত মুসান্নিফ (র.) تسمية-এর পরে تحميد মুখে উচ্চারণ করে স্বীয় কিতাব শুরু করেছেন। (২) تسمية -এর মাধ্যমে تحميدও আদায় হয়ে যায়। কারণ, تحميد-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর গুণকীর্তন করা, আর তা تسمية-এর অভ্যন্তরে বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ الرحمن ও الرحيم শব্দদ্বয় আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম। সুতরাং পুনরায় الحمد الله-এর মাধ্যমে শুরু করার প্রয়োজন নেই। (৩) গ্রন্থকার (র.) كسر نفس তথা আমিত্ববোধ বিনাশ করার মানসে الحمد الله-কে উল্লেখ করেননি। তিনি মনে মনে এ ধারণা পোষণ করেছেন যে, تحميد সংক্রান্ত হাদীসটি প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আমার এ কিতাবটি তো কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয় যে, আমি تسمية-এর পরে আল্লাহর حمد উল্লেখ করব।

قَوْلُهُ بِسْمِ : بِسْمِ শব্দের باء অব্যয়টি একটি উহ্য ফে'ল বা শিবহে ফে'লের সাথে সম্পর্কিত। তবে উহ্য ফে'ল বা শিবহে ফে'লটি بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-এর আগে হতে পারে আবার পরেও হতে পারে। অধিকাংশ নাহুবিদদের মতে ফে'ল হওয়া এবং সর্বশেষ হওয়াটাই উত্তম। এ উহ্য ফে'লটি কাজের ধরন হিসেবে যে কোনো রকম হতে পারে। যেমন– রচনার শুরুতে اُصَنِّفُ بِسْمِ اللّٰهِ الخ ; লেখার শুরুতে اَكْتُبُ ; পড়ার শুরুতে اَقْرَءُ ; খাওয়ার শুরুতে اٰكُلُ ; নিদ্রার শুরুতে اَنَامُ ; প্রবেশের শুরতে اَدْخُلُ ইত্যাদি। উহ্য فعل মেনে নেওয়া যায়।

"باء" অক্ষরটি অনেকগুলো অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা–

(١) الصاق (٢) استعانة (٣) علة (٤) مصاحبة (٥) مقابلة (٦) تعدية (٧) ظرف (٨) استعلاء (٩) مجاوزه (١٠) الى (١١) استعطاف (١٢) تبعيض (١٣) بدل (١٤) قسم (١٥) زياده ইত্যাদি। এখানে استعانة তথা সাহায্য প্রার্থনা করা অর্থে এসেছে, তাই এর পুরো বাক্যটি হবে–بِاِسْتِعَانَةِ اِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اُصَنِّفُ

বি : দ্র : بسم الله-এর باء অক্ষর একটু দীর্ঘ করে লেখা হয়েছে। এর কারণ হলো, باء-এর পরে একটি همزه ছিল, তা অধিক ব্যবহারের কারণে ফেলে দেওয়া হয়েছে–এ কথা বুঝাবার জন্য। আর اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ-এর থেকে همزه-কে বিলোপ করা হয়নি; কারণ এটির ব্যবহার তুলনামূলক অনেকটা কম।

* اسم শব্দটি মূলে কি ছিল, তা নিয়ে নাহুশাস্ত্র বিশারদদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। বসরীদের মতে এটি মূলে ছিল سمو আর অর্থ হলো উঁচু। যেহেতু اسم-এটি مسند ও مسنداليه হতে পারে এ হিসেবে তার দু'প্রকার তথা فعل (যা مسند হতে পারে) এবং حرف (যা مسند ও مسند اليه কোনোটিই হতে পারে না) অপেক্ষা অধিক উচ্চমানের, তাই একে اسم বলে নামকরণ করা হয়েছে। আর سمو হতে اسم এভাবে হয়েছে যে, سمو হতে নিয়ম-বহির্ভূত واو-কে ফেলে দিয়ে তার পরিবর্তে শুরুতে একটি হামযা যুক্ত করা হয়েছে। আর কূফাবাসী নাহুবিশারদগণের মতে, এটি মূলত وسم ছিল। যার অর্থ হলো– নিদর্শন। اسم টি তার مسمى-এর জন্য নিদর্শন হওয়ায় অথবা اسم দ্বারা প্রত্যেক বস্তুকে চেনা যাওয়ায় اسم-কে اسم বলে নামকরণ করা হয়েছে। وسم -এর واو-কে وشاح-এর কায়দায় همزه দ্বারা পরিবর্তন করায় اسم হয়েছে।

قوله الله : الله শব্দটি মহান আল্লাহর ذاتى যা সত্তাগত নাম। শাব্দিক অর্থ হলো– مَعْبُوْدٌ حَقٌّ তথা সত্য উপাস্য বা প্রকৃত প্রভু। আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো–هُوَ عَلَمٌ لِذَاتٍ وَاجِبِ الْوُجُوْدِ الْمُسْتَجْمِعِ لِجَمِيْعِ الْمَحَامِدِ وَالصِّفَاتِ الْكَمَالِ الْمُنَزَّهُ عَنِ النُّقْصَانِ وَالزَّوَالِ অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক পবিত্র সত্তার নাম, যাঁর অস্তিত্ব অবধারিত। যিনি সকল প্রশংসা ও পূর্ণাঙ্গ গুণাবলির কেন্দ্রস্থল, যিনি ত্রুটি ও ধ্বংস হতে মুক্ত ও পবিত্র।

জ্ঞাতব্য বিষয় : الله শব্দটি নিয়ে কয়েকটি মতবিরোধ রয়েছে। এটি আরবি না অনারবি শব্দ ? একদল ওলামায়ে কেরামের মতে الله শব্দটি আরবি, আবার অপর একদলের মতে অনারবি। যাঁরা বলেন আরবি তাঁরা আবার প্রশ্ন তুলেন– এটি اسم مشتق নাকি اسم جامد? ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও খলীল ইবনে কায়সান (র.) সহ অনেক ওলামায়ে কেরাম বলেন, এটি اسم جامد অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এমন একটি ذاتي (সত্তাগত) নাম যাতে কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে না পারে। আর কিছুসংখ্যক ওলামায়ে কেরাম বলেন اسم مشتق। যাঁরা اسم مشتق-এর পক্ষে রয়েছেন তাঁরা আবার পরস্পর মতবিরোধ করেন যে, এটি কিসের থেকে مشتق হয়েছে অর্থাৎ তাঁর مشتق منه কি ? (ক) কারো কারো মতে, এটি إِلَهَةٌ বা اَلْوَهَةٌ অথবা اَلْوُهِيَّةٌ হতে مشتق যা মূলে ছিল اله, হামযাকে সহজতার জন্য حذف করে তার পরিবর্তে একটি لام লেখা হয়েছে, অতঃপর প্রথম لام-কে দ্বিতীয় لام-এর মধ্যে ادغام করায় الله হয়েছে। (খ) কারো কারো মতে, এটি اَلِهَ يَالَهُ (سَمِعَ) হতে مشتق হয়েছে। (গ) কারো মতে, وَلَهَ يَوْلَهُ (فَتَحَ) হতে। (ঘ) কারো মতে تَالَهَ يَتَالَهُ (تَفَعُّلٌ) হতে।(ঙ) কারো মতে, لَاهَ يَلَاهُ হতে مشتق হয়েছে।

মোটকথা, এ ব্যাপারে প্রায় কুড়িটি মত রয়েছে, যা তাফসীরে বায়যাবীতে উল্লেখ রয়েছে।

قَوْلُهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ : رحمن ও رحيم শব্দদ্বয় صيغه صفت এ দু'টি اَلرَّحْمَةُ মাস্‌দার হতে নির্গত। رحمة বলা হয়– إِرَادَةُ الْخَيْرِ فِيْ حَقِّ الْغَيْرِ অর্থাৎ অপরের কল্যাণ কামনার জন্য সংকল্প করা তথা رِقَّتِ قَلْبٍ বা অন্তরের কোমলতা ও নম্রতা। এখানে শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হয়েছে রূপকার্থে তথা অনুগ্রহ দয়া অর্থে। তা না হলে এখানে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর তা হলো قلب তথা অন্তরের জন্য جسم (শরীর) আবশ্যক। جسم বলা হয়–مَالَهُ الْاَبْعَادُ الثَّلَاثَةُ তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা যার মধ্যে বিদ্যমান। আর শরীর তথা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সম্বলিত বস্তুর মধ্যে সাধারণত পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আল্লাহর জন্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন তথা حدوثى হওয়া لازم হয়ে যায়। (نعوذ بالله) যা আল্লাহর জন্য কখনো সম্ভব নয়। এর উত্তরে বলা যায়, তাফসীরে বায়হাকীতে এ মর্মে একটি কায়দা রয়েছে যে, যখন কোনো শব্দের معنى حقيقى তথা মূল অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন غاية انتهاء ঐ শব্দের معنى مجازى তথা রূপক অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, সুতরাং رقت قلب-এর রূপকার্থ হলো احسان তথা অনুগ্রহ ও দয়া আর অর্থটি আল্লাহর মাঝে বিদ্যমান। কেননা, সমগ্র সৃষ্টিজীব আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় ডুবে আছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, رحمن-কে কেন رحيم-এর পূর্বে নেওয়া হয়েছে ? **উত্তর :** رحيم থেকে رحمن শব্দে আধিক্যের অর্থ বেশি পাওয়া যায়। কারণ, رحمن শব্দে رحيم থেকে অক্ষরের সংখ্যা বেশি। আর কায়দা আছে– كَثْرَةُ الْمَبَانِيْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِيْ অর্থাৎ অক্ষরের আধিক্য অর্থের আধিক্যকে বুঝায়। এ হিসেবে رحيم, তাকে বলে যার মধ্যে رحم তথা অধিক পরিমাণ দয়া পাওয়া যায়। আর الرحمن হলো لِمَنْ لَا نِهَايَةَ لَهُ فِيْ ذَالِكَ অর্থাৎ যাঁর দয়ার সীমা নেই অর্থাৎ অসীম দয়ালু। এ জন্য বলা হয় يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا ، يَارَحِيْمَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এবং رحمن শব্দটি একমাত্র আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর প্রয়োগ হয় না। আর جمع শব্দটি عام ; এটি আল্লাহ ও আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ হিসেবে رحمن -কে رحيم-এর পূর্বে আনা হয়েছে।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ**-এর ই'রাব :** এ শব্দ দু'টোতে তিন প্রকারের ই'রাব হতে পারে–

১. الرحمن শব্দটি উহ্য মুবতাদা তথা هو-এর খবর হিসেবে مرفوع বা পেশ বিশিষ্ট হতে পারে। এমতবাস্থায় الرحيم শব্দটিতে তিনটি ই'রাব হতে পারে– (ক) مرفوع হতে পারে উহ্য মুবতাদা তথা هو-এর খবর বা الرحمن-এর সিফাত হিসেবে। এ ক্ষেত্রে মূলবাক্যটি হবে بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ هُوَ الرَّحِيْمُ বা هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ। (খ) منصوب হতে পারে। উহ্য امدح বা اعنى ক্রিয়ার مفعول হিসেবে। এক্ষেত্রে মূল বাক্যটি হবে–بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَعْنِي الرَّحِيْمَ (গ) مجرور হতে পারে। الله শব্দটি হতে বদল বা সিফাত হিসেবে। মূল ইবারত হবে– بِسْمِ اللّٰهِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

২. الرحمن শব্দটি উহ্য ফে'ল তথা امدح বা اعنى-এর মাফ'উল হিসেবে منصوب হতে পারে। এ সময়ও الرحيم-এর মধ্যে পূর্বের মতো তিন প্রকারের ই'রাব হতে পারে। এসব সুরতে মূল ইবারত হবে (যথাক্রমে)– بِسْمِ اللّٰهِ اَعْنِي الرَّحْمٰنَ هُوَ الرَّحِيْمُ ، بِسْمِ اللّٰهِ اَعْنِي الرَّحْمٰنَ اَعْنِي الرَّحِيْمَ ، بِسْمِ اللّٰهِ اَعْنِي الرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ

৩. الرحمن পদটি الله শব্দটি হতে বদল বা সিফাত হিসেবে مجرور হতে পারে। এমতাবস্থায়ও الرحيم এ পূর্বের ন্যায় তিন প্রকারের ই'রাব হতে পারে। এ সব সূরতে মূল ইবারত হবে (যথাক্রমে)-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ هُوَ الرَّحِيْمُ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ اَعْنِى الرَّحِيْمَ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তারকীব : باء অব্যয়টি হরফে জার, اسم পদটি মুযাফ الله মাওসূফ الرحمن প্রথম সিফাত এবং الرحيم দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ তার উভয় সিফাত মিলে اسم-এর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে باء হরফে জারের মাজরূর হয়েছে। জার ও মাজরূর উহ্য اشرع ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক হলো। اشرع ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীরে انا তার ফায়েল। অতএব, ফে'ল, ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

জ্ঞাতব্য বিষয় : تسميه-এর তারকীবের সম্ভাব্য সুরত মোট ৫৩১২ টি হতে পারে। তন্মধ্যে বহুল আলোচিত হলো ৭২ টি। আর তা এভাবে যে, تسميه-এর প্রথমে যে باء রয়েছে, এটি একটি হরফে জার আর হরফে জারের জন্য অত্যাবশ্যক হলো মুতা'আল্লাক। সুতরাং এ মুতা'আল্লাকটি ফে'ল হতে পারে অথবা শিবহে ফে'লও হতে পারে। ফে'ল হলে এটা আবার দু'প্রকার : ফে'লে খাস (নির্দিষ্ট ক্রিয়া, যেমন- اُصَنِّفُ বা اَكْتُبُ) হতে পারে। অথবা ফে'লে আম(সাধারণ ক্রিয়া যেমন- اَشْرَعُ বা اَبْتَدِئُ) হতে পারে। আর শিবহে ফে'ল হলে, এটাও দু'প্রকার : شبه فعل خاص যেমন- تَصْنِيْفِىْ হতে পারে। شبه فعل عام (যেমন-ثابت) হতে পারে। এখানে মোট চারটি সুরত হলো। এ চারটি আবার مقدم হতে পারে, অথবা مؤخرও হতে পারে। এ হিসেবে মোট ৮টি সুরত হলো। আরো সহজভাবে বুঝার জন্য নিম্নে বিশদভাবে আলোকপাত করা হলো-

১. باء -এর মুতা'আল্লাকটা فعل عام হয়ে مقدم হতে পারে। যেমন- اَثْبُتُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
২. باء-এর মুতা'আল্লাকটা فعل عام হয়ে مؤخر হতে পারে। যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَثْبُتُ
৩. باء-এর মুতা'আল্লাকটা فعل خاص হয়ে مقدم হতে পারে। যেমন- اُصَنِّفُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৪. باء-এর মুতা'আল্লাকটা فعل خاص হয়ে مؤخر হতে পারে। যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اُصَنِّفُ
৫. باء-এর মুতা'আল্লাকটা شبه فعل عام হয়ে مقدم হতে পারে। যেমন-
تَصْنِيْفِىْ ثَابِتٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৬. باء-এর মুতা'আল্লাকটা شبه فعل عام হয়ে مؤخر হতে পারে। যেমন-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثَابِتٌ تَصْنِيْفِىْ
৭. باء-এর মুতা'আল্লাকটা شبه فعل خاص হয়ে مقدم হতে পারে। যেমন-
تَصْنِيْفِىْ مُلَابِسٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
৮. باء-এর মুতা'আল্লাকটা شبه فعل خاص হয়ে مؤخر হতে পারে। যেমন-
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مُلَابِسٌ تَصْنِيْفِىْ

উপরোক্ত আট সুরতের প্রত্যেকটি الرحمن-এর মধ্যে তিন প্রকারের তারকীব হতে পারে। الرحمن-এর প্রতিটি সুরতে الرحيم-এ তিন প্রকারের তারকীব হতে পারে, অর্থাৎ الرحمن টি هو উহ্য মুবতাদার খবর হতে পারে, অথবা اعنى বা امدح উহ্য ফে'লের মাফউল হতে পারে, অথবা الله শব্দের সিফাত হতে পারে। অতঃপর الرحمن শব্দটি خبر হওয়ার সুরতে الرحيم-এ তিন প্রকারের তারকীব হতে পারে অর্থাৎ (১) উহ্য মুবতাদা তথা هو-এর খবর, যেমন- هو الرحيم, অথবা (২) اعنى বা امدح উহ্য ফে'লের মাফউলে বিহী, অথবা (৩) الله শব্দের সিফাত বা الرحمن হতে বদল। আর الرحمن টি اعنى বা امدح উহ্য ফে'লের মাফউল হওয়ার সুরতেও الرحيم-এ তিন প্রকারের তারকীব হতে পারে, যেমন- اَلرَّحْمٰنَ هُوَ الرَّحِيْمُ ، اَلرَّحْمٰنَ اَعْنِى الرَّحِيْمَ ، اَلرَّحْمٰنَ الرَّحِيْمِ তদ্রূপ الرحمن সিফাত বা বদল হওয়ার সুরতেও الرحيم-এর তিন প্রকারের তারকীব হতে পারে। মোটকথা, الرحمن ও الرحيم এ তারকীবের মোট ৯টি সুরত হতে পারে। অতঃপর باء-এর মুতা'আল্লাক ৮ টি সুরত হতে পারে। এ হিসেবে تسميه-এর তারকীব মোট (৮ x ৯) ৭২ সুরত হতে পারে।

اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًى مُفْرَدٍ-

অনুবাদ : كلمه এমন শব্দকে বলে, যাকে একক অর্থ বুঝাবার জন্য গঠন করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْكَلِمَةُ : যদি কেউ প্রশ্ন করে, সম্মানিত গ্রন্থকার তদীয় কিতাবটি كلمه-এর আলে শুরু করলেন কেন ? **উত্তর :** যেহেতু কিতাবটি লিখিত ইল্‌মে নাহু বিষয়ে, আর নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো তাই গ্রন্থকার আলোচ্য বিষয় তথা كلمه ও كلام -এর আলোচনার মাধ্যমে কিতাব শুরু করেছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ইল্‌মে নাহুর উদ্দেশ্য হলো তিন কালিমা তথা اسم ، فعل ও حرف-এর শেষাক্ষে অবস্থাদি ও বাক্য গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা। অথচ মুসান্নিফ (র.) মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কিত আলো কিতাব আরম্ভ না করে كلمه ও كلام -এর পরিচয় তথা সংজ্ঞার বর্ণনায় মনোনিবেশ করে একটি অহেতুক ক **উত্তর :** কোনো বস্তুর অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা উক্ত বস্তুর পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং যার নির্ভরশীল তার পরিচয় না দিয়ে অবস্থাদি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাই সম্মানিত গ্রন্থকার প্রথ বর্ণনায় মনোযোগ দিয়েছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ইল্‌মে নাহুর আলোচ্য বিষয় তো হলো كلمه ও كلام ; গ্রন্থকার (র.) كلام-এর পূ আলোচনায় লিপ্ত হলেন কেন ? **উত্তর :** (১) كلمه ও كلام এ দু'টোর যে কোনো একটি দিয়ে তো আলোচ হবে। তাই সম্মানিত গ্রন্থকার كلام-এর পূর্বে كلمه-এর আলোচনা করেছেন। যদি كلمه-এর পূর্বে كلام-এ করতেন, তাহলে ও প্রশ্ন উত্থাপিত হতো كلام-কে কেন مقدم করা হলো। (২) অথবা, كلمه হলো একটি এ كلام হলো যৌগিক শব্দ। তাই একককে যৌগিকের উপর অগ্রগামী করার লক্ষ্যে মুসান্নিফ (র.) كلمه-কে م مقدم করেছেন। যেমন–'এক' সংখ্যাটিকে مقدم করা হয়েছে 'দু'-এর উপর, কারণ দু'টি 'এক'-এর দ্বারাই দুই অথবা, كلمه-এর افراد কালামের افراد-এর অংশ হয়ে থাকে, আবার كلمه-এর অর্থ كلام-এর অর্থের অংশ সুতরাং جز- كل -এর উপর مقدم হওয়ার দাবিদার। এ হিসেবে মুসান্নিফ (র.) كلمه-কে كلام-এর উপর قدم

জ্ঞাতব্য বিষয় : الكلمة-এর মধ্যে তিনটি অংশ রয়েছে–

(১) حرف تعريف (২) مادة তথা ك ، ل ، م (৩) "ة"। নিম্নে সবগুলোর বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হলো

১. حرف تعريف অর্থাৎ الكلمة-এর প্রথমে যে الف لام আছে, তা কোন প্রকারের الف لام এ বিষয়ে আমাদেরকে الف لام-এর প্রকারগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। الف لام প্রথমত দু'প্রকার। (১) زائده (অতিরি প্রথমে শব্দের সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– الكسرة ، الفتحة ইত্যাদি।(২) (অনতিরিক্ত)। যা শুধু মাত্র تعريف তথা নির্দিষ্ট করণের فائدة দেয় এবং একমাত্র اسم-এর উপর প্রবেশ করে দু' প্রকার। যথা– (১) الف لام اسمى (২) الف لام جرفى ; الف لام اسمى হলো যা কেবলমাত্র اعل مفعول-এর উপর প্রবেশ করে الذى-এর অর্থ প্রদান করে এবং উক্ত اسم فاعل বা اسم مفعول টি তার যেমন– الضارب তথা الذى ضرب আর الف لام حرفى হলো, যা اسم فاعل ও اسم مفعول ব্যতীত অন্য যে এর শুরুতে প্রবিষ্ট হয়। الف لام حرفى আবার চার প্রকার। যথা–(১) جنسى (২) استغراقى (৩) ارجى عهد ذهنى। এর وجه حصر হলো এই যে, مدخول لام (الف لام যার উপর প্রবিষ্ট হয়) দ্বারা ماهيت তথা জাতি হবে অথবা افراد তথা অংশী উদ্দেশ্য হবে। যদি জাতীয়তা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে الف لام جنسى বলে। خسر من المرأة অর্থাৎ পুরুষ জাতি উত্তম হলো নারী জাতি হতে। আর যদি দ্বিতীয়টি তথা مدخول لام দ্বারা

হয়, তাহলে এটা আবার দু'প্রকার। সকল অংশী উদ্দেশ্য হবে অথবা কিছু অংশী উদ্দেশ্য হবে। প্রথমটি (সকল افراد উদ্দেশ্য হলে)-কে الف لام استغراقى বলে। যেমন- ان الانسان لفى خسر الا الذين امنوا الخ (নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে। তবে ঈমানদারগণ ব্যতীত। এখানে الانسان-এর الف لام টি الف لام استغراقى কারণ, যদি مستثنى টি استغراقى বলা না হয়, তাহলে استثناء-ই শুদ্ধ হয় না। যেহেতু مستثنى متصل-এর মধ্যে مستثنى টি مستثنى منه-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক, আর منقطع-এর মধ্যে مستثنى টি مستثنى منه -এর থেকে বের হওয়া আবশ্যক। আর এ অন্তর্ভুক্তিকরণ বা বের করণটা তখনই সম্ভব হয় যখন مستثنى منه-এর الف لام-কে استغراقى মেনে নেওয়া হয়। অন্যথা নয়। উল্লিখিত আয়াতে কারীমায় استثناء-এর قرينة-এর দ্বারা বুঝা যায়, যে এখানে الف لام استغراقى হয়েছে।

আর যদি কিছু افراد (অংশী) উদ্দেশ্য হয়, এটা আবার দু'প্রকার- হয়তো উহ্য অংশীগুলো বাস্তবে নির্দিষ্ট হবে, অথবা হবে না। যদি বাস্তবে নির্দিষ্ট হয়, তাহলে তাকে عهد خارجى বলে। যেমন, আল্লাহর বাণী- كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ অর্থাৎ অনুরূপভাবে আমি ফিরআউনের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর ফিরআউন ঐ রাসূলের অবাধ্য হয়েছে। এখানে الرسول-এর الف لام টি عهد خارجى অর্থাৎ রাসূল বলতে ঐ رسول-কে বুঝানো হয়েছে যাকে ফিরআউনের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ যদি لام-এর مدخول দ্বারা এমন কিছু অংশী উদ্দেশ্য হয় যা বাস্তবে অনির্দিষ্ট বরং متكلم-এর মনে মনে সুনির্দিষ্ট, তাহলে তাকে عهد ذهنى বলে। যেমন, আল্লাহর বাণী- وَاَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ অর্থাৎ আমি ভয় পাচ্ছি; না জানি তাকে বাঘে খেয়ে ফেলে। এখানে الذئب-এর الف لام টি عهد ذهنى ; কারণ, বাস্তবে এখানে কোনো বাঘ নেই; বরং হযরত ইয়াকূব (আ.) মনে মনে এ কথাটি ভাবছিলেন যে, তাঁর অন্যান্য ছেলেরা ইউসুফ (আ.)-কে মেরে বাঘের নাম দিবে অর্থাৎ বাঘ বলতে ইয়াকূব (আ.) তাঁর ছেলেদেরকে বুঝিয়েছেন যা একমাত্র তাঁর মনেই নির্দিষ্ট ছিল। আর معهود ذهنى হুকুমের ক্ষেত্রে نكره -এর মতো। এ কারণেই তার সাথে نكره-এর মতো আচরণ করা হয়। যেমন, কবির কবিতা- وَلَقَدْ اَمُرُّ عَلَى اللَّئِيْمِ يَسُبُّنِيْ * فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِيْنِيْ অর্থাৎ আমি এমন এক অসভ্যের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যে আমাকে গালি দিচ্ছিল। আমি চলে যাচ্ছি এবং (মনে মনে) বলছি যে, সে আমাকে গালি দিচ্ছে না।

* الف لام-এর বিস্তারিত আলোচনার পর এখন অত্যাবশ্যক হলো এ কথা নির্ণয় করা যে, الكلمه-এর الف لام টি উপরোক্ত প্রকার সমূহের কোন প্রকারের। এ ব্যাপারে কয়েকটি বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়- (১) কারো কারো মতে الكلمه-এর মধ্যকার الف لام টি جنسى (জাতীয়তা জ্ঞাপক) ইসতেগরাক্বী বা عهد خارجى নয়। কারণ, সাধারণত ماهيت তথা মূ-লের সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়ে থাকে, افراد -এর নয়। যদি এ الف لام টি جنسى না হয়, তাহলে তার مدخول দ্বারা সকল افراد উদ্দেশ্য হবে বা কিছু افراد উদ্দেশ্য হবে। এ সময় ماهيت-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করা হবে না; বরং افراد-এর সংজ্ঞা বর্ণনা হবে। আর এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। এটি অবৈধ হওয়ার কারণ হলো, সংজ্ঞার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো معرف (যার সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়)-কে উপস্থিত করা। আর এর (معرف-এর) আফরাদ হলো অসীম। সসীম কালে অসীম বস্তুকে উপস্থিত করা অসম্ভব। অপরদিকে ماهيت তার বিপরীত; অর্থাৎ ماهيت হলো সীমিত। সুতরাং সসীম কালে এটাকে উপস্থিত করা যায়। সঙ্গত কারণেই সাব্যস্ত হলো যে, تعريف তথা সংজ্ঞা ماهيت-এর ই হয়ে থাকে افراد -এর নয়।

অধিকাংশ নাহবীদের মতে, الكلمة-এর মধ্যকার الف لام টি الف لام عهد خارجى অর্থাৎ এখানে ঐ كلمه (শব্দ) উদ্দেশ্য যা নাহুশাস্ত্র বিশারদদের নিকট প্রচলিত। আর تعريف একমাত্র ماهيت-এরই হয়। এর স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে যাঁরা বলেছেন এখানে الف لام টি جنسى ; তাঁদের বক্তব্যের জবাবে বলা হয়- আপনাদেরকে বর্ণিত কায়দা হলো একটি منطقى তথা যুক্তি শাস্ত্রিক, এটি نحوى নয়, নাহবীদের নিকট تعريف للافراد বৈধ। তা ছাড়া এখানে كلمه বলে ঐ كلمه-কে বুঝানো হয়েছে, যা নাহুবিদদের নিকট প্রচলিত এবং যার افراد সীমিত অর্থাৎ اسم ، فعل ও حرف এ তিন প্রকারে সীমিত।

প্রথমটি (সকল افراد উদ্দেশ্য
ان الا (নিশ্চয় সকল মানুষ
الف لام استغر কারণ, যদি
ধ্যে مستثنى টি مستثنى
ـ -এর থেকে বের হওয়া
استغراقى-কে মেনে الف لا
। যায়, যে এখানে الف لام

ত্তবে নির্দিষ্ট হবে, অথবা হবে
كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْن
ঃপর ফিরআউন ঐ রাসূলের
-কে বুঝানো হয়েছে যাকে
কিছু অংশী উদ্দেশ্য হয় যা
, আল্লাহর বাণী– وَأَخَافُ أَنْ
; عهد ذهنى টি الف لام
ন যে, তাঁর অন্যান্য ছেলেরা
ঝিয়েছেন যা একমাত্র তাঁর
থে نكره-এর মতো আচরণ
وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَ অর্থাৎ আমি
এবং (মনে মনে) বলছি যে,

. الكلمه-এর الف لام টি
রা কারো মতে الكلمه-এর
াধারণত ماهيت তথা মূ-
র مدخول দ্বারা সকল افراد
افرا-এর সংজ্ঞা বর্ণনা হবে।
। সংজ্ঞা বর্ণনা করা হয়)-কে
ত করা অসম্ভব। অপরদিকে
ায়। সঙ্গত কারণেই সাব্যস্ত

াৎ এখানে ঐ كلمه (শব্দ)
। স্বপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে
বর্ণিত কায়দা হলো একটি
খানে كلمه বলে ঐ كلمه-
حر এ তিন প্রকারে সীমিত।

ফলে تعريف للافراد হলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেহেতু অসীম افراد-কে সসীম সময়ে উপস্থিত অভিযোগও এখানে বিদ্যমান নেই। সুতরাং الكلمه-এর মধ্যাকার الف لام-কে عهد خارجى বলতে কোনো

দ্বিতীয় আলোচনা : كلمه-এর ما هو তথা كلم সম্পর্কে। (كلمه শব্দের আভিধানিক অর্থ– আর পারিভাষিক অর্থ হলো– هِيَ مَا يَنْطِقُ بِهِ الْإِنْسَانُ مُفْرَدًا أَوْ مُرَكَّبًا অর্থাৎ মানুষ একক বা যৌগিক কথা বলে তাকে كلمه বলে।) কেউ কেউ বলেন, كلمه ও كلام শব্দটি كَلْمٌ (لام কালিমা সাকিনযুক্ত) হ (كَلْمٌ) অর্থ হলো– জখম করা। কেননা, كلمه (শব্দ) ও كلام (বাক্য) তথা কথার প্রতিক্রিয়া অন্তরে তলোয় চেয়েও বেশি ক্রিয়াশীল। যেমন, হযরত আলী (র.)-এর পংক্তি–

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

অর্থাৎ তলোয়ারের আঘাতের প্রতিষেধক আছে তবে মুখের আঘাতের কোনো প্রতিষেধক নেই।

* كَلِمٌ শব্দটি جمع (বহুবচন) নাকি اسم جنس; এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। نحاة بصريين-এর ; جنس কারণ আল্লাহর বাণী– إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ-এর মধ্যে اَلْكَلِمُ শব্দটির صفت নেওয়া হয়েছে যা প্রমাণ করে اَلْكَلِمُ শব্দটি جمع নয়। যদি جمع হতো তাহলে اَلطَّيِّبُ-এর সাথে ة যুক্ত হয়ে اَلطَّيِّبَةُ ব্যব সুতরাং উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, كَلِمٌ শব্দটি اسم جنس ; এটি جمع বা বহুবচন নয়। كوفيين كَلِمٌ শব্দটি جمع ; এটি اسم جمع নয়। কারণ كَلِمٌ শব্দটি তিন বা ততোধিকের উপর প্রয়োগ হয়, যদি হতো তাহলে একের উপরও প্রয়োগ করা সঠিক হতো। অথচ এমনটি কখনও করা হয় না।

বসরাবাসী নাহুবিদগণ কর্তৃক পেশকৃত দলিল আল্লাহ তা'আলার বাণী–اَلْكَلِمُ الطَّيِّبُ জবাবে কূফাবাসী না বাক্যটি ব্যাখ্যা সম্বলিত। অর্থাৎ الطيب শব্দটি সরাসরি الكلم-এর صفت নয়; বরং এর পূর্বে بعض শব্দটি الطيب-এর مضاف অর্থাৎ বাক্যটি মুখে إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ بَعْضَ الطَّيِّبِ ছিল। অথবা, كلمه-এর সি এ হিসেবে লেখা হয়েছে, যেসব جمع এরূপ হয় যে, তার এবং তার واحد -এর মধ্যে শুধুমাত্র "ة" দ্বারা প থাকে, সেটির صفت-এ مذكر ও مؤنث উভয়টি বরাবর। সুতরাং এর দ্বারা كلمه শব্দটি جنس হওয়ার উ করা সঠিক হবে না।

তৃতীয় আলোচনা : اَلْكَلِمَةُ-এর "ة" -এর সম্পর্কে। এ تاء টি وحدت তথা একত্বের জন্য ব এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে, الكلم শব্দটিতে الف لام টি جنس-এর অর্থে ব্যবহৃত যা আধিক্যতা ও ব্যাপকত وحدت তার বিপরীত, সুতরাং الكلمة -এর মধ্যে الف لام হলো جنس-এর জন্য, আর تاء হলো وحدت- হতে পারে না, কারণ একই শব্দে বিপরীতধর্মী দু'টো বস্তুর বিদ্যমানতা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে لام টি جنسيت- টি وحدت-এর জন্য হতে পারে না। **উত্তর :** وحدت মোট চার প্রকার। যথা– نَوْعِيْ (২) جِنْسِيْ (১ ; فردى এ চার প্রকার হতে শুধুমাত্র وحدت فردى হলো আধিক্যতাও ব্যাপকতার বিপরীত। আর এটা এখানে সুতরাং الكلمة-এর لام টি جنسى আর تاء - وحدت-এর জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই الكلمة-এর تاء টি وحدت-এর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন এর মধ্যে تخصيص তথা নির্দিষ্টতা সৃষ্টি হয়ে দ্বারা كلمه لغوى হতে كلمه شهادت ও كلمه ইত্যাদি বের হয়ে যায়।এ হিসেবে الكلمة-এর অর্থ দাঁড় নিকট মৌলিক كلمه হলো, যাকে একক অর্থ বুঝাবার জন্য বানানো হয়েছে।

قَوْلُهُ لَفْظٌ : لفظ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো اَلْفَاظٌ ; শাব্দিক অর্থ–اَلرَّمْيُ বা নিক্ষেপ করা। اَكَلْتُ التَّمْرَةَ وَلَفَظْتُ النَّوَاةَ অর্থাৎ আমি খেজুর খেয়েছি এবং আঁটি নিক্ষেপ করে দিয়েছি। অনুরূপভাবে لَفَظَتِ الرَّحَى الدَّقِيْقَ অর্থাৎ চাক্কি আটা নিক্ষেপ করেছে। আর নাহ্বীদের পরিভাষায় لفظ বলা হয়– الْإِنْسَانُ مِنْ حَرْفٍ فَصَاعِدًا অর্থাৎ মানুষ যা উচ্চারণ করে তাকে لفظ বলে। চাই এক হরফ হোক বা অধি

لفظ-এর সংজ্ঞাটি ضمير ও محذوف উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেননা, মানুষ এগুলোকে ও উচ্চারণ করে থাকে। আর মানুষের تلفظ তথা উচ্চারণটা (عام) ব্যাপক। অর্থাৎ এটা নবসৃষ্ট কথা হতে পারে, অথবা অন্য কারো কথাও হতে পারে। এ হিসেবে আল্লাহর বাণী ও জিনের কথাও لفظ -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সুতরাং كلمه-এর সংজ্ঞায় لفظ শব্দটি হলো ما به فيه الاشتراك (جنس) যা প্রকৃত-অপ্রকৃত, একক-যৌগিক, মুহ্‌মাল-মাওযূ' সকল শব্দকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। অবশিষ্ট গুলো ما به الامتياز-এর পর্যায়ে।

* اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ الخ এ বাক্যের তারকীবের উপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন হয় আর তা হলো, الكلمة শব্দটি মুবতাদা আর لفظ শব্দটি তার সিফাত وضع الخ সহ মিলে খবর। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مذكر ও مذكر مؤنث-এ مطابقت (মিল থাকা) আবশ্যক। এখানে মুবতাদা তথা الكلمة শব্দটি مؤنث আর খবর তথা لفظ শব্দটি সুতরাং এখানে تذكير ও تانيث -এ মুবতাদা ও খবরের মধ্যে موافقت হয়নি, যা অত্যধিক দূষণীয়। **উত্তর :** মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مطابقت আবশ্যক হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে –(১) খবরটি مشتق হওয়া (২) খবরটির মধ্যে এমন একটি যমীর হওয়া যা মুবতাদার দিকে راجع (প্রত্যাবর্তিত)। (৩) খবরটি مذكر ও مؤنث -এর মধ্যে বরাবর না হওয়া। এখানে খবরটি مذكر ও مؤنث -এর মধ্যে বরাবর নয় এ শর্ত পাওয়া গেলেও অপর দু'টি শর্ত তথা খবরটি مشتق-ও হয়নি এবং তার মধ্যে এমন কোনো যমীরও নেই যা মুবতাদার দিকে راجع, অতঃপর এখানে মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مطابقت আবশ্যক নয়।

قَوْلُهُ وَضْعَ : وضع-এর আভিধানিক অর্থ হলো– রাখা। আর পারিভাষায় وضع বলা হয়– تَخْصِيْصُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِحَيْثُ مَتٰى أُطْلِقَ أَوْ أُحِسَّ الشَّيْءُ الْأَوَّلُ فُهِمَ مِنْهُ الشَّيْءُ الثَّانِيْ অর্থাৎ একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া, যদি প্রথম বস্তুটি প্রয়োগ বা উপলব্ধি করা হয় তাহলে এর দ্বারা দ্বিতীয় বস্তুটি বুঝে এসে যায়। كلمه-এর সংজ্ঞায় এ قيد-এর দ্বারা মুহমাল, যেমন–جسق এবং ঐ সকল শব্দ যেগুলোকে স্বভাবগতভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন– اح ، اح ইত্যাদি বের হয়ে যায়, তবে এখনও كلمه -এর সংজ্ঞায় موضوع ، مفرد ও مركب ইত্যাদি শব্দাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

قَوْلُهُ لِمَعْنًى : مَعْنًى শব্দটি عَنٰى মূলধাতু হতে مَفْعَلٌ ওযনে اسم ظرف مكان-এর সীগাহ। যার অর্থ হলো– ইচ্ছার স্থান। অথবা, এটি مصدر ميمى যা اسم مفعول-এর অর্থ প্রদান করবে। অথবা, এটি اسم مفعول-এর সীগাহ। এ ক্ষেত্রে مَعْنًى শব্দটি মূলত مَعْنُوْيٌ ছিল। سَيِّدٌ-এর কায়দা অনুযায়ী واو-কে ياء দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর ياء-এর সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ياء-এর পূর্বাক্ষর তথা نون-এর পেশকে যের দ্বারা পবির্তন করা হয়েছে। ফলে **এখন** مَعْنِيٌّ রূপ ধারণ করেছে। এখন خلاف قياس একটি ياء-কে বিলোপ করে نون-এর যেরকে যবর দ্বারা পরিবর্তন **করায়** مَعْنَيٌ রূপ ধারণ করেছে। مَعْنَيٌ শব্দটিতে ياء হরকত বিশিষ্ট পূর্বাক্ষর যবর যুক্ত হওয়ায় ياء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন **করা** হয়েছে। অতঃপর الف ও তানবীন দু'টি সাকিন একত্রিত হওয়ায় الف-কে বিলোপ করে তানবীনকে نون-এর সাথে **যুক্ত** করায় مَعْنًى হয়েছে।

* لِمَعْنًى-এর قيد দ্বারা كلمه-এর সংজ্ঞা হতে حروف هجا তথা الف ، با ، تا ইত্যাদিকে বের **করা হয়েছে।** কেননা, এগুলো শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যে গঠিত, অর্থের জন্য নয়।এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, حروف هجا দ্বারা শব্দ গঠন **উদ্দেশ্য** হয়ে থাকে। আর যে বস্তু অন্য বস্তু হতে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাকেই معنى বলে। ফলে শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যকে معنى - এর বর্হিভূত সাব্যস্তা করা ঠিক নয়। **উত্তর :** معنى-এর পারিভাষিক অর্থ হলো– مَايُقْصَدُ بِهِ اللَّفْظُ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা যা উদ্দেশ্য করা হয় এবং যা শব্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। আর শব্দ গঠন এটা فعل-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় لفظ টি حروف هجا হতে বহির্ভূত। এ জন্য একে معنى বলা যাবে না। তা ছাড়া معنى-এর জন্য আবশ্যক হলো, প্রয়োগের সময় শব্দ বুঝে আসা। আর শব্দ গঠনের উদ্দেশ্য, যেহেতু প্রয়োগের সময় حروف هجا - যেমন– الف ، باء ، تاء ، ثاء ইত্যাদি বুঝা যায় না, এ জন্য একে معنى বলা যাবে না। আর যদি غرض تركيب তথা শব্দ গঠনের উদ্দেশ্যকে حروف هجا-এর معنى

ধরে নেওয়াও হয়, তাহলে حروف هجا পরস্পরে একটি অপরটির مرادف হয়ে যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে، تا-কে، تا-এর এবং، ثا-কে، جيم-এর উপর প্রয়োগ করা সঠিক হয়ে যাওয়া। কারণ, এটাই তো ترادف-এর মর্ম অর্থাৎ অর্থ এক, শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ; অতঃপর لازم বাতিল সুতরাং غرض تركيب কে حرف هجا-এর অর্থ সাব্যস্ত করাও বাতিল। (বি : দ্র : যখন حروف-কে এগুলোর নাম হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, তখন তাকে حروف هجا বলে। যেমন— الجيم ، الباء ، اللام ইত্যাদি। যখন এগুলো কোনো শব্দের অংশ হয়, তখন এগুলোকে حروف مبانى বলে। যেমন—ضرب শব্দে ض ، ر ، ب ; এগুলোকে حروف مبانى আর যখন এগুলোর কোনো অর্থ হয়, তখন এগুলোকে حروف معنى বলে। যেমন— مَرَرْتُ بِزَيْدٍ -এর মধ্যে باء শব্দটি।)

قَوْلُهُ مُفْرَدٌ : مُفْرَدٌ শব্দটিতে তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে।

১. مرفوع হতে পারে। এ অবস্থায় এটি لفظ-এর দ্বিতীয় সিফাত হবে এবং مفرد-এর অর্থ হবে— যার অংশ তার অর্থের অংশকে বুঝায় না। এ ক্ষেত্রে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.)-এর উপর এ মর্মে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি لفظ -এর প্রথম সিফাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন جمله بفعل ماضى (فعل ماضى সম্বলিত বাক্য)-কে আর দ্বিতীয় সিফাত নিয়েছেন একটি একক শব্দ দ্বারা। উভয় সিফাতকে কেন তিনি একই ধরনের ব্যবহার করলেন না ? **উত্তর** : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) لفظ-এর প্রথম সিফাতটিকে بفعل ماضى এবং দ্বিতীয় সিফাতটিকে مفرد তথা একক নিয়েছেন ঐ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য যে, শব্দে وضع (গঠন) প্রথমে হয়ে থাকে, আর অর্থ مفرد বা مركب হওয়া, এটি وضع -এর পরে হয়ে থাকে।

২. مجرور হতে পারে। এমতাবস্থায় এটি معنى-এর সিফাত হবে। এ ক্ষেত্রে مفرد -এর অর্থ হবে যে, অর্থের অংশের উপর শব্দের অংশ বুঝায় না। তবে এ ক্ষেত্রেও মুসান্নিফ (র.)-এর প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উক্ত বাক্যটি হতে এ কথাই বোধগম্য হয় যে, অর্থটি প্রথম থেকেইافراد তথা এককের গুণে গুণান্বিত তার জন্য গঠন করা হয়েছে। যা দ্বারা معنى টি مفرد হওয়া প্রথমে আর وضع (গঠন) তার পরে হওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়। অথচ وضع প্রথমে তারপর افراد বা تركيب হয়ে থাকে ? **উত্তর** : উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এখানে معنى কে مفرد বলা হয়েছে مَايَؤُوْلُ হিসেবে। অর্থাৎ যে বস্তু অচিরেই হয়ে যাবে সেটাকে তার ভবিষ্যৎ নামে অবহিত করাকে مَجَاز مَا يَؤُوْلُ বলে, যেমন— طَالِبُ الْعِلْمِ -কে মা-ওলানা বলা হয়, ভাত পাকানোর সময় চালকে ভাত বলে। আর হাদীসে শরীফেও এর ব্যবহার পাওয়া যায়—مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো مقتول (নিহত)-কে হত্যা করে, তাহলে ঐ হত্যাকারী উক্ত নিহত ব্যক্তির সমুদয় সম্পদের মালিক হবে। এখানে নিহত ব্যক্তিকে হত্যার পূর্বেই قتيل তথা নিহত বলা হয়েছে مجاز হিসেবে।

৩. منصوب হতে পারে। আর এটি দু'টো কারণে হয়ে থাকে। (ক) وضع فعل-এর উহ্য যমীর তথা নায়েবে ফায়েল হতে حال হিসেবে, (খ) অথবা لمعنى (যা মূলত مفعوله হরফে জারের মাধ্যমে)-এর থেকে حال হিসেবে। এ ক্ষেত্রেও কতকটি প্রশ্নের সৃষ্টি হয়—

প্রথমত : কোনো শব্দ যদি منصوب হয়, তাহলে তার শেষে رسم خط একটি الف লেখা হয়ে থাকে। এখানে مفرد-এর শেষে الف লিখা হলো না কেন ? **উত্তর** : কোনো শব্দের শেষে رسم خط আলিফ তখনই লেখা হয়, যখন তার মধ্যে نصب ব্যতীত অন্য কোনো ই'রাবের সম্ভাবনা না থাকে। অতঃপর এখানে তথা مفرد-এর মধ্যে نصب ছাড়াও رفع ও جر এ দু'প্রকারের ই'রাব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই এর শেষে رسم خط আলিফ লেখা হয়নি।

দ্বিতীয়ত : যদি وضع-এর যমীর হতে حال হিসেবে مفرد-কে منصوب ধরা হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে তিনটি প্রশ্ন দেখা দেয় : ১. مفرد টি وضع -এর যমীর হতে حال হতে পারে না ? কেননা সাধারণত حال হয়ে থাকে ফায়েল বা মাফউল হতে। এখানে وضع-এর যমীরটি হলো نائب فاعل যা ফায়েলও নয় বা মাফউলও নয়। সুতরাং وضع-এর যমীর هو হতে حال সাব্যস্ত করা সঠিক নয় ? **উত্তর** : مفعول-এর গ্রন্থকারের মতে مفعول مالم يسم فاعله টিও فاعل حقيقى এবং جمهور-এর মতে فاعل حكمى আর حال-এর জন্য এটি অত্যাবশ্যক নয় যে, ذوالحال টি فاعل حقيقى হতে হবে; বরং এটাও عام তথা ব্যাপক চাই فاعل حقيقى হোক বা حكمى (فَلَا اِشْكَالَ فِيْهِ)

২. حال টা ذوالحال-এর সাথে হওয়া আবশ্যক। এখানে حال ও ذوالحال-এর মধ্যে لمعنى-এর দ্বারা فاصله-এর সৃষ্টি হয়েছে যা وضع-এর যমীর হতে حال হওয়ার ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধক। **উত্তর :** ذوالحال ও حال তথা اتصال একসাথে হওয়া ঐ সময় জরুরি যখন التباس-এর আশংকা থাকে, এখানে কোনো প্রকারের التباس নেই।

৩. حال বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো حال ও ذوالحال -এর زمانه তথা সময় এক হওয়া। অথচ এখানে حال ও ذوالحال-এর زمانه এক হয়নি ? কেননা, وضع তথা গঠন افراد ও تركيب-এর উপর অগ্রগামী। সুতরাং مفرد-কে حال সাব্যস্ত করা সহীহ নয়। **উত্তর :** যদিও وضع - افراد-এর উপর ذات হিসেবে অগ্রগামী কিন্তু زمانه তথা কাল হিসেবে مقارن তথা সমকালীন। কেননা, تَقَدُّم وتَأَخُّر ذَاتِي (সত্তাগত অগ্রে বা পশ্চাতে হওয়া) এবং مُقَارَنَاتِ زَمَانِيْ-এর মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। এ হিসেবে مُقَارَنَاتِ زَمَانِيْ বলা হয়- مقدم ও مؤخر উভয়ই একই কালে পাওয়া যাওয়া আর تَقَدُّم وتَأَخُّر ذَاتِيْ হলো, مؤخر টা مقدم-এর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া এবং مقدم টা مؤخر -এর জন্য علت تامه হওয়া যেমন–হাতের নড়াচড়া ও কলমের নড়াচড়া উভয়ের زمانه বা কাল হলো এক এবং কলমের নড়াচড়ারটা মুখাপেক্ষী হলো হাতের নড়াচড়ার প্রতি। অর্থাৎ হাতের নড়াচড়া ব্যতীত কলমের নড়াচড়া হতে পারে না। অনুরূপভাবে وضع এবং افراد-এর زمانه তথা কাল একই এবং وضع টা افراد-এর উপর অগ্রগামীও। সুতরাং ذوالحال عامل-ও حال -এর زمانه একই সাথে বিদ্যমান।(فَلَا اِشْكَالَ فِيْهِ)

তৃতীয়ত : لمعنى হতে হাল হিসেবে مفرد-কে যদি منصوب ধরা হয়, তাহলেও এখানে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, حال -এর জন্য আবশ্যক হলো ذوالحال فاعل বা مفعول به হওয়া এ স্থলে معنى শব্দটিতে فاعل নয় আর مفعول به -ও নয়। এতদসত্ত্বেও এটি ذوالحال কিভাবে হতে পারে ? **উত্তর :** معنى শব্দটি মূলত مفعول به-ই। কারণ, এটি حرف جر بلام-এর দ্বারা مفعول به হয়েছে। সুতরাং এটি ذوالحال হতে কোনো অসুবিধা নেই।

তারকীব : مُفْرَدٍ শব্দে তিন প্রকারের ই'রাব হতে পারে। এ হিসেবে এ বাক্যটির তারকীবের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে– (১) مفرد শব্দে যের যোগে : الكلمة। শব্দটি মুবতাদা لفظ পদটি মাওসূফ وضع হলো ফে'লে মাজহুল উহ্য যমীর هو তার নায়েবে ফায়েল لام হলো হরফে জার , আর معنى পদটি মাওসূফ مفرد পদটি সিফাত, মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর لام হরফে জারের। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হলো وضع-এর সাথে। وضع ফে'ল , ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে বা-তাবীলে মুফরাদ হয়ে لفظ-এর সিফাত। মাওসূফ তার সিফাত মিলে الكلمة। মুবতাদার খবর হলো। অতঃপর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। (২) مفرد শব্দে পেশ যোগে : এ ক্ষেত্রে جمع لمعنى হবে لفظ-এর প্রথম সিফাত আর مفرد হবে দ্বিতীয় সিফাত অবশিষ্ট তারকীব পূর্বের ন্যায়।(৩) مفرد শব্দে যবর যোগে : এক্ষেত্রে مفرد শব্দটি وضع ফে'লে মাজহুলের مفعول مالم يسم فاعله-এর থেকে হাল হবে অথবা لمعنى-এর معنى হতে হাল হবে। অবশিষ্ট তারকীব পূর্বের ন্যায় হবে।

وَهِيَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ تَدُلَّ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا اَوْ لَا اَلثَّانِي اَلْحَرْفُ وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَّقْتَرِنَ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ اَوْ لَا اَلثَّانِيْ اَلْاِسْمُ وَالْاَوَّلُ اَلْفِعْلُ وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا -

---

অনুবাদ ঃ এটা (তিন প্রকারে বিভক্ত) اسم ، فعل এবং حرف। কেননা, তা (কালিমা) হয়তো নিজের মধ্যে নিহিত অর্থের উপর বুঝাবে অথবা বুঝাবে না দ্বিতীয়টি হলো حرف। এবং প্রথমটি হয়তো ঐ অর্থ তিনটি কালের কোনো একটি কালের সাথে সম্পৃক্ত হবে অথবা হবে না। দ্বিতীয়টি اسم আর প্রথমটি فعل। এটা (দলীলে হাসর) দ্বারা (كلمة -এর তিন প্রকারের) প্রত্যেকটির সংজ্ঞা অবশ্যই জানা গেছে।

ব্যাখ্যা ঃ যদি اسماء اشارات কিংবা ضمائر মুবতাদা হয়, তাহলে মুবতাদাটিকে مذكر বা مؤنث নেওয়া খবর অনুপাতে হওয়াটা উত্তম মারজি' অনুপাতে নয়; কিন্তু এখানে ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এভাবে যে, هى টি مؤنث আর اسم الخ হচ্ছে مذكر ; তার কারণ হলো মুবতাদাটি উহ্য خبر তথা منقسمة অনুপাতে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটা مؤنث সেহেতু যমীর هى নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত।

* منقسمة যে এখানে বিলুপ্ত হয়েছে তার কারীনা হলো, আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) প্রথমে كلمة -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, অতঃপর প্রকার বর্ণনা করা শুরু করাতে বুঝা যায় এটিতে কালিমার প্রকার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। সুতরাং منقسمة বিদ্যমান থাকার উপর কারীনা উপস্থাপিত হয়েছে।

دليل حصر : دليل حصر -এর পরিচয় হলো– وَهُوَ مَا يَدُوْرُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْاِثْبَاتِ অর্থাৎ, যা হ্যাঁ-বাচক না-বাচকের মাঝে ঘূর্ণায়মান। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) كلمة তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ার যৌক্তিকতা উপস্থাপন করেছেন। তা হলো, كلمة দু'অবস্থা থেকে খালি নয়, হয়তো তা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের অন্তর্নিহিত অর্থের উপর বুঝাবে না অথবা নিজেই নিজের মধ্যস্থিত অর্থের উপর বুঝাবে। প্রথম অবস্থায় كلمة -কে حرف নামে অভিহিত করা। যেমন– عن ، من ইত্যাদি। এগুলো অন্য কোনো শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থের উপর বুঝাতে পারে না। যেমন– سِرْتُ مِنَ الْبَصْرَةِ اِلَى الْكُوْفَةِ এ বাক্যে من ও الى অপর দু'শব্দ بصرة ও كوفة -এর সাহায্য ছাড়া তাদের অর্থ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। দ্বিতীয় অবস্থায়ও كلمة টি দু' অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো তার অর্থটি তিনকাল থেকে যে কোনো একটির সাথে মিলিত হবে অথবা হবে না। যদি শব্দটির অর্থ কোনো একটি কালের সাথে মিলিত হয়, তাকে فعل বলা হয়। যেমন– فعل (সে একজন পুরুষ অতীতকালে করেছে)। আর যদি কোনো কালের সাথে মিলিত না হয় তাকে اسم বলা হবে। যেমন– زيد যেহেতু উপরোল্লিখিত তিনটি অবস্থা থেকে মুক্ত নয়; সেহেতু كلمة -কে তিন প্রকারে বিভক্ত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এ জন্য নাহুবিদরা لانها -এর পূর্বে اِنَّمَا انْحَصَرَتِ الْكَلِمَةُ فِيْ هٰذِهِ الثَّلٰثَةِ ইবারাতটি উহ্য মেনে নিয়েছেন।

* সম্মানিত গ্রন্থকার তিন প্রকারে كلمة বিভক্ত হওয়ার দলিল বর্ণনা করেছেন। অথচ দলিল এসে থাকে দাবির পরে; কিন্তু এখানে দাবিটা উল্লেখ নেই। এটা সুস্পষ্ট যে, দাবি ব্যতীত দলিল দেওয়া সম্পূর্ণ বাতিল। প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, দলিলের জন্য দাবিটা জরুরি, চাই সুস্পষ্টভাবে তা ইবারতের মধ্যে উল্লেখ থাকুক অথবা পূর্বোক্ত থেকে বুঝা যাক। এখানে পূর্বোক্ত থেকে এভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, গ্রন্থকার কালিমার প্রকার বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনটি প্রকার বর্ণনা করত ক্ষান্ত হয়েছেন। এতে বুঝা যায় চতুর্থ প্রকার বলতে কিছু নেই। সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, كلمة এই তিন প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং এটাই তাঁর অলিখিত দাবি। এই দাবির পরে لانها বলে দলিল উপস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

* كلمة -এর প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে মুসান্নিফ (রা.) اسم ، فعل ও حرف -কে ক্রমানুসারে সাজিয়েছেন। অর্থাৎ اسم -কে প্রথমে, তারপরে فعل এবং সর্বশেষে حرف -কে অগ্রগামী করা হয়েছে। তার কারণ হলো যে, اقسام বর্ণনা করার

ক্ষেত্রে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেহেতু اسم টি فعل ও حرف থেকে উচ্চমানের। কেননা, এটা মুসনাদ ইলাইহ হয়ে থাকে, পক্ষান্তরে অপর দু'টি তা হয় না। এ দৃষ্টিতে اسم কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আর فعل -এর স্থান اسم -এর চেয়ে কম, حرف -এর চেয়ে উচ্চমানের। তা মুসনাদ ইলাইহ হয় না, তবে মুসনাদ হয়ে থাকে। আর حرف কিছুই হয় না। এ কারণে সর্বাগ্রে اسم ، فعل -কে اسم -এর পরে এবং حرف -কে فعل -এর পরে উল্লেখ করা হয়েছে। دليل حصر বর্ণনা করার ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা হলো, حرف -এর মাফহুম সম্পূর্ণরূপে عدمى আর اسم এক দিক থেকে عدمى যেহেতু এটা مقترن بالزمان হয় না। অন্যদিকে وجودى যেহেতু এটা معنى مستقل -এর ওপর বুঝায়। পক্ষান্তরে فعل সম্পূর্ণরূপে وجودى ; যেহেতু এটা معنى مستقل -এর উপর বুঝায় এবং مقترن بالزمان হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়মনীতিতে عدم টা وجود -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে বিধায় সর্বপ্রথম حرف, তারপর اسم এবং সর্বশেষে فعل -এর উল্লেখ করা হয়েছে।

* هِىَ -এর মারজি' দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো كلمة অথবা مفهوم كلمة এমতাবস্থায় تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ وَاِلٰى غَيْرِهٖ লাযেম হয়েছে; অথচ এটা বর্জনীয়। কেননা, الكلمة মাকসাম আর اسم ، فعل ও حرف আকসাম। الكلمة স্বয়ং اسم ; যেহেতু তার মধ্যে علامة تعريف আলিফ-লাম এবং তায়ে মুতাহাররাকাহ রয়েছে, সেহেতু هى ইসম উল্লেখ করত اسم -কে اسم -এর দিকে বিভক্ত করা হয়েছে। আর তা হলো تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ اِلٰى نَفْسِهٖ ; পরক্ষণে فعل ও حرف উল্লেখ করার কারণে তা تَقْسِيْمُ الشَّيْءِ اِلٰى غَيْرِهٖ হয়েছে। উত্তরে বলা যায় যে, هى -এর মারজি' الكلمة, মাকসাম নয়। সুতরাং নিষিদ্ধতা লাযেম হয়নি। দ্বিতীয়াবস্থায় আবশ্যক হয়ে যায় যে, مرجع ও راجع -এর মাঝে সামঞ্জস্য নেই। কেননা, مفهوم হলো مذكر আর هى টি مؤنث; মাকসাম ঐ বস্তুর مفهوم যাকে مَاهِيَةٌ مِنْ حَيْثُ هِىَ هِىَ -এর দ্বারা বর্ণনা করা হয়। মোদ্দাকথা, اِرْجَاعُ ضَمِيْرٍ بِحَسْبِ اللَّفْظِ এবং تَقْسِيْمٌ بِحَسْبِ الْمَعْنٰى।

* لِاَنَّهَا -এর মধ্যস্থিত ها -এর মারজি' الكلمة আর এটা ذات এবং ان تدل ব্যাখ্যাকৃত মাসদার। মাসদারের ব্যবহার ذات -এর উপর জায়েজ নেই; অথচ এখানে তার পরিপন্থী হয়েছে। এর কতিপয় পদ্ধতি উল্লেখ করা যায়। একটি হলো, এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত হবে ذات ان تدل সুতরাং মাসদারের হামল ذات -এর উপর লাযেম হয়নি। অপর একটি প্রক্রিয়া হলো যা মীর সাইয়্যিদ শরীফ (র.) উল্লেখ করেছেন, ان مصدرية টা فعل -কে ব্যাখ্যাকৃত মাসদারের অর্থে এভাবে পরিণত করে দেয় যে, ঐ فعل -এর উপর اسم -এর আহকাম জারি হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে ذات -এর হামল ذات -এর উপর হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَوْ لَا : এটাতে او হলো হরফে আত্ফ লামটির مدخول উহ্য রয়েছে। এতে মা'তূফকে বিলোপ করত হরফে আত্ফকে বাকি রাখা আবশ্যক হয়ে পড়েছে, যা বৈধ নয়। এ কথা প্রকাশ্য যে, অবৈধ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। (১) কোনো কারীনা না থাকা, (২) বিলুপ্ত মা'তূফের কোনো মুতা'আল্লাক বাকি না থাকা। এখানে উভয় শর্তই অনুপস্থিত থাকাতে এরূপ অবৈধ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

حَرْف -এর নামকরণ : হরফকে حرف করে নাম করনের কারণ হলো, حرف শব্দের অর্থ الطرف অর্থাৎ একপার্শ্ব। যেমন– فُلَانٌ فِىْ حَرْفِ الْوَادِىْ اَىْ طَرْفِ الْوَادِىْ অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি উপত্যকার এক পার্শ্বে। শরহে জামী'র মুসান্নিফ (র.) বলেছেন– وَهُوَ فِىْ طَرْفٍ اَىْ جَانِبٍ مُقَابِلٍ لِلْاِسْمِ وَالْفِعْلِ حَيْثُ يَقَعَانِ عُمْدَةً فِى الْكَلَامِ وَهُوَ لَا يَقَعُ عمدة فيه এখানে طرف দ্বারা এক পার্শ্বে পতিত হওয়া উদ্দেশ্য নয়। কেননা, حرف তো প্রায়ই মধ্যখানে হয়; বরং উদ্দেশ্য হলো مسند اليه ও مسند -এর দিক থেকে এক পার্শ্বে হওয়া অর্থাৎ اسم মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি উভয়ই হতে পারে। আর فعل শুধুমাত্র মুসনাদ হতে পারে। এই মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহি হওয়ার অনুপাতে اسم ও فعل একপার্শ্বে। আর حرف মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ কিছুই হতে পারে না তথা مستقل بالمفهوم না হওয়াতে এক পার্শ্বে। اسم মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে ও فعل মুসনাদ হতে পারে, বিধায় এ উভয়টি مقصود بالذات কিন্তু حرف টি তা না হওয়ার ক্ষেত্রে غير مفهوم بالذات এ হিসেবে حرف টি এক পার্শ্বে রয়েছে।

* ان تدل -এর মধ্যে ان হচ্ছে موصول حرفي আর موصول حرفي হচ্ছে তিনটি। যথা– (১) ان যা حرف مشبه موصول -এর মধ্যে পার্থক্য হলো, موصول اسمي এবং موصول حرفي - ما مصدرى (৩) ان مصدرى (২) بالفعل اسمي -এর শুরুতে এমন একটি যমীর আবশ্যক– যেটি তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে; কিন্তু موصول حرفي তে এ রকম কোনো যমীর হবে না।

ان يقترن -এর মধ্যস্থিত যমীরটি ফিরেছে الاول -এর দিকে বা معنى -এর দিকে অথচ দু'টোই বাতিল। প্রথমটি এ জন্য যে. اقتران بالزمان হলো معنى -এর সিফাত, كلمة -এর সিফাত নয়। আর اول দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كلمة। দ্বিতীয়াবস্থায় এ জন্য অযৌক্তিক যে, معنى বাক্যের মধ্যে উল্লেখ নেই। এখানে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম এসেছে। উত্তরে এ কথা বলা যায় যে, ফায়েলের যমীরের মারজি' হলো معنى - আর তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও الاول শব্দের আওতায় উল্লেখ রয়েছে। কেননা, الاول বলতে كَلِمَةٌ دَلَّتْ عَلٰى مَعْنًى فِيْ نَفْسِهَا বুঝানো হয়েছে, যেমনিভাবে اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى -এর মধ্যে عدل শব্দটি اِعْدِلُوْا ফে'লের মধ্যে নিহিত রয়েছে যার দিকে هو যমীরটি প্রত্যাবর্তিত।

اِسْم -এর নামকরণ : اسم -এর مشتق منه নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কূফাবাসীদের মতে, اسم শব্দটি وسم থেকে গঠিত। অর্থ– আলামত। শুরু থেকে واو -কে حذف করত তার জায়গায় همزه وصل -কে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু এটি তার অর্থের উপর আলামত বা চিহ্ন হয়ে থাকে; সেহেতু তাকে اسم করে নামকরণ করা হয়েছে। অথবা اسم তার مدلول -এর উপর নির্দেশ করে বিধায় একে اسم বলা হয়। বসরা নাহুবিদদের মতে, اسم মূলত سمو ছিল। যার অর্থ– উঁচু হওয়া। শেষের واو -কে বিলোপ করত শুরুতে যের যুক্ত হামযা নেওয়া হয়েছে এবং সহজতার জন্য سين -এর উপর জযম দিয়ে اسم করা হয়েছে। এর বহুবচন اسماء ও اسامى ; আর তাসগীর হলো اسمى এটি মুসনাদ ও মুসনাদ ইলাইহ হওয়া এবং নিজে নিজে كلام হবার দিক থেকে এর অপর দু'প্রকার হতে উঁচু, তাই একে اسم নামে নামকরণ করা হয়েছে।

فِعْل -এর নামকরণ : فعل -কে তার মূলের সাথে নামকরণ করা হয়েছে। আর মূলত তা মাসদার তথা الفعل : এর অর্থ– কাজ করা যা فاعل -এর কর্ম। পরিভাষায় نسبة فاعلية ، نسبة زمانية এবং معنى مصدرى (حدث) -এর নামই فعل ; পারিভাষিক ফে'ল যেহেতু আভিধানিক فعل -কে অন্তর্ভুক্ত করে, সেহেতু তাকে فعل করে নামকরণ করা হয়েছে; একে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ বা تَسْمِيَةُ الْمُتَضَمِّنِ بِاِسْمِ الْمُتَضَمَّنِ -এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উল্লেখ্য যে, فعل আসল নাকি مصدر, এ নিয়ে বসরা ও কূফা নাহুবিদদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে– (১) বসরা নাহুবিদদের মতে, মাসদার اصل -এবং ফে'ল فرع - (২) কূফা নাহুবিদদের মতে, ফে'ল اصل অর মাসদার হলো فرع।

বসরীদের দলিল হলো মাসদার স্বনির্ভর, এটা স্বীয় অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এবং সেটা কারো থেকে নির্গত নয়; বরং ফে'ল মাসদার হতে নির্গত। সেটি পরনির্ভরশীল এবং সর্বদা ইসমের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। কাজেই এই পরনির্ভরশীল কোনো বস্তুর মূল হতে পারে না। বুঝা যায়, মাসদার اصل আর ফে'ল فرع কূফীদের দলিল হলো, মাসদারের মধ্যে তা'লীল হওয়া বা না হওয়াটা নির্ভর করে ফে'লের তা'লীল হওয়া বা না হওয়ার উপর। যদি ফে'লের মধ্যে তা'লীল হয় তাহলে মাসদারের মধ্যেও তা'লীল হবে। যথা– قيام -এর মধ্যে তা'লীল হয়েছে قام -এর মধ্যে তা'লীল হওয়ার কারণে। আর যদি ফে'লের মধ্যে তা'লীল না হয়, তবে মাসদারের মধ্যেও তা'লীল হবে না। তাঁরা আরো বলেন যে, ফে'ল কখনো কখনো মাসদারের আমেল হয়। যথা– قَعَدْتُ قُعُوْدًا এখানে قُعُوْدًا মাসদারটির আমিল হলো قَعَدْتُ ফে'ল। বুঝা যায় ফে'লটি আসল।

সমাধান কল্পে বলা যায়, কূফার নাহুবিদগণ যে দলিল পেশ করেছেন তা দ্বারা ফে'ল আসল হওয়া বুঝা যায়। কেননা, ফে'লের মধ্যে তা'লীল হওয়ার কারণে মাসদার তা'লীল হয় কথাটি সত্য নয়; বরং তা'লীল তো কেবলমাত্র সরফী নিয়ম নীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে এবং সরফীদের নিকট এমন কোনো নীতি নেই যে, ফে'লের মধ্যে তা'লীল হলে মাসদারেরও তা'লীল হবে। তাঁদের দ্বিতীয় দলিলও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আমেল হলেই তো মূল হয় না। যথা– اِنْ টা ফে'লের মধ্যে আমল করে, তাই বলে কি ফে'লের মূল বলা হবে? কাজেই তাঁদের এ ধরনের যুক্তিই গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি তাঁদের কথাকে

মেনেও নেওয়া যায়, তাহলে يعد -এর ياء ও اكرم -এর همزه -কে মূল বলতে হয়। অথচ তারাও এটাকে মূল বলেন না। কাজেই বুঝা গেল যে, ফে'ল মূল নয়, বরং মাসদারই মূল, যা থেকে ফে'ল নির্গত হয়। জনৈক সরফবিদ এ সম্পর্কে কতইনা সুন্দর করে বলেছেন– وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ أَصْلًا لِإِعْلَالِهِ مَدَارُ لِإِعْلَالِ الْمَصْدَرِ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا

অর্থাৎ কূফাবাসীরা বলেছেন যে, ফে'ল তা'লীল হওয়াটা مصدر তা'লীল হওয়া বা না হওয়ার উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে فعل আসল হওয়া উচিত। বলা হয়েছে– وَأَيْضًا يُؤَكِّدُ الْفِعْلُ بِهِ অর্থাৎ মাসদার দ্বারা ফে'লটি তাকীদযুক্ত হয়ে থাকে। আর সুপ্রসিদ্ধ কায়দা হলো اَلْمُؤَكِّدُ أَصْلٌ مِنَ الْمُؤَكَّدِ অর্থাৎ মুয়াক্কাদটি মুয়াক্কেদ থেকে اصل হয়ে থাকে। বসরাবাসীদের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দু'টি দলিলের উত্তরে বলা যায়– إِعْلَالُ الْمَصْدَرِ لِلْمُشَاكَلَةِ لِلْمُدَارِيَةِ "সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফেলের তা'লীলের কারণে মাসদারের মধ্যে তা'লীল হয়, নির্ভরশীল হওয়ার কারণে নয়।" اَلْمُؤَكِّدِيَّةُ لَاتَدُلُّ عَلَى الْإِصَالَةِ فِي الْاِشْتِقَاقِ অর্থাৎ নিষ্পনন হওয়ার ক্ষেত্রে তাকীদযুক্ত হওয়াটা আসল হওয়ার উপর বুঝায় না।

وَقَدْ عُلِمَ الخ : এটা জুমলায়ে মু'তারাযা হিসেবে পতিত হয়েছে। তা উল্লেখ করে মুসান্নিফ (র.) শিক্ষার্থীদের তিনটি স্তরের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন– (১) ذكى (উত্তম মেধাবী), (২) متوسط (মধ্যম মেধাসম্পন্ন), (৩) غبى (নিম্ন মেধাসম্পন্ন)। دليل حصر থেকে যারা ذكى তারা সহজেই কালিমার তিনটি প্রকারের পরিচয় জেনে নিতে পারবে। وقد علم বলে متوسط তথা দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর যারা ইশারা ও সতর্কতার মাধ্যমে কালিমার তিনটি প্রকার সম্পর্কে বুঝতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞা দিয়ে কালিমার প্রকারসমূহের আলোচনা তুলে ধরেছেন। আর এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন غبى তথা তৃতীয় স্তরের শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবার উদ্দেশ্যে।

* قد শব্দটি এখানে তাহকীকের জন্যে এসেছে। আর এটা ماضى قريب -এর জন্যও ব্যবহার হতে পারে। তখন অর্থ দাঁড়াবে– এই دليل حصر দ্বারা কালিমার তিনটি প্রকারের প্রত্যেকটি নিশ্চয় জানা গেছে। আর এই অবগত হওয়াটা বার্তাকালীন (زمانة تكلم) -এর নিকটবর্তী সময়ে হয়েছে। সুতরাং قد علم الخ -এর বিশ্লেষণ হবে– قَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدٌّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عِلْمًا مُتَّصِلَةً بِزَمَانِ التَّكَلُّمِ

উপরোক্ত ইবারতে ذالك ইসমে ইশারা ব্যবহৃত হয়েছে যা بعيد -এর জন্য এসে থাকে, এ ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে دليل حصر -এর শান বর্ণনা করার জন্য। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেছেন– ذَالِكَ الْكِتٰبُ لَارَيْبَ الخ এখানে ذالك কুরআনের মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এখানে دليل حصر -এর সম্মানার্থে ذالك ব্যবহার হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত, هذا নয়।

وقد علم বলা হয়েছে, قد عرف না বলার কারণ হলো যে, عرف শব্দটি معرفة থেকে নির্গত। معرفة বলা হয়– জুয্য়ীকে জানা আর علم বলা হয় কুল্লীকে জানা। এ জন্য علم বলা আবশ্যক ছিল, عرف নয়।

حد ও تعريف -এর সংজ্ঞা : حد অর্থ– পরিচয় দেওয়া, সীমায়িত করা। এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে شرح جامى -এর টীকাকার বলেছেন– اَلْحَدُّ عِنْدَ النُّحَاةِ هُوَ الْمُعَرِّفُ الْجَامِعُ الْمَانِعُ অর্থাৎ কোনো বস্তুকে جامع ও مانع হিসেবে পরিচয় দানকারী হলো– حد।

মানতিকবিদদের পরিভাষায়, শুধু জাতিগত বস্তুকে অন্তর্ভুক্তকারী পরিচয়দাতা হলো– حد কেউ কেউ বলেছেন– اَلْحَدُّ إِنَّمَا هُوَ بَيَانُ الْمَحْدُوْدِ بِمَا يَنْفِي عَنْهُ الْإِجْمَالُ وَالْاِحْتِمَالُ অর্থাৎ সংজ্ঞা হলো সংজ্ঞায়িত বস্তুকে এমনভাবে বর্ণনা করে দেওয়া– যার দ্বারা ঐ বস্তু থেকে অস্পষ্টতা ও সম্ভাব্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। تعريف শব্দটি باب تفعيل -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ– পরিচয় দান করা। পারিভাষিক অর্থ—مَا يُبَيَّنُ بِهِ حَقِيْقَةُ الشَّيْءِ অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তুর হাকীকতকে বর্ণনা করা হয়। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) যে دليل حصر বর্ণনা করেছেন তা দ্বারা কালিমার প্রত্যেকটি প্রকারের جامع مانع পরিচয় উদ্ভাসিত হয়েছে বিধায় حد শব্দ উল্লেখ করা যথাপোযুক্ত হয়েছে।

* كل দু'প্রকারের হয়ে থাকে। (১) شمولية (২) انفرادية এখানে انفرادية -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

তারকীব ঃ قَوْلُهٗ وَهِيَ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ لِاَنَّهَا اِمَّا اَنْ الخ : واو হরফে আত্ফ, هى মুবতাদা, اسم মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, فعل মা'তূফে আউওয়াল, واو হরফে আত্ফ, حرف মা'তূফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। اسم ، فعل ، حرف এ শব্দ তিনটির মধ্যে তিন রকমের ইরাব হতে পারে। যথা— (১) উহ্য মুবতাদার খবর হওয়ার কারণে মারফূ' হবে। তখন আসল রূপ হবে- اَوَّلُهَا اِسْمٌ وَثَانِيُهَا فِعْلٌ وَثَالِثُهَا حَرْفٌ - (২) اعنى উহ্য ফে'লের মাফঊলে বিহী হওয়ার কারণে মানসূব হবে। অর্থাৎ اَعْنِيْ اِسْمًا وَفِعْلًا وَحَرْفًا (৩) পূর্ববর্তী শব্দ اقسام বিলুপ্ত ইবারতের বদল হিসেবে মাজরূর হবে। অর্থাৎ ثَلَاثَةُ اَقْسَامٍ اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ অন্য একটি প্রক্রিয়া হলো, هى মুবতাদা আর مُنْقَسِمَةٌ اِلَى اِسْمٍ وَفِعْلٍ وَحَرْفٍ খবর। لانها -এর মধ্যে لام সববের জন্য ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল। ها ইসমে ان - اما হরফে তারদীদ, ইরাবে তার কোনো মহল নেই। ان মাউসূলে হরফী, تدل ফে'ল, যমীর هى ফায়েল, যা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ইসমে আন্নার দিকে। على হরফে জার, معنى মাওসূফ, উহ্য ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, فى হরফে জার, نفس মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে فى হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت উহ্য শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে معنى মাওসূফের সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে على হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগব হয়েছে تدل ফে'লের সাথে। تدل ফে'ল, যমীর هى ফায়েল ও যরফে লগব মিলে মাওসূলে হরফীর সেলাহ হয়েছে। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, لا হরফে নফী, এরপরে উহ্য تدل ফে'ল রয়েছে। لاتدل ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে বতাবীলে মুফরাদ খবরে ان হয়েছে। ইসমে আন্না ও খবরে আন্না মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে لام হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে منقسمة শিবহে ফে'লের সাথে যা هى মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। الثانى সিফাত, এর পূর্বে উহ্য القسم মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। الحرف খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা।

قَوْلُهٗ وَالْاَوَّلُ اِمَّا اَنْ يَّقْتَرِنَ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الخ : واو হরফে আত্ফ, الاول মুবতাদা, اما হরফে তারদীদ, ইরাবের মধ্যে তার কোনো মহল নেই। ان মাওসূলে হরফী, يقترن ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, যা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে الاول মুবতাদার দিকে। ب হরফে জার, احد মুযাফ, الازمنة মাওসূফ, الثلثة সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে احد মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে باء হরফে জারের মাজরূর। জার ও তার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক বা যরফে লগব হয়েছে يقترن ফে'লের সাথে। يقترن ফে'ল-তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে ان মাওসূলে হরফীর সেলাহ্। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ আলাইহ হয়েছে। او হরফে আত্ফ, لا হরফে নফী, তার পরে يقترن একটি ফে'ল উহ্য রয়েছে। لايقترن ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মা'তূফা হয়ে খবর। الاول মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইস্মিয়্যা হয়েছে। الثانى সিফাত, তার পূর্বে القسم মাওসূফ উহ্য রয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, الاسم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। واو হরফে আত্ফ, الاول সিফাত-তার পূর্বে القسم মাওসূফ উহ্য রয়েছে। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুবতাদা হয়েছে। الفعل খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে। واو টি ইস্তিনাফিয়া, قد তাহকীকের জন্য অথবা নিকটবর্তী অর্থ প্রদানের জন্য। علم ফে'ল, باء হরফে জার সববের জন্য, ذالك ইসমে ইশারা বয়ীদের জন্য মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে علم ফে'লের সাথে। حد মুযাফ, كل মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, واحد মাউসূফ, উহ্য ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, من হরফে জার, ها যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক বা যরফে মুস্তাকার হয়েছে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে শিবহে জুমলা হয়ে واحد মাওসূফের সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে كل মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে علم ফে'লের নায়েবে ফায়েল। ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও তার যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়া মু'তারাযা হয়েছে।

اَلْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ وَلَا يَتَأَتّٰى ذٰلِكَ اِلَّا فِىْ اِسْمَيْنِ اَوْ اِسْمٍ وَ فِعْلٍ
اَلْإِسْمُ مَادَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ غَيْرِ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ -

---

অনুবাদ : الكلام (বাক্য) ঐ লফয, যা ইসনাদের সাথে দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। আর তা অর্জিত হয় না তবে দু'টি اسم -এর মধ্যে অথবা একটি اسم ও একটি فعل -এর মধ্যে। الاسم ঐ কালিমা, যা নিজের মধ্যে নিহিত অর্থের উপর তিন কালের কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত বুঝায়।

ব্যাখ্যা : اَلْكَلَامُ শব্দটি উদ্ভূত كَلْمٌ থেকে। অর্থ– اَلْجَرْحُ আঘাত করা। ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় দু'টি– كلمه ও كلام ; আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) কালিমার পরিচয় ও তার প্রকারসমূহ আলোচনা করার পর كلام সম্পর্কীয় বর্ণনা শুরু করেছেন।

* মুসান্নিফের উক্তি– الكلام الخ -এর মধ্যে শুরুতে واو হরফে আত্‌ফ উল্লেখ করা হয়নি। অথচ كلمة ও كلام -এর মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক নিহিত, উভয়টি ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় বটে। এতদসত্ত্বেও মুসান্নিফ الكلام -এর শুরুতে واو -কে উল্লেখ না করার কারণ হচ্ছে, যদি واو -কে নেওয়া হতো, তাহলে الكلام টি الكلمة -এর تابع (অনুসরণকারী) হয়ে যেতো। এটা সুস্পষ্ট কথা যে, متبوع (অনুসরণীয়)-এর মর্যাদা تابع (অনুসরণকারী) অপেক্ষা বেশি। তাহলে এ ধারণা সৃষ্টি হতো যে, الكلمة টা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং الكلام থেকে উত্তম; অথচ এরূপ নয়।

اَلْكَلَامُ-এর অর্থ : الكلام শব্দটি كلم মূলধাতু থেকে নির্গত, অর্থ– আঘাত করা। যেহেতু كلام তথা কথাবার্তার দ্বারা মানুষের হৃদয়ে আঘাত লাগে তাই একে كلام বলা হয়। كلام -এর অর্থ সম্পর্কে আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– اَلْكَلَامُ فِى اللُّغَةِ مَا يُتَكَلَّمُ بِهٖ قَلِيْلًا كَانَ اَوْ كَثِيْرًا অর্থাৎ অভিধানে كلام বলা হয়, কম হোক বা বেশি হোক যার দ্বারা কথাবার্তা বলা যায়।

ইবারতের মধ্যে الكلام হলো متضمن আর ماتضمن الخ অংশটি متضمن অর্থাৎ كلام -এর مدلول - زيد قائم হলো متضمن আর ওটাই متضمن - এ জন্যই যে, زيد قائم টা ماتضمن كلمتين الخ -এর হুবহু বস্তু; এখানে আবশ্যক হয়ে গেছে যে, "زيد قائم" - زيد قائم -কে অন্তর্ভুক্তকারী; অথচ متضمن ও متضمن উভয় পরস্পরের মাঝে অনৈক্য হয়ে থাকে। এ সন্দেহ নিরসনে বলা যায় যে, هيئة اجتماعية -এর সাথে দু'টি কালিমা হলো متضمن। আর هيئة اجتماعية ছাড়া একাকী দু'টি কালিমা হলো متضمن সুতরাং উভয়ই এক হওয়া আবশ্যক হয় না; বরং هيئة اجتماعية ও غير هيئة اجتماعية -এর পার্থক্য সুস্পষ্ট। অন্যভাবে বলা যায় যে, اسناد সহকারে দু'টি কালিমা متضمن আর اسناد ব্যতীত দু'টি কালিমা হলো متضمن ; এ আলোচনার মাধ্যমে উভয়ই ভিন্ন বস্তু হওয়া স্পষ্ট হয়ে যায়।

* كلام -এর সংজ্ঞাটি আপন আফরাদকে একত্রিতকারী নয়। কেননা, اضرب এ সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে। এভাবে যে, اضرب দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। এর প্রতি উত্তরে বলা হয়– كلام -এর সংজ্ঞার মধ্যে দু'টি কালিমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক। চাই উভয়টি হাকীকী হোক; যেমন– زيد قائم অথবা একটি হাকীকী ও অপরটি হুকমী হবে। যেমন– اضرب -এর মধ্যে انت উহ্য রয়েছে, তাহলো كلمة حكمى। সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞাটি جامع হবার ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ রাখে না।

تَضَمَّنَ না বলে تَرَكَّبَ বলা হয়নি কেন? মুসান্নিফ (র.) تضمن ব্যবহৃত করার ক্ষেত্রে দু'টি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে। একটি হলো– تركيب -এর মধ্যে من -কে সেলাহ্ হিসেবে নেওয়া জরুরি। পক্ষান্তরে تضمن -এর মধ্যে তা প্রয়োজন হয় না। যদি تركب বলতেন তাহলে ইবারত এরূপ হতো যে, اَلْكَلَامُ مَا تَرَكَّبَ مِنْ كَلِمَتَيْنِ بِالْإِسْنَادِ এতে বর্ণনা দীর্ঘ হয়ে যেতো। দ্বিতীয়ত تركب বলা হলে كلام -এর সংজ্ঞা থেকে اضرب -এর মতো যত كلام -এর প্রকার রয়েছে সবগুলো বের হয়ে যেতো। কেননা, تركب চায় যে, উভয় কালিমা হাকিকীভাবে উচ্চারিত হোক। কারণ, تركب দু'টি حقيقى الفاظ -এর মধ্যে হয়ে থাকে। আর اضرب -এর মধ্যে একটি হাকিকী অপরটি হুকমী পক্ষান্তরে تضمن -এর প্রয়োগ দু'টি কালিমার উপর হয়ে থাকে। এ দু'টি কালিমা হাকীকী হোক বা একটি হাকীকী বা অপরটি হুকমী হোক।

* যদি বলা হয় যে, كلام -এর সংজ্ঞাটি তার সমস্ত আফরাদকে একত্রিতকারী নয়। কেননা, তার থেকে جسق مهمل (جسق শব্দটি মুহমাল) ديز مقلوب زيد (ديز যায়েদের উল্টো রূপ) এ সব বের হয়ে গেছে। কেননা, উভয়ের মধ্যে مسند اليه টি مهمل (অর্থহীন), উভয়টি كلمه নয়। এর জবাবে বলা যায়– উভয়ের মধ্যে মুসনাদ ইলাইহটি যদিও বা হাকীকী কালিমা নয়; কিন্তু হুকমীভাবে কালিমা। কেননা, প্রকৃতপক্ষে جسق টি هذا اللفظ -এর দ্বারা তানবীলকৃত, অর্থাৎ جسق مهمل -এর বিশ্লেষণ হলো– هذا اللفظ مهمل -একইভাবে ديز টিও هذا اللفظ দ্বারা বিশ্লেষিত।

كَلَامٌ ও جُمْلَةٌ– এর মধ্যে পার্থক্য ঃ صاحب لباب ও صاحب مفصل উভয়ের মতে, كلام ও جملة হলো مترادف আল্লামা ইবনে হাজিবের উক্তি দ্বারাও তা অনুধাবন করা যায়। কেননা, তিনি اسناد -কে مقصود بالذات -এর সাথে শর্তযুক্ত না করে সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন। কতেক বিজ্ঞদের মতে, كلام ও جملة -এর মাঝে عام خاص مطلق -এর সম্বন্ধ অর্থাৎ كلام হলো খাস আর جملة আম। এ কারণে তাঁদের মতে, كلام -এর মধ্যে اسناد টি مقصود بالذات -এর সাথে সংযুক্ত। হযরত ক্বাযী শেহাবুদ্দিন (র.) বলেছেন– প্রাগুক্ত সংজ্ঞার মধ্যে اسناد দ্বারা اسناد اصلى উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐ اسناد যা مقصود بالذات হয়ে থাকে। কেননা, الاسناد -এর মধ্যে উল্লিখিত আলিফ-লাম হলো عهد خارجى যা দ্বারা اسناد اصلى -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কাজেই كلام -এর সংজ্ঞা থেকে ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল ইত্যাদি, যা তার ফায়েল ও নায়েবে ফায়েলের সাথে ব্যবহৃত, এ সবগুলো বের হয়ে যায়। কেননা, مركبات -এর মধ্যে اسناد اصلى হয় না। উপরোক্ত দু'টি অভিমতের মধ্যে প্রথমটি গ্রহণীয়। যেমন– এ সম্পর্কে 'তাহরীরে সানবাট'-এর মুসান্নিফ মাওলানা মুহাম্মদ হাবীব সালেহ (র.) উল্লেখ করেছেন যে, اَلْجُمْلَةُ وَالْكَلَامُ تَرَادُفٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ

مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب -এর মুসান্নিফ ইমাম জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ একটি অধ্যায়ের শিরোনামে بَيَانُ اَنَّ الْكَلَامَ اَخَصُّ مِنْهَا ، لَامُرَادِفٌ لَهَا - اَلْكَلَامُ هُوَ الْقَوْلُ الْمُفِيْدُ بِالْقَصْدِ উল্লেখ করত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করে বলেছেন– كلام ও جملة এক নয়।

اَلْقَوْلُ ، اَلْكَلِمُ ، اَلْكَلَامُ : القول -এর শাব্দিক অর্থ– কথা বলা। পরিভাষায়– هُوَ كُلُّ لَفْظٍ نَطَقَ بِهِ الْاِنْسَانُ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا مَعْنًى مُفِيْدٌ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْنًى مُفِيْدٌ অর্থাৎ প্রত্যেকটি শব্দকে قول বলা হয়, যার দ্বারা মানুষ কথা বলে, পূর্ণ অর্থবোধক হোক বা না হোক। তাই এটা দ্বারা الكلمة ، الكلام ، الكلم প্রত্যেকটি বুঝানো হয়ে থাকে। যেমন– غلام زيد এটাকে قول বলা শুদ্ধ হবে। কেননা, এটা পূর্ণ অর্থ প্রকাশক নয়। الكلم টি الكلمة শব্দের বহুবচন। পরিভাষায়–

هُوَ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْ ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ اَوْ اَكْثَرَ سَوَاءٌ كَانَ لَهَا مَعْنًى مُفِيْدٌ اَمْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَعْنًى مُفِيْدٌ -

অর্থাৎ الكلم বলা হয় এমন উক্তিকে যা তিন বা ততোধিক শব্দ নিয়ে গঠিত। এটি পূর্ণ অর্থ প্রকাশক হোক বা না হোক। যেমন– كَمَا تَدِيْنُ تُدَانُ এটি পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে। আর যা পূর্ণ ভাব প্রকাশ করতে পারে না তার উদাহরণ হলো ان كلامه - الكلام সম্মানিত সত্তার বাণী বুঝানোর অর্থে অধিক প্রচলিত। এ জন্য আল্লাহর বাণীকে كلام الله বলা হয়। পক্ষান্তরে القول এরূপ নয়। قول -এর ব্যবহার সর্বক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

اِسْنَادٌ– এর অর্থ ঃ اسناد -এর আভিধানিক অর্থ– মজবুত, সম্বন্ধ করা, যা থেকে سند শব্দের প্রচলন হয়েছে। পরিভাষায় اسناد হচ্ছে– نِسْبَةُ اِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ اِلَى الْاُخْرٰى بِحَيْثُ تُفِيْدُ الْمُخَاطَبَ فَائِدَةً تَامَّةً يَصِحُّ السُّكُوْتُ عَلَيْهِ অর্থাৎ একটি শব্দকে অপর শব্দের প্রতি এমন সম্বন্ধযুক্ত করা যা সম্বোধিত ব্যক্তিকে পূর্ণ ভাব উপলব্ধির উপকারিতা দান করে। এমনিভাবে যে, তার উপর নীরবতা অবলম্বন করা সমীচীন হয়। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ অন্যভাবে বলা যায় যে, اَلْاِسْنَادُ هُوَ مَا يَتَرَكَّبُ مِنَ الْمُسْنَدِ وَالْمُسْنَدِ اِلَيْهِ।

* ইবনে হাজিব (র.) كلام -এর সংজ্ঞায় الكلام ما فيه الاسناد বলেননি কেন? অথচ তাই যুক্তিযুক্ত হতো। তার প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, এ সংজ্ঞা দ্বারা اسناد টা كلام -এর অংশ হওয়া আবশ্যক হয়ে যেতো। কেননা, فيه দ্বারা جزئية -ই বুঝা যায়। আর اسناد লফয নয় বরং معنى -এর অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় তো كلام লফয ও গায়রে লফয দ্বারা مركب হয়ে যাবে, যা لفظ ও غير لفظ দ্বারা গঠিত হয় তা কেবল لفظ থাকে না। অতঃপর كلام লফয হবে না, অথচ এটি لفظ -এর

অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যে ما দ্বারা لفظ উদ্দেশ্য। এটা جنس যার মধ্যে لفظ مهمل ও موضوع চাই مفرد হোক বা مركب হোক, ناقص হোক বা تام হোক সবগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে।

مركب -এর প্রকারভেদ : مركب ছয় প্রকার হয়ে থাকে। যথা– (১) اضافى যেমন– غلام زيد (২) توصيفى যেমন– رجل عالم (৩) مزاجى যেমন بعلبك (৪) اسنادى যেমন– زيد قائم (৫) تعدادى যেমন– خمسة عشر (৬) صوتى যেমন– سيبويه সেগুলোকে কোনো একজন কবি নিম্নলিখিত شعر -এর মধ্যে সন্নিবেশিত করেছেন–

بيادش بگير اگر خالف زفوتى * بود تركيب نزد نحويان شش

اضافى داں وتوصيفى ومزجى * واسنادى وتعدادى وصوتى

এই প্রকারগুলোর মধ্যে পাঁচটি مركب ناقص আর একটি হলো اسنادى যা تام হয়ে থাকে। مركب تام দুই প্রকার। যথা– خبرى - انشائى

* গ্রন্থকার (র.) اسناد বলেছেন, اخبار বলেননি কেন? **উত্তর :** اسناد টি اخبار থেকে عام এভাবে যে, اسناد টি اخبار ও اسناد সবগুলোকে শামিল করে। পক্ষান্তরে اخبار -এর মধ্যে এরূপ প্রশস্ততা নেই। এদিকে ইঙ্গিত করণার্থে اسناد বলেছেন।

فوائد القيود : ما শব্দটি ইসমে মাউসূল যার মারজি' হলো لفظ আর لفظ 'আম এবং جنس - এটি المركبات - المركبات غير الكلامية ও المركبات الكلامية -কে শামিল করে। এরপর المفردات ، الموضوعات ، المهملات ، تضمن كلمتين অংশটি প্রথম فصل যা مهملات ও مفردات -কে বের করে দিয়েছে। অতঃপর بالاسناد অংশটি দ্বিতীয় فصل যা مركبات غير كلامية -কে বের করে দিয়েছে। শুধুমাত্র مركبات كلامية অবশিষ্ট রয়েছে চাই তা خبرية হোক, যেমন– زيد قائم অথবা انشائية হোক, যেমন– اضرب ; এ দু'টির প্রত্যেকটি ইসনাদ সহকারে দু'টি কালিমাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

* لَايَتَأَتّٰى : এর অর্থ– না আসা। না আসাটা হলো আত্মাবিশিষ্ট সত্তার কাজ। এতদ্‌সত্ত্বে গ্রন্থকার (র.) তা উল্লেখ করেছেন কেন? **উত্তর ঃ** এক্ষেত্রে তিনি এর অর্থ গ্রহণ করেছেন لايحصل এ হিসেবে যে, اِرَادَةُ اللَّازِمِ بِذِكْرِ الْمَلْزُوْمِ অর্থাৎ, ملزوم -কে উল্লেখ করত لازم উদ্দেশ্য নেওয়া। কেননা, না আসাটা অর্জিত না হওয়াকে আবশ্যক করে। ইবারতটির অর্থ দাঁড়ায় كلام দু'টি اسم অথবা একটি اسم ও একটি فعل ব্যতীত অর্জিত হয় না। لايتاتى উল্লেখ করত لايحصل উদ্দেশ্য না নিয়ে সরাসরি لايحصل উল্লেখ করেননি, এ দিকে ইশারা করার জন্য যে, কোনো কোনো সময় ملزوم উল্লেখ করত لازم উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। وَهٰذِهٖ فَائِدَةٌ نَافِعَةٌ لِلْمُتَعَلِّمِ -

* لَايَتَأَتّٰى ذَالِكَ اِلَّا فِىْ اِسْمَيْنِ اَوْ اِسْمٍ وَفِعْلٍ -এর বিবরণ হলো, এ বাক্যটি গ্রন্থকার একটি সন্দেহ দূরীকরণের নিমিত্তে উল্লেখ করেছেন। সন্দেহটি হচ্ছে, যেহেতু كلام কমপক্ষে দু'টো কালিমা দ্বারা গঠিত হবে। আর كلمة তিন প্রকার اسم ، فعل ، حرف সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই কালামের ছয়টি রূপ হওয়া আকলের দাবি। তা হলো,

(১) اسم اسم -এর সাথে মিলবে। (২) فعل اسم -এর সাথে মিলবে। (৩) فعل টা فعل -এর সাথে মিলবে।
(৪) فعل টা حرف -এর সাথে মিলবে। (৫) اسم টা حرف -এর সাথে মিলবে। (৬) حرف টা حرف -এর সাথে মিলবে।

কোন একজন কবি এগুলোকে নিম্নোক্ত কবিতাংশে উল্লেখ করেছেন।

اسم واسم فعل وفعل جرف وحرف * اسم وفعل وحرف اسم وحرف

কালামের সংজ্ঞায় বর্ণিত بالاسناد শর্তারোপের কারণে উপরোল্লিখিত সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে না। এতদ্‌সত্ত্বেও দূরদর্শী গ্রন্থকার উক্ত সন্দেহ নিরসন করতে গিয়ে বলেছেন– كلام অর্জিত হয় দু'টি সুরতে। (১) হয়তো দু'টো اسم দ্বারা গঠিত হবে। তন্মধ্যে একটি হবে মুসনাদ এবং অপরটি হবে মুসনাদ ইলাইহ (২) অথবা একটি اسم ও একটি فعل দ্বারা গঠিত হবে। এ অবস্থায় فعل হবে মুসনাদ আর اسم হবে মুসনাদ ইলাইহ। অবশিষ্ট চারটি পদ্ধতি যথা– (১) দু'টো فعل (২) দু'টো حرف (৩) একটি اسم ও একটি حرف (৪) একটি فعل ও একটি حرف দ্বারা كلام গঠিত হয় না। কেননা, كلام -এর মধ্যে মুসনাদ

ও মুসনাদ ইলাইহ উভয়ই বিদ্যমান থাকতে হবে। কিন্তু পরের চারটি সুরতে কোনোটিতে হয়তো মুসনাদ পাওয়া যাবে, মুসনাদ ইলাইহ পাওয়া যাবে না। আবার কোনোটিতে মুসনাদ ইলাইহ পাওয়া যাবে, মুসনাদ পাওয়া যাবে না। আবার কোনোটিতে উভয়টি পাওয়া যাবে না। যেমন– حرف ও حرف -এর সমন্বয়ে গঠিতরূপে কোনোটিই পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, حرف না মুসনাদ হতে পারে; না মুসনাদ ইলাইহ আর فعل মুসনাদ হওয়ার যোগ্যতা রাখলেও মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে না।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কালামের প্রাগুক্ত সংজ্ঞা نداء দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যায়। তাহলে এর উত্তরে আমরা বলব যে, يا زيد -এর মধ্যস্থিত يا হরফে নেদা একটি فعل তথা ادعو কিংবা اطلب -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। আর এ দু'টোর প্রত্যেকটি فعل সুতরাং اسم ও فعل দ্বারা كلام গঠিত হয়েছে, اسم ও حرف দ্বারা নয়।

اسم -এর সংজ্ঞাকে ফে'ল ও হরফের উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে; কারণ ইসম মূল আর ফে'ল নির্গত ও মুখাপেক্ষী হওয়া অনুপাতে তার শাখা। হরফ এ দু'টিরই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে; তাই ইসমই মুকাদ্দাম হওয়ার উপযুক্ততা রাখে। অন্যভাবে বলা যায় যে, মুসান্নিফ (র.) কালিমার প্রকরণে ইসমকে মুকাদ্দাম করেছিলেন, তাই এখানেও মুকাদ্দাম করেছেন, যাতে পূর্ববর্তী কথার সাথে মিল পাওয়া যায়।

মুসান্নিফ (র.) ইসমের সংজ্ঞার শুরুতে واو হরফে আত্ফ উল্লেখ করেননি। এ হিসেবে যে, এ ইবারতটি আলাদা একটি পরিচ্ছেদ : এর দ্বারা পূর্ববর্তীর সাথে সম্পর্ক উদ্দেশ্য নেওয়া হয়নি।

دَلَّ শব্দটি বাবে نصر ينصر থেকে ফে'লে মাযীর সীগাহ। মুযারে'র পরিবর্তে এটাকে ব্যবহার করার কারণ হলো যে, মাযীর সীগাহ সংজ্ঞা বর্ণনায় পতিত হলে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য নেওয়া হয় دوام ও استمرار (স্থায়িত্ব)। এখানে তাই উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। دل ব্যবহার না করে دلت ব্যবহার করা উচিত। এ জন্য যে, دلت -এর যমীরে ফায়েলের মারজি'টা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে ما -এর দিকে আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য الكلمة - এতদসত্ত্বেও মুসান্নিফ (র.) دل ব্যবহার করার কারণ হলো, دل -এর যমীর ما মাওসূলার দিকে ফিরেছে। আর মাওসূলটি مذكر সুতরাং যমীর তার মারজি' অনুপাতে হয়েছে।

فِيْ نَفْسِهٖ -এর মধ্যস্থিত "فى" লফ্যটি باء হরফে জারের অর্থে ব্যবহৃত। তখন উপরোক্ত ইবারতের অর্থ হবে اسم এমন একটি কালিমা, যা অর্থের উপর আপনা-আপনি বুঝায়, তার অর্থ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কারো মুখাপেক্ষী হয় না। কোনো কোনো নাহুবিদ্ এটাই সঠিক অভিমত বলে ব্যক্ত করেছেন। তবে তা জমহুর নাহুবিদদের পরিপন্থী। এ জন্যই আব্দুর রহমান জামী (র.) عَلٰى مَعْنًى كَائِنٍ فِيْ نَفْسِهٖ বলে এ দিকেই ইশারা করেছেন যে, فى نفسه যরফে মুস্তাকার হয়ে معنى -এর সিফাত হয়েছে। সরাসরি دل -এর সাথে মুতা'আল্লাক নয়। আর হরফ সম্পূর্ণভাবে ইসমের বিপরীত। কেননা, তা অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ বুঝাতে পারে না। কতেক নাহুবিদ বলেছেন হরফের কোনো অর্থ নেই; বরং তা অপর শব্দের অর্থ অর্জন করার আলামত। যথা– فِي الدَّارِ زَيْدٌ -এর মধ্যে فى হরফটি الدار শব্দে যরফিয়্যাতের অর্থ অর্জন করার আলামত। কোনো কোনো নাহুবিদ এতটুকু পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন যে, فى نفسه -এর যমীরটি معنى -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। তখন অর্থ হবে ইসম একটি কালিমা, যা তার অর্থের সত্তার মধ্যে বিদ্যমান অর্থের উপর বুঝায়।

ইসমের সংজ্ঞা دليل حصر দ্বারা জানা গেছে, যেরূপ মুসান্নিফ আল্লাম (র.) বলেছেন– وَقَدْ عُلِمَ بِذَالِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا তদুপরি ইসমের সংজ্ঞা বর্ণনা করাতে تكرار আবশ্যক হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.)-এর পক্ষ থেকে এ উত্তর দেওয়া যায় যে, উভয় স্থানে مطابقى অনুপাতে একই বস্তুর উল্লেখ করা হলে تكرار আবশ্যক হতো। دليل حصر -এর মধ্যে التزامى অনুপাতে পরিচয় জানা গেছে। আর এখানে مطابقى অনুপাতে হয়েছে। মুসান্নিফ (র.) التزامى সংজ্ঞাকে যথেষ্ট মনে করেননি; কারণ যে পাঠকের জন্য ইশারা ও তাম্বীহ (সতর্কতা) যথেষ্ট নয় সে যাতে সহজেই ইসমের পরিচয় জানতে পারে। তিনি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত ইবারত উল্লেখ করেছেন।

ইসমের সংজ্ঞা তার আফরাদগুলোকে একত্রিতকারী নয়। কারণ اسماء افعال যা গঠনানুপাতে তিনকাল থেকে কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, তা ইসমের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে; অথচ তাও ইসম। প্রতি উত্তরে বলা যায় যে, কালের সাথে সম্পৃক্ত না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য– তা وضع اول অনুপাতে সম্পৃক্ত না হওয়া, وضع ثانى অনুপাতে নয়। আর اسماء افعال তো وضع اول অনুপাতে অসম্পৃক্ত যদিও وضع ثانى অনুপাতে সম্পৃক্ত। মূলকথা, وضع اول অনুপাতে اسماء افعال। তিনকালের সাথে সম্পৃক্ত না থাকার কারণে ইসমের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং ইসমের সংজ্ঞা সকল আফরাদকে অন্তর্ভুক্তকারী।

فَوَائِدِ قُيُوْد : ما ইসমে মাওসূলটি جنس যার মধ্যে ফে'ল ও হরফ উভয়টি প্রবিষ্ট রয়েছে। আর عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ হলো فصل এ কয়েদ দ্বারা হরফ বের হয়ে গেছে। غَيْرُ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ -এর কয়েদ দ্বারা ফে'ল বের হয়ে গেছে। কেননা, ফে'ল غَيْرُ اِقْتِرَانِ الزَّمَانِ হয় না।

তারকীব ঃ قَوْلُهُ اَلْكَلَامُ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ وَلَايَتَاَتّٰى الخ ঃ الكلام। মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, تضمن ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, كلمتين মাফউল, باء হরফে জার, الاسناد। মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে تضمن ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল, মাফউল এবং মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে ما ইসমে মাওসূলের সেলাহ্। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর হয়েছে الكلام। মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হলো। واو হরফে আত্‌ফ, لايتأتى ফে'ল, ذالك ফায়েল, الا হরফে ইস্তিছনা, فى হরফে জার, اسمين মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আতফ, اسم। মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, فعل মা'তূফ। মা'তুফ আলাইহ তার মা'তূফ মিলে মা'তূফ হয়েছে اسمين। মা'তূফ আলাইহের। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে فى হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে যরফে লগ্‌ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে لايتأتى ফে'লের সাথে। لايتأتى ফে'ল, ফায়েল এবং মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা খবরিয়্যা মা'তূফা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْاِسْمُ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ غَيْرُ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الخ : الاسم। মুব্‌তাদা, ما ইসমে মাওসূল, دل ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, معنى মাওসূফ, فى হরফে জার, نفس মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে معنى -এর সিফাত। غير মুযাফ, مقترن ইসমে ফায়েল, যমীর هو তার ফায়েল, باء হরফে জার, احد। মুযাফ, الازمنة। মাওসূফ الثلثة। সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে احد। মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে باء হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে مقترن -এর সাথে। مقترن তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে غير মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে معنى মাওসূফের দ্বিতীয় সিফাত, معنى মাওসূফ ও তার উভয় সিফাত মিলে على হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে دل ফে'লের সাথে। دل ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে ما মাওসূলের সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। الاسم। মুব্‌তাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। এ তারকীবটি প্রযোজ্য হবে غير -কে যেরের সাথে পড়া হলে। আর যদি غير -কে যবর পড়া হয় তখন معنى থেকে হাল হবে।

وَمِنْ خَوَاصِّهِ دُخُولُ اللَّامِ وَالْجَرِّ وَالتَّنْوِيْنِ وَالْإِسْنَادُ اِلَيْهِ وَالْإِضَافَةُ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الَّذِيْ لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ -

অনুবাদ ঃ এটার (ইসমের খা-স্সাহসমূহ (বৈশিষ্ট্যাবলি) থেকে নির্দিষ্ট জ্ঞাপক لام; যের এবং তানবীন প্রবিষ্ট হওয়া, مسند اليه ও اضافة হওয়া। এটা (ইসম) মু'রাব ও মাবনী ও অতঃপর মু'রাব ঐ اسم مركب যা মাবনী আসলের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

ব্যাখ্যা : خَاصَّةٌ -এর পরিচয় : এটা واحد তার جمع হলো خَوَاصٌّ অর্থ– বিশেষত্ব, স্বভাব। অভিধানবিদদের পরিভাষায়– خَاصَّةُ الشَّئِ مَا يُوجَدُ فِيهِ وَلَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর খাস্সাহ হলো, যা তার মধ্যে পাওয়া যায় এবং তা ছাড়া অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না।

খা-স্সাহ'র প্রকারভেদ : খাস্সাহ দু'প্রকার। যথা– (১) شاملة (২) غير شاملة

شاملة বলা হয়, যা খাস্কৃত বস্তুর সমস্ত আফরাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন– كِتَابَةٌ بِالْقُوَّةِ হওয়া انسان -এর খাস্সাহ। এটা انسان -এর সকল আফরাদে পাওয়া যায়। আর غير شاملة বলা হয়, যা খাসকৃত বস্তুর সকল আফরাদে পাওয়া যায় না। যেমন– كِتَابَةٌ بِالْفِعْلِ হলো انسان -এর খা-স্সাহ, তা সকল আফরাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। خاصة আবার দু'প্রকার। যথা– (১) لفظى যা উচ্চারিত হয়ে থাকে, (২) معنوى যা উচ্চারিত হয় না। মূল ইবারতে উল্লিখিত পাঁচটি খা-স্সাহ'র মধ্যে প্রথম তিনটি لفظى অপর দু'টি معنوى।

মুসান্নিফ (র.) خاصة -এর বহুবচন خواص শব্দটি উল্লেখ করে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইসমের খাস্সাহ অনেক রয়েছে। কেননা, خواص হলো جمع تكثير যা আধিক্যের উপর বুঝায়। এজন্য কোনো কোনো নাহুবিদ ইসমের খাস্সাহ ত্রিশটি পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। আর خواص -এর পূর্বে من শব্দ উল্লেখ করতঃ এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ইসমের খাস্সাহ অনেকগুলো। তার থেকে কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ উল্লিখিত من টি تبعيضية বা অংশ বর্ণনা করার জন্য এসেছে।

خَاصِيَّةٌ ও خَاصَّةٌ -এর মধ্যে পার্থক্য :

خاصية : বস্তুর এমন প্রভাব, যা তার উপর আরোপিত হয়। তার সাথে বিশেষিত হোক বা না হোক এবং অন্যের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন– متعدى হওয়া, যেমনিভাবে باب تفعيل -এর خاصية অনুরূপভাবে অন্যান্য বাবের মধ্যে তথা باب افعال -এর মধ্যেও তা পাওয়া যায়।

خاصة : যা কোনো বস্তুর সাথে বিশেষিত এবং অন্যের মধ্যে তা পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সময় خاصة ও خاصية একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ইসিমের খা-স্সাহ্সমূহের وجه ضبط : ইসমের খা-স্সাহ্ হয়তো لفظى বা معنوى হবে। যদি لفظى হয়, তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো তার প্রয়োগস্থল হবে ইসমের শুরুতে অথবা শেষে। ইসমের শুরুতে যা হবে তা যেমন لام التعريف আর যদি প্রয়োগস্থল ইসমের শেষে হয় তাও দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো نفس حركة (স্বয়ং স্বরচিহ্ন) হবে অথবা حركة -এর تابع (অনুসারী) হবে। যদি نفس حركة হয়, তা হলো যের। আর হরকতের تابع হলে, তা হলো تنوين আর معنوى -এর দু'অবস্থা। مركب تام -এর অধীনে হবে অথবা مركب غير تام -এর অধীনে হবে। প্রথমটি مسند اليه হওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে اضافة।

* دخول اللام -এর মধ্যে উল্লিখিত لام দ্বারা لام التعريف -ই উদ্দেশ্য; অথচ دُخُولُ حَرْفِ التَّعْرِيْفِ বলাটা যুক্তিযুক্ত ছিল। এরূপ বললে الميم। হরফে তা'রীফকে অন্তর্ভুক্ত করতো। হরফে তারীফ হওয়াটা অপ্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (র.)

دُخُولُ حَرْفِ التَّعْرِيْفِ বলেননি। دخول اللام বলে لام -কে খাসভাবে উল্লেখ করত এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গ্রন্থকার (র.)-এর নিকট সীবাওয়াইহের অভিমতই পছন্দনীয়।

উল্লেখ্য যে, ইসমের আলামত الف না لام; নাকি উভয়টি এ বিষয়ে তিনটি প্রসিদ্ধ অভিমত পাওয়া যায়।

১. ইমাম সীবাওয়াইহের মতে, প্রকৃতপক্ষে لام টি حرف تعريف - الف প্রথমে সাকিন পড়াটা অসম্ভব হওয়ার কারণে এসেছে।

২. علم العروض -এর প্রবর্তক খলীল ইবনে আহমদের মতে, الف ও لام উভয়টি حرف تعريف।

৩. ইমাম মুবার্‌রদ-এর মতে, শুধু الف তথা همزة مفتوحة আর همزة الاستفهام ও তার মাঝে পার্থক্যকরণের জন্য لام কে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

* حرف تعريف প্রবিষ্ট হওয়া ইসমের সাথে খাস করার কারণ হলো, لام تعريف স্বয়ংসম্পূর্ণ مطابقى অর্থকে নির্দিষ্টকরণের উপর বুঝিয়ে থাকে। আর এ অর্থটি ইসম ছাড়া অন্য কারো নিকট পাওয়া যায় না। কেননা, হরফের অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আর ফে'ল স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থের উপর বুঝায়; কিন্তু معنى مطابقى নয় বরং تضمنى;مطابقى বলা হয়— ঐ পূর্ণ অর্থের ওপর দালালত করা যে অর্থের জন্য শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন— ইসম গঠন করা হয়েছে কারো সাথে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া معنى مستقل (স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ) -এর উপর বুঝানোর জন্য। তা ঐ অর্থের উপর বুঝালে তখন বলা হবে দালালতে মোতাবেকী। تضمنى বলা হয়— কোনো শব্দকে যে অর্থের জন্য গঠন করা হয়েছে তার অংশের উপর বুঝানো। যেমন— ফে'ল তা তার تضمنى অর্থানুপাতে معنى مستقل -এর উপর বুঝিয়ে থাকে। আর معنى تضمنى হলো الحدث (সংগঠিত হওয়া) এ অর্থটি তিন জমানা থেকে কোনো একটির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে।

(৭) যের প্রবিষ্ট হওয়া ইসমের সাথে খাস করা হয়েছে। কারণ, তা হরফে জারের প্রভাব। المجرور به শাব্দিকভাবে হোক বা উহ্যভাবে হোক। যথাক্রমে উদাহরণ— مررت بزيد এবং غلام زيد আর হরফে জার শাব্দিকভাবে হোক বা উহ্যভাবে হোক ইসমের খা-স্‌সাহ হয়ে থাকে। সুতরাং তার প্রভাব (যের হওয়া) ও ইসমের সাথে বিশেষিত। নতুবা مؤثر ব্যতীত اثر (প্রভাব) পাওয়া যাওয়া আবশ্যক হয়ে যায়; অথচ তা আদৌ সঠিক নয়।

* যের প্রবিষ্ট হওয়া ইসমের খা-স্‌সাহ হওয়ার অন্য একটি কারণ— হরফে জারকে এ জন্য গঠন করা হয়েছে যে, **এটা** ফে'লের অর্থকে ইসমের দিকে পৌঁছাবে। সুতরাং ইসমের উপর প্রবিষ্ট হওয়া উচিত, যাতে ফে'লের অর্থকে তার দিকে ধাবিত **করে।**

* **اَلتَّنْوِيْنُ -এর আলোচনা :** ইসমের -খাস্‌সমূহের মধ্যে একটি হলো তানবীন প্রবিষ্ট হওয়া। কেননা, তানবীন পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে। যথা— (১) التمكن : ঐ তানবীনকে বলা হয়, যার অস্তিত্ব ইসমটি মুনসারিফ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে। যেমন— زيد (২) التنكير : যার অস্তিত্ব ইসমটি নাকেরা হওয়া বুঝায়। যেমন— صه অর্থাৎ اُسْكُتْ سُكُوْتًا যে কোনো সময়ে একেবারে চুপ থাক। مَافِيْ وَقْتٍ مَّا (৩) العوض : ঐ তানবীনকে বলা হয়, যা মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন— سَاعَتَئِذٍ অর্থাৎ سَاعَةَ إِذَا كَانَتْ كَذَا (৪) المقابلة : ঐ তানবীনকে বলা হয়, যা جمع مؤنث سالم -এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন— مسلمات (৫) الترنم : ঐ তানবীনকে বলা হয়, যা কবিতার ছন্দ মিলানোর জন্য সংযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন, জনৈক কবির ভাষায়— اَقِلِّى اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ * وَقُوْلِىْ إِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ

অর্থাৎ হে আমার উপদেশদাতা আযেল! আমায় তিরস্কার ও ভর্ৎসনা কম করো, যদি আমি সঠিক করি তাহলে তুমি **বলবে** সঠিক করেছ।

উপরোক্ত প্রথম চারটি প্রকার ইসমের সাথে বিশেষিত। অতএব, তানবীন ও নিঃসন্দেহভাবে ইসমের খা-স্‌সাহ'র **অন্তর্ভুক্ত** হবে। যদিও বা পঞ্চম প্রকারটি ফেলের মধ্যেও পাওয়া যায়। لِلْاَكْثَرِ حُكْمُ الْكُلِّ এ ব্যাপক সূত্রানুপাতে আল্লামা **ওসমান** ইবনে হাজিব (র.) সাধারণভাবে তানবীনকে ইসমের খা-স্‌সাহসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

* তানবীনকে কেন ইসমের খা-স্সাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? **উত্তর :** তানবীন কোনো কালিমাকে পরবর্তী অংশ থেকে ছিন্ন করে দেয় আর ফে'ল তার ফায়েলের সাথে সংযোগ হওয়াকে চায়। এ জন্য তানবীন ও ফেলের মাঝে পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে; কিন্তু ইসমের সাথে এ দূরত্ব নেই বিধায় একে ইসমের খা-স্সাহ সমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে।

* جر -কে تنوين -এর উপর মুকাদ্দাম করার কারণ جر হলো হচ্ছে– متبوع আর তানবীন تابع এভাবে যে, تنوين জের সকিনকে বলা হয়, যা কালিমার শেষাক্ষরের হরকত অনুসরণকারী হয়ে থাকে। এটা সতসিদ্ধ কথা যে, تابع টি متبوع -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَالتَّنْوِيْنِ : এটা যের ও পেশ উভয় হরকত সহকারে পঠিত হয়ে থাকে, যের পড়া অবস্থায় الجر -এর উপর আতফ হয়ে থাকে অথবা পেশ যোগে পঠিত হয়, এমতাবস্থায় دخول -এর উপর আত্ফ ধরা হবে। التنوين হবে মা'তূফ আর دخول মা'তূফ আলাইহ। এ পদ্ধতিতে পড়ার পিছনে যৌক্তিকতা হলো শুরুতে কোনো কিছু সংযুক্ত করা হলে, তাকে বলা হয় دخول আর শেষে সংযুক্ত করা হলে তাকে বলা হয় لحوق ; তানবীন যেহেতু শেষে সংযুক্ত হয় সেহেতু الجر -এর উপর আতফ হওয়াটা অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে دخول -এর অর্থ اتصال (সম্পৃক্ত হওয়া) নেওয়া হলে, التنوين -কে মা'তূফ হিসেবে যের বিশিষ্ট পড়া যাবে।

قَوْلُهُ وَالْاِسْنَادُ اِلَيْهِ : এটা دخول -এর উপর আত্ফ, اللام -এর উপর নয়। কারণ, مجرور অবস্থায় অর্থ হবে– ইসমের খা-স্সাহসমূহের মধ্যে "اسناد اليه প্রবিষ্ট হওয়া" হলো একটি খা-স্সাহ, এটাতো শুদ্ধ নয়। কেননা, প্রবিষ্ট হওয়া বলে শুরুতে কিংবা শেষে সংযুক্ত হওয়া বুঝায়। আর শুরু বা শেষে প্রবিষ্ট الاسناد اليه -এর মধ্যে অসম্ভব।

الاسناد اليه এটা ইসমের খা-স্সাহ্র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণ– অভিধান প্রণেতারা ফে'লকে গঠন করেছেন মুসনাদ হওয়ার নিমিত্তে, মুসনাদ ইলাইহির জন্য নয়। যদি কেউ ফে'লকে মুসনাদ ইলাইহ আখ্যায়িত করে, তাহলে তা গঠনের পরিপন্থী হওয়া আবশ্যক হবে। হরফ মুসনাদ ইলাইহ হওয়া তো দূরের কথা মুসনাদ হওয়ার যোগ্যতাও রাখে না। তাই الاسناد اليه ইসমের একটি খা-স্সাহ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ الْاِضَافَةُ : এটাও دخول -এর উপর আত্ফ; الجر -এর উপর নয়। অর্থাৎ, ইসমের খা-স্সাহ সমূহের মধ্যে একটি হলো اضافة আর তা হরফে জারকে উহ্য মেনে নিয়ে কোনো একটি ইসম সম্বন্ধ হওয়া। হরফে জার স্পষ্ট উল্লেখ করার দ্বারা যে সম্বন্ধটা হয় তা ফে'লের মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন– مررت بزيد - اضافة দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুযাফ হওয়া, মুযাফ ইলাইহ নয়। কারণ, ফে'ল ও মুযাফ ইলাইহ হয়ে থাকে। তাই একজন ব্যাখ্যাকার বলেছেন–

لِاَنَّ الْجُمْلَةَ وَالْفِعْلَ قَدْ يَقَعُ مُضَافًا اِلَيْهِ

* ইসমের সাথে اضافة -কে খাস করা হয়েছে– এযাফতের যে সমস্ত ফায়দা বা লাওয়াযেম ইসমের সাথে বিশেষিত হওয়ার কারণে, আর এযাফতের লাওয়াযেমগুলো মুযাফ ইলাইহ মা'রেফা হলে মুযাফটিও মা'রেফা হয়ে যাবে। যেমন– غلام زيد - মুযাফ ইলাইহটি নাকেরাহ হলে মুযাফটি তাখসীসের ফায়দা দিবে। আর اضافة لفظية -এর ক্ষেত্রে تخفيف (সহজতা) সৃষ্টি করবে, এই যে এযাফতের ফায়দা تعريف ، تخصيص ও تخفيف রয়েছে, এগুলো ইসমের সাথে বিশেষিত। অতএব, যদি এযাফত ইসম ব্যতীত অন্য একটির খা-স্সাহ হয়ে যায়, তাহলে এযাফতের ফায়দা বা লাওয়াযেম ইসম ব্যতীত অন্যখানে পাওয়া যাবে। এটা একেবারে অসম্ভব। মুযাফ ইলাইহ হওয়াও ইসমের খাস্সাহ্র অন্তর্ভুক্ত কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কতেক নাহুবিদ্ বলেছেন, শুধু মুযাফ হওয়া ইসমের খা-স্সাহ্। কারণ, ফে'লও তো মুযাফ ইলাইহ হয়ে থাকে। যেমন– সকল জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞাময় আল্লাহর বাণী– يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ।

নাহুবিদদের মধ্যে অন্যেরা বলেছেন– মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ উভয়টি ইসমের খা-স্সাহ। তাঁরা নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন– যে সব জায়গায় ফে'ল মুযাফ ইলাইহ হয়েছে তাতে ফে'লটি بتاويل مصدر হবে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত يَوْمَ نَفْعُ الصّٰدِقِيْنَ দ্বারা তাবীল করা হবে।

وجه الحصر (সীমাবদ্ধ করার কারণ) ঃ ইসমকে মু'রাব ও মাবনী এ দু'ভাগে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, اسم দু'অবস্থা হতে মুক্ত নয়। হয়তো অন্যের সাথে مركب (সংযুক্ত) হবে বা হবে না, অন্যের সাথে مركب না হলে তা হবে مبنى যেমন- الاسماء المعدودات (সংখ্যায়িত বিশেষ্যপদ) الف ، باء ، بكر ، عمر ، زيد আর অন্যের সাথে যা مركب হবে। তা আবার দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো আমেলের সাথে যুক্ত হবে অথবা হবে না। আমিলের সাথে مركب না হলে, তা হবে مبنى আর আমেলের সাথে مركب হলে হয়তো مبنى اصل -এর সাথে সদৃশতা রাখবে অথবা রাখবে না। সাদৃশ্যতা রাখলে, তা হবে مبنى আর সদৃশতা না রাখলে, তা হবে معرب যেমন 'তাহরীরে সান্‌বাট'-এ রয়েছে-

وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ لِاَنَّهُ اِمَّا مُرَكَّبٌ مَعَ غَيْرِهٖ اَوْ لَا اَلثَّانِىْ مَبْنِيٌّ كَالْاَسْمَاءِ الْمَعْدُوْدَةِ وَالْاَوَّلُ اِمَّا مُشَابَهٌ لِمَبْنِيِّ الْاَصْلِ اَوْ لَا اَلْاَوَّلُ مَبْنِيٌّ وَالثَّانِىْ مُعْرَبٌ -

ইসম উপরোক্ত মু'রাব-মাবনী দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয় বিধায় এ দু'প্রকারে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

مُعْرَبٌ -এর অর্থ : مُعْرَبٌ শব্দটি اَلْاِعْرَابُ মাসদারের বাবে افعال হতে ইসমে যরফের সীগাহ্, اِعْرَابٌ অর্থ- اِظْهَارٌ বা প্রকাশ করা। যেমন, হাদীসে নববীতে রয়েছে- اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا এখানে تعرب - اظهار -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাবে افعال -এর হামযাটি تعديه -এর জন্য, যা এ বাবের খাসিয়্যাত। তাকে معرب করে নামকরণের কারণ হলো, এটা فاعلية ، مفعولية ، اضافة -এর অর্থের প্রকাশস্থল। অথবা শব্দটি ইসমে মাফউলের সীগাহ; তখন اعراب -এর অর্থ হবে, ازالة الفساد (বিপর্যয় দূরীভূত করা) যেমন বলা হয়ে থাকে- عَرِبَتْ مِعْدَتُهٗ اَىْ فَسَدَتْ যেহেতু معرب টি فاعلية ، مفعولية ، اضافة -এর অর্থের বিভিন্ন সম্ভাবনা দূর করে একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করে। এ সময়ে همزة টি বাবে افعال -এর খাসিয়্যাত سلب مأخذ -এর অর্থে ব্যবহৃত।

مبنى -এর অর্থ : مبنى শব্দটি ইসমে মাফউলের সীগাহ্ البناء মাসদার হতে নির্গত। অর্থ- عدمِ تغير ও مستحكم (পরিবর্তন না হওয়া ও অটল থাকা)। মাবনী যেহেতু আমিলের পরিবর্তনের কারণে কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না; বরং আপনাবস্থায় অটল থাকে; তাই এটাকে مبنى করে নামকরণ করা হয়েছে। তাইতো কোন কবি বলেন-

مبنى آں باشد كه ماند بر قرار * معرب آں باشد كه گردد باربار

মু'রাবকে পূর্বে আনার কারণ ঃ مبنى -এর উপর معرب -কে মুকাদ্দাম করার কয়েকটি কারণ রয়েছে যথা- (১) সংজ্ঞায় বলা হয়েছে ইসমে মু'রাব বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। আর ইস্‌মে মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হওয়াই আসল ব্যাপার। আর এ জন্যই মূলকে তার শাখার উপর অগ্রগামী করা হয়েছে। (২) معرب -এর প্রাচুর্যতা مبنى -এর তুলনায় অধিক আর معرب -এর শাখা-প্রশাখা ও বিধানাবলি অপরটির তুলনায় বেশি, এ জন্যই আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) মু'রাবকে মাবনীর উপর মুকাদ্দাম করেছেন। (৩) আরবি ভাষায় ব্যবহৃত اعراب দু'ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- (১) اعراب لفظى (২) اعراب تقديرى আর এ দু'প্রকারের اعراب ইসমে মু'রাবের মধ্যে প্রযোজ্য হতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে مبنى -এর ই'রাব হয়ে থাকে শুধু মহলগতভাবে। এ কারণেই معرب -এর আলোচনাকে পূর্বে নেওয়া হয়েছে।

* فالمعرب -এর মধ্যে বিদ্যমান الفاء তাফসীলের জন্য এসেছে। আর ال আহদে খারেজী এবং জিনসীও হতে পারে এ জন্য যে, এটা সংজ্ঞাস্থলে পতিত হয়েছে।

* معرب -কে اعراب -এর আলোচনার পূর্বে অগ্রগামী করার কারণ হলো, معرب হলো محل আর اعراب হলো حال ; এ কথাতে কোনো সন্দেহ নেই যে, محل (যাত), حال (সিফাত)-এর ওপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে।

مَبْنِيُّ الْاَصْلِ -এর বর্ণনা : مبنى الاصل এটি الاضافة البيانية হয়েছে। যথা- আবদুর রহমান জামী (র.) বর্ণনা করেছেন-

مَبْنِيُّ الْاَصْلِ اَىِ الْمَبْنِيُّ الَّذِىْ هُوَ الْاَصْلُ فِى الْبِنَاءِ فَالْاِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَهُوَ الْمَاضِىْ وَالْاَمْرُ بِغَيْرِ اللَّامِ وَالْحَرْفُ -

মূলগত মাবনী বলতে সেই ইসমকে বুঝায় যা গঠনগতভাবে মাবনী। মাবনী আসল তিনটি। যথা— (১) সর্বপ্রকারের হরফ, (২) امر حاضر معروف -এর সীগাহসমূহ। এ ছাড়া امر غائب ও امر حاضر مجهول -এর সীগাহগুলো (৩) معرب -এর সীগাহসমূহ। তবে ماضى استمرارى মাবনী আসল নয়, এটি مضارع হতে গঠিত। আর مضارع হলো মু'রব

* صاحب مفصل -এর মতে, مبنى اصل -এর সাথে সদৃশতা বা مناسبة -এর গ্রহণযোগ্য সুরত ছয়টি।

(১) ইসম مبنى اصل -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করা। যেমন– اين টি همزه استفهام -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। (২) কোনো ইসিম مبنى اصل -এর সাথে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। যেমন– اسماء موصوله - اسماء ت ه এগুলো অপরের দিকে মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক থেকে حروف -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (৩) কোনো ইসম مبنى اصل -এর স্থানে পতিত হওয়া। যেমন– نزال টি انزل -এর জায়গায় পতিত হয়েছে। (৪) কোনো ইসম ঐ শব্দের সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া, যা مبنى اصل -এর জায়গায় পতিত হয়ে থাকে। যেমন– فجار এটি نزال -এর একই ওযন ও আকৃতিতে হয়েছে। (৫) ইসম ঐ জায়গায় পতিত হওয়া, যা مبنى اصل -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন– منادى مفخم যা পেশের উপর মাবনী হয়ে থাকে। আসলে এটি كاف خطاب -এর জায়গায় হয়েছে, যা হরফের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। (৬) ইসম مبنى اصل -এর দিকে মুযাফ হওয়া। যেমন– اذ ، اذا ، حيث এগুলো জুমলার দিকে মুযাফ হয়ে থাকে।

اَلَّذِىْ لَمْ يُشْبِهْ : فَوَائِدِ قُيُوْد المركب শব্দটি جنس তার মধ্যে معرب ও اسماء مبنية সবগুলো প্রবিষ্ট রয়েছে। مَبْنِىَّ الْاَصْلِ এটা فصل, যা اسماء مبنيه -কে বের করে দিয়েছে।

বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে, المركب অর্থাৎ অন্যের সাথে তথা আমিলের সাথে تركيب হবে। যথা— ضَرَبَ زَيْدٌ এখানে زيد হলো اسم معرب কেননা, এটা তার আমিল ضرب -এর সাথে تركيب হয়েছে। এ فصل দ্বারা اسم معرب -এর সংজ্ঞা থেকে যেগুলো অন্য একটির সাথে تركيب হয় না, সে সবগুলো বের হয়ে গেছে। যেমন– (১) الاسماء الاصوات যথা– نخ ، غاق (২) اسماء عدد যথা– واحد ، اثنان (৩) حروف تهجى যথা– الف ، با ، تا ; المركب দ্বারা এ ছাড়া আরো যেগুলো غير تركيب হয়, তা বের হয়ে গেছে। যথা– زيد ، خالد ইত্যাদি। قَوْلُهٗ لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ (অর্থাৎ মবনী আসলের সাথে সদৃশতা রাখবে না) এটা فصل ثانى ; এর দ্বারা ঐ সব ইসম বের হয়ে গেছে যা স্বীয় আমিলের সাথে تركيب হয়ে مبنى الاصل -এর সাথে সদৃশতা রাখে। যেমন– قام هؤلاء এ জুমলার মধ্যে هؤلاء শব্দটি অন্যের সাথে تركيب হওয়ার পরও ইসমে মু'রাব নয়; বরং মাবনী। কেননা, উহা مبنى اصل তথা হরফের সাথে সাদৃশ্য রাখে। حرف যেমনি অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না, তেমনি ইসমে ইশারাটিও তার مشار اليه ব্যতীত স্বীয় অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, তাই এটি মু'রাব নয়; বরং মাবনী।

অধিকাংশ নাহুবিদ معرب -এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন– مَا اخْتَلَفَ اٰخِرُهٗ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ আর আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) معرب -এর ঐ সংজ্ঞাকে বর্জন করত অত্র কিতাবে উল্লিখিত সংজ্ঞাকে এখতিয়ার করার কারণ হলো– জমহুরের সংজ্ঞাতে تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযেম এসেছে; যা অবশ্যই বর্জনীয়। তার বর্ণনা করার আগে মানতিকবিদদের একটি যুক্তি তুলে ধরা সমীচীন মনে করি। সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হলো কোনো বস্তুর পরিচয় এভবে তুলে ধরা, যাকে حد اوسط স্থির করত موضوع -এর হুকুমকে অন্যান্য আফরাদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারা যায়। যেমন– ফায়েলের সংজ্ঞা مَا أُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهٗ عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ এটাকে حد اوسط স্থির করত ফায়েলের হুকুমকে তার আফরাদের দিকে পৌঁছানো যায়। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ -এর মধ্যে زيد হলো ফায়েলের ফরদ, যার দিকে ফায়েলের হুকুমকে এমনভাবে পৌঁছানো যায় যে,

দাবি زَيْدٌ فِىْ ضَرَبَ زَيْدٌ مَرْفُوْعٌ সুগরা زَيْدٌ فِىْ ضَرَبَ زَيْدٌ مَا أُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ কুবরা كُلُّ مَا أُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ فَهُوَ زَيْدٌ مَرْفُوْعٌ নতীজা فزيد مرفوع -

অনুরূপভাবে اَلْمُعْرَبُ يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ এখানে المعرب। কাযিয়ায়ে হামলিয়ার موضوع আর তার হুকুম হলো اِخْتِلَافُ اٰخِرِهٖ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ যেমন– زيد হলো মু'রাবের একটি فرد তার দিকে তার হুকুমকে এভাবে পৌঁছাতে হবে যে, দাবি زَيْدٌ يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ সুগরা لِاَنَّهٗ مُعْرَبٌ اَيْ مُرَكَّبٌ لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ কুবরা وَكُلُّ مُعْرَبٍ اَيْ مُرَكَّبٍ لَمْ يُشْبِهْ مَبْنِيَّ الْاَصْلِ يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ নতীজা فَزَيْدٌ يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ।

এ মানতিকী যুক্তি দ্বারা ফলাফল পাওয়া যায় যে, আল্লামা ইবনে হাজিব (র.)-এর অভিমত বিশুদ্ধ। জমহুরের প্রদত্ত সংজ্ঞা দ্বারা উল্লিখিত হুকুম পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ লাযেম আসবে। যেমন– দাবি زَيْدٌ مَا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ সুগরা لِاَنَّهٗ مُعْرَبٌ اَيْ مَا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ কুবরা وَكُلُّ مُعْرَبٍ مَا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ নতীজা فَزَيْدٌ مَا يَخْتَلِفُ اٰخِرُهٗ بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ এখানে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, নতীজা হলো হুবহু সুগরা আর নতীজাটা ছুগরার উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এখানে তো একটি বস্তু নিজ সত্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে গেল। موقوف عليه (যার ওপর নির্ভর করা হয়) আগে আসে, موقوف (নির্ভরশীল বস্তুটি) পরে উল্লিখিত হয়; অথচ এতে موقوف ও موقوف عليه একই বস্তু হয়ে গেছে। এ প্রক্রিয়াকে বলে– تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلٰى نَفْسِهٖ যা অসম্ভব হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এ খারাবি থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ (র.) জমহুরের সংজ্ঞাকে বর্জন করত উল্লিখিত সংজ্ঞাকে উপস্থাপন করেছেন। আর জমহুরের পক্ষ থেকে প্রদত্ত ইসমে মু'রাবের পরিচয়কে তার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

তারকীব ঃ قَوْلُهٗ وَمِنْ خَوَاصِّهٖ دُخُوْلُ اللَّامِ وَالْجَرِّ وَالتَّنْوِيْنِ الخ : واو হরফে ইস্তিনাফ, من হরফে জার, خواص মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে من হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগব হয়েছে উহ্য ثابتة ফে'লের সাথে। ثابتة ফে'ল, তার যমীর هى ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। دخول اللام -এর মধ্যস্থিত دخول মুযাফ, اللام মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আতফ, الجر মা'তূফ আউয়াল, واو আতেফা, التنوين মা'তূফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে دخول মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আউওয়াল, واو হরফে আত্ফ, الاضافة মা'তূফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যা গঠিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ فَالْمُعْرَبُ الْمُرَكَّبُ الخ : واو হরফে আত্ফ, هو মুবতাদা, معرب মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, مبنى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। فالمعرب -এর মধ্যে الفاء হরফে তাফসীল, المعرب মুবতাদা, المركب শব্দটি ইসমে মাফঊলের সীগাহ। তার মধ্যে যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ইসমে মাফঊল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে মাওসূফ। الذى ইসমে মাওসূল, لم يشبه ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, مبنى মুযাফ, الاصل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে বিহী। لم يشبه ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে المركب মাওসূফের সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যা হয়েছে।

وَحُكْمُهُ اَنْ يَّخْتَلِفَ اٰخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا اَلْاِعْرَابُ مَا اخْتَلَفَ اٰخِرُهُ بِهِ لِيَدُلَّ عَلَى الْمَعَانِى الْمُعْتَوِرَةِ عَلَيْهِ -

অনুবাদ : তার হুকুম হলো– তার শেষাক্ষর আমিলসমূহের পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত হওয়া, শাব্দিকভাবে অথবা উহ্যভাবে।

الاعراب (হরকত ও হরফ) যার দ্বারা (ইসমে মু'রাবের) শেষাক্ষর পরিবর্তিত হবে, যাতে তার (ইসমে মু'রাবের) উপর পর্যায়ক্রমে আগত অর্থসমূহের উপর বুঝায়।

ব্যাখ্যা : وَحُكْمُهُ الخ : حكم হলো একবচন, তার বহুবচন احكام অর্থ– বিধান। পরিভাষায় هُوَ الْاَمْرُ الْمُرَتَّبُ عَلَى شَيْءٍ অর্থাৎ বস্তুর উপর আপতিত প্রভাব হলো হুকুম। উসূলবিদদের পরিভাষায় اَلْحُكْمُ بِمَعْنَى الْاَثَرِ অর্থাৎ, প্রতিক্রিয়াই হুকুম। কাজেই মু'রাবের মধ্যে সাব্যস্ত আমিল থেকে সৃষ্ট মু'রাবের হুকুম-আমিলসমূহের পরিবর্তনের কারণে তার শেষাক্ষর শব্দগত বা উহ্যভাবে পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ আমিলসমূহের পরিবর্তনের কারণে তার শেষবর্ণ সত্তাগতভাবে বা গুণগতভাবে হাকীকী বা হুকমীভাবে প্রকাশ্য বা উহ্যভাবে পরিবর্তন হবে।

* কতিপয় প্রক্রিয়ায় معرب -এর পরিবর্তন কতিপয় প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে। যথা—

১. لفظى حقيقى ذاتى যেমন– مَرَرْتُ بِاَبِيْكَ ، رَأَيْتُ اَبَاكَ ، جَاءَنِىْ اَبُوْكَ

২. لفظى حكمى ذاتى যেমন– مَرَرْتُ بِمُسْلِمِيْنَ ، رَأَيْتُ مُسْلِمِيْنَ

৩. تقديرى حقيقى ذاتى যেমন– مَرَرْتُ بِاَبِى الْقَوْمِ ، رَأَيْتُ اَبَا الْقَوْمِ ، جَاءَنِىْ اَبُو الْقَوْمِ

৪. تقديرى حكمى ذاتى যেমন– مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ الْقَوْمِ ، رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ الْقَوْمِ

৫. لفظى حقيقى صفتى যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ، رَأَيْتُ زَيْدًا ، جَاءَنِىْ زَيْدٌ

৬. لفظى حكمى صفتى যেমন– مَرَرْتُ بِعُمَرَ ، رَأَيْتُ عُمَرَ

৭. تقديرى حقيقى صفتى যেমন– مَرَرْتُ بِفَتًى ، رَأَيْتُ فَتًى ، جَاءَنِىْ فَتًى

৮. تقديرى حكمى صفتى যেমন– مَرَرْتُ بِحُبْلَى ، رَأَيْتُ حُبْلَى

* আমিলসমূহের পরিবর্তনের কারণে মু'রাবের পরিবর্তন হওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না, যেমন–

وَاِنَّ زَيْدًا مَضْرُوْبٌ ، وَاِنِّىْ ضَرَبْتُ زَيْدًا ، وَاِنِّىْ ضَارِبٌ زَيْدًا

উল্লিখিত উদাহরণগুলোতে زيد লফযটি মু'রাব পতিত হয়েছে আর আমিলসমূহ اسمية ، فعلية ، حرفية -এর অনুপাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়; অথচ উক্ত ইসমে মু'রাবের শেষাক্ষর পরিবর্তন হয়নি, কয়েকভাবে এর জবাব দেওয়া যায়।

প্রথমতঃ عوامل -এর পরিবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.)-এর ভাষায়–

بِسَبَبِ اِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الدَّاخِلَةِ عَلَيْهِ فِى الْعَمَلِ بِاَنْ يَّعْمَلَ بَعْضٌ مِنْهَا خِلَافَ مَا يَعْمَلُ الْبَعْضُ الْاٰخَرُ -

অর্থাৎ আমলের ক্ষেত্রে আমিলসমূহ ভিন্ন হওয়া এভাবে যে, একটির আমল অপরটির আমলের পরিপন্থী হবে। এ কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আমলগত ভিন্নতা হলে অবশ্যই মু'রাবের শেষবর্ণেও পরিবর্তন আসবে। এটি হলো জওয়াবে তাসলিমী।

দ্বিতীয়তঃ জওয়াবে ইনকারী হলো উল্লিখিত উদাহরণে معرب -এর শেষে পরিবর্তন হয়েছে, তা এভাবে যে, اِنَّ زَيْدًا مَضْرُوْبٌ -এর মধ্যস্থিত زيد -এর মধ্যে যে যবর হয়েছে, তা ঐ হরকত নয়; যা اِنِّىْ ضَرَبْتُ زَيْدًا -এর মধ্যে রয়েছে। এভাবে অন্যান্য উদাহরণের ক্ষেত্রে অনুমান করা হবে।

তৃতীয়তঃ خاصة যেভাবে شاملة ও غير شاملة হয়ে থাকে, তেমনি معرب -এর হুকুমও شاملة ও غير شاملة এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে থাকে। এখানে হুকুমটি غير شاملة -এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, معرب -এর সকল আফরাদে এ হুকুম পাওয়া না গেলেও কোনো অসুবিধা নেই।

* عوامل শব্দটি বহুবচন। তার একবচন হলো عامل - মূল ইবারতে বহুবচনের ব্যবহার থেকে অবগত হওয়া যায় যে, جمع কমপক্ষে তিনটি ফরদের উপর বুঝিয়ে থাকে। এ থেকে আবশ্যক হয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি আমিল পরিবর্তন হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত معرب সাব্যস্ত হবে না। এরূপ ধারণা করা নেহায়াত অযৌক্তিক। কেননা, العوامل -এর উপর ব্যবহৃত আলিফ-লাম হলো جنسى এটা বহুবচনের হুকুমকে বাতিল করে দিয়েছে।

* مسلمات ও مسلمون -এর শেষাক্ষরে (جمع مذكر سالم ও مثنى -এর) نون রয়েছে। এতে কোনো আমলের দ্বারা পরিবর্তন সাধিত হয়নি। তার কারণ جمع مذكر سالم ও مثنى -এর ক্ষেত্রে اعراب -এর স্থান হলো نون-এর পূর্ববর্তী অক্ষরটি, যা শেষাক্ষর নয়। এদের نون -এ মূলত একবচনের হরকত ও তানবীনের পরিবর্তন এসেছে।

إِعْرَابٌ-এর নামকরণ ও প্রকারভেদ : اَلْإِعْرَابُ এটি বাবে افعال -এর মাসদার। যেমন– বলা হয়ে থাকে اعربه اذا اوضحه 'সে তাকে প্রকাশ করেছে।' اعراب ও যেহেতু তার দাবিকৃত অর্থকে প্রকাশ করে থাকে, সেহেতু তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সময় বাবে افعال -এর হামযাটি হবে متعدى -এর জন্য। মূলধাতুর অর্থ হবে اَلْإِظْهَارُ তথা প্রকাশ করা। অথবা همزه টি হবে سَلْبِ مَأْخَذْ -এর জন্য। মূলত عرب যা ضرب -এর ওযনে মাসদার। এর অর্থ হলো فساد বাবে افعال -এর سلب مأخذ খাসিয়াত প্রযোজ্য হলে اعراب -এর অর্থ দাঁড়াবে ازالته বা سلب فساد আহলে আরবের উক্তি عَرِبَتْ مِعْدَتُهُ থেকে তা উৎকলিত। যেহেতু اعراب ঐ فساد -কে দূর করে, যা একটি অর্থ আরেকটির সাথে মিশ্রণের কারণে সৃষ্টি হয়। اعراب হলো দু'প্রকার (১) اعراب بالحركة যথা– ضمه ، فتحه ، كسرة (২) اعراب بالحروف যথা– واو ، الف ও واو।

* **إِعْرَابٌ কে শেষাক্ষরের জন্য নির্ধারিত করার কারণ ঃ** ইসম مسمى (যাত)-এর উপর বুঝিয়ে থাকে। আর اعراب সিফাত তথা فاعلية ، مفعولية ، اضافة -এর উপর বুঝিয়ে থাকে। এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, মাওসূফ ذات তাই এটা সিফাতের উপরে মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। আর সিফাত শেষে বর্ণিত হয়। অতএব, সিফাতের উপর দালালতকারী বস্তুটি তথা اعراب শেষাক্ষরে হওয়া উচিত, প্রথম ও মধ্যাক্ষরে নয়।

* اعراب -এর সংজ্ঞাটা তার মধ্যে অপর বস্তু প্রবিষ্ট হওয়া থেকে নিষেধকারী নয়। কেননা, তার অধীনে عامل এবং معنى مقتضى ঢুকে যায়। কারণ, এ দু'টি দ্বারা اسم معرب -এর শেষাক্ষরে পরিবর্তন হয়। তদুত্তরে এ কথা বলা হয় যে, ما اختلف الخ -এর মধ্যস্থিত ما টি موصوله ; তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো খাস উদ্দেশ্য হবে অথবা 'আম। খাস উদ্দেশ্য হলে হরকত ও হরূফকে বুঝানো হবে। আর তখন اعراب -এর সংজ্ঞা থেকে عامل ও معنى مقتضى অনায়াসে বের হয়ে যায়। কেননা, এ দু'টি حروف ও حركة -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর 'আম উদ্দেশ্য হলে, এ দু'টি ই'রাবের সংজ্ঞায় প্রবিষ্ট থাকলেও به -এর মধ্যস্থিত যে باء টি سببية -এর জন্য ব্যবহৃত, তা দ্বারা عامل ও معنى مقتضى বের হয়ে যায়। এ সবব বলতে سبب قريب উদ্দেশ্য। عامل ও معنى مقتضى - سبب قريب -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং الاسباب البعيدة পর্যায়ভুক্ত।

اَلْمُعْتَوِرَةِ-এর বিশ্লেষণ : এটি الاعتوار মাসদার থেকে নির্গত। বাবে افتعال -এর ইসমে ফায়েলের সীগাহ্। عليه তার সাথে মুতা'আল্লাক। এটি স্বয়ং মুতায়াদ্দী বিধায় على দ্বারা মুতায়াদ্দী বানানোর প্রয়োজন নেই। তদুপরি على দ্বারা তাকে মুতায়াদ্দী করা الاستيلاء ও الورود -এর অর্থকে تضمين করার জন্য। معتورة -এর মধ্যে ورود ও استيلاء হলো লাযেমী। এখানে উল্লিখিত تضمين -এর পরিচয় হলো, একটি ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের অর্থ অপর একটি ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের মধ্যে সৃষ্টি করা। এভাবে যে, অপর ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের সেলাহ ক্বারীনার কারণে প্রথমটির মধ্যে

দেওয়া হয়েছে। অতঃপর এতে দু'টি অভিমত রয়েছে। যথা– (১) প্রথম ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে مقيد ও দ্বিতীয় ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে قيد স্থির করা। এমতাবস্থায় প্রাগুক্ত ইবারতের অর্থ হবে— اَلْمُعْتَوِرَةُ اِيَّاهُ وَرَدَةٌ عَلَيْهِ।

(২) প্রথম ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে قيد ও দ্বিতীয় ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে مقيد স্থির করা। তখন মূল ইবারত হবে اَلْوَرِدَةُ عَلَيْهِ مُعْتَوِرَةً اِيَّاهُ এ تضمين সর্ব সম্মতিক্রমে قياسى।

اعراب -এর وجه حصر : اعراب তিন প্রকার যেমন– رفع ، نصب ، و جر কেননা, দালালতকারী হয়তো عمدة (উত্তমাংশ)-এর উপর প্রযোজ্য হবে অথবা فضلى (অতিরিক্তাংশ)-এর উপর হবে। প্রথমটি رفع ; দ্বিতীয়টি হয়তো بالذات (সরাসরি) فضلى -এর উপর দালালতকারী অথবা হরফে জারের মাধ্যমে। প্রথমটি نصب ও দ্বিতীয়টি جر যেমনিভাবে 'তাহরীরে সানবাট'-এ উল্লেখ রয়েছে–

لِاَنَّهُ اِمَّا دَلَّ عَلَى الْعُمْدَةِ اَوْ عَلَى الْفُضْلَةِ فَالْاَوَّلُ رَفْعٌ وَالثَّانِى اِمَّا دَلَّ عَلَى الْفُضْلَةِ بِالذَّاتِ اَوْ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ فَالْاَوَّلُ نَصْبٌ وَالثَّانِى جَرٌّ -

فَوَائِدُ قُيُوْد : ما টি جنس, তা সংজ্ঞায়িত বস্তু ও অন্যান্যগুলোকে শামিল করে। ما اختلف الخ এটা فصل তা দ্বারা সংজ্ঞায়িত বস্তু ছাড়া যা রয়েছে। যেমন– معنى مقتضى ও عامل সবগুলো বের হয়ে গেছে। আর ليدل الخ -এর কয়েদ দ্বারা غلامى -এর হরফের মতো যা রয়েছে সবগুলোকে বের করে দিয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ اَنْ يَّخْتَلِفَ اٰخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ الخ : واو আতেফা, حكم মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ان মাওসূলে হরফী, يختلف ফে'ল, اخر মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, যা মু'রাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল, باء হরফে জার, اختلاف মুযাফ, العوامل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। لفظا মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্‌ফ, تقديرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে তামঈয হয়েছে ان يختلف اخره -এর নিসবত থেকে। يختلف ফে'ল, তার ফায়েল, যরফে লগ্‌ব ও তামঈয মিলে মাওসূলে হরফী সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা অথবা لفظا মাফঊলে মুতলাক। মুযাফকে বিলুপ্ত মেনে নেওয়ার অনুপাতে অর্থাৎ اختلاف لفظ او تقدير - الاعراب মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, اختلف ফে'ল, اخر মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর, যা ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ل হরফে জার, ان উহ্য মাওসূলে হরফী, يدل ফে'লের মধ্যে যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, المعانى মাওসূফ। المعتورة ইসমে ফায়েলের সীগাহ। যমীর هى শিবহে ফায়েল, على হরফে জার, ه মাজরূর, যা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে মু'রাবের দিকে। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক বা যরফে লগ্‌ব হয়েছে। معتورة শিবহে ফে'ল, তার শিবহে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরুর জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক يدل ফে'লের সাথে। يدل ফে'ল, তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মাওসূলে হরফীর সেলাহ্‌। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে لام হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে اختلف ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও তার উভয় মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে সেলাহ্‌। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

وَاَنْوَاعُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌّ فَالرَّفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ وَالنَّصْبُ عَلَمُ الْمَفْعُوْلِيَّةِ وَالْجَرُّ عَلَمُ الْاِضَافَةِ - اَلْعَامِلُ مَابِهٖ يَتَقَوَّمُ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِىُّ لِلْاِعْرَابِ -

অনুবাদ : তার (اعراب) -এর প্রকার رفع ، نصب ও جر অতঃপর رفع হলো فاعلية (ফায়েল হওয়া)-এর আলামত, نصب হলো مفعولية (মাফঊল হওয়া)-এর আলামত এবং جر হলো اضافة -এর আলামত। عامل বলা হয়, যার কারণে ই'রাব দাবিকারী অর্থ অর্জিত হয়।

ব্যাখ্যা : نَوْعٌ -এর বহুবচন হলো اَنْوَاعٌ ; আর نوع মানতিকবিদদের পরিভাষায়– وَهُوَ كُلِّىٌّ مَقُوْلٌ عَلٰى كَثِيْرِيْنَ مُتَّفِقِيْنَ بِالْحَقَائِقِ فِىْ جَوَابِ مَا هُوَ অর্থাৎ نوع বলা হয়, যা ماهو -এর উত্তরে এমন প্রত্যেক আফরাদের উপর প্রযোজ্য হবে যেগুলো হাকীকতের দৃষ্টিতে এক। رفع ، نصب ، جر প্রত্যেকটির অধীনে অনেক ফরদ রয়েছে। যথা– رفع -এর অধীনে واو ও الف রয়েছে, نصب -এর অধীনে الف ও ياء রয়েছে ইত্যাদি। انواع -এর পরিবর্তে اقسام বা اصناف প্রয়োগ করলে এ উপকারিতা পাওয়া যেতো না বিধায় মুসান্নিফ (র.) এ শব্দ নিয়েছেন।

رفع - نصب ও جر -**এর নামকরণ :** رفع বাবে فتح থেকে মাসদার। অর্থ– উঁচু করা। এটি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁট উপরের দিকে উঠে যায়। এ জন্য একে رفع বলা হয় অথবা এটি نصب ও جر -এর তুলনায় উন্নত হবার কারণে তাকে رفع বলে নামকরণ করা হয়েছে। কেননা, كلام -এর মধ্যে ফায়েল হলো উন্নত। এর চিহ্ন হলো পেশ। যেমন– 'তাহরীরে সানবাট'-এর প্রান্তটীকায় রয়েছে–

رَفْعٌ سُمِّيَ الرَّفْعُ رَفْعًا لِاِرْتِفَاعِ الشَّفَةِ السُّفْلٰى عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِهٖ وَلِرِفْعَةِ مُرْتَبَتِهٖ بَيْنَ اَخَوَيْهِ فِى الْكَلَامِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَحْتَاجَ اِلَيْهِ الْكَلَامُ

نصب শব্দটি বাবে ضرب -এর মাসদার। অর্থ– খাড়া করা। যেহেতু এটি উচ্চারণের সময় উভয় ঠোঁট আপন অবস্থায় খাড়া থাকে, সেহেতু তাকে نصب বলা হয়। আর এটির চিহ্ন হলো যবর অথবা এটি فضلة বা مفعول -এর মধ্যে দণ্ডায়মান বা প্রতিষ্ঠিত থাকে। যেমন বলা হয়েছে– نَصْبٌ سُمِّيَ نَصْبًا لِاِنْتِصَابِ الشَّفَتَيْنِ عَلَيْهِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِهٖ اَوْ لِاَنَّهٗ يَنْصِبُ الْفَضْلَةَ

جر এটি باب نصر -এর মাসদার। অর্থ– টানা, নিচের দিকে নিয়ে যাওয়া। তার সম্পর্কে 'তাহরীরে সানবাট'-এর টীকাকার বলেছেন– جَرٌّ سُمِّيَ جَرًّا لِاَنَّ عَامِلَهٗ يَجُرُّ الْفِعْلَ اِلَى الْاِسْمِ وَلِاَنَّ الشَّفَةَ السُّفْلٰى يَنْجَرُّ اِلَى الْاَسْفَلِ عِنْدَ التَّلَفُّظِ بِهٖ

অর্থাৎ তাকে যের এ জন্য বলা হয় তা তার আমিল তথা ফে'ল বা শিবহে ফে'লকে তার ইসমের দিকে টেনে নিয়ে আসে অথবা যেহেতু এটি উচ্চারণের সময় নিম্ন ঠোঁট নিচের দিকে নেমে পড়ে, সেহেতু একে جر বলা হয়েছে।

اعراب **তিনটি :** যথা– رفع ، نصب ও جر ; এ তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ হলো, অর্থের উপর বুঝানোর জন্য এগুলো গঠিত। আর অর্থ তিনটি, তিনের উপর দালালতকারী বস্তুও তিনটি, যাতে دال ও مدلول বরাবর হয়ে যায়। যেমন– رفع তা فاعل -কে দেওয়া হয়েছে। কারণ, فاعل যেমন كلام -এর মধ্যে উন্নত, অনুরূপ رفع -এর শাব্দিক অর্থও উন্নত। অতঃপর نصب উচ্চারণে হালকা বাক্যের মধ্যস্থিত مفعول -কে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া اخف الحركات হলো যবর। مفعول অধিক ব্যবহৃত হওয়ার কারণে তাকে যবর দেওয়া হয়েছে। আর যের ثقيل; তাই তুলনামূলকভাবে কম ব্যবহৃত مضاف اليه -কে তা দেওয়া হয়েছে।

* মূল ই'বারতের মধ্যে عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ বলা হয়েছে, অথচ عَلَمُ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ বললে সংক্ষিপ্ত হতো। এতদসত্ত্বেও তা না বলার কারণ– এরূপ বললে رفع ، نصب উভয়টি যথাক্রমে ذات فاعل ومفعول -এর আলামত হওয়াটা আবশ্যক হতো। আর এটা বাস্তবতার পরিপন্থী। কেননা, رفع ، نصب দু'টি معنى -এর আলামত। সুতরাং الفاعلية والمفعولية -এর মধ্যস্থিত ياء ও تاء মাসদারের অর্থ প্রদানের জন্য এসেছে।

* رفع টা فاعلية -এর এবং نصب টা مفعولية -এর আলামত হওয়াটা যুক্তিপূর্ণ নয়। কেননা, رفع টা فاعل ব্যতীত মুবতাদা ও খবর ইত্যাদির আলামত হয়ে থাকে আর نصب টা مفعول ব্যতীত হাল, তামঈয ইত্যাদির আলামত হয়ে থাকে।

এ সন্দেহ নিরসনে বলা হয়, فاعلية ও مفعولية দ্বারা উদ্দেশ্য হবে হয়তো فاعل حقيقي অথবা فاعل حكمي আর علم الفاعلية (র.) مفعول দ্বারা উদ্দেশ্য مفعول حقيقي অথবা مفعول حكمي এ জন্য আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) علم الفاعلية والمفعولية বলেছেন। فاعل حكمي দ্বারা মুবতাদা, খবর ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করে।

* الفاعلية والمفعولية -এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে اضافية না বলার কারণ হলো, الاضافة। সত্তাগতভাবে মাসদার, তাই তার মধ্যে ياء ও تاء সংযুক্ত করত তাকে মাসদার বানানোর প্রয়োজন হয়নি।

* عامل -কে বর্ণনা করাটা জরুরি হয়েছে যেহেতু মু'রাবের হুকুম অবগত হওয়া আমিলের পরিচয়ের উপর নির্ভর করে এবং মু'রাবের সংজ্ঞা আমিলের পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল, তাইতো মু'রাবের সংজ্ঞা اَلْمُرَكَّبُ الَّذِيْ لَمْ يُشْبِهْ الخ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মু'রাব এমন একটি ইসম, যা অপরের সাথে এমনভাবে مركب হবে যে, তার আমিল বাস্তবায়িত থাকবে।

* عامل -এর আলোচনা اعراب -এর বর্ণনার পরে নেওয়া হয়েছে, অথচ আমিল মু'রাব এবং তার হুকুমের জন্য موقوف عليه (নির্ভরশীল)। তার সমাধানে কয়েকটি অভিমত পেশ করা যায়। প্রথমত معرب -এর শেষাক্ষর পরিবর্তনের জন্য اعراب হচ্ছে سبب قريب এবং عامل হলো سبب بعيد এ জন্য اعراب কে মুকাদ্দাম করাটা উত্তম। দ্বিতীয়ত কতেক ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, আমিলের আলোচনার কারণে চারটি علة পূর্ণ হয়ে যায়। কারণ আরবি ব্যাকরণ শাস্ত্রে চারটি علة -ই উদ্দেশ্য।

১. اَلْعِلَّةُ الْفَاعِلِيَّةُ : هِيَ الَّتِيْ يَصْدُرُ عَنْهَا الْفِعْلُ অর্থাৎ যার থেকে ফে'লটি প্রকাশিত হয়।

২. اَلْعِلَّةُ الْمَادِيَّةُ : هِيَ الَّتِيْ يَتَكَوَّنُ بَيْنَهُمَا وَيَتَرَكَّبُ مِنْهَا الشَّيْءُ অর্থাৎ যার দ্বারা কোনো বস্তু গঠিত হয়, তাকে العلة المادية বলা হয়।

৩. اَلْعِلَّةُ الصُّوْرِيَّةُ : هِيَ الَّتِيْ تَكُوْنُ مُوْجِبًا لِوُجُوْدِهٖ بِالْفِعْلِ অর্থাৎ বাস্তবে কোনো বস্তুর অস্তিত্বকে আবশ্যককারী হওয়াকে বলা হয় العلة الصورية, যা العلة المادية দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।

৪. اَلْعِلَّةُ الْغَائِيَّةُ : هِيَ الَّتِيْ بَاعِثًا لِلْفَاعِلِ عَلٰى فِعْلِهٖ অর্থাৎ যা ফায়েলকে তার ফে'লের উপর প্রেরণকারী হয়ে থাকে।

একটি উদাহরণ দ্বারা সহজে আমরা চারটি علة -কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। যেমন– কোনো একজন কাঠ-মিস্ত্রী একটি টেবিল তৈরি করল। এ কাঠ-মিস্ত্রী علة فاعلية ; কাঠ ও পেরেক علة مادية ; একটি টেবিল তৈরি হওয়া علة صورية এবং নির্মিত টেবিলের উপর বই-পুস্তক রাখা علة غائية আলোচ্য অধ্যায়ে معرب হলো علة مادية -এর পর্যায়ভুক্ত। علة فاعلية হলো عامل ও علة فاعلية হলো اعراب ; علة صورية আর معانى হলো علة غائية -এর পর্যায়ে; এ علة فاعلية -এর মতো একটি ইল্লতের ঘাটতি পূরণের জন্য আমিলের সংজ্ঞাকে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ চারটি علة নিয়ে এ শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَاَنْوَاعُهٗ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَرٌّ فَالرَّفْعُ عَلَمُ الْفَاعِلِيَّةِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, انواع মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। رفع মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, نصب মা'তূফে আউওয়াল, واو হরফে আত্‌ফ, جر মা'তূফে ছানী, মা'তূফ আলাইহ তার উভয় মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে। فاء হরফে তাফসীর, الرفع মুবতাদা, علم মুযাফ, الفاعلية মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। واو হরফে আত্‌ফ, النصب মুবতাদা, علم মুযাফ, المفعولية মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। واو হরফে আত্‌ফ, الجر মুবতাদা, علم মুযাফ, الاضافة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা গঠিত হয়েছে। العامل মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, به -এর মধ্যস্থিত باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব বা মুতা'আল্লাকে মুকাদ্দাম হয়েছে। يتقوم ফে'ল, এর অর্থ - المعنى يحصل মাওসূফ, المقتضى ইসমে ফায়েল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, لام হরফে জার, الاعراب মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে مقتضى -এর সাথে। المقتضى তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে يتقوم -এর ফায়েল। يتقوم ফে'ল, তার ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ وَالْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا وَالْفَتْحَةِ نَصْبًا وَالْكَسْرَةِ جَرًّا جَمْعُ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ بِالضَّمَّةِ وَالْكَسْرَةِ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ بِالضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ اَبُوكَ وَاَخُوكَ وَحَمُوكِ وَهَنُوكَ وَفُوكَ وَ ذُوْ مَالٍ مُضَافَةً اِلٰى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْوَاوِ وَالْاَلِفِ وَالْيَاءِ -

অনুবাদ ঃ مفرد منصرف ও جمع مكسر منصرف এ দু'টিকে رفع -এর অবস্থায় ضمة - نصب -এর অবস্থায় فتحة এবং جر -এর অবস্থায় كسرة -এর সাথে ই'রাব দেওয়া হয়। جمع مؤنث سالم -কে (رفع -এর অবস্থায়) ضمة এবং (نصب ও جر উভয়াবস্থায়) كسرة -এর সাথে ই'রাব দেওয়া হয়। غير منصرف -কে (رفع -এর অবস্থায়) ضمة এবং (نصب ও جر -এর অবস্থায়) فتحة -এর সাথে ই'রাব দেওয়া হয়। اَبُوكَ (তোমার পিতা), اَخُوكَ (তোমার ভাই), حَمُوكِ (তোমার দেবর), هَنُوكَ (তোমার লজ্জাস্থান), فُوكَ (তোমার মুখ) এবং ذُوْ مَالٍ (সম্পদের মালিক)। (এগুলো) ياء متكلم ব্যতীত অন্য কোনোটির দিকে মুযাফ হওয়া অবস্থায় (رفع -এর অবস্থায়) واو (نصب -এর অবস্থায়) الف এবং (جر -এর অবস্থায়) ياء -এর সাথে ই'রাব দেওয়া হবে।

ব্যাখ্যা : فَالْمُفْرَدُ -এর মধ্যে উল্লিখিত فاء টি فصيحة -এর জন্য। فصيحة তাকে বলে, যা বিলুপ্ত শর্তের খবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে।

* المفرد এটা ইসমে মাফউলের সীগাহ বাবে افعال থেকে, অর্থ– একক অর্থবোধক। المفرد নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন– (১) جملة -এর বিপরীত অর্থে। (২) مضاف এবং مشابه مضاف -এর বিপরীত অর্থে। (৩) تثنيه ও جمع -এর বিপরীতে। (৪) مركب -এর বিপরীতে।

তবে এখানে مفرد শব্দটি تثنيه ও جمع -এর মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে।

* এটা সুস্পষ্ট যে, ই'রাব দু'প্রকার। যথা— (১) اعراب بالحركات (২) اعراب بالحروف

আর اعراب بالحركات হলো আসল। اعراب بالحروف তার শাখা। اعراب بالحركات দু'ধরনের হয়ে থাকে। প্রথমটি তিনাবস্থায় তিনটি হরকতের ই'রাব। দ্বিতীয়টি তিনাবস্থায় তিনটি হরকতের ই'রাব না হওয়া। প্রথমটি মূল। কাজেই তিন অবস্থায় তিন হরকতের এ'রাব হলো اصل الاصل - اعراب بالحروف ও দু'প্রকারের প্রথমটি তিন অবস্থায় তিনটি হরফের ই'রাব। দ্বিতীয়টি তিন অবস্থায় তিনটি হরফের ই'রাব না হওয়া। এ দু'সুরতের প্রথমটি আসল। কিন্তু اصل الاصل নয়; বরং اصل فى الفرع পক্ষান্তরে তিন অবস্থায় তিনটা হরফের ই'রাব না হওয়াই হলো فرع الفرع মোদ্দাকথা اعراب بالحروف আসল এবং তিন অবস্থায় তিনটি হরকতের ই'রাব হওয়াটা اصل الاصل বিধায় নাহুবিদদের শিরোমনি আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) ই'রাবের স্থানসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে যা اصل الاصل তাকেই প্রথমে স্থান দিয়েছেন।

اَلْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ : جمع -এর জন্য প্রথম প্রকারের ই'রাবটি প্রযোজ্য হওয়ার নিমিত্তে দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। যথা– (১) جمع مكسر হওয়া অর্থাৎ যার واحد -এর ভিত্তি جمع গঠনের সময় ঠিক থাকে না, তাকে جمع مكسر বলে। যেমন– زهر তার বহুবচন ازهار - (২) منصرف হওয়া, এ শর্ত আরোপ করত جمع مكسر غير منصرف -কে বাদ দেওয়া হয়েছে। কেননা, এ ধরনের جمع -এর জন্য বিভিন্ন প্রকারের ই'রাব প্রযোজ্য হবে। যেমন– شعر -এর বহুবচন اشعار - الجمع المكسر المنصرف -এর মধ্য থেকে جمع سالم বাদ পড়েছে। কেননা, এটির ই'রাব الف ، تا অথবা واو ، نون অথবা ياء ، نون -এর সাথে হয়ে থাকে। যেমন– مسلمين ও مسلمات হলো مسلم -এর বহুবচন। المنصرف হলো الجمع -এর দ্বিতীয় সিফাত।

* جمع مؤنث سالم -এর ক্ষেত্রে نصب -কে جر -এর অনুগামী করে উভয় ক্ষেত্রে كسرة দ্বারা ই'রাব প্রয়োগের বিধান প্রদান করার কারণ হলো, جمع مؤنث سالم গঠনগত ও অর্থগতভাবে جمع مذكر سالم -এর فرع ; جمع مذكر سالم -এর

হবে ই'রাব প্রদান করার ক্ষেত্রে نصب -কে جر -এর অনুগামী করে ياء দ্বারা এ'রাব প্রয়োগ করা হয়েছে। جمع مؤنث سالم তার فرع হওয়ার কারণে এর বেলায়ও نصب -কে جر -এর অনুগামী করে نصب ও جر -এর উভয়াবস্থায় كسرة দ্বারা ই'রাব প্রয়োগ করা হয়েছে। غير المنصرف -এর মধ্যে جر -কে نصب -এর অনুগামী করার কারণ– غير المنصرف -এর সাথে ফে'লের মুশাবাহাত রয়েছে বিধায় ফে'লের হরকতের বিধানুপাতে نصب ও جر উভয়াবস্থায় جر কে نصب -এর অনুগামী করত فتحة (যবর) দ্বারা ই'রাব প্রদান করা হয়েছে। তাইতো হযরত আবদুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– فالجر فيه تابع للنصب অর্থাৎ غير المنصرف -এর বেলায় جر (যের) نصب (যবর)-এর অনুগামী।

اعراب -এর اعراب بالحروف لفظى -এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন, এটি اعراب بالحركة لفظى -এর আলোচনান্তে চতুর্থ প্রকার। তিন অবস্থায় তিনটি ই'রাব হওয়াই আসল, তাই মুসান্নিফ (র.) তার আলোচনা অগ্রগামী করেছেন।

* উল্লিখিত ই'রাব ছয়টি ইসমের সাথে খাস। এগুলোকে বলা হয় اسماء ستة مكبرة -এগুলো اب ، اخ ، حم ، هن ، فم ، ذو ঐ ধরনের হরকত উল্লিখিত ইসমসমূহের মধ্যে প্রয়োগ হওয়ার জন্য চারটি শর্ত রয়েছে। (১) مكبرة হওয়া তথা مصغرة (ক্ষুদ্রতাবাচক) না হওয়া। কেননা, مصغرة হলে তখন اعراب بالحركة প্রয়োগ হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِاُخَيِّكَ ، (খ) موحده বা একবচন হওয়া। দ্বিবচন হলে এ ই'রাব প্রযোজ্য হবে না। যেমন– جَاءَنِى اَخَوَاكَ ، رَأَيْتُ اَخَاكَ ، مَرَرْتُ জমা سالم -এর ই'রাব প্রয়োগ জمع سالم এ جمع مكسر منصرف আর বহুবচন হলে بِاَبَوَيْنِ ، رَأَيْتُ اَبَوَيْنِ ، جَاءَنِى اَبَوَانِ হবে। (৩) মুযাফ হওয়া। কেননা, মুযাফ না হলে اعراب بالحركة হবে। যেমন– جَاءَنِى اَبٌ ، رَأَيْتُ اَبًا ، مَرَرْتُ بِاَبٍ (৪) ياء متكلم -এর প্রতি মুযাফ না হওয়া। কেননা, ياء متكلم -এর দিকে اضافة হলে তখন تقديرى ই'রাব হবে। যথা– جَاءَنِى اَبِى ، رَأَيْتُ اَبِى ، مَرَرْتُ بِاَبِى -

* اعراب -এর মধ্যে اعراب بالحركة আসল। মুসান্নিফ (র.) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসলের প্রতি যত্নবান হয়েছে। কিন্তু اسماء ستة -এর মধ্যে এ মূলনীতির ব্যতিক্রম করার পিছনে যে কারণ নির্ণয় করা যায় তাহলো مفرد ، تثنية ও جمع -এর মধ্যে اتحاد ذاتى (সত্তাগত ঐক্য) রয়েছে। কেননা, مفرد থেকে تثنية ও جمع উৎকলিত। যদি প্রত্যেক مفرد -কে اعراب بالحركة এবং تثنية ও جمع -এর ক্ষেত্রে اعراب بالحروف দেওয়া হয়, তবে مفرد এবং تثنية - جمع -এর মধ্যে ই'রাবের দিক দিয়ে পরস্পরের বিমুখতা সৃষ্টি হবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু مفرد (একবচন জাতীয় শব্দ)-কে اعراب بالحروف দেওয়া হয়েছে।

اَسْمَاءِ سِتَّة **-এর শাব্দিক বিবরণ :** এগুলো ছয়টি যথা ঃ اَبٌ ، اَخٌ ، هَنٌ ، حَمٌ ، فَمٌ এবং ذُوْ প্রথম চারটি ناقص واوى কেননা, এদের শেষবর্ণ واو ছিল। মূলত ابو ، اخو ، هنو ও حمو ছিল। ثقالة -কে দূর করার উদ্দেশ্যে واو -কে বিলোপ করা হয়েছে। আর فم মূলত فوه ছিল। ه কে বিলোপ করে واو -কে ميم দ্বারা পরিবর্তন করাতে فم গঠিত হয়। আরববাসীদের নিকট واو -কে ميم দ্বারা পরিবর্তন করার সচরাচর ব্যবহার রয়েছে। যেমন– هو -এর বহুবচন هووا , এর হরফকে ব্যবহৃত হয় هم -একটি واو -কে হযফ এবং অপরটিকে ميم দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে উভয়টি (ميم ও واو) حروف شفوى হওয়ার কারণে। فم -এর মধ্যেও একই অবস্থা। ذو ছিল ذوو শেষবর্ণ তথা واو -কে বিলোপ করায় ذو হয়েছে। তা সব সময় اسم جنس -এর দিকে এযাফত হয়। এজন্য ذومال উল্লেখ করা হয়। যমীরের দিকে মুযাফ হওয়াটা شاذ এযাফত ব্যতীত মোটেই ব্যবহার দেখা যায় না।

(৫) কমবেশি না করে শুধু এ ছয়টি اسماء -কে অবলম্বন করার হিকমত হলো تثنية -এর মধ্যে তিনটি ই'রাব, جمع -এর মধ্যেও তিনটি। এ ছয়টির মোকাবেলায় ছয়টি মুফরাদকে অবলম্বন করেছেন। অত্যধিক যুক্তিপূর্ণ দলিল হলো, فرع ও ملحق فرع -এর সমষ্টি হচ্ছে ছয়টি। যথা– مُثَنّٰى ، كِلَا ، اِثْنَانِ ، جَمْعٌ ، اُولُو ، عِشْرُوْنَ এ فرع গুলোর মোকাবেলায় অপর ছয়টি اصل স্থির করেছেন। যাতে اصل ও فرع -এর মধ্যে অনৈক্য না থাকে।

* নাহুবিদরা খাসভাবে এ ছয়টি اسماء -কে এখ্‌তিয়ার করেছেন এগুলোর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে। অন্যান্য اسماء -এর তুলনায় এগুলোর সাথে تثنية ও جمع -এর বিশেষ মুনাসাবাত রয়েছে। تثنية ও جمع -এর মধ্যে যেরূপ تعدد (সংখ্যা গণনা) রয়েছে, সেরূপ এ ইসমগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটিতে تعدد বিদ্যমান। যেমন– اب বলা হয় من له الابن (যার ছেলে থাকে) এ সদৃশতার কারণে এগুলোকে বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে। এর উপর একটি আপত্তি আসে

যে, এ ইসমগুলো ব্যতীত অন্যান্যগুলোর মধ্যেও تعدد পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও কেন এগুলোকে খাস করা হয়? تعدد পাওয়া যায় এমন ইসম যথা– زوج (স্বামী) বলা হয় من له الزوجة (যার স্ত্রী থাকে)। এ আপত্তির জবাব ঃ শুধু تعدد টা যথেষ্ট নয়; বরং উহার শেষাক্ষর اعراب بالحروف -এর যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া জরুরি। অনেক সময় দেখা যায়, اعراب ও تعدد বালحروف -এর صلاحية থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে যে, আহলে আরবের ভাষা ব্যবহারে বিলুপ্ত শেষাক্ষরটি এ'রাব প্রদানের সময় প্রত্যাবর্তনযোগ্য হতে হবে سماعی ভাবে। আরববাসীদের থেকে যে সব ই'সমের বেলায় ই'রাব প্রদানের সময় পূর্ব বিলুপ্ত হরফ প্রত্যাবর্তন হওয়া শ্রুত না হলে তা اسماء ستة -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন– يد ও دم এ দু'টি ইসমের ক্ষেত্রে শেষে বিলুপ্ত হরফে ইল্লত ই'রাব প্রদানের সময়ে প্রত্যাবর্তন হওয়া আহলে আরব থেকে শ্রুত নেই।

* ابوك - اخوك এগুলোর মধ্যে যেরূপ كاف خطاب -এর প্রতি এযাফত করা হয়েছে সেরূপ ذو শব্দকেও كاف -এর দিকে এযাফত করত; উল্লেখ করা হলে পূর্ণ সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হতো। কিন্তু ذو টি اسم جنس -এর দিকে এযাফত হয়ে থাকে বিধায় যমীরের দিকে এযাফত করত ذوك বলা হয়নি।

তারকীব : قَوْلُهُ فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ وَالْجَمْعُ الْمُكَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ بِالضَّمَّةِ رَفْعًا الخ : فالمفرد -এর মধ্যকার فاء টি তাফসীলের জন্য, المفرد মাওসূফ, المنصرف সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الجمع মাওসূফ, المكسر সিফাতে আউওয়াল, المنصرف সিফাতে ছানী। মাওসূফ ও তার উভয় সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা হয়েছে। بالضمة -এর মধ্যে باء হরফে জার, الضمة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুতা'আল্লাক হয়েছে يعربان উহ্য ফেলের সাথে অথবা يعرب ফেলের সাথে। الفتحة والكسرة উভয়টি الضمة -এর উপর আত্ফ হয়েছে। رفعا টি যরফিয়্যাতের কারণে যবর বিশিষ্ট হয়েছে অথবা মাফউলে ফীহ হিসেবে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ يُعْرَبَانِ بِالضَّمَّةِ وَقْتَ رَفْعٍ অথবা হাল হিসাবে যবর বিশিষ্ট। তখন মূল ই'বারত হবে يُعْرَبَانِ بِالضَّمَّةِ حَالَ كَوْنِهِمَا مَرْفُوعَيْنِ তখন رفع টি مرفوع -এর অর্থে ব্যবহৃত হবে, অথবা নিসবত থেকে তামঈয হওয়ার কারণে মানসূব হবে, অথবা মাফউলে মুতলাক হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। يعربان ফে'ল, যমীর هما নায়েবে ফায়েল যুলহাল, رفعا ইত্যাদি হাল। যুলহাল ও হাল মিলে يعربان -এর নায়েবে ফায়েল। ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও بالضمة মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। جمع المؤنث السالم -এর মধ্যে جمع মুযাফ, المؤنث মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ, السالم সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। بالضمة যরফে লগ্ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে يعرب উহ্য ফে'লের সাথে। واو হরফে আত্ফ, الكسرة টি الضمة -এর উপর আত্ফ হয়েছে। يعرب ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল এবং মুতা'আল্লাক মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। غير المنصرف এতে غير মুযাফ, المنصرف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। يعرب উহ্য ফেল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, الضمة মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الفتحة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে باء হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে يعرب -এর সাথে। يعرب ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ أَبُوكَ وَأَخُوكَ وَحَمُوكِ وَهَنُوكَ وَفُوكَ الخ : ابوك -এর মধ্যে ابو মুযাফ, كاف خطاب মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, اخوك তারকীবে ইযাফী হয়ে মা'তূফে আউওয়াল। حموك মুযাফ মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফে ছানী, واو হরফে আত্ফ, هنوك মুযাফ মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফে ছালেছ, واو হরফে আত্ফ, فوك মুযাফ মুযাফ ইলাইহি মিলে মা'তূফে রাবে', واو হরফে আত্ফ, ذو মুযাফ. مال মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফে খামেস। মা'তূফ আলাইহ তার পাঁচটি মা'তূফ মিলে মুবতাদা। مضافة ইসমে মাফউল শিবহে ফে'ল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, غير মুযাফ, ياء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মাজরুর জার-মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে مضافة -এর সাথে। শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে হালে মুকাদ্দাম। يعرب উহ্য ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল যুলহাল। যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল। باء হরফে জার, الواو মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الالف মা'তূফে আউওয়াল, او হরফে আত্ফ, الياء মা'তূফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ তার উভয় মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব বা মুতা'আল্লাক হয়েছে يعرب -এর সাথে। يعرب ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

وَالْمُثَنّٰى وَكِلَا مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ وَاِثْنَانِ وَاِثْنَتَانِ بِالْاَلِفِ وَالْيَاءِ ، جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ واُولُو وعِشْرُوْنَ واَخَوَاتُهَا بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ اَلتَّقْدِيْرُ فِيْمَا تَعَذَّرَ كَعَصًا وَغُلَامِىْ مُطْلَقًا اَوِ اسْتُثْقِلَ كَقَاضٍ رَفْعًا وَجَرًّا وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ رَفْعًا وَاللَّفْظِيُّ فِيْمَا عَدَاهُ -

অনুবাদ : مثنى (দ্বিবচন), كلا যখন যমীরের দিকে মুযাফ হবে, اثنان ও اثنتان (এগুলোর ই'রাব رفع -এর অবস্থায়) الف এবং (جر ও نصب -এর অবস্থায়) ياء -এর সাথে হবে।

رفع جمع مذكر سالم - اولو এবং عشرون ও এ জাতীয় অন্যান্য দশক শব্দ (এগুলোকে ই'রাব দেওয়া হবে رفع -এর অবস্থায়) واو এবং (جر ও نصب -এর অবস্থায়) ياء (যার পূর্বাক্ষরে كسرة)-এর সাথে। اعراب تقديرى (উহ্য ই'রাব) ঐ ইসমে মু'রাবের মধ্যে হয়ে থাকে যার মধ্যে ই'রাব প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। যেমন- عَصًا (লাঠি) এবং সাধারণভাবে غُلَامِىْ শব্দটিতে (তিনাবস্থায় ই'রাবে তাকদীরী হয়ে থাকে) অথবা যেখানে ই'রাব প্রকাশিত হওয়া ভারী হয়ে থাকে। যেমন- رفع ও جر -এর অবস্থায় قَاضٍ শব্দটিতে এবং مُسْلِمِيَّ -এর মতো শব্দাবলি رفع -এর অবস্থায় (ই'রাবে তাকদীরী হয়ে থাকে) পূর্বোক্ত ব্যতীত অন্যান্যগুলোর মধ্যে ই'রাবে লফযী হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : مُثَنّٰى -এর পরিচয় ও প্রকারভেদ : مثنى বলা হয়, যাকে تثنية (দ্বিবচন) বানানো হয়। مفرد -এর উপর الف ، نون অথবা ياء ، نون বৃদ্ধি করতঃ দু'য়ের উপর বুঝায়। مثنى তিন প্রকার। যথা— (১) مثنى حقيقى বা প্রকৃতি দ্বিবচন: যে শব্দটি শব্দ ও অর্থগত উভয়দিক থেকে দ্বিবচন এবং তার একবচনও সাব্যস্ত রয়েছে। যথা- كتاب থেকে كتابان (২) مثنى صورى বা আকৃতিগত দ্বিবচন: এটার পরিচয়- مَا يَكُوْنُ صُوْرَتُهُ صُوْرَةَ التَّثْنِيَةِ وَلَيْسَ لَهُ مُفْرَدٌ مِنْ لَفْظِهٖ অর্থাৎ যে শব্দটি আকৃতিগতভাবে দ্বিবচন: এবং তার শব্দ হতে কোনো একবচন নেই। যেমন- اثنان ، اثنتان (৩) مثنى معنوى বা অর্থগত দ্বিবচন: যে শব্দ অর্থগতভাবে দ্বিবচন. শব্দগতভাবে এর কোনো একবচন সাব্যস্ত নেই। যথা- كلا ও كلتا।

* كِلَا উল্লেখ করতে গিয়ে মুসান্নিফ (র.) مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ শর্ত আরোপ করেছেন, একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে। كلا শব্দগতভাবে مفرد আর অর্থগতভাবে تثنية ; এ শব্দটির শাব্দিক দাবি হলো, اعراب بالحركة আর অর্থগত দিকটার দাবি হলো, اعراب بالحروف হওয়া। সুতরাং এটিতে শব্দ ও অর্থ উভয় দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। এভাবে যে, যখন كلا শব্দটি ইসমে যাহেরের দিকে মুযাফ হবে, তখন শব্দগত দিকটার প্রতি যত্ন নেওয়া হবে। কেননা, ইসমে যাহেরও আসল, তবে اعراب بالحركة টি উহ্যভাবে হবে। কারণ, كلا -এর শেষে الف রয়েছে। যেমন- مَرَرْتُ بِكِلَا الرَّجُلَيْنِ ، رَأَيْتُ كِلَا الرَّجُلَيْنِ ، جَاءَنِىْ كِلَا الرَّجُلَيْنِ যখন كلا শব্দটি ইসমে যমীরের দিকে মুযাফ হবে, তখন অর্থের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হবে। কেননা, যমীর فرع আর অর্থও فرع সুতরাং এটাকে তার সামঞ্জস্যপূর্ণ اعراب بالحرف দেওয়া হবে। কেননা. এটাও فرع যেমন- مَرَرْتُ بِكِلَيْهِمَا - رَأَيْتُ كِلَيْهِمَا ، جَاءَنِىْ كِلَاهُمَا এ জায়গায় যেহেতু اعراب بالحروف -এর বর্ণনা উপস্থাপন করা উদ্দেশ্য. اعراب بالحركة -এর বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, সেহেতু كلا শব্দকে مضافا উক্তি দ্বারা শর্তারোপ করা হয়েছে।

* اثنتان শব্দটি اثنان -এর مؤنث, যা مذكر (اثنان) -এর فرع ; এ কিতাবে সংক্ষিপ্ততাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বিধায় اثنان উল্লেখ করার উপর যথেষ্ট মনে করা বাঞ্ছনীয় ছিল। তদুপরি তা উল্লেখ করার কারণ হলো, সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে مذكر ও مؤنث হওয়া অন্যান্য বস্তুর مذكر ও مؤنث হওয়ার বিপরীত হয়ে থাকে। তবে اثنان ও اثنتان -এর মধ্যে مذكر ও مؤنث হওয়াটা অন্যান্য বস্তুর মতো সাধারণ কায়দানুপাতে হয়। এ দিকে ইঙ্গিত করাই হলো اثنتان উল্লেখ করার উদ্দেশ্য।

المثنى -এর আলোচনাকে مذكر سالم -এর উপর অগ্রগামী করার কারণ হলো, مثنى (দ্বিবচন) طبعى (স্বভাবগত) অনুপাতে جمع -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। কাজেই وضعى (গঠনগত) ভাবেও মুকাদ্দাম করা যুক্তিযুক্ত; যাতে وضعى ও طبعى পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

* جَمع مُذَكَّر سَالِمٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তার পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করা। আর তা হলো তার শেষে واو ও نون অথবা ياء ও نون হওয়া, চাই তার مفرد (একবচন) টি مذكر হোক বা مؤنث হোক।

جمع مذكر سالم -এর উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা سنين ও ارضين যাদের واحد (একবচন) টা مذكر নয় অথবা ياء ও نون দ্বারা করা হয়েছে। এগুলোও جمع مذكر سالم -এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। একইভাবে مرفوعات (এর واحد হলো مرفوع); منصوبات (এর واحد হলো منصوب) ইত্যাদি جمع مذكر سالم থেকে বের হয়ে যায়, যদিও বা এদের واحد টি مذكر কেননা, এই جمع টি واو ও نون অথবা ياء ও نون দ্বারা গঠিত হয়নি।

اقسام الجمع -**এর বর্ণনা :** جمع চার প্রকার। যথা— (১) جمع حقيقي : যা শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে প্রকৃত বহুবচন, একে مفرد থেকে গঠন করা হয়েছে। যেমন- قَلَمٌ -এর বহুবচন اَقْلَامٌ - مُسْلِمٌ -এর বহুবচন مُسْلِمُوْنَ ; (২) جمع صورى : আকৃতিগতভাবে جمع -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন- عِشْرُوْنَ ; (৩) جمع معنوى : অর্থগতভাবে বহুবচন, এগুলোর একবচন অন্য শব্দ হয়ে থাকে। যেমন- اُولُوْ এটার একবচন ذُوْ - (৪) اسم جمع : যা শব্দগত দিক থেকে একবচন, কিন্তু অর্থগত দিক থেকে বহুবচন। যেমন- قَوْمٌ ، رَهْطٌ

ইবনে হাজিব (র.) প্রথমোক্ত তিন প্রকারকে মূল ই'বারতের মধ্যে جَمْعُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَاُولُوْ وَعِشْرُوْنَ الخ বলে উল্লেখ করেছেন।

* اُولُوْ হলো ذو -এর جمع (বহুবচন) তদুপরি তাকে جمع مذكر سالم -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কেননা, এটি جمع হলেও جمع عن لفظه তথা এটি শব্দোদ্ভুত নয়; বরং جمع من غير لفظ ، اولو শব্দটির مفرد একই মূলাক্ষর থেকে নির্গত নয়; বরং ذو অন্য একটি শব্দ। তার جمع টা নিয়ম বহির্ভূত اولو হয়েছে। যেমন- اِمْرَأَةٌ -এর বহুবচন نِسْوَةٌ এসে থাকে; যদিও বা جمع -এর আকৃতি বিশিষ্ট। প্রকৃত جمع নয়। কেননা, প্রকৃত جمع হওয়ার জন্য مفرد (একবচন) সাব্যস্ত থাকাটা জরুরি। তাইতো আরবি ব্যাকরণের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) اولو -কে جمع -এর অন্তর্ভুক্ত না করে তার ملحقات (সম্পৃক্ত বিষয়াদি)-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

* عِشْرُوْنَ এবং এর نظائر (সমপর্যায়ভুক্ত) আটটি। তা হলো- عشرون ، ثلثون ، اربعون ، خمسون ، تسعون ، ستون ، سبعون ، ثمانون ، এ গুলো থেকে কোনটি বহুবচন নয়। কেননা, বহুবচনের اقل افراد তিন হয়ে থাকে। عشرون টি عشرة -এর বহুবচন হলে দশ গুণ তিন = ত্রিশ (১০×৩=৩০) হতো। আবশ্যকভাবে ত্রিশের উপর عشرون শব্দের اطلاق (প্রয়োগ) শুদ্ধ হতো। একইভাবে ثلثون টি ثلثة -এর বহুবচন ধরা হলে কমপক্ষে (৩×৩) = ৯ -এর উপর ثلثون -এর প্রয়োগ শুদ্ধ হতো; অথচ তা সুস্পষ্টভাবে বাতিল। মোদ্দাকথা, عشرون এবং তার সমজাতীয় সংখ্যাবাচক শব্দগুলো বহুবচন নয়। অন্যভাবে বলা যায় عشرون ইত্যাদি নির্দিষ্ট অর্থের উপর বুঝায় আর বহুবচনের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থ থাকে না; তিনোর্ধ্ব বুঝায়। এ প্রেক্ষিতে এগুলো বহুবচন হতে পারে না বরং جمع مذكر سالم -এর ملحقات -এর অন্তর্ভুক্ত।

اَخَوَاتٌ -**এর অর্থ :** اخت -এর বহুবচন اخوات ব্যবহৃত হয়। ذى روح (আত্মবিশিষ্ট বস্তু)-এর উপর এটার ব্যবহার দেখা যায়। ذو روح নয়, এরপরও اربعون ثلثون ইত্যাদির উপর তার ব্যবহার হওয়াটা استعارة مصرحة হিসেবে হয়েছে। আর استعارة مصرحة হলো مشبه به -কে উল্লেখ করত مشبه উদ্দেশ্য নেওয়া। এখানে اخوات অর্থ— نظائر (সমজাতীয়)। اخوات হলো مشبه به আর نظائر হলো مشبه এখানে (مشبه به) اخوات উল্লেখ করলেও আসলে نظائر (مشبه) উদ্দেশ্য।

* اُولُوْ টি جمع না হওয়া সত্ত্বেও এটাকে جمع مذكر سالم -এর ই'রাব প্রয়োগ করা হয়েছে। اولو তার جمع مذكر) سالم) সাথে শব্দগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্য থাকার কারণে। শাব্দিক সাদৃশ্য হলো اولو -এর শেষে এমন একটি حرف রয়েছে যা اعراب بالحروف -এর যোগ্যতা রাখে। আর অর্থগত সাদৃশ্য হলো এটি جمع مذكر سالم -এর মতো অনেক ফরদের উপর বুঝায়।

মুসান্নিফ (র.) ই'রাবের প্রকার তথা اعراب بالحركة ও اعراب بالحروف -এর বর্ণনা থেকে অবসর হয়ে اعراب لفظى ও تقديرى -এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

* اَلتَّقْدِيْرُ শব্দটি পরে الاعراب উহ্য রয়েছে। উক্ত উহ্য মুযাফ ইলাইহ পরিবর্তে التقدير -এর উপর الف لام নেওয়া হয়েছে। التقدير দ্বারা পূর্ববর্তী اقسام -এর বর্ণনা এসেছে। অর্থাৎ اعراب بالحركة দু'প্রকার : تقديرى ও لفظى আবার اعراب بالحرف ও দু'প্রকার : تقديرى ও لفظى এ নয় যে, এটি ই'রাবের অপর একটি প্রকরণ। التقديرى -এর মধ্যস্থিত ال টি عهد خارجى যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এর বিবরণ পূর্বে চলে গেছে। التقدير উল্লেখ করাতে পূর্বাংশের সাথে পূর্বসম্পৃক্ততা বুঝা যায়।

* মুসান্নিফ (র.) عصا -এর দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ইসমে মাকসূরকে, আর তা ঐ ইসমকে বলে– যার শেষে الف مقصورة হয়ে থাকে। চাই তা প্রকাশ্যে বিদ্যমান থাকুক, যেমন– العصا অথবা অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান থাকুক। যেমন– عصى এখানে الف ও تنوين দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে الف مقصوره -কে বিলোপ করা হয়। عصى -এর মধ্যে যে ياء টি দেখা যাচ্ছে তা رسم الخط -এর জন্য। ইসমে মাকসূরের উপর اعراب تقديرى হওয়ার কারণ হলো, শেষাক্ষর الف হওয়ার কারণে اعراب لفظى তার উপর প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব। যদি الف -এর উপর حركة لفظى আসে, তাহলে তা হামযা হয়ে যায়।

* غُلَامِى مُطْلَقًا এটা তারকীবের দিক থেকে হয়তো উহ্য ফে'লের মাফউল মুতলাক, অর্থাৎ اُطْلِقَ مُطْلَقًا ঐ সময় مطلقا শব্দের মধ্যে বিদ্যমান ميم টি মাসদারে মীমী অথবা এটি ইসমে মাফউলের সীগাহ তা غلامى ও عصى উভয়টি থেকে অথবা শুধুমাত্র غلامى থেকে حال; যদি শুধু غلامى থেকে حال হয়, তাহলে ইবারতের উদ্দেশ্য– সে সমস্ত ব্যাকরণবিদদের উক্তিকে খণ্ডন করা, যারা বলে থাকে غلامى -এর মধ্যে যে যের রয়েছে তা আমিল আসার পূর্ব থেকেও ছিল আর আমিল দূরীভূত হওয়ার পরও তা অবশিষ্ট থাকে। কাজেই এটি حركة اعرابية হতে পারে না। কেননা, حركة اعرابية -এর জন্য জরুরি হলো যে, আমিল দাখিল হওয়ার পর তা প্রবিষ্ট হতে হবে এবং আমিল দূরীভূত হওয়ার পর তা বাকি থাকবে না। আর দ্বিতীয়াবস্থায় তার (مطلقا) সম্পর্ক غلامى ও عصى উভয়ের দিকে হলে এ অর্থ দাঁড়াবে যে, غلامى এ عصى -এর ই'রাব তিনটি অবস্থায় تقديرى হবে।

* اُسْتُثْقِلَ এটি পূর্ববর্তী ই'বারত تعذر -এর উপর আতফ। অর্থাৎ ঐ ইসমের মধ্যেও اعراب تقديرى হবে, যার উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ'রাব প্রকাশিত হওয়া ভারী হবে। আর তা ঐ সময় ধর্তব্য যখন ই'রাবের স্থানটি اعراب بالحركة -এর যোগ্যতাধারী হবে। কিন্তু শব্দের মধ্যে তার ই'রাবটি প্রকাশিত لسان (রসনা)-এর উপর ভারী হবে। যেমন, ঐ ইসম যার শেষাক্ষরে ياء -এর পূর্বাক্ষর مكسور (যের বিশিষ্ট) হবে। চাই তা দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে বিলুপ্ত হোক বা না হোক। প্রথমটির উদাহরণ قاض -এতে ياء বিলুপ্ত হয়ে গেছে দু'টি সাকিন তথা ياء ও تنوين একত্রিত হওয়ার কারণে। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো القاضى ; এতে ياء বিলুপ্ত হয়নি।

* মুসান্নিফ (র.) تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ فِيْمَا تَعَذَّرَ এ কথা বলার কারণে اَوِ اسْتُثْقِلَ বলা প্রয়োজন ছিল না। তদুপরি তিনি উল্লেখ করেছেন এ দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার জন্য যে, ই'রাব প্রকাশিত হওয়ার অসম্ভাব্যতা দু'ধরনের হয়ে থাকে। تعذر -এর দ্বারা প্রথম সূরত উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর তা হলো যে অক্ষরটি এ'রাবের প্রকাশস্থল তা হরকতের যোগ্যতাধারী হবে না। আর استثقل -এর মধ্যে দ্বিতীয় সুরত উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো, যে হরফটি ই'রাবের محل হবে তা হরকতকে কবুল করার যোগ্যতা সম্পন্ন হবে; কিন্তু তার উপর হরকতটি ভারী হবে।

* قاض হলো اسم منقوص -এর অন্তর্ভুক্ত। তার ই'রাব رفع ও جر -এর অবস্থায় تقديرى হবে। (ياء -এর উপর ضمة ও كسرة ভারী হওয়ার কারণে) কিন্তু فتحة ভারী না হওয়ার কারণে ياء -এর উপর শাব্দিকভাবে যবর প্রবিষ্ট হবে। অর্থাৎ فتحة -এর অবস্থায় اعراب لفظى হবে। যেমন–

جَاءَ قَاضٍ ، رَأَيْتُ قَاضِيًا ، مَرَرْتُ بِقَاضٍ এটি হলো শেষাক্ষর বিলুপ্ত হওয়ার উদাহরণ।

جَاءَ الْقَاضِىْ ، رَأَيْتُ الْقَاضِىَ ، مَرَرْتُ بِالْقَاضِىْ আর এটা শেষাক্ষর বহাল রাখার মেছাল।

* رَفْعًا وَجَرًّا উভয়টি দু'কারণে যবর বিশিষ্ট হতে পারে। হয়তো ظرفية হিসেবে বা مصدر হিসেবে। যদি ظرفية অনুপাতে হয়, তবে তার মধ্যে শর্ত হলো তা زمان বা مكان থেকে হতে হবে; অথচ এখানে উভয়টি থেকে মুক্ত। তাই

এখানে মুযাফ উহ্য মেনে নেওয়া হবে। رفعا -এর মধ্যে যবরটি نصب بنزع الخافض হিসেবে হবে। আল্লামা আবদুর রহমান জামী (র.) মুসান্নিফের উক্তি رفعا وجرا -এর তাফসীর করেছেন–

اَىْ فِىْ حَالَتِي الرَّفْعِ وَالْجَرِّ كَاِسْتِثْقَالِ قَاضٍى - مَرْفُوْعِيَّتً وَمَجْرُوْرِيَّتً اَوْ وَقْتَ رَفْعِ الْعَامِلِ اَوْ جَرِّهٖ -

এ বিশ্লেষণ করত এ দিকে ইশারা করেছেন যে, এ দু'টি উহ্য استثقال -এর যরফ অথবা মাফঊলে মুতলাক হিসেবে পড়াও জায়েজ অর্থাৎ استثقال رفع وجر অথবা উহ্য استثقال -এর মুযাফ ইলাইহ থেকে حال হতে পারে অর্থাৎ, حَالَ كَوْنِهٖ مَرْفُوْعًا وَمَجْرُوْرًا -

* نحو مسلمى -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ جمع مذكر سالم যা ياء متكلم -এর দিকে মুযাফ হবে। এটার ই'রাব রফা' অবস্থায় উহ্য واو -এর সাথে, جر ও نصب -এর অবস্থায় প্রকাশ্য ياء -এর সাথে হবে। যেমন– جَاءَنِىْ مُسْلِمِىَّ ; তা মূলত مُسْلِمُوْنَ ىَ ছিল। نون টি এযাফতের কারণে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা, এটি হলো جمع -এর نون ; কায়দা হলো এযাফতের সময়ে تثنيه ও جمع -এর নূন পড়ে যায়। واو টি হলো ই'রাবের আর ياء টি এযাফতের জন্য ব্যবহৃত। সরফী নিয়ম হলো— واو ও ياء একসাথে একই কালিমাতে একত্রিত হলে واو -কে ياء দ্বারা বদল করা হয়। অতঃপর তাতে ياء ياء (مُسْلِمِىْ ىَ) দু'টি ياء একত্র হওয়ার কারণে একটিকে অপরটির মধ্যে ইদগাম করে مُسْلِمِىَّ করা হয়েছে। এরপর ياء -এর চাহিদানুপাতে ميم -এর নিচে যের দেওয়াতে مُسْلِمِىَّ গঠিত হয়েছে।

جر ও نصب -এর অবস্থায় ياء টি لفظا (প্রকাশ্যভাবে) যেমন– مَرَرْتُ بِمُسْلِمِىَّ ، رَأَيْتُ مُسْلِمِىَّ উভয়াবস্থায় مُسْلِمِىَّ মূলত مُسْلِمِيْنَ ىَ ছিল। نون টি এযাফতের কারণে পড়ে যাওয়ার পর مُسْلِمِىْ ىَ হলো। প্রথম ياء টি ইরাবের জন্য ব্যবহৃত, যা لفظى (প্রকাশ্যভাবে) হয়েছে। উভয় ياء -কে ইদগাম করলে مُسْلِمِىَّ হয়ে যায়।

* نحو শব্দ বৃদ্ধি করত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ثقالة এর কারণে যে ই'রাবে তাকদীরী হয়, তা দু'ধরনের, كقاض বলে প্রথম প্রকার এবং نحو مسلمى উল্লেখ করত দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। ثقالة -এর মধ্যে যদিও উভয়টি শরিক; কিন্তু حكم -এর মধ্যে ভিন্ন। কাজেই উভয় قسم -এর প্রতি সতর্কতা আরোপের উদ্দেশ্যে একই حرف تشبيه -এর অধীনে নেওয়া হয়নি। যাতে প্রকার দু'টি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া বুঝা যায়। তা عصا ও غلامى এর বিপরীত। কেননা, এ দু'টি একই প্রকারের আওতাভুক্ত। এভাবে যে, উভয়টির মধ্যে اعراب بالحركة অসম্ভব। جر ، نصب ، رفع এ তিন অবস্থায় ই'রাবে তাকদীরী হবে। যেমন এ দিকেই ইঙ্গিত করে আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন–

تَقْدِيْرُ الْاِعْرَابِ لِلْاِسْتِثْقَالِ قَدْ يَكُوْنُ فِى الْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَةِ وَقَدْ يَكُوْنُ فِى الْاِعْرَابِ بِالْحَرْفِ نَحْوُ مُسْلِمِىَّ بِخِلَافِ تَقْدِيْرِ الْاِعْرَابِ لِلتَّعَذُّرِ فَاِنَّهٗ مُخْتَصٌّ بِالْاِعْرَابِ بِالْحَرَكَةِ -

আর قاض -কে مسلمى -এর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ হলো, قاض এর মধ্যে اعراب بالحركة ভারী হয়েছে। আর مسلمى -এর মধ্যে اعراب بالحروف ভারী হয়েছে। এ কথা সূর্যের ন্যায় প্রকাশ্য যে, উভয় ই'রাবের মধ্যে اعراب بالحركة হলো মূল, তাইতো এ প্রকারকে পূর্বে নেওয়া হয়েছে।

* **যোগসূত্র :** মুসান্নিফ (র.) ই'রাবে তাকদীরী হওয়ার স্থানসমূহের বর্ণনা থেকে অবসর হওয়ার পরে ই'রাবে লফযীর আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, اَللَّفْظِىُّ فِيْمَا عَدَاهُ অর্থাৎ উল্লিখিত ইসমে মু'রাব ব্যতীত অন্যান্যগুলোর মধ্যে ই'রাবটি লফযী তথা উচ্চারিত হয়ে থাকে। اللفظى শব্দটি لفظ -এর দিকে সম্পর্কিত আর উল্লিখিত ই'রাব দু'ধরনের ইসমে মুরাবের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। (একটি হলো) যেখানে ই'রাব অসম্ভব হয়ে থাকে অথবা (অপরটি হলো) উচ্চারণে ভারী হয়ে থাকে।

* ই'রাবে লফযীটা তাকদীরীর তুলনায় মূল। এতদসত্ত্বেও লফযীর উপর তাকদীরীকে মুকাদ্দাম করার কারণ হলো তাকদীরীর স্থানসমূহ কম আর লফযীর স্থানসমূহ বেশি, কম (جزء) আংশিকের পর্যায়ে আর (বেশি) হলো (كل) পূর্ণতার পর্যায়ে। স্বাভাবিকভাবে অর্থ বুঝানোর ক্ষেত্রে جزء টি كل -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। সুতরাং গঠন ও স্বভাব উভয় দিক দিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার নিমিত্তে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তাকে অগ্রগামী করা হয়েছে।

* اَللَّفْظِىُّ فِيْمَا عَدَاهُ - فِيْمَا عَدَاهُ -এর মধ্যে ه যমীরটি প্রত্যাবর্তিত হয়েছে المذكور -এর দিকে, তখন মূল ইবারত হবে عَدَا الْمَذْكُوْرِ এখানে المذكور দ্বারা তাকদীর ই'রাবের সাথে পঠিত পূর্বোক্ত দু'টি প্রক্রিয়া উদ্দেশ্য; এ বিশ্লেষণ কিছু ব্যাকরণবিদদের অভিমতানুযায়ী। কারণ, তাঁদের মতে দু'টি ইসমের দিকে واحد (একবচন)-এর যমীর ফিরতে পারে না।

অধিকাংশ নাহুবিদদের অভিমতানুযায়ী المذكور শব্দ দ্বারা তাবীলের প্রয়োজন নেই। কেননা, যে যমীরটি মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহের দিকে ফিরে। আর উভয়ের মাঝে او শব্দ দ্বারা আত্‌ফ করা হয়, তখন যমীরকে واحد বা একবচন নেওয়া আবশ্যক। কেননা, او শব্দটি احد الامرين (দু'টি বস্তু থেকে যে কোনো একটি)-এর জন্য এসে থাকে। উভয় বস্তু অনির্দিষ্ট হয়। যেমন- زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو قَائِمٌ এখানে قائمان বলা জায়েজ নেই। সুতরাং পূর্বোল্লেখিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمُثَنّٰى وَكِلَا مُضَافًا اِلٰى مُضْمَرٍ وَاِثْنَانِ وَاِثْنَتَانِ بِالْاَلِفِ وَالْيَاءِ الخ : المثنى মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, كلا যুলহাল, مضافا ইসমে মাফঊল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, مضمر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক বা যরফে লগ্‌ব مضافا-এর সাথে। مضافا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফে আউওয়াল। واو হরফে আত্‌ফ, اثنان মা'তূফে ছানী, واو হরফে আত্‌ফ, اثنتان মা'তূফে ছালেছ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফসমূহ মিলে মুবতাদা। معربة উহ্য ইসমে মাফঊল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, الالف মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, الياء মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে باء হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে معربة-এর সাথে। معربة ইসমে মাফঊল, নায়েবে ফায়েল এবং মুতা'আল্লাক মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। جمع মুযাফ, المذكر মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ-মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ, السالم সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহি, واو হরফে আত্‌ফ, اولو মা'তূফে আউওয়াল, واو হরফে আত্‌ফ, عشرون মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, اخواتها-এর মধ্যে اخوات মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মা'তূফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ ও তার উভয় মা'তূফ মিলে মুবতাদা। معربة উহ্য ইসমে মাফঊল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, الواو মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, الياء মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর, باء হরফে জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে معربة শিবহে ফে'লের সাথে। معربة শিবহে ফে'ল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা।

قَوْلُهُ اَلتَّقْدِيْرُ فِيْمَا تَعَذَّرَ الخ : التقدير উহ্য মুযাফ ইলাইহসহ মুবতাদা, فى হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, تعذر ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, فيه উহ্য যরফে লগ্‌ব। ফে'ল, ফায়েল ও উহ্য যরফে লগভ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, استثقل ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, উহ্য فيه যরফে লগ্‌ব। ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও তার মা'তূফ মিলে সেলাহ্। মাওসূল ও তার সেলাহ্ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابت-এর সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, عصا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, غلامى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল, مطلف শিবহে ফে'ল-যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। উহ্য هو মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

قَوْلُهُ كَقَاضٍ رَفْعًا وَجَرًّا : ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, قاض মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابت-এর সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, رفعا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, جرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে উহ্য وقت মুযাফ সহ। ثابت শিবহে ফে'ল, ফায়েল, যরফে মুস্তাকার ও মাফঊলে ফীহ্ মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা।

قَوْلُهُ وَاللَّفْظِىُّ فِيْمَا عَدَاهُ : واو হরফে আত্‌ফ, اللفظى সিফাত, তার পূর্বে মাওসূফ الاعراب উহ্য রয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। فى হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, عدا ফে'ল তার মধ্যে লুক্কায়িত যমীর ফায়েল, ه যমীর মাফঊল যা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে عَصًا وَغُلَامِىْ وَقَاضٍ وَ مُسْلِمِىَّ-এর দিকে অথবা مَا تَعَذَّرَ فِيْهِ اَوِ اسْتُثْقِلَ-এর দিকে। উপরোক্ত ইবারতকে المذكور দ্বারা তাবীল করা হয়েছে। عدا ফে'ল, ফায়েল এবং মাফঊল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে فى হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت ইসমে ফায়েল, তার যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ مَا فِيْهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعٍ اَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُوْمُ مَقَامَهُمَا وَهِيَ
شِعْرٌ عَدْلٌ وَ وَصْفٌ وَتَانِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ * وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبٌ
وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ * وَ وَزْنُ الْفِعْلِ وَهٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبٌ
مِثْلُ عُمَرَ وَاَحْمَرَ وَطَلْحَةَ وَ زَيْنَبَ وَاِبْرَاهِيْمَ وَمَسَاجِدَ وَمَعْدِيْكَرَبَ وَعِمْرَانَ وَاَحْمَدَ
وَحُكْمُهُ اَنْ لَّاكَسْرَةَ وَلَا تَنْوِيْنَ ـ

অনুবাদ : غير منصرف ঐ ইসমে মু'রাবকে বলে, যার মধ্যে নয়টি সবব হতে দু'টি বা তা থেকে এমন একটি সবব বিদ্যমান থাকবে যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। তা (নয়টি সবব) হলো কবিতা–

অর্থাৎ (১) আদল (রূপান্তরিত), (২) ওয়াস্‌ফ (গুণ), (৩) তানীছ (স্ত্রীলিঙ্গ), (৪) মা'রেফা (নির্দিষ্ট জ্ঞাপক), (৫) ওজমা (আনারবী), (৬) জমা' (বহুবচন), (৭) তারকীব (যৌগিক), (৮) ওয়ান্নূনু যায়েদাতান ক্বাবলাহা আলিফুন (অতিরিক্ত নূন যার পূর্বে আলিফ হবে) এবং (৯) ওযনে ফে'ল (ফে'লের ওযন হওয়া) এ উক্তিটি সঠিকতার নিকটবর্তী। (উল্লিখিত اسباب منع صرف এর ক্রমানুপাতে) উদাহরণ হলো, عُمَرُ (عدل -এর উদাহরণ), اَحْمَرُ -এর), طَلْحَةُ (تانيث -এর), زَيْنَبُ (معرفة -এর), اِبْرَاهِيْمُ (عجمة -এর), مَسَاجِدُ (جمع -এর), مَعْدِيْكَرَبُ (تركيب -এর), عِمْرَانُ (الالف والنون الزائدتان -এর) এবং اَحْمَدُ (وزن فعل -এর উদাহরণ)। তার হুকুম– তাতে যের এবং তানবীন হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ কোনো বস্তুর সংজ্ঞা দু'ভাবে দেওয়া হয়। যথা– (১) شرط وجودى (ইতিবাচক শর্ত)। (২) شرط عدمى (নেতিবাচক শর্ত)। غير منصرف ঐ ইসমে মু'রাবকে বলা হয়, যার মধ্যে নয়টি সবব হতে দু'টো অথবা দু'টোর স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায়। منصرف -কে দ্বিতীয় প্রকারের সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে বলে ধরে নিতে পারি। যদিও বা তা ইবারতের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

* غير منصرف -এর সংজ্ঞার মধ্যে ما মাওসূলা আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য ইসমে মু'রাব। কেননা, এটি مقسم আর مقسم ঐ বস্তুর اقسام -এর তা'রীফের মধ্যে গ্রহণীয় হয়ে থাকে। ما দ্বারা لفظ উদ্দেশ্য হতে পারে না। যদি لفظ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে ضربت -এর মধ্যে দু'টি ইল্লত বিদ্যমান وزن فعل ও تانيث ; তখন এটিকে গায়রে মুনসারিফ বলা উচিত হবে; অথচ তা গায়রে মুনসারিফ নয়; বরং মাবনী। শুধু ইসম উদ্দেশ্য নিলে তাতেও একটা আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, حضار ইয়ামামা ও বসরার মাঝখানে অবস্থিত একটি পাহাড়ের নাম। এতে দু'টি সবব তথা علمية ও تانيث রয়েছে তার পরেও এটি গায়রে মুনসারিফ নয়; বরং মাবনী। কাজেই ما দ্বারা ইসম উদ্দেশ্য নেওয়া হলে একেও গায়রে মুনসারিফ বলা যাবে। তদুত্তরে বলা যায় যে, এখানে ইসম দ্বারা ইসমে মু'রাব উদ্দেশ্য। তাইতো আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– ما اى اسم معرب

* গায়রে মুনসারিফের মধ্যে যে দু'টি ইল্লত পাওয়া যাবে, তা ইসমের মধ্যে একত্রিত হয়ে তার মধ্যে প্রভাব ফেলতে হবে। যদি প্রভাব না ঘটায়, তাহলে তা গায়রে মুনসারিফ হবে না। যেমন– قائمة -এর মধ্যে تانيث ও وصف এ দু'টি ইল্লত রয়েছে। তা সত্ত্বেও এটি গায়রে মুনসারিফ নয়: কারণ قائمة -এর মধ্যে وصف সববটি প্রভাবকারী অন্য ইল্লত তথা تانيث ; قائمة -এর মধ্যে প্রভাবকারী নয়। তার কারণ تانيث -এর জন্য জরুরি علم হওয়া, আর قائمة টা علم নয়। قائمة ইত্যাদি শব্দ গায়রে মুনসারিফের সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে।

* مِنْ تِسْعٍ -এর মধ্যে تِسْع সিফাত আর তার মাওসূফ উহ্য عِلَل অর্থাৎ مِنْ عِلَلٍ تِسْعٍ -এর তারকীবের দ্বারা শায়খ রাযী'র অভিমত রদ্ হয়ে গেছে। কেননা, তাঁর মতে মূলত مِنْ تِسْعِ عِلَلٍ ছিল। এ সময় মুযাফ ইলাইহ বিলুপ্ত ধরা হবে।

যমখশরী'র উক্তিকে খণ্ডন করার পিছনে যুক্তি হলো মুযাফ ইলাইহ বিলুপ্ত হবার সময়ে او واحدة -এর মধ্যে ইল্লতকে তামঈয নিতে হয়; অথচ واحد ও اثنان -এর তামঈয আসে না। এখানে মাওসূফ-সিফাত হিসেবে علة واحدة বলতে হবে।

* هى -এর মারজি' علل تسع , هى মুবতাদা আর عدل و وصف الخ খবর। এ তারকীবে হুকুমকে আতফের উপর মুকাদ্দাম মেনে নেওয়া হবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে যে, اَلْعِلَلُ التِّسْعَةُ مَجْمُوْعٌ مَا فِىْ هٰذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ অন্যথায় শুধু عدل -কে علل تسعة বলা আবশ্যক হবে; অথচ এটা সুস্পষ্টভাবে বাতিল।

* উল্লিখিত কবিতাটি ابو سعيد انبارى (র.)-এর লিখিত। পূর্বের কাব্যাংশ হলো–

مَوَانِعُ الصَّرْفِ تِسْعٌ كُلَّمَا اِجْتَمَعَتْ * ثِنْتَانِ مِنْهُمَا فَمَا الصَّرْفُ تَصْوِيْبٌ

উল্লিখিত শ্লোকসমূহ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, موانع الصرف দু' প্রকার। যথা– (১) হাকীকী (২) হুকমী প্রথমটির মধ্যে উভয় ইল্লত হাক্বিকীভাবে পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে হুকমীভাবে; কিন্তু منع الصرف এর সববসমূহ থেকে উভয়টিতে দু'টি করে ইল্লত হবে। পার্থক্য শুধু হাকীকী ও হুকমী অনুপাতে। মূল ইবারতের মধ্যে প্রথম প্রকারটি উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ اسباب منع الصرف -এর মধ্য থেকে দু'টি সবব যে ইসমের মধ্যে একত্র হবে তা اسم غير منصرف হবে। আর দ্বিতীয় প্রকারটি অর্থাৎ দু'সববের স্থলাভিষিক্ত একটি সবব হওয়াকে এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়নি। দু'টি প্রকারই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য বিধায় প্রথম পংক্তিকে বিলোপ করা হয়েছে। কবিতায় উল্লিখিত ثم টি تراخى -এর জন্য আসেনি; বরং واو -এর অর্থে ব্যবহৃত। ওযনকে ঠিক রাখার জন্য ثم ব্যবহার করা হয়েছে।

* وَالنُّوْنُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ **-এর বিবরণ :** এটার উদ্দেশ্য হলো নূন মুনসারিফ হওয়াকে বাধা প্রদান করে যখন তার পূর্বে আলিফ زائدة হয়। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি زائدة দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়, হয়তো সিফাত হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে অথবা হাল হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। উভয় সুরত অবৈধ। কেননা, زائدة -কে সিফাত ধরা হলে আর النون টি মাওসূফ হলে উভয়ের মধ্যে مطابقة পাওয়া যায়নি। النون টি মা'রেফা আর زائدة নাকেরা, সিফাত ও মাওসূফের মধ্যে শর্ত হলো, উভয়টিতে مطابقة হতে হবে। মাওসূফ معرف باللام হলে সিফাতটিও অনুরূপ হওয়া উচিত। আর মাওসূফটি নাকেরা হলে সিফাতটিও নাকেরা হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি حال ধরা হয়, তার জন্য জরুরি হলো, তা ফায়েল বা মাফঊল অথবা উভয়টির هيئة (অবস্থা) বুঝাতে হবে। উক্ত ইবারতে النون টি ফায়েলও নয় আবার মাফঊলও নয়; বরং এটি মুবতাদা। প্রথমাবস্থায় (النون টি মাওসূফ) زائدة -কে সিফাতে আউওয়াল, مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ -কে সিফাতে ছানী সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, এখানে সিফাত ও মাওসূফের মাঝে مطابقة পাওয়া যায় না; যদিও বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাকে সিফাত বানানো হয়। যেমন বলা যেতে পারে النون -এর মাঝে আলিফ-লাম অতিরিক্ত, তার উপর وصف ـ عدل ইত্যাদি নাকেরা হওয়ার করীনা বুঝাচ্ছে। কেননা, عدل ও সমগোত্রীয় শব্দগুলো নাকেরাই ব্যবহৃত হয়েছে।

অথবা النون -এর মধ্যে الف لام টি عهد ذهنى -এর জন্য আর আলিফ-লাম عهد هنى বিশিষ্ট ইসমের সিফাত নাকেরা নেওয়া শুদ্ধ আছে। এ দু'টি তাবীল লৌকিকতা থেকে মুক্ত নয়। زائدة -কে حال হিসেবে মানসূব পঠিত হয়ে থাকে। যদিও বা النون টি হাকীকী ফায়েল নয়; কিন্তু অর্থগতভাবে ফায়েল। النون -এর প্রথমে تمنع ফে'ল উহ্য রয়েছে। ঐ النون ফে'লের ফায়েল এবং زائدة তা হতে حال পতিত হয়েছে। মূল ইবারত হবে– وَتَمْنَعُ النُّوْنُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِهَا زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا : من قبلها এটি ثابت অথবা كائن -এর সাথে মুতাআল্লাক হয়ে খবরে মুকাদ্দাম এবং الف মুবতাদা মুয়াখ্খার। উভয়েই মিলে জুমলা ইসমিয়্যা হয়ে النون যুলহাল থেকে দ্বিতীয় হাল হয়েছে। যেহেতু এ অবস্থায় একটি ذو الحال হতে দু'টি حال পতিত হয়েছে, সেহেতু একে احوال مترادفة বলা হয়। আর ইহাও হয় যে, জুমলায়ে ইসমিয়্যাটি زائدة -এর লুক্কায়িত যমীর থেকে حال পতিত হয়েছে, তখন উভয় حال -কে احوال متداخلة নামে আখ্যায়িত করা হবে। তখন অর্থ দাঁড়াবে– وَتَمْنَعُ النُّوْنُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِهَا زَائِدَةً وَحَالَ كَوْنِهَا اَلِفٌ قَبْلَهَا ثَابِتَةً কিন্তু উভয় তারকীব অসম্পূর্ণ। কেননা, উভয় সুরতে الف ও نون -কে অতিরিক্ত বুঝা যায় না; বরং نون টি زائدة হওয়া এবং الف তার প্রথমে সাব্যস্ত হওয়া বুঝা যায়। সুতরাং বিশুদ্ধ তারকীব হলো الف টি زائدة -এর ফায়েল এবং من قبلها টা তার সাথে মুতাআল্লাক। আর زِيَادَةُ الْاَلِفِ قَبْلَ النُّوْنِ দ্বারা অতিরিক্ত হওয়ার গুণের মধ্যে উভয়ে শরিক এবং الف زيادتى -এর গুণের মধ্যে نون -এর উপর মুকাদ্দাম হওয়াকে উদ্দেশ্য

নেওয়া হলে উভয়টি অতিরিক্ত বুঝা যাবে। যেমনিভাবে جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا مِنْ قَبْلِهِ أَخُوهُ বাক্যে আরোহণের গুণের মধ্যে উভয়েই শরিক হওয়া এবং زيد -এর উপর তার ভাইয়ের উক্ত আরোহণের গুণের মধ্যে মুকাদ্দাম হওয়া বুঝায়। তখন অর্থ দাঁড়াবে وَتَمْنَعُ النُّوْنُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِ الْاَلِفِ زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا অর্থাৎ نون টি বাধাদান করে মুনসারিফ হওয়াকে এ অবস্থায় যে, نون -এর পূর্বে আলিফ অতিরিক্ত হবে। এমতাবস্থায় আলিফ ও নূন উভয়ের অতিরিক্ত হওয়া সহজে অনুমেয়। এখানে আলিফের অতিরিক্ততা ইবারতানুপাতে আর نون -এর অতিরিক্ততা আরবদের পরিভাষা অনুপাতে। কেননা, আরববাসীরা বলে جَاءَنِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا مِنْ قَبْلِهِ اَخُوهُ পরিভাষা অনুপাতে এ অর্থ দাঁড়াবে যে, যায়েদ ও তার ভাই আরোহণের গুণে শরিক রয়েছে তবে যায়েদের ভাই আগমন করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী। মোদ্দাকথা, আরবদের পরিভাষা অনুপাতে এ তারকীব الف ও نون উভয়টি وصف অতিরিক্ত গুণের মধ্যে শরিক এবং الف টি نون হতে অগ্রগামীভাবে অতিরিক্ত হওয়া বুঝে আসে। نون -এর পূর্বে الف অতিরিক্ত হওয়া قبلية مكانى (স্থানগতভাবে পূর্বে আসা)-এর সাথে সম্পৃক্ত; কিন্তু قبلية زمانى (রসনাগত পূর্বে আসা) এর সাথে নয়।

* نون টি অতিরিক্ত হওয়া স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, আলিফটি অতিরিক্ত হওয়া স্বভাবত প্রত্যেকেই অবগত আছে। কেননা, এটি حروف علة -এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ গুলোর মধ্যে আসল (অনতিরিক্ত হওয়া) খুবই কম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে نون অতিরিক্ত হওয়াটা অস্বাভাবিক হওয়ার কারণে কেউ অবগত নয়। তাইতো সুস্পষ্টভাবে نون অতিরিক্ত হওয়াকে বর্ণনা করতঃ الف -এর অতিরিক্ত হওয়াকে সম্বোধিত ব্যক্তির জ্ঞানের উপর নির্ভর করে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

* هٰذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبٌ -এর মর্মার্থ তিন ধরনের হতে পারে। (১) এ নয়টি সববকে কবিতাকারে উল্লেখ করা تَقْرِيْبٌ لَهَا اِلَى الْحِفْظِ (মুখস্থ করার অধিকতর নিকটবর্তী)। কেননা, পদ্যকে মুখস্থ করা গদ্যাপেক্ষা অধিকতর সহজ। (২) নয়টি সবব থেকে প্রত্যেকটিকে সবব বলা قَوْلٌ تَقْرِيْبٌ اِلَى الصَّوَابِ (সঠিকতার অধিক নিকটবর্তী)। কেননা, কতেক নাহুবিদ منع صرف -এর ইল্লত দু'টি বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ নয়টি, কেউ এগারটি; কিন্তু নয়টি ইল্লত বলা সঠিকতার নিকটবর্তী। এ সব অভিমতের মধ্যে اسباب منع صرف নয়টি হওয়াই উত্তম। কেননা, এটি কমবেশির মাঝখানে। তাইতো রাসূলে কারীম ﷺ থেকে বর্ণিত আছে– خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا (মধ্যম পন্থাই উত্তম)। (৩) নয়টি সবব থেকে প্রত্যেকটিকে ইল্লত বলাটা قول تقريبى তাহ্কীকী নয়। কেননা, منع صرف -এর ইল্লত প্রকৃতপক্ষে ঐ নয়টি থেকে দু'টির সমষ্টি, প্রত্যেকটি নয়; বরং প্রত্যেকটি হলো ইল্লতের جزء (অংশ), পরিপূর্ণ ইল্লত নয়। অতএব, প্রত্যেকটির উপর ইল্লত শব্দের প্রয়োগ রূপকার্থে হয়েছে।

* غير منصرف -এর সববের সংখ্যার বিষয়ে নাহুবিদদের মাঝে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

১. অধিকাংশ নাহুবিদ্দের মতে, اسباب منع صرف মোট নয়টি (ক) عدل (খ) وصف (গ) تانيث (ঘ) معرفه (ঙ) عجمه (চ) جمع (ছ) تركيب (জ) وزن فعل (ঝ) الف ونون زائدتان -

২. কারো মতে غير منصرف -এর সবব মাত্র দু'টি। যথা– প্রথমটি حكاية এটি وزن فعل -এর মধ্যে وصف -এর সাথে পাওয়া যায়। যেমন– اعلم ، اجهل অথবা وزن فعل -এর মধ্যে علمية -এর সাথে পাওয়া যায়। যেমন– يشكر ، يزيد এগুলোতে যেমনিভাবে فعلية থেকে اسمية -এর দিকে নকল করার পূর্বে যের ও তানবীন পাওয়া যেতো না, তেমনিভাবে নকলের পরও যের ও তানবীন প্রবেশ করে না। দ্বিতীয়টি تركيب যেমন– تَانِيْثٌ بِالتَّاءِ الظَّاهِرَةِ وَالْمُقَدَّرَةِ -এর মধ্যস্থিত فِىْ تَانِيْثِ الْاَلِفِ হয়তো বা تانيث -এর সাথে علمية -এর তারকীব হবে অথবা حرف تانيث -এর সাথে ইসমের তারকীব হবে।

৩. কারো মতে, এগুলো মোট দশটি। উল্লেখিত নয়টি আর বাকিটি হচ্ছে– اِعْتِبَارُ الْوَصْفِيَّةِ الْاَصْلِيَّةِ عِنْدَ زَوَالِ الْعَلَمِيَّةِ যেমন– احمد

৪. কতেক নাহুবিদ্দের মতে তা এগারটি, উল্লিখিত দশটি আর বাকি একটি হলো الف تانيث-এর সাথে সদৃশতা পাওয়া যাওয়া। যেমন– ارطب

৫. কিছু সংখ্যকের মতে, اسباب منع صرف মোট তেরটি, উল্লিখিত এগারটি ছাড়া বাকি দু'টি হলো– لزوم تانيث ও لزوم جمع ; গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো اسباب منع صرف নয়টি। কেননা, حكاية ও تركيب গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার উপর আপত্তি আসে। আর কোনো বস্তুর সাদৃশ্য হওয়া ঐ বস্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তার সংখ্যার মধ্যে প্রবিষ্ট নয়। احمد

ইত্যাদির মধ্যে আসলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হলে তা وصف -এর মধ্যে প্রবিষ্ট; আর لزوم جمع ও لزوم تانيث যথাক্রমে جمع ও تانيث -এর মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) غير منصرف -এর সববসমূহের বর্ণনা করা থেকে অবসর হওয়ার পর প্রত্যেকটির উদাহরণ এমন ক্রমানুসারে উপস্থাপন করেছেন, যেরূপ উপরোক্ত কবিতাংশে اسباب منع صرف -কে ক্রমবিন্যাসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ইল্লতের পরিচয় দেওয়া ব্যতীত উদাহরণ পেশ করার উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে প্রত্যেকটির বর্ণনা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা।

* قَوْلُهُ مِثْلُ عُمَرَ الخ : আলোচ্য ইবারতে اسباب منع صرف -এর প্রত্যেকটি সববের উদাহরণ ক্রমানুসারে পেশ করা হয়েছে। عمر শব্দটি عدل -এর উদাহরণ। عامر হতে معدول ধরে নেওয়া হয়েছে। এতে দ্বিতীয় সবব হলো علمية । احمر লফ্যটি وصف -এর উদাহরণ। এতে অপর একটি সবব وزن فعل । طلحة লফ্যটি تانيث -এর মেছাল। এর মধ্যে অপর সববটি হলো علمية । زينب শব্দটি معرفة -এর দৃষ্টান্ত। এর মধ্যে অন্যটি تانيث ; আর تانيث لفظى ও تانيث معنوى এ দু' প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করার নিমিত্তে طلحة ও زينب শব্দ দু'টি উল্লেখ করা হয়েছে। ابراهيم লফ্যটি عجمة -এর উপমা। এর মধ্যে দ্বিতীয় সবব علمية । مساجد শব্দটি جمع -এর মেছাল। এতে এক সবব দু'.সববের স্থলাভিষিক্ত। معديكرب এটা এক ব্যক্তির নাম হওয়ার কারণে এতে علمية পাওয়া গেছে। এটি تركيب -এর মেছাল। عمران শব্দটি الف نون زائدتان -এর উদাহরণ এবং তার মধ্যে অপর একটি সবব হলো علمية । احمد শব্দটি وزن فعل -এর উপমা। এতে অপর একটি সবব হলো علمية।

* طَلْحَةُ -কে تانيث لفظى ও زينب -কে تانيث -এর উপমা সাব্যস্ত করা হয়েছে; অথচ معرفة -এর একটি স্বতন্ত্র উদাহরণ পেশ করা হয়নি। এর কারণ হলো, অধিকাংশ উদাহরণে معرفة বারবার উল্লিখিত হয়েছে। কাজেই তাকে আলাদাভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

* غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ **এর হুকুম :** حكم শব্দটি একবচন, বহুবচনে احكام আসে। حكم শব্দটি غير المنصرف এর দিকে এযাফত হয়েছে; অথচ তা সঠিক হতে পারে না। কেননা, حكم বলা হয়– اسناد احد الامرين الى الاخر ايجابا او سلبا আর তা مركب -এর মধ্যে পাওয়া যায়, غير المنصرف টি مركب নয়; বরং তা مفرد এর প্রকারভুক্ত। এ সমস্যার সমাধানে আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– اَلْاَثَرُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ اِشْتِمَالِهِ عَلٰى عِلَّتَيْنِ اَوْ وَاحِدَةٍ اَلْاَثَرُ مِنْهَا تَقُوْمُ مَقَامَهُمَا এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, حكم -এর অর্থ বিভিন্ন রকমের। তম্মধ্যে একটি অর্থ হলো اَلْمُرَتَّبُ عَلَى الشَّيْئِ অর্থাৎ বস্তুর উপর আরোপিত প্রভাব। এখানে حكم বলতে এ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে। আর حكم -এর এযাফত غير المنصرف -এর দিকে রূপকার্থে হয়েছে।

* غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ -এর হুকুম হলো যে, তাতে যের ও তানবীন হবে না; বরং যেরের স্থানে যবর হবে। স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম হলো غير المنصرف -এর মধ্যে كسرة ও تنوين হয় না। اِنَّ الْاِسْمَ اَشْبَهَ الْفِعْلِ مَنْعٌ অর্থাৎ ইসম যখন ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে তখন উহা গায়রে মুনসারিফ হবে। وَاِذَا اَشْبَهَ الْحَرْفَ بِنَّى আর যখন حرف -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে তখন মাবনী হবে। ফে'ল কখনো كسرة ও تنوين -কে কবুল করে না বিধায় তার সাথে সামঞ্জস্যশীল ইসমে গায়রে মুনসারিফও تنوين – كسرة -কে কবুল করে না।

* اَنْ لَا كَسْرَةَ وَلَاتَنْوِيْنَ -এর মধ্যে لا টা نفى جنس -এর জন্য। كسرة ولاتنوين তার ইসম; এখানে খবরের কোনো হদীস নেই। তদুত্তরে বলা যায় যে, لا لنفى جنس -এর খবরটি তথা فيه বিলুপ্ত হয়েছে। মূল ইবারত হবে– اَنْ لَا كَسْرَةَ فِيْهِ وَلَاتَنْوِيْنَ

* একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, حكمه হলো মুবতাদা আর তার পরবর্তী অংশ যা একটি পূর্ণাঙ্গ জুমলা হওয়ার পর খবর হয়েছে। আর কায়দা হলো– যখন খবর জুমলা হবে, তখন তার মধ্যে এমন একটি যমীর থাকতে হবে, যা মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী; অথচ এখানে তেমন কোনো যমীর নেই। **জবাব :** এখানে যে জুমলাটি খবর হয়েছে তা تاويلا مفرد আর উহ্য ইবারত হবে حُكْمُهُ عَدَمُ الْكَسْرَةِ وَالتَّنْوِيْنِ কাজেই এতে কোনো আপত্তি করার যৌক্তিকতা থাকে না।

* غَيْرِ مُنْصَرِف -এর হুকুম হলো তাতে كسره ও تنوين হয় না। কারণ, তা ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে। ফে'লের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কিছু আমিলও মাবনী হয়, আবার কিছু শুধু আমিল হয়। সুতরাং কি কারণে গায়রে মুনসারিফটি ফে'লের সাদৃশ্য হবে; অথচ তা (غير منصرف) আমিলও নয়, মাবনীও নয়। **উত্তর :** ইসম ফে'লের সাথে مشابهة রাখার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) اعلى (২) متوسط (৩) ادنى। যখন কোনো ইসম ফে'লের সাথে مشابهة রাখে, তখন ঐ ইসমটি আমিলও হয়, মাবনীও হয়। যেমন– اسماء افعال এ গুলোর মধ্য হতে هيهات – رويد ইত্যাদি। معنى مصدرى ও اقتران بالزمان -এর মধ্যে ফে'লের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ পরিপূর্ণ সদৃশতার কারণে তা আমিল ও মাবনী উভয়ই হতে পারে। যখন ইসম ফে'লের সাথে مشابهة متوسط রাখে; অর্থাৎ ফে'লের সাথে কেবল معنى مصدرى -এর মধ্যে শরিক হয়, তখন ঐ অবস্থায় তা আমিল হতে পারে। যেমন– اسم فاعل ، اسم مفعول ইত্যাদি। আর যখন ইসম ফে'লের সাথে مشابهة ادنى রাখে। তথা তা معنى مصدرى ও اقتران بالزمان কোনোটির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তখন এরূপ ইসম আমিলও হয় না। আবার مبنىও হয় না; বরং তা خصائص فعل -এর ক্ষেত্রে ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন– غير منصرف -এর সাদৃশ্যতা ফে'লের সাথে উপরোক্ত দু'টি সুরত (معنى مصدرى ও اقتران بالزمان) থেকে কোনোটির ক্ষেত্রে নয়; বরং দু'টি فرع হওয়ার মধ্যে তা ফে'লের সাদৃশ্য। غير منصرف -এর সাথে ফে'লের সাদৃশ্যটা হলো مشابهة ادنى -

* **غَيْرِ مُنْصَرِف -এর মধ্যে تَنْوِيْن ও كَسْرَه না হওয়ার কারণ :** غير منصرف কয়েকভাবে ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে বিধায় كسرة ও تنوين কবুল করে না, যেহেতু যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তথা ফে'লও كسره এবং تنوين কবুল করে না। উভয়ের মাঝে وجه الشبه হলো فعل দু'টো জিনিসের প্রতি মুখাপেক্ষী। যথা– (১) فاعل (২) مصدر ; অনুরূপভাবে গায়রে মুনসারিফও দু' فرع -এর দিকে মুখাপেক্ষী। যেমন– গায়রে মুনসারিফ এ اسباب منع صرف থেকে দু'টি সবব পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি সবব অন্য বস্তুর فرع ; তাইতো আল্লামা জামী (র.) বলেছেন– لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةٌ অর্থাৎ প্রত্যেকটি ইল্লতের জন্য فرعية রয়েছে। কেননা, عدل টি معدول عنه -এর فرع ، وصف হলো موصوف -এর ، تانيث হলো تذكير -এর فرع কেননা, আমরা قائم বলার পর قائمة বলে থাকি। تعريف টা تنكير -এর فرع ; কেননা, رجل বলার পর الرجل বলা হয়ে থাকে। আরবি কথাবার্তার মধ্যে عجمة টি আরবি ভাষার فرع কেননা, প্রত্যেক ভাষার আসল হলো ঐ ভাষার সাথে অন্য ভাষার শব্দ মিশ্রিত না হওয়া। আর جمع টি واحد -এর فرع ، تركيب হলো افراد -এর ، الف ونون زائدتان فرع হলো ما زيدتا عليه -এর فرع আর وزن فعل হলো وزن اسم -এর فرع কেননা, প্রত্যেক نوع থেকে আসল হলো তার মধ্যে ঐ ওযন না হওয়া যা অন্য نوع -এর সাথে বিশেষিত। যখন তার থেকে ঐ ওযনটি পাওয়া যাবে, তখন তা হবে মূল ওযনের فرع - সুতরাং গায়রে মুনসারিফের মধ্যে দু'টি সবব পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক সবব অন্য বস্তুর فرع হওয়ার কারণে غير منصرف -এর মধ্যে দু'টি فرع বিদ্যমান থাকে, আর এ অনুপাত গায়রে মুনসারিফটি ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই ফে'লের মধ্যে যেমনিভাবে كسره ও تنوين আসে না গায়রে মুনসারিফের মধ্যেও তেমনিভাবে كسره ও تنوين আসে না।

* كَسْرَه -এর পরিবর্তে মুনসারিফের মধ্যে فتحة হয়ে থাকে। ফে'লের সাথে সদৃশতার কারণে তার মধ্যে كسرة হতে পারে না। তার বিকল্প হিসেবে فتحة -কে নির্বাচন করা হয়েছে। কেননা, فتحة হরকত সমূহের মধ্যে اخف الحركات অর্থাৎ সবচেয়ে হালকা হরকত। যেমন– مَرَرْتُ بِاَحْمَدَ ، رَأَيْتُ اَحْمَدَ ، جَاءَنِيْ اَحْمَدُ

* التنوين একটি সাকিনযুক্ত অতিরিক্ত নূন যা উচ্চারণভাবে ইসমের শেষে সংযুক্ত হয়। এটা লিখা হয় না, وقف -এর সময়ও থাকে না। غير تاكيد -এর অর্থ দেয়। উপরোক্ত পরিচয় تنوين -এর জন্য যথেষ্ট। تنوين -এর প্রকারসমূহ পূর্বে সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে تنوين عوض -এর ব্যবহার বিধির উল্লেখ সমীচীন হবে। এটির ব্যবহারবিধি তিন ধরনের। যথা— (১) حرف محذوف -এর পরিবর্তে تنوين ব্যবহৃত হয়। যেমন– بواقى -এর শেষাক্ষর ياء বিলোপ করে তৎপরিবর্তে পূর্বাক্ষরে تنوين দিয়ে পড়া। অর্থাৎ بواقى থেকে بواقٍ (২) لفظ محذوف -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে। যেমন– كل وبعض শব্দদ্বয়ের মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে تنوين ব্যবহৃত হওয়া। حَضَرَ الضُّيُوْفُ فَصَافَحْتُ كُلًّا مِّنْهُمْ অর্থাৎ অতিথিরা হাজির হয়েছে আমি এদের প্রত্যেকের সাথে করমর্দন করেছি। এখানে كل -এর মুযাফ ইলাইহ বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ كل ضيف -এর মধ্যে ضيف শব্দটি লুপ্ত আছে। (৩) جملة محذوفه -এর পরিবর্তে تنوين ব্যবহৃত হয়,

এতে সাধারণত إذ -এর পরের বাক্যটি বিলুপ্ত হয় এবং তৎপরিবর্তে إذ -এর পূর্বে حين ، وقت ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– يَوْمَئِذٍ এটি মূলত يَوْمَ إِذَا كَانَ كَذَا ছিল।

তারকীব ঃ قَوْلُهُ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ مَافِيْهِ عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعٍ الخ : غير শব্দটি মুযাফ, المنصرف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ما হলো ইসমে মাওসূল فيه -এর মধ্যে فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتان উহ্য ইসমে ফায়েলের সাথে। ثابتان ও তার অন্তর্নিহিত যমীর هما সহ যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম হয়েছে। علتان মাওসূফ, ثابتان উহ্য ইসমের ফায়েল, যমীর هما ফায়েল, من হরফে জার, علل উহ্য মাওসূফ, تسع সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتان -এর সাথে। ثابتان তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, علة উহ্য মাওসূফ, واحدة সিফাতে আউওয়াল। ثابتة উহ্য ইসমে ফায়েল, তার মধ্যে অর্ন্তনিহিত যমীর هى ফায়েল। من হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة -এর সাথে। ثابتة ইসমে ফায়েল, তার অন্তর্নিহিত ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাতে ছানী হয়েছে। تقوم ফে'ল, যমীর هى ফায়েল, مقام মুযাফ, هما যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। تقوم ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সিফাত ছালিছ। মাওসূফ ও তার সিফাতসমূহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهِيَ شِعْرٌ عَدْلٌ الخ : واو হরফে আত্ফ, هى মুবতাদা, شعر খবরে আউওয়াল, عدل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, وصف মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ عجمة মা'তূফ, ثم হরফে আত্ফ, جمع মা'তূফ, ثم হরফে আত্ফ تركيب মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, النون মুবতাদা, زائدة ইসমে ফায়েল, الف হলো তার ফায়েল, من হরফে জার, قبل মুযাফ, ها হলো মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে من হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগব হয়েছে زائدة -এর সাথে। زائدة শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগব মিলে হাল হয়েছে النون যুলহাল থেকে। কেননা, এটা মূলত ফায়েল। মূল ইবারত হবে وَتَمْنَعُ النُّوْنُ الصَّرْفَ حَالَ كَوْنِهِمَا زَائِدَةً مِنْ قَبْلِهَا اَلِفٌ -ই অবশেষে জুমলা হয়ে মা'তূফ। واو হরফে আত্ফ, وزن মুযাফ, الفعل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। عدل মা'তূফ আলাইহ তার সকল মা'তূফ মিলে খবরে ছানী। মুবতাদা ও খবরদ্বয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, هذا মাউসূফ, القول সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। تقريب খবর। কেননা, তা প্রকৃতপক্ষে تقريبى ছিল। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ عُمَرَ وَاَحْمَدَ وَطَلْحَةَ وَ زَيْنَبَ وَاِبْرَاهِيْمَ الخ : مثل মুযাফ, عمر মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, احمد মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, طلحة মা'তূফ واو হরফে আতফ, زينب মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ابراهيم মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, مساجد মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, معديكرب মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, عمران মা'তূফ, واو হরফে আতফ, احمد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার সকল মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে উহ্য هو মুবতাদার খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। واو হরফে আত্ফ, حكم মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ان মাওসূলে হরফী, لا নফী জিনসের জন্য, كسرة হলো لا -এর ইসম, واو হরফে আত্ফ, لا অর্থহীন, تنوين হলো كسرة -এর উপর আত্ফ, فيه – لا -এর খবর উহ্য রয়েছে। এর মধ্যে فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফেল, তার অন্তর্নিহিত যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে لا -এর খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে মাওসূলে হরফীর সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ مِثْلُ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا الْجَمْعُ وَأَلِفَا التَّانِيثِ فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ تَحْقِيقًا كَثُلٰثَ وَمَثْلَثَ وَأُخَرَ وَجُمَعَ أَوْ تَقْدِيرًا كَعُمَرَ وَبَابِ قَطَامِ فِي تَمِيمٍ -

অনুবাদ : আর তাকে (গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফের হুকুমে) পরিবর্তন করা জায়েজ জরুরতে শে'র অথবা পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে। যেমন- سلاسلا واغلالا (কুরআনে রয়েছে প্রস্তুত করে রেখেছি।) যে সমস্ত সবব দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে, তা (দু'টি) جمع এবং تانيث -এর আলিফদ্বয়। অতঃপর عدل হলো ইসম তার প্রকৃতরূপ থেকে বের হওয়া। হয়তো এটা (বের হওয়া) تحقيقى (বাস্তবে) হবে, যেমন- جمع ، اخر ، مثلث ، ثلاث ; অথবা تقديرى (কল্পিতভাবে) হবে। যেমন- عمر এবং তামীম গোত্রের মতে قطام -এর অধ্যায়ভুক্ত (এ ওযনে যে শব্দাবলি রয়েছে, সে সবগুলোতে عدل تقديرى হবে।)

ব্যাখ্যা : গায়রে মুনসারিফকে ضرورة شعر -এর কারণে মুনসারিফের হুকুমে করে দেওয়া জায়েজ, অসম্ভব নয়। আবার গায়রে মুনসারিফকে পার্শ্ববর্তী ইসমে গায়রে মুনসারিফের মুনাসাবাতের জন্য মুনসারিফ করা হয়।

* ضرورة شعر -এর জন্য গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফের হুকুমে পরিণত করা হয়। আর জরুরতটি তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা—

প্রথমত: فساد وزن হওয়ার আশংকা থাকলে। অর্থাৎ اسم غير منصرف কবিতার মধ্যে এমনিভাবে পতিত হয় যে, ঐ শব্দকে গায়রে মুনসারিফ পড়তে গেলে تقطيع বৈধ হবে না। تقطيع এটি علم العروض -এর বিশেষ ছন্দ পদ্ধতি, যে ওযনগুলোকে ঠিক না রাখলে কবিতায় فساد আবশ্যক হয়ে যায়। যেমন-

صُبَّتْ عَلَيَّ مَصَائِبٌ لَوْ اَنَّهَا * صُبَّتْ عَلَى الْاَيَّامِ صِرْنَ لَيَالِيَا

অর্থাৎ আমার [হযরত ফাতিমা (রা.)-এর] উপর এমন দুর্বিপাক নাযেল হয়েছে, যদি তা দিনের উপর অবতীর্ণ হতো, তবে তা রাতে পরিণত হয়ে যেতো।

বিশ্লেষণ : صبت -এর মূলাক্ষর صب অর্থ- পানি প্রবাহিত করা। আবার প্রবাহমান বস্তুকেও বুঝায়। مصائب টি مصيبة -এর বহুবচন। مصائب মূলত: مصاوب ছিল। مصيبة ঐ অপছন্দনীয় বস্তুকে বলা হয়, যা মানুষের উপর অবতীর্ণ হয়ে থাকে। ليالى এটি اسم جمع অথবা ليل -এর বহুবচন।

মর্মকথা : আমার উপর এমন মসিবত অবতীর্ণ হয়েছে যে, যদি তা পরিষ্কার কালাবর্তের উপর নাযিল হতো, তাহলে তাও অন্ধকার রূপ ধারণ করতো।

এ কবিতা দ্বারা استشهاد হলো- কবিতায় উল্লিখিত مصائب -এর মধ্যে এমন একটি সবব রয়েছে, যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। তা হলো جمع منتهى الجمع এ এক সববের কারণে مصائب টি গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। এটিতে তানবীন প্রবেশ করিয়ে মুনসারিফের হুকুমে পরিণত করা হয়েছে, যাতে শেরের ওযন ভঙ্গ না হয়। অতঃপর হযরত ফাতেমা (রা.) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করলে সারা জগৎ বিচ্ছেদের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে মোমের মতো গলে যেতে শুরু করে। কবিতা-

مَاذَا عَلَى مَنْ شَمَّ تُرْبَةَ اَحْمَدَ * اِنْ لَا يَشُمُّ مَدَى الزَّمَانِ غَوَالِيَا

উপরোক্ত কবিতার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে, কেউ বলেছেন- উভয় পংক্তি হযরত ফাতেমাতুয্ যুহরা (রা.)-এর পরিবেশিত। কেউ বলেছেন- আমীরুল মু'মিনীন শেরে খোদা আলী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কবিতা। তবে দ্বিতীয় অভিমত গ্রহণযোগ্য। উপরোক্ত কবিতার বিশ্লেষণ হলো, ماذا -এর মধ্যস্থিত ما লফ্যটি اسم جنس বস্তু অর্থে ব্যবহৃত অথবা

ما টি হলো ইসমে মাওসূল, যা الذى অর্থে ব্যবহৃত। তার সেলাহ وجب, যা على من شم থেকে বুঝা যায়। মাওসূল ও সেলাহ্ মিলে মুবতাদা, ان لا يشم হলো খবর। لا يشم-এর মূলধাতু হলো شم যা বাবে نصر থেকে উৎকলিত। এর অর্থ– সুঘ্রাণ। تربة শব্দটি একবচন, তার বহুবচন ترب – ة-এর উপর পেশ যোগে এবং راء-কে সাকিনের সাথে পঠিত হলে অর্থ হবে মাটি। احمد শব্দটি ইসমে তাফযীলের সীগাহ, যা ইসমে ফায়েল অথবা ইসমে মাফঊলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। مدى শব্দটির অর্থ غاية বা শেষ, চূড়ান্ত। مدى الزمان শব্দটি 'সর্বকাল' অর্থে হয়েছে। غوالى এটি غالية-এর বহুবচন। অর্থ– এমন সুগন্ধি, যা عود (অগুরু কাষ্ঠ), مشك (মেশক), روغن (তৈল চর্বি) এবং چنمبلى (চামেলী ফুল) এর সমন্বয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মর্মার্থ ঃ যিনি নবী করীম ﷺ-এর রওযা শরীফের মাটির সুঘ্রাণ গ্রহণ করেছেন, তাঁর নিকট غوالى (বিশেষ সুগন্ধি)-এর কোনো পাত্তা নেই। আর সারা জীবন তাঁর কাছে কোনো খোশ্‌বু জাতীয় বস্তুই সুগন্ধি মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে غوالى মোটেই সুগন্ধিময় হিসেবে অনুভূত হয় না। কেননা, غوالى তো রাসূলে কারীম ﷺ-এর রওযা আক্‌দাসের সুগন্ধির মোকাবিলায় কিছুই নয়।

দ্বিতীয়ত: ضرورة قافية (অন্তমিল ঠিক রাখার জন্য)। যেমন কবির উক্তি–

سَلَامٌ عَلٰى خَيْرِ الْاَنَامِ وَسَيِّدِىْ * حَبِيْبِ اِلٰهِ الْعَالَمِيْنَ مُحَمَّدِ
بَشِيْرٌ نَذِيْرٌ هَاشِمِىٌّ مُكَرَّمٍ * عَطُوْفٌ رَؤُفٌ مَنْ يُسَمَّى بِاَحْمَدَ

উক্ত শ্লোকে احمد শব্দটি গায়রে মুনসারিফ। একে دال হরফের উপর যবর পড়া হলে قافيه (অন্তমিল)-এর মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হতো। কেননা, حرف ردى (এক কবিতার সকল শ্লোকের শেষাক্ষর) دال টি যের বিশিষ্ট হয়েছে।

এ শ্লোকটির বিশ্লেষণ : سلام শব্দটি ثلاثى مجرد-এর মাস্‌দার। অর্থ– নিরাপত্তা, শান্তি। انام-এর মধ্যে হামযাটি আসলী আর মধ্য স্থানের আলিফটি অতিরিক্ত। অর্থ– مخلوقات (সৃষ্টজীব)। এটি جمع নয়; বরং اسم جمع এ জন্য তার واحد নেই। سيدى - نذير - هاشمى এ সবগুলো রাসূলে কারীম ﷺ-এর সিফাতী নাম। مكرم ، عطوف ، حبيب এ গুলো সব নবীজির পবিত্র নাম। حبيب শব্দটি এযাফত হয়েছে اله-এর দিকে। এযাফত হওয়া علمية-এর বিরোধী নয়। এ জন্য শায়খ রাযী'র মতে علم-কে এযাফত করা অন্য একটির দিকে বৈধ। سيدى শব্দটি خير-এর উপর মতুফ হয়েছে আর বাকি শব্দাবলি তার তাকীদ। حبيب শব্দটি فعيل-এর ওযনে قتيل ، مقتول-এর মতো مفعول-এর অর্থে ব্যবহৃত। সুতরাং حبيب-এর অর্থ محبوب – العالمين-এর মধ্যে আলিফ-লামটি استغراقى-এর জন্য। بشير শব্দটি مبشر ও نذير শব্দটি منذر-এর অর্থে হয়েছে। عطوف ও رؤف সিফাতে মুশাব্বাহ'র সীগাহ। فعول-এর ওযনে। احمد শব্দটি নবীজির পবিত্র নাম।

তৃতীয়ত: زحاف তথা سلاست ঠিক রাখা। যেমন– اَعِدْ ذِكْرَ نُعْمَانَ لَنَا اَنَّ ذِكْرَهٗ * هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهٗ يَتَضَوَّعُ এখানে যদি نعمان-এর نون-কে যের দেওয়া না হয়, তাহলে ওযন ঠিক থাকে; কিন্তু سلاست বাকি থাকে না। تناسب-এর মেছাল سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا এখানে سلاسلا-কে اغلالا-এর মুনাসাবাতের কারণে মুনসারিফের হুকুমে পরিণত করা হয়েছে এবং তার উপর তানবীন প্রবিষ্ট হয়েছে।

যদি কেউ বলে, سلاسلا ও اغلالا-এর মধ্যে কি মুনাসাবাত রয়েছে? তদুত্তরে বলা হবে– উভয়ের মাঝে مناسبة لفظى ও مناسبة معنوى উভয় প্রকারের মুনাসাবাত আছে। مناسبة لفظى হলো, অধিকাংশ জায়গায় উভয় শব্দ একসাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا - مناسبة معنوى হলো سلاسلا টি سلسلة-এর বহুবচন। অর্থ– শিকল, শৃঙ্খল। اغلالا এটি غل-এর বহুবচন। অর্থ– বেড়ী, طوق - সুতরাং উভয়ের মধ্যখানে অর্থগত মুনাসাবাতটা পরিস্ফুটিত হয়েছে। শ্লোকটির দ্বারা استشهاد হলো, نعمان-এর মধ্যে علمية ও الف ونون زائدتان এ দু'টি সবব থাকার কারণে গায়রে মুনসারিফ। যদি তানবীন ব্যতীত যবর দেওয়া হয়, তাহলে شعر-এর ওযন ঠিক থাকলেও سلاست ও فصاحة (সরলতা, ঋজুতা) থেকে বের হয়ে যায়।

زَحَافٌ **-এর অর্থ ও প্রকারভেদ :** زَحَافٌ শব্দটি اَلتَّغَيُّرُ ، اَلثِّقْلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলত এটি علم العروض -এর একটি পরিভাষা। তার পরিচয়ের পূর্বে একটি ভূমিকা বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রকাশ থাকে যে, একটি بيت (পংক্তি) দু'অংশে বিভক্ত হয়। প্রথম অংশকে বলা হয় الصدر আর অপর অংশকে বলা হয় العجز - الصدر -এর শেষাংশকে العروض বলা হয়। العجز -এর শেষাংশকে الضرب বলা হয়। তা ব্যতীত মাঝখানে যা থাকে, তাকে বলা হয় الحشو - الحشو -এর মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হয়, তাকে زحاف বলে।

اَلزِّحَافُ الْمُنْفَرِدُ আট প্রকার। যথা—

(١) اَلْخَبْنُ - وَهُوَ حَذْفُهُ ثَانِيَ الْجُزْءِ سَاكِنًا (٢) اَلْوَقْصُ - وَهُوَ حَذْفُهُ مُتَحَرِّكًا (٣) اَلْاِضْمَارُ - وَهُوَ تَسْكِيْنُ الْمُتَحَرِّكِ السَّاكِنِ (٤) اَلطَّيُّ - وَهُوَ حَذْفُ رَابِعَةِ السَّاكِنِ (٥) اَلْقَبْضُ - هُوَ حَذْفُ خَامِسَةٍ سَاكِنًا (٦) اَلْعَقْلُ - هُوَ حَذْفُهُ مُتَحَرِّكًا (٧) اَلْعَصْبُ - وَهُوَ تَسْكِيْنُ الْمُتَحَرِّكِ مِنْهُ (٨) اَلْكَفُّ - هُوَ حَذْفُ سَابِعَةِ السَّاكِنِ -

وَمَا يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا **-এর ব্যাখ্যা :** যে সবব এককভাবে দু'টি সববের স্থলাভিষিক্ত হয়, তা হলো جمع منتهى الجموع - الف مقصوره ও الف ممدوده তথা تانيث -এর দু' আলিফ এবং الجموع -এর ওযন جمع منتهى দু' সববের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণ হলো, এ প্রকার جمع -এর মধ্যে تكرار (পুনরাবৃত্তি) হয়। তা কখনো হাকীকী হয়। যেমন- اسورة -এর اساور টি كلب -এর বহুবচন, আর اكلب টি اكالب শব্দটি اكلب -এর বহুবচন, আর اناعيم - اساور ، اكالب বহুবচন, আর اسورة হলো سوار -এর বহুবচন। কখনো تكرار হয়ে থাকে হুকমীভাবে। অর্থাৎ এ বহুবচন সুরতের দিক দিয়ে ঐ বহুবচনের মতো, যার মধ্যে হাকীকীভাবে তাক্‌রার পাওয়া যায়। যেমন- مساجد টি হরফ, হরকত, সুকূন-এর সংখ্যার ক্ষেত্রে جمع منتهى الجموع -এর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। কেননা, এটি اكالب -এর ওযনে। مصابيح এটি اناعيم -এর ওযনের اناعيم টি انعام -এর বহুবচন আর তা نعم -এর বহুবচন, অর্থ চতুষ্পদ জন্তু। অতএব, বুঝা গেল যে جمع منتهى الجموع -এর মধ্যে তাক্‌রার পাওয়া যায় হাকীকী বা হুকমীভাবে। কাজেই جمع منتهى الجموع এই শক্তির দ্বারা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে।

* تانيث -এর দু' আলিফ তথা الف المقصوره ও الف ممدوده দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। কারণ, এগুলো গঠনের দিক দিয়ে কালিমার জন্য লাযেম, কখনো নিজের مدخول হতে পৃথক হয় না। আর উভয়টি আপন লুযূমিয়ত দ্বারা অন্য تانيث -এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। যেন তাদের মধ্যে تانيث তাক্‌রার হয়েছে, তাই তা এক সবব দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়; কিন্তু تاء تانيث হলো এর বিপরীত। কেননা, এটা গঠনগতভাবে কালিমার জন্য লাযেম নয়। যদি علمية -এর কারণে তার لزوم সাব্যস্ত হয়, তাহলে এ لزوم টি عارضى হবে। আর এটি لزوم وضعى -এর মোকাবিল হতে পারে না। **সুতরাং যে হুকুম** وضعى -এর জন্য হবে, তা تاء تانيث -এর জন্য সাব্যস্ত হয় না।

* একটি সবব বা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে, তার جمع ও الف تانيث ব্যতীত অন্যগুলোতে নয়। কাজেই সম্মানিত গ্রন্থকার এটাকে ادوات حصر দ্বারা উল্লেখ করা জরুরি ছিল; অথচ এখানে ادوات حصر উল্লেখ করা হয়নি। আরেকটি আপত্তি- ما يقوم مقامهما মুবতাদা আর الجمع الخ খবর। খবরের হামল মুবতাদার উপর হয়ে থাকে; অথচ এখানে তা শুদ্ধ নয়। কেননা, এতে خاص -এর হামল عام -এর উপর লাযেম আসে। এভাবে যে, مايقوم مقامهما 'আম আর الجمع والفا التانيث খাস। যেহেতু মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ মিলে খবর, সেহেতু তার অর্থ হবে ঐ সবব যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে, তা হলো جمع ও تانيث -এর একত্র রূপ; অথচ তা ঠিক নয়; বরং جمع ও الفا التانيث উভয়টি পৃথকভাবে দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। তদুত্তরে বলা হয় যে, ما يقوم مقامهما -এর খবর বিলুপ্ত হয়েছে অর্থাৎ علتان مكررتان এ বিলুপ্ত অংশ দ্বারা حصر -এর অর্থ বুঝা যায় এবং خاص -এর হামল عام -এর উপর হয় না; বরং عام -এর হামল عام -এর উপর হয়েছে। এখানে আত্‌ফ ربط -এর উপর মুকাদ্দাম নয়। সুতরাং হুকুমটি উভয়ের সমন্বয়ে হবে না।

* الفا التانيث -এর আত্‌ফ হয়েছে الجمع -এর উপর। মূল ই'বারত হবে احد هما الجمع ও ثانيهما التانيث অর্থাৎ এ দু'সববের মধ্যে প্রত্যেকটি দু'সববের স্থলাভিষিক্ত, একটি হলো جمع ; অপরটি تانيث, কেউ যদি আপত্তি তুলে যে,

قائمة টি مؤنث সুতরাং এটিও গায়রে মুনসারিফ হয়ে যায়; অথচ তা মুনসারিফ। এর জবাবে বলা হয় যে, এর দ্বারা সাধারণভাবে تانيث উদ্দেশ্য নয়; বরং তার কিছু প্রকার উদ্দেশ্য। আর তা হলো تانيث -এর আলিফ অর্থাৎ, الف مقصورة ও الف ممدودة।

আভিধানিক দৃষ্টিকোণে العدل -এর বিবরণ : এটি باب ضرب -এর মাসদার। বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা— (১) انصاف বা ন্যায়বিচার, সত্যের পক্ষে রায় দেওয়া, (২) رجوع বা ফিরে যাওয়া, মিথ্যা হতে সত্যের দিকে ফিরে যাওয়াকে العدل বলে। صلة -এর প্রয়োগভেদে এর বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। (১) الى সেলাহ হলে ধাবিত হওয়া। (২) عن সেলাহ হলে বিমুখ হওয়া। (৩) فى সেলাহ হলে ব্যয় করা। (৪) من সেলাহ হলে দূরে যাওয়া। (৫) بين সেলাহ হলে বরাবর করা।

فَالْعَدْلُ : এখানে فاء টি عدل ও عدل -এর সমগোত্রের তাফসীরের জন্য এসেছে। কিছু সববের মধ্যে نفس مفهوم টা সববের তাফসীর হয়। যেমন– عدل -এর মধ্যে হয়ে থাকে। আর কিছু সববের মধ্যে شرط تاثير -ই সববের তাফসীর হয়ে থাকে। যেমন– تانيث بالتاء এবং وصف ইত্যাদির মধ্যে। عدل -এর সংজ্ঞায় একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, عدل মুতায়াদ্দী আর اخراج -এর مرادف তাই যেমনিভাবে اخراج বক্তার সিফাত, অনুরূপভাবে عدلও তার সিফাত হবে; অথচ منع صرف -এর যতগুলো সবব আছে সবগুলো اسم -এর সিফাত। **উত্তর :** এখানে عدل হলো মাসদার, তা مبنى للمفعول অর্থাৎ كون الاسم معدولا আর এটি ইসমের সিফাত, متكلم (বক্তা)-এর সিফাত নয়, অতএব কোনো সমস্যা থাকে না। স্পষ্ট ব্যাখ্যা হলো, مصدر متعدى দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয়, (১) হয়তো مبنى للمفعول হবে। (২) অথবা مبنى للفاعل হবে। কেননা, মাসদার হলো معنى حدثى আর এটা اِنْتِسَابٌ اِلَى الْفَاعِلِ اَوْ اِلَى الْمَفْعُوْلِ ছাড়া কল্পনা করা হয় না। যেমন প্রকাশ্য বিষয় যে, حدث হলো একটি اَمْرٌ اِضَافِىٌّ اِنْتِزَاعِىٌّ (আপেক্ষিক বিষয়) যা ফায়েলের সাথে সংগঠিত হওয়া অনুপাতে সম্পর্কিত এবং فاعل হতে সম্পাদিত হয়ে তার উপর পতিত হওয়া অনুপাতে মাফঊলের সাথে সম্পর্কিত। যেমন– ضرب যখন مبنى للفاعل হবে, তখন অর্থ দাঁড়াবে كَوْنُ الشَّيْءِ ضَارِبًا আর যখন مبنى للمفعول হবে তখন অর্থ হবে كَوْنُ الشَّيْءِ مَضْرُوْبًا এ অনুমানের ভিত্তিতে যখন عدل মাসদারটি مبنى للمفعول হবে তখন অর্থ দাঁড়াবে كَوْنُ الْاِسْمِ مَعْدُوْلًا আর তা ইসমের সিফাত হবে; বক্তার নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ সংজ্ঞায় عدل হলো معرَف (যবর যোগে) এবং خروجه হলো معرِف (যের যোগে), যেহেতু معرف টি معرف -এর উপর হামল হওয়া জরুরি। কাজেই এখানেও معرف -এর উপর হামল হওয়া বাঞ্ছনীয়; অথচ এ জায়গায় معرف (خروجه) টি معرَف (عدل) -এর উপর হামল হয়নি। এর কারণ عدل মুতায়াদ্দী আর خروجه লাযেম। লাযেম মুতায়াদ্দীর ওপর হামল হয় না। উত্তরে বলা যায় خروج টি كَوْنُ الْاِسْمِ مَخْرَجًا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই পরস্পরের হামল শুদ্ধ হবে। যদি কেউ বলে, خروج লাযেম এবং مخرج মুতায়াদ্দী। কাজেই লাযেমের তাফসীর মুতায়াদ্দীর সাথে শুদ্ধ নয়। এটি تَفْسِيْرُ الشَّيْءِ بِالْمُبَائِنِ যা অবৈধ। যদি মুসান্নিফ (র.) خروج না বলে اخراج বলতেন, আর এরই তাফসীর كَوْنُ اِسْمٍ مَخْرَجًا দ্বারা করা হতো, তাহলে কোনো অসুবিধা থাকতো না। এ সময়ে تَفْسِيْرُ الشَّيْءِ بِالْمِثْلِ হতো। আর এটা বৈধ। **জবাব :** خروج -এর দু' সূরত। এটা এ জন্য যে, মূলত خروج হলো كَوْنُ الشَّيْءِ خَارِجًا -এর নাম। আর এটাতো স্পষ্ট যে, কোনো সময় বস্তু স্বেচ্ছায় আপনা আপনি বের হয়ে থাকে, আর কোনো কোনো সময় অপর বস্তুর اخراج দ্বারা হয়। এ জন্য যে, اخراج কখনো خروج ব্যতীত বাস্তবায়িত হয় না। যখন خروج -এর দু' সূরত তখন خُرُوْجٌ بِالْمَعْنَى الْاَوَّلِ হলো اخراج -এর বিপরীত; কিন্তু خُرُوْجٌ بِالْمَعْنَى الثَّانِىْ নয়; বরং তা اخراج -কে লাযেম করে, তাই অর্থানুপাতে خروج -এর তাফসীর كَوْنُ الشَّيْءِ مَخْرَجًا দ্বারা করা শুদ্ধ হবে। আর যদি কেউ প্রশ্ন করে, গ্রন্থকার عدل -এর সংজ্ঞায় خُرُوْجُهٗ عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ বলেছেন; আর صيغة বলা হয় সুরতকে। আর ইসম হলো মাদ্দাহ ও সুরত উভয়ের নাম। এ কথা দ্বারা كلمة তথা ইসম নিজের এক جز তথা সুরত হতে বের হয়ে যাওয়া লাযেম আসে আর এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ বাতিল। **উত্তর :** ইসম দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল মাদ্দাহ। মাদ্দাহ ও সুরত উভয়ের একত্রিত রূপ নয়। যাতে كل তার جزء হতে বের হওয়া লাযেম আসে; অথচ ইসম তার আসলী ওযন হতে মূলাক্ষর ও অর্থ ঠিক থাকার শর্তে সরফী কায়দা ব্যতীত প্রকাশ্য

বা অপ্রকাশ্যভাবে বের হওয়াকে عدل বলে। সুতরাং এ সব আপত্তি দূর হয়ে যায় এবং عدل -এর সংজ্ঞাটি তার সমস্ত আফরাদকে একত্রকারী ও বহিরাগত আফরাদকে বাধাদানকারী হয়ে যায়।

* মুসান্নিফ (র.) যখন خروج -কে صيغة -এর সাথে মুকায়্যাদ করেছেন; তখন বুঝা যায় পরিবর্তন কেবল صيغة -এর মধ্যে হয় আর مادہ আপনাবস্থায় বাকি থাকে। কাজেই এখন عدل -এর সংজ্ঞা হতে ঐ সমস্ত ইসম বের হয়ে গেছে, যাদের মধ্যে مادہও বদল হয়ে যায়। আর صيغة -কে "ہ" যমীরের দিকে মুযাফ করাতে উহা থেকে مشتقات বের হয়ে গেছে। কেননা, তা আপন সুরত ও هيأة হতে বের হয় না; বরং মাসদারের রূপ হতে বের হয়। আর যেহেতু صيغة -কে উহার সিফাত الاصلية -এর সাথে গুণান্বিত করা হয়েছে। তাই এটা দ্বারা مغيرات شاذه যেমন– أَنْيُبٌ ও أَقْوُسٌ ইত্যাদি বের হয়ে গেছে। কেননা, এগুলো নিয়ম বহির্ভূত قَوْسٌ ও نَابٌ -এর جمع; অথচ কিয়াস চায় এগুলোর বহুবচন أَنْيَابٌ ও أَقْوَاسٌ হওয়া। কারণ, যে সমস্ত ইসম اجوف واوى যা اجوف يائى অথবা فعل -এর ওযনে হবে, এগুলোর বহুবচন أَفْعَالٌ -এর ওযনে আসে। যেমন– قَوْلٌ ও عَيْنٌ -এর বহুবচন أَقْوَالٌ ও أَعْيَانٌ আসে। তাই এ কায়দানুসারে قَوْسٌ ও نَابٌ -এর বহুবচন أَقْوَاسٌ ও أَنْيَابٌ আসা উচিত; কিন্তু أَفْعُلٌ -এর ওযনে أَقْوُسٌ ও أَنْيُبٌ আসে খেলাপে কিয়াসের ভিত্তিতে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, أَنْيُبٌ ، أَقْوُسٌ (আলিফ ব্যতীত) উভয়টি أَقْوَاسٌ ও أَنْيَابٌ হতে معدول হয়েছে। প্রথমে أَقْوَاسٌ ও أَنْيَابٌ ছিল। অতঃপর أَقْوُسٌ ও أَنْيُبٌ হয়ে গেল। উত্তরে বলা যায়– যদি এরূপ হতো, তবে তাকে مغيرات شاذه বলা হতো না। যখন কোনো ইসম তার মূলরূপ হতে বের হয়, তখন এটা অন্য সুরতের আওতায় পাওয়া জরুরি। এখন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, প্রথম সুরত হুবহু দ্বিতীয় সুরত হবে অথবা ভিন্ন হবে। যদি হুবহু হয়, তাহলে خروج টা متحقق (বাস্তবায়িত) হবে না। কাজেই নিঃসন্দেহে এ কথা বলতে হবে যে, এ সুরত প্রথম সুরতের مغائر (বিপরীত) হওয়া উচিত। আর مغائر অর্থ– প্রথম সুরত যেভাবে কোনো কায়দানুপাতে হয়, তেমনিভাবে দ্বিতীয় সুরত কায়দানুপাতে না হওয়া কাজেই এমতাবস্থায় مغيرات قياسية যেমন– مِيْزَانٌ ও اِيْجَلٌ আদলের সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যাবে। কেননা, এ গুলোতে প্রথম সুরত যেভাবে সরফী কায়দার অধীনে হয়েছে, তদ্রূপ দ্বিতীয় সুরতও কায়দার অধীনে হয়েছে।

* "فاء" এখানে تفصيلية অর্থে ব্যবহৃত। خروجه -এর মধ্যস্থিত যমীর "ہ" -এর মারজি' اسم বা لفظ তারপরও এখানে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম হয়নি। কেননা, عدل ইসমের প্রকার হওয়াতে আদলের মধ্যে ইসম নিহিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ عدل তা গায়রে মুনসারিফের প্রকার আর তা মু'রাবের প্রকার, আবার এটি ইসিমের প্রকার।

* একটি প্রশ্ন ঃ فعل ماضى -এর সীগাহ مضارع ، فاعل ، مفعول ، امر ও نهى -এর দিকে তো রূপ পরিবর্তন বা বাহ্যিক আকৃতি পরিবর্তন হয়ে থাকে। তাহলে এগুলো عدل হয়ে যাবে। **উত্তর :** আসলে উপরোক্ত ماضى -এর পরিবর্তন مضارع ইত্যাদির দিকে সরফী কায়দানুসারে হয়েছে; কিন্তু عدل -এর পরিবর্তন কায়দার বিপরীতে হয়।

* গ্রন্থকার নয়টি সবব উল্লেখ করার পর প্রত্যেকটির বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করতে গিয়ে প্রথমে عدل কে এনেছেন। কারণ عدل সববটি কোনো শর্ত ছাড়াই منع صرف -এর مؤثر (প্রতিক্রিয়াশীল) হয়, অন্যান্য সবব এরূপ হয় না। এ হিসেবে عدل মুতলাকের পর্যায়ে আর অন্যান্য সবগুলো মুকায়্যাদের পর্যায়ে। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, মুতলাক মুকায়্যাদের উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। এ দৃষ্টিকোণে মুতলাক হিসেবে عدل -কে অগ্রগামী করা হয়েছে।

* অত্র কিতাবে শুধুমাত্র "عدل" -এর সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। বাকিগুলোর সংজ্ঞা উল্লেখ না করার কারণ হলো যেহেতু পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে মুসান্নিফ (র.) মত পরিবর্তন করেছেন সেহেতু عدل -এর সংজ্ঞা প্রদান করার মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব অভিমত তুলে ধরেছেন। অন্যান্য সবব তার ব্যতিক্রম। মুসান্নিফ (র.)-এর মতে অবশিষ্ট সববগুলোর সংজ্ঞা ঐরূপ যা পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেছেন। ঐগুলোর মধ্যে কতেক সববের পরিচয় এখানে উল্লেখ করা হয় আর কতেক সববের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা প্রসিদ্ধতার কারণে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

* **عدل -এর পারিভাষিক অর্থ ও প্রকারভেদ :** নাহুবিদদের পরিভাষায় العدل হলো কোনো ইসম তার প্রকৃতরূপ থেকে অন্যরূপের দিকে পরিবর্তন হওয়া। তবে এ পরিবর্তনের সময় দু'টি জিনিস ঠিক থাকতে হবে। (১) মূলাক্ষর

ঠিক থাকা অর্থাৎ فاء ، عين ও لام কালিমার হরফ তাদের আপন জায়গায় অপরিবর্তিত থাকবে। (২) মূল অর্থ অপরিবর্তিত থাকতে হবে। যেমন– مثنى ও مثلث শব্দ দু'টো যথাক্রমে اثنان ، اثنان ও ثلثة ، ثلثة -এর পরিবর্তিত রূপ হলেও অর্থ পূর্বাবস্থায় ঠিক রয়েছে।

* عَدْل -এর উপরোক্ত সংজ্ঞা অন্যান্য আফরাদ প্রবিষ্ট হওয়া থেকে বাধাদানকারী হয়নি। এ কারণে যে, এ সংজ্ঞা اَسْمَاءُ مَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ (যার শেষাক্ষর বিলুপ্ত হয়ে গেছে)-এর উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। যেমন– دم ও يد কেননা, এ দু'টি আসলী সীগাহ থেকে বের হয়েছে। তদুত্তরে বলা হয়– خروجه টি جنس -এর স্তরে। আর فصل হলো عَنْ صِيْغَتِهِ الْاَصْلِيَّةِ: কোনো ইসম আপন আসলী সীগাহ থেকে বের হওয়ার সময় মূল অর্থ বাকি থাকা দরকার। আকৃতিগতভাবে পরিবর্তন সাধিত হবে মাত্র। মূলাবস্থা থেকে বের হওয়াটা কেবল সীগাহ অনুপাতে হবে। সুতরাং বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় مادة (মূলাক্ষর) বাকি থাকবে। اَسْمَاءُ مَحْذُوْفَةِ الْاَعْجَازِ যেহেতু মূলাক্ষর বাকি নেই, সেহেতু তা عدل -এর সংজ্ঞা থেকে বাইরে রয়েছে।

* ইসমটি صيغه اصلى হতে বের হওয়ার অর্থ عمر শব্দের মধ্যে প্রকাশ্য নয়। এমনকি عدل تقديرى -এর সমস্ত উদাহরণের কারণ عمر -এর মধ্যে এমন কোনো কায়দা নেই, যা عمر শব্দটি عامر -এর আকৃতিতে ছিল বুঝা যায়। এ সন্দেহ নিরসনে বলা যায়– যেহেতু منع صرف -এর আবশ্যকতা এ কথা দাবি করে যে, عمر -এর মধ্যে عدل মেনে নিতে হবে। যাতে তার মধ্যে দু'টি ইল্লত সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেহেতু এ কথার উপর ঐকমত্য হয়ে গেছে যে, ঐ عمر নামবাচক শব্দটি মূলতঃ عامر ইসমে ফায়েল প্রতিষ্ঠিত ছিল; যা عمارة থেকে নির্গত। সেহেতু নাহুবিদরা عمر কে عامر থেকে নির্গমন করেছেন। عمارة -এর আভিধানিক অর্থ– আবাদ করা, عامر -এর অর্থ দাঁড়ায়, আবাদকারী। কায়দা عمر শব্দটি মূলত عامر ছিল বলে দাবি করে।

* "صِيْغَةٌ" **-এর অর্থ :** صيغة একবচন, তার বহুবচন হচ্ছে صيغ অর্থ– স্বর্ণকে ছাচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া (তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যকে গলানোর উদ্দেশ্যে)। পরিভাষায় আল্লামা শায়খ আবদুন নবী (র.) বলেছেন– هِىَ هَيْـأَةُ الْحَاصِلَةُ بَعْدَ التَّرْكِيْبِ অর্থাৎ "তারকীবের পরে অর্জিত একটি আকৃতি"।

কেউ বলেছেন– اَلصِّيْغَةُ هِىَ الْهَيْـأَةُ الْحَاصِلَةُ لِلْكَلِمَةِ تَرْكِيْبُ الْحُرُوْفِ وَالْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ

আবার কেউ কেউ বলেছেন– هَيْـأَةٌ تَعْرِضُ لِمَادَّةِ الْكَلِمَةِ

* اَوْزَانُ الْعَدْلِ : عدل কখনো وزن فعل -এর সাথে মিলিত হয় না। কেননা, عدل -এর যে ছয়টি রূপ আছে তাদের কোনোটিই ওযনে ফে'লের সাথে মিল নেই। عدل -এর ওযনগুলো হচ্ছে–

(১) فعال যেমন– ثلاث ، ثناء ، احاد (২) مفعل যেমন– معشر ، مثلث ইত্যাদি।

(৩) فعل যেমন– عمر ، مصر ইত্যাদি। (৪) فعل যেমন– امس

(৫) فعل যেমন– سحر (৬) فعال যেমন– قطام

কোনো একজন বুজুর্গ এগুলোকে কবিতাকারে বলেছেন–

اوزان عدل شش بود اے صاحب كمال * فعل فعل فعال فعل مفعل فعال

از ہریکے مثال بگویم ترا عزیز * امس سحر ثلاث وعمر مثلث ونزال

* عدل **-এর প্রকারভেদ :** ইহা দু'প্রকার। যথা– عدل تقديرى ও تحقيقى মুসান্নিফ (র.) تحقيقا او تقديرا উক্তি দ্বারা عدل -এর প্রকারভেদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। اصل -এর অনুপাতে عدل দু'প্রকার। ১. عدل تحقيقى যার মূলের অস্তিত্বের উপর منع الصرف ব্যতীত অন্য কোনো দলিল বিদ্যমান থাকে, তাকে عدل تحقيقى বলে। তাইতো ইবারতে উল্লিখিত تحقيقا -এর বিশ্লেষণে আবদুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– مَعْنَاهُ خُرُوْجًا كَائِنًا عَنْ اَصْلٍ مُحَقَّقٍ

يَدُلُّ عَلَيْهِ دَلِيْلٌ غَيْرِ مَنْعِ الصَّرْفِ 'তার অর্থ হলো– ইসিম اصل محقق (বাস্তব মূল) থেকে নির্গত হওয়া, যার উপরে منع صرف ব্যতীত অন্য কোনো দলিল বুঝিয়ে থাকে।'

মোটামুটি عدل تحقيقى ঐ عدل -কে বলা হয়, যার معدول عنه (যে শব্দ থেকে পরিবর্তিত) বাস্তবে সাব্যস্ত থাকে। শব্দটি গায়রে মুনসারিফ পাঠ করা ছাড়া অন্য এমন একটি দলিল থাকবে, যা معدول عنه বাস্তবে সাব্যস্ত থাকার উপর বুঝায়। যেমন– ثلاث ومثلث শব্দ দু'টো عدل تحقيقى : কেননা, এ শব্দদ্বয়ের অর্থ– তিন তিন। স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম– إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَعْنٰى مُكَرَّرًا يَكُوْنُ اللَّفْظُ اَيْضًا مُكَرَّرًا 'যখন অর্থ দ্বিত্ব হবে, তখন শব্দও দ্বিত্ব হবে।' যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ ثَلَاثَةً ثَلَاثَةً সুতরাং ثلاث কিংবা مثلث শব্দটি মূলে ثلاثة ثلاثة ছিল।

* عدل تقديرى কোনো শব্দ গায়রে মুনসারিফ পড়া ব্যতীত তার বাস্তবরূপ হতে অপর একটি রূপের দিকে রূপান্তরিত হওয়ার উপর যদি অন্য কোনো দলিল পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে عدل تقديرى বলে। অর্থাৎ معدول عنه -এর প্রকৃতপক্ষে কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। যেমন– عمر কে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়।

* مثلث – ثلاث এ দু'টো عدل تحقيقى -এর উদাহরণ, ثلاث ومثلث – اصل محقق (বাস্তব মূল) থেকে বের হওয়ার দলিল হলো, তার অর্থের মধ্যে تكرار রয়েছে, শব্দের মধ্যে নয়। অর্থের تكرار শব্দের تكرار -এর উপর বুঝায়। এ উদাহরণে জানা গেছে এ দু'টির আসল ثلاثة ثلاثة – "عمر" টি عدل تقديرى -এর মেছাল। عمر আহলে আরবদের নিকট গায়রে মুনসারিফ ব্যবহৃত হয়ে আসছে; কিন্তু এটিতে علمية ছাড়া কোনো দ্বিতীয় সবব প্রকাশ পায়নি। তাই এটার মধ্যে عدل -কে মেনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং এটি عامر থেকে পরবর্তিত।

* جمع ، اخر এ দু'টি عدل تحقيقى -এর উদাহরণ। اخر এটি ইসমে تفضيل -এর সীগাহ। اخرى -এর বহুবচন। اخرى টি اخر -এর مؤنث ; এ জন্য এর অর্থ– অকি পশ্চাদ্‌গামী ব্যক্তি। বলাবাহুল্য যে, ইসমে تفضيل তিনভাবে ব্যবহৃত হয়। (১) ال -এর দ্বারা, যেমন– الاخر (২) اضافة দ্বারা, যেমন– اخره (৩) من -এর সাথে, যেমন– اخر من فلان এখানে ইসমে تفضيل উপরোক্ত তিন পদ্ধতি থেকে কোন একটির সাথেও হয়নি কাজেই এ কথা জানা গেছে যে, এটি এগুলোর কোনো একটি হতে معدول হয়েছে।

কেউ الاخر থেকে معدول হওয়ার কথা বলেন। কেউ বলেছেন, اخر من থেকে معدول হয়েছে। اخره থেকে معدول হওয়া মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, ইসমে تفضيل -এর ব্যবহার এযাফতের সাথে হলে মুযাফ ইলাইহ হয়তো উল্লিখিত হবে নতুবা উহ্য হবে। আর এখানে তো মুযাফ ইলাইহ উল্লিখিত ও উহ্য কোনোভাবে নেই। উল্লেখিত না হওয়াটা প্রকাশ্য কথা। উহ্য না থাকাটা প্রমাণ করার বিষয়। মুযাফ ইলাইহ উহ্য হবার নিমিত্তে তিনটি বিষয় থেকে কোনো একটি হওয়া জরুরি। যথা–

(ক) মুযাফ ইলাইহর পরিবর্তে হয়তো তান্‌বীন আসবে। যেমন– يَوْمَئِذٍ এটি মূলত يَوْمَ إِذَا كَانَ كَذَا ছিল।

২. মুযাফ ইলাইহ বিলুপ্ত হওয়ার কারণে মুযাফটি مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّمِّ হবে।

৩. অথবা, اضافة -এর পুনরাবৃত্তি হবে। যেমন– يَا تَيْمَ تَيْمَ عَدِيٍّ এখানে উল্লিখিত তিনটি সুরত থেকে পাওয়া যায়নি বিধায় এ কথা অবগত হওয়া যায় যে, তার معدول عنه এযাফতের সাথে ইসমে তাফযীল হতে পারে না। সুতরাং নির্ঘাতভাবে বলা যায় যে, এটি ইসমে তাফযীল الـلام বা من থেকে معدول হয়েছে।

جمع টি جمعاء -এর বহুবচন। আর এটি اجمع -এর স্ত্রীলিঙ্গ। কায়দা হলো যদি فعلاء টি افعل সিফাতের مؤنث হয়, তাহলে তার বহুবচন فعل (سكون العين) -এর ওযনে হয়ে থাকে। যেমন– احمر -এর স্ত্রীলিঙ্গ حمراء আর এটির বহুবচন حمر (بسكون الميم)। আর فعلاء টি اسم ذات হলে তার বহুবচন فعالى বা فعلاوات -এর ওযনে আসে। যেমন– صحراء -এর বহুবচন صحارى বা صحراوات এসে থাকে। অতএব, এ কানুনের ভিত্তিতে যখন جمعاء -এর বহুবচন جمع বা جماعى বা جمعاوات -এর ওযনে আসেনি তখন নিশ্চয় এটি جمع হতে বা جماعى বা جمعاوات হতে عدول হয়ে এসেছে।

* بَابِ قَطَامِ : বনী তামীমের নিকট باب قطام -এর মধ্যে عدل تقديرى হয়েছে। قطام একজন মহিলার নাম, যা قطمة থেকে معدول হয়েছে। এখানে باب বৃদ্ধি করত: মুসান্নিফ (র.) এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, قطام দ্বারা শুধু قطمة শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রত্যেক ঐ কালিমা যা فعال -এর ওযনে হয়ে اعيان مونثة -এর علم (নামবাচক) হবে এবং তার শেষে راء হবে না। এরূপ ইসম বনী তামীমের ভাষায় علمية ও تانيث পাওয়া যাওয়ার কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। কিন্তু في تميم বলার কারণে বুঝা যায় এ বনী তামীম ছাড়া অপর কোনো অভিমতও রয়েছে।

বিশ্লেষণ হলো যে, فعال চার প্রকারের (১) فعال যা امر -এর অর্থে, যেমন– نزال শব্দটি انزل অর্থে ব্যবহৃত। এটি মবনী। (২) فعال যা নির্দিষ্ট মাসদার অর্থে, যেমন– فجار টি الفجور -এর অর্থে এসেছে। (৩) فعال যা স্ত্রীলিঙ্গের সিফাত হয়, যেমন– فساق টি فاسقة তথা কুকর্মকারিণী অর্থে ব্যবহৃত। এ দু'প্রকার (দ্বিতীয় ও তৃতীয়)ও মাবনী। কেননা, فعال অমর-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়ে عدل ও وزن -এর মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়েছে। (আর امر হলো مبنى اصل মধ্যে একটি)। (৪) فعال যা اعيان مؤنثه -এর নাম হয়। ذوات الراء (راء বিশিষ্ট) হোক বা না হোক। অতঃপর যখন এ فعال ওযনটি ذوت الراء হবে। যেমন– حضار (একটি তারকার নাম) এবং طمار (উচ্চস্থান) এ শব্দ দু'টি আহলে হেজায এবং অধিকাংশ বনী তামীমের মতে যেরের উপর মাবনী হবে। আর তার মধ্যে عدل تقديرى রয়েছে। কেননা, এ فعال টি فعال بمعنى امر -এর সাথে কেবল ওযনের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তা মাবনী হবার জন্যে যথেষ্ট নয়। তাই মাবনীর অপর একটি সবব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে عدل -কে গণ্য করা হয়েছে। যাতে একটির সাথে فعال بمعنى امر -এর عدل ও وزن -এর মধ্যে পূর্ণ সাদৃশ্য হয়ে যায়। যখন এ فعال টি غير ذوات الراء হয়, তখন আহলে হেজাযের নিকট মাবনী। বনী তামীমের নিকট মু'রাব; যা গায়রে মুনসারিফ। মোদ্দাকথা, আহলে হেজাযগণ ذوات الراء ও غير ذوات الراء উভয়কে মাবনী বলে থাকেন। আর তামীম গোত্রের লোকেরা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে থাকেন। তাঁরা ذوات الراء -কে মাবনী এবং غير ذوات الراء -কে মু'রাব হিসেবে গায়রে মুনসারিফ বলে থাকেন। বনী তামীমের দলিল যেহেতু راء হলো حرف مكرر সেহেতু ذوات الراء হলো উচ্চারণে ভারী। যদি এগুলোকে আমরা মু'রাব গায়রে মুনসারিফ বলি, তখন বিভিন্ন ধরনের হরকতের সাথে মু'রাব হয়ে তার ভারীত্ব (ثقالة) সীমাতিক্রম করে যাবে। তাই ذوات الراء -কে মাবনী এবং তার মধ্যে عدل تقديرى -কে গণ্য করা হয়েছে। যাতে ভারীত্ব (ثقالة) চূড়ান্ত পর্যায়ে না পৌঁছে। আর মাবনীর সাথে এর সম্পর্কটা عدل ও وزن অনুপাতে পূর্ণ হয়ে যায়। ذوات الراء -কে মাবনী করার মধ্যে অন্য একটি কায়দাও কল্পনাযোগ্য। আর তা হলো حروف مستعلية হতে কোনো হরফ আলিফের পূর্বে পতিত হলে তার মধ্যে امالة নিষিদ্ধ হয়; কিন্তু যখন যের বিশিষ্ট راء আলিফের পরে সংযুক্ত হয়ে পতিত হয়, তখন তাতে امالہ শুদ্ধ হয়। কাজেই ذوات الراء -কে মাবনী করা হয়েছে যেন আলিফের مابعد সর্বদা যের বিশিষ্ট راء সাব্যস্ত হয়ে امالہ হয়, غير ذوات الراء এর বিপরীত। তার মধ্যে যেহেতু মাবনী হওয়ার ইল্লতসমূহ পাওয়া যায় না, সেহেতু বনী তামীম তাকে মাবনী বলে না; বরং মু'রাব গায়রে মুনসারিফ বলে থাকে। আর عدل تقديرى -কে গণ্য করা হয়।

আহলে হেজাযের পক্ষ থেকে বনী তামীমের উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, غير ذوات الراء তথা قطام -এর মধ্যে যখন منع صرف -এর দু'সবব তথা علمية ও تانيث পাওয়া যায়, তখন তা منع صرف হওয়ার ক্ষেত্রে عدل -এর কোনো হাত নেই। সুতরাং তাকে قاطمة -থেকে معدول মানা হয় কেন? **উত্তর :** বনী তামীম قطام -এর মধ্যে منع صرف অর্জন করার জন্য عدل -কে গণ্য করে না; বরং তার সমপর্যায়ের حضار ও طمار -এর উপর হামল করার জন্য عدل تقديرى -কে গণ্য করে থাকে। এখন মুসান্নিফ (র.)-এর উপর এ আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, যখন বনী তামীমের নিকট قطام -এর মধ্যে عدل -কে গণ্য করা তার نظائر (সমজাতীয়)-এর উপর হামল করার নিমিত্তে, منع صرف -এর সবব হাসিল করার জন্য নয়। তাই এখানে তার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াল। কেননা, এখানে ঐ সমস্ত আকৃতিকে প্রকাশ করা হয়েছে, যাদের মধ্যে منع صرف -এর সবব হাসিল করার জন্য عدل تقديرى -কে গণ্য করা হয়েছে। **উত্তর :** মুসান্নিফের উদ্দেশ্য– তা দ্বারা এ কথা বর্ণনা করা যে, عدل تقديرى কখনো منع صرف -এর সবব হাসিল করার জন্য, আবার কখনো তার موازن -এর উপর হামল করার জন্য হয়ে থাকে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَيَجُوزُ صَرْفُهُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لِلتَّنَاسُبِ مِثْلُ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, يجوز ফে'ল, ه মুযাফ ইলাইহ, যা প্রত্যাবর্তিত হয়েছে غير منصرف -এর দিকে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে يجوز ফে'লের ফায়েল। لام হরফে জার, الضرورة মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, لام হরফে জার, التناسب মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ হয়েছে। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে يجوز ফে'লের যরফে লগ্‌ব। يجوز ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা। مثل মুযাফ, سلاسلا واغلالا মুরাদুল্লফয মুযাফ ইলাইহ। এটি মূলত ছিল إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ سَلَا سِلًا وَّأَغْلَا لًا -এর মধ্যে ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল نا ইসমে ইন্না। اعتدنا ফে'ল, উহ্য যমীর نحن ফায়েল, لام হরফে জার, الكافرين মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে ফে'লের সাথে। سلاسلا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, اغلالا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউল। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে খবরে ইন্না। ইসমে ইন্না ও খবরে ইন্না মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। وما يقوم -এর মধ্যস্থিত واو হরফে আত্‌ফ, ما ইসমে মাউসূল, يقوم ফে'ল, যমীর هو ফায়েল। مقامهما -এর মধ্যে مقام মুযাফ ও هما মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাউসূল ও সেলাহ্ মিলে মুবতাদা। الجمع শব্দটির পূর্বে احدهما উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, الفا মুযাফ, التانيث মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে খবর হয়েছে উহ্য ثانيهما মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি ও মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা।

قَوْلُهُ فَالْعَدْلُ خُرُوجُهُ عَنْ صِيغَتِهِ الخ : فاء হরফে আত্‌ফ, العدل মুবতাদা, خروج মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, عن হরফে জার, صيغة মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ, الاصلية সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে যরফে লগব خروج শিবহে ফে'লের সাথে। تحقيقا মা'তূফ ইলাইহ, او হরফে আত্‌ফ, تقديرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে তামঈয হয়েছে خروجه -এর নিসবত থেকে। خروجه মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, যরফে লগ্‌ব এবং তামঈয মিলে খবর। মুবতাদা-তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে। كثلث -এর মধ্যে ك হরফে জার, ثلث মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, مثلث মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, اخر মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, جمع মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার সব মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। এটি ইসমে ফায়েল তার মধ্যে নিহিত যমীর هو ফায়েল। ثابت তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। উহ্য هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যা হয়েছে। كعمر -এর মধ্যে ك হরফে জার, তাসবীহের জন্য, عمر মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, باب মুযাফ, قطام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। عمر মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت ইসমে ফায়েল তন্মধ্যকার যমীর هو ফায়েল। ثابت ইসমে ফায়েল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, هو মুবতাদার। মুবতাদা-তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা খবরিয়্যা হয়েছে। فى হরফে জার যরফিয়্যাতের জন্য, بنى উহ্য মুযাফ, تميم তার মুযাফ ইলাইহি। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت ইসমে ফায়েল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, هو উহ্য মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়েছে।

اَلْوَصْفُ شَرْطُهٗ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ فَلَا تَضُرُّهُ الْغَلَبَةُ -

অনুবাদ : وصف (গুণবাচক বিশেষ্য) তার (গায়রে মুনসারিফ হওয়ার)-এর জন্য শর্ত মূল গঠনেই وصف হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসমিয়্যাতের প্রবলতা তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) عدل -এর বর্ণনা থেকে অবসর হয়ে وصف -এর বর্ণনা শুরু করেছেন, যা منع صرف -এর নয়টি সবব থেকে দ্বিতীয় সবব। وصف টি নাহুবিদদের পরিভাষায় দু'টি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

প্রথমত: اَلْوَصْفُ تَابِعٌ عَلٰى مَعْنًى فِىْ مَتْبُوْعِهٖ اَوْ مُتَعَلِّقِهٖ অর্থাৎ, وصف এমন একটি تابع যা متبوع -এর মধ্যে অথবা তার متعلق -এর মধ্যে বিদ্যমান অর্থের ওপর বুঝায়।

দ্বিতীয়ত: اَلْوَصْفُ كَوْنُ الْاِسْمِ دَالًّا عَلٰى ذَاتٍ مُبْهَمَةٍ مَاخُوْذَةٍ مَعَ بَعْضِ صِفَاتِهَا অর্থাৎ ইসম এমন একটি অস্পষ্ট সত্তার উপর বুঝানোকে وصف বলা হয়, যা কতেক সিফাতের সাথে সংকলিত। কেননা, উপরোক্ত নয়টি সবব ইসমসমূহের সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। ইসমের দালালত ব্যাপক; চাই গঠনগতভাবে হোক, যেমন– احمر। অথবা ব্যবহারিকভাবে হোক, যেমন– مررت بنسوة اربع -এর মধ্যে اربع শব্দটি ব্যবহারিকভাবে وصف, গঠনগতভাবে নয়। তবে منع صرف -এর মধ্যে وصف وضعى (গঠনগত সিফাত) -এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে– شَرْطُهٗ اَنْ يَكُوْنَ فِى الْاَصْلِ

*** এখানে কোন وصف উদ্দেশ্য? :** وصف দু'প্রকার। যথা– وصف اصلى ও وصف عارضى গায়রে মুনসারিফের সবব হবার জন্য وصف -এর মধ্যে وصف اصلى -ই গ্রহণযোগ্য, وصف عارضى নয়। কেননা, وصف اصلى আসল (মুনসারিফ হওয়া)-কে গায়রে আসল (গায়রে মুনসারিফ হওয়া)-এর দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম। এ শক্তি একমাত্র وصف اصلى -এর মধ্যে রয়েছে, وصف عارضى -এর মধ্যে তা নেই।

*** شَرْط -এর অর্থ এবং তা দ্বারা উদ্দেশ্য :** এটার আভিধানিক অর্থ– আলামত, চিহ্ন। বলা হয় اشراط الساعة। "কিয়ামতের আলামত"। পরিভাষায় اَلشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوْدُ الشَّيْءِ 'যার উপর বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে।'

কেউ বলেন– اَلشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ ثُبُوْتُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ

কেউ বলেন– اَلشَّرْطُ هُوَ تَعْلِيْقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ بِحَيْثُ اِذَا وُجِدَ الْاَوَّلُ وُجِدَ الثَّانِىْ

কেউ বলেন– اَلشَّرْطُ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وُجُوْدُ الشَّيْءِ وَيَكُوْنُ خَارِجًا عَنْ مَاهِيَتِهٖ وَلَا يَكُوْنُ مُؤَثِّرًا فِىْ وُجُوْدِهٖ

الجوهرة কিতাবে রয়েছে اَلشَّرْطُ عِبَارَةٌ عَنْ مَا تَقَدَّمَ الشَّيْءُ وَلَا صِحَّةَ لَهٗ اِلَّا بِهٖ যেমন– পবিত্রতা নামাজের জন্য শর্ত এখানে شرطه -এর "ه" যমীরের মারজি' الوصف। তবে شرط বলতে ওয়াস্‌ফের প্রভাব উদ্দেশ্য। কেননা, সববের শর্ত হতে পারে না; বরং সববের প্রভাবের শর্ত হয়ে থাকে। যেখানে شرط -এর এযাফত কোনো সববের দিকে হয়, সেখানে ঐ সববের প্রভাবের শর্ত উদ্দেশ্য।

* যদি কেউ প্রশ্ন করে, وصف -এর আসল বলতে মাওসূফকে বুঝানো হয়। কেননা, وصف স্বভাবত মাওসূফ হয়ে থাকে। আর وصف -এর আসল মাওসূফ নেওয়াটা সরাসরি ভুল। **উত্তর :** আসল বলতে মাওসূফ উদ্দেশ্য নয়; বরং গঠনগত আসল। কারণ, اصل বলা হয় مَا يُبْتَنٰى عَلَيْهِ الشَّيْءُ 'যার ওপর কোনো বস্তুর ভিত্তি স্থাপন করা হয়।' উপকৃত হওয়া ও উপকার সাধন করার ক্ষেত্রে দালালতে মুতাবেকি, তাযাম্মুনী, এলতেযামী থেকে প্রত্যেকটির ভিত্তি গঠনের উপর হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অর্থে গঠন আবশ্যক রয়েছে। তাইতো اصل দ্বারা গঠনগতভাবে وصف তথা وصف اصلى উদ্দেশ্য।

* قَوْلُهٗ شَرْطُهٗ اَنْ يَكُوْنَ الخ : এটি গায়রে মুনসারিফের সবব হবার জন্য শর্ত হলো وصف টি মূল গঠনগতভাবে গুণের জন্য হবে। বর্তামনে সে গুণটি অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক। যদি وصف টি কোনো কিছুর নামও হয়ে যায় তথাপিও তাতে

কোনো ক্ষতি নেই। যেমন– اسود (কালো সাপ) ও ارقم (চিত্রা সাপ) শব্দদ্বয় দু'টি সাপের নাম হওয়া সত্ত্বেও মূল গঠনে وصف -এর জন্য গঠিত হবার কারণে তা গায়রে মুনসারিফ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর সববদ্বয় وصف ও وزن فعل

* قَوْلُهُ فَلَا تَضُرُّهُ الْغَلَبَةُ : এই জুমলাটি উপরোল্লিখিত শর্তের উপর فلا تضره تفريع -এর মধ্যে فا টি জযায়িয়া। এখানে শর্তটি বিলুপ্ত রয়েছে অর্থাৎ إِذَا كَانَ كَذَا فَلَا تَضُرُّهُ; নাহুবিদদের পরিভাষায় এ فاء -কে فصيحه বলা হয়। কোনো কোনো কপিতে الغلبة الاسمية এসেছে। যখন এ কথা জানা গেছে যে, এখানে وصف اصلى -এর বিবেচনা করা হয়েছে। তাই যদি اسمية প্রবল হয়ে যায়, তবে এই প্রবলতা وصف اصلى -কে منع صرف -এর সবব হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা দানকারী হবে না। وصف তখনো منع صرف -এর সবব হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নেই। আর غلبة اسمية -এর অর্থ– وصف নিজের কিছু আফরাদের সাথে এমনিভাবে বিশেষিত হয়ে যাওয়া যে, এই কিছু আফরাদের উপর তা বুঝানোর ক্ষেত্রে কারীনার প্রয়োজন হয় না। যেমন– কালো মানুষ, কালো জামা, কালো সাপ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবহারিক অনুপাতে এটা নিজের কিছু ফরদের সাথে খাস হয়ে গেছে। এখন اسود কালো সাপকে বলা হয়। এভাবে যে যখনই اسود বলা হয়, তখন কোনো কারীনা ছাড়াই কালো সাপ বুঝায়, বিপরীত পক্ষে اسود দ্বারা কালো সাপ ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্য করা হবে অর্থাৎ انسان اسود ، فرس اسود ইত্যাদি। সুতরাং اسود -এর মধ্যে যদিও اسمية প্রবল হয়; তদুপরি وصف اصلى ও وزن فعل -এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হবে।

* اسمية প্রবল হওয়াটা কেন ক্ষতিকারক হয় না? এ প্রশ্নের **উত্তর** : اسمية প্রবল হলেও وصفية -কে পুরোপুরি বিদূরিত করে না। তবে اسمية প্রবল হওয়ার ক্ষেত্রে معنى وصفى বাকি থাকা শর্ত। শায়খ রাযী (র.)(বলেছেন– مَعْنَى الْغَلَبَةِ تَخْصِيْصُ اللَّفْظِ بِبَعْضِ مَا وُضِعَ لَهُ فَلَا يَخْرُجُ عَنْ مُطْلَقِ الْوَصْفِ بَلْ إِنَّمَا يَخْرُجُ عَنِ الْوَصْفِ الْعَامِّ
যেমন– ابن عباس মূল গঠনের মধ্যে بنى عباس -এর মধ্য হতে প্রত্যেককে বলা হয়, কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) এ নাম দ্বারা এভাবে প্রসিদ্ধ হয়েছেন যে, যখনই কোনো কারীনা ব্যতীত ابن عباس বলা হয়, তখন হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-এর সত্তা বুঝানো হয়েছে।

* وصف কখনো علمية-এর সাথে মিলিত হয় না। কেননা, علمية ও وصفية -এর মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্ব রয়েছে। علمية -এর মধ্যে تعيين (নির্দিষ্টতা) আর وصفية -এর মধ্যে عموم (ব্যাপকতা) রয়েছে। উভয়েই এক হতে পারে না। কাজেই وصف টা علمية -এর সাথে মিলিত হয় না। জনৈক নাহুবিশারদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

إِنَّ الْوَصْفَ يَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ الْمُبْهَمِ وَالْعَلَمِيَّةُ تَدُلُّ عَلَى الذَّاتِ الْمُعَيَّنِ وَكِلَاهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَا يُمْكِنُ الْإِجْتِمَاعُ بَيْنَهُمَا -

তারকীব قَوْلُهُ اَلْوَصْفُ شَرْطُهُ اَنْ يَّكُوْنَ الخ : الوصف মুবতাদা, شرط মুযাফ, ہ যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে দ্বিতীয় মুবতাদা, ان মাওসূলে হরফী, يكون ফে'লে নাকেস। যমীর هو তার ইসম। فى জহফে জার, الاصل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল যমীর هو তার মধ্যে নিহিত ফায়েল। ثابتا ইসমে ফায়েল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। يكون তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। দ্বিতীয় মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা হয়ে প্রথম মুবতাদার খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যা। فاء টি ফসীহা, لاتضر ফে'ল, ہ যমীর মাফউলে বিহী. الغلبة ফায়েল। لاتضر ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যা হয়েছে।

فَلِذَالِكَ صُرِفَ أَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ وَامْتَنَعَ أَسْوَدُ وَأَرْقَمُ لِلْحَيَّةِ وَأَدْهَمُ لِلْقَيْدِ وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَى لِلْحَيَّةِ وَأَجْدَلُ لِلصَّقْرِ وَأَخْيَلُ لِلطَّائِرِ -

অনুবাদ : এ কারণে مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ -এর মধ্যে أَرْبَع মুনসারিফ পড়া হয় এবং গায়রে মুনসারিফ হয়েছে أَسْوَدُ ও أَرْقَمُ ; যা সাপের নাম এবং ادهم যা বেড়ীর নাম, আর أَفْعَى যা (কেউটে) সাপের নাম, أَجْدَلُ যা শকুনের নাম, أَخْيَلُ যা পাখির নাম এগুলোকে গায়রে মুনসারিফ পড়া দুর্বল।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَلِذَالِكَ : পূর্ববর্তী দু'টি বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। প্রথমত وصف اصلى হওয়ার শর্ত। দ্বিতীয়ত غلبة اسمية ক্ষতিকারক না হওয়া। فلذالك -এর مشار اليه হলো এ দু'টি, এখানে ذالك -এর ব্যবহার সঠিক হয়নি। কেননা, তা مشار اليه - مفرد مذكر -এর জন্য গঠিত। আর এখানে مشار اليه দু'টি বিষয়। কাজেই মুসান্নিফ (র.) ذالكما বলা উচিত ছিল। **উত্তর :** দু'টি বিষয় المذكور দ্বারা تاويل হয়ে مشار اليه হয়েছে। আর স্বতঃসিদ্ধ যে, المذكور টা مفرد مذكر সুতরাং ذالك -এর ব্যবহার অযৌক্তিক হয়নি। مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعٍ (আমি চারজন মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)-এর মধ্যে اربع -কে মুনসারিফ পড়া হয়েছে। কেননা, اربع যদিও সিফাত অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অভিধান প্রণেতা এটাকে গঠন করার সময় عدد (চার সংখ্যা) অর্থে গঠন করেছেন। এবারতে যদিও نسوة মাউসূফ, اربع সিফাত। কিন্তু সিফাতে عارضى, আসলী নয়। কারণ মূলত اربع -কে নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। وصف عارضى হওয়ার কারণ হলো, اربع তারকীবের মধ্যে সিফাত পতিত হয়েছে। আর نسوة মাওসূফ; অথচ কায়দা হলো সিফাত তা-ই হওয়া উচিত যা মাওসূফের উপর মাহমূল হয়, এখানে কিন্তু এরূপ নয়। কেননা, اربع টি نسوة উপর হামল করলে عدد ও معدود এক হওয়া লাযেম আসবে আর এটি বাতিল। কাজেই নিঃসন্দেহে موصوفة শব্দ মাহ্যূফ হবে। অর্থাৎ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِأَرْبَعٍ এখানে موصوفة -কে বিলুপ্ত করে اربع -কে উহার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। আর এ প্রেক্ষিতে তার মধ্যে وصفية -এর অর্থ সৃষ্টি হয়।

* فَلِذَالِكَ -এর মধ্যে لذالك জার ও মাজরূরকে حصر -এর উদ্দেশ্যে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। মূল ইবারত ছিল فصرف .... لذالك -এর মধ্যে فاء -এর ماقبل উপরোক্ত দু'টি বিষয় হতে প্রত্যেকটি বিষয় উল্লিখিত রয়েছে এবং তার مابعد হলো صرف - امتنع ও ضعف এখানে فاء টি তার ماقبل তৎপরবর্তী অংশের জন্য সবব হওয়ার উপর বুঝায়।

* قوله وامتنع : এটিতে মুযাফ উহ্য রয়েছে অর্থাৎ امتنع صرف اسود তার বিশ্লেষণ হলো– اسود ، ارقم ، ادهم -এর মুনসারিফ হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, এগুলো গঠনগতভাবে وصف - اسود -কে গঠন করা হয়েছে مافيه سواد (যার মধ্যে কালো হওয়ার গুণ রয়েছে)-এর জন্য; ارقم -এর গঠন مَافِيهِ سَوَادٌ وَبَيَاضٌ (যাতে চিত্রা হওয়া বিদ্যমান)-এর জন্য, আর ادهم -এর গঠন مافيه دهمة (যার মধ্যে কালো বিদ্যমান)-এর জন্য। ব্যবহারের ক্ষেত্রে اسمية প্রবল হয়ে اسود -এর প্রয়োগ কালো সাপের উপর হতে লাগল। ارقم চিত্রা সাপের ওপর আর ادهم লোহার বেড়ীর উপর প্রয়োগ হতে লাগল। তবে এই اسمية প্রবল হওয়াটা কোনো ক্ষতি করে না বিধায় وزن فعل এবং وصف اصلى -এর কারণে এগুলো গায়রে মুনসারিফ। সুতরাং এ তিনটি শব্দ اسمية প্রবল হওয়াটা ক্ষতিকর না হওয়ার কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।

* قَوْلُهُ وَضَعُفَ الخ : কতেক নাহুবিদ বলেছেন যে, افعى-এর مشتق منه হলো فعوة অর্থ–خبث বা নাপাক, তার মধ্যে وصف اصلى বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু اسمية প্রবল হওয়া ক্ষতিকর নয়, সেহেতু وصف اصلى ও وزن فعل হওয়ার কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। ব্যবহারের মধ্যে ঐ কালো সাপকে বুঝায় যা অত্যধিক বিষাক্ত অর্থাৎ কেউটে সাপ। এটা এত বিষাক্ত যে, যার কয়েকবার দৃষ্টি পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। তাকে ফারসি ভাষায় افعى যেরের সাথে পঠিত হয়ে থাকে। اجدل টি جدل থেকে নির্গত। অর্থ– قوة বা শক্তি। এর মধ্যে وصف اصلى রয়েছে বিধায় وصف اصلى ও وزن فعل -এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। اسمية প্রবল হওয়া সত্ত্বেও কোনো ক্ষতি করেনি। ব্যবহারের মধ্যে اجدل –شكره

বাজ পাখির মতো এক প্রকারের শিকারি পাখি অর্থে ব্যবহৃত হয়। اخيل শব্দটি خال থেকে নির্গত। অর্থ তিল, যা শরীরে দেখা যায়। اخيل-এর অর্থ দাঁড়ালো ذو خال অর্থাৎ তিলওয়ালা। এটিতেও وصف اصلى হয়েছে। যেহেতু اسمية-এর প্রবলতা ক্ষতি করতে পারেনি, সেহেতু وزن فعل এবং وصف اصلى-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। ব্যবহারের মধ্যে اخيل শব্দটি এমন একটি পাখির উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে, যার পাখাগুলোতে তিলের মতো অসংখ্য নিশানা রয়েছে। যাকে شقراق নামে আখ্যায়িত করা হয়। কবুতর থেকে বড় আকারের একটি পাখি যা শুকুরু নামে পরিচিত। মুসান্নিফ (র.) বলেছেন- উপরোক্ত তিনটি শব্দ গায়রে মুনসারিফ হওয়া দুর্বল। কারণ, وصف-এর মধ্যে শর্ত হলো তা মূল গঠনের মধ্যে পাওয়া যাওয়া একীনী হতে হবে। আর এ সমস্ত শব্দসমূহে وصف টি اصل وضع-এর মধ্যে পাওয়া যাওয়া একীনী নয়; বরং সন্দেহবাচক) তাই وصفية-এর মধ্যে মূলগঠনের দিক থেকে সন্দেহ থাকার কারণে এ সমস্ত ইসমকে গায়রে মুনসারিফ পড়া ضعيف বা দুর্বল হবে।

* افعى ,اجدل ও اخيل এসব ইসমের মধ্যে وصف হওয়াটা একীনী নয়। কেননা, এগুলোর وصف অর্থ ব্যবহারিকভাবে হোক বা গঠনগতভাবে হোক মোটেই উদ্দেশ্য হয় না। গঠনগতভাবে وصف-এর অর্থ উদ্দেশ্য না হবার কারণ হলো উপরোক্ত مواد থেকে নির্গত হওয়াটা সাব্যস্ত নেই। আর ব্যবহারিকভাবে উদ্দেশ্য না হবার হেতু হলো যদিও উপরোক্ত শব্দাবলি নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে গুণান্বিত; কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঐ অর্থ লক্ষণীয় নয়। একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, উপরোল্লিখিত শব্দাবলিতে وصف-এর অর্থ হওয়া–না হওয়া কোনোটি একীনী নয়; এমতাবস্থায় মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ উভয়টি সমান হওয়া সত্ত্বেও মুসান্নিফ (র.) কেন মুনসারিফ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে وَضَعُفَ مَنْعُ الخ বলেছেন ? **উত্তর** : ইসমের আসল হচ্ছে মুনসারিফ হওয়া। কেননা, মুনসারিফ হবার জন্য কোনো সববের প্রয়োজন হয় না। পক্ষান্তরে গায়রে মুনসারিফ হবার জন্য সববের প্রয়োজন হয়। মূলের দিকে দৃষ্টিপাত করত মুনসারিফ হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

তারকীব : قَوْلُهُ فَلِذَالِكَ صُرِفَ اَرْبَعٌ الخ : فلذ الك-এর মধ্যস্থিত فاء নতীজার জন্য ব্যবহৃত। ل হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার এবং মাজরূর মিলে যরফ লগ্‌ব মুকাদ্দাম হয়েছে صرف ফে'লের সাথে। صرف ফে'ল, اربع فى مررت بنسوة اربع এটি হুকমী হিসেবে নায়েবে ফায়েল, صرف ফে'লে মাজ্‌হুল, তার নায়েবে ফায়েলএবং যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দামসহ জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ নাতীজিয়া হয়েছে। اربع মাওসূফ, فى হরফ জার, مررت الخ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে صرف ফে'লের নায়েবে ফায়েল। مررت بنسوة اربع-এর মধ্যে مررت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল। با হরফে জার, نسوة মাওসূফ, اربع সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে। مررت ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। وامتنع-এর মধ্যে واو হরফে আত্‌ফ, امتنع ফে'ল, اسود মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, ارقم মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল। ل হরফে জার, الحية মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ মুস্তাকার হয়েছে ثابتين উহ্য ফে'লের সাথে। ثابتين শিবহে ফে'ল, যমীর هما ফায়েল, ثابتين শিব্‌হে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, ادهم যুলহাল, ل হরফে জার, قيد মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য শিব্‌হে ফে'লের সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল হয়েছে امتنع ফে'লের। امتنع ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। وضعف منع-এর মধ্যে واو হরফে আত্‌ফ, তা পূর্ববর্তী জুমলা صرف-এর উপর আত্‌ফ হয়েছে। ضعف ফে'ল, منع মুযাফ, افعى যুলহাল। ل হরফে জার, الحية মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য ফে'লের সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, اجدل যুলহাল, ل হরফে জার, الصقر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য শিব্‌হে ফে'লের সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ اخيل যুলহাল, ل হরফে জার الطائر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফদ্বয় মিলে منع মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। ضعف ফে'ল-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ وَالْمَعْنَوِيُّ كَذٰلِكَ وَشَرْطُ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ اَوْ تَحَرُّكُ الْاَوْسَطِ اَوِ الْعُجْمَةُ فَهِنْدٌ يَجُوْزُ صَرْفُهٗ وَزَيْنَبُ وَسَقَرُ وَمَاهُ وَجُوْرُ مُمْتَنِعٌ فَاِنْ سُمِّيَ بِهٖ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ فَقَدَمٌ مُنْصَرِفٌ وَعَقْرَبُ مُمْتَنِعٌ-

---

অনুবাদ : التانيث بالتاء, এটা গায়রে মুনসারিফের সবব হবার জন্য শর্ত হলো علم (নামবাচক বিশেষ্য) হওয়া। অনুরূপভাবে تانيث معنوى -এর জন্যও علم হওয়া শর্ত। তার (تانيث معنوى-এর) প্রতিক্রিয়া (تاثير) ওয়াজিব হবার শর্ত–তিনাক্ষর হতে অতিরিক্ত হওয়া অথবা মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া অথবা عجمة (অনারবী) হওয়া। অতএব, هند-কে মুনসারিফ পড়া জায়েজ। আর زَيْنَبُ ، سَقَرُ ، مَاهُ ، جُوْرُ– হলো গায়রে মুনসারিফ। যদি তা দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হয়, তাহলে তার শর্ত হলো তিনাক্ষর হতে অতিরিক্ত হওয়া। তাই قدم মুনসারিফ এবং عقرب গায়রে মুনসারিফ।

ব্যাখ্যা : কোনো লফয প্রথমত দু'ভাবে مؤنث হয়। যথা– (১) التانيث بالتاء যেমন– عائشة (২) التانيث بغير التاء, এটা আবার দু'ধরনের। যথা– (১) اَلتَّانِيْثُ بِالْاَلِفِ الْمَقْصُوْرَةِ (২) اَلتَّانِيْثُ بِالْاَلِفِ الْمَمْدُوْدَةِ ।
التانيث بالتاء দু'প্রকার যথা– (১) اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ الْمَلْفُوْظَةِ (২) اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ الْمُقَدَّرَةِ -এটাকে التانيث المعنوى ও বলা হয়। আবার التانيث بالتاء الملفوظة দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ الْمُتَحَرِّكَةِ এটা ইসমের বৈশিষ্ট্য। যেমন– ضابة (২) اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ السَّاكِنَةِ যেমন– ضربت এটা ফে'লের বৈশিষ্ট্য।

* التانيث بالتاء الخ টি منع صرف হবার জন্য শর্ত হলো اسم مؤنث হওয়া। চাই পুরুষের علم হোক, যেমন– طلحة একজন পুরুষের নাম অথবা কোনো মহিলার নাম হোক। যেমন– فاطمة একজন মহিলার নাম। এ স্থানে التانيث বলাতে বুঝা গেল যে, تانيث-এর কয়েকটি প্রকার আছে। আর যেটা التانيث بغير التاء সেটি এ হুকুমের বহির্ভূত। যেমন– الف مقصورة -الف ممدودة ও تانيث معنوى -التانيث بالتاء-এর মধ্যে علمية-কে এ কারণে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, علمية শব্দের বেলায় وضع ثانى আর علمية-এর কারণে যথাসম্ভব শব্দ تصرفات (পরিবর্তন হওয়া) থেকে সংরক্ষিত থাকে। তাই علمية কে শর্ত করা হয়েছে, যেন কালিমার পরিবর্তন হওয়া এবং تاء تانيث দূরীভূত হওয়ার অবকাশ দূর হয়ে যায়।

* قَوْلُهٗ وَالْمَعْنَوِيُّ الخ : যেমনিভাবে تانيث لفظى بالتاء-এর মধ্যে علمية শর্ত, তেমনিভাবে تانيث معنوى-এর মধ্যেও علمية শর্ত। কিন্তু পার্থক্য হলো تانيث لفظى-এর মধ্যে علمية শর্ত করা হয়েছে গায়রে মুনসারিফ আবশ্যক হবার জন্য। যেমন– طلحة -একে গায়রে মুনসারিফ পড়া ওয়াজিব। আর تانيث معنوى-এর মধ্যে علمية শর্ত করা হয়েছে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েজের জন্য। অর্থাৎ- تانيث معنوى-এর মাঝে যখন علمية পাওয়া যাবে তখন মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ উভয়ই পড়া জায়েজ। কেননা, তার জন্য وجوب تاثير-এর অন্যান্য শর্তসমূহ রয়েছে, যাকে আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) وَشَرْطُ تَحَتُّمِ تَاثِيْرِهٖ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। تحتم শব্দটি বাবে تفعل-এর মাসদার। এখানে ثلاثى مجرد তথা الحتم-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থ–মজবুত পরিপক্ব। এখানে অর্থ হবে ওয়াজিব হওয়া। تانيث معنوى-এর মধ্যে منع صرف-এর প্রতিক্রিয়া (تاثير) ওয়াজিব হবার জন্য শর্ত হলো مانعة الخلو অনুপাতে তিনটি শর্ত হতে কোনো একটি পাওয়া যাওয়া। মানতিকবিদদের পরিভাষায় যদি শুধু মিথ্যা হিসেবে তানাফী ও'আদমে তানাফীর হুকুম আরোপ করা হয়, তবে তা مانعة الخلو হবে। হয়তো কালিমাটি হরফ হতে অতিরিক্ত হবে অথবা যদি তিন হরফ হয়;

তাহলে মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হবে অথবা عجمة (অনারবি) হবে। এ জন্য যে, যখন তিন হরফ হতে অতিরিক্ত হবে তখন চতুর্থ হরফ تانيث لفظى-এর স্থলাভিষিক্ত হবে এবং وجوب تاثير সাব্যস্ত হবে। চতুর্থ হরফ تانيث-এর স্থলাভিষিক্ত হবার দলিল উদাহরণ স্বরূপ عقرب ; যা তিন হরফ থেকে অতিরিক্ত। যখন مصغر করা হবে, তখন তার তাসগীর আসে عقيرب ; তাই বুঝা গেল এখানে চতুর্থ হরফটি تانيث-এর স্থলাভিষিক্ত; কিন্তু قدم শব্দটি এটার পরিপন্থী। কেননা, তার মধ্যে তাসগীর হয় قديمة তেমনিভাবে যখন ইসমের মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হবে, তখন এটার متحرك الاوسط হরফটি চতুর্থ হরফের স্থলাভিষিক্ত হবে। আর তা تاء تانيث-এর স্থলাভিষিক্ত হবে। এ অনুপাতে تانيث معنوى-এর মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের শক্তি সৃষ্টি হয়। যা দ্বারা ওয়াজিব হিসেবে منع صرف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী হবে। অনুরূপভাবে ইসম যখন عجمة (অনারবি) হবে, তখন ওয়াজিব হিসেবে تانيث معنوى টা منع صرف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াসৃষ্টিকারী হবে। এরই মাধ্যমে اهل لسان-এর উপর অন্য জাতির ভাষা ভারী হবে। আর এই ভারীত্বের কারণে তার মধ্যে سبب منع صرف হওয়ার ক্ষেত্রে শক্তি সৃষ্টি হয়ে যায়। تانيث معنوى টি تانيث بالتاء-এর তুলনায় وجوب تاثير-এর শর্ত অতিরিক্তভাবে আরোপ করার কারণ হলো-تانيث معنوى টি فرع; আর তার তুলনায় تانيث بالتاء হলো اصل তাই এটা জরুরি নয় যে, اصل কে যে জিনিস দ্বারা শক্তিশালী করা হয়, فرع -কেও ঐজিনিস দ্বারা শক্তিশালী করা হবে। হতে পারে اصل -এর জন্য পূর্ব থেকে এমন শক্তি অর্জিত রয়েছে যা فرع -এর জন্য নেই। সুতরাং এরই ভিত্তিতে فرع-এর تاثير-এর জন্য অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন রয়েছে। তার জন্য ঐ قوة বা শক্তি যথেষ্ট নয় যা اصل-এর জন্য রয়েছে।

قَوْلُهُ فَهِنْدٌ الخ : এটি পূর্বাংশের উপর تفريع , এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো هند-এর মধ্যে যদিও দু'সবব علمية ও تانيث معنوى পাওয়া যায়; কিন্তু যেহেতু تانيث معنوى-এর وجوب تاثير-এর শর্ত এখানে বিদ্যমান নেই। কাজেই এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া জায়েজ এবং মুনসারিফ পড়াও জায়েজ।

قوله و زينب الخ : এই চার প্রকারের اسم যথা– زينب ، سقر ، ماه ও جور গায়রে মুনসারিফ। زينب একজন মহিলার নাম। এর মধ্যে علمية ও تانيث معنوى-এর وجوب تاثير শর্তসহ পাওয়া গেছে, তা হলো الزيادة على الثلثة (তিনাক্ষর হতে অতিরিক্ত হওয়া)। আর سقر দোজখের একটি স্তরের নাম। এর মধ্যে علمية ও تانيث معنوى-এর وجوب تاثير শর্তসহ (তথা মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া) পাওয়া গেছে. তা হলো تانيث معنوى-এর وجوب تاثير শর্তসহ পাওয়া যায়। তা হলো عجمة (অনারবি) হওয়া। وجوب تاثير (প্রতিক্রিয়া ওয়াজিব হওয়া)-এর শর্ত পাওয়া গেলে গায়রে মুনসারিফ পড়া একান্ত আবশ্যক।

قَوْلُهُ فَإِنْ سُمِّيَ بِهِ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) ঐ مؤنث معنوى-এর হুকুম বর্ণনা আরম্ভ করেছেন, যা দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হয়। যদি مؤنث معنوى দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা হয়, তখন এর منع صرف-এর মধ্যে مؤثر হওয়ার শর্ত হলো কালিমা তিন হরফ থেকে অতিরিক্ত হওয়া। আর বাকি দু'টি শর্ত تحرك الاوسط ও عجمة হওয়া। এগুলো এখানে যথেষ্ট নয়। কারণ, যখন مؤنث معنوى দ্বারা পুরুষের নাম রাখা হয়, তখন تانيث টা একেবারে শেষ হয়ে যায়। সে সময় তার منع صرف এ مؤثر হওয়ার জন্য কোনো শক্তিশালী শর্তের প্রয়োজন হয়। আর তা হলো اَلزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ তাই এখানে চতুর্থ হরফ تانيث-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে। এ অনুপাতে تحرك الاوسط টা প্রতিনিধির প্রতিনিধি হয়ে যাবে। কেননা, মধ্যাক্ষর হরকতযুক্ত হওয়াটা চতুর্থ হরফের প্রতিনিধি। আর তা تانيث-এর প্রতিনিধি। বিশ্লেষকদের মতে, তাকে গণ্যকরা দূরবর্তী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ কিয়াসের ভিত্তিতে বুঝা যায় যে, عجمة একমাত্র আপেক্ষিক বস্তু। তার প্রভাব (تاثير) শব্দগতভাবে প্রকাশিত হবে না। কাজেই এ জায়গায় মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া ও অনারবি হওয়া শর্ত দু'টি গৃহীত হবে না। شرائط تاثير-এর মধ্যে একমাত্র اَلزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ فَقَدَمٌ مُنْصَرِفٌ : উল্লিখিত শর্তের উপর تفريع আর তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, قدم শব্দটি مؤنث سماعى - কেউ যদি কোনো পুরুষের নাম রাখে, তাহলে মুনসারিফ হয়ে যাবে। কেননা, তার দ্বারা পুরুষের নাম রাখার কারণে تانيث দূর হয়ে

সবব আর তা اَلزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ নয় ; যার কারণে তার চতুর্থ হরফ تانيث-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। এটি عقرب-এর বিপরীত।

قَوْلُهُ عَقْرَبٌ مُمْتَنِعٌ : عقرب অর্থ বিচ্ছু, বৃশ্চিক। عقرب দ্বারা কোনো পুরুষের নাম রাখা না হলেও গায়রে মুনসারিফ হবে কেননা, পুরুষের নাম রাখার কারণে যদিও تانيث দূর হয়ে গেছে, কিন্তু তার স্থলাভিষিক্ত চতুর্থ হরফ বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই عقرب-এর মধ্যে একটি সবব علمية ; অপরটি تانيث حكمى যা تانيث معنوى-এর স্থলাভিষিক্ত। এ দুটি সবব হওয়ার কারণে এটি গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلتَّانِيْثُ بِالتَّاءِ شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ الخ : التانيث যুলহাল, باء হরফে জার, التاء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য ফে'লের সাথে। ثابتا ইসমে ফায়েল, অন্তর্নিহিত যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদায়ে আউওয়াল। شرط মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী, العلمية খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, المعنوى সিফাত, التانيث উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। ل হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت ইসমে ফায়েল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, شرط মুযাফ, تحتم মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, تاثير মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, تاثير মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে تحتم মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে شرط মুযাফের। شرط মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। الزيادة মাসদার শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, الثلاثة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে الزيادة মাসদারের সাথে। মাসদার, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, تحرك মুযাফ, الحرف উহ্য মাওসূফ, الاوسط সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। تحرك মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, العجمة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার উভয় মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء ফসীহা, هند মুবতাদা, يجوز ফে'ল, صرف মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল. يجوز ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা اذا كان الامر كذا উহ্য শর্ত। শর্ত ও তার জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, زينب মা'তূফ আলাইহ অতঃপর زينب মা'তূফ আলাইহ তার وسقر وماه وجور মা'তূফত্রয় মিলে মুবতাদা। ممتنع ইসমে ফায়েল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। ممتنع ইসমে ফায়েল ও তার ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদাও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فاء হরফে আত্ফ তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত। سمى ফে'ল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক। مذكر নায়েবে ফায়েল, سمى ফে'ল তার ফায়েল এবং মুতা'আল্লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ. شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। الزيادة মাসদার, على হরফে জার_ الثلاثة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। الزيادة তার যরফে লগ্‌ব মিলে জাযা। اذا كان الامر كذا শর্ত শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। فاء ফসীহা, قدم মুবতাদা, منصرف ইসমে ফায়েল শিব্‌হে ফে'ল ও তার যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা, اذا كان الامر كذا শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, عقرب মুবতাদা, ممتنع শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

اَلْمَعْرِفَةُ شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً ، اَلْعُجْمَةُ شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ عَلَمِيَّةً فِي الْعُجْمَةِ وَتَحَرُّكُ الْاَوْسَطِ اَوِ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلٰثَةِ فَنُوْحٌ مُنْصَرِفٌ وَشَتَرُ وَاِبْرَاهِيْمُ مُمْتَنِعٌ -

অনুবাদ : المعرفة তার শর্ত علم তথা নামবাচক বিশেষ্য হওয়া। العجمة তার শর্ত অনারবি ভাষায় علم হওয়া এবং মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হওয়া অথবা তিনাক্ষর হতে বেশি হওয়া। অতঃপর نوح (শব্দটি) মুনসারিফ এবং شتر (বকর শহরে বিদ্যমান একটি কিল্লার নাম) ও ابراهيم গায়রে মুনসারিফ।

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) تانيث-এর বর্ণনার পর المعرفة উল্লেখ করেছেন। কেননা, تانيث-এর মধ্যে معرفة শর্ত, এরপর عجمة-এর আলোচনা এনেছেন, যেহেতু عجمة-এর মধ্যেও معرفة শর্ত। প্রকাশ থাকে যে, تانيث-এর মধ্যে معرفة হওয়া সব সময় শর্ত। تانيث-এর পর معرفة ও عجمة-কে পরপর এনেছেন تانيث-এর বর্ণনার পরিপূর্ণতার উদ্দেশ্যে। এরপর تانيث-এর শর্তসমূহ তথা معرفة ও عجمة-এর বর্ণনার শেষে جمع-এর আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কেননা, تانيث ও جمع-এর মধ্যে মিল রয়েছে যে, উভয়ই এক সবব দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হয়।

* এ কথা মেনে নেওয়া যায় না যে, معرفة টি منع صرف-এর সববসমূহের মধ্যে একটি সবব। কেননা, منع صرف-এর সবব হলো تعريف ; معرفة নয়। معرفه ঐ ইসমকে বলে যার মধ্যে تعريف হয়ে থাকে। যেরূপ – منع صرف تعريف-এর সবব; مؤنث নয়। এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়। প্রথমত এখানে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تعريف المعرفة। দ্বিতীয়ত معرفة টি معرفة অনুপাতে হওয়া উদ্দেশ্য। তৃতীয়ত معرفة দ্বারা تعريف উদ্দেশ্য, কোনো সময় محل উল্লেখ করে حال উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। যেমন– سَالَ الْمِيْزَابُ يَعْنِيْ مَاءُ الْمِيْزَابِ অর্থ–ড্রেনের পানি প্রবাহিত হয়েছে। এখানেও তদ্রূপ محل তথা المعرفة উল্লেখ করত حال তথা التعريف উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। ঐ দিকেই ইশারা করতে গিয়ে আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) المعرفة اى التعريف বলেছেন।

* মুসান্নিফ (র.) التعريف বলেননি কেন ? যাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় এবং এ সমস্ত বানোয়াটি জরুরি না হয়। তদুত্তরে বলা হবে মুসান্নিফের কবিতাকারে লিখিত "الشافية" কিতাবে منع صرف-এর সববসমূহ আলোচনা করতে গিয়ে المعرفة বলেছেন। এ কারণে এখানেও المعرفة উল্লেখ করা হয়েছে যাতে বিস্তারিত বিবরণ সংক্ষিপ্ত আলোচনার সাথে একাকার হয়ে যায়।

* কবিতার মধ্যে معرفة কেন পতিত হয়েছে ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় شعر-এর ওযন ঠিক রাখার জন্য এরূপ করা হয়েছে।

معرفة-এর প্রকারভেদ : "جمع الغموض"-এর মুসান্নিফ শায়খ আব্দুন নবী (র.) বলেছেন معرفة পাঁচ প্রকার যেমন, কোনো একজন বুজুর্গ কবিতাকারে বলেছেন–

معرفة هم پنج اند وازان بيش ونه كم * مضاف ومضمر و ذو اللام ومبهم است وعلم

অধিকাংশ নাহুবিদ্‌দের মতে معرفة হলো সাত প্রকার। যথা–

(١) اسم اشارة (٢) اسم موصول (٣) علم (٤) مضاف (٥) معرف باللام (٦) منادى (٧) ضمير

قَوْلُهُ مَعْرِفَةٌ : এটি اسباب منع صرف হওয়ার জন্য শর্ত علم হওয়া। যেমন– عمر-এর মধ্যে এক সবব معرفة অপর সবব عدل -যদি কেউ বলে معرفة-এর অনেক প্রকার রয়েছে, এগুলোর মধ্যে হতে علم-কে কেন সববের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে ? তদুত্তরে বলা যায়, اقسام معرفه হতে শুধু علمية কে গণ্য করার কারণ معرفة-এর অনেক প্রকার রয়েছে

যেমন– اسم الموصول، اسم الاشارة ও ضمير অথচ গায়রে মুনসারিফ প্রকৃতপক্ষে মু'রাবের একটি প্রকার। আর معرف باللام ও معرف بنداء এ দু'টি গায়রে মুনসারিফ এ পরিণত করে থাকে, আবার منادى নাহুশাস্ত্রবিদ্‌দের মতে অন্তর্ভুক্ত। তাই একমাত্র علم-ই গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন।

* যদি কেউ প্রশ্ন করে, যখন اقسام معرفة-এর মধ্যে হতে কেবলমাত্র علمية-ই منع صرف-এর সবব, তাই দীর্ঘ ব্যবহার না করে المعرفة-এর পরিবর্তে علمية বলেননি কেন? উত্তর : اسباب منع صرف হতে প্রত্যেক সবব অন্য একটির فرع, মা'রেফাকে علمية-এর তুলনায় নাকেরার فرع হওয়া অত্যধিক প্রকাশ্য। মা'রেফাকে منع صرف-এর সবব এবং علمية-কে তার শর্ত নির্ণয় করা হয়।

* عَلَمٌ অন্যান্য আটটি সববের মধ্য হতে عدل ও وزن فعل، عجمه، تانيث ، الف ونون زائدتان ، تركيب مزجى যে কোনো একটি সববের সাথে মিলিত হয়ে ইসমকে গায়রে মুনসারিফ বানাতে পারে। তার বিবরণ হলো– (১) تركيب مزجى এমন যৌগিক শব্দ যার দ্বিতীয় প্রথম শব্দটি প্রথম শব্দের শেষাংশের সাথে মিলিত হয়ে একই শব্দে পরিণত হয়েছে। এ সময়ে দ্বিতীয় শব্দের শেষাংশে সর্ব প্রকারের এ'রাব তথা معرب বা مبنى-এর আলামত জারি হবে। যেমন– بعلبك ; এতে تركيب مزجى-এর সাথে علمية মিলিত হয়। (২) الف ونون زائدتان এমন শব্দ যার শেষে অতিরিক্ত الف ও نون হবে যেমন– مروان- যদি আলিফ ও নূন অক্ষর দু'টি কোনো শব্দের মূলাংশ হয়, তাহলে গায়রে মুনসারিফ হবে না। الف ونون زائدتان-এর সাথে علمية যোগ হয়ে থাকে। (৩) تانيث এমন শব্দ যার শেষে تاء হবে এবং শব্দটি علم হবে। চাই তা পুরুষের علم হোক। যেমন– طلحة অথবা মহিলার علم হোক। যেমন– فاطمة (৪) عجمة এমন শব্দ যা অনারবি। এটি علم-এর সাথে মিলে যে কোনো শব্দকে দু'টি শর্তসাপেক্ষে গায়রে মুনসারিফ করে দেয়। যথা– (১) عجمة তে علم হওয়া (২) তিনাক্ষর হতে অতিরিক্ত হওয়া। (৫) وزن فعل অর্থাৎ শব্দটি ফে'লের ওযনের সাথে خاص হওয়া। যেমন– ضرب ; এটিতে وزن فعل এবং علم দু'টো سبب মিলে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। (৬) عدل কোনো اسم তার মূলরূপ থেকে পরিবর্তন হওয়া, চাই সেই عدل টি তাহক্বিকী হোক বা তাক্বদীরী হোক। তার সাথে علم মিলিত হলে গায়রে মুনসারিফ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ الْعُجْمَةُ : عجمة-এর منع صرف-এর সবব হওয়ার জন্য শর্ত হলো অনারবি ভাষায় কোনো কিছুর নাম হওয়া। কেননা, عجمة হলো তা যাকে অনারবী প্রণয়ন করেছেন। এটা প্রকাশ্য যে, আরবি শব্দ না হলে তাকে উচ্চারণ করা আরববাসীদের উপর কঠিন হয়। তাই আরববাসীরা তার ভারীত্ব দূর করার জন্য তার মধ্যে কিছু تصرف (রদবদল) করে থাকে, আর যেহেতু عجمة-এর منع صرف-এর সবব হওয়া কেবল নিজের ثقل-এর কারণে। তাই عجمة হতে ثقالة (ভারীত্ব) চলে যায়। কাজেই তা সববের উপযুক্ত হতে পারে না। সুতরাং তার মধ্যে এ শর্ত করা হয়েছে যে, لغة عجم-এর মধ্যে কোনো কিছুর علم হওয়া। তা হাক্বিকীভাবে হোক। যেমন– ابراهيم, এটি আজমীদের নিকট علم অথবা হুকমীভাবে হোক যেমন– قالون, এটি لغة عجم-এর মধ্যে কোনো কিছুর নাম নয়। প্রত্যেক শক্তিশালী, উত্তম, উর্বর বস্তুকে قالون বলা হয়। আর আরবদেশে উত্তম কিরাতের কারণে قراء سبعة (সাত কারী)-এর মধ্য হতে একজন কারীর নাম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ تَحَرُّكُ : এটি عجمة গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য দ্বিতীয় সুরত। মূল এবারত আলোচিত দু'টি সুরত থেকে একটি পাওয়া যাওয়া জরুরি। হয়তো علمية-এর মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট হবে অথবা متحرك الاوسط না হলে তিন হরফ থেকে অতিরিক্ত হবে। عجمة-এর মধ্যে এ শর্তটি সাব্যস্ত করার কারণ হলো, عجمة আপেক্ষিক বস্তু। শব্দের মধ্যে তার কোনো প্রকাশ্য প্রভাব পড়ে না। যদি মধ্যাক্ষর হরকত বিশিষ্ট না হয় তাহলে কালিমা তিন হরফ থেকে অতিরিক্ত হওয়া উচিত। যেন ثقالة (ভারীত্ব) সৃষ্টি হয়ে তা গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়া শুদ্ধ হয়।

* মুসান্নিফ (র.) প্রথমে عدم شرط-এর উপর تفريع বর্ণনা করেছেন। এরপর وجود شرط-এর উপর تفريع বর্ণনা করেছেন। অথচ যুক্তিসঙ্গত ছিল وجود شرط-এর উপর تفريع বর্ণনা করার পর عدم شرط-এর উপর تفريع বর্ণনা করা। এরূপ করার কারণ হলো- এটা দ্বারা তিনি এমন কতেক নাহুবিদদের মতামতকে খণ্ডন করা উদ্দেশ্য করেছেন, যারা هند-এর

উপর نوح-কে কিয়াস করত نوح শব্দকে মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ পড়া বৈধ বলে থাকেন। বিবরণ হলো, কতেক নাহুবিদ বলে থাকেন, যেমনিভাবে هند-এর মধ্যে تانيث টি تحرك الاوسط-এর সাথে শর্তযুক্ত ছিল। আর تحرك الاوسط না হওয়া অবস্থায় علمية ও تانيث معنوى-এর কারণে তাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া বৈধ ছিল, তেমনিভাবে نوح-এর মধ্যে عجمة পাওয়া যাওয়ার শর্তে تحرك الاوسط না হওয়ার পরও علمية ও عجمة-এর কারণে তাকে মুনসারিফ পড়া বৈধ হওয়া উচিত; কাজেই জমহুরের পক্ষ থেকে আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) উত্তর দিচ্ছেন যে, عجمة-এর তুলনায় تانيث শক্তিশালী। কারণ تانيث-এর اثر (প্রভাব) কখনও لفظ-এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে থাকে। যেমন—هند-এর هنيدة-تصغير আসে; কিন্তু عجمة তার বিপরীত। তার اثر মোটেই শব্দে প্রকাশিত হয় না। তাই تانيث ও عجمة-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আর هند-এর উপর نوح শব্দকে অনুমান করা قياس مع الفارق; সুতরাং نوح শব্দ মুনসারিফ হবে এবং هند শব্দটি মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ উভয়টি পড়া বৈধ।

* نوح শব্দটি দ্বিতীয় শর্তের দৃষ্টিতে মুনসারিফ যদিও বা نوح শব্দটি عجمة-এর মধ্যে علم; কিন্তু তিনাক্ষর বিশিষ্ট ساكن الاوسط হয়েছে। এ কারণেই মুসান্নিফ (র.)-এর মতে نوح শব্দটি ওয়াজিব হিসাবে মুনসারিফ; কেননা, عجمة হলো দুর্বল সবব। যেহেতু এটা معنوى বস্তু। তাই তিনাক্ষর বিশিষ্ট ساكن الاوسط হওয়ার সময়ে তার প্রভাব বৈধ হবে না। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ساكن الاوسط হওয়া সত্ত্বেও তার প্রভাবকে কেন গণ্য করেছেন? যেহেতু তিনি বলেছেন فهند يجوز صرفه তদুত্তরে বলা হয় تانيث-কে عجمة-এর উপর قياس করাটা قياس مع الفارق; কেননা, تانيث معنوى টা উহ্য প্রতীক। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার প্রভাব প্রকাশ পায়। যেমন— تصغير-এর সময়ে তা প্রকাশিত হয়। تانيث معنوى-এর মধ্যে এক ধরনের শক্তি রয়েছে বিধায় তিনাক্ষর বিশিষ্ট ساكن الاوسط হওয়ার সময়েও তাকে গণ্য করা বৈধ।

قَوْلُهُ شَتَرُ وَاِبْرَاهِيْمُ : شتر শব্দটি تحرك الاوسط হওয়া এবং ابراهيم শব্দটি তিনাক্ষরের অধিক হওয়ার কারণে গায়রে মুনসারিফ। شتر একটি দুর্গের নাম, যা বকর শহরে বিদ্যমান। কেউ কেউ বকর শহরের নাম شتر বলে মত প্রকাশ করেছেন। আর তারা বলেছেন, শব্দটি عجمه ও علمية-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ নয়; বরং علمية ও تانيث معنوى-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে। কেননা, শহরগুলো تانيث হয়ে থাকে।

* মুসান্নিফ (র.) একটি জরুরি বিষয়কে পরিত্যাগ করেছেন আর তা হলো প্রথম শর্তের পর تفريع বর্ণনা না করে দ্বিতীয় শর্তের تفريع বর্ণনা করেছেন; কিন্তু প্রথমটির تفريع বর্ণনা করার পর দ্বিতীয়টির تفريع-কে বর্ণনা করা সমীচীন ছিল।
উত্তর : মুসান্নিফ (র.) দ্বিতীয় শর্তের تفريع-কে এ জন্য উপস্থাপন করেছেন যে, এটি مختلف فيه - কেননা, তিনাক্ষর বিশিষ্ট ساكن الاوسط হয়ে যে عجمة হয়, অধিকাংশ নাহুবিদ্দের মতে তা سبب مؤثر হয়ে থাকে। কতেক নাহুবিদদের মতে হয় না। কাজেই দ্বিতীয় শর্তের تفريع-কে গুরুত্বারোপের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রথম শর্তের বিপরীত। কেননা, প্রথম শর্তটি متفق عليه তাইতো عجمة নাকেরা হলে সর্বসম্মতিক্রমে مؤثر হয় না। এ জন্যই প্রথম تفريع-কে বর্ণনা করা জরুরি নয়। এ দিকেই আশেকে রাসূল ﷺ আব্দুর রহমান জামী (র.) ইঙ্গিত করত বলেছেন—وَاِنَّمَا خُصَّ تَفْرِيْعُ بِالشَّرْطِ الثَّانِىْ। সারকথা, মুসান্নিফ (র.) فنوح منصرف বলার মাধ্যমে কোনো تفريع বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই কোনো জটিলতা থাকে না। তাঁর কাছে সত্য হিসেবে প্রমাণিত একটি কথার দিকে সতর্ক করে দেওয়াই উদ্দেশ্য, তা হলো نوح শব্দটি মুনসারিফ। কেননা, যদি দ্বিতীয় শর্তের تفريع বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ابراهيم ও شتر শব্দদ্বয় গায়রে মুনসারিফ হওয়াকে نوح শব্দটি মুনসারিফ হওয়ার উপর মুকাদ্দাম করা হতো। কেননা, شرط ثانى-এর অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। পক্ষান্তরে نوح শব্দের মধ্যে দ্বিতীয় শর্ত অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, ছয়টি নাম ব্যতীত সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর নাম গায়রে মুনসারিফ। যেমন কেউ কবিতা আকারে উল্লেখ করেছেন—

گر ہمی خواہی کہ دانی اسم ہر پیغمبرے * تاکدام است ای برادر نزد نحوی منصرف
صالح وہود ومحمد وشعیب ونوح ولوط * منصرف دان دگر باقی ہمہ لاینصرف

نوح - لوط শব্দদ্বয় عجمة হওয়া সত্ত্বেও عجمة-এর شرط تاثير পাওয়া না যাওয়ার কারণে মুনসারিফ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন هود শব্দটি ও عجمة আর এটা সীবাওয়াইহের মাযহাব; এ কথা প্রসিদ্ধ যে, তিনি (هود) হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম)-এর اولاد নন। স্বতঃসিদ্ধ করা যে, যা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর পূর্বকালের তাই আজমী كذا فى التواريخ المتقب। আর এটি সীবাওয়াইহের থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ উক্তি। কেউ বলেছেন, আল্লামা যামখ্‌শারী কাশ্‌শাফের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, হযরত আদম (আ.) আরবি ভাষায় কথোপকথন করতেন। তদুত্তর হলো হযরত আদম (আ.) সকল ভাষায় কথা বলতে সক্ষম ছিলেন। কাজেই আরবি ভাষায় কথা বলা এ কথাকে আবশ্যক করে না, তিনি নিজেই আরবি লোক ছিলেন। অন্যথা, সর্ব সময়ে আরবি ভাষায় কথা বলা লোক আরবি হওয়াকে আবশ্যক করে। হযরত আদম (আ.)-এর বংশধর থেকে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর যুগ পর্যন্ত কেউ আরবি ভাষা ব্যবহার করেনি।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَعْرِفَةُ شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ الخ : المعرفة মুবতাদায়ে আউওয়াল, شرط মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। ان মাওসূলে হরফ, تكون ফে'লে নাকেস, যমীর هى তার ইসম, علمية খবর تكون ফে'লে নাকেস- তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূফ ও তার সেলাহ মিলে খবর মুবতাদায়ে ছানী ও তার খবর মিলে খবর হয়েছে। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। العجمة মুবতাদায়ে আউওয়াল, شرط মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। ان মাওসূলে হরফী, تكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هى ইসম, علمية খবর। فى হরফে জার, العجمة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে সম্পৃক্ত হয়েছে تكون ফে'লের সাথে, تكون ফে'লে নাকেস, তার ইসম ও খবর এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূফ ও সেলাহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ تحرك মুযাফ, الحرف উহ্য মাওসূফ, الاوسط সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। و হরফে আতফ. الزيادة মাসদার শিব্‌হে ফে'ল, তার মধ্যে অন্তর্নিহিত যমীর ফায়েল, على হরফে জার, الثلثة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে الزيادة-এর সাথে। الزيادة শিব্‌হে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে মা'তূফ। تحرك الاوسط মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর মুবতাদায়ে আউওয়াল ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فاء টি ফসীহা, نوح মুবতাদা, منصرف ইসমে ফায়েল, যমীর هو উহ্য ফায়েল। منصرف ইসমে ফায়েল ও তার ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। اذا كان الامر كذا উহ্য শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। او হরফে আতফ. شتر মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্‌ফ, ابراهيم মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা, ممتنع ইসমে ফায়েলের সীগাহ শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিব্‌হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْجَمْعُ شَرْطُهُ صِيْغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ بِغَيْرِ هَاءٍ كَمَسَاجِدَ وَمَصَابِيْحَ وَاَمَّا فَرَازِنَةٌ فَمُنْصَرِفٌ وَحَضَاجِرُ عَلَمًا لِلضَّبْعِ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ لِاَنَّهُ مَنْقُوْلٌ عَنِ الْجَمْعِ وَسَرَاوِيْلُ اِذَا لَمْ يُصْرَفْ وَهُوَ الْاَكْثَرُ فَقَدْ قِيْلَ اَعْجَمِيٌّ حُمِلَ عَلٰى مَوَازِنِهِ وَقِيْلَ عَرَبِيٌّ جَمْعُ سِرْوَالَةٍ تَقْدِيْرًا وَاِذَا صُرِفَ فَلَا اِشْكَالَ وَنَحْوُ جَوَارٍ رَفْعًا وَجَرًّا كَقَاضٍ -

---

অনুবাদ : الجمع.، এটার শর্ত هاء ব্যতীত। منتهى الجموع-এর সীগাহ (রূপ) হওয়া যেমন–مَسَاجِدُ (মসজিদসমূহ), مَصَابِيْحُ (প্রদীপসমূহ)। অতঃপর فَرَازِنَةٌ (দাবাখেলার মন্ত্রী) হলো মুনসারিফ। حَضَاجِرُ গোরখোদক জন্তু (ফারসি ভাষায় گوركن গোরকন)-এর علم (নামবাচক বিশেষ্য) হওয়া অবস্থায় তা গায়রে মুনসারিফ। কেননা, এটা جمع থেকে স্থানান্তরিত। আর سَرَاوِيْلُ যখন মুনসারিফ পড়া হয় না, ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা অধিক প্রচলিত। অতঃপর কেউ বলেছেন এটি (سَرَاوِيْلُ) আজমী। এটাকে তার (جمع منتهى الجموع) ওযনসমূহের উপর ব্যবহার করা হয়েছে। আর কেউ বলেছেন, এটি আরবি। মেনে নেওয়া অনুপাতে سِرْوَالَةٌ-এর বহুবচন। যদি এটাকে মুনসারিফ পড়া হয়, তাহলে কোনো সমস্যা থাকে না। جَوَارٍ-এর সমগোত্রীয় শব্দগুলো رفع ও جر-এর অবস্থায় قَاضٍ শব্দের মতো হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْجَمْعُ : عجمة-এর বর্ণনা থেকে অবসর হয়ে মুসান্নিফ (র.) جمع-এর বর্ণনা শুরু করেছেন, যা নয়টি সববের মধ্যে ষষ্ঠতম। একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, جمع-কে নয়টি সববের মধ্যে গণনা করা ঠিক নয়। কেননা, جمع ইসমের সমগোত্রীয়, যার বর্ণনা সামনে আসবে। আর সবব নয়টি হলো اسم-এর সিফাতের সমগোত্রীয়। **উত্তর :** এখানে جمع রূপকার্থে جمعية উদ্দেশ্য, যা اطلاق ملزوم وارادة لازم তথা ملزوم প্রয়োগ করত لازم উদ্দেশ্য নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত।

* جمع منتهى الجموع এমন جمع যার পরে আর جمع হতে পারে না। جموع শব্দটি جمع-এর বহুবচন। যেমন–واحد-এর বহুবচন احاد। আর انتهاء থেকে منتهى নির্গত হয়েছে। এটা বাবে افتعال-এর মাসদার। অর্থ- কোনো কিছু শেষ সীমায় পৌঁছা, চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছা। جمع منتهى এটি দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণ যেহেতু এটা এমন এক ধরনের جمع , যার পরে আর جمع হতে পারে না। যেমন– مساجد এটা مسجد-এর جمع, তার আর جمع হতে পারে না। كلب-এর বহুবচন اكلب-এর বহুবচন اكالب। আর منتهى الجمع -এর পরিচয় বহুবচনের الف-এর পরে দু'টি হরফ হওয়া। যেমন– مساجد অথবা তাশদীদযুক্ত একটি অক্ষর হওয়া। যেমন– دواب অথবা তিনাক্ষর হবে; যার মধ্যাক্ষর সাকিন। যেমন– مصابيح এই منتهى الجموع -এর সীগাহকে جمع-এর জন্য শর্তারোপ করা হয়েছে, যেন তার মধ্যে কোনো রূপ পরিবর্তন হতে না পারে। কেননা, এটা পুনরায় جمع تكسير আসে না বিধায় এক প্রকারের দৃঢ়তার কারণে দু'সববের تاثير (প্রভাব) সৃষ্টি হয়ে যায়।

* الجمع -এর মধ্যস্থিত আলিফ-লামটি عهد خارجى অর্থাৎ ঐ جمع যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত। এখানে جمع বলতে جمع من حيث الجمع উদ্দেশ্য, পারিভাষিক جمع উদ্দেশ্য নয়। এখানে جمع দ্বারা فرد كامل উদ্দেশ্য। আর তা হলো جمع مكسر , কারণ جمع سالم-এর মধ্যে واحد-এর ভিত্তি ঠিক থাকে, যেন এটি جمع-ই হয়নি।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ هَاءٍ الخ : যে সমস্ত جمع দু'সববের স্থলাভিষিক্ত হবে ঐ গুলোতে جمع منتهى الجموع-এর শর্ত ব্যতীত আরেকটি শর্ত তার মধ্যে এমন تاء হবে না যা ওয়াক্‌ফ অবস্থায় هاء হয়ে যায়। সারকথা, যে সমস্ত শব্দের শেষে هاء হবে, ঐ

গুলো منتهى الجموع হতে পারে না। কেননা, যদি جمع-এর পরে هاء হয়, তাহলে তা একবচনের সাথে মিলে যাবে। واحد ও جمع কোনো পার্থক্য থাকবে না। এই কারণে جمعية-এর মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে। তাই এটা منع صرف-এর মধ্যে প্রভাবকারী হবে না।

قَوْلُهُ اَمَّا فَرَازِنَةٌ الخ : اما -এর জওয়াবে فاء আসা ওয়াজিব। আর اما আত্ফ অর্থে ব্যবহৃত হলে, এটার জওয়াবে فاء আসতেও পারে ; নাও আসতে পারে। فرازنة এটি فرزين-এর جمع – فرازنة -এর মধ্যে تاء যুক্ত হওয়ার কারণে এটি طواعية মুফরাদের একই ওযনে হওয়াতে তার جمعية-এর মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং এটি গায়রে মুনসারিফ হবে না; বরং মুনসারিফ হবে।

* فرازنة এবং তার মতো ঐ সমস্ত جمع, যা منتهى الجموع-এর ওযনে হয়; কিন্তু তার মধ্যে تاء تانيث পাওয়া গেলে তা মুনসারিফ হবে। কেননা, তার মধ্যে منع صرف-এর প্রভাব সৃষ্টিকারী جمع-এর শর্ত পাওয়া যায়নি। আর তা হলো تاء تانيث না হওয়া। فرازنة-এর মধ্যে تاء تانيث বিদ্যমান। মুসান্নিফ (র.) شرط ثانى না পাওয়া তথা هاء না হওয়ার উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। আর شرط اول না হওয়া তথা منتهى الجموع-এর সীগাহ হওয়ার উদাহরণ উল্লেখ করেননি। তার কারণ شرط ثانى বিদ্যমান না হওয়ার উদাহরণ কম হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে شرط اول না হওয়ার দৃষ্টান্ত অনেক।

* মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি فرازنة فمنصرف-এর মধ্যে মুনসারিফ শব্দটি তার খবর। মুবতাদা ও খবরের মধ্যে সামঞ্জস্যতা (مطابقة) শর্ত। তাই وَاَمَّا فَرَازِنَةٌ فَمُنْصَرِفَةٌ বলা উচিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও مطابقة রক্ষা না করার কারণ– فرازنة দ্বারা لفظ فرازنة উদ্দেশ্য, তা নিঃসন্দেহে পুংলিঙ্গ।

* যখন فرازنة টি গায়রে মুনসারিফ, তার উপর মুনসারিফের حكم দেওয়া বাস্তবতা বিরোধী। **উত্তর :** তার উপর মুনসারিফ হওয়ার হুকুম দেওয়াটা مسمى (সত্তা) অনুপাতে, আর এটি মুনসারিফ। اسم অনুপাতে নয়। تاء-فرازنة-এর মধ্যে عارضى রয়েছে আর عارضى গ্রহণযোগ্য না হওয়ার হুকুমের মধ্যে হয়ে থাকে। كما هو الشائع তাই এ تاء-কে عدم-এর হুকুমে কেন গণ্য করা হয়নি ? যাতে منتهى الجموع-এর সীগাহ تاء عارضية থাকা সত্ত্বেও مؤثر হতো। আর জওয়াব হলো تاء-কে عدم-এর হুকুমে এ জন্যই গণ্য করা হয়নি। যে, এটি وزن-এর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলে, যদিও তা عارضى ।

قَوْلُهُ حَضَاجِرُ : এই বাক্যটি একটি উহ্য প্রশ্নের জওয়াব। আর ঐ উহ্য প্রশ্ন হলো, মুসান্নিফ (র.) ইতঃপূর্বে جمعية-কে منع صرف-এর সবব এবং صيغة منتهى الجموع-কে শর্ত স্থির করেছেন। এটা প্রকাশ্য যে, حضاجر শব্দটি جمع منتهى الجموع-এর ওযনে হয়েছে ; কিন্তু جمع নয়। কাজেই যখন حضاجر-এর মধ্যে গায়রে মুনসারিফের সবব অর্থাৎ جمع হওয়া অনুপস্থিত, তখন এটাকে কিভাবে গায়রে মুনসারিফ পড়া শুদ্ধ। **উত্তর :** حضاجر-এর মধ্যে দু'টি অবকাশ রয়েছে। একটি হলো, এটা كفتار-এর অর্থে ব্যবহৃত। অপরটি قمطر-এর ওযনে حضجر-এর বহুবচন। প্রথমটির অর্থ বৃশ্চিক, দ্বিতীয়টির অর্থ– عظيم البطن (বড় পেটওয়ালা)। যদি প্রকৃতপক্ষে حضجر-এর বহুবচন হয়, তখন তাতে কোনো আপত্তি আসে না। কেননা, ঐ সময় গায়রে মুনসারিফের একটি সবব جمع এবং ঐ সববের শর্তও পাওয়া গেছে। যখন كفتار তথা বৃশ্চিকের علم جنس হবে, তখন নিঃসন্দেহে উপরোক্ত আপত্তিটি উত্থাপিত হবে। এ আপত্তি নিরসনে বলা হবে حضاجر যদিও বৃশ্চিকের علم جنس ; কিন্তু মূলত حضجر-এর বহুবচন। جمعية হতে নকল করে এটাকে ضبع بمعنى كفتار-এর علم جنس করা হয়েছে। তাই جمعية اصلية-এর কারণে তা গায়রে মুনসারিফ হওয়া দ্বারা বুঝা যায়, جمع হলো عام ; এটি اصلى ও حالى উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, আর منع صرف-এর সবব হওয়ার জন্য فى الحال বহুবচন হওয়া শর্ত নয়। আসলের অনুপাতে এ جمع হওয়াই যথেষ্ট। তখন একটি আপত্তি আসে, جمع-এর মধ্যে যখন جمعية اصلية গ্রহণযোগ্য তখন মুসান্নিফ (র.) شرطه ان يكون فى الاصل না বলার কারণ কি ? **উত্তর :** যদি এখানেও اصلية-কে শর্ত সাব্যস্ত করা হতো, তাহলে এ ধারণা সৃষ্টি হতো যে, وصف-এর মতো جمع ও اصلى এবং عارضى হয়ে

থাকে; অথচ جمع কখনও عارضى হয় না। যদি কেউ এ প্রশ্ন করে, সাব্যস্ত হলো حضاجر শব্দটি فى الحال বহুবচন নয়; বরং বহুবচন হতে منقول হয়েছে। আর منقول اليه ও منقول عنه উভয়ের মধ্যে কোনো না কোনো সম্পর্ক হওয়া উচিত। এখানে কোন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে? **উত্তর :** حَضَاجِرُ এটি منقول عنه- حَضْجَرٌ بِمَعْنَى عَظِيْمُ الْبَطْنِ-এর বহুবচন। যেহেতু ضبع بمعنى كفتار ও বড় পেট বিশিষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই مبالغة স্বরূপ তাকে حضاجر বলা হয়ে থাকে। যেন তার প্রত্যেকটি ফরদ বড় পেটওয়ালাদের একটি দল।

قَوْلُهُ عَلَمًا لِلضَّبُعِ : الضبع শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ; তার পুংলিঙ্গ ضبعان আসে। سرحان-এর বহুবচন যেভাবে سراحين ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ ضبعان-এর বহুবচন ضباعين আসে। কোনো কোনো সময় এটার স্ত্রীলিঙ্গ ضبعانة ; যার বহুবচন ضبعانات ব্যবহার দেখা যায়। আল্লামা ইবনে বারী (র.)-এর মতে ضبعانة স্ত্রীলিঙ্গের ব্যবহার প্রসিদ্ধ নয়। الصراح কিতাবের গ্রন্থকার حضاجر-এর অর্থ–كفتار বর্ণনা করেছেন। الضبع শব্দটি ض যবর ও باء পেশ যোগে পড়া হলে উপরোক্ত অর্থ হয়। হিন্দী ভাষায় ترس তথা ভয়ের অর্থে ব্যবহার হয়। বাংলা ভাষায় বলা হলো "গণ্ডার"। ফারসিতে كفتار , ইবনুল আনবারী'র মতে الضبع শব্দটি পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ের উপর প্রয়োগ হয়ে থাকে। الضبع-এর তাসীর اضيبع আসে। খাত্তাবী বলেছেন–الاضيبع نوع من الطيور। অর্থাৎ এক প্রকার পাখি। আরবি ভাষায় এটার অন্যান্য নাম রয়েছে। যেমন– ام خنور ، ام طريق ، ام عامر ، ام القبور ، ام نوفل। শায়খ কামালুদ্দীন দুমাইয়ারী মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে ঈসা (র.) حياة الحيوان الكبرى গ্রন্থে এটার পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন– اَلضَّبُعُ حَيَوَانٌ قَلِيْلُ الْعَدْوِ قَبِيْحُ الْمَنْظَرِ يَنْبُشُ الْقُبُوْرَ وَيُخْرِجُ الْجِيَفَ। অর্থাৎ ضبع কম দৌড় বিশিষ্ট বিশ্রী প্রাণী, যা কবর খনন করতঃ লাশ বের করে। মোটকথা, তারা এক প্রকার লাশ খেঁকো নেকড়ে, যারা কবর থেকে লাশ বের করে খেয়ে ফেলে।

اَلضَّبُعُ-এর বৈশিষ্ট্যাবলি : (১) বড় পেটওয়ালা (عظيم البطن) (২) এক বছর পুংলিঙ্গ, আরেক বছর স্ত্রীলিঙ্গ থাকে; যেমন খরগোশ এরূপ হয়। (৩) কুকুরের সাথে তার চরম শত্রুতা রয়েছে। কুকুরের উপর ضبع-এর ছায়া পড়লেও থেমে যায় এবং আতঙ্কিত হয়ে চলাচল করতে পারে না। (৪) এটার হায়েয (ঋতুস্রাব) হয়ে থাকে। (৫) এটার মানুষের গোশ্‌তের প্রতি অত্যধিত আসক্তি রয়েছে। এমনকি কোনো মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে, তার মাথার নিচে গর্ত খনন করে কণ্ঠনালী চেপে ধরে মেরে ফেলে। অতঃপর রক্ত মাংস খেয়ে থাকে। (৬) আরববাসীরা নাজুক পরিস্থিতিতে এটার উপমা পেশ করে থাকে। যেমন জঙ্গলে ছাগল ছেড়ে দিয়ে বলতো اللهم ضبعا و ذئبا অর্থাৎ হে আল্লাহ ! আমার ছাগল পালের মাঝে ضبع ও বাঘকে একত্রিত করে দাও, যাতে নিরাপত্তা লাভ করে। (৭) এটা অসুস্থ হলে কুকুরের মাংস খেয়ে আরোগ্য লাভ করে। (৮) নেক্‌ড়ে বাঘের সাথে সহবাস করার মাধ্যমে ভয়ানক আকৃতি বিশিষ্ট জন্তু প্রসব করে। (৯) পুংলিঙ্গ থাকা অবস্থায় গর্ভধারণ করত স্ত্রীলিঙ্গ অবস্থায় বাচ্চা প্রসব করার অভ্যাস রয়েছে।

ضبع সম্পর্কীয় ঘটনা : شعب الايمان-এ ইমাম বায়হাকী (র.) বর্ণনা করেছেন, আবূ ওবায়দা মুয়াম্মার ইবনে মুসান্না (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ইউনুস ইবনে হাবীব (রা.) থেকে প্রশ্ন করলেন كمجير ام عامر-এর প্রবাদ সম্পর্কে। তিনি বললেন, ام عامر। হলো ضبع নামক একটি হিংস্র প্রাণী। আর তিনি নিম্নের ঘটনাটি হিংস্র স্বভাবের প্রাণী ام عامر, শিকার করার উদ্দেশ্যে তারা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল। জন্তুটি ভয়ে এক বেদুঈনের তাঁবুতে ঢুকে আশ্রয় নিল। বেদুঈন জন্তুটিকে শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করলো। আর উত্তেজিত হয়ে বলল, তোমাদের কি অবস্থা? অবশেষে তার জন্তুটিকে ছেড়ে চলে গেল। বেদুঈন জন্তুটির খুব যত্ন নিল এবং তাকে দুধ পান করালো। জন্তুটি বেদুঈনের কাছে লালিত-পালিত হয়ে একদিন সেটি বেদুঈনের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে পেট ফেঁড়ে রক্ত পান করে নিল।

* **صيغة منتهى الجموع-এর ওযনসমূহ :** صيغة منتهى الجموع-এর ওযন তেরটি। যথা–
১. مَفَاعِيْلُ যথা– مَصَابِيْحُ ; এটা مِصْبَاحٌ-এর বহুবচন। ২. مَفَاعِلُ যথা– مَسَاجِدُ ; এটা مَسْجِدٌ-এর বহুবচন।
৩. فَعَالِيْنُ যথা– سَلَاطِيْنُ যা سُلْطَانٌ-এর বহুবচন। ৪. فَوَاعِلُ যথা– ضَوَارِبُ এটার একবচন ضَارِبٌ।

৫. اَفَاعِلُ যথা– اَكَارِمُ এটার একবচন اَكْرَمُ ।
৬. فَعَالِنُ যথা– بَلَاغِنُ এটা بَلْغَنٌ-এর বহুবচন।
৭. فَعَائِلُ যথা– صَحَائِفُ এটা صَحِيْفَةٌ-এর বহুবচন।
৮. فَعَالِلُ যথা– جَعَافِرُ-এর একবচন جَعْفَرٌ ।
৯. فُعَالِى যথা– كُرَاسِى এটা كُرْسِىٌّ-এর বহুবচন।
১০. فَعَالِيْلُ যথা– قَنَادِيْلُ-এর একবচন قِنْدِيْلٌ ।
১১. اَفَاعِيْلُ যথা– اَقَالِيْمُ-এর একবচন اَقْلِيْمٌ ।
১২. تَفَاعِيْلُ যথা– تَمَاثِيْلُ এটা تِمْثَالٌ-এর বহুবচন।
১৩. تَفَاعِلُ যথা– تَجَارِبُ-এর একবচন تَجْرِبَةٌ ।

* اسم তিন প্রকার। যথা–(১) اسم جنس (২) علم جنس (৩) علم ; (১) اسم جنس : তাকে বলা হয়, যাকে অভিধান প্রণেতা গঠন করার সময় আফরাদ হতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে نفس ماهية-এর تصور (কল্পনা) করে। অন্যভাবে বলা যায়–اِنَّ اِطْلَاقَ اِسْمِ الْجِنْسِ عَلَى الْفَرْدِ بِطَرِيْقِ الْحَقِيْقَةِ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى الْكَثِيْرِ بَلْ عَلَى فَرْدٍ بِطَرِيْقِ الْبَدَلِيَّةِ যেমন– [illegible]! শব্দকে অভিধান প্রণেতা ماهية حيوان مفترس-এর জন্য গঠন করেছেন, তার মধ্যে আফরাদের প্রতি কোনো লক্ষ্য নেই। (২) علم جنس : তাকে বলা হয়, যাকে অভিধান প্রণেতা গঠন করার সময় ماهية-কে خصوصيات ذهنية-এর সাথে تصور (কল্পনা) করেছেন। (৩) علم : তাকে বলা হয় যাকে অভিধান প্রণেতা গঠন করার সময় ماهية-কে خصوصيات شخصية-এর সাথে تصور (কল্পনা) করেছেন। যেমন– زيد শব্দকে গঠন করার সময় ماهية انسانى-এর সাথে شخصيات خارجية তথা হাত ইত্যাদিও কল্পনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ سَرَاوِيْلُ : এটাও একটি উহ্য প্রশ্নের জওয়াব। প্রশ্নটি হলো, حضاجر-কে গায়রে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে যেই আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল। তার জওয়াব দেওয়া হয়েছিল যে, এটা বহুবচন থেকে منقول (স্থানান্তরিত)। কিন্তু سراويل সম্পর্কে কি বলা হবে? তাতো فى الحال বহুবচন নয়। আবার বহুবচন থেকে منقولও নয়। তবুও এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়া হয়। এ আপত্তির জওয়াব হলো, سراويل-এর منع صرف হওয়ার মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ এটাকে গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকে আর এটিই ব্যবহারের মধ্যে অধিক প্রচলিত। যেহেতু এ প্রক্রিয়ার উপর আপত্তি আসে, সেহেতু এই আপত্তির জবাবের মধ্যেও দু'টি দল রয়েছে। একদল বলেছেন এটি আজমী শব্দ। এটাকে তার একই ওযনের আরবির উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– سراويل-কে اناعيم এবং مصابيح-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে বিধায় اناعيم ও مصابيح-এর মতো এটি গায়রে মুনসারিফ। দ্বিতীয় দল বলেছেন- سراويل টি আরবি শব্দ। এটা فرضا ও تقديرا (মেনে নেওয়ার মাধ্যমে) سرِاولة-এর বহুবচন, যার অর্থ–পায়হজামার প্রত্যেকটি টুকরা। سراويل যখন ব্যবহারে গায়রে মুনসারিফ হয়ে গিয়েছে। আর منع صرف-এর সববসমূহের মধ্যে কোনো একটিও তাতে বিদ্যমান নেই, তখন তাকে سراولة-এর বহুবচন হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَدْ قِيْلَ اَعْجَمِىٌّ الخ : কোনো কোনো নাহুবিদ বলেছেন, سراويلআজমী শব্দ। এটি فى الحال এবং فى اصلا কোনো অবস্থাতেই جمع নয়, তবে আরবি ভাষায় جمع-এর ওযনসমূহের উপর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন– سراويل [illegible] اناعيم ও مصابيح এগুলোর ওযনে হয়েছে। বস্তুত سراويل ওযন অনুপাতে দু'টি جمع-এর হুকুমের মধ্যে। جمع حقيقى না হলেও جمع حكمى হয়েছে। আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে جمعية ব্যাপক। হাকীকী হোক বা হুকমী। এ কারণেও স্পষ্ট হয়েছে যে, এ উত্তরটি جمع-কে ব্যাপক আকারে রূপ দিয়েছে। নয়টি সবব থেকে অন্য একটি সবব অতিরিক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কাজেই ঐ অবস্থায় اسباب منع صرف দশটি হয়ে যাওয়ার আপত্তি একেবারে অযৌক্তিক। ঐ উত্তরের দিকে ইঙ্গিত করত আল্লামা আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন– فساد هذا الجواب -এ কথা গোপন নয় যে, কোনো বস্তুকে অপর বস্তুর উপর হামল করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে محمول-কে محمول عليه-এর হুকুম প্রদান করা। محمول عليه-এর মধ্যে হাকীকী ও হুকমীভাবে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা নয়। যেমন– دخلت-এর পরবর্তী অংশকে مكان مبهم-এর উপর ব্যবহার করত فى-কে উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে। তাই বলে এ কথা নয় যে, এটি مكان مبهم হয়ে গেছে। এখানে হাকীকী ও হুকমীভাবে ব্যাপকতা সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ وَقِيْلَ عَرَبِيٌّ جَمْعُ الخ : কোনো নাহুবিদ বলেছেন, سراويل শব্দটি ইসমে আরবি। প্রকৃতপক্ষে এটি جمع নয়। কেননা, এটি اسم جنس যার প্রয়োগ কমবেশির উপর হয়ে থাকে। তবে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, এটি سروالة-এর বহুবচন। এরূপ মনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা এ জন্য অনুভব করা হয়েছে যে, যখন ব্যবহারের ক্ষেত্রে سراويل-কে গায়রে মুনসারিফ পাওয়া গেছে, আর কায়দা রয়েছে, এই ওযন جمعية ব্যতীত منع صرف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াকারী হয় না। কাজেই এই কায়দাকে ঠিক রাখার নিমিত্তে سراويل-কে سروالة-এর বহুবচন মেনে নেওয়া হয়েছে, যেন سروالة দ্বারা سراويل-এর প্রত্যেকটি টুকরা উদ্দেশ্য। সুতরাং এতদ্ উদ্দেশ্যে سروالة-এর جمع মেনে নেওয়া হয়েছে। যেরূপ আল্লামা জামী (র.) বলেছেন– فَكَانَّهٗ سُمِّيَ كُلُّ قِطْعَةٍ مِنَ السَّرَاوِيْلِ سِرْوَالَةٌ الخ আল্লামা জামী (র.) তাঁর উক্তি فكانه سمى দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, سروالة অর্থ একটি ছিন্ন বস্ত্রের টুকরা। এই নয় যে, চাদরের একটি টুকরা। মোদ্দাকথা, سراويل শব্দটি سروالة কল্পিত একবচনের বহুবচন, প্রকৃত একবচনের বহুবচন নয়।

* মুসান্নিফ (র.) واذا صرف-এর স্থানে وان صرف বললে অত্যধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। কেননা, اذا শব্দটি يقينى বস্তুর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর سراويل-কে মুনসারিফ পড়া يقنى নয়। এর উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায়। প্রথমত سراويل-কে মুনসারিফ পড়াটা يقينى, যেমন শায়খ রাযী (র.) বলেছেন, আহলে আরব سراويل-কে মুনসারিফ পড়তো। আমি তাদেরকে নিজ কানে এরূপ পড়তে শুনেছি। তাই আমার দৃঢ়তা অর্জিত হয়েছে, سراويل শব্দটি নিঃসন্দেহে মুনসারিফ। দ্বিতীয়ত এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, اذا শব্দটি يقينى বস্তুর জন্য এসে থাকে। তবে اذا এখানে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে। কেননা, ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ (র.) اذا لم يصرف বলে এসেছেন। এ স্থানে اذا বলাটা যুক্তিযুক্ত। কেননা, سراويل শব্দটি গায়রে মুনসারিফ হওয়া দৃঢ়তা (يقين)-এর পর্যায়ে। جامع الغموص -এ আছে–

كَمَا قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْغَفُوْرِ قَوْلُهٗ وَاِذَا لَمْ يَصْرِفْ لِمَا كَانَ عَدَمُ الصَّرْفِ غَالِبًا وَالصَّرْفُ مَغْلُوْبًا كَانَ اِذَا فِي الْاَوَّلِ وَاقِعًا مَوْقَعَهٗ وَفِي الثَّانِيْ وَاقِعًا مَوْقَعَ اَنْ لِلْمُشَاكَلَةِ -

قَوْلُهٗ وَنَحْوُ جَوَارٍ الخ : যে ناقص واوى অথবা يائى - فواعل-এর ওযনে হবে এবং হরকত বিশিষ্ট মু'রাব হবে। যেমন– جوارى বহুবচন جارية-এর এবং دواعى বহুবচন داعية-এর। অতএব, এটি جر ও رفع-এর অবস্থায় حذف ياء এবং دخول تنوين-এর মধ্যে قاض-এর ন্যায়। যেমন– جَاءَنِيْ جَوَارٍ وَ مَرَرْتُ بِجَوَارٍ ; কিন্তু نصب-এর অবস্থায় উহ্য قاض-এর ন্যায় নয়; বরং সে সময় তার মধ্যে যবর বিশিষ্ট ياء হয় এবং তানবীন প্রবিষ্ট হয় না। এটি قاض-এর বিপরীত। কেননা, এটা نصب-এর অবস্থায় তারবীন গ্রহণ করে। আর এখানে একটি সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে যে, মুসান্নিফ (র.) نحو جوار-এর দ্বারা তার ব্যবহারিক পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এটি বলেননি যে, এটা মুনসারিফ-নাকি গায়রে মুনসারিফ; অথচ এখানে মুনসারিফ-নাকি গায়রে মুনসারিফ তা বর্ণনা করা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। **উত্তর :** جوار-এর সমগোত্রীয় **শব্দগুলো** মুনসারিফ নাকি গায়রে মুনসারিফ তাতে মতবিরোধ রয়েছে। এ জন্য তিনি এটাকে বর্ণনা করেননি। তিনি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে শুধু তার ব্যবহারিক পদ্ধতি বর্ণনা করত ক্ষান্ত হয়েছেন। যদি কেউ এ কথা বলে যে, جوارى ও دواعى-এর মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ পড়ার ক্ষেত্রে কি মতবিরোধ রয়েছে? উত্তরে বলা হবে, এই বিরোধ প্রকৃতপক্ষে অন্য একটি মতানৈক্যের উপর ভিত্তি করে। আর তা হলো, কোনো শব্দের انصراف ও عدم انصراف তার اعلال-এর উপর মুকাদ্দাম হয়। আর এটার দলিল علال কোনো শব্দের ভারিত্বকে দূর করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। ভারিত্ব (ثقل) تلفظ ব্যতীত প্রকাশ হয় না। আর تلفظ ব্যতীত মুনসারিফ বা গায়রে মুনসারিফ পড়া সম্ভব নয়। সুতরাং কোনো শব্দের انصراف ও عدم انصرف তার اعلال-এর উপর মুকাদ্দাম হবে। আর যখন انصراف ও عدم انصراف তার اعلال-এর উপর মুকাদ্দাম, তখন নিঃসন্দেহে تعليل-এর পূর্বে গায়রে মুনসারিফ উচ্চারণ করতে হবে। কেননা, সে সময় তার মধ্যে جمع-এর অর্থ এবং صيغة منتهى الجموع পাওয়া যায়। অতঃপর تعليل করা হবে। আর رفع-এর অবস্থায় ضمه-কে ياء-এর উপর ভারি হওয়ার কারণে বিলোপ করে দেওয়া হলো। এরপর ضمة-এর পরিবর্তে তানবীনকে প্রবেশ করা হয়েছে। অতঃপর ياء এবং

تنوين-এর মাঝে দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে يا ء-কে বিলোপ করে দেওয়ায় جوار হয়ে গেছে। আর এই تعليل মাযহাবের মতে শুধু رفع-এর অবস্থায়। نصب ও جر-এর অবস্থায় ঐ সমস্ত লোকদের মাযহাব অনুসারে কোনো تعليل হবে না। কেননা, কালিমা এ দু'অবস্থায় গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে فتح-এর সাথে معرب হবে। আর فتح টি يا ء-এর উপর ভারী নয়; তা ضمه-এর বিপরীত। কেননা, এটা رفع-এর সাথে يا ء-এর উপর ভারী থাকে। কতেক নাহুবিদ বলেছেন, কালিমার تعليل হওয়াটা انصراف ও انصراف عدم-এর ওপর মুকাদ্দাম। কেননা, تعليل-এর সম্পর্ক কালিমার সাথে। আর মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফের সম্পর্ক কালিমার সিফাতের সাথে। যেহেতু কায়দা হলো, যাত তার সিফাতের মুকাদ্দাম হয়। এ কারণে মুনাসিব হলো যাতের সাথে সম্পর্কিত বস্তু ও সিফাতের সাথে সম্পর্কিত বস্তুর উপর মুকাদ্দাম হওয়া। তাই تعليل টি যখন انصراف ও عدم انصراف-এর উপর মুকাদ্দাম হয় তখন ঐ মাযহাব মতে جوار-এর ضمة ও تنوين-এর সাথে جوارى হবে, যেহেতু يا ء-এর উপর ضمة ভারী, তাই তাকে বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর দু'সাকিন একত্র হওয়ার কারণে يا ء বিলুপ্ত হয়ে যায়। এরপর কালিমার মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত কতেক নাহুবিদ্‌রা দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল বলছেন, تعليل-এর পরে এ কালিমাটি সাধারণভাবে মুনসারিফ হবে। কেননা, تعليل-এর পরে فواعل-এর ওযন যা جمع-এর জন্য শর্ত, তা বাকি থাকে না। দ্বিতীয় দল বলছেন, تعليل-এর পরে সাধারণভাবে তা গায়রে মুনসারিফ হয়। কেননা, তার মধ্যে جمع منتهى الجموع-এর ওযন বাকি থাকে। কেননা, يا ء مقدره টি يا ء ملفوظة-এর স্থলাভিষিক্ত। তাইতো واء مهملة-এর উপর ই'রাব জারি হয় না; বরং يا ء مقدرة-এর উপরই হয়ে থাকে। তার মধ্যে তানবীনটি তার عوض -এ হবে। অর্থাৎ تنوين تمكن-কে কালিমা হতে দূর করে দ্বিতীয় তানবীনকে يا ء محذوفة-এর عوض এ প্রবেশ করা হয়েছে। আর কিছু নাহুবিদ যারা تعليل-কে منع صرف-এর উপর মুকাদ্দাম করে তারা رفع ও جر উভয়াবস্থায় تعليل করে থাকে। কেননা, ضمة ও كسرة উভয়টি حروف-এর উপর ভারী হয়। এটি প্রথম মাযহাবের বিপরীত। এর মধ্যে تعليل কেবল رفع-এর অবস্থায় হয়ে থাকে। আর মুসান্নিফ ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে ঐ কতেক নাহুবিদদের মাযহাবকে মুসান্নিফ (র.) অবলম্বন করেছেন, যারা কালিমার تعليل-কে منع صرف-এর উপর মুকাদ্দাম করে থাকে।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْجَمْعُ شَرْطُهُ صِيْغَةُ مُنْتَهَى الْجُمُوْعِ الخ : الجمع মুবতাদায়ে আউওয়াল, شرط মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। صيغة মুযাফ, منتهى মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, الجموع মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে صيغة মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবদাল. با ء হরফে জার, غير মুযাফ, ها ء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتة উহ্য শিবহে ফে'ল, তার যমীর هى ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে খবর হয়েছে মুবতাদায়ে ছানীর। মুবতাদায়ে ছানী -তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল-তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে ك হরফে জার, مساجد মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, مصابح মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল, তার যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو মুবতাদায়ে মাহ্‌যূফ ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واما فرازنة-এর মধ্যে واو হরফে আত্‌ফ, اما হরফে শর্ত তাফসীলের জন্য ব্যবহৃত। فرازنة-এর পূর্বে উহ্য لفظ মুযাফ, فرازنة মুযাফ ইলাইহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। فا টি জাওয়াবিয়্যাহ, منصرف ইসমে ফায়েলের সীগাহ, যমীর هو তার ফায়েল। ইসমে ফায়েল ও তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। তার পূর্বে শর্ত মাহ্‌যূফ রয়েছে। মূল ইবারত হলো– مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْءٍ فَفَرَازِنَةٌ مُنْصَرِفٌ শর্ত এবং জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, حضاجر যুলহাল, علما মাওসূফ, ل হরফে জার, ضبع মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য শিবহে ফে'ল ثابتا-এর সাথে যরফে মুস্তাকার হয়েছে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو তার নায়েবে ফায়েল এবং

যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। علما মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা। غير মুযাফ, منصوف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ل হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه যমীর ইসমে আন্না, منقول ইসমে মাফউলের সীগাহ, শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, عن হরফে জার, الجمع মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে منقول শিব্‌হে ফে'লের সাথে। منقول শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে খবরে আন্না। ইসমে আন্না ও তার খবরে আন্না মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে মুবতাদা-খবরের নিসবতের সাথে। মুবতাদা, খবর এবং নিছবতের যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অথবা যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। তৎপূর্বে ذالك উহ্য মুবতাদা এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'আল্লালাহ্ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, سراويل মুবতাদা, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থে মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম, لم يصرف ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। لم يصرف ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ্ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو টি ই'তিরাযিয়্যা, هو যমীর মুবতাদা। الاكثر ইসমে তাফযীলের সীগাহ, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল নায়েবে মিলে খবর। মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَقَدْ قِيلَ اَعْجَمِيٌّ حُمِلَ عَلٰى مَوَازِنِهِ وَقِيلَ الخ : فقد-এর মধ্যে فاء টি জাযাইয়্যাহ, قد হরফে তাহকীক, قيل ফে'ল, اعجمى সিফাত, তদপূর্বে لفظ উহ্য মাওসূফ, حمل ফে'ল, লুক্কায়িত যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, موازن মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে حمل-এর সাথে। حمل ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে দ্বিতীয় সিফাত। لفظ উহ্য মাওসূফ ও তার উভয় সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল। قيل ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা অথবা খবর হলো তার উহ্য মুবতাদার। মুবতাদা এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, قيل ফে'ল, عربى সিফাত, لفظ উহ্য মাওসূফ, جمع মুযাফ, سروالة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুমায়্যায, تقديرا তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে দ্বিতীয় সিফাত। মাওসূফ ও তার উভয় সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল। قيل ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে মাফউলে ফীহ্ মুকাদ্দাম, صرف ফে'ল, যমীরে هو নায়েবে ফায়েল। ফে'ল নায়েবে ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, لا নফী জিন্‌স, اشكال ইস্‌মে লা, উহ্য فيه-এর মধ্যে فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিব্‌হে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর লা, ইসমে লা ও খবরে লা মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী জুমলার উপর আত্‌ফ হয়েছে। واو হরফে ইস্‌তীনাফ, نحو মুযাফ, جوار মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুমায়্যায, رفعا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, جرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে মুবতাদা। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, قاض মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابت-এর সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

اَلتَّرْكِيْبُ شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ وَاَنْ لَّايَكُوْنَ بِاِضَافَةٍ وَلَا اِسْنَادٍ مِثْلُ بَعْلَبَكَّ . اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ اِنْ كَانَتَا فِىْ اِسْمٍ فَشَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ كَعِمْرَانَ اَوْ صِفَةٍ فَانْتِفَاءُ فَعْلَانَةٍ .

অনুবাদ : التركيب, তার শর্ত علم (নামবাচক বিশেষ্য) হওয়া এবং তা اضافة ও اسناد না হওয়া। যেমন— بَعْلَبَكَّ (একটি শহরের নাম)। الف ونون زائدتان যদি উভয় (الف ও نون) টি ইসমের মধ্যে হয়, তবে তার শর্ত علم হওয়া। যেমন— عِمْرَانُ (এক ব্যক্তির নাম) অথবা (الف و نون زائدتان) সিফাতের মধ্যে হলে, তার জন্য শর্ত (তার স্ত্রীলিঙ্গ) فَعْلَانَةٌ-এর ওযনে না হওয়া।

ব্যাখ্যা : جمع-এর আলোচনার পর মুসান্নিফ (র.) তারকীবের বর্ণনা শুরু করার কারণ হলো جمع ও تركيب উভয়টি একবচন فرع (শাখা)। جمع হলো واحد-এর শাখা আর تركيب হলো مفرد-এর শাখা। তাই جمع-এর আলোচনার পরে تركيب-এর বর্ণনা এনেছেন। الف - نون যে ইসমের মধ্যে হয়, তা مركب-এর সাথে কিছুটা সম্পর্ক রাখে। তাই تركيب-এর পর الف ونون زائدتان-কে উল্লেখ করেছেন।

تركيب **:** শব্দটি বাবে تفعيل-এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ—এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে মিলানো। পারিভাষিক অর্থে تركيب দুই অথবা ততোধিক কালিমা কোনো হরফ অংশ হওয়া ব্যতীত এক হওয়া। যখন تركيب-এর সংজ্ঞায় এই শর্ত দেওয়া হলো যে, কোনো হরফ তার অংশ হবে না, তখন بصرى ও النجم এ সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে গেছে। কেননা, উভয়ের মধ্যে হরফ অংশ হিসেবে রয়েছে। প্রথমটিতে لام, দ্বিতীয়টিতে ياء; সুতরাং এই আপত্তি করা চলবে না যে, উভয়টি عجمة ও تركيب-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হওয়া উচিত।

تَرْكِيْب-এর প্রকারসমূহ : تركيب মোট ছয় প্রকার। যথা—(১) تركيب اسنادى যথা— زَيْدٌ قَائِمٌ (২) تركيب اضافى যথা— سيبويه (৩) تركيب صوتى যথা— اَهْلُ الْبَيْتِ (৪) تركيب توصيفى যথা— رَجُلٌ عَالِمٌ (৫) تركيب تعدادى যথা— اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (৬) تركيب امتزاجى যথা— حَضْرَمَوْتَ।

উপরোক্ত تركيب-এর প্রকারগুলোর মধ্যে গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য মাত্র تركيب امتزاجى ই উপযুক্ততা রাখে। একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, মুসান্নিফ (র.) সাধারণভাবে التركيب না বলে কেবলমাত্র امتزاجى বললেই সংক্ষেপ হতো। জবাবে বলা হয় গায়রে মুনসারিফের অন্যান্য সববগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি অন্য বস্তুর فرع হয়েছে। فرع হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে التركيب বলেছেন। আর তা উল্লেখ করত امتزاجى উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

تَرْكِيْب اِمْتِزَاجِىْ-এর পরিচিতি : ঐ مركب-কে বলা হয়, যা দু'টি ইসমের সমন্বয়ে একটি গঠিত হয়, তবে দ্বিতীয় ইসমটি কোনো হরফকে অন্তর্ভুক্তকারী হবে না। যেমন—بعلبك এটিতে بعل একটি ইসম যার অর্থ—মূর্তি আর بك অপরটি একটি ইসম যা শহরের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহের নাম। উভয় ইসম মিলে একটি শহরের নাম হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ : তারকীব منع صرف-এর সবব হবার জন্য শর্ত علم (নামবাচক বিশেষ্য) হওয়া। কেননা, تركيب ঐ সময় হাসিল হবে, যখন تركيب-এর অংশসমূহ হতে একটি অপরটির সাথে ارتباط (সম্পর্কিত) হবে, প্রত্যেক جزء (অংশ)-এর মূল হলো ارتباط ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যাওয়া। কেননা, অভিধান প্রণেতা শব্দকে এককভাবে স্থাপন করেছেন। যখন প্রত্যেক جزء-এর মূল হলো তা কোনো প্রকারের মুখাপেক্ষী হওয়া ব্যতীত স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তখন جزء সমূহ পরস্পর ارتباط ও احتياج (সম্পর্কিত ও মুখাপেক্ষী) হওয়া নিশ্চয় কোনো বাহ্যিক কারণে হবে। আর تركيب একটি عارضى বস্তু, আর প্রত্যেক বস্তু যেহেতু দূর হয়ে যাওয়ার অবকাশ রাখে, সেহেতু عارض দূর হয়ে যাবার পর

تركيب দূর হয়ে যাবার অবকাশ রয়েছে। কাজেই علمية-কে শর্তারোপ করা হয়েছে, যাতে تركيب টি দূর হওয়ার অবকাশ থেকে রক্ষা পেয়ে منع صرف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়াকারী হয়।

قَوْلُهُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ بِاِضَافَةٍ الخ : তারকীব منع صرف-এর মধ্যে مؤثر (প্রতিক্রিয়াকারী) হবার জন্য দ্বিতীয় শর্ত হ তা এই যে, تركيب اضافى ও اسنادى না হওয়া। تركيب اضافى না হওয়ার কারণ হলো, اضافة মুযাফকে عدمى মুনসারিফ বা মুনসারিফের হুকুম পরিণত করে দেয়। আর تركيب اسنادى না হবার কারণ مركب اسنادى কারো علم হলে, তা মাবনী হবে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে قصة غريبة (দুর্লভ্য কাহিনী)। আর যখন মাবনী হবে তখন এটা কিভাবে গায়রে মুনসারিফ হতে পারে? কেননা, গায়রে মুনসারিফ আহকামে মু'রাবের অন্তর্ভুক্ত; আহকামে মাবনীর আওতাভুক্ত নয়।

* التركيب-এর মধ্যে ال হলো عهد خارجى ; তার দ্বারা উদ্দেশ্য- ঐ تركيب যা اسباب منع صرف-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা জামী (র.)-এর উক্তি وهو صيرورة الكلمتين দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট تركيب উদ্দেশ্য। সুতরাং তারকীব দ্বারা সাধারণ তারকীব উদ্দেশ্য নয়। এখানে ঐ তারকীবের পরিচিতি তুলে ধরা হয়েছে, যা منع صرف-এর সববসমূহের একটি। সুতরাং تركيب امتزاجى ব্যতীত অন্যগুলো এই সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে গেছে।

* تركيب -এর ক্ষেত্রে اضافة ও اسناد না হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এযাফতের প্রভাব হলো তা গায়রে মুনসারিফকে মুনসারিফ বা মুনসারিফের হুকুমে পরিণত করে দেওয়া। কাজেই এ তারকীবে এযাফত দ্বারা গায়রে মুনসারিফ হতে পারে না। কেননা, তা হলো মুনসারিফের বিপরীত। আর اسناد না হওয়ার শর্তারোপ করার কারণ- اسناد-কে অন্তর্ভুক্তকারী اعلام (নামবাচক বিশেষ্যসমূহ) মাবনীর আওতাভুক্ত। যেমন-تابط شرا ; মাবনী মু'রাবের বিপরীত। স্বভাবতই যখন কোনো বস্তুর স্বভাব অপর কোনো বস্তুকে চায়, তখন তার মধ্যে এমন কোনো বস্তু পাওয়া যেতে পারে না যা প্রথমটির বিপরীত। সারগর্ভ কথা- একটি বস্তু পরস্পর বিপরীত দু'টি হুকুমের সবব হতে পারে না। এ দিকেই ইঙ্গিত করে আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন-

فَكَيْفَ يُؤَثِّرُ فِى الْمُضَافِ اِلَيْهِ مَا يُضَادُّهُ الخ فَكَيْفَ يَتَصَوَّرُ فِيْهَا مَنْعُ الصَّرْفِ الَّذِىْ هُوَ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ -

قوله بعلبك : এটা শাম বা সিরিয়ার একটি শহরের নাম। তার মধ্যে بعل একটি মূর্তি বা ভূতের নাম بك ঐ শহরের প্রতিষ্ঠাতা বা গর্ভণরের নাম। এ দু'য়ের সমন্বয়ে একটি ইসম গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে تركيب-এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কেননা, তা দু'টি কালিমা দ্বারা গঠিত আর দ্বিতীয় ইসমটি কোনো হরফকে অন্তর্ভুক্তকারী নয়। علم হওয়ার কারণে ঐ দু'টি কালিমা একটি কালিমায় পরিণত হয়ে যায়। تركيب প্রভাব করার শর্ত তথা علم হওয়া এবং مركب اسنادى ও اضافى না হওয়া তার মধ্যে বিদ্যমান।

قَوْلُهُ اَلْاَلِفُ وَالنُّوْنُ الخ : كانتا টি تثنيه مؤنث غائب-এর সীগাহ। এখানে تثنيه مؤنث-এর সীগাহ ব্যবহার করার কারণ الف - نون উভয়টি হরফ আর কায়দা রয়েছে-كل حرف بحكم التانيث অর্থাৎ প্রত্যেকটি হরফ تانيث-এর হুকুমে হয়। ان كانتا-এর পরে زائدة-কে উহ্য মানতে হবে। ইসমের মধ্যে হলে الف ও نون-এর জন্য علمية-কে শর্ত করার কারণ আলিফ ও নূন উভয়টি زائدة ; তা علمية-এর শেষে হয়ে থাকে। যদি علمية ব্যতীত এগুলো হয়, তাহলে পরিবর্তন থেকে মুক্ত হবে না। তাই علمية-কে উক্ত সববের জন্য শর্তারোপ করার ফলে ইসম পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকে। আর যদি الف ও نون উভয়টি সিফাতের মধ্যে হয়, তাহলে দু'টি শর্ত। যথা-(১) মূলগঠনের সময় তা وصف-এর জন্য গঠিত হওয়া। (২) ঐ وصف টির স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة-এর ওযনে না হওয়া। যেমন- عَطْشَانُ ، سَكْرَانُ ইত্যাদি। বর্ণিত শর্ত দু'টো যদি একত্রে পাওয়া না যায় তাহলে শব্দটি গায়রে মুনসারিফ হবে না। যেমন- نَدْمَانُ শব্দটি মুনসারিফ। কেননা, তার স্ত্রীলিঙ্গ ندمانة , এ শর্তারোপের কারণ, এ الف ও نون দ্বয় কালিমার শেষে সংযুক্ত হয়। আর تاء تانيث প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণে তা الف ممدوده ও الف مقصوره-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। যদি تاء تانيث আসে, তাহলে الف ممدوده ও مقصوره-এর সাথে তার সাদৃশ্যটা দুর্বল হয়ে যায়। কাজেই فعلانة -এর ওযনে مؤنث না হওয়ার শর্তারোপ হয়েছে, যাতে

যেন তা দুর্বল না হয়। الف ونون زائدتان দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো উভয়টি ইসমের মধ্যে হবে অথবা সিফাতের মধ্যে। যদি ইসমের মধ্যে হয়, তবে الف ও نون-কে منع صرف-এর মধ্যে تاثير করার জন্য শর্ত علمية হওয়া। কেননা. الف ونون زائدتان কালিমার শেষে زائده হয়। আর তা হলো পরিবর্তনের স্থান। তাই علمية-কে শর্ত করা হয়েছে, যেন যথাসম্ভব কালিমাকে পরিবর্তন হতে রক্ষা করা যায়।

قَوْلُهُ كَعِمْرَانَ : এটি ঐ الف ونون زائدتان -এর উদাহরণ, যা ইসমের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তার মধ্যে অন্য সবব علمية।

قَوْلُهُ اَوْ صِفَةٍ الخ : এখানে او -এর পরিবর্তে واو হরফে আত্ফকে নেওয়া উচিত ছিল। কেননা, او দু'টি বস্তু থেকে একটিকে সাব্যস্ত করার জন্য এসে থাকে। তখন উদ্দেশ্য হবে যে, الف -نون ইসম ও সিফাতের মধ্য থেকে যে কোনো একটির মধ্যে পাওয়া যাবে; অথচ উভয়টির মধ্যে الف -نون সাব্যস্ত হয়ে থাকে। কাজেই ترديد শুদ্ধ হবে না। এর কয়েকটি উত্তর দেওয়া যায়। প্রথমত او টি এখানে ترديد-এর জন্য নয়; বরং تنويع-এর জন্য। এরূপ বলা হয়েছে এ দিকেই ইঙ্গিত করার জন্য যে, الف ونون দু'প্রকার–একটি ইসমের মধ্যে অন্যটি সিফাতের মধ্যে পাওয়া যায়। এ উভয় প্রকারের মধ্যে যেহেতু পারস্পরিক মতানৈক্য রয়েছে, সেহেতু তার শর্তের মধ্যেও মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাইতো প্রথম প্রকারের জন্য শর্ত علم হওয়া, দ্বিতীয়টির জন্য تاء تانيث প্রবিষ্ট না হওয়া।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلتَّرْكِيْبُ شَرْطُهُ الْعَلَمِيَّةُ وَاَنْ لَايَكُوْنَ بِاِضَافَةٍ الخ : التركيب মুবতাদা, شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী, العلمية মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, ان মাওসূলে হরফী, لايكون ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, باء হরফে জার, اضافة মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لا টি অতিরিক্ত, اسناد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর হয়েছে ফে'লে নাকেসের। ফে'লে নাকেস-তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ। العلمية মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর হয়েছে মুবতাদায়ে ছানীর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে মুবতাদায়ে আউওয়ালের খবর হয়েছে। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, بعلبك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। الالف মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, النون মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা। ان হরফে শর্ত, كانتا ফে'লে নাকেস, যমীর هما তার ইসম, فى হরফে জার, اسم মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, صفة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহি-তার মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتين উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে।ثابتين শিবহে ফে'ল, যমীর هما ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর হয়েছে شرطه উহ্য মুবতাদার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে জাযা। শর্ত এবং জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে খবর। الالف والنون মুবতাদা তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

وَقِيلَ وُجُودُ فَعْلَى وَمِنْ ثَمَّ اخْتُلِفَ فِي رَحْمَنَ دُونَ سَكْرَانَ وَنَدْمَانٍ و وَزْنُ الْفِعْلِ شَرْطُهُ اَنْ يَّخْتَصَّ بِهِ كَشَمَّرَ وَضُرِبَ اَوْ يَكُوْنَ فِي اَوَّلِهِ زِيَادَةٌ كَزِيَادَتِهِ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ -

অনুবাদ : কেউ বলেছেন, (এটার স্ত্রীলিঙ্গটি) فَعْلَى-এর ওযনে পাওয়া যাওয়া। এ জন্য رَحْمَنُ শব্দ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে; سَكْرَانُ ও نَدْمَانُ নিয়ে নয়। (কেননা, سَكْرَانُ-এর মধ্যে শর্ত পাওয়া যাওয়ার কারণে তা غير منصرف হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। نَدْمَانُ-এর মধ্যে শর্ত অনুপস্থিতির কারণে এটি منصرف হবার ক্ষেত্রে মতানৈক্য নেই) وزن فعل ; এটার শর্ত হলো (উক্ত ওযনটি) ফে'লের (ওযনের) সাথে খাস হওয়া। যেমন–شَمَّرَ ও ضُرِبَ অথবা এটার শুরুতে ফে'লের অতিরিক্ততার মতো কোনো অতিরিক্ত হরফ হওয়া এমতাবস্থায় যে, তা تاء-কে গ্রহণকারী নয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَقِيلَ وُجُودُ فَعْلَى : الف مقصورة ও الف ممدوده-এর সাথে সদৃশতা আরোপের লক্ষ্যে الف نون যে ইসমের মধ্যে হবে ঐ ইসমের স্ত্রীলিঙ্গটি فعلى-এর ওযনে পাওয়া যাওয়ার শর্তারোপ করেছেন কোনো কোনো নাহুবিদ্। কেননা, যে ইসমের মধ্যে الف – نون এবং তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى-এর ওযনে হবে, তাতে ঐ ইসমের স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة-এর ওযনে আসে না। অধিকাংশ ভাষাবিদদের এটিই অভিমত। বনী-আসাদের কতেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন– فعلى ও فعلانة উভয় ওযনই একত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ ইসম-যা فعلان-এর ওযনে হবে, তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى এবং فعلانة ওযনে নেওয়া জায়েজ। যেমন–عصانة ও سكرانة আর তারা একথা ব্যক্ত করেছেন যে ঐ ইসম-যা فعلان-এর ওযনে হবে, তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى ব্যবহৃত হলে, তা মুনসারিফ হবে; অথচ وجود فعلى-এর শর্ত তার মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় وجود فعلى তথা فعلى-এর ওযনে ইসমের স্ত্রীলিঙ্গ পাওয়া সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়, বরং তার দ্বারা انتفاء فعلانة ই উদ্দেশ্য। এটা বিবেচ্য বিষয় যে, উদ্দেশ্য তথা انتفاء فعلانة থেকে ফিরে উদ্দেশ্যহীন তথা وجود فعلى-এর দিকে যাওয়া বৈধ নয়। কেননা, মাকসূদ কখনো وجود فعلى ব্যতীতও অর্জিত হয়। আর কোনো সময় وجود فعلى-এর মধ্যেও অস্তিত্বহীন (معدوم) হয়ে থাকে। এ উক্তিটি দুর্বল হওয়ার কারণে মুসান্নিফ (র.) لفظ تمريض (রুগ্নশব্দ) قيل দ্বারা উক্ত অভিমতকে উল্লেখ করত মতটির দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

* কেউ কেউ বলেছেন, الف – نون যদি সিফাতের মধ্যে হয়, তাহলে তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى-এর ওযনে পাওয়া যেতে হবে। কতেক নাহুবিদ বলেছেন, الف ونون زائدتان সিফাতের মধ্যে হয়ে গায়রে মুনসারিফের সবব ঐ সময় হবে, যখন তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلى-এর ওযনে পাওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة-এর ওযনে না হওয়া এ দলের উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ ثُمَّ اخْتُلِفَ فِيْ رَحْمَنَ : যেহেতু الف ونون زائدتان-এর شرط تاثير (প্রভাবিত করার শর্ত)-এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- তার স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة-এর ওযনে না হওয়া। কেউ বলেছেন, فعلى-এর ওযনে হওয়া। এ কারণে رحمن শব্দকে মুনসারিফ ও গায়রে মুনসারিফ পড়ার ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে। যারা انتفاء فعلانة-কে শর্তারোপ করেছেন, তাঁদের নিকট এটি গায়রে মুনসারিফ। কেননা, رحمن-এর স্ত্রীলিঙ্গ فعلانة-এর ওযনে আসে না। আর যারা وجود فعلى-এর শর্তারোপ করেছেন, তারা رحمن-কে মুনসারিফ পড়ে থাকেন। কারণ, رحمن আল্লাহ তা'আলার সিফাত। এটির স্ত্রীলিঙ্গ فعلى এবং فعلانة কোনো ওযন আসে না।

* سكران ও ندمان-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। سكران-কে উভয় দলই গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকে। কারণ, তার স্ত্রীলিঙ্গ سكرانة আসে না; বরং سكرى আসে। ندمان যখন نديم (শরাব পান করার মধ্যে সাথী) অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটাকে মুনসারিফ পড়ার ব্যাপারে দ্বিমত নেই। কারণ, তার স্ত্রীলিঙ্গ ندمانة আসে। আর যদি نادم (অনুতপ্ত) অর্থে আসে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে গায়রে মুনসারিফ হবে। কেননা, এটার স্ত্রীলিঙ্গ ندمى আসে, ندمانة আসে না।

قَوْلُهُ وَزْنُ الْفِعْلِ الخ : وزن الفعل টি منع صرف-এর সবব হবার জন্য শর্ত–উহ্য ফে'লের ওযনের সাথে খাস হতে হবে। অর্থাৎ ইসম এমন ওযনের উপর পাওয়া যাবে, যাকে اوزان فعل-এর মধ্যে গণ্য করা হয়। ফে'লের সাথে খাস হবার শর্তারোপ করা হয়েছে। কেননা, সে সময় এ ওযন ইসমের মধ্যে পাওয়া যাওয়াটা অভ্যাসের পরিপন্থী হবার কারণে ثقيل (ভারী) হবে। কাজেই ফে'লের সাথে খাস হওয়া উচিত। যেন তার ثقالة (ভারীত্ব) ফে'লের সাথে খাস হবার কারণে এমন উচ্চ স্থানে পৌছে গেছে, যার কারণে منع صرف-এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে. اختصاص-এর অর্থ হলো مختص به ব্যতীত অন্য কোনো কিছুতে পাওয়া না যাওয়া। তাই যখন তা وزن فعل-এর সাথে مختص হবে, তখন ইসমের মধ্যে পাওয়া না যাওয়া উচিত। এ শর্ত ইসমের মধ্যে পাওয়া গেলে ফে'লের সাথে কিভাবে খাস হতে পারে? **উত্তর** : এখানে اختصاص-এর দ্বারা উদ্দেশ্য اصل وضع অনুপাতে খাস হওয়া। আর ইসমের মধ্যে ফে'ল হতে নকল হয়ে পাওয়া যায়।

* وزن فعل শুধু علم ও وصف -এর সাথে মিলিত হয়। কোনো ইসম وزن فعل ও علم মিলে গায়রে মুনসারিফ হবার ক্ষেত্রে তিনটি অবস্থা হতে পারে। যথা–(১) কোনো علم-এর ওযন ফে'লের ওযনের সাথে হুবহু মিলে যাওয়া। তা হয়ত فعل ماضى-এর ওযনে হবে। যথা–صرح অথবা فعل مضارع-এর ওযনে হবে। যথা- ينطلق অথবা فعل امر-এর ওযনে হবে। যথা– استخرج (২) علم টির ওযন اسم ও فعل উভয়ের ওযনে مشترك হওয়া। তবে فعل-এর ওযন হওয়া অধিক প্রচলিত। যেমন–اصبع ও اسمع এ শব্দগুলো যখন علم হবে, তখন এগুলো علم ও وزن فعل এ দু'টো সবব দ্বারা গায়রে মুনসারিফ হবে। (৩) علم টির ওযন اسم ও فعل উভয়ের ওযনে বহুল প্রচলিত হওয়া। তবে ওযনটি ফে'লের ওযন হওয়া যুক্তিযুক্ত। যেমন–اكلب। কোনো ইসমে وزن فعل ও وصف এ দু'টি সবব পাওয়া যাবার কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়ে থাকে–এ ধরনের ওযন রয়েছে মাত্র একটি। তা হলো শব্দটি افعل-এর ওযনে হয়ে তার স্ত্রীলিঙ্গ শুধু فعلى বা فعلاء-এর ওযনে হওয়া। যেমন– احسن - حسنى।

قَوْلُهُ كَشَمَّرَ الخ : شمر এটি تشمير মাসদার হতে ماضى معروف-এর সীগাহ। شمر শব্দটিকে فعل থেকে নকল করে একটি ঘোড়ার নাম রাখা হয়েছে যা অধিক দ্রুতগামী। আর تشمير-এর কয়েকটি অর্থ আছে। যথা–আঁচল গুছানো, কোমরের উপর আঁচল বাঁধা, কোনো কাজে চালাক হওয়া, নৌকা চালানো ইত্যাদি। অনুরূপভাবে بذر-কেও ফে'ল থেকে নকল করে একটি কূপের নাম রাখা হয়েছে, যা মক্কা শরীফে অবস্থিত। তার মাসদার تبذير অর্থ–অতিরিক্ত ব্যয় করা। তেমনিভাবে عشر-কে ফে'ল থেকে নকল করে একটি জায়গার নাম রাখা হয়েছে। অর্থ অনিশ্চয়তায় নিপতিত হওয়া। অনুরূপ خضم-কে ফে'ল থেকে নকল করা হয়েছে। আর علبوس بن عمر بن تميم-এর নাম রাখা হয়েছে। الخضم অর্থ মুখ ভরে খাওয়া। شمر শব্দটি وزن فعل ও علمية -এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَضُرِبَ : ضرب এটি الضرب মাসদার থেকে নির্গত, فعل ماضى مجهول-এর সীগাহ। এটার দ্বারা কোনো কিছুর নাম রাখা হলে وزن فعل ও علمية-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হবে। মুসান্নিফ (র.) গায়রে মুনসারিফের দৃষ্টান্ত হিসেবে ضرب মাযী মা'রূফকে পেশ না করে ضرب মাযী মাজহুলকে নেওয়ার কারণ– ماضى معروف-এর ওযন ফে'লের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং ইসমে পাওয়া যায়। যেমন– شجر এটিতে প্রথম ও দ্বিতীয় অক্ষরের হরকত ফে'লের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেহেতু শেষাক্ষরের হরকত এখানে ধর্তব্য নয়। সুতরাং- وزن فعل টি গায়রে মুনসারিফের সবব হওয়ার জন্য শর্ত– ফে'লের ওযনের সাথে নির্দিষ্ট হওয়া। আর فعل مجهول-এর ওযনটি ফে'লের জন্য নির্দিষ্ট। এসব ওযনে ইসম পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ اَوْ يَكُوْنَ فِىْ اَوَّلِهِ الخ : وزن فعل টি منع صرف-এর মধ্যে مؤثر হওয়ার জন্য দ্বিতীয় শর্ত এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। وزن فعل টি ফে'লের সাথে নির্দিষ্ট না হলে বিকল্প হিসেবে শর্ত হলো, তার প্রথমে ফে'লের শুরুতে যা অতিরিক্ত হয় তদ্রূপ হওয়া। অর্থাৎ علامة مضارع-এর اتين থেকে কোনো একটি হরফ তার প্রথমে পাওয়া যেতে পারে। আর তাতে تاء تانيث প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ। মোটকথা, وزن فعل-এর দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি হলো, فعل-এর ওযনের সাথে খাস হওয়া অন্যটি اتين হতে কোনো হরফ শুরুতে হওয়া এবং تاء تانيث দাখিল না হওয়া। এটি عَلٰى سَبِيْلِ مَانِعَةِ الْخُلُوِّ-এর ভিত্তিতে পাওয়া যাওয়া জরুরি। (মানতিকবিদদের ভাষায় مانعة الخلو হলো–اِنْ حُكِمَ فِى الْقَضِيَّةِ بِالتَّنَافِىْ اَوْ سَلْبِهِ

(كِذْبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةُ الْخُلُوِّ) উপরোক্ত দু'সুরত থেকে যে কোনো একটি অবশ্যই পাওয়া যেতে হবে। উভয়টি এক সাথে পাওয়া যাওয়া জরুরি নয়। দ্বিতীয় শর্তটি এ কারণেই আরোপ করা হয়েছে, যাতে এ ওযনটি ফে'লের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। কেননা, ফে'লের মধ্যে ওয়াক্ফ অবস্থায় "ة" হয়ে যায় এমন تاء প্রবিষ্ট হয় না। যে تاء -এর কারণে اسمية প্রবল হয়ে যায়।

قَوْلُهُ غَيْرَ قَابِلٍ لِلتَّاءِ : এটি اوله -এর যমীর থেকে حال অর্থাৎ وزن فعل বা ঐ ইসম যা ফে'লের ওযনে হয় এ অবস্থায় যে, তা تاء تانيث-কে গ্রহণ করে না। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়- حال তা হয়ে থাকে, যা ফায়েল অথবা মাফঊলের অবস্থা বর্ণনা করে। আর উল্লিখিত যমীরটি ফায়েলও নয়, মাফঊলও নয়; বরং মুযাফ ইলাইহ। তাই তা থেকে حال পতিত হওয়া কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে? **উত্তর :** ঐ মুযাফ ইলাইহ হতে حال পতিত হওয়া শুদ্ধ আছে, যার মুযাফটি ফায়েল অথবা মাফঊল হবে এবং মুযাফ ইলাইহকে মুযাফের স্থানে দাঁড় করানো যাবে। এ কারণে যে, এ ধরনের مضاف اليه টি فاعل معنوى অথবা مفعول معنوى হয়ে থাকে। আর উক্ত শর্ত এখানে বিদ্যমান; কেননা, فى اوله زيادة-এর বদলে فيه زيادة বলা শুদ্ধ হবে। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا-এর মধ্যে ملة শব্দকে বিলোপ করে بَلْ نَتَّبِعُ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا বলা শুদ্ধ হবে এবং وَاَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا-এর মধ্যে لحم-কে বিলোপ করে وَاَنْ يَّاْكُلَ اَخَاهُ مَيْتًا বলা শুদ্ধ হবে। আর উভয় জায়গায় অর্থের মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে না এবং তার حال পতিত হওয়া শুদ্ধ রয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, مفعول له টি عام , হরফে জারের মাধ্যমে হোক। যেমন–مَرَرْتُ بِزَيْدٍ ও اَنْ يَّكُوْنَ فِىْ اَوَّلِهٖ অথবা হরফে জার ব্যতীত হবে। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا।

তারকীব : قَوْلُهُ وَقِيْلَ وُجُوْدُ فَعْلٰى وَمِنْ ثَمَّ اُخْتُلِفَ فِىْ رَحْمٰنَ الخ : واو টি হরফে ইসতীনাফ, قيل ফে'ল, وجود মুযাফ, فعلى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ বা ইস্তীনাফের জন্য, من হরফে জার, ثم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম হয়েছে। اختلف ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, فى হরফে জার, رحمن মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্বে ছানী। কারো মতে, জার ও মাজরূর মিলে নায়েবে ফায়েল, دون মুযাফ سكران মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, ندمان মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ, دون মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ। اختلف ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, উভয় যরফে লগ্ব এবং মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, وزن মুযাফ, الفعل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে আউওয়াল। شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। ان নাসেবা মাওসূলে হরফী, يختص ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, با হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يختص ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, شمر মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, ضرب মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযা। او হরফে আত্ফ, يكون ফে'লে তাম, فى হরফে জার. اول মুযাফ, ه যমীর যুলহাল, غير মুযাফ. قابل শিব্হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, التاء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, قابل শিব্হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। وزن উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। غير মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। زيادة মাওসূফ, ل হরফে জার, زيادة মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتة উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। তার অন্তর্নিহিত যমীর هى নায়েবে ফায়েল। শিব্হে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। زيادة মাওসূফ ও সিফাত মিলে ফায়েল يكون ফে'লের। يكون ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ গঠিত হয়েছে।

وَمِنْ ثَمَّ اِمْتَنَعَ اَحْمَرُ وَانْصَرَفَ يَعْمَلُ وَمَافِيْهِ عَلَمِيَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ لِمَا تَبَيَّنَ مِنْ اَنَّهَا لَاتُجَامِعُ مُؤَثِّرَةً اِلَّا مَا هِىَ شَرْطٌ فِيْهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَ وَزْنَ الْفِعْلِ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَايَكُوْنُ مَعَهَا اِلَّا اَحَدُهُمَا فَاِذَا نُكِّرَ بَقِىَ بِلَاسَبَبٍ اَوْ عَلٰى سَبَبٍ وَاحِدٍ-

অনুবাদ : এ কারণে احمر শব্দটি غير منصرف এবং يعمل হলো منصرف আর যে সমস্ত সববের মধ্যে প্রতিক্রিয়াকারী علمية হয় যখন তাকে নাকেরা করা হয়, তখন منصرف হয়ে যায়। এ কারণে প্রকাশ হয়েছে যে, علمية কোনো সববের সাথে প্রতিক্রিয়াকারী হিসেবে একত্রিত হয় না; কিন্তু ঐ সববের সাথে একত্রিত হয়, যার মধ্যে তা (علمية) শর্ত, عدل ও وزن فعل ব্যতীত। এদু'টি عدل ও وزن فعل পরস্পর বিপরীতমুখী। সুতরাং তার (علمية-এর) সাথে দু'টির একটি ব্যতীত পাওয়া যায় না, যখন ঐ গায়রে মুনসারিফকে নাকেরা করা হয়, তখন সববিহীন অথবা একটি সববের উপর বাকি থাকবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَمِنْ ثَمَّ اِمْتَنَعَ الخ : এটা وجود شرط-এর উপর একটি تفريع (প্রশাখা)। এটা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো احمر-এর শুরুতে اتين-এর মধ্য থেকে الف অতিরিক্ত হয়েছে আর এটা ঐ تاء-কে কবুল করেনি- যা ওয়াক্‌ফ অবস্থায় "ه" হয়ে যায়, তাই এটা গায়রে মুনসারিফ।

قَوْلُهٗ وَانْصَرَفَ الخ : এটা عدم شرط-এর উপর تفريع (প্রশাখা)। এর দ্বারা উদ্দেশ্য يَعْمَلُ যেহেতু تاء تانيث-কে কবুল করে, সেহেতু এটা মুনসারিফ। যেমনিভাবে আরববাসীরা বলে থাকে نَاقَةٌ يَعْمَلَةٌ শক্তিশালী উট।

قَوْلُهٗ وَمَا فِيْهِ عَلَمِيَّةٌ الخ : এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, গায়রে মুনসারিফের সববগুলো علمية-এর অনুপাতে দু'ভাগে বিভক্ত। কিছু সববের মধ্যে علمية একত্রিত হয় আর কিছুর মধ্যে একত্রিত হয় না। যেগুলোর মধ্যে। একত্রিত হয়, তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। যথা—প্রথমত কিছু সববের মধ্যে علم হওয়াকে শর্তারোপ করা হয়েছে। আর সেগুলো (১) التانيث بالتاء (২) التانيث المعنوى (৩) العجمة (৪) التركيب এবং (৫) الالف والنون الزائدتين এ সববসমূহ থেকে যখন علمية-কে দূর করা হয় তথা নাকেরায় পরিণত করা হয়, তখন ইসমটি সববিহীন অবস্থায় বাকি থাকার কারণে মুনসারিফ হয়ে যায়। কেননা, اِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَفَاتَ الْمَشْرُوْطُ। দ্বিতীয়ত কিছু সববের মধ্যে علمية-কে শর্ত করা হয়নি, তবে سبب محض হিসেবে একত্রিত হয়, সেগুলো যথা- (১) عدل (২) وزن فعل এগুলো থেকে علمية-কে দূর করা হলে অর্থাৎ- নাকেরা করা হলে শুধু একটি সবব বাকি থাকার কারণে মুনসারিফ হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ اِذَا نُكِّرَ صُرِفَ : কোনো علم-কে নাকেরা করা হলে তা মুনসারিফ হয়ে যায়। আর علم-কে নাকেরা করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা—(১) কোনো একটি দলের প্রত্যেককে একই নামে আখ্যায়িত করে সেই নির্দিষ্ট নামের দলভুক্ত থেকে অনির্দিষ্টভাবে একজন আহমদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (২) علم দ্বারা وصف مشهور (প্রসিদ্ধ গুণ)-কে উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। যেমন—لِكُلِّ فِرْعَوْنَ مُوْسٰى এখানে فرعون দ্বারা মিসরের বাদশাহ ফেরাউন এবং হযরত মূসা (আ.)-কে বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং মাকসূদ لِكُلِّ مُبْطِلٍ مُحِقٌّ অর্থাৎ فرعون দ্বারা বাতিলপন্থী ও মূসা (আ.) দ্বারা হকপন্থীদের বুঝানো উদ্দেশ্য।

* مؤثرة বাবে تفعيل হতে ইসমে ফায়েলের واحد مؤنث-এর শব্দ। منع صرف-এর নয়টি সববের কতগুলোর মধ্যে علمية শর্ত হিসেবে مؤثرة হয়ে থাকে। আবার কতগুলোর মধ্যে শর্ত না হয়ে مؤثرة হয়। نكر এটি বাবে تفعيل থেকে ماضى مجهول-এর واحد مذكر غائب-এর সীগাহ। অর্থ—নাকেরা করে দেওয়া হয়েছে তথা علمية -কে দূরীভূত করা। تبين এটি বাবে تفعل থেকে ماضى-এর সীগাহ। অর্থ—تظهر প্রকাশ হওয়া।

এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা نبراس ও قواعد الفقه সহ আরো কয়েকটি কিতাবে বর্ণিত রয়েছে। এ ঘটনাটি হলো, আল্লামা ওমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আন্ নাসফী (র.) একদা আল্লামা জারুল্লাহ যমখশরীর দ্বারে করাঘাত করলেন, অতঃপর যমখ্শারী বললেন, من بالباب " দরজায় কে ?" তিনি বললেন, عمر প্রতি উত্তরে যমখ্শরী বললেন, انصرف । " ফিরে যাও " । তিনি জবাবে বললেন, عمر لا ينصرف যমখ্শারী তৎক্ষণাৎ نكر صرف اذا বলে দিলেন।

قَوْلُهُ لِمَا تَبَيَّنَ الخ : ইসমে গায়রে মুনসারিফের যে সমস্ত সববের মধ্যে علمية প্রতিক্রিয়াকারী হয় তাকে নাকেরা করার পর মুনসারিফ হয়ে যায়। এ জন্য যে, পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, علمية টি مؤثر হিসেবে ঐ ইসমে গায়রে মুনসারিফের মধ্যে পাওয়া যাবে যার মধ্যে علمية টি শর্ত। কিন্তু عدل ও وزن فعل এমন দু'টি সবব যাদের মধ্যে علمية টি শর্তহীনভাবে مؤثر হয়। অতঃপর علمية অন্য সববের সাথে مؤثر হিসেবে পাওয়া যাবার মাসয়ালাটি এমন যে, যার ব্যাখ্যা ইতঃপূর্বে اسباب منع صرف-এর বর্ণনার ক্ষেত্রে স্থান পেয়েছে। যেহেতু সেখানে বিস্তারিত বর্ণনা ছিল যে, সেহেতু আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ এ কথা বলে যে, মুসান্নিফ (র.)-এর اِلَّا مَاهِىَ شَرْطٌ فِيْهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَ وَزْنَ الْفِعْلِ এ উক্তিতে আত্‌ফ ব্যতীত একটি বিষয় থেকে কয়েকটি ইস্তিছনা উল্লেখ করা হয়েছে। আর কায়দা হলো কোনো বাক্যের মধ্যে যখন আত্‌ফ ব্যতীত কয়েকটি ইস্তিছনা উল্লেখিত হয়, তখন ওখানে بدل غلط হয়ে থাকে, যার অর্থ مبدل منه টি غلط হিসেবে পতিত হয়। তা হুকুমগতভাবে বাদ পড়ার নামান্তর এবং বাক্যের দ্বারা উদ্দেশ্য بدل-ই হয়ে থাকে। মুসান্নিফ (র.)-এর বাক্যটি ত্রুটি মুক্ত নয়। **উত্তর** : এখানে একটি বিষয় হতে কয়েকটি ইস্তিছনা হয়নি; বরং উপরোক্ত এবারত দ্বারা প্রত্যেক ইস্তিছনার مستثنى منه পৃথক পৃথক হওয়া বুঝা যায়। কেননা, প্রথম ইস্তিছনা দ্বারা একটি موجبة كلية বুঝা যায়। অর্থাৎ- প্রত্যেক ঐ ইসমে গায়রে মুনসারিফ যার মধ্যে علمية শর্ত, علمية টি তার মধ্যে مؤثر হিসেবে পাওয়া যায়। আর এই موجبة كلية-এর সাথে একটি سالبة كلية বুঝা যায়। অর্থাৎ যার মধ্যে علمية শর্ত নয় তার মধ্যে علمية টি موثر হিসেবে পাওয়া যায় না। আর এটা হতে দ্বিতীয় ইস্তিছনা বুঝা যায়। অথার্ৎ যে ইসমে গায়রে মুনসারিফের মধ্যে علمية শর্ত নয় তার মধ্যে مؤثر হিসেবে পাওয়া যায় না; কিন্তু عدل ও وزن فعل উভয়টির মধ্যে علمية টি শর্ত ব্যতীত مؤثر হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি نكر صرف اذا হলো– قضية شرطية متصلة لزومية এটা স্পষ্ট যে, قضية شرطية-এর প্রথমাংশ তথা মুকাদ্দাম তার দ্বিতীয়াংশ তথা তালীকে আবশ্যক করে। যার অর্থ– صدق مقدم (মুকাদ্দাম সত্য হওয়া) টি صدق تالى (তালী সত্য হওয়া) কে লাযেম করে ; অথচ এখানে এরূপ যে, صدق مقدم তথা নাকেরা করলে صدق تالى তথা মুনসারিফ হওয়াকে লাযেম করে না। কেননা, وزن فعل، عدل এবং علمية এ তিনটি এক জায়গায় একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর علمية দূরীভূত হয়ে গেলে দু'টি সবব তথা عدل ও وزن فعل বাকি থাকে। আর শব্দ علمية দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে গায়রে মুনসারিফ হয়। যেমনিভাবে علمية বিদ্যমান থাকাবস্থায় ছিল। **উত্তর** : عدل ও وزن فعل-এর মধ্যে বৈপরীত্য রয়েছে ; উভয়টি এক স্থানে একত্রিত হতে পারে না। এ জন্য যে, عدل-এর ওযন ছয়টি। আর ঐ ওযনসমূহ থেকে কোনোটি ফে'লের ওযনসমূহের মধ্যে গ্রহণীয় নয়।

قَوْلُهُ فَلَايَكُوْنُ مَعَهَا الخ : এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, উভয়ের মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য রয়েছে। আর এ কারণে علمية উভয়ের সাথে একত্রে পাওয়া যাবে না ; বরং উভয়ের মধ্য হতে কোনো একটির সাথে পাওয়া যাবে। এখন এ কথার উপর একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়ে যে, মুসান্নিফের উক্তি احدهما لا ইস্তিছনায়ে, মুফাররাগ। এটা স্পষ্ট যে, ইস্তিছনায়ে মুফাররাগের মধ্যে মুস্তাছনা মিনহুটি বিলুপ্ত থাকে। আর তা এখানে شيئ লফয। অতঃপর তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো তা দ্বারা ব্যাপকতা উদ্দেশ্য হবে, যা اسباب تسعة -কে শামিল করে অথবা বিশেষ অর্থ উদ্দেশ্য হবে, যা عدل ও وزن فعل-এর উপর প্রযোজ্য হয়। এখানে شيئ দ্বারা ব্যাপকার্থ (مفهوم عام) উদ্দেশ্য হলে ঐ সময় উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া

ফ্ফেম আসবে। এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়– علمية টি عدل ও وزن فعل ব্যতীত নয়টি সববের কোনো একটির সাথে একত্রিত হবে না। আর তা সম্পূর্ণ বাতিল। আর যখন شيئ দ্বারা বিশেষ অর্থ (مفهوم خاص) তথা أَحَدٌ مِنَ الْعَدْلِ وَ وَزْنِ الْفِعْلِ উদ্দেশ্য নেওয়া হয়। যেহেতু এটি عين مستثنى হয়। সেহেতু এমতাবস্থায় إِسْتِثْنَاءُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ লাযেম আসে। আর এটাও বাতিল। **উত্তর :** এখানে মুস্তাছনা মিনহুটি عام বস্তুও নয় এবং خاص বস্তুও নয়; বরং এমন একটি مفهوم যা عدل ও وزن فعل-এর একত্রিতরূপ এবং احدهما-এর মাঝখানে আবর্তনকারী (دائر) অর্থাৎ যে مفهوم টি احتمال عقلى এবং إِحْتِمَالُ نَفْسِ الْأَمْرِيِّ-এর মধ্যে তারদীদ দ্বারা অর্জিত হয়, তা হলো مستثنى منه । বিস্তারিত কথা হলো, যদিও নিরেট আকল এ কথাকে বৈধ মনে করে যে, علمية টি عدل ও وزن فعل উভয়ের সাথে একত্রিত হয়, কিন্তু বাস্তবে উভয়টির যে কোনো একটির সাথে পাওয়া যাবে। হয়তো শুধু عدل-এর সাথে অথবা কেবল وزن فعل -এর সাথে।

মোটকথা, এখানে দু'টি অবকাশ রয়েছে। (১) عقلى (২) نفس الامرى -যে مفهومটি এ দু'অবকাশের মধ্যে তারদীদ দ্বারা অর্জিত হয় তাই مستثنى منه হবে। এ সময় فَلَايَكُوْنُ مَعَهَا إِلَّا أَحَدُهُمَا-এর অর্থ হবে। لَايُوْجَدُ مَعَهَا مَجْمُوْعُ الْعَدْلِ وَ وَزْنِ الْفِعْلِ وَاحَدُهُمَا إِلَّا أَحَدُهُمَا কাজেই এই مفهوم دائر -কে নফীর অধীনে প্রবেশ করিয়ে مستثنى منه করা হয়েছে। استثناء দ্বারা দ্বিতীয়াংশকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এটি استثناء الشيئ عن نفسه নয়; خاص-কে عام থেকে ইস্তিছনা আর তাতে কোনো প্রকারের অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ فَإِذَا نُكِّرَ بَقِيَ الخ : এ ইসমে গায়রে মুনসারিফ, যার মধ্যে علمية টি مؤثر হয়। চাই শর্ত হিসেবে হোক কিংবা সবব হিসেবে। তাকে নাকেরা করা হলে প্রথমাবস্থায় (শর্তের মধ্যে) সববিহীন বাকি থাকে। আর দ্বিতীয়াবস্থায় কেবলমাত্র এক সবব বাকি থাকবে। আর তা عدل হবে অথবা وزن فعل । কেননা, এ দু'টি সবব এমন যে, যার মধ্যে علمية শর্ত হয়ে مؤثر নয় ; বরং سبب محض হয়ে কোনো একটির সাথে পাওয়া যায়। উভয়ের সাথে একত্রিত হয় না। কেননা, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য রয়েছে।

* تانيث-এর জন্য علمية শর্ত। আর দেখা যায় علمية দূর হয়ে গেলে تانيث বিদূরীত হয় না। এ কথা বলা সঠিক নয় যে, علمية শর্ত হওয়ার সময়ে সববিহীন বাকি থাকবে। **উত্তর :** যে সববের জন্য علمية শর্ত, নাকেরা করার পর তা দূরীভূত হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য তার প্রভাব দূরীভূত হওয়া। মূলগতভাবে সবব দূরীভূত হওয়া নয়। সারকথা হলো, ইসম প্রতিক্রিয়াকারী সববিহীন বাকি থাকবে।

* ابراهيم শব্দের মধ্যে علمية ও عجمة দু'টি সবব রয়েছে। এতে علمية শর্তও বটে। তদুপরি নাকেরা করার পর علمية আপনাবস্থায় বাকি থাকে। এরূপ ইসমকে নাকেরা করার পর কোনো সবব বাকি থাকে না বলা কিভাবে শুদ্ধ হবে ? **উত্তর :** ابراهيم শব্দের মধ্যে নাকেরা করার পরও عجمة যদিও অবশিষ্ট রয়েছে ; কিন্তু সবব হিসেবে বহাল নেই। কেননা, তার জন্য علمية শর্ত। এ علمية দূর হয়ে যাবার সাথে সাথে عجمية-এর প্রভাব চলে যায়। যদিও তা সত্তাগতভাবে বিদ্যমান থাকে।

তারকীব : وَقَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إِمْتَنَعَ أَحْمَرُ وَانْصَرَفَ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, من হরফে জার, ثم ইসমে ইশারা মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম। امتنع ফে'ল, احمر ফায়েল। ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, انصرف ফে'ল, يعمل ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, ما ইসমে মাওসূল, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة উহ্য শিব্‌হে ফে'লের সাথে। শিবহে ফে'ল, তার যমীর هى নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। علمية মাওসূফ, مؤثرة শিব্‌হে ফে'ল, তার অন্তর্নিহিত যমীর هى নায়েবে ফায়েল। শিব্‌হে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ তার সিফাত মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার-তার খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা, اذا হরফে শর্ত যরফে যমান, نكر ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং اذا মাফঊলে ফীহ

মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। صرف ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, ل হরফে জার, ما ইসমে মাওসূফ, تبين ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, من হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল মাওসূলে হরফী, ما ইস্‌মে আন্না, لاتجامع ফে'ল, যমীর هى উহ্য যুলহাল, مؤثرة শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে ফায়েল। ৮। হরফে ইস্তিছনা, ما মাওসূলা, هى মুবতাদা, شرط মাওসূফ, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে শিবহে জুমলা হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুস্‌তাছ্‌নায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফউলে বিহী। لاتجامع ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে খবরে আন্না। ইসমে আন্না-তার খবরে আন্না মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল হরফী-তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, তার অন্তনির্হিত যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে تبين ফে'লের ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ্‌। মাওসূল ও সেলাহ্‌ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে صرف ফে'লের সাথে। صرف ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا الْعَدْلَ وَ وَزْنَ الْفِعْلِ : لَاتُجَامِعُ مُؤَثِّرَةً এটি উহ্য এবারত থেকে মুস্‌তাছ্‌না হয়েছে। মূল এবারত ছিল لاتجامع - غَيْرَ مَاهِىَ شُرِطَ فِيْهِ اِلَّا الْعَدْلَ وَوَزْنَ الْفِعْلِ ফে'ল, উহ্য যমীর هى যুলহাল, مؤثرة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে ফায়েল। غير মুযাফ, ما ইসমে মাওসূল, هى شرط فيه এটি উপরোক্ত তারকীব হয়ে সেলাহ্‌। মাওসূল-সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্‌তাছ্‌না মিনহু। ৮। হরফে ইস্‌তিছ্‌না, العدل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, وزن মুযাফ, الفعل মুযাফ ইলাইহী। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহী মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফ মিলে মুস্‌তাছ্‌না। মুস্‌তাছ্‌না মিনহু-তার মুস্‌তাছ্‌না মিলে মাফউলে বিহী। لاتجامع ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُمَا مُتَضَادَّانِ فَلَا يَكُوْنُ اِلَّا اَحَدُ هُمَا الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, هما মুবতাদা, متضادان ইসমে ফায়েল। উহ্য যমীর هما ফায়েল, متضادان শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء তাফসীলের জন্য, لايكون ফে'লে তাম, ৮। হরফে ইস্‌তিছ্‌না, احد মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে ফায়েল। لايكون ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء ফসীহা, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থে, মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম হয়েছে। نكر ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। بقى ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, باء হরফে জার, ৮ হরফে নফী غير অর্থে ব্যবহৃত মুযাফ, سبب মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, على হরফে জার, سبب মাওসূফ, واحد সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে بقى-এর সাথে। بقى ফে'ল, ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে জাযা হয়েছে উহ্য শর্তের আর তা হলো اذا كان الامر كذالك-এর মধ্যে اذا যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম। كان ফে'লে নাকেস, الامر ইসম, كذالك খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম, খবর ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে।

وَخَالَفَ سِيْبَوَيْهِ الْاَخْفَشَ فِيْ مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا اِذَا نُكِّرَ اِعْتِبَارًا لِلصِّفَةِ الْاَصْلِيَّةِ بَعْدَ التَّنْكِيْرِ وَلَا يَلْزَمُهُ بَابُ حَاتِمٍ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ اِعْتِبَارِ الْمُتَضَادَّيْنِ فِيْ حُكْمٍ وَاحِدٍ وَجَمِيْعُ الْبَابِ بِاللَّامِ اَوْ بِالْاِضَافَةِ يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ-

অনুবাদ : ইমাম সীবাওয়াইহ্ اَحْمَرُ-এর মতো শব্দবলি علم অবস্থায় নাকেরা করা হলে, তা মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে আখ্ফাশের বিরোধিতা করেছেন, নাকেরায় পরিণত করার পর صفة اصلية গণ্য করার কারণে। আর (তা দ্বারা) তাঁর (সীবাওয়াইহের) উপর حَاتِمٌ-এর সমপর্যায়ের ইসম গায়রে মুনসারিফ হওয়া আবশ্যক হয় না। কেননা, দুটি বিপরীত বস্তুকে একই হুকুমে গণ্য করা আবশ্যক হয়। গায়রে মুনসারিফের সকল অধ্যায় لام প্রবিষ্ট ও এযাফত হওয়ার কারণে كسره দ্বারা যের বিশিষ্ট হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : خالف শব্দটি বাবে مفاعلة-এর ফে'লে মাযী মা'রূফের সীগাহ। অর্থ–বিরোধিতা করা। مخالفة মাসদার থেকে নির্গত। এখানে مخالفة-এর জন্য কয়েকটি বস্তু আবশ্যক। যথা–(১) سيبويه শব্দটি ফায়েল হওয়া। (২) اخفش শব্দটি মাফউল হওয়া। (৩) مثل احمر টি مخالفة-এর স্থান হওয়া। (৪) مخالفة-এর সময় নাকেরা করার পর হওয়া। (৫) مخالفة-এর কারণ চিহ্নিত হওয়া। সীবাওয়াইহ নাহবী احمر-এর মতো শব্দের মধ্যে সিফাতে আসলীকে গণ্য করার কারণে নাকেরা করার পর গায়রে মুনসারিফ বলেছেন।

সীবাওয়াইহের নামকরণ ও জীবন কথা : আল্লামা সীবাওয়াইহ্ একজন নাহুবিদ। তাঁর নাম ওমর ইবনে ওসমান। উপাধি সীবাওয়াইহ্। তাঁর কুনিয়াত আবুল বশর। ফারসি ভাষায় سيبويه অর্থ– আপেলের সুগন্ধি। তাঁকে এ নামে আখ্যায়িত করার কারণ হলো, তাঁর মুখমণ্ডল আপেলের মতো ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটির অর্থ– سيب بو (আপেলের সুগন্ধি), এ শব্দে اضافة مقلوبى হয়েছে। মূলত ছিল بوے سيب যেমনিভাবে شاه زاده-এর মধ্যে اضافة مقلوبى হয়েছে। এটি মূলত ছিল زاده شاه। অতঃপর سيب بو শব্দটি ব্যবহারে سيبويه হয়ে গেছে।

আল্লামা রাসূলী তাঁর এক উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন আপেলের প্রতি আল্লামা সীবাওয়াইহের অত্যধিক আকর্ষণ ছিল। যখন তিনি আপেল দেখতেন তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ-নিঃসৃত হতো وى যা আশ্চর্য প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। উর্দূ ভাষায় واه প্রচলিত রয়েছে। এ দৃষ্টিকোণে তাঁকে সীবাওয়াইহ্ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তাইতো এ নামকে مركب صوتى বলা হয়। এটা গঠিত হয়েছে দু'টি শব্দের সমন্বয়ে একটি اسم আরেকটি صوت। তিনি ১৮০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকারে পর কেউ তাঁকে স্বপ্নে দেখে অবস্থা সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। প্রশ্ন করা হলো, কিসের বদৌলতে ? উত্তর দিলেন, আমি اسم جلالة-কে اعرف المعارف বলেছিলাম। এর অসিলায় মুক্তি পেয়েছি।

আখ্ফাশের পরিচিতি : আখ্ফাশ অভিধানে বলা হয় যার চক্ষু ছোট এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। এ নামে বৈয়াকরনিকদের মধ্যে তিনজন ব্যক্তি আখ্যায়িত হয়েছে। নাহুবিদরা তাঁদের তিনজনকে নিম্নের তালিকায় সাজিয়েছেন।

১. আবুল খাত্তাব আব্দুল হামিদ ইবনে আব্দুল মজীদ। তিনি আল্লামা সীবাওয়াইহের উস্তাদ ছিলেন।

২. আবুল হাসান সাঈদ ইবনে মাস'আদাহ। তিনি সীবওয়াইহ্ নাহুবিদের ছাত্র ছিলেন। বয়সে বড় এবং দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেন মতান্তরে ২১৫ হিজরি বা ২২১ হিজরিতে। তাঁকে اخفش اوسط (মধ্যম আখ্ফাশ) বলা হতো।

৩. আবুল হাসান আলী ইবনে সুলাইমান। তাঁর ইন্তেকাল মতান্তরে ৩১৫/৩১৬ হিজরিতে বাগদাদ শরীফে হয়। তাঁকে اخفش اصغر (কনিষ্ঠ আখ্ফাশ) বলা হতো। তিনি মুবার্‌রাদের ছাত্র ছিলেন। আবুল হাসান ইবনে মাস'আদাহ্ আখফাশ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন বিধায় মুসান্নিফ (র.) আখ্ফাশে আওসাত বলেননি। এখানে তিনিই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ خَالَفَ سِيْبَوَيْهُ : এ বাক্যটি জমহুর মাযহাব থেকে استثناء স্বরূপ। জমহুরের মাযহাব হলো- প্রত্যেক ঐ ইসমে গায়রে মুনসারিফ যার মধ্যে علمية টি مؤثر হয়, নাকেরা করার পরে মুনসারিফ হয়ে যাবে। এখানে জমহুরের অভিমত থেকে استثناء করত বলা হয়েছে احمر-এর সমগোত্রীয় শব্দের মধ্যে যখন কারো علم হয় আর তা নাকেরা করা হলে আল্লামা সীবাওয়াইহ্ ও আখ্ফাশের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। আখ্ফাশ নাহ্বী জমহুরের মতানুসারে নাকেরা করার পর তাকে মুনসারিফ বলে থাকেন। পক্ষান্তরে আল্লামা সীবওয়াইহ্ (র.) নাকেরা করার পর গায়রে মুনসারিফ পড়ে থাকেন। مثل احمر দ্বারা উদ্দেশ্য– এমন একটি ইসমে গায়রে মুনসারিফ- যাকে নাকেরা করার পর মুনসারিফ হওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হলো, مثل احمر দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? তদুত্তরে বলতে হয় مثل احمر দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইসমে গায়রে মুনসারিফ যার মধ্যে علم-এর পূর্বে معنى وصف প্রকাশিত ছিল। তাই اسود-এর মধ্যে وصفية-এর অর্থ علمية-এর পূর্বে দুর্বল ছিল বিধায় এই মতানৈক্য থেকে তা বের হয়ে গেছে। কেননা, নাকেরা করার পরে এটি সর্বসম্মতিক্রমে মুনসারিফ। আল্লামা সীবাওয়াইহের দলিল ঐ ইসম যার মধ্যে وصفة-এর অর্থ علمية-এর পূর্বে প্রকাশিত; অথচ তার মধ্যে وصفة-এর অর্থ গ্রহণ করা থেকে علمية টি প্রতিবন্ধক ছিল। যখন প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেছে তখন وصف-কে ফিরিয়ে নেওয়া হবে এবং وصف اصلى-কে গণ্য করা হবে। তাই احمر শব্দটি صفة اصلية ও وزن فعل এ দু'সবব এবং سكران শব্দটি وصفية اصليه ও الف ونون زائداتان-এর কারণে গায়রে মুনসারিফ হবে। আখফাশ নাহ্বী বলেছেন–علم ও وصف , পরস্পর বিরোধী, علمية হওয়ার পর وصفية-এর অর্থ দূর হয়ে গেছে। অতঃপর যদি নাকেরা করার পর وصفية অর্থকে গ্রহণ করা হয়, তখন اعتبار معدوم (হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে গণ্য করা) আবশ্যক হবে। আর এটি বৈধ নয়। তাই নাকেরা করার পর احمر ও سكران শব্দ দু'টি মুনসারিফ হয়ে গেছে।

এখন তার উপর একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, مخالفة-এর নিসবত ادنى-এর দিকে হয়, اعلى-এর দিকে নয়। এরপরও মুসান্নিফ (র.) কি কারণে مخالفة-এর নিসবত اعلى (সীবাওয়াইহ)-এর দিকে করেছেন ; অথচ তিনি আখফাশের উস্তাদ। এরূপ আচরণ আরবের পরিভাষা বিরোধী হয়েছে। **উত্তর :** এখানে মুসান্নিফ (র.) উস্তাদ ও শাগরিদের মর্যাদার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি; বরং দলিলের সবলতা ও দুর্বলতা অনুপাতে এরূপ বলেছেন। আখ্ফাশের উক্তি জমহুরের সমর্থিত হওয়ার কারণে সবল হয়েছে, অপরপক্ষে আল্লামা সীবাওয়াইহের দলিল দুর্বল হয়েছে। তাই مخالفة-এর নিসবত সীবাওয়াইহের দিকে করা হয়েছে। আখ্ফাশের দিকে নয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, مخالفة-এর নিসবত সীবাওয়াইহের দিকে করার প্রমাণ কি ? **উত্তর :** এ বাক্যের মধ্যে اعتبارا হলো منصوب المحل আর তা لام উহ্যের সাথে خالف-এর مفعول له – مفعول له-এর আলোচনায় এই কায়দা উল্লিখিত আছে لام উহ্যের সাথে مفعول له ঐ পর্যন্ত منصوب হবে না, যতক্ষণ ফে'ল معلل به-এর ফায়েল এবং مفعول له এক হবে না। গবেষণার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কার হয় যে, خالف-এর ফায়েল سيبويه আর اعتبارا যা مفعول له হয়েছে তার ফায়েলও سيبويه । কেননা, নাকেরা করার পর ঐ وصفية اصلية-কে তিনি গণ্য করে থাকেন। অতঃপর যখন مفعول له-এর ফায়েল سيبويه হলো তখন উল্লিখিত কায়দানুযায়ী فعل معلل به তথা خالف-এর ফায়েলও سيبويه হবে, اخفش ফায়েল হতে পারে না। নতুবা কায়দার পরিপন্থী করা লাযেম আসবে।

জ্ঞাতব্য : مثل احمر-এর মধ্যে নাকেরা করার পর وصف اصلى-কে গণ্য করার অর্থ হলো প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার পর وصفية টি এমন স্তরে হবে যে, যদি কেউ وصفية اصلية-কে সাব্যস্ত করার ইচ্ছা করে তখন প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার উপর ভিত্তি করে তাকে গণ্য করা বৈধ। এ অর্থ নয় যে, প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাওয়ার পর وصفية اصلية পুনরায় ফিরে আসে। যেন رُبَّ اَحْمَرَ-এর অর্থ رُبَّ شَخْصٍ فِيْهِ مَعْنَى الْحُمْرِ হবে; বরং তার অর্থ দাঁড়াবে رُبَّ شَخْصٍ سُمِّيَ بِهٰذَا اللَّفْظِ চাই তা اسود হোক বা ابيض । মোটকথা, رب احمر-এর অর্থ–এমন ব্যক্তি যাকে ঐ শব্দের দ্বারা নাম রাখা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَايَلْزَمُهُ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর, যা আখ্‌ফাশের পক্ষ থেকে সীবাওয়াইহের উপর আরোপিত হয়। প্রশ্নের বিবরণ হলো, সীবাওয়াইহ নাহ্‌বী مثل احمر-এর মধ্যে معنى وصفة-কে গণ্য করেছেন; অথচ ঐ সিফাতটি معدوم হয়েছে। তাহলে উচিত হবে باب حاتم-এর মধ্যেও معنى وصفية-কে গণ্য করা, যে সিফাত علمية-এর কারণে অনুপস্থিত হয়ে গিয়েছিল। حاتم শব্দটি حتم থেকে নির্গত। অর্থ–মজবুত করা, শক্তিশালী করা ও কারো উপর কোনো কাজ আবশ্যক করা। অতঃপর باب حاتم-এর দ্বারা উদ্দেশ্য– ঐ علم যার মধ্যে মূলত وصف রয়েছে, আর علمية-এর উপস্থিতি তার মধ্যে ঘটেছে। **উত্তর :** নাকেরা করার পর وصف اصلى-কে গ্রহণ করার দ্বারা এটা লাযেম আসে না যে, আল্লামা সীবাওয়াইহ باب حاتم-এর মধ্যে وصف اصلى-কে গ্রহণ করবেন। কেননা, যদি এরূপ করা হয়, তাহলে একটি হুকুমের মধ্যে তথা একই শব্দে منع صرف হওয়ার ক্ষেত্রে علمية ও وصفية (যা পরস্পর বিপরীত)-কে গণ্য করা লাযেম আসবে আর এটি জায়েজ নেই। কারণ, এমতাবস্থায় اجتماع الضدين লাযেম আসে আর তা অসম্ভব।

وصفية ও علمية-এর মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য কেন ? **উত্তর :** علمية-এর গঠন ذات معين (নির্দিষ্ট সত্তা)-এর উপর নির্দেশ করে আর وصفية-এর গঠন ذات مبهم (অনির্দিষ্ট সত্তা)-এর উপর বুঝানোর জন্য হয়। একই বস্তুর মধ্যে নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা একই অবস্থায় হওয়া অসম্ভব বিধায় علمية ও وصفية পরস্পর বিপরীত।

وَقَوْلُهُ جَمِيْعُ الْبَابِ : যে ইসমে গায়রে মুনসারিফটি لام অথবা اضافة-এর সাথে সম্পৃক্ত হয় جر-এর অবস্থায় তার উপর كسرة প্রবেশ করবে; কারো মতে تنوين ও প্রবিষ্ট হয়; কিন্তু তানবীন শব্দগতভাবে প্রকাশ হয় না। কারণ, لام ও اضافة তানবীনকে বাধাদানকারী। **প্রশ্ন :** لام ও اضافة প্রবেশ করার পর ইসমে গায়রে মুনসারিফের মধ্যে কেন كسرة ও تنوين আসে ? **উত্তর :** গায়রে মুনসারিফ ফে'লের সাথে সাদৃশ্যতা রাখার কারণে তার মধ্যে كسرة ও تنوين প্রবেশ করে না। কিন্তু এযাফত করলে এবং আলিফ-লাম প্রবেশ করলে তা ইসমের خواص-এ পরিণত হয়ে যায় এবং ফে'লের সাথে তার সম্পর্কটা দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে তাতে كسرة ও تنوين প্রবেশ করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এখানে মুসান্নিফ (র.) يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ বলেছেন আর কেবল ينجر বলেননি কেন ? অথচ তা সংক্ষিপ্ত হতো। **উত্তর :** যদি মুসান্নিফ (র.) بالكسر না বলতেন তাহলে এটা জানা যেতো যে, جر-এর অবস্থায় لام ও مضاف হওয়ার পর তার মধ্যে كسرة দাখিল হয়। আর যদি কেউ এ কথা বলে যে, এ মর্মার্থ আদায় করার জন্য শুধুমাত্র ينكسر বলাই যথেষ্ট ছিল, মুসান্নিফ (র.) يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ বলেছেন কেন ? **উত্তর :** كسرة-এর প্রয়োগ হরকতে بنائى-এর উপরও হয়ে থাকে। কাজেই এ স্থানে যদি মুসান্নিফ (র.) يَنْجَرُّ بِالْكَسْرِ না বলতেন, তাহলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতো যে, এটা كسرة-এর উপর مبنى হয়ে থাকে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, উপরোক্ত ই'বারত কেবলমাত্র ব্যবহারিক পদ্ধতি বর্ণনা করে আর তা দ্বারা এটি বুঝা যায় না যে, গায়রে মুনসারিফ لام ও اضافة-এর সাথে সম্পৃক্ত হবার পর গায়রে মুনসারিফই থেকে যায় বা মুনসারিফ হয়ে যায়; অথচ এখানে মুনসারিফ থাকে, না গায়রে মুনসারিফ থেকে এটিই মুখ্য। **উত্তর :** গায়রে মুনসারিফকে اضافة করলে এবং الف لام প্রবেশ করলে তা মুনসারিফ হয়ে যায় কিনা এ বিষয়ে ব্যাপক মতভেদ রয়েছে। তাই মুসান্নিফ (র.) طريق استعمال বর্ণনা করার উপর যথেষ্ট মনে করেছেন। এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কিছু না বলে সুকৌশলে পাশ কেটে গিয়ে শুধু হুকুম বর্ণনা করেছেন। চিন্তা গবেষণার পর জানা যায় যে, এ মতানৈক্য প্রকৃতপক্ষে তার উপর ভিত্তি, যারা গায়রে মুনসারিফের পরিচয় এভাবে বলেন যে, গায়রে মুনসারিফ ঐ ইসমে মু'রাব, যার মধ্যে দু'সবব বা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত একটি সবব পাওয়া যায়। তাদের নিকট كسرة ও تنوين প্রবেশ করার পর গায়রে মুনসারিফ বাকি থাকে। কেননা, তখনও তার মধ্যে দু'সবব বা এক সবব যা দু'সববের স্থলাভিষিক্ত পাওয়া যায়। আর যারা বলেন غير منصرف হলো ঐ اسم معرب যার মধ্যে كسرة ও تنوين দাখিল

হয় না। তাদের মধ্যে একদল বলেন, তা كسرة প্রবেশ করার পর মুনসারিফ হয়ে যায়। কারণ, كسرة হলো حركة اعرابية আর এটা অধিকাংশ সময় তানবীন ব্যতীত পাওয়া যায় না। কাজেই এখানে যখন كسرة দাখিল হয়ে গেছে। তানবীন ও দাখিল হবে, তবে لام ও اضافة হলো তান্‌বীনের জন্য বাধা তাই তানবীন শব্দের মধ্যে প্রকাশ হয় না। অন্য একদল বলেন, كسرة দাখিল হওয়ার পরও ইসমটি গায়রে মুনসারিফ থাকবে। কেননা, منع صرف-এর মধ্যে সত্তাগতভাবে তান্‌বীন দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, তা تمكن-এর উপর বুঝায়। আর كسرة টি مَمْنُوْعٌ بِالتَّبْعِ (স্বভাবগতভাবে নিষিদ্ধ)। কেননা, অধিকাংশ স্থানে تنوين ব্যতীত كسرة পাওয়া যায় না। যখন কোনো স্থানে গায়রে মুনসারিফের উপর كسرة হবে আর تنوين হবে না, তখন এ সন্দেহ সৃষ্টি হবে যে, তার উপর তানবীন; কিন্তু যখন اضافة হবে অথবা لام প্রবেশ করবে তখন এ সন্দেহ হতে পারে না। কেননা, এ দু'টি তান্‌বীনকে বাধাদানকারী। তাই এমতাবস্থায় যখন গায়রে মুনসারিফের উপর مَمْنُوْعٌ بِالذَّاتِ দাখিল না হয়, তাহলে কালিমাটি গায়রে মুনসারিফ থাকবে। শুধুমাত্র كسرة দাখিল হবার কারণে এটা মুনসারিফ হবে না।

তারকীব : قَوْلُهُ وَخَالَفَ سِيْبَوَيْهِ الْاَخْفَش فِيْ مِثْلِ اَحْمَرَ عَلَمًا الخ : واو হরফে আত্‌ফ, خالف ফে'ল, سيبويه ফায়েল, الاخفش মাফউল, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, احمر যুলহাল, علما হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে। اذا যরফে যমান মুযাফ, نكر ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। اذا মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। اعتبار মাসদার, ل হরফে জার, الصفة মাওসূফ, الاصلية সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর।জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, بعد যরফে যমান মুযাফ, التنكير মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। اعتبارا শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল, যরফে লগ্‌ব এবং মাফউলে ফীহ মিলে মাফউলে লাহু হয়েছে। خالف ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে বিহী, মাফউলে ফীহ, মাফউলে লাহু ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَلَايَلْزَمُهُ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, لايلزم ফে'ল, ه যমীর মাফউলে বিহী। باب মুযাফ, حاتم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। ل হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, يلزم ফে'ল, যমীর هو ফায়েল যুলহাল। من হরফে জার, اعتبار মুযাফ, المتضادين মাফউল মুযাফ ইলাইহ اعتبار থেকে। فى হরফে জার, حكم মাওসূফ ও واحد সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। اعتبار মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ এবং যরফে লগ্‌ব মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। يلزم ফে'ল-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে لايلزم-এর সাথে। لايلزم ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে বিহী এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, جميع মুযাফ, الباب মুযাফ ইলাইহ। باء হরফে জার, اللام মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্‌ফ, باء হরফে জার মুলগা, الاضافة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম। ينجر ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, باء হরফে জার, الكسر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব মুয়াখ্‌খর। ينجر ফে'ল, তার ফায়েল ও উভয় যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

اَلْمَرْفُوْعَاتُ هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ فَمِنْهُ الْفَاعِلُ وَهُوَ مَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْفِعْلُ اَوْشِبْهُهُ وَقُدِّمَ عَلَيْهِ عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهٖ مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ وَزَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ -

অনুবাদ : اَلْمَرْفُوْعَاتُ : مَرْفُوْع হলো এমন একটি ইসম, যা ফায়েল হওয়ার আলামতের উপর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর সেগুলোর মধ্যে একটি হলো ফায়েল, এটা এমন একটি ইসমে মারফূ'কে বলা হয়, যার দিকে ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লকে সম্পর্ক করা হয়েছে এ অবস্থায় যে, তাকে (ফে'ল বা শিবহে ফে'লকে) তার ইসমের উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে। এ দিক দিয়ে যে, তার (ইসম) দ্বারা তা (ফে'ল অথবা শিবহে ফে'ল) প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন- قَامَ زَيْدٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান হয়েছে) ও زَيْدٌ قَائِمٌ اَبُوْهُ (যায়েদ তার পিতা দণ্ডায়মান)।

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) مرفوعات-এর আলোচনাকে منصوبات ও مجرورات-এর পূর্বে আনয়ন করার কারণ হলো, বাক্যের মধ্যে মূল বিষয়বস্তু مسند اليه (মুবতাদা ও ফায়েল) আর এটি বাক্যের মধ্যে عمدة বা উত্তমাংশ। উত্তমাংশকে প্রাধান্য দেওয়া স্বাভাবিক। এ জন্য মুসান্নিফ (র.) مرفوعات-এর আলোচনাকে منصوبات ও مجرورات-এর উপর অগ্রগামী করেছেন।

* তারকীব অনুপাতে المرفوعات টি মুবতাদা এবং উহ্য তার খবর অর্থাৎ اَلْمَرْفُوْعَاتُ هٰذِهٖ অথবা উহ্য هذه মুবতাদার খবর অর্থাৎ هٰذِهِ الْمَرْفُوْعَاتُ - المرفوعات এর মধ্যে ال টি মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ باب المرفوعات অথবা ذكر المرفوعات অতঃপর مرفوعات শব্দটি مرفوع-এর বহুবচন, مرفوعة-এর নয়। কেননা, مرفوع ইসমের সিফাত। আর কায়দানুযায়ী সিফাত-মাওসূফের মধ্যে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গের ক্ষেত্রে মোতাবেক হওয়া শর্ত। যদি مرفوعات-কে مرفوعة-এর বহুবচন বলা হয়, তাহলে সিফাত ও মাওসূফের মধ্যে মোতাবেক হবে না। কেননা, الاسم পুংলিঙ্গ আর المرفوعة স্ত্রীলিঙ্গ। অতএব, নিঃসন্দেহে مرفوعات-কে مرفوع-এর বহুবচন বলা হবে; مرفوعة-এর বহুবচন নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে, مرفوع পুংলিঙ্গ আর পুংলিঙ্গের বহুবচন واو - نون অথবা يـاء - نون-এর সাথে হয়। তাই المرفوعات-এর বহুবচন কিভাবে- الف - تاء দিয়ে শুদ্ধ হলো ? **উত্তর :** এখানে নাহুবিদ্‌দের একটি প্রসিদ্ধ কায়দা- পুংলিঙ্গে غير ذوى العقول-এর সিফাতের বহুবচন সর্বদা الف - تاء-এর সাথে নেওয়া হয়। যেমন-خالى-এর বহুবচন خاليات। কারণ, خالى শব্দটি يوم-এর সিফাত। আর يوم শব্দটি غير ذوى العقول ; তাইতো اَلْاَيَّامُ الْخَالِيَاتُ বলা হয়। যদি কেউ আপত্তি করে যে, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি المرفوعات হলো معرف (بالفتح) আর قَوْلُهٗ هُوَ مَا اشْتَمَلَ হলো معرف (بالكسر)। প্রকাশ্য যে, معرف (بالفتح) বহুবচন আর বহুবচন তার আফরাদের উপর مطابقى অনুপাতে বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং এ সংজ্ঞাটি ماهية-এর হবে না; বরং আফরাদের হয়ে যাবে আর তা নাজায়েজ। এ সন্দেহের নিরসন কল্পে বলা যায়, এ সংজ্ঞাটি আফরাদের নয়; বরং ماهية-এর। কেননা, معرف-এর মধ্যে যমীরের মারজি' হবে مرفوع كلى যা مرفوعات-এর আওতায় (ضمنا) বুঝা যায়। مرفوعات তার মারজা' নয়। যদি তা তার মারজি' হতো, তাহলে আপত্তিকারীর আপত্তি সত্য প্রমাণিত হতো। অতএব, مرفوع-এর সংজ্ঞা এ যে, مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ অর্থাৎ ঐ ইসম, যা ফায়েল হবার নিদর্শনকে শামিল করে। ফায়েলের আলামত তিনটি। যথা- (১) ضمة (২) واو ও (৩) الف। উদাহরণ- جَاءَ نِيْ رَجُلٌ وَاَخُوْهُ وَالرَّجُلَانِ

* মুসান্নিফ (র.) عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ বলেছেন- عَلٰى عَلَمِ الرَّفْعِ বলেননি কেন ? অথচ এটি আরও সংক্ষেপ হতো। এ প্রশ্নের কয়েকভাবে উত্তর দেওয়া যায়।

প্রথমত : এ সংজ্ঞাটি প্রকৃতপক্ষে গোপনীয়তাকে দূর করার জন্য এসেছে। যদি مرفوع-এর সংজ্ঞায় عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ -এর পরিবর্তে عَلٰى عَلَمِ الرَّفْعِ বলতেন, তাহলে مرفوع-এর গোপনীয়তা স্বাভাবিকভাবে বাকি থাকতো এবং دور (পুণরাবৃত্তি) লাযেম আসতো। কারণ, رفع-এর উপলব্ধি مرفوع-এর উপর নির্ভরশীল আর مرفوع-এর সংজ্ঞায় رفع শব্দ আসার কারণে مرفوع টি বুঝে আসা رفع-এর উপর নির্ভরশীল। অতএব, এখানে دور লাযেম আসে। আর এটা বৈধ। তাই এ সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসান্নিফ (র.) عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ বলেছেন, যেন مرفوع-এর গোপনীয়তা দূর হয়ে যায় এবং دورও লাযেম না আসে।

দ্বিতীয়ত : মুসান্নিফ (র.) এ কথার দিকে ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, مرفوعات-এর মধ্যে ফায়েলই আসল হওয়া বিশুদ্ধ অভিমত। এ উপকারিতা উল্লিখিত ই'বারত দ্বারা অর্জিত হয়, عَلٰى عَلَمِ الرَّفْعِ দ্বারা নয়।

তৃতীয়ত : صاحب متوسط বলেছেন যে,

وَاِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَا اشْتَمَلَ عَلَى الرَّفْعِ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ تَعْرِيْفُ الشَّئِ بِمَا هُوَ مِثْلُهُ فِى الْمَعْرِفَةِ وَالْجَهَالَةِ اَوْ اَخْفٰى لِاَنَّ كُلَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَرْفُوْعَ لَمْ يَعْرِفِ الرَّفْعَ - وَحَاصِلُهُ اِنَّكَ لَمْ يَقُلْ عَلَى الرَّفْعِ لِاَنَّ الْخَفَاءَ فِى الْمَرْفُوْعِ لَيْسَ اِلَّا بِاِعْتِبَارِ مَأْخَذِهِ نَبَأَةً عَلٰى اَنَّ كُلَّ نَوْعِ الْمُشْتَقَّاتِ بِاِعْتِبَارِ صِيْغَةٍ مَوْضُوْعَةٍ بِالْوَضْعِ النَّوْعِىْ بِمَعْنٰى مُتَّحِدٍ يَجْمَعُ اَفْرَادَهُ لَاخَفَاءَ بِاِعْتِبَارِ ذَالِكَ الْمَعْنٰى فِىْ شَئٍ مِنْ اَفْرَادِهِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِوَضْعَةٍ فَالْخَفَاءُ فِى الْمَرْفُوْعِ اِنَّمَا هُوَ بِاِعْتِبَارِ الْمَاخَذِ اَىْ بِاِعْتِبَارِ الْمَادَّةِ دُوْنَ الْهَيْئَةِ فَلَوْ اُخِذَ الرَّفْعُ فِىْ تَعْرِيْفِهِ صَارَ كَاَنَّهُ اُخِذَ الرَّفْعُ فِىْ تَعْرِيْفِ الرَّفْعِ فَيَلْزَمُ تَعْرِيْفُ الشَّئِ بِنَفْسِهٖ -

সারকথা, مرفوع ও رفع শব্দদ্বয়ের মাঝখানে আকৃতিগত পার্থক্য রয়েছে, মূলাক্ষরগত কোনো পার্থক্য নেই। যদি مرفوع -এর সংজ্ঞায় عَلٰى عَلَمِ الرَّفْعِ ব্যবহার করা হতো, তাহলে رفع -কে رفع দ্বারা পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যেতো। এতে تَعْرِيْفُ الشَّئِ بِنَفْسِهٖ লাযেম আসে।

চতুর্থত : علم الرفع থেকে عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ-এর মধ্যে অধিক স্পষ্টতা রয়েছে। কেননা, তার মধ্যে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। পক্ষান্তরে علم الرفع-এর মধ্যে রয়েছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সংজ্ঞার মধ্যে অত্যধিক স্পষ্টতাই প্রযোজ্য। আল্লামা শায়খ আব্দুল হাকীম (র.) বলেন, رفع-এর পরিচয় যখন علم الفاعلية দ্বারা হবে, তখন পরিষ্কারভাবে বর্ণনার প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

قَوْلُهُ مِنْهُ الْفَاعِلُ : এটাতে فاء টি তাফসীলের জন্য, যাকে فاء تفصيله বলা হয়। منه-এর মধ্যে যমীরে "ه"-এর মারজি' হলো مرفوع – ما টি الذى অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ দাঁড়ায়– اسم مرفوع-এর মধ্য থেকে একটি হলো ফায়েল। যদি কেউ প্রশ্ন করে, مرفوعات-এর অন্যান্য প্রকারের উপর ফায়েলকে কেন মুকাদ্দাম করা হয়েছে? **উত্তর :** অধিকাংশ নাহুবিদদের মতে, ফায়েল مرفوعات-এর মধ্যে আসল। যেহেতু এটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ'র اَلرُّكْنُ الْاَعْظَمُ - জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ ও জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ থেকে প্রত্যেকটি একেক দিক দিয়ে উত্তম। জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অধিক ব্যবহার ও প্রসিদ্ধতার কারণে উত্তম। পক্ষান্তরে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ استفاده ও افاده (উপকার পৌছানো ও ফায়দা অর্জন করা)-এর দিক দিয়ে উত্তম। জুমলাসমূহের উদ্দেশ্য–সম্বোধিত ব্যক্তিকে ফায়দা পৌছানো। আর তা জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ'র তুলনায় জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ'র মধ্যে অধিক হয়ে থাকে। কারণ, জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ কতগুলো অতিরিক্ত বিষয় যেমন– যরফে যমানের উপর বুঝায়। অতএব, ফায়েল সমস্ত مرفوعات-এর মধ্যে আসল হওয়া প্রমাণিত হওয়াতে সবগুলোর উপর فاعل -কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَا اُسْنِدَ اِلَيْهِ : اليه -এর "ه" যমীরটি فاعل-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত আর شبهه-এর মধ্যে "ه" যমীরটি فعل-এর দিকে। উপরোক্ত قدم عليه ইবারতের قد উহ্যের সাথে জুমলায়ে হালিয়্যাহ এবং যমীরটি احد الامرين -এর

...কে প্রত্যাবর্তনকারী, যা او শব্দ দ্বারা অর্জিত হয়ে থাকে। عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ উক্তিটি উহ্য মাফউলে মুতলাকের সিফাত। অর্থাৎ إِسْنَادًا وَاقِعًا عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ অর্থ–ফায়েল ঐ ইসমকে বলে- যার দিকে ফে'ল বা শিবহে ফে'লকে ইসনাদ করা হয়েছে এবং এ ফে'ল অথবা শিবহে ফে'ল ঐ ইসমের পূর্বে এসেছে। এ পদ্ধতিতে যে, এই ফে'ল অথবা শিবহে ফে'ল ঐ ইসমের সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। চাই এটা (ফে'ল বা শিবহে ফে'ল) ঐ ফায়েল থেকে সংগঠিত হোক যেমন–قَتَلَ زَيْدٌ عَمْرًا অথবা ফায়েল হতে সংগঠিত না হোক। যেমন–مَاتَ زَيْدٌ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ضَرَبَ زَيْدٌ-এর মধ্যে زيد শব্দটি اسند اليه-এর কয়েদ দ্বারা বের হয়ে গেছে। কারণ, ضرب ফে'লের ইসনাদ যমীরের দিকে; زيد-এর দিকে নয়। সুতরাং এটাকে বের করার জন্য নতুন কয়েদ তথা قدم عليه-কে অতিরিক্ত করা জরুরি নয়। **উত্তর** : কোনো বস্তুকে যমীরের দিকে ইসনাদ করা যেন সরাসরি ঐ বস্তুর প্রতি ইসনাদ করা। কেননা, যমীরের مصداق এবং مرجع একক হয়ে থাকে। অতএব, যদি কয়েদ লাগানো না হয় তাহলে زيد ضرب-এর মধ্যে زيد শব্দটি فاعل-এর সংজ্ঞায় আওতায় পড়বে। এখানে زيد-এর নিসবত যদিও ফে'লের দিকে হয়েছে ; কিন্তু ফে'লটি মুকাদ্দাম হয়নি বিধায় زيد শব্দটি ফায়েল হতে পারবে না।

* فاعل -এর رفع হওয়াটাও কখনও حرف زائد-এর প্রবেশের কারণে দূর হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا এবং ما جاء نى من احد তদুত্তরে বলা যায়–حرف زائد-এর সত্তাগতভাবে কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। কাজেই তার প্রভাবের গ্রহণযোগ্যতা উত্তমভাবে হবে না। অন্যভাবে বলা যায়- مرفوعات-এর মধ্যে ফায়েল আসল, অন্যান্য সব مرفوعات ফায়েলের সম্পৃক্ত বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। তাইতো হযরত আলী (রা.) বলেছেন–اَلْفَاعِلُ مَرْفُوْعٌ।

* مَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ -এর মধ্যে ما দ্বারা উদ্দেশ্য اسم। কেননা, এটি اسم-এর অধ্যায়ভুক্ত। যদি কেউ প্রশ্ন করে, اسم উদ্দেশ্য নেওয়া হলে فاعل -এর সংজ্ঞাটা جامع নয়। কারণ, তাদের উক্তি اَعْجَبَنِيْ اَنْ ضَرَبْتَ زَيْدًا-এর মধ্যে ان ضربت ইসম নয়; অথচ ফায়েল। এখানে اسم দ্বারা উদ্দেশ্য عام (ব্যাপক), চাই হাকীকী اسم হোক অথবা হুকমী। উল্লিখিত উদাহরণে যদিও হাকীকী ইসম নয়; বরং হুকমী ইসম। কেননা, ضربت টি ان মাসদারিয়্যাহ হওয়ার কারণে মাসদার হয়ে থাকে। যদি কেউ আপত্তি তুলে যে, ফায়েলের সংজ্ঞা مانع নয়। কেননা, এটি تابع-এর উপর প্রযোজ্য হয়ে থাকে। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ عَمْرٌو - جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ ; এখানে عمرو এবং اخوك-এর দিকে ফে'লের ইসনাদ হয়েছে এবং عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهٖ بِهٖ-এর সাথে মুকাদ্দাম হয়েছে। এ আপত্তির জবাবে বলা যায়- এখানে উদ্দেশ্য হলো فاعل এমন একটি ইসম যার দিকে ফে'ল বা শিবহে ফে'লের اسناد হয় بالاصالة (আসলীগতভাবে), بالتبعية নয়। উল্লিখিত উভয় উদাহরণ بالتبعية (স্বভাবগতভাবে) হয়েছে। যদি কেউ বলে- এই উদ্দেশ্য কোনো কারীনা দ্বারা জানা গেছে ? বলা হবে–মুসান্নিফ (র.) مرفوعات ، منصوبات ও مجرورات-এর আলোচনার পর توابع-এর আলোচনা করেছেন। কাজেই জানা গেছে যে, এই সকল সংজ্ঞাসমূহের মধ্যে غير تابع উদ্দেশ্য।

* যদি কেউ আপত্তি করে, لَمْ يَضْرِبْ زَيْدٌ كَرِيْمًا এবং مَاضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا উভয় উদাহরণে زيد-এর উপর ফায়েলের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয় না। কেননা, তার দিকে ফে'লের ইসনাদ হয় না; বরং উল্লিখিত উদাহরণে ইসনাদটি سلب ও نفى হওয়ার জন্য। সুতরাং তা কিভাবে ফায়েল হতে পারে ? উত্তরে বলা যায় যে, এখানে فعل منفى-এর ইসনাদ হয়েছে। اسناد অর্থ–নিসবত। চাই তা ايجابى (হ্যাঁ-বাচক) হোক অথবা سلبى (না-বচক) হোক। এই মেছালসমূহের মধ্যে نسبة ايجابى না হলেও نسبة سلبى অবশ্যই হয়েছে।

* ফায়েলের সংজ্ঞায় شبه নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি ? তদুত্তরে বলা হয়, যাতে ফায়েলের সংজ্ঞাটি (ক) اسم فاعل (খ) اسم مفعول (গ) صفة مشبهة (ঘ) اسم فاعل مبالغة (ঙ) اسم تفضيل এবং ঐ সমস্ত বস্তু যা ফে'লের মতো আমল করে। যথা–(চ) মাসদার (ছ) ইসমে ফে'ল ইত্যাদিকে শামিল করে। তবে ظرف টি আমিল হয় কিনা এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কতেক নাহুবিদদের অভিমত এটি عامل معنوى-এর স্থলাভিষিক্ত। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.)-এর অভিমতও

তাই। অধিকাংশ নাহুবিদের অভিমত ظرف-এর মধ্যে ফে'ল অথবা উহ্য ইসমে ফায়েলই আমিল হয়ে থাকে। ظرف টি আমিল হয় না। কেননা, এটি اسم جامد মুসান্নিফ (র.)-এর মতানুসারে اسم مرفوع-এর মধ্যে যরফই আমিল হয়ে থাকে বিধায় তিনি وَهُوَمَا أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَوْشِبْهُهُ أَوْ مَعْنَاهُ বলেননি। আর شبه فعل দ্বারা তিনি ঐ ইসম উদ্দেশ্য নিয়েছেন যা ফে'লের ক্ষেত্রে ফে'লের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ঐ ইসম নয়, যা اشتقاق-এর মধ্যে ফে'লের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। নতুবা মাসদার ও আসমায়ে আফয়াল—ফায়েল হওয়া থেকে বের হয়ে যায়।

* সংজ্ঞা বর্ণনায় او ব্যবহৃত হলে তা تشكيك-এর অর্থ প্রদান করে। تشكيك কোনো বস্তুর পরিচয় দানের ক্ষেত্রে বিরোধী হয়ে থাকে। তারপরও এখানে او-এর ব্যবহার হওয়ার কারণ او শব্দটি انواع-কে বর্ণনায় উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, تشكيك-এর জন্য নয়। সুতরাং এটা সংজ্ঞা বিরোধী নয়।

* فوائد قيود-এর الفاعل : আল্লামা ইবনে হাজিব (র.)-এর পেশকৃত সংজ্ঞায় ما হলো جنس, তা اسم حقيقى ও اسم حكمى সবগুলোকে শামিল করে। أُسْنِدَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ شِبْهُهُ দ্বারা ঐ ইসম বের হয়ে গেছে, যার দিকে فعل অথবা شبه فعل -এর ইসনাদ নেই। যেমন—هٰذَا زَيْدٌ এবং زَيْدٌ أَبُوْكَ আর মুসান্নিফের উক্তি وقدم عليه দ্বারা ঐ ইসম বের হয়ে গেছে, যা فعل অথবা شبه فعل-এর উপর মুকাদ্দাম হয়। যথা- زَيْدٌ ضُرِبَ قيامه به - علىٰ جهة বলার কারণে مفعول مالم يسم فاعله বের হয়ে গেছে। কেননা, তার দিকে ফে'লের اسناد টি عَلٰى جِهَةِ قِيَامِهِ بِهِ অনুপাতে নয়।

* قام زيد-এর মধ্যে قام ফে'ল زيد ফায়েল। এখানে ফে'লকে زيد-এর সাথে নিসবত করা হয়েছে যে قام ফে'ল زيد-এর উপর মুকাদ্দাম হয়েছে। আর قام ফে'লটি যায়েদ দ্বারা সংগঠিত হয়েছে এটি ফায়েল। زَيْدٌ قَائِمٌ أَبُوْهُ এটা شبه فعل-এর উদাহরণ। এখানে زيد মুবতাদা, قائم শিবহে ফে'ল, ابو মুযাফ, "ه" যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে শিবহে ফে'লের ফায়েল। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল মিলে شبه جمله হয়ে بتاويل مفرد খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

* প্রকাশ থাকে যে, الاسماء المرفوعة মোট আট প্রকার। তা استقراء অনুপাতে নির্ণীত হয়। (استقراء বলা হয় কোনো كلى-এর অধিকাংশ جزئى অন্বেষণ করার পর সকল كلى-এর হুকুম আরোপ করাকে।)

وجه الضبط : এটা সুস্পষ্ট যে, الاسم المرفوع-এর আমিল দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো معنوى হবে অথবা لفظى হবে। প্রথমাবস্থায় মা'মূলটি দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো مسند اليه হবে অথবা مسند হবে। প্রথমাবস্থায় মুবতাদার প্রথম قسم হবে আর যদি مسند به হয়, তাও দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো তার মধ্যে اسم ظاهر-কে رفع প্রদানকারী হওয়া শর্তারোপ করা হয় অথবা হয় না। প্রথমাবস্থায় মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার হবে। আর দ্বিতীয়াবস্থায় হলো খবর। যদি لفظى হয়, তাহলে মুবতাদাটি তিন অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো ফে'ল হবে অথবা শিবহে ফে'ল বা হরফ হবে। প্রথমটিও দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো ইসমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে অথবা ইসমের উপর পতিত হবে। প্রথমটি ফায়েল, দ্বিতীয়টি مفعول مالم يسم فاعله। আর যদি معرف হয় তাহলে তার معمول দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো مسند اليه হবে অথবা مسند به- প্রথমাবস্থায় كلام موجب-এর মধ্যে হবে অথবা غير موجب-এর মধ্যে হবে। প্রথমাবস্থায় مسند به ব্যতীত افعال ناقصه-এর ইসম আর দ্বিতীয়াবস্থায় اسم ليس ও اسم ما ولا المشبهتين بليس। যদি مسند به হয় তাও দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়তো كلام موجب-এর মধ্যে হবে অথবা غير موجب-এর মধ্যে। প্রথমটি الحروف المشبهة-এর খবর। আর দ্বিতীয়টি خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَرْفُوْعَاتُ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْفَاعِلِيَّةِ الخ : المرفوعات-এর পূর্বে باب শব্দটি উহ্য রয়েছে। باب মুযাফ, المرفوعات মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। অথবা, المرفوعات সিফাত, তার পূর্বে الاسماء মাওসূফ উহ্য রয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, هذه উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। অথবা, المرفوعات মুযাফ ইলাইহ,

খবর পূর্বে بحث মুযাফ উহ্য রয়েছে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। তখন উহ্য রূপ হবে هٰذَا بَحْثُ الْمَرْفُوْعَاتِ উল্লিখিত সুরতসমূহে রফা'র সাথে পড়া হবে অথবা المر فوعت ওয়াক্ফের সাথে পঠিত হয়। কেননা, এটা ফসলের স্থানে পতিত হয়েছে, আর ফসলের জন্য এ'রাবের কোনো মহল নেই।

قَوْلُهُ هُوَ مَا اشْتَمَلَ الخ : هو মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, اشتمل ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল , على হরফে জার. علم মুযাফ, الفاعلية মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর । জার ও মাজরূর মিলে লগ্ব হয়েছে। اشتمل ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء হরফে তাফসীর, من হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت উহ্য শিবহে ফে'ল, তার অন্তর্নিহিত যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম, الفاعل মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, هو মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, اسند ফে'ল, الى হরফে জার, الفعل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, الفعل মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, شبه মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে নায়েবে ফায়েল। اسند ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, قدم ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। على হরফে জার, جهة মুযাফ-যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ মুযাফ হয়েছে। جهة মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। به-এর মধ্যে باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে قيام-এর সাথে। قيام মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ এবং যরফে লগ্ব মিলে جهة-এর মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে শিবহে জুমলা হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে قدم-এর নায়েবে ফায়েল। قدم ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। مثل মুযাফ, قام ফে'ল, زيد ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, زيد মুবতাদা, قائم শিবহে ফে'ল. ابو মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। قائم শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। نظيره মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

وَالْاَصْلُ اَنْ يَّلِىَ الْفِعْلَ فَلِذَالِكَ جَازَ ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا وَإِذَا انْتَفَى الْاِعْرَابُ فِيْهِمَا لَفْظًا وَالْقَرِيْنَةُ اَوْ كَانَ مُضْمَرًا مُتَّصِلًا اَوْ وَقَعَ مَفْعُوْلُهُ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ وَإِذَا اِتَّصَلَ بِهٖ ضَمِيْرُ مَفْعُوْلٍ اَوْ وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا اَوْ اِتَّصَلَ بِهٖ مَفْعُوْلُهُ وَهُوَ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَجَبَ تَاخِيْرُهُ -

---

অনুবাদ : আসল হলো তা (ফায়েল) فعل-এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। এ কারণে ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ (যায়েদ তার গোলামকে প্রহার করেছে) বলা বৈধ এবং ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا তারকীব অবৈধ। যখন উভয় (ফায়েল ও মাফউল) এর মধ্যে এ'রাব শাব্দিকভাবে পাওয়া না যায় এবং قرينه (না থাকে) অথবা ফায়েল যমীরে মুত্তাসিল হয় অথবা তা (ফায়েল)-এর মাফউল الا অথবা তার (الا) সমার্থবোধকের পরে পতিত হয়, তখন তা (ফায়েল)-কে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যখন ফায়েলের সাথে مفعول-এর যমীর সম্পৃক্ত হয়, অথবা ফায়েল الا ও তার সমার্থবোধক হরফের পর পতিত হয়, অথবা ফে'লের সাথে ফায়েলের مفعول সম্পৃক্ত হয় অথচ ফায়েলটি ফে'লের সাথে মিলিত নয়, তখন ফায়েলকে মুয়াখ্খার করা ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ اَنْ يَّلِىَ الخ : ফায়েল মূলত ফে'লের সাথে মুত্তাসিল হয়। আর অন্যান্য معمولات ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হয়। কেননা, ফায়েল ফে'লের দিকে মুখাপেক্ষী হবার কারণে ফে'লের অংশের মতো। সুতরাং ফে'লের সাথে তার সম্পৃক্ততা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ فَلِذَالِكَ : ফায়েল ফে'লের সমস্ত معمولات-এর উপর মুকাদ্দাম হয় এবং ফে'লের সাথে মুত্তাসিল হয়, তখন ضَرَبَ غُلَامَهُ زَيْدٌ উদাহরণটি যদিও কায়দা ও কিয়াসের পরিপন্থী। তা এভাবে যে, غلامه-এর ه যমীর যায়েদের দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা পরে উল্লিখিত হয়েছে বিধায় الاضمار قبل الذكر লাযেম এসেছে, আর তা নিষিদ্ধ। তারপরও এ তারকীবটি জায়েজ। কেননা, এখানে উল্লিখিত কায়দার প্রেক্ষিতে ফায়েলটি মর্যাদা হিসেবে মুকাদ্দাম, যদিও বা শব্দানুপাতে মুয়াখ্খার। اضمار قبل الذكر টা শব্দগত ও মরতবাগত উভয়দিক থেকে নিষিদ্ধ ; শুধুমাত্র শব্দগতভাবে নিষিদ্ধ নয়। যদি ফায়েল মর্তবাগতভাবে মুকাদ্দাম না হতো, এ তারকীবটি নিষিদ্ধ হতো। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

تَقَدُّمُ الشَّيْءِ عَلٰى اَمْرٍ رُتْبَتِهٖ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الشَّيْءِ بِحَالَةٍ مُقْتَضِيَةٍ لِلتَّقَدُّمِ سَوَاءٌ تَقَدَّمَ بِالْفِعْلِ اَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْمُتَقَدِّمِ لِاَنَّ ثُبُوْتَ السَّبَبِ فِىْ قُوَّةِ ثُبُوْتِ الْمُسَبَّبِ فَيَكُوْنُ مِنْ قَبِيْلِ وَضْعِ السَّبَبِ مَوْضِعَ الْمُسَبَّبِ -

অর্থাৎ تقدم بالرتبة দ্বারা এখানে ঐ تقدم بالرتبة উদ্দেশ্য নয়, যা كتب معقولات-এর মধ্যে উল্লিখিত। وَهُوَ كَوْنُ الشَّيْءِ فِى التَّرْكِيْبِ الْحِسِّىْ وَالْعَقْلِ سَابِقًا عَلٰى اٰخَرَ এ জন্য যে, ফায়েল ও মাফউলের মাঝে তারতীবে আকলী ও তরতীবে হিস্সী কোনোটিই নেই। কাজেই এখানে تقدم দ্বারা تقدم بالشرف যাকে পরিভাষায় تقدم بالرتبة বলা হয়ে থাকে। (كَمَا يُقَالُ الْعَالِمُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَاهِلِ بِالرُّتْبَةِ)

স্মরণযোগ্য যে, উল্লিখিত উদাহরণটি দু'কারণে জায়েজ। প্রথম কারণ–ফায়েলের আসল মুকাদ্দাম হওয়া। কেননা, ফায়েলের এই আসল না হলে উল্লিখিত উদাহরণটি اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ لَفْظًا وَ رُتْبَةً লাযেম আসার কারণে অবৈধ হতো। দ্বিতীয় কারণ–ফায়েলের অগ্রগামী হওয়াটা সমস্ত معمولات-এর মধ্যে উত্তম, ওয়াজিব নয়। কারণ, تقدم ওয়াজিব হলে তখনই উল্লিখিত উদাহরণটি অবৈধ হতো। কেননা, উল্লিখিত উদাহরণে ফায়েল মুয়াখ্খার।

قَوْلُهُ اِمْتَنَعَ الخ : ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدًا -এ উদাহরণটি জায়েজ নয়। কেননা, غلامه-এর যমীরটি زيد-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত, যা مفعول به পতিত হয়েছে এবং زيد শব্দটি মর্তবা অনুপাতে মুয়াখ্খার। সুতরাং اضمار قبل الذكر শব্দগত ও মর্তবাগতভাবে লাযেম এসেছে। আর এটি নাজায়েজ। ইবারতে উল্লিখিত উদাহরণ প্রাগুক্ত কায়দার কারণে নাজায়েজ। তবে এ উদাহরণটি জায়েজ না হওয়া উক্ত কায়দার উপর নির্ভরশীল নয়। কেননা, এ উদাহরণটি ঐ সুরতের মধ্যেও নাজায়েজ হবে, যখন ফায়েল ও মাফঊল মর্তবায় সমান হয়। সুতরাং উল্লিখিত কায়দা দ্বারা দলিল গ্রহণ করত এ উদাহরকে অবৈধ না বলা উচিত। উত্তরে বলা যায় যে, এ উদাহরণটি সমতার সুরতে অবৈধ নয়। কারণ, সমতার সুরতে মাফঊল ফায়েলের মর্তবায় আর ফায়েল মাফঊলের মর্তবায় হবে। সুতরাং اضمار قبل الذكر লাযেম আসবে না। সমতার সুরতে উল্লিখিত উদাহরণ শুদ্ধ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, فلذالك-এর মধ্যে لام তা'লীলের জন্য নেওয়ার দ্বারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য যে, مدخول لام টি متعلق به-এর ইল্লত। কারণ তার দ্বারা এই ফায়দা অর্জিত হয় যে, كَوْنُ الْوَلِيِّ وَالْقَرِيْبِ اَصْلًا عِلَّةٌ لِجَوَازِ الْمِثَالِ الْاَوَّلِ وَامْتِنَاعِ الْمِثَالِ الثَّانِيْ আর فا টি تفريع-এর জন্য ব্যবহৃত। তার দ্বারা পূর্বোক্ত ফায়দার প্রেক্ষিতে প্রথম উদাহরণটি বৈধ এবং দ্বিতীয় উদাহরণটি অবৈধ বুঝা যায়।

وَالتَّفْرِيْعُ عِبَارَةٌ عَنْ اِسْتِخْرَاجِ الْفَرْعِ مِنَ الْاَصْلِ اَعْنِيْ تَحْصِيْلَ الْعِلْمِ بِهٖ مِنَ الْعِلْمِ بِالْاَصْلِ الْمَذْكُوْرِ فَكَأَنَّهُ قِيْلَ لِاَجَلِ الْعِلْمِ بِالْعِلَّةِ الشَّيْءِ هِيَ الْاَصْلُ الْمَذْكُوْرُ عُلِمَ الْجَوَازُ وَالْاِمْتِنَاعُ الْمَذْكُوْرَانِ-

অথবা উল্লিখিত فاء টিও তা'লীলের জন্য ব্যবহৃত, فلذالك-এর দ্বারা معمول-এর অস্তিত্বের মাধ্যমে ইল্লতের অস্তিত্বের উপর দলিল গ্রহণ করা উদ্দেশ্য। এ বিশ্লেষণ দ্বারা বুঝা যায়, فاء ও لام-এর মধ্যে কোনোটি مستدرك নয়।

قَوْلُهُ وَاِذَا انْتَفَى : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি والاصل ان يلى الفعل দ্বারা জানা যায় যে, ফায়েল সাধারণত ফে'লের সাথে মুত্তাসিল হয়। প্রসঙ্গত আরো বুঝা যায় যে, ফায়েল ফে'লের সাথে মুত্তাসিল না হওয়া ও জায়েজ। এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) কিছু কারণ বর্ণনা করতেছেন, যে অবস্থায় ফায়েলকে পূর্বে নেওয়া হয় তার একটি হলো- ফায়েল ও মাফঊল উভয়ের ই'রাব যখন উহ্য হয় এবং ফায়েল মাফঊলকে পরিচয় করার কোনো কারীনা না থাকে, তাহলে ফায়েলকে মাফঊলের পূর্বে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব।

যদি কেউ বলে– انتفاء قرينة দ্বারা انتفاء اعراب ও বুঝে আসে। কেননা, কারীনা عام আর ই'রাব خاص ; কারীনা ই'রাব ব্যতীতও পাওয়া যায়। আর যেহেতু কায়দা হলো انتفاء عام টি انتفاء خاص-কে আবশ্যক করে থাকে, সেহেতু انتفاء قرينة দ্বারা انتفاء اعرابও বুঝা যায়। উভয়ের উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন নেই। সমাধান-কারীনাকে এ'রাব হতে 'আম বলা শুদ্ধ নয়, বরং উভয়ের মধ্যে نسبة تباين বিদ্যমান। কেননা, ই'রাব যা উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের উপর গঠনভাবে বুঝায়। অপরপক্ষে কারীনা তাকে বলে, যা উদ্দেশ্য নির্দিষ্টকরণের উপর بلا وضع (গঠন ব্যতীত) বুঝায়। কাজেই ই'রাব ও কারীনার মধ্যে نسبة تباين হওয়া প্রমাণিত হবার পর আর কোনো আপত্তি থাকে না। قرينة দু'প্রকার। যথা–(১) لفظى যেমন– ضَرَبَتْ مُوْسٰى حُبْلٰى এখানে ফায়েল যে স্ত্রীলিঙ্গ হবে ضربت ফে'ল দ্বারা তা বুঝা যাচ্ছে। সুতরাং এখানে حبلى ফায়েল। (২) معنى যথা- اَكَلَ الْكُمَّثْرٰى يَحْيٰى (ইয়াহইয়া নাশপতি খেয়েছে)। এখানে ভক্ষণকারী যে, يحيى -তা আকল দ্বারা বুঝা যায়। অতএব, সেখানে এ দু'প্রকার কারীনার মধ্য হতে কোনো কারীনা পাওয়া না যাবে, সেখানে ফায়েলকে মাফঊলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন– ضَرَبَ مُوْسٰى عِيْسٰى যেন বুঝা যায় যে, পূর্বে উল্লিখিতটি ফায়েল।

قَوْلُهُ اَوْ كَانَ مُضْمَرًا الخ : এটা ফায়েল মুকাদ্দাম হওয়ার দ্বিতীয় স্থান। ফায়েলটি যখন যমীরে মুত্তাসিল হয় তখন ফায়েলকে মাফঊলে বিহীর পূর্বে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যথা– ضَرَبْتُ زَيْدًا । কারণ, ফায়েল যখন যমীরে মুত্তাসিল হবে তখন তা পূর্বে আনা ওয়াজিব না হলে, বুঝা যাবে এটাকে পরে আনাও জায়েজ। আর পরে আনা জায়েজ হলে, যমীরে মুত্তাসিলকে মুনফাসিল নেওয়া লাযেম আসবে। আর এটা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ اَوْ وَقَعَ مَفْعُوْلُهُ الخ : এটা ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবার তৃতীয় স্থান। তা দ্বারা উদ্দেশ্য যখন ফায়েলের মাফউল إلا-এর পর পতিত হয় তখন ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন– مَاضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا-এর দলিল হলো, যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা না হয়, তাহলে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া লাযেম আসবে। কারণ যায়েদ প্রহারকারী হওয়াকে আমর প্রহৃত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য। অর্থ এ দাঁড়ায় যে, আমর ব্যতীত যায়েদ অন্য কাউকে প্রহার করেনি। হতে পারে যে, আমর অন্য কারো কর্তৃক প্রহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যায়েদ শুধুমাত্র আমরকেই প্রহার করেছে। কাজেই এ স্থানে যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম না করে إلا-এর পরে তাকে মুয়াখ্খার করত مَاضَرَبَ عَمْرًا اِلَّا زَيْدٌ বলা হয়, তাহলে আমর প্রহৃত হওয়া যায়েদ প্রহারকারী হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। অর্থ হবে- আমরকে শুধুমাত্র যায়েদই প্রহার করেছে অন্য কেউ নয়। তবে এটা সম্ভব যে, যায়েদ অন্য কাউকে প্রহার করেছে; অথচ এটা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমরা মাফউলকে إلا-এর সাথে মুয়াখ্খার করি এবং এরূপ বলি যে, مَاضَرَبَ اِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ তখন উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া লাযেম আসবে না। বেশি হলে এরূপ হবে যে, সে সময় সিফাতের সীমাদ্ধতা তা পরিপূর্ণ হওয়ার পূর্বে লাযেম আসবে। আর এটা যদিও উত্তম নয় ; কিন্তু অবৈধ হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। সুতরাং ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না। **উত্তর** : এখানে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, ফায়েল ও মাফউলকে মুকাদ্দাম করার বিষয়ে إلا মাঝখানে থাকতে হবে। তাই যদি মাফউলটি إلا-এর সাথে ফায়েলের পূর্বে হয়, তখন তা বৈধ হবে। কেননা, اِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَفَاتَ الْمَشْرُوْطُ "শর্ত হারিয়ে গেলে মাশরূতও হারিয়ে যায়।" এখানেও তাই হবে। অতঃপর যদি কেউ প্রশ্ন করে, وقع مفعوله-এর মধ্যস্থিত ه যমীরকে ফায়েলের দিকে ফিরানো হয়েছে ; অথচ মাফউলটি ফায়েলের নয় বরং ফে'লের। **উত্তর** : এখানে মাফউলের এযাফত ফায়েলের দিকে নগণ্য সম্পর্কের কারণে। আর তা হলো উভয়টি একই আমিল (فعل)-এর মা'মূল।

قَوْلُهُ اَوْ مَعْنَاهَا : এটি ফায়েল মুকাদ্দাম হওয়ার চতুর্থ স্থান। যখন মাফউল إلا-এর সমার্থবোধকের পরে পতিত হয়, তখন ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। নতুবা এ অবস্থায় উদ্দিষ্ট অর্থের পরিপন্থী লাযেম আসবে। যেমন– اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا কারণ মাফউলে বিহীকে ফায়েলের উপর মুকাদ্দাম করা হলে حصر থাকবে না। إلا-এর অর্থ বলতে বুঝায় انما জাতীয় শব্দ। انما -এর মধ্যে যেহেতু مقصور عليه মুয়াখ্খার হয়ে থাকে। সেহেতু ফায়েল ও মাফউলের মধ্য হতে যা মুয়াখ্খার হবে তা ঐ ইসমের স্থলাভিষিক্ত হবে যা إلا-এর পরে পতিত হয়। অর্থাৎ مقصور عليه পতিত হবে। আর ঐ مقصور-এর মুকাদ্দাম করা অন্য একটির উপর বৈধ নয়। অন্যথায় সংশয় পতিত হবে। যেমন– اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا এটিকে اِنَّمَا ضَرَبَ عَمْرًا زَيْدٌ বলা হলে সংশয় সৃষ্টি হয়। কিন্তু তা نفى ও استثناء-এর পরিপন্থী। তার মধ্যে কোনো সংশয় দেখা দেয় না। ঐ স্থানে ফায়েল ও মাফউলের মধ্য হতে যেটি إلا-এর পরে পতিত হবে, তাই مقصور عليه হবে চাই মুকাদ্দাম হোক বা মুয়াখ্খার হোক।

قَوْلُهُ وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ : এটি اذا-এর জাযা অর্থাৎ উপরোক্ত স্থানসমূহে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ সব স্থানে ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব কেন ? **উত্তর** : প্রথম স্থানে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো মুকাদ্দাম-না হলে ঐ সংশয় আবশ্যক হবে যা উদ্দেশ্যের মধ্যে ক্ষতি সাধন করে। তদুপরি نظم طبعى-এর যত্ন নেওয়াটাও বাকি থাকে। অর্থাৎ ঐ ধারাবাহিতার যত্ন নেওয়া, যা ফায়েল তার সমস্ত معمولات-এর উপর অগ্রগামী হওয়াকে স্বাভাবিকভাবে দাবি করে। তবে যে সংশয় মাকসূদের মধ্যে ক্ষতি সাধন করে না, তা থেকে বিরত থাকা জরুরি নয়। তাইতো أقائم زيد-এর মধ্যে দু'পদ্ধতি বৈধ।

قَوْلُهُ وَاِذَا اِتَّصَلَ بِهِ الخ : ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ (র.) ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা আসল বলেছিলেন। আর তাতে ব্যক্ত করেছিলেন যে, কতেক عوارض -এর কারণে তাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব, এখানে তিনি ঐ সমস্ত عوارض-কে বর্ণনা করতেছেন যাদের কারণে ফায়েলকে মাফউলের উপর মুকাদ্দাম করা নিষিদ্ধ; বরং ফায়েলকে বিলম্বিত করা ওয়াজিব।

বলেছেন, যখন فاعل-এর সাথে এমন যমীর সম্পৃক্ত হয়, যা মাফউলের দিকে প্রত্যাবর্তিত। যেমন– ضَرَبَ زَيْدًا غُلَامُهُ এখানে غلام হলো ফায়েল আর "ه" যমীর زيدا।তথা মাফউলের দিকে প্রত্যাবর্তিত এবং এটা ফায়েলের সাথে যুক্ত. কাজেই উপরোক্ত স্থানে ফায়েলকে বিলম্বিত করা ওয়াজিব। নতুবা اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ শাব্দিক ও মর্তবাগতভাবে লাযেম আসবে। এটি অবৈধ।

قَوْلُهُ وَقَعَ بَعْدَ اِلَّا : যখন ফায়েলটি الا -এর পরে পতিত হবে, তখন এ অবস্থায়ও ফায়েল বিলম্বিত করা ওয়াজিব। নতুবা উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়া লাযেম আসবে। যেমন– مَاضَرَبَ عَمْرًوا اِلَّا زَيْدٌ এখানে আমর প্রহৃত হওয়া যায়েদ প্রহারকারী হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ। যদি الا-কে ফায়েল ও মাফউলের মাঝখানে রেখে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করত এভাবে বলে যে ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًو তখন যায়েদের প্রহারকারী হওয়াটা আমরের প্রহৃত হওয়ার উপর সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে আর এটি উদ্দেশ্যের বিপরীত হবে।

قَوْلُهُ اِتَّصَلَ مَفْعُوْلُهُ الخ : যখন ফে'লের সাথে মাফউলের যমীর সম্পৃক্ত হবে আর ফায়েল সম্পৃক্ত হবে না। যেমন– ضَرَبَكَ زَيْدٌ এ উদাহরণেও ফায়েলকে বিলম্বিত করা ওয়াজিব। নতুবা মাফউলকে বিলম্বিত করা হলে যমীরে মুত্তসিলকে মুনফাসিল করা লাযেম আসবে। আর এটি অবৈধ। কেননা, উভয়ের মধ্যে পরস্পর বৈপরীত্য বিদ্যমান রয়েছে। এটি ঐ অবস্থার বিপরীত যে, ফায়েল ও যমীর হলে তখন ঐ সব স্থানে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা মাফউলের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন– ضَرَبْتُكَ যদি ঐ সুরতে ফায়েলকে মুকাদ্দাম করে দেওয়া হয়, তাহলে শব্দগত ও মর্তবাগতভাবে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে। আর তা নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদ্ধতি তথা যখন ফায়েল الا অথবা الا معنى -এর পরে পতিত হবে তখন ফায়েলকে মুকাদ্দাম করার ফলে উদ্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা (حصر) পঙ্গু হয়ে যাবে। কারণ مَاضَرَبَ عَمْرًوا اِلَّا زَيْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য আমরের প্রহৃত হওয়াকে যায়েদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা। যায়েদের প্রহারকারী হওয়াকে সীমাবদ্ধ করা উদ্দেশ্য নয়। হতে পারে যে, যায়েদ অন্য কারো প্রহারকারী হবে। এখন যদি ফায়েলকে মুকাদ্দাম করে مَاضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًوا এবং اِنَّمَا ضَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًوا বলা হয়, তখন যায়েদের প্রহারকারী হওয়া আমরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। আর এটা বৈধ হবে যে, আমর অন্য কারো থেকেও প্রহৃত। আর তা উদ্দেশ্যের বিপরীত। চতুর্থ পদ্ধতি তথা যখন মাফউলটি যমীরে মুত্তাসিল হবে আর ফায়েল মুত্তাসিল না হয়, তাহলে সে সময় ফায়েলকে মুকাদ্দাম করা অসম্ভব। কারণ ফায়েল غير متصل-এর মাফউল থেকে পূর্বে নেওয়া হলে তখন اتصال-কে انفصال। করা লাযেম আসবে। আর উভয়ের মাঝে পরস্পর বৈপরীত্য সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَجَبَ تَاخِيْرُهُ : এটা উল্লিখিত শর্তের জাযা। পূর্বোক্ত চারটি অবস্থায় ফায়েলকে বিলম্বিত করা ওয়াজিব। মুসান্নিফ (র.) এ স্থানে وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ কেন বলেননি ? এভাবে যে, যমীরটি مفعول-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হতো। **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.) এখানে ফায়েলের অবস্থাটি বর্ণনা করতেছেন মাফউলের নয়। কাজেই وَجَبَ تَاخِيْرُهُ বলাটা সঠিক হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالْاَصْلُ اَنْ يَّلِيَ الْفِعْلَ فَلِذَالِكَ الخ : و হরফে আত্ফ অথবা ইস্তীনাফ বা এ'তেরায, الاصل মুবতাদা, ان মাওসূলে হরফী, يلى ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, الفعل মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল-তার সেলাহ মিলে মুফরাদ হয়ে খবর। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فا ফসীহা, لم হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম হয়েছে جاز-এর সাথে। جاز ফে'ল, তার পরবর্তী জুমলাটি ফায়েল। جاز ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। اِذَاكَانَ الْاَمْرُ كَذَا শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

ضَرَبَ غُلَامُهُ زَيْدٌ -এর তারকীব– ضرب ফে'ল, غلام মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী, زيد ফায়েল। ضرب ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, امتنع ফে'ল, পরবর্তী জুমলাটি মুরাদুল লফয ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে আত্ফ হয়েছে

جاز-এর উপর। জুমলাটির তারকীব– ضرب ফে'ল, غلام মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল, زيدا মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, اذا যরফে যমান মাফউলে মুকাদ্দাম, انتفى ফে'ল, الاعراب মা'তূফ আলাইহ, لفظا তামঈয হয়েছে নিসবত থেকে। فى হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। واو হরফে আত্ফ, القرينة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল। انتفى ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম, যরফে লগ্ব এবং তামঈয মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। او হরফে আত্ফ, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, مضمرا মাওসূফ, متصلا সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। او হরফে আত্ফ وقع ফে'ল, مفعول মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল, بعد মুযাফ যরফে যমান, لا মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, معنى মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। لا মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। وقع ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও উভয় মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মা'তূফা হয়ে শর্ত। وجب ফে'ল, تقديم মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَإِذَا اِتَّصَلَ بِهِ ضَمِيْرُ مَفْعُوْلٍ اَوْ وَقَعَ الخ : واو হরফে আত্ফ, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থে ব্যবহৃত মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম। اتصل ফে'ল, ب হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, ضمير মুযাফ, مفعول মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। اتصل ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, وقع ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, بعد মুযাফ, لا মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, معنا মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। او হরফে আত্ফ, اتصل ফে'ল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مفعول মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ যুলহাল, واو হালিয়া, هو মুবতাদা, غير মুযাফ, متصل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। اتصل ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফদ্বয় মিলে জুমলায়ে মা'তূফা হয়ে শর্ত। وجب ফে'ল, تاخير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا فِى مِثْلِ زَيْدٌ لِمَنْ قَالَ مَنْ قَامَ شعر وَلِيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ * وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ و وُجُوْبًا فِى مِثْلِ وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ وَقَدْ يُحْذَفَانِ مَعًا فِى مِثْلِ نَعَمْ لِمَنْ قَالَ اَقَامَ زَيْدٌ -

---

অনুবাদ : নিশ্চয় কারীনা পাওয়া যাবার কারণে জায়েজ হিসেবে ফে'লকে বিলোপ করা হয়। যে বলেছে مَنْ قَامَ কে দাঁড়িয়েছে?) তার উত্তরে زَيْدٌ বলা, অনুরূপ তারকীবে। (এবং ফে'লকে বিলোপ করা হয়) وَلِيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ لِخُصُوْمَةٍ * وَمُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيْحُ الطَّوَائِحُ-এর মতো তারকীবের মধ্যে। (কবিতার অর্থ-ইয়াযীদ ইবনে নহ্শালের জন্য কান্নাকাটি করা উচিত ঐ ব্যক্তির, যে শত্রুর নিকট হতে প্রতিশোধ নিতে অক্ষম এবং অসিলা ব্যতীত ভিখারি ক্রন্দন করা উচিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে।) আর وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ এ রকম উদাহরণসমূহে (ফে'লকে বিলোপ করা হয়) ওয়াজিব হিসেবে। (আয়াতাংশের অর্থ–যদি মুশরিকদের মধ্যে কেউ আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।) নিশ্চয় (ফে'ল ও ফায়েল উভয়কে) একই সাথে বিলোপ করা হয় نعم-এর অনুরূপ মেছালের মধ্যে–যা বলা হয় ঐ ব্যক্তির উত্তরে, যে বলল اَقَامَ زَيْدٌ (যায়েদ কি দণ্ডায়মান হয়েছে ?)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ الخ : কখনো ফে'লকে কারীনা পাওয়া যাওয়ার সময়ে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন কেউ বলেছে مَنْ قَامَ তদুত্তরে زَيْدٌ বলা। কেননা, এটা মূলত ছিল قام زيد -এতে ফে'লকে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فِىْ مِثْلِ زَيْدٌ : مِثْلِ زَيْدٌ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইসম যার মধ্যে ফে'লকে বিলোপ করার কারীনাটি سؤال محقق (প্রকাশ্য প্রশ্ন) হবে। যদি কেউ বলে, এ স্থানে খবর মাহযূফ। তা মূলত زَيْدٌ قَامَ ছিল। قَامَ খবরকে سؤال محقق কারীনা থাকার কারণে বিলোপ করা হয়েছে। ফে'লকে বিলুপ্ত মেনে নেওয়ার পরিবর্তে খবরকে মাহ্যূফ মানা অত্যধিক যুক্তি সংগত। কারণ এ অবস্থায় তা জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে উত্তরটি প্রশ্নের মোতাবেক হয়ে যাবে। **উত্তর :** হযফে খবর দ্বারা অনেকাংশ বিলোপ করা লাযেম আসবে। কারণ, সে সময় একটি জুমলাকে বিলুপ্ত মানতে হবে। আর তা আমাদের আলোচনা বহির্ভূত বিষয়। قَامَ زَيْدٌ-এর সুরতে শুধু ফে'লকে বিলুপ্ত মানা প্রয়োজন হবে-যা জুমলার একটি অংশ মাত্র। আর কিয়দংশ বিলোপ করা অনেকাংশ বিলোপ করা হতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।এও বলা যায় যে, আল্লামা সৈয়দ শরীফ জুরজানী'র মতে প্রশ্ন সম্বলিত জুমলা প্রকৃতপক্ষে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে থাকে। যেমনিভাবে তিনি বলেছেন–مَنْ قَامَ জুমলাটি শক্তিশালী হবার ক্ষেত্রে اَقَامَ زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌو اَوْ بَكْرٌ اَوْ خَالِدٌ-এর পর্যায়ে। অতএব, من শব্দটি সংক্ষিপ্তভাবে আফরাদের উপর বুঝানোর জন্য গঠিত হয়েছে। من শব্দটি استفهام -এর অর্থকে শামিল করার কারণে বাক্যের শুরুতে নেওয়া হয়েছে। কেননা, استفهام বাক্যের শুরুতে আসাকে চায়, কাজেই এ জুমলাটি আকৃতিগতভাবে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ এবং অর্থগতভাবে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। এর উত্তরে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ নেওয়া মুনাসিব। যেন مطابقة معنوى-এর উপর সতর্কতারোপ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ شعر وَلِيُبْكَ يَزِيْدُ : এটি ضرار بن نهشل-এর উক্তি, যা শোকগীতির সময়ে নিজ ভাই ইয়াযীদকে উপলক্ষ করে বলেছেন। এ শ্লোক উল্লেখ করার দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য– যেমনিভাবে سؤال محقق-এর কারীনার কারণে ফে'ল বিলুপ্ত হয়, তেমনিভাবে سوال مقدر (উহ্য প্রশ্ন) কারীনার কারণেও ফে'ল বিলুপ্ত হওয়া জায়েজ। উল্লিখিত উদাহরণ- وَلِيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ-এর মধ্যে ضارع -এর পূর্বে ফে'ল উহ্য আছে, আর এখানে সাওয়ালে মুক্বাদ্দরের কারীনা হয়েছে।

কারণ, যখন لِيُبْكَ يَزِيْدُ (ইয়াযীদের জন্য ক্রন্দন করা উচিত) বলা হবে তখন প্রশ্ন জাগে مَنْ يَبْكِيْهُ (কে ক্রন্দন করবে?) উত্তরে বলা হবে يَبْكِيْهُ ضَارِعٌ অর্থাৎ দুশমনের কারণে অক্ষম ব্যক্তি ক্রন্দন করবে। কাজেই এখানে কারীনা سؤال مقدر এবং ضارع-এর পূর্বে ফে'ল উহ্য রয়েছে। তারকীব- ليبك হলো فعل مجهول - يزيد টি নায়েবে ফায়েল এবং ضارع উহ্য ফে'লের ফায়েল অর্থাৎ يَبْكِيْهُ ضَارِعٌ আর لخصومة-এর লাম হলো ضارع-এর সাথে মুতা'আল্লাক। অর্থাৎ يَبْكِيْ ضَارِعٌ لِاَجْلِ خُصُوْمَةٍ অথবা উহ্য يبكى ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক তথা يَبْكِيْ لِخُصُوْمَةٍ তবে দ্বিতীয় সুরত অর্থগতভাবে শক্তিশালী নয়। কারণ তখন ক্রন্দন করা خصومة-এর জন্য হবে, يزيد-এর জন্য হবে না। যদি কেউ বলে ليبك শব্দটি فعل مجهول পড়ার সুরতে এরূপ লৌকিকতা অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়ে এবং অধিক বিলোপ করা লাযেম আসে। যদি ليبك-কে معروف পড়া হয়, يزيد-কে তার মাফউল ضارع-কে ফায়েল এবং لخصومة-এর মধ্যস্থিত لام-কে ليبك ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক করা হয় অথবা ضارع-এর সাথে মুতা'আল্লাক করা হয়, তখনতো অর্থ ফাসেদ হবে না আর অনেকাংশকে বিলোপ করা লাযেম আসে না। সে সময় শ্লোকটির অর্থ দাঁড়াবে– ইয়াযীদের জন্য ঐ ব্যক্তির ত্রন্দন করা উচিত যে ব্যক্তি শত্রুর মোকাবিলা করতে অক্ষম। এ আপত্তির অপনোদন কল্পে বলা হবে– ليبك ফে'লকে معروف পড়ার সময়ে উল্লিখিত উদ্দেশ্যের উদাহরণ হবে না, যে উদ্দেশ্যে মুসান্নিফ (র.) প্রাগুক্ত শ্লোককে উল্লেখ করার প্রয়াস পেয়েছেন। অতএব, ليبك -কে فعل مجهول পড়া হয়েছে, যাতে উদ্দিষ্টের উদাহরণ হওয়া শুদ্ধ হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কি কারণে মুসান্নিফ (র.) উদাহরণ শুদ্ধকরণের লক্ষ্যে مرجوح (অপ্রণিধানযোগ্য) অবলম্বন করেছেন? **উত্তর** : এটি مرجوح নয়; বরং راجح (প্রণিধানযোগ্য), কারণ ফে'লকে مجهول পড়ার সূরতে কিছু উপকার রয়েছে। প্রথমত তার মধ্যে ইসনাদের পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এভাবে যে, প্রকৃতপক্ষে فعل مجهول-এর নিসবত ضارع-এর দিকে, যেন প্রকাশ্যভাবে তার নিসবত ক্রন্দনকারীর দিকে। অতএব, ليبك ফে'লে মাজহুল বলার মাধ্যমে জানা যায়-কোনো একজন ক্রন্দনকারী রয়েছে। অতঃপর তাকে বিলোপ করত মাফঊলকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে এবং ضارع-এর পূর্বে উহ্য ফে'লকে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ইসনাদটি পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ কথা হয়েছে এবং ضارع-এর পূর্বে উহ্য ফে'লকে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ইসনাদটি পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, تكرار اسناد (পুনরাবৃত্তি হওয়া)টি عدم تكرار اسناد-এর তুলনায় শক্তিশালী। দ্বিতীয়ত فعل مجهول পড়ার সময়ে ফায়েলকে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং এরপর তার অবগত হওয়া প্রত্যাশিত নিয়ামতের মতো হবে। তৃতীয়ত فعل مجهول পড়ার সময়ে يزيد শব্দটি مفعول مالم يسم فاعله হবে। আর তা বাক্যের উত্তম অংশ। কারণ, এটি مسند اليه , পক্ষান্তরে معروف পড়ার সময়ে يزيد মাফউল হবে আর তা অতিরিক্ত। অতএব, যে সুরতে বাক্যের উত্তমতা পতিত হয় তা راجح হওয়ার কারণে অবশ্যই ফে'লটিকে مجهول পড়াটা معروف পড়া থেকে অগ্রগণ্য।

قَوْلُهُ مُخْتَبِطٌ الخ : এটি কবিতার অপর পংক্তি। مختبط-এর অর্থ–অসিলাবিহীন ভিখারি আর تطيح শব্দটি الاطاحة। থেকে নির্গত। অর্থ–ধ্বংস করে দেওয়া। طوائح শব্দটি নিয়ম-বহির্ভূত مطيحة-এর বহুবচন। যেমন– ملحة -এর নিয়ম-বহির্ভূত বহুবচন হয়ে থাকে لواقح। নিয়ম-বহির্ভূত এ জন্য বলা হয়েছে, যুক্তি চায় তার বহুবচন مطيحات আসা। কারণ مفعلة ইসমে ফায়েলের সীগাহ্‌র বহুবচন مفعلات-এর ওযনে এসে থাকে। যেমন– مكرمة-এর বহুবচন مكرمات আসে। فواعل-এর ওযনে শুধু ফায়েল পুংলিঙ্গের বহুবচন আসে। যেমন– طالب-এর বহুবচন طوالب আসে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি مما জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে مختبط -এর সাথে। আর ما টি মাসদারিয়া। কারণ মাসদারিয়া না হয়ে মাওসূলা হলে সেলাহ্‌র মধ্যে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর থাকা আবশ্যক-যা মাওসূলের দিকে ফিরে। এখানে প্রত্যাবর্তনকারী যমীর নেই বিধায় ما مصدرية হওয়া যুক্তিযুক্ত। تطيح -এর উপর ঐ مصدرية প্রবিষ্ট হয়ে اطاحة -এর অর্থে পরিণত করে দিয়েছে। তাইতো আল্লামা জামী (র.) তার ব্যাখ্যায় বলেছেন– اَلْاِطَاحَةُ اَلْاِهْلَاكُ ; এ শ্লোকার্ধের অর্থ–ইয়াযীদের মৃত্যুর উপর ঐ ব্যক্তিরও ক্রন্দন করা উচিত যে অসিলা ব্যতীত ভিক্ষা চায়, কালের দুর্বিপাক তার ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দেওয়ার কারণে। কারণ, ইয়াযীদ অসিলাবিহীন ভিখারিকেও ধন-সম্পদ দিতো।

قَوْلُهُ وَ وُجُوْبًا فِيْ مِثْلِ الخ : وجوبا শব্দটির আত্‌ফ جوازا-এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ ফে'লকে কারীনা পাওয়া যাওয়ার সময়ে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন– وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ -এর মধ্যে ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব। مِثْلُ وَاِنْ اَحَدٌ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য– ঐ স্থান যেখানে ফে'লকে قرينة مجوزة للحذف (হযফকে জায়েজকারী কারীনা)-এর কারণে বিলোপ করা হয়েছে। এরপর ابهام (অস্পষ্টতা) সৃষ্টি হওয়াতে তা দূর করার জন্য তাফসীর হিসেবে ফে'লকে নেওয়া হয়েছে। তাই এ স্থানে ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব। যদি বিলোপ করা ওয়াজিব না হতো তাহলে তাকে উল্লেখ করা জায়েজ হয়ে যেতো। আর যখন উল্লেখ করা হবে তখন مفسر (যের যোগে) ও مفسر (যবর যোগে) একত্রিত হওয়া লাযেম আসবে। আর তা অসম্ভব। অসম্ভবকারী বস্তু স্বয়ং অসম্ভবকে আবশ্যক করে থাকে। তাই ফে'লকে উল্লেখ করা জায়েজ হওয়াটা অসম্ভব হবে। তার বিলুপ্তি ওয়াজিব। কারণ نقيض (পরস্পর বৈপরীত্য) অসম্ভব হওয়াকে ওয়াজিব করে। এখন প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত উদাহরণে ফে'লকে বিলোপ করার কারীনা কি ? **উত্তর :** এখানে ان হলো شرطية আর তা সর্বদা ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয়। কাজেই হরফে শর্তের কারীনার কারণে ফে'লকে বিলোপ করা হয়েছে। এরপর ابهام সৃষ্টি হলে তা দূর করার জন্য তাফসীর হিসেবে ফে'লকে নেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় প্রথম ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব হবে। যেন مفسر ও مفسر একত্রিত হওয়া লাযেম না আসে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আরবি ভাষায় مفسر ও مفسر -এর একত্রে ব্যবহারের ছড়াছড়ি রয়েছে। যেমন– جَاءَنِيْ رَجُلٌ اَيْ زَيْدٌ এটাকে কেউ না জায়েজ বলে না। **উত্তর :** আমরা مفسر ও مفسر-কে সাধারণভাবে না-জায়েজ বলিনি; বরং সে সময় না-জায়েজ বলি যখন مفسر-কে বিলোপ করার দ্বারা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় যেহেতু مفسر উল্লেখ করার কারণে সন্দেহ থাকে না সেহেতু مفسر-কে উল্লেখ করা অনর্থক হবে; কিন্তু সন্দেহ দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত مفسر এটার বিপরীত। কাজেই এখানে مفسر ও مفسر-এর একত্রিত করা জায়েজ নয়; বরং ওয়াজিব। পক্ষান্তরে جَاءَنِيْ رَجُلٌ اَيْ زَيْدٌ-এর মধ্যে উভয়কে একত্রিত করা জায়েজ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, যখন وان احد-এর মধ্যে مفسر-কে বিলোপ করার কারণে সন্দেহ হওয়াতে তার তাফসীরের মধ্যে দ্বিতীয় ফে'লের উল্লেখ করা হয় তখন প্রথমটিকে বিলোপ করার প্রয়োজন কি ? **উত্তর :** ان شرطيه-এর পর ফে'লের অস্তিত্ব নাহুবিদদের নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা স্বভাবত অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিলোপ করে থাকেন। যাতে তা اَوْقَعُ فِى النَّفْسِ (অন্তরে অধিক প্রতিফলনকারী) হয়। যেমন, প্রকাশ্য বিষয় যে, ফে'ল বিলোপ করার সুরতে আত্মা তার দিকে ধাবিত হয়ে থাকে এবং কৌতূহল সৃষ্টি হয়। অন্বেষণের পর অর্জিত হলে তা আত্মায় প্রতিফলন ঘটায়।

وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفَانِ الخ : কোনো কোনো সময় ফে'ল ও ফায়েল উভয়কে বিলোপ করা যায়। এ সম্পর্কে মুসান্নিফ (র.) বিস্তারিত আলোচরা আরম্ভ করছেন। একই সাথে ফে'ল ও ফায়েলকে বিলোপ করা যায়। এমন নয় যে, শুধু ফায়েলকে হযফ করা জায়েজ। কেননা, এককভাবে ফে'লকে হযফ করা তো জায়েজ ; কিন্তু একাকীভাবে ফায়েলকে হযফ করা জায়েজ নেই। তবে যখন মাফঊলটি ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় তখন ফায়েলকে বিলোপ করা জায়েজ। আর তা এমন স্থানে হয় যেখানে نعم (হ্যাঁ) বলা হয় ঐ ব্যক্তির প্রতি উত্তরে, যে বলে اَقَامَ زَيْدٌ ; এ স্থানে نعم বলাটা نَعَمْ قَامَ زَيْدٌ -এর অর্থে হয়েছে। ফে'ল ও ফায়েলকে হযফ করার ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর প্রশ্নই হলো কারীনা। আর مثل نعم দ্বারা প্রত্যেক ঐ উদাহরণ উদ্দেশ্য যেখানে حروف ايجاب দ্বারা জবাব দেওয়া হয়। কোনো কোনো কপিতে فِيْ مِثْلِ نَعَمْ ইবারত দেখা গেছে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি معا যরফ হিসেবে যবর বিশিষ্ট হয়েছে। তাতে তানবীনটি মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে এসেছে। আর তা মুতা'আল্লাক হয়েছে كائنا -এর সাথে, যা يحذفان থেকে حال পতিত হয়েছে। আর মূল এবারত وَقَدْ يُحْذَفَانِ كَائِنًا كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ صَاحِبِهٖ এটা অর্থানুপাতে يحذفان থেকে অনুধাবিত অর্থের তাকীদ হবে।

* ফে'ল বিলুপ্ত হবার উদাহরণ কবিতাকারে বর্ণনা করা তা মুনাসিব নয়, কারণ তার দিকে মনোনিবেশ হয় না। কাজেই মুসান্নিফ (র.) شعر -এর মাধ্যমে উদাহরণ না দেওয়াটা উত্তম ছিল। উত্তরে বলা যায়– نظم (কবিতা)-কে মুখস্থ রাখা গদ্য অপেক্ষা অধিকতর সহজ।

তারকীব : قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, قد তাহ্‌ক্বীকের জন্য, يحذف ফে'ল, الفعل নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার فى অর্থে ব্যবহৃত, قيام মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরুর। জার এবং মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, جوازا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, وجوبا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাফউলে মুতলাক উহ্য মুযাফের সাথে। অর্থাৎ حذف جواز - حذف فى হরফে জার, مثل মুযাফ, زيد যুলহাল, لام হরফে জার, من মাওসূলা, قال ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, من قام মুরাদুল্ লফয মাকূলা, من ইস্তিফহামিয়্যাহ মুবতাদা, قام ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'কূলা। ফে'ল-তার ফায়েল এবং মা'কূলা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, ليبك الخ হলো মুরাদুল্‌লফয মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, ان احد الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে দ্বিতীয় যরফে লগ্‌ব হয়েছে يحذف ফে'লের সাথে। يحذف ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল, উভয় যরফে লগ্‌ব এবং মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلْيُبْكَ يَزِيْدُ ضَارِعٌ الخ : ليبك يزيد الخ -এর মধ্যে ليبك ফে'ল, يزيد নায়েবে ফায়েল। ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ইনশাইয়্যাহ। ضارع শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, لام হরফে জার, خصومة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ضارع শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, مختبط শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, من হরফে জার, ما মাওসূলা, تطيح ফে'ল, الطوائح ফায়েল। ফে'ল-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল-তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। مختبط শিব্‌হে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল। তার ফে'লটি উহ্য রয়েছে– يبكيه ফে'ল, তার ফায়েল এবং যমীর ه মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قَوْلُهُ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, ان হরফে শর্ত, احد মাওসূফ, من হরফে জার, المشركين মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিব্‌হে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে ফায়েল। তার ফে'ল استجارك উহ্য রয়েছে। استجارك ফে'ল, ك মাফউলে বিহী। ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে শর্ত। কুরআনে কারীমের মধ্যে উল্লিখিত পরবর্তী অংশ তথা فأجره জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে মা'তূফা হয়েছে। استجار ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ك মাফউলের বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুফাস্‌সির। واو হরফে আত্‌ফ। قد -তাহকীকের জন্য। يحذفان ফে'ল, যমীর هما নায়েবে ফায়েল, معا ইসমে যরফ মাফউলে ফীহ। فى হরফে জার, مثل মুযাফ, نعم যুলহাল, لام হরফে জার, من মাওসূলা, قال ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, اقام زيد মুরাদুল লফয মাকূলা, قال ফে'ল-তার ফায়েল এবং মাকূলা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল-তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহি, مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরুর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে। يحذفان ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল, মাফউলে ফীহ ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ মা'তূফা হয়েছে। জুমলাটির তারকীব– نعم হরফে ঈজাব, قام ফে'ল, زيد ফায়েল। ফে'ল-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

وَاِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُوْنُ فِى الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ وَفِى الْمَفْعُوْلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا وَفِى الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُوْلِيَّةِ مُخْتَلِفَيْنِ-

অনুবাদ : যখন দু'টো ফে'ল তাদের পরবর্তী কোনো একটি প্রকাশ্য ইসমকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করে। আর এই দ্বন্দ কখনো ফায়েল হবার মধ্যে হবে, যেমন– ضَرَبَنِىْ وَاَكْرَمَنِىْ زَيْدٌ (যায়েদ আমাকে প্রহার করেছে এবং আমাকে সম্মান করেছে)। আর (কখনো) মাফউল হওয়ার মধ্যে, যেমন– ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি এবং সম্মান করেছি) এবং কখনো ফায়েল ও মাফউল উভয় হওয়ার মধ্যে, যখন উভয় ফে'ল দাবির ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَاِذَا تَنَازَعَ الخ : تنازع শব্দটি বাবে تفاعل -এর التنازع মাসদার হতে নির্গত। অর্থ– পরস্পর ঝগড়া করা। تنازع শব্দটি اثبات فعل ماضى معروف হতে واحد مذكر غائب -এর সীগাহ। আর এটা ذى روح -এর সিফাত। কাজেই تنازع -এর সাথে দু'টো ফে'ল কিভাবে গুণান্বিত হতে পারে ? **উত্তর :** এখানে تنازع -এর ব্যবহারিক অর্থ হলো দু'টি ফে'ল অর্থের দিক দিয়ে اسم ظاهر -এর দিকে মনোনিবেশ হওয়া। প্রত্যেক ফে'লই চায় ঐ ইসমে যাহিরটি তার মা'মূল হোক। তারপরেও এ স্থানে একটি প্রশ্ন হয়- এ অর্থে تنازع যেমনিভাবে দু'ফে'লের মধ্যে হয়, তেমনিভাবে দু'ইসমের মধ্যেও হয়। যেমন–زَيْدٌ مُعْطٍ وَمُكْرِمٌ عَمْرًوا দু'ফেলের শর্তারোপ করার কারণে দু'টি ইসম বের হয়ে গেছে আর তা বাতিল। **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.) এখানে تنازع -এর মধ্যে الفعلان-কে উল্লেখ করার কারণ–ফে'ল আমলের ক্ষেত্রে সবল; পক্ষান্তরে ইসম আমল করার ক্ষেত্রে দুর্বল। তাইতো তিনি ফে'লকে উল্লেখ করেছেন আর ইসমকে এর تابع করেছেন। একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় تنازع-কে দু'ফে'লের সাথে কেন খাস করা হয়েছে ? অথচ تنازع দু'টো ফে'লের অধিকের মধ্যেও সাব্যস্ত হয়। **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.) সর্বশেষ পরিমাণের উপর যথেষ্ট মনে করেছেন। কমপক্ষে দু'টো ফে'লের মধ্যে দ্বন্দ হতে পারে, একটি ফে'লে দ্বন্দ্ব হয় না। আর আধিক্যের কোনো সীমা নেই।

فَوَائِدِ قُيُوْد : এখানে গ্রন্থকার (র.) ظاهرا বলার কারণে সমস্ত مضمرات (সর্বনাম) বের হয়ে গেছে। এটা স্পষ্ট যে, ظاهرا শব্দ দ্বারা নাহুবিদরা اسم ظاهر -কে উদ্দেশ্য করে থাকেন। ضمير بارز যদিও ظاهر -তথাপি তাকে اسم ظاهر বলা হয় না ; বরং ضمير ظاهر বলা হয়, তাই এটা ظاهر কয়েদ দ্বারা বের হয়ে গেছে। যেমনিভাবে ضمير مستتر অপ্রকাশ্য হবার কারণে ظاهر শব্দ দ্বারা বের হয়ে গেছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে مضمرات-কে باب تنازع থেকে বের করার কারণ কি ? উত্তরে বলা হবে–ضمائر দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়তো মুত্তাসিল হবে; নতুবা মুনফাসিল হবে। যদি মুত্তাসিল হয়, তবে تنازع সম্ভব নয়। কেননা, যে ফে'লের সাথে যমীরে মুত্তসিল থাকে তার মধ্যে তা আমিল হবে। অন্য ফে'ল তার মধ্যে আমল করার অবকাশ থাকে না। আর যদি মুনফাসিল হয়, তাহলে তাও দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। কখনো তার মধ্যে تنازع হবে এবং رفع টি رفع -এর পদ্ধতিতে সম্ভব হবে না। আর কখনো تنازع হবে এবং رفع টিও رفع -এর পদ্ধতিতে হবে ; কিন্তু মুসান্নিফ (র.)-এর নিকট উভয় সুরতই باب تنازع হতে বহির্ভূত। প্রথম সুরতে باب تنازع হতে বের হওয়া প্রকাশ্য। কেননা, এখানে باب تنازع দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ تنازع যা رفع -এর কায়দায় رفع হবে। দ্বিতীয় সুরতে এ জন্য বের হবে যে, মুসান্নিফ (র.) قواعد كلية (সর্বত্র প্রযোজ্য কানুন)-কে বর্ণনা করেছেন, قواعد جزئية -কে নয়। যেহেতু এই সুরতটি قواعد جزئية -এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু গ্রন্থকারের নিকট باب تنازع হতে বহির্ভূত। বিবরণ হলো যে, مَاضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّا اَنَا -এর মধ্যে انا যমীরটি মুনফাসিল আর ضرب ও اكرم -এর মধ্য থেকে প্রত্যেক ফে'লই তাকে মা'মূল বানাতে চায়, কাজেই

প্রত্যেক ফে'লে تنازع الفعلان সাব্যস্ত হয়; কিন্তু رفع -এর কায়দানুপাতে رفع সম্ভব নয়। কারণ, উভয় ফে'ল হতে কোনো একটিকে আমিল বানানো হলে দ্বিতীয় ফে'লের জন্য ফায়েলের যমীর নেওয়া হবে অথবা তাকে উহ্য মানবে। উভয় সুরতই অসম্ভব। حذف -এ জন্যই অসম্ভব যে, বাক্যের ফায়েল উত্তম এবং উত্তমাংশকে حذف করা জায়েজ নেই। আর যমীর নেওয়া এ জন্যই অসম্ভব যে, যমীরটি হয়তো ৶। -এর সাথে নেওয়া হবে নতুবা ৶। ব্যতীত। ৶। -এর সাথে যমীরকে নেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, ৶। হরফ, হরফ যমীরের মতো লুক্কায়িত হওয়া শুদ্ধ নয়। ৶। ব্যতীত যমীর নেওয়া এ জন্যই অবৈধ যে, এমতাবস্থায় অর্থ ফাসেদ হয়ে যায়। কারণ, مَاضَرَبَ وَاَكْرَمَ اِلَّا اَنَا দ্বারা উদ্দেশ্য বক্তা ব্যতীত অন্য কেউ প্রহারকারী ও সম্মানকারী নয়। ৶। ব্যতীত যমীর নেওয়া হলে অর্থ হবে দু'ফে'লের মধ্য হতে একটি ফে'ল, যার মধ্যে ৶। ব্যতীত যমীর নেওয়া হয়েছে তা হারিয়ে যাবে। তাকে বক্তা করেনি। আর উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়াতে অর্থ ফাসেদ হয়ে যাবে। অবশিষ্ট রয়েছে ঐ যমীরে মুনফাসিল যার মধ্যে تنازع ও عدم تنازع উভয়ই হতে পারে। তার উদাহরণ–مَا ضَرَبَ وَاَكْرَمْتُ اِلَّا اِيَّاكَ যদি এখানে বসরীদের অভিমত অনুসারে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়, তাহলে প্রথম ফে'ল হতে তাকে বিলুপ্ত মানবে। কারণ এটি فضلة (অতিরিক্ত)। আর فضلة-কে বিলোপ করা জায়েজ। কূফীদের মতানুসারে দ্বিতীয় ফে'ল হতে উহ্য মানা হবে আর দলিল এটাই যে তা فضله; فضله -কে হযফ করা বৈধ। মূল উদ্দেশ্য এটি এমন একটি উদাহরণ যে, তার মধ্যে দু'ফে'লের দ্বন্দ্ব যমীরে মুনফাসিলের মধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে। رفع-এর কায়দানুপাতে تنازع দূর হয়ে থাকে। যেহেতু মুসান্নিফ (র.) قواعد كلية-কে বর্ণনা করছেন, সেহেতু এ جزئية প্রক্রিয়াকে উল্লেখ করেননি। এখানে بَعْدَهُمَا-এর দ্বারা শর্তারোপ করার কারণ হলো, যদি ইসমে যাহির উভয় ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হয় অথবা সেগুলোর মাঝে পতিত হয়, তখন ইসমে যাহিরটি প্রথম ফে'লের মা'মূল হবে। আর তাতে تنازع হবে না। কারণ, প্রথম ফে'ল কোনো প্রকার ভিড় ব্যতীত ঐ ইসমের উপযুক্ততা রাখে।

تَنَازُعْ فِعْل -এর সুরতসমূহ : দু'টি ফে'ল তাদের পরবর্তী ইসমকে হয়তো ফায়েল বানাতে চায় নতুবা মাফঊল বানাতে চায় অথবা একটি ফায়েল ও অপরটি মাফঊল বানাতে চায়। এ দৃষ্টিকোণে এদের মোট চারটি অবস্থা হয়। যথা–

১. উভয় ফে'ল তাদের পরবর্তী ইসমকে ফায়েল বানাতে চায়। যেমন–ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ

২. উভয় ফে'ল ইসমটিকে মাফঊল বানাতে চায়। যেমন– ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا

৩. প্রথমটি ফায়েল ও দ্বিতীয়টি মাফঊল বানাতে চায়। যেমন– ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا

৪. প্রথমটি মাফঊল ও দ্বিতীয়টি চায় ফায়েল বানাতে। যেমন–ضَرَبْتُ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدًا

قَوْلُهُ فَقَدْ يَكُوْنُ الخ : এখানে فقد يكون উল্লিখিত শর্তের জাযা। অর্থাৎ اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ فَقَدْ يَكُوْنُ আর مُخْتَلِفَيْنِ শব্দটি اِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ-এর মধ্যস্থিত الفعلان হতে حال পতিত হয়েছে। মূলরূপ- حَالَ كَوْنِهِ الْفِعْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فِى الْاِقْتِضَاءِ এ দু'টি ফে'ল দাবির ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী হবে। একটি ইসমে যাহিরকে ফায়েল বানাতে চাইলে অপরটি ঐ ইসমকে মাফঊল বানাতে চায়। তার দু'টি সুরত রয়েছে। একটি হলো, প্রথম ফে'ল ইসমে যাহেরটিকে ফায়েল বানাতে চায়, দ্বিতীয় ফে'ল তাকে মাফঊল বানাতে চায়। দ্বিতীয় সুরতটি তার উল্টো। অর্থাৎ প্রথম ফে'ল মাফঊল এবং দ্বিতীয় ফে'ল ফায়েল বানাতে চায়। যেরূপ পূর্বে উদাহরণ সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। مختلفين শব্দ দ্বারা تنازع الفعلان -এর দু'টি সুরত বের হয়। তার সর্বমোট চারটি সুরত হয়ে যায়। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি مختلفين দ্বারা যে সুরতগুলো নির্ণীত হয়েছে, তার উদাহরণ উল্লেখ না করার কারণ হলো যে, যখন আমরা প্রথম উদাহরণ হতে একটি ফে'ল এবং দ্বিতীয় উদাহরণ হতে অপর একটি ফে'ল নেই, তাহলে উভয়ের সমষ্টি দ্বারা এ উভয় সুরতের উদাহরণ অর্জিত হয়ে যায়। مختلفين -এর কয়েদ দ্বারা ঐ দু'টি ফে'ল খারেজ হয়ে যায়, যা مُتَّفَقَ فِى الْاِقْتِضَاءِ হয়ে থাকে। যেমন–ضَرَبَ وَاَكْرَمَ زَيْدٌ عَمْرًوا - এখানে উভয় ফে'ল একটি ইসমে যাহিরকে তার ফায়েল এবং অপরটিকে মাফঊল বানাতে ঐকমত্য হয়েছে। আর এই সুরতটি পূর্ববর্তী সুরতসমূহে অর্জিত হয়। তাই তাকে আলাদাভাবে বর্ণনা করার প্রয়োজন হয়নি। অতএব, এটা مختلفين - এর কয়েদ দ্বারা বের হয়ে গেছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَ هُمَا فَقَدْ يَكُوْنُ فِي الخ : واو হরফে আত্ফ, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী মাফউলে ফীহ্ মুকাদ্দাম, تنازع ফে'ল, الفعلان ফায়েল, ظاهرا সিফাতে আউওয়াল, তার পূর্বে উহ্য اسما মাওসূফ, بعد মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ ثابتا থেকে। ثابتا শিব্হে ফে'ল; তার অন্তর্নিহিত যমীর هو ফায়েল। শিব্হে ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সিফাতে ছানী। মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে মাফউলে বিহী। تنازع ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে বিহী এবং মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, قد তাহ্ক্বীকের জন্য, يكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, فى হরফে জার, الفاعلية মা'তুফে আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, فى হরফে জার, المفعولية মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, فى হরফে জার, الفاعلية মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, المفعولية মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল। مختلفين শিব্হে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল। শিব্হে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে। ثابتا শিব্হে ফে'ল, তার অন্তর্নিহিত যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর'। ফে'লে নাকেস তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। مثل মুযাফ, ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ الخ মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ : অর্থের উদ্দেশ্য অনুপাতে উক্ত জুমলার তারকীব–ضرب ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, نون وقاية يائے متكلم মাফউলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, اكرم ফে'ল, زيد ফায়েল, نون وقاية يائے متكلم মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে আত্ফ হয়েছে তার পূর্বের জুমলার উপর। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে مثل মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, যা পূর্বে বলা হয়েছে। مثل মুযাফ, ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ, مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ ضَرَبْتُ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا : জুমলার তারকীব– ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল। ফে'ল, তার ফায়েল ও উহ্য মাফউলে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, اكرمت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, زيدا মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউল বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে আত্ফ হয়েছে তার পূর্ববর্তী জুমলার উপর। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে জুমলায়ে মা'তূফা হয়ে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ মাহ্যূফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّوْنَ اِعْمَالَ الثَّانِيْ وَالْكُوْفِيُّوْنَ الْاَوَّلَ فَاِنْ اَعْمَلْتَ الثَّانِيَ اَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الْاَوَّلِ عَلٰى وَفْقِ الظَّاهِرِ دُوْنَ الْحَذْفِ خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ وَحَذَفْتَ الْمَفْعُوْلَ اِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ وَاِلَّا اَظْهَرْتَ وَاِنْ اَعْمَلْتَ الْاَوَّلَ اَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِيْ وَالْمَفْعُوْلَ عَلَى الْمُخْتَارِ اِلَّا اَنْ يَّمْنَعَ مَانِعٌ فَتُظْهِرُ وَقَوْلُ اِمْرَأِ الْقَيْسِ ع كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِنَ الْمَالِ * لَيْسَ مِنْهُ لِفَسَادِ الْمَعْنٰى-

---

অনুবাদ : অতঃপর বসরাবাসী নাহুবিদরা দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া উত্তম মনে করেন, পক্ষান্তরে কূফাবাসী নাহুবিদ্গণ প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া (উত্তম মনে করেন)। এ হিসেবে যদি তুমি দ্বিতীয় ফে'লকে (বসরাবাসীদের মতানুযায়ী) আমিল বানাতে চাও ; তাহলে প্রথম ফে'লের মধ্যে একটি ফায়েলের যমীর নিবে (واحد ও تثنية নেওয়ার ক্ষেত্রে) اسم ظاهر-এর অনুপাতে, (فعل اول-এর ফায়েলকে) হযফ করা ব্যতীত। জমহুর নাহুবিদরা ইমাম কিসাঈ'র বিরোধিতা করেছেন। আর দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া জায়েজ, এতে ইমাম ফাররা'র বিরোধিতা রয়েছে। প্রয়োজন না হলে মাফউলকে হযফ করে দেবে। নতুবা তা (মাফউল)-কে প্রকাশ করবে। যদি (কূফাবাসীদের মতানুযায়ী) তুমি প্রথম ফে'লকে আমল দাও তাহলে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে ফায়েলের যমীর নিবে। (দ্বিতীয় ফে'ল মাফউলকে চাইলে, তার মধ্যে) পছন্দনীয় অভিমত অনুসারে মাফউলের যমীর নিবে নতুবা যদি কোনো প্রতিবন্ধক বাধা প্রদান করে তাহলে তাকে প্রকাশ করবে। ইমরাউল কায়েসের উক্তি كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ (যদি আমি সাধারণ জীবন-যাপনের চেষ্টা করতাম তাহলে সামান্য সম্পদ আমাকে যথেষ্ট করে দিতো এবং আমি সামান্য মাল অন্বেষণ করিনি) এটা অর্থ নষ্ট হবার কারণে باب تنازع -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّوْنَ الخ : যখন দু'টি ফে'ল কোনো ইসমে যাহিরকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করে তখন জমহুর নাহুবিদদের মতে, উভয় ফে'ল হতে যে কোনো একটি ফে'ল اسم ظاهر-এর মধ্যে আমল করা জায়েজ; কিন্তু বসরা নাহুবিদগণ দ্বিতীয় ফে'লে আমিল দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। কেননা, এটা اسم ظاهر -এর নিকটবর্তী হওয়াতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। **দ্বিতীয়ত** প্রথম ফে'লকে আমল করার সুযোগ দেওয়া হলে আমিল ও মা'মুলের মাঝে পার্থক্যকারী এসে যায়, যা কানুনের পরিপন্থী। কেননা, কায়দা চায় আমিল ও মা'মুল মিলিতভাবে হওয়া। কাজেই দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হলে এ ত্রুটি হতে রক্ষা পাওয়া যায়। **তৃতীয়ত** মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়েছে। যেমন- فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَيَقُوْلُ هَاؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ এখানে كِتٰبِيَهْ -এর মধ্যে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কেননা, প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া হলে যমীরসহ اقرءوه বলা হতো। **চতুর্থত** আরবি ভাষাপণ্ডিতদের কথায়ও দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়েছে। যথা-

قَضٰى كُلُّ ذِيْ دِيْنٍ فَوَفّٰى غَرِيْمَهٗ * وَعَزَّةُ مَمْطُوْلٌ مُعَنًّى غَرِيْمُهَا -

এখানে প্রথম ফে'লকে আমল না দিয়ে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়েছে নতুবা فوفاه বলা হতো।

* البصريون এটা بصرى (যের যোগে) এর বহুবচন। এটা بصرة -এর দিকে সম্পর্কিত, যা একটি শহরের নাম। ইহাকে হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর জমানায় عتبة بن غزوان [আতিয়া ইবনে গাযওয়ান রা.)] ১৭ হিজরিতে জয় করে ১৮ হিজরিতে আবাদ করেছিলেন। এটাকে خزانة العرب ও قبة الاسلام নামে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত রাবিয়া বসরী (র,) ঐ

স্থানে বসবাস করতেন। তাঁর ঐ জমিনে ভূত-প্রেত থাকত না। এটাকে তাসগীর করে بصيرة বলা হয়। ঐ শহরের নাম تنمر - موتكفة ও রয়েছে, কারণ পূর্বকালে এটাকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়েছিল। بصرى শব্দটি بصرى (যবর যোগে) পড়াকে সকল চায়; কিন্তু باء-কে যের দেওয়া হয়েছে। بصرى থেকে আলাদা করার জন্য যা হেজাযের একটি রাজ্যের দিকে সম্পর্কিত। কেউ কেউ বলেছেন- بصرة অর্থ মর্মর-পাথর, এর দিকে সম্পর্কিত হয়ে بصرى হয়েছে। এটাকে بصرى থেকে পৃথক করার নিমিত্তে যের দেওয়া হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন- بصرة-এর মধ্যে যে باء রয়েছে তাতে তিন ধরনের হরকত জায়েজ, তবে যবর পড়াটা উত্তম। منسوب হবার সময়ে পেশ পড়তে শোনা যায়নি। নাহুবিদ্‌দের মধ্যে يَعْقُوب، مُبَرِّد ، اَبُو اِسْحَاق زَجَاج عَلِي بِن عِيْسٰى اَبُو عَلِي بِن مَهْرَان ، حَضَرَمِي ، يُونُس ، اَخْفَش ، سِيْبَوَيْهُ اِبْنُ وَرَسْتَرِيَه . كِرْمَانِي প্রমুখদেরকে বসরী বলা হয়।

* الكوفيون এটি كوفى -এর বহুবচন। কূফার দিকে সম্পর্কিত হয়েছে, যা ইরাকের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম। কূফাবাসী বলতে مَازِنِيْ، حَمْزَة، فَرَّاء، كِسَائِيْ -প্রমুখ উদ্দেশ হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ اَعْمَلْتَ الثَّانِيَ : যখন বসরাবাসীদের মাযহাব অনুযায়ী দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হয়। তবে সে সময় প্রথম ফে'ল ইসমে যাহিরটিকে ফায়েল বানাতে চাইলে ইসমে যাহিরের অনুপাতে ফায়েলের যমীর নিতে হবে অর্থাৎ ইসমে যাহিরটি مفرد হলে, مفرد -এর যমীর নেওয়া হবে। যেমন– ضَرَبَنِي وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ আর تثنية বা جمع হলে অনুরূপভাবে تثنيه অথবা جمع-এর যমীর নেওয়া হবে। যেমন– ضَرَبَانِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ وَضَرَبُوْنِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ ; ইসমে যাহির ও যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, এ ইসমে যাহিরটি মারজি' আর মারজি'ও যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা আবশ্যক। দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়ার সময়ে যদি প্রথম ফে'লটি ফায়েলকে চায় তাহলে তার মধ্যে ইসমে যাহিরের অনুপাতে ফায়েলের যমীর নেওয়া হবে। ফায়েলকে বিলোপ করা যাবে না। এ জন্য যে, তা বাক্যে উত্তম আর উত্তমকে হযফ বৈধ নয়। যে সব সুরতের মধ্যে যমীর নেওয়া হয় তাতে ব্যাখ্যার শর্তসাপেক্ষে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ বৈধ। যেমন–(ক) উভয় ফে'ল اسم টিকে ফায়েল বানাতে চাইলে বলা হবে।

১. ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ এখানে উহ্য যমীর هو ফায়েল।
২. ضَرَبَانِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدَانِ এতে যমীর هما হলো ফায়েল।
৩. ضَرَبُوْنِيْ وَاَكْرَمَنِي الزَّيْدُوْنَ এতে যমীর هم ফায়েল।

(খ) প্রথম ফে'লটি ফায়েল এবং দ্বিতীয় ফে'লটি মাফউল বানাতে চাইলে বলা হবে।

১. ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا এতে উহ্য যমীর هو রয়েছে যা ফায়েল।
২. ضَرَبَانِيْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا এ স্থানে هما যমীর হলো ফায়েল।
৩. ضَرَبُوْنِيْ وَاَكْرَمْتُ زَيْدًا এতে উহ্য যমীর هم ফায়েল।

উল্লেখ্য যে, মুসান্নিফ (র.) ইবারতের মধ্যে বসরাবাসীদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করেন। এটাকে প্রথমে উল্লেখ করার দ্বারা বুঝা যায় যে, মুসান্নিফ (র.) বসরাবাসীদের অভিমতকে সমর্থন করেছেন।

قَوْلُهٗ خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ : خلافا শব্দটি ফে'লে মাহ্‌যূফের মাফউলে মুতলাক। মূল এবারত- يُخَالِفُ قَوْلَ الْجُمْهُوْرِ قَوْلُ الْكِسَائِيْ خِلَافًا অর্থাৎ উল্লিখিত সুরতে কিসাঈ নাহুবিদের উক্তি জমহুরের খেলাফ। কেননা, ইমাম কিসাঈ'র নিকট সাধারণভাবে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ জায়েজ নেই। চায় عمدة -এর মধ্যে হোক, বা فضلة -এর মধ্যে হোক। তাই তিনি এ সুরতে ফায়েলকে বিলোপ করেন। স্বপক্ষে এ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ফায়েলটি বাক্যের মধ্যে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও عمدة ; বিলুপ্ত হবার পর ذهن (মস্তিষ্ক) তার দিকে অনায়াসে ধাবিত হয়। কাজেই তা বিলুপ্ত হবার অবস্থায় উল্লিখিত (مذكور) -এর সমপর্যায়ে হবে। (اَلْمَحْذُوْفُ كَالْمَذْكُوْرِ)

ইমাম কিসাঈ'র পরিচিতি : নাম আবুল হাসান আলী ইবনে হামযা। বাগদাদের উত্তরে দুজায়লা এলাকার বাহামাশা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আরাবিয়্যাহ সম্পর্কে তিনি অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং এ কারণে তিনি নিজেকে ব্যাকরণবিদ মু'আয আল-হার্‌রা'র সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে চান। আরবি ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইমাম খলীলের দখলের কারণে পরবর্তীকালে ইমাম কিসাঈকে বসরা গমণ করতে হয়। তাঁর পরামর্শেই ইমাম কিসাঈ কিছুদিনের জন্য বেদুঈনদের মাঝে এ উদ্দেশ্যে অবস্থান করেন, যেন তাদের সাহচর্যে অবস্থান করে আরবির অন্তর্নিহিত নিয়মনীতির পূর্ণরূপে শিখতে পারেন। তিনি অন্যতম একজন ক্বারী ছিলেন।

قَوْلُهُ وَجَازَ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ : এর দ্বারা উদ্দেশ্য–ফাররা নাহুবীর মাযহাব বর্ণনা করা। তাঁর মতে, যখন প্রথম ফে'লটি ফায়েলকে চায় তখন দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়ার সময়ে প্রথম ফে'লের মধ্যে হয়তো ফায়েলের যমীর নেওয়া হবে অথবা তাকে বিলোপ করা হবে ; অথচ উভয় সুরতই অবৈধ। কেননা, যমীর নেওয়ার সময় اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ এবং ফায়েলকে বিলোপ করার সময় উত্তমাংশকে বিলোপ করা লাযেম আসে।

قَوْلُهُ وَحَذَفْتَ الْمَفْعُوْلَ : দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়ার সময় প্রথম ফে'ল মাফঊলকে চাইলে, তাকে حذف করা হবে। তবে শর্ত হলো যদি তাকে উল্লেখ করার প্রয়োজন না থাকে। কারণ তা বাক্যের মধ্যে فضلة আর فضلة-কে বিলোপ করা জায়েজ। তবে মাফঊলটি যদি এমন হয় যে, তাকে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন– افعال قلوب -এর মাফঊলকে প্রকাশ করা আবশ্যক حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا এখানে حسبت وحسبني প্রথমত "زيد" -এর মধ্যে আমল করাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করে। প্রথম ফে'ল তাকে তার ফায়েল দ্বিতীয় ফে'ল তাকে মাফঊল বানাতে চায়। অতঃপর বসরাবাসীদের মতানুযায়ী দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া হলো এবং প্রথম ফে'লে ফায়েলের যমীর নেওয়া হলো। কেননা, ফায়েল عمدة আর ব্যাখ্যার শর্তসাপেক্ষে عمدة -এর মধ্যে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ জায়েজ। উভয় ফে'ল منطلقا -এর মধ্যে আমল করার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব করে। প্রত্যেকই তাকে মাফঊল বানাতে চায়। তাই এখানেও বসরাবাসীদের মতানুসারে দ্বিতীয় ফে'লকে আমল দেওয়া এবং প্রথম ফে'লের মাফঊলকে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন–حَسِبَنِيْ مُنْطَلِقًا وَحَسِبْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا। কেননা, যদি প্রথম ফে'লের মাফঊলকে বিলোপ করা হয়, তবে দু' মাফঊল থেকে একটির উপর সংক্ষিপ্তকরণ লাযেম আসবে। আর افعال قلوب -এর মধ্যে তা নাজায়েজ। افعال قلوب -এর মধ্যে কোনো মাফঊলকে বিলোপ করা নাজায়েজ হবার কারণ–সেগুলোর মাফঊলদ্বয় মূলত মুবতাদা ও খবর। মুবতাদা ও খবরের কাউকে বিলোপ করলে বাক্য শুদ্ধ হয় না। আর যমীর নেওয়া হলে فضلة -এর মধ্যে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসে, যা অবৈধ। অতএব, নিশ্চয় প্রথম ফে'লের মাফঊলকে উল্লেখ করা হবে আবশ্যক হিসেবে।

قَوْلُهُ وَإِنْ اَعْمَلْتَ الْاَوَّلَ الخ : কূফাবাসীদের মাযহাব অনুযায়ী প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া হলে দ্বিতীয় ফে'ল যদি ফায়েলকে চায়, তাহলে ফায়েলের যমীর নেওয়া হবে। যেমন–ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ এখানে যমীর নেওয়ার সুরতে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ শাব্দিকভাবে (لفظا) আবশ্যক হয়। মরতবাগতভাবে (رتبة) তা আবশ্যক হয় না। ঐ اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ নাজায়েজ যা لفظا ও رتبة হয়ে থাকে। যদি দ্বিতীয় ফে'ল اسم ظاهر-কে মাফঊল বানাতে চায়, তাহলে পছন্দনীয় অভিমত অনুসারে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে মাফঊলের যমীর নেওয়া হবে।

اسم ظاهر অনুপাতে যমীর নেওয়া হয়, যাতে ملفوظ টি مقصود মোতাবেক হয়ে যায়। কেননা, মাকসূদ হলো উভয় ফে'লের মাফঊল মোতাবেক হওয়া। দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে মাফঊলের যমীর না নিলে এ সন্দেহ সৃষ্টি হবে যে, দ্বিতীয় ফে'লের মাফঊলটি প্রথম ফে'লের মাফঊলের বিপরীত। উভয় ফে'ল ইসমটিকে ফায়েল বানাতে চায়। যেমন–(১) ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَنِيْ زَيْدٌ যমীর هو উহ্য ফায়েল রয়েছে। (২) ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمَانِي الزَّيْدَانِ এতে উহ্য যমীর هما রয়েছে। (৩) ضَرَبَنِيْ وَاَكْرَمُوْنِي الزَّيْدُوْنَ এতে উহ্য যমীর هم ফায়েল।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّمْنَعَ مَانِعٌ : যখন পছন্দনীয় অভিমতানুপাতে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে মাফঊলের যমীর নেওয়া অথবা অপছন্দনীয় অভিমতানুপাতে মাফঊলকে হযফ করার মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধক আসবে, তখন দ্বিতীয় মাফঊলকে প্রকাশ করা

জরুরি হবে। কারণ, যমীর নেওয়া ও হযফ করা উভয়টি অসম্ভব হওয়াতে মাফউলকে প্রকাশ করা ব্যতীত কোনো উপায় নেই। যেমন– حَسِبَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقًا -এর মধ্যে উভয় ফে'ল প্রথমে الزيدان -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব করে। প্রথম ফে'ল তাকে তার ফায়েল এবং দ্বিতীয় ফে'ল তাকে মাফউল বানাতে চায়। প্রথম ফে'লকে আমল দিয়ে দ্বিতীয় ফে'লের মধ্যে মাফউলের যমীর নিয়ে বলা হবে حسبتهما অতঃপর উভয়টি منطلقا -এর মধ্যে দ্বন্দ্ব করে। উভয় ফে'ল তাকে নিজের মাফউল বানাতে চায়। কূফীদের মাতনুসারে প্রথম ফে'লকে আমল দিয়ে, দ্বিতীয় ফে'লের মাফউলকে প্রকাশ করত বলা হবে حَسِبْتَنِيْ وَحَسِبْتُهُمَا مُنْطَلِقَيْنِ الزَّيْدَانِ مُنْطَلِقٌ কারণ, দ্বিতীয় ফে'লের مفعول ثانى-কে বিলোপ করা হবে افعال قلوب -এর দু'মাফউল হতে একটি মাফউলের উপর সংক্ষিপ্ত করা লাযেম আসে তা নাজায়েজ।

যদি যমীর নেওয়া হয়, তবে এটা দু'অবস্থা হতে মুক্ত নয়। হয়তো مفرد -এর যমীর নেওয়া হবে অথবা تثنية -এর যমীর নেওয়া হবে। مفرد -এর যমীর নেওয়ার ক্ষেত্রে حسبت -এর দু'মাফউলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না ; অথচ তা রক্ষা করা জরুরি। কারণ, حسبت -এর প্রথম মাফউলটি প্রকৃতপক্ষে মুবতাদা এবং দ্বিতীয় মাফউলটি খবর। মুবতাদা ও খবরের মধ্যে مفرد ও تثنية -এর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা জরুরি। تثنية -এর যমীর নেওয়ার সময়ে মারজি' এবং যমীরের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। কেননা, যমীরের মারজি' منطلقا আর তা একবচন। অতএব, যখন যমীর নেওয়া ও হযফ করা উভয়টি নাজায়েজ হয়ে যায়, তখন নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ফে'লের مفعول ثانى-কে প্রকাশ করতে হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, উল্লিখিত উদাহরণে تنازع সম্ভব নয়। কেননা, تنازع -এর শর্ত–উভয় ফে'ল আমল করার জন্য কোনো একটি বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ এবং প্রত্যেক ফে'লের আমল তার মধ্যে عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدَلِ হিসেবে জায়েজ হওয়া আর এখানে এরূপ নয়। কেননা, প্রত্যেক ফে'লের আমল منطلقا মাফউলটি مفرد হওয়াকে চায়। দ্বিতীয় ফে'ল মাফউলটি تثنية হওয়াকে চায়। অতএব, উভয় ফে'ল একই বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ হয়নি। **উত্তর :** منطلقا দ্বারা উদ্দেশ্য منطلق লফ্য নয়; বরং এটার দ্বারা ঐ ইসম উদ্দেশ্য, যা انطلاق গুণের সাথে গুণান্বিত হয়, مفرد কিংবা تثنية হওয়া থেকে ব্যাপক।

قَوْلُهُ وَقَوْلُ اِمْرَأِ الْقَيْسِ : কূফানাহুবিদরা প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া উত্তম হবার বিষয়ে কবি ইমরাউল কায়েস-এর কবিতা থেকে দলিল গ্রহণ করত বলেছেন যে, আরব কবিদের মধ্যে অধিক বিশুদ্ধভাষী কবি ইমরাউল কায়েস দু'ফেলের দ্বন্দ্বের সময়ে প্রথম ফে'লকে আমল দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

وَلَوْ اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ * كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ

উক্ত শ্লোকে قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ-কে كفانى ফে'লের ফায়েল সাব্যস্ত করেছেন। لم اطلب -এর মাফউল বানাননি। বুঝা গেল–প্রথম ফে'লকে আমল দেওয়া উত্তম। মুসান্নিফ (র.) বসরাবাসীদের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়েছেন, ইমরাউল কায়েসের উক্তি كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ এটা تنازع অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা,যদি تنازع অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ধরে নেওয়া যায় এবং قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ -এর মধ্যে كفانى ও لم اطلب এ দ্বন্দ্ব মেনে নেওয়া হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ- মূলত পূর্ণ পংক্তিটি ছিল–وَلَوْ اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ * كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ

এ পংক্তির মধ্যে শুরুতে لو হরফ রয়েছে। আর তা শর্ত ও জাযা'র উপর প্রবিষ্ট হয়। এটার বৈশিষ্ট্য হলো যে, শর্ত ও জাযা'র মধ্যে যা হ্যাঁ-বাচক হয়ে থাকে তাকে না-বাচক এবং না-বাচককে হ্যাঁ-বাচকের হুকুমে পরিণত করে দেওয়া। এই বিন্যাসের ভিত্তিতে শর্ত ও জাযা'র উপর যা আত্ফ হয় তার সাথেও একই মু'আমালা করা হয়। এই কবিতার মধ্যে انما اسعى জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ শর্ত, كفانى তার জাযা। উভয়টি হ্যাঁ-বাচক, অর্থাৎ لَوْ ثَبَتَ سَعْيِ لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ كَفَانِيْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ (যদি আমি সাধারণ জীবন-যাপন করার চেষ্টা করতাম তাহলে সামান্য সম্পদই যথেষ্ট হতো) কাজেই উল্লিখিত কায়দানুসারে উভয় ফে'ল না-বাচক হয়ে যাবে। আর অর্থ দাঁড়াবে-আমি নিম্নমানের জীবন-যাপন করার প্রচেষ্ট করি না এবং অল্প মালও আমার জন্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু لم اطلب অংশটি كفانى -এর উপর আত্ফ, তাই এটাও لو -এর জওয়াব হবে। ادنى معيشة -এর سعى না-বাচক এবং لم اطلب অংশটি হ্যাঁ-বাচক হবে। এখন এটা বলা হলো যে, لم اطلب ও

كفانى উভয় ফে'ল قليل من المال-কে নিজেদের মা'মূল বানাতে দ্বন্দ্ব করে। কাজেই উল্লিখিত কায়দানুসারে না-বাচক হ্যাঁ-বাচক ও হ্যাঁ-বাচকটি না-বাচক হয়ে যাবার পর অর্থ দাঁড়াবে–আমি নিম্নমানের জীবন-যাপনের চেষ্টা করি না এবং স্বল্প মাল আমার জন্য যথেষ্ট নয়। আর অল্প মাল আমি তালাশ করি। এটা সরাসরি تناقض (পরস্পর বিপরীত), জানা যায় যে ইমরাউল কায়সের উল্লিখিত উক্তি تنازع الفعلين -এর অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং لم اطلب -এর মাফঊল মাহ্যূফ। অর্থাৎ أَطْلُبِ الْعِزَّ وَالْمَجْدَ পরবর্তী পংক্তিটি তার উপর প্রমাণ। কবিতা–

وَلٰكِنَّمَا اَسْعٰى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلٍ * وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلُ اَمْثَالِىْ

ইবারতে উল্লিখিত শ্লোকের অর্থ দাঁড়াবে–আমি নিম্নমানের জীবন-যাপনের চেষ্টা করি না এবং অল্প মাল আমার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি সম্মান ও গৌরব অন্বেষণ করছি।

তারকীব : قَوْلُهُ فَيَخْتَارُ الْبَصْرِيُّوْنَ إِعْمَالَ الثَّانِىْ الخ : فاء হরফে আত্ফ, يختار ফে'ল, النحاة উহ্য মাওসূফ, البصريون সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, النحاة উহ্য মাওসূফ, الكوفيون সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে ফায়েল। اعمال মুযাফ, الثانى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الاول সিফাত, উহ্য الفعل মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফঊলে বিহী। يختار ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত, اعملت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, الثانى মাফঊলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত اضمرت ফে'ল, تاء যমীরে বারেয ফায়েল, الفاعل যুলহাল, فى হরফে জার, الاول মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। على হরফে জার, وفق মুযাফ, الظاهر সিফাত, তারপূর্বে الاسم উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابتا -এর সাথে ثابتا শিব্হে ফে'ল, যমীর هو উহ্য ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে প্রথম হাল। دون মুযাফ, الحذف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে ثابتا -এর থেকে। ثابتا শিব্হে ফে'ল, তার অন্তর্নিহিত যমীর هو ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ মিলে দ্বিতীয় হাল। الفاعل যুলহাল ও তার হালদ্বয় মিলে মাফঊলে বিহী। اضمرت ফে'ল, তার ফায়েল, মাফঊলে বিহী ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। خلافا মাফঊলে মুতলাক হয়েছে خالف উহ্য ফে'লের। خالف ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ل হরফে জার, الكسائى মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিব্হে ফে'ল, তার মধ্যে নিহিত যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। তার পূর্বে উহ্য যমীর هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو এ'তেরাযের জন্য, جاز ফে'ল, যমীর هو উহ্য ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। خلافا মাফঊলে মুতলাক, তার ফে'ল خالف উহ্য রয়েছে। خالف ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। لام হরফে জার, الفراء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিব্হে ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য ضمير নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। উহ্য هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, حذفت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, المفعول মাফঊলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মা'তূফা (তার পূর্ববর্তী জুমলা اضمرت -এর উপর আত্ফ)। ان হরফে শর্ত, استغنى ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, عن হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। استغنى ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। শর্ত ও তার উহ্য জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। তার জাযা উহ্য ولو– حذفت المفعول

হরফে আত্‌ফ, لا টি ان শর্তিয়্যাহ ও لم নাফীয়ার সমন্বয়ে গঠিত, لا -এর পরে উহ্য ফে'ল রয়েছে। অর্থাৎ لايستغني ফে'ল, তার মধ্যে যমীর هو নায়েবে ফায়েল লুক্কায়িত রয়েছে। অতঃপর عنه উহ্য রয়েছে। عن হরফে জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। لايستغني ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। اظهرت ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, ان হরফে শর্ত, اعلمت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, الفعل উহ্য মাওসূফ, الاول সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। اضمرت ফে'ল, تاء যমীরে বারেয ফায়েল, الفاعل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, المفعول মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে বিহী। في হরফে জার, الثاني মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে প্রথম যরফে লগ্‌ব। على হরফে জার, المختار শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে সিফাত, الاستعمال উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে দ্বিতীয় যরফে লগ্‌ব। الا হরফে ইস্তিছনা। ان মাওসূলে হরফী, يمنع ফে'ল, مانع ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ان মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হ[illegible] وقت উহ্য মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে মাফউলে ফীহ। اضمرت ফে'ল, تا যমীর ফায়েল, মাফউলে বিহী, উভয় যরফে লগ্‌ব এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী জুমলা ان اعملت -এর উপর আত্‌ফ হয়েছে।فاء ফসীহা, تظهر ফে'ল, উহ্য যমীর انت ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ اذا كان الامر كذا উহ্য শর্তের জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَوْلُهُ : وَقَوْلُ اِمْرَأِ الْقَيْسِ الخ واو হরফে ইস্তীনাফ, قول মুযাফ, امرأ মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, القيس মুযাফ ইলাইহ। امرأ মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে قول মুযাফের। قول মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবদাল মিনহু। كَفَانِي وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ বদলে কুল। মুবদাল মিনহু ও তার বদল মিলে মুবতাদা। ليس ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو ফায়েল। من হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। ل হরফে জার, فساد মুযাফ, المعنى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে। ليس ফে'লে নাকেস-তার ইসম, খবর এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। শ্লোকটি- وَلَوْ اَنَّمَا اَسْعٰى لِاَدْنٰى مَعِيْشَةٍ * كَفَانِيْ وَلَمْ اَطْلُبْ قَلِيْلٌ مِّنَ الْمَالِ

পূর্ণ শ্লোকটির তারকীব- واو হরফে আত্‌ফ, لو হরফে শর্ত, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল মাওসূলে হরফী, ما কাফ্‌ফাহ, اسعى ফে'ল, তার মধ্যে নিহিত যমীর انا ফায়েল, ل হরফে জার, ادنى মুযাফ, معيشة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব اسعى ফে'লের সাথে। اسعى ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে ফায়েল, ثبت ফে'লে মাহযূফ। ثبت ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত, كفى ফে'ল, نون قاية يائے متكلم মাফউল বিহী, قليل মাওসূফ, من হরফে জার, المال মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিব্‌হে ফে'লের সাথে।ثابت উহ্য শিব্‌হে ফে'ল, তার যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে كفى ফে'লের ফায়েল। كفى ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, لم اطلب ফে'ল, তার মধ্যে নিহিত যমীর انا ফায়েল, المجد উহ্য মাফউল। ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে لو -এর জওয়াব। শর্ত ও জওয়াব মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

مَفْعُولُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَاُقِيْمَ هُوَ مَقَامَهُ وَشَرْطُهُ اَنْ تُغَيَّرَ صِيْغَةُ الْفِعْلِ اِلٰى فُعِلَ اَوْ يُفْعَلُ وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُوْلُ الثَّانِيْ مِنْ بَابِ عَلِمْتُ وَالثَّالِثُ مِنْ بَابِ اَعْلَمْتُ وَالْمَفْعُوْلُ لَهُ وَالْمَفْعُوْلُ مَعَهُ كَذٰلِكَ وَاِذَا وُجِدَ الْمَفْعُوْلُ بِهٖ تَعَيَّنَ لَهُ تَقُوْلُ ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِيْ دَارِهٖ فَتَعَيَّنَ زَيْدٌ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فَالْجَمِيْعُ سَوَاءٌ وَالْاَوَّلُ مِنْ بَابِ اَعْطَيْتُ اَوْلٰى مِنَ الثَّانِيْ-

---

অনুবাদ : مفعول مالم يسم فاعله প্রত্যেক ঐ مفعول যার فاعل -কে বিলোপ করা হয়েছে এবং তাকে (মাফউল) তার (ফায়েল) স্থানে দাঁড় করা হয়েছে। এটার শর্ত হলো فَعَلَ -এর সীগাহকে فُعِلَ অথবা يُفْعَلُ -এর দিকে পরিবর্তিত করে দেওয়া। بَابِ عَلِمْتُ হতে দ্বিতীয় مفعول ও بَابِ اَعْلَمْتُ হতে তৃতীয় مفعول (ফায়েলের স্থানে) পতিত হয় না। অনুরূপভাবে مفعول له ও مفعول معه (ফায়েলের স্থানে পতিত হয় না)। যখন مفعول به পাওয়া যাবে, তখন তা فاعل -এর স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তুমি বলবে– ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ ضَرْبًا شَدِيْدًا فِيْ دَارِهٖ (যায়েদ জুমার দিন বাদশার সামনে তার ঘরে কঠোরভাবে প্রহৃত হয়েছে)। (এই উদাহরণে) زيد নির্ধারিত হয়ে গেছে (ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য)। যদি তা (মাফউলে বিহী বাক্যের মধ্যে) না থাকে, তাহলে অন্যান্য সকল مفعول সমান। بَابِ اَعْطَيْتُ -এর প্রথম মাফউল (ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হবার জন্য) দ্বিতীয় মাফউল হতে উত্তম।

ব্যাখ্যা : مفعول مالم يسم فاعله টি مرفوعات -এর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র প্রকার। তবে তাকে منها শিরোনামে فاعل থেকে পৃথক করত কেন বর্ণনা করা হয়নি? অথচ مبتدأ ইত্যাদি প্রকার বর্ণনার করার ক্ষেত্রে منها শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। **উত্তর :** ফায়েলের সাথে তার অত্যধিক ঘনিষ্টতার কারণে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায় এবং বিধিবিধানের মধ্যে শরিক হয়। যেমন–مسند اليه হওয়া, আমিলকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হওয়া এবং আমিলের পরে কোনো পৃথককারী ব্যতীত পতিত হওয়ার মধ্যে উভয়ই এক। এমনকি শায়খ আব্দুল কাহের এবং অধিকাংশ বসরাবাসী তাকে فاعل নামে আখ্যায়িত করে থাকেন। পূর্বসূরিরা مفعول مالم يسم فاعله বলে আখ্যায়িত করেন। ইবনে মালিক ও কাযী বায়যাবী (র.) প্রমুখ হযরাতে ওলামায়ে কেরাম তাকে نائب فاعل বলে থাকেন। আর তা অধিক সংক্ষেপও বটে। এ কারণে الفوائد الشافية তে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে।

* আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) مرفوعات -এর প্রথম প্রকার فاعل -এর আলোচনা শেষে مفعول مالم يسم فاعله -এর আলোচনা শুরু করেছেন। এটি ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত হবার ফলে যদিও অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু তার নাম মাফউল রাখা হয়েছে বিধায় গ্রন্থকার পৃথক পরিচ্ছেদে তার আলোচনা করেছেন।

قَوْلُهُ مَفْعُوْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ الخ : একে পূর্বযুগের নাহুবিদগণ اَلْمَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ الخ বলতেন। তবে, একে نائب الفاعل বলাই উত্তম। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। একে তো এর দ্বারা সংক্ষিপ্ত হয় এবং এটি ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ এটা কখনো মাফউলে বিহী হয় আবার কখনো মাফউলে বিহী ব্যতীত অন্য কিছুও হতে পারে। যেমন–মাসদার, যরফ, মুতা'আল্লাক ইত্যাদি। এখানে مفعول مالم يسم فاعله দ্বারা উদ্দেশ্য-ফে'ল বা শিবহে ফে'লের

এমন মাফউল যাদের ফায়েলকে উল্লেখ করা হয়নি। مفعول مالم يسم فاعله -এর মধ্যস্থিত ما দ্বারা উদ্দেশ্য ফে'ল অথবা শিব্‌হে ফে'লের মাফউল যার ফায়েলকে উল্লেখ করা হয়নি। لم يسم শব্দটি تسمية মাসদার থেকে নির্গত। এটা দু'মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হয়ে থাকে। এখানে তো দ্বিতীয় মাফউল উল্লেখ নেই। তদুত্তরে বলা যায়– এখানে لم يسم টি রূপকভাবে لم يذكر -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটা إِطْلَاقُ مَلْزُوْمٍ وَإِرَادَةُ لَازِمٍ -এর অন্তর্ভুক্ত। فاعله -এর মধ্যস্থিত "ه" যমীরের মারজি' مفعول, ফায়েলের এযাফত তার দিকে সঠিক হয়নি। ফায়েলটি ফে'লের হয়ে থাকে। কেননা, মাফউলের ফায়েল নেই। **উত্তর :** এযাফতটি ادنى সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে হয়েছে। ফে'লের দ্বারা ফায়েলের জন্য মাফউল অর্জিত হয় ; তা এভাবে যে, ফায়েলটি ফে'লের সাথে সম্পৃক্ত, ফে'লটি মাফউলের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং ফে'লের দ্বারা ফায়েলের সাথে মাফউলের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এটা قياس مساوات -এর অন্তর্ভুক্ত। তবে নাতীজা হলো–

كُلُّ مُتَعَلِّقٍ لِلْمُتَعَلِّقِ لِلشَّيْءِ مُتَعَلِّقٌ لِذَالِكَ الشَّيْءِ-

قَوْلُهُ كُلُّ مَفْعُوْلٍ حُذِفَ الخ : مفعول مالم يسم فاعله ঐ মাফউল যার ফায়েলকে বিলোপ করে মাফউলকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, যমীরে মুত্তাসিলের تاكيد যমীরে মুনফাসিলের সাথে ঐ সময় নেওয়া হয়, যখন কোনো বস্তুকে যমীরে মুত্তাসিলের উপর আত্‌ফ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যাতে تابع -এর مزية(শ্রেষ্ঠত্ব) متبوع -এর উপর লাযেম না আসে; কিন্তু এখানে اقيم -এর উহ্য যমীরের উপর আত্‌ফ নেই। তবুও তার তাকীদ যমীরে মুনফাসিল দ্বারা কেন নেওয়া হয়েছে ? **উত্তর :** যদি যমীরে মুত্তাসিলের তাকীদ যমীরে মুনফাসিল দ্বারা করা না হতো তাহলে দু'টি খারাবি সৃষ্টি হতো। প্রথমত এ ধারণা হতে পারে যে, اقيم -এর যমীরটি নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ফায়েলের দিকে প্রত্যাবর্তিত। আর কায়দানুপাতে নিকটবর্তী অংশকে ত্যাগ করে দূরবর্তী অংশের দিকে যাওয়া যায় না ; কিন্তু এ উভয় সুরতে বাক্যটির অর্থ ভুল হয়ে যায় বিধায় নিয়ম-বহির্ভূত তার তাকীদ যমীরে মুনফাসিল দ্বারা নেওয়া হয়েছে। যেন তার মারজি'ও নিয়ম-বহির্ভূত দূরবর্তী অংশ তথা মাফউল হয়ে যায়। আর বাক্যটি নিরর্থক থাকবে না। এ প্রশ্নের উত্তর মূল ইবারত ও প্রাগুক্ত বিশ্লেষণে সুস্পষ্ট হয়েছে।

উল্লেখ যে, مقام শব্দটির প্রথম ميم পেশ যোগে পঠিত। যবরের সাথে নয়। কারণ اقيم مزيد فيه থেকে ইসমে যরফের সীগাহ্ ميم কালিমা পেশের সাথে হয়।

مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ-এর শর্তসমূহ : প্রকাশ থাকে যে, مفعول مالم يسم فاعله ব্যবহারের জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে, যা আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। যথা– (১) প্রথমত صيغة مجهول হওয়া, এটা ফে'ল হলে; কিন্তু শিব্‌হে ফে'ল হলে তখন এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। যেমন–زَيْدٌ مَضْرُوْبٌ غُلَامُهُ মূল ইবারতের মধ্যে উল্লিখিত فُعِلَ ও يُفْعَلُ এ দু'টি ثلاثى مجرد -এর উদাহরণ, رباعى مجرد ও مزيد فيه -এর উল্লেখ করা হয়নি ব্যবহার কম হওয়ার কারণে। (২) দ্বিতীয়ত নায়েবে ফায়েলটি بَابِ عَلِمْتُ -এর দ্বিতীয় মাফউল এবং بَابِ اَعْلَمْتُ -এর তৃতীয় মাফউল না হওয়া। কেননা, علمت -এর দ্বিতীয় মাফউল প্রথম মাফউলের দিকে মুসনাদ হয় এবং اعلمت-এর তৃতীয় মাফউল দ্বিতীয় মাফউলের দিকে ফিরে। আর যখন এদেরকে مفعول مالم يسم فاعله বানানো হবে, তখন এক বস্তু দু'টি اسناد تام-এর সাথে مسند হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। (৩) তৃতীয়ত তা মাফউলে লাহু না হওয়া, যেহেতু তাতে نصب হয়েছে ইল্লতের জন্য। আর যদি مفعول له-কে فاعل -এর স্থলাভিষিক্ত করে পেশ দেওয়া হয়, তাহলে نصب ও دلالة উভয় দূর হয়ে যাবে। (৪) চতুর্থত এমনিভাবে নায়েবে ফায়েলটি মাফউলে মা'আহু হতে পারবে না। যেহেতু যদি তাকে নায়েবে ফায়েল বানানো হয়, তখন দু' অবস্থা হয়, (১) হয়তো واو-কে বিলোপ করতে হবে নতুবা (২) واو সহ নায়েবে ফায়েল বানাতে হবে। واو ব্যতীত ফে'লের নায়েবে ফায়েল বানানো হলে مفعول معه বুঝা যাবে না। আর واو সহ বানালে ফায়েল হবে না। কেননা, واو চায় انفصال-কে, আর নায়েবে ফায়েল চায় ফায়েলের ন্যায় اتصال বা ফে'লের অংশ হওয়া। কাজেই اتصال ও انفصال পরস্পর বিপরীত হবার কারণে مفعول معه টিও নায়েবে ফায়েল হতে পারে না।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ الخ : এখানে ফে'লে নাকেসটি تامة তথা لم يوجد -এর অর্থে ব্যবহৃত। যদি مفعول به বাক্যের মধ্যে পাওয়া না যায়, তখন নায়েবে ফায়েল হবার জন্য সকল মাফউলের সমান অধিকার, কোনো মাফউলের অগ্রাধিকার হবে না। এটাতে দ্বিতীয় হুকুমের বর্ণনা এসেছে। মাফউলে বিহী পাওয়া না গেলে বক্তা অন্যান্য মাফউল থেকে যাকে ইচ্ছা ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করতে পারবে। কারণ, প্রত্যেকটির সাথে ফায়েলের একেক দিকে সম্পর্ক রয়েছে। তা من وجه বিদ্যমান। অপরপক্ষে من وجه অনুপস্থিত। যেমন– جَلَسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَمَامَ الْاَمِيْرِ جُلُوْسًا كَثِيْرًا فِيْ دَارِهِ যে মাফউলকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা হয়, তাকে পেশ পড়া হবে। তবে ঐ মাফউল নয় যা হরফে জারের মাধ্যমে ব্যবহৃত, তা সর্বাবস্থায় হরফে জার প্রবিষ্টের কারণে যের পড়া হবে। তাকে ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করার কারণে মহল অনুপাতে পেশ বিশিষ্ট হবে। অন্যান্য মাফউলসমূহ অধিকাংশ নাহুবিদদের মতানুসারে ফায়েলের স্থানে কায়েম হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। এটাকেই আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) সমর্থন দিয়েছেন। কতেক নাহুবিদ মাসদারকে, কেউ কেউ مفعول بالواسطة-কে, আবার কেউ مفعول فيه-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তাতেও مكانى-কে زمانى -এর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَالْاَوَّلُ مِنْ بَابِ الخ : যে ফে'ল দু' মাফউলের দিকে মুতা'আদ্দী হয় এবং তার দ্বিতীয় মাফউলটি হুবহু প্রথম মাফউল নয়। তার দু'মাফউলের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা ফায়েলের স্থলাভিষিক্ত করা যাবে। তবে প্রথম মাফউলটি দ্বিতীয় মাফউলের তুলনায় অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, তার মধ্যে ফায়েল হওয়ার অর্থ বিদ্যমান। তাই اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا -এর মধ্যে اُعْطِيَ دِرْهَمٌ زَيْدًا বলাও জায়েজ। তবে প্রথম মাফউলকে নায়েবে ফায়েল বানানো উত্তম। তখন اُعْطِيَ زَيْدٌ دِرْهَمًا বলা হবে। কেননা, زيد -এর মধ্যে ফায়েল হওয়ার অর্থ পাওয়া যায়। কারণ, زيد গ্রহীতা আর درهم গৃহীত বস্তু।

তারকীব : قَوْلُهُ مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ كُلُّ مَفْعُوْلٍ الخ : مفعول মুযাফ, ما ইসমে মাওসূল, لم يسم ফে'ল, فاعل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। لم يسم ফে'ল, তার নায়েবে ফা'য়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ইসমে মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। مفعول মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। كل মুযাফ, مفعول মাওসূফ, حذف ফে'ল, فاعل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। حذف ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, اقيم ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীরে هو মুয়াক্কাদ, ه যমীর তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে নায়েবে ফায়েল, مقام মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। اقيم ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার নায়েবে ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফ মিলে সিফাত। مفعول মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ اَنْ تُغَيِّرَ صِيْغَةَ الْفِعْلِ الخ : واو হরফে আত্ফ, شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ان মাওসূলে হরফী নাসেবা, تغير ফে'ল, صيغة মুযাফ, الفعل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, فعل মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, يفعل মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে تغير ফে'লের সাথে। ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী-তার সেলাহ মিলে মুফরাদ হয়ে খবর। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُوْلُ الخ : واو হরফে আত্ফ অথবা হরফে ইস্তীনাফ, لايقع ফে'ল, المفعول মাওসূফ, الثانى সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল। من হরফে জার, باب মুযাফ, علمت মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ

মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, الثالث যুলহাল, من হরফে জার, باب মুযাফ, اعلمت মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল হয়েছে لايقع ফে'লের। لايقع ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, المفعول له মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, المفعول معه মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা। ل হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابتان -এর সাথে। ثابتان উহ্য শিবহে ফে'ল-তার অন্তর্নিহিত যমীর هما নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ অথবা হরফে ইস্তীনাফ, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম, وجد ফে'ল, المفعول به নায়েবে ফায়েল। وجد ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। تعين ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর هو ফায়েল, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। تعين ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ تَقُوْلُ ضُرِبَ زَيْدٌ الخ : تقول ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর انت ফায়েল, ضُرِبَ زَيْدٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الخ মুরাদুল লফয মাকূলা। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাকূলা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব- ضرب ফে'ল, زيد নায়েবে ফায়েল, يوم মুযাফ, الجمعة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ যমান, امام মুযাফ ও الامير মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ মকান। ضربا মাওসূফ, شديدا সিফাতে মুশাব্বাহ, উহ্য যমীর هو ফায়েল, সিফাত মুশাব্বাহ-তার ফায়েল মিলে সিফাত। ضربا মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাফঊলে মুতলাক। فى হরফে জার, دار মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফে লগ্‌ব। ضرب ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, মাফঊলে ফীহ যমান, মাফঊলে ফীহ মকান, মাফঊলে মুতলাক এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। فاء হরফে আত্ফ, تعين ফে'ল, زيد ফায়েল, ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত, لم يكن ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জযাইয়্যাহ, الجميع মুবতাদা, سواء খবর। মুবতাদা-খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, الاول সিফাত, المفعول উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল। من হরফে জার, باب মুযাফ, اعطيت মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা, اولى শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, من হরফে জার, الثانى মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, اولى শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ مُسْنَدًا إِلَيْهِ أَوِ الصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ أَوْ أَلِفِ الْإِسْتِفْهَامِ رَافِعَةً لِظَاهِرٍ مِثْلَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَمَا قَائِمٌ الزَّيْدَانِ وَأَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ فَإِنْ طَابَقَتْ مُفْرَدًا جَازَ الْأَمْرَانِ وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ الْمُغَايِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَأِ التَّقْدِيمُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ فِيْ دَارِهِ زَيْدٌ وَامْتَنَعَ صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ-

---

অনুবাদ : مرفوعات -এর মধ্য থেকে مبتدأ ও خبر ; অতঃপর مبتدأ এমন একটি ইসম যা প্রকাশ্য আমিল সমূহ থেকে মুক্ত-এমতাবস্থায় যে, তা مسند اليه হবে অথবা এমন সিফাত যা حرف نفى বা الف استفهام-এর পরে পতিত, ইসমে যাহিরকে رفع প্রদানকারী হবে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ দণ্ডায়মান), مَاقَائِمٌ الزَّيْدَانِ (যায়েদদ্বয় দণ্ডায়মান নয়), أَقَائِمٌ الزَّيْدَانِ (যায়েদদ্বয় কি দণ্ডায়মান ?)। আর যদি ঐ সিফাত مفرد (একক)-এর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহলে দু'টি সুরত জায়েজ আছে। خبر ঐ ইসম যা (প্রকাশ আমিলসমূহ থেকে) মুক্ত, তা مسند به উল্লিখিত সিফাতের বিপরীত হবে। مبتدأ -এর আসল অগ্রগামী হওয়া। এ কারণে فِىْ دَارِهِ زَيْدٌ (যায়েদ তার ঘরে)। (এ জতীয় তারকীব) বৈধ এবং صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ (উক্ত তারকীব) নিষিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ الخ : مفعول مالم يسم فاعله -এর বর্ণনা হতে মুসান্নিফ (র.) অবসর হয়ে মুবতাদা ও খবরের আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন যে, এ দু'টো مرفوعات -এর অন্তর্গত। مِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ বাক্যটি منه الفاعل -এর উপর আত্ফ। কারণ, উভয়টি মুসনাদ ইলাইহ ও মুসনাদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এভাবে যে, উভয়টির মুসনাদ ইলাইহ مرفوع -এর প্রকারের অন্তর্গত এবং মুসনাদের মধ্যে এক। যা ثابت من المر فوع -এর উপর আত্ফ مفعول مالم يسم فاعله -এর আত্ফ নয়। কারণ, মুসনাদ ইলাইহের মধ্যে মুনাসাবাত থাকলেও মুসনাদের মধ্যে তা নেই। এমনিভাবে যে, মুবতাদা ও খবরের মুসনাদটি ثابت من المرفوع পক্ষান্তরে مفعول مالم يسم فاعله -এর মুসনাদটি كل مفعول الخ সুতরাং দু' মা'তুফের মাঝে مفعول مالم يسم فاعله -এর আলোচনা জুমলায়ে মু'তারাযা হিসেবে এসেছে। مرفوعات -এর اقسام হতে মুবতাদা ও খবর দু'টি প্রকার। كافية -এর কিছু পাণ্ডুলিপিতে منه المبتدأ লেখা আছে। সে সময় منه -এর মধ্যে "ة" যমীরটি مرفوع -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুবতাদা ও খবর এগুলো مرفوعات-এর দু'টি স্বতন্ত্র প্রকার। উভয়কে একত্রে উল্লেখ করার কারণ কি ? **উত্তর :** মুবতাদা ও খবর অধিকাংশ مواد (উপাদান)-এর মধ্যে পরস্পর এক। যেমন- মুবতাদা ও খবর সেই মূলতত্ত্বে শরিক আছে যে, উভয়ই عامل معنوى -এর মা'মূল হয়ে থাকে। তাই উভয়কে এক স্থানে একত্রিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْإِسْمُ الخ : مبتدأ ঐ ইসমকে বলে যা عامل لفظى তথা سماعى ও قياسى হতে মুক্ত হয় এবং مسند اليه হয়। যেমন- زيد قائم -এর মধ্যে زيد মুবতাদা, যা আমিলে লফযী হতে মুক্ত এবং তা মুসনাদ ইলাইহ হয়েছে। আর এটি মুবতাদার প্রথম প্রকারের সংজ্ঞা। এ সংজ্ঞা দ্বারাই মুবতাদাটি বিশেষভাবে পরিচিত। তার জন্য খবর হওয়া আবশ্যক। চাই তা প্রকাশ্য হোক বা উহ্য হোক। মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার মূল ইবারতে এসেছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে- المجرد শব্দটি تجريد মাসদার থেকে নির্গত। অর্থ–খালি করা। এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুকে খালি করার সময়ে যা থেকে

করা হবে তার মধ্যে প্রথমে বস্তুটি বিদ্যমান থাকতে হবে। অতএব, বুঝা গেল– মুবতাদার মধ্যে আমেলে লফযী ছিল, যা থেকে তাকে মুক্ত করা হয়েছে ; অথচ তা বাস্তবতা বিরোধী। কারণ, মুবতাদাটি শুরু থেকেই আমেলে লফযী ছিল না। **উত্তর : কখনও** امكان وجود কেও احتمال وجود -এর স্থানে ধরে নেওয়া হয়। যেমন– কূপ খননের সময় মালিক বলল যে, ضيق فم البئر (কূপের মুখ সংকীর্ণ কর) এর দ্বারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, পূর্ব থেকে তার মুখ প্রশস্ত ছিল এখন সংকীর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে ; বরং উদ্দেশ্য খননের শুরুতেই যেন সংকীর্ণ করা হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, عوامل শব্দটি عامل -এর বহুবচন। যার কারণে বহুবচনের اقل افراد তিনের উপর বুঝাবে। বুঝা গেল مبتدأ টি প্রকাশ্য আমিল ন্যূনতম তিনটি হতে খালি হবে। একটি বা দু'টি হওয়াতে আপত্তি নেই। যদি কেউ বলে যে, عوامل দ্বারা উদ্দেশ্য مافوق الواحد আর বহুবচনের ব্যবহার ঐ অর্থে অধিক প্রচলিত, তাহলে বলা হবে এমতাবস্থায় মূল আপত্তিটি উত্তোলিত হয় না ; বরং বুঝা যায় যে, মুবতাদার মধ্যে এক আমিলে লফযী পাওয়া যাওয়াটা নিষিদ্ধ নয়। এর জবাবে বলা যায় যে, العوامل -এর উপর الف لام প্রবেশ করার কারণে جمعية -এর অর্থ রহিত হয়ে استغراق উদ্দেশ্য হবে। আর جمع সমস্ত আফরাদকে শামিল করে। তাই এখানেও جمع -এর উপর لام تعريف দাখিল হবার কারণে এ অর্থই হবে যে, মুবতাদা ঐ ইসমের নাম যা সব ধরনের আমেলে লফযী থেকে মুক্ত। অতএব, বুঝা যায় যে, আমিলে লফযীর একটি ফরদও মুবতাদার মধ্যে পাওয়া যায় না। আর মুসান্নিফ (র.) اَلْمُجَرَّدُ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ-এর দ্বারা ঐ ইসমসমূহকে বের করে দিয়েছেন যার মধ্যে আমিলে লফযী পাওয়া যায়। যেমন– ان এবং كان -এর ইসম مسند اليه কয়েদ দ্বারা খবর এবং মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার বাদ পড়ে গেছে। কারণ, এগুলো মুসনাদ হয়ে থাকে মুসনাদ ইলাইহ হয় না।

فالمبتدأ-এর মধ্যে فاء টি তাফসীরের জন্য, هو যমীর মুনফাসিল, الاسم খবর এবং المجرد ইসমের সিফাত। اللفظية শব্দটি العوامل -এর সিফাত। যেমন বলা হয়েছে–

اَلْعَوَامِلُ مَنْسُوْبَةٌ اِلَى اللَّفْظِ نِسْبَةُ الْمَفْعُوْلِ اِلَى الْمَصْدَرِ اَوْ نِسْبَةُ الْجُزْئِيَّاتِ اِلَى الْكُلِّيَّاتِ وَعَلَى الْاَوَّلِ تَكُوْنُ اللَّفْظُ بِمَعْنَى التَّلَفُّظِ اَيِ الْعَوَامِلُ الْمَنْسُوْبَةُ اِلَى تَلَفُّظِ لَافِظِ تِلْكَ الْعَوَامِلِ فَيَكُوْنُ الْعَوَامِلُ مَلْفُوْظِيَّةً وَعَلَى الثَّانِيْ بِمَعْنَى الْمَلْفُوْظِيَّةِ كُلِّيَّةً وَالْعَوَامِلُ بَعْضُهَا وَجُزْئِيَّاتُهَا-

مسندا اليه হলো المجرد -এর যমীর হতে হাল, الاسم কয়েদ দ্বারা ফে'ল বের হয়ে গেছে। সুতরাং ফে'ল মুবতাদা হবে না।

قَوْلُهٗ وَالصِّفَةُ الْوَاقِعَةُ الخ : এটা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার আর তা সিফাতের সীগাহ কেবলমাত্র الف حرف نفى বা استفهام অথবা তার সমগোত্রীয়দের পরে পতিত হবে– এমতাবস্থায় যে, ইসিমে যাহিরকে رفع প্রদানকারী হবে। মুবতাদার এ প্রকারটির জন্য শর্ত হলো, সিফাতের সীগাহ হয়ে ইসমে যাহিরকে অথবা ঐ ইসমকে যা ইসমে যাহিরের হুকুমে, তাকে রফা' প্রদান করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَرَاغِبٌ اَنْتَ عَنْ اٰلِهَتِيْ يَا اِبْرَاهِيْمُ ; এ আয়াতে যমীরে মুনফাসিলটি ইসমে যাহিরের হুকুমে হয়েছে এবং তাকে রফা' প্রদানকারী সিফাতের সীগাহটি অর্থাৎ اراغب শব্দটি মুবতাদা। অতঃপর মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি رافعة لظاهر -এর কয়েদ দ্বারা اَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ-এর ন্যায় সিফাতের সীগাহ বাদ পড়েছে। এ সিফাতের সীগাহটি যদিও হরফে ইস্তিফহামের পরে পতিত হয়েছে ; কিন্তু ইসমে যাহিরকে رفع প্রদানকারী নয়। কারণ, তা যদি ইসমে যাহিরকে رفع প্রদান করে তাহলে তাকে দ্বিবচন নেওয়া শুদ্ধ হতো না। কেননা, এই সিফাতটি ফে'লের ন্যায়, অর্থাৎ যেমনিভাবে ফে'লের ফায়েল যখন تثنية ও جمع হয়, তখন ফে'লকে মুফরাদ নেওয়া হয়, তেমনিভাবে সিফাতটিও مفرد নেওয়া হবে, যখন ফায়েলটি تثنيه ও جمع হয়।

قَوْلُهٗ مِثْلُ زَيْدٌ قَائِمٌ الخ : এটা মুবতাদার প্রথম প্রকারের উদাহরণ। আর اَقَائِمُ الزَّيْدَانِ ও مَا قَائِمُ الزَّيْدَانِ এ দু'টি মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। এই সিফাতটি হরফে নফী ও হরফে ইস্তিফহামের পরে পতিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে,

মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকারটির খবরকে অন্বেষণকারী নয়। আর যে ইসমে যাহিরটি তার পরে পতিত হবে, সেটা তার ফায়েল এবং খবরের পর্যায়ে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَإِنْ طَابَقَتْ مُفْرَدًا الخ : যেই সিফাতটি হরফে নফী অথবা হরফে ইস্তিফহামের পরে পতিত হয়, যদি তা مفرد (صفة) -এর ক্ষেত্রে ইসমে যাহিরের মোতাবেক হয় অর্থাৎ সিফাতের সীগাহটি এবং ইসমে যাহির উভয়টি মুফরাদ হলে এমতাবস্থায় দু'ধরনের জায়েজ আছে। প্রথমত সিফাতের সীগাহটি মুবতাদা এবং ইসমে যাহিরটি তার ফায়েল। দ্বিতীয়ত ইসমে যাহিরটি মুবতাদা এবং সিফাতের সীগাহটি তার খবরে মুকাদ্দাম হবে। এ সময়ে সিফাতের মধ্যে একটি যমীর হবে যা ইসমে যাহিরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

জানা উচিত যে, طابقت শব্দটি باب مفاعلة থেকে مطابقة মাসদার থেকে নির্গত। এ বাবের একটি خاصية হলো مشاركة যা দু'পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই এখানে مطابقة ও مخالفة হতে তিনটি সুরত অর্জিত হয়। (১) প্রথম সুরতে একবচনের মধ্যে মোতাবেক পাওয়া যাবে, অর্থাৎ সিফাতের সীগাহ ও ইসমে যাহির উভয়টি মুফরাদ হবে। যেমন– أَقَائِمٌ زَيْدٌ এ উদাহরণে উভয় সুরত জায়েয। زيد মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার এবং قائم খবরে মুকাদ্দাম অথবা قائم মুবতাদা, زيد তার ফায়েল। (২) দ্বিতীয় সুরতে, সিফাতের সীগাহ ও ইসমে যাহির উভয়টি تثنيه ও جمع -এর মধ্যে মোতাবেক হবে। যেমন– مَاقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ ও مَاقَائِمُوْنَ الزَّيْدُوْنَ এ সময় ইসমে যাহিরটি মুবতাদা এবং সিফাতটি খবর হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে, আর তা নাজায়েজ। (৩) তৃতীয় সুরতে, ঐ সিফাতটি ইসমে যাহিরের সাথে افراد – تثنية ও جمع -এর মধ্যে বিরোধিতা করবে। সিফাতটি মুফরাদ হবে এবং ইসমে যাহিরটি تثنية বা جمع হবে। যেমন– اقائم الزيدون এ সময় এ সিফাতটি অবশ্যই মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার হবে, নতুবা মুফরাদের যমীর تثنيه ও جمع -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া আবশ্যক হবে। যেমন– اقائم الزيدان আর মুফরাদ যমীরের মারজি' تثنية ও جمع হওয়া বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ الخ : এখন ঐ ইসমকে বলা হয়, যা আমেলে লফযী হতে মুক্ত এবং মুসনাদ হবে। আর তা ঐ সিফাতেরও বিপরীত যা حرف نفي ও حرف استفهام -এর পরে পতিত হয়ে ইসমে যাহিরকে رفع প্রদান করে। খবরের সংজ্ঞায় উল্লিখিত المسند কয়েদ দ্বারা মুবতাদার প্রথম প্রকার বাদ পড়েছে এবং الْمُغَائِرُ لِلصِّفَةِ الْمَذْكُورَةِ দ্বারা মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার বাদ পড়ে যায়।

জ্ঞাতব্য : مسندًا শব্দটি اسناد হতে নির্গত। আর اسناد শব্দটি নিজেই متعدى হরফে জারের মাধ্যমে متعدى বানানোর প্রয়োজন নেই। কাজেই المسند -এর সাথে به-কে মুতা'আল্লাক এবং "باء" দ্বারা متعدى করার প্রয়োজন নেই বরং আবশ্যক ছিল المسند বলা। উহ্য যমীরটি মাওসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া জরুরি। উত্তরে বলা যায়– المسند -এর যমীরটি তার মাসদার اسناد -এর দিকে ফিরবে, আর مسند সে সময় يوقع-এর অর্থে হবে। কারণ, প্রসিদ্ধ কায়দা– যখন ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের সম্পর্ক এমন যমীরের দিকে হবে- যা ঐ ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের মাসদারের দিকে ফিরে তখন ঐ ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লটি وقع يقع বা يوقع -এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন– আহলে আরবদের উক্তির মধ্যে لَقَدْ وَقَعَ الْحَيْلُوْلَةُ بَيْنَ الْعِيْرِ وَالنَّزْوَانِ -এর অর্থ হবে- لَقَدْ حِيْلَ بَيْنَ الْعِيْرِ وَالنَّزْوَانِ কাজেই এ সুরতে "باء" হরফে জারটি سببية -এর জন্য এবং ايقاع -এর সাথে মুতা'আল্লাক, المسند -এর সাথে মুতা'আল্লাক নয়। যা তাযাম্মুনী অনুপাতে বুঝা যায়। সুতরাং المسند به -এর উদ্দেশ্য مَايَقَعُ الْاِسْنَادُ بِهِ فِي الْكَلَامِ

قَوْلُهُ وَاَصْلُ الْمُبْتَدَأِ الخ : মুবতাদার মূল হলো, তা খবরের উপর অগ্রগামী হওয়া। তবে মুকাদ্দাম হওয়াকে কোনো প্রতিবন্ধক বাধা দান না করার শর্তে। কারণ, মুবতাদা ذات (সত্তা) এবং খবর তার احوال (প্রাসঙ্গিক বস্তু, অবস্থাদি) হতে একটি حال, আর ذات তার حال-এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুবতাদা কোনো কোনো সময় غير ذات হয়ে থাকে। যেমন– اَلْعِلْمُ حَسَنٌ ; **উত্তর :** এখানে ذات দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সত্তা যার সর্ম্পকে খবর দেওয়া হয় এবং কিছু বলা হয়। এ অর্থ নয় যে, এটা স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, সিফাতের উপর যাতের (ذات) মুকাদ্দাম হবার দলিলটি ফায়েলের মধ্যে জারি হয়ে থাকে। কাজেই যুক্তি হলো ফায়েলটি তার ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হওয়াকে চায়। **উত্তর :** ঐ স্থানে মুকাদ্দাম না হবার একটি প্রতিবন্ধক পাওয়া যাবার কারণে তা হয়নি। আর ঐ প্রতিবন্ধক হলো ফে'লটি আমেল। আমেল তার মা'মূলের উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। অতঃপর খবরের উপর মুবতাদা মুকাদ্দাম হবার দলিল এটাও হতে পারে যে, মুবতাদা হয় محكوم عليه আর খবর محكوم به ; স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম রয়েছে যে, محكوم عليه-এর স্থান محكوم به পূর্বে হয়ে থাকে। কেননা, ثُبُوْتُ شَيْءٍ لِشَيْءٍ -এর মধ্যে ثبوت শাখা আর مثبت له মূল। সুতরাং مثبت له তথা মুবতাদা অগ্রগামী হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الخ : যেহেতু মুবতাদার আসল মুকাদ্দাম হওয়া, তাই فى داره زيد বলা জায়েজ। এখানে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ শব্দগত ও মর্তবাগত উভয়ভাবে হয়নি আর এটা বৈধ।

قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ : উল্লিখিত উদাহরণটি অবৈধ । কেননা, উক্ত উদাহরণে اضمار قبل الذكر শব্দগত ও মর্তবাগত উভয় দিক দিয়ে লাযেম এসেছে। যার কারণে صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ বলা জায়েজ নেই।

তারকীব : قَوْلُهُ وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ فَالْمُبْتَدَأُ هُوَ الْاِسْمُ الخ : واو হরফে আত্ফ, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثبتا -এর সাথে। ثبتا উহ্য ফে'ল, যমীর هما ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম।المبتدأ মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الخبر মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীলের জন্য, المبتدأ মুবতাদায়ে আউওয়াল, هو যমীর মুবতাদায়ে ছানী।الاسم মাওসূফ, المجرد -এর মধ্যে ال টি الذى ইসমে মাওসূল। مجرد শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল। عن হরফে জার, العوامل মাওসূফ, اللفظية সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে المجرد -এর সাথে। مسندا শিবহে ফে'ল, الى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মহল্লে বা'য়ীদ অনুপাতে নায়েবে ফায়েল। مسندا শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে مجرد -এর নায়েবে ফায়েল। مجرد শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। الاسم মাওসূফ-তার সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, الصفة মাওসূফ, الواقعة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى যুলহাল, بعد ইস্মে যরফে মকান মুযাফ, حرف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, النفى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, الف মুযাফ, الاستفهام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। رافعة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল, ل হরফে জার, ظاهر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে হাল। যুলহাল ও তার হাল মিলে الواقعة -এর ফায়েল। الواقعة শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে সিফাত। الصفة মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ। الاسم মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর। مبتدأ মুবতাদায়ে ছানী ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, زَيْدٌ قَائِمٌ মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, اَقَائِمُ الزَّيْدَانِ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, مَاقَائِمُ الزَّيْدَانِ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। উপরোক্ত জুমলা সমূহের বিস্তারিত তারকীব– زيد মুবতাদা, قائم শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল।

শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ما হরফে নফী, قائم শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে মুবতাদা। الزيدان ফায়েল যা খবরের স্থলাভিষিক্ত। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। أ হরফে ইস্তিফহাম, قائم শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে মুবতাদা, الزيدان ফায়েল যা খবরের স্থলাভিষিক্ত। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

فَإِنْ طَابَقَتْ مُفْرَدًا الخ : فاء হরফে তাফসীর, ان হরফে শর্ত, طابقت ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল, مفردا শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। اسما উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাফউলে বিহী। طابقت ফে'ল ও তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। جاز ফে'ল, الامران ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ هُوَ الْمُجَرَّدُ الْمُسْنَدُ بِهِ الخ : واو হরফে আত্ফ, الخبر মুবতাদায়ে আউওয়াল, هو মুবতাদায়ে ছানী। المجرد শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাতে আউওয়াল। الاسم উহ্য মাওসূফ, المسند শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সিফাতে ছানী। المغائر শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। ل হরফে জার, الصفة মাওসূফ, المذكورة -এর মধ্যে ال ইসমে মাওসূল التى অর্থে ব্যবহৃত, مذكورة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল, শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে সেলাহ। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে المغائر -এর সাথে। المغائر শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সিফাতে ছালেছ। মাওসূফ ও তার সিফাতত্রয় মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে বতাবীলে মুফরাদ খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, اصل মুযাফ, المبتدأ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, التقديم খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, من হরফে জার, ثم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম, جاز ফে'ল, فى داره زيد মুরাদুল্লফ্য ফায়েল। ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। জুমলাটির তারকীব– فى হরফে জার, دار মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম, زيد মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, امتنع ফে'ল, صَاحِبُهَا فِى الدَّارِ মুরাদুল্লফয ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ مَّا مِثْلُ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَأَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً مِثْلُ زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ وَزَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ فَلَابُدَّ مِنْ عَائِدٍ وَقَدْ يُحْذَفُ وَمَا وَقَعَ ظَرْفًا فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِجُمْلَةٍ-

---

অনুবাদ : কখনো مبتدأ - نكرة (অনির্দিষ্ট) হয়ে থাকে- যখন কোনো কারণে বিশেষিত হয়ে যায়। যেমন- وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ (অবশ্যই মু'মিন বান্দা মুশরিক হতে উত্তম), أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمِ امْرَأَةٌ (ঘরে কি পুরুষ আছে, না মহিলা ?) وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ (তোমার চেয়ে উত্তম কেউ নেই), شَرٌّ أَهَرَّ ذَانَابٍ (বড় বিপদ কুকুরটিকে খেপিয়েছে), فِي الدَّارِ رَجُلٌ (ঘরে এক ব্যক্তি আছে), سَلَامٌ عَلَيْكَ (তোমার উপর সালাম)। খবর কখনো জুমলা হয়। যেমন- زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ (যায়েদ তার পিতা দণ্ডায়মান), زَيْدٌ قَامَ أَبُوْهُ (যায়েদ তার পিতা দাঁড়িয়েছে)। ঐ সময় খবরের মধ্যে عائد (প্রত্যাবর্তনকারী) হওয়া আবশ্যক। আর কখনো তা (عائد) কে বিলুপ্ত করা হয়। যখন খবর ظرف অবস্থায় পতিত হয়, তখন অধিকাংশ নাহুবিদের মতে জুমলার সাথে উহ্য হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً : মুবতাদার আসল মা'রেফা হওয়া। কারণ, উপকার সাধন করার হুকুমটা তার উপর নির্ভরশীল। মুবতাদা محكوم عليه হয় আর محكوم عليه নির্দিষ্ট হবার পর তার উপর হুকুম দেওয়া শুদ্ধ হবে। অনির্দিষ্ট বা অজানা বস্তুর উপর হুকুম দেওয়া শুদ্ধ হয় না। তাই তা অধিকাংশ সময় মা'রেফার উপর হুকুম দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। কখনো মুবতাদা নাকেরা হয়ে থাকে বিশেষিত করার কোনো পদ্ধতি দ্বারা নাকেরাটি বিশেষিত হওয়ার শর্তে। যেন নাকেরাটি তার ফলে তাখসীসের পর মা'রেফার নিকটবর্তী হয় আর তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়।

قَوْلُهُ إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ مَّا : এটা يكون-এর ظرف অর্থাৎ যখন মুবতাদার মধ্যে কোনোভাবে تخصيص সৃষ্টি হয়, তখন নাকেরাটি মুবতাদা হতে পারে। নাকেরাটি تخصيص ব্যতীত কেন মুবতাদা হতে পারে না ? **উত্তর :** যেহেতু তাখসীসের উদ্দেশ্য অংশীদার কমানো (تقليل اشتراك), কাজেই تخصيص হবার পর নাকেরাটি মা'রেফার নিকটবর্তী হয়ে যায়।

قَوْلُهُ مِثْلُ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ الخ : এখানে عبد নাকেরা মু'মিন ও কাফির উভয়কে শামিল করে। এ কারণেই তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ ছিল না; কিন্তু যখন তার সিফাত নেওয়ার মাধ্যমে وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ বলা হয়েছে তখন সিফাতের মাধ্যমে تخصيص তথা تقليل اشتراك সৃষ্টি হবার কারণে তা মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَأَرَجُلٌ الخ : এই উদাহরণে رجل নাকেরা তার মধ্যে বক্তার জ্ঞানানুপাতে তাখসীস হয়েছে। কেননা, বক্তা জানে যে, পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কেউ না কেউ ঘরে আছে। শুধু নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে প্রশ্ন করা হয়েছে। অর্থাৎ ঘরে কি পুরুষ নাকি মহিলা ? অতএব, এ উদাহরণে أَحَدُهُمَا فِي الدَّارِ-এর সিফাত দ্বারা তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا أَحَدٌ الخ : এটা পূর্ববর্তী উদাহরণের উপর আত্ফ হয়েছে। এতে احد নাকেরা, যার মধ্যে নফীর অধীনে হবার কারণে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, নাকেরা যখন تحت النفي তথা নফীর অধীনে পতিত হয়, তখন ব্যাপক অর্থ প্রদান করে বিধায় হুকুমটি সমস্ত আফরাদকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ কথা স্পষ্ট যে, عام ব্যাপকতা হিসেবে নির্ধারিত ও বিশেষিত। সে সময় আফরাদের মধ্যে تعدد বাকি থাকবে না ; বরং তা একটি বিষয় হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ঐ নাকেরা যা تحت الاثبات তথা হ্যাঁ-বাচকের অধীনে পতিত হয়, তার দ্বারাও عموم (ব্যাপকার্থ) উদ্দেশ্য হয়। যেমন- تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ جَرَادَةٍ এ কথা মেনে নেওয়া যায় না যে, احد শব্দটি উল্লিখিত উদাহরণে মাখসূস ; কারণ, تقليل اشتراك-এর নাম তাখসীস। আর তা احد শব্দে মোটেই বিদ্যমান নেই। **উত্তর :** تخصيص দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হাকীকী, যেমন, আল্লাহর বাণী- وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ

خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ দ্বিতীয় প্রকার হুকুমী। যেমন– আলোচ্য উদাহরণের احد -এর মধ্যে যদিও اشتراك নেই, বরং تعيين আছে। তাই ঐ ইসমের হুকুমে হয়েছে যা مطلق تعيين -এর মধ্যে تقليل اشتراك হয়।

قَوْلُهُ شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ : এই উদাহরণে شر নাকেরাটি মুবতাদা। তাখসীসের পদ্ধতি ফায়েলের মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ যখন আমরা বলি ضرب - তখন তা থেকে বুঝা যায় ضرب -এর পরে যে বস্তু উল্লেখ হবে তা ফায়েল হবার যোগ্যতা রাখে। অতঃপর رجل বলা হলে অবগত হওয়া যায় যে, رجل শব্দটি ফায়েল, তার মধ্যে ফায়েল হবার যোগ্যতা রয়েছে। এখন গবেষণা করা যাক شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ -এর মধ্যে ফায়েলের সাথে شر -এর কি সাদৃশ্যতা রয়েছে, যার কারণে شر-এর তাখসীসটা ফায়েলের তাখসীসের অনুরূপ হবে? **উত্তর :** شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ টি مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ-এর স্থলে ব্যবহৃত। অর্থাৎ مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ দ্বারা যে অর্থ অর্জিত হয় ঠিক একই অর্থ– شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ দ্বারা বুঝা যায়। مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ -এর মধ্যে شر শব্দটি ফায়েল হতে بدل আর بدل ফায়েলে হুকমী। কাজেই شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ -এর মধ্যে شر শব্দটি ফায়েলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি কেউ বলে যে, شَرًّا هَرَّ ذَانَابٍ -এর অর্থ কিভাবে مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ হতে পারে? আমরা দেখতেছি যে, مَا اَهَرَّ ذَانَابٍ اِلَّا شَرٌّ -এর মধ্যে ما এবং الا দ্বারা حصر হয়েছে। পক্ষান্তরে شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ -এর মধ্যে حصر নেই। **উত্তর :** এই তারকীবের মধ্যেও حصر বিদ্যমান।

উল্লেখ্য যে, شَرٌّ اَهَرَّ ذَانَابٍ মূলে اَهَرَّ شَرٌّ ذَانَابٍ ছিল। اهر -এর যমীর থেকে شر টি بدل হয়েছে, যে যমীরটি ফায়েলে লফযী আর بدل ফায়েলে হুকমী। কারণ, এটার স্থান ফায়েলের পরে। অতঃপর যখন তাকে মুকাদ্দাম করা হয় তখন تَقْدِيْمُ مَا حَقُّهُ التَّاخِيْرُ -এর কায়দানুপাতে حصر-এর ফায়দা দেয়। যখন এই তারকীবটি حصر-এর ফায়দা দিয়েছে তখন شر اهر ذاناب বাক্যটি مَا اَهَرَّ اِلَّا شَرٌّ -এর অর্থে হয়ে গেছে। যদি কেউ বলে, পরিভাষায় تخصيص বলা হয় قليل اشتراك-কে। অতএব, এখানে কোন বস্তুর প্রেক্ষিতে قلة اشتراك তথা تخصيص হাসিল হয়? **উত্তর :** কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা কখনো স্বভাবগতভাবে (معتاد) হয়, আর কখনো স্বভাব ব্যতীত (غير معتاد) হয়। যদি স্বভাবগত (معتاد) হয়, তাহলে তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। (১) কখনো خير হয়। যথা– বন্ধুর আগমন হলে। (২) কখনো شر হয়। যথা– শত্রুর আগমন হলে। অতএব, কুকুরের ঘেউ ঘেউ করা معتاد হলে خير -এর নিসবতে حصر অর্জিত হবে। বাক্যটি হবে– شَرٌّ لَا خَيْرٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ যদি غير معتاد হয় তখন তার ঘেউ ঘেউ করাটা শুধুমাত্র মন্দ হবে। কাজেই حصر অর্জিত হবে না। তখন সিফাত উহ্য মেনে নেওয়া হবে, যেন حصر শুদ্ধ হয়। এ অবস্থায় হবে شَرٌّ عَظِيْمٌ لَا حَقِيْرٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ এটাও বলা যাবে شر-এর তানবীন تعظيم -এর জন্য অর্থাৎ شَرٌّ عَظِيْمٌ لَاحَقِيْرٌ اَهَرَّ ذَانَابٍ। অতএব, তখন تكلفات بعيده (দূরবর্তী লৌকিকতাসমূহ) অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না। এ প্রবাদটি এমন শক্তিশালী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হয় যে বিপদে পড়ে অক্ষম হয়ে গেছে। এখানে মন্দ বলতে প্রাকৃতিক বিপদ উদ্দেশ্য। ناب -এর আভিধানিক অর্থ– সামনের দাঁত। ذاناب বলতে এখানে কুকুর উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ : এখানে খবর মুকাদ্দাম হবার কারণে رجل -এর মধ্যে তাখসীস হয়েছে। কেননা, فى الدار বলাতে বুঝা যায় যে, فى الدار -এর পর যা পতিত হবে তা صفة استقرار -এর সাথে গুণান্বিত হবে। কাজেই খবরকে মুকাদ্দাম করা تخصيص بالصفة -এর পর্যায়ে পড়ে। এই অনুপাতে নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও মুবতাদা হওয়া শুদ্ধ।

قَوْلُهُ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ : এখানে سلام নাকেরা হওয়া সত্ত্বেও এভাবে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে যে, এটা মূলত ছিল سَلَّمْتُ سَلَامًا عَلَيْكَ -ফে'লকে বিলুপ্ত করে سلام কে استمرار ও دوام (অব্যহত রাখা) এর উদ্দেশ্যে পেশের দিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কারণ, এটি جملة دعائية, তার জন্য স্থায়ী (دوام) হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব বুঝা গেল যে, এটা মূলত سَلَامٌ مِنْ سَلَّمْتُ سَلَامًا قِبَلِيْ عَلَيْكَ -এর পর্যায়ে ছিল। বক্তার দিকে সম্পর্কিত হবার কারণে তার মধ্যে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে। عَلَيْكَ -এর মধ্য থেকে سلمت -কে বিলোপ করে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহকে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ-এ পরিণত করা হয়েছে। তারপর سلاما -এর নসবকে দোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে স্থায়ীত্বের উপকারিতার জন্য পেশ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কারণ, নসব ফে'লের উপর বুঝায়, ফে'ল حدث অর্থে ব্যবহৃত, আর তা অস্থায়ী। সুতরাং জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহতে যে, اسناد ছিল তার কারণে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহতে তাখসীস সৃষ্টি হয়েছে বিধায় মুবতাদা হওয়া সম্ভব হয়ে উঠেছে।

قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ الخ : মুবতাদার খবরটির আসল মুফরাদ হওয়া। কেননা, মুফরাদের জন্য যুক্তিযুক্ত যে, অন্য ইসিমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে যেন উভয়ের মধ্যে নিসবত অর্জিত হয়। কিন্তু জুমলা তার বিপরীত। তা স্বয়ং স্বতন্ত্র ; তাতে অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। কিন্তু খবর কখনো জুমলাও হয়ে থাকে। মুসান্নিফ (র.) এ অংশ দ্বারা খবরের প্রকারসমূহ আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। খবর তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা– (১) الخبر بالفرد (২) الخبر بالجملة (৩) الخبر شبيه بالجملة যদি প্রশ্ন করা হয় মুবতাদার খবরটি কেন জুমলা হয়ে থাকে ? তদুত্তরে বলা হবে مفرد দ্বারা যেভাবে উপকার পৌছানো উদ্দেশ্য হয় তেমনিভাবে জুমলা দ্বারাও হয়ে থাকে। কাজেই জুমলা খবর হওয়া বৈধ।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ عَائِدٍ الخ : যখন খবর জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হবে তখন খবরের মধ্যে এমন একটি عائد জরুরি, যা মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে, যাতে মুবতাদা ও খবরের মাঝে সর্ম্পক সৃষ্টি হয়। নতুবা স্বতন্ত্র জুমলা হয়ে যাবে। আর খবরের সর্ম্পক মুবতাদার সঙ্গে আবশ্যক। যদি عائد (প্রত্যাবর্তনকারী) না হয়, তাহলে মুবতাদার সাথে খবরটির সর্ম্পক হবে না। আর عائد টি কখনো যমীর, কখনো لام হয়ে থাকে। যেমন– نعم الرجل -এর মধ্যে। আর কখনো ইসমে যাহিরের স্থানে যমীর হয়ে থাকে। যেমন– اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ -এর মধ্যে। কখনো খবরের তাফসীর মুবতাদা হয়ে থাকে। যেমন– قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ -এর মধ্যে।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ : عائد যখন যমীর হবে তখন কারীনা পাওয়া যাবার সময়ে কখনো তাকে বিলুপ্ত করা হয়। যেমন– اَلْبُرُّ الْكُرُّ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا এটা মূলে اَلْبُرُّ الْكُرُّ مِنْهُ بِسِتِّيْنَ دِرْهَمًا ছিল। এখানে الكر কারীনা পাওয়া যাবার কারণে منه কে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, বিক্রেতা তার মূল্য বর্ণনা করছে, অন্য কোনো বস্তুর নয়।

وَمَا وَقَعَ ظَرْفًا فَالْاَكْثَرُ الخ : যখন খবর যরফ হবে তখন অধিকাংশ নাহুবিদ এটাকে জুমলার সাথে উহ্য মেনে থাকেন। কারণ, যরফের জন্য এমন আমেল হওয়া উচিত, যার সাথে তা মুতা'আল্লাক হবে। আর যেহেতু ফে'ল আমেলের দিক দিয়ে আসল সেহেতু তাকে উহ্য মানতে হবে, যখন ফে'ল উহ্য হবে তখন ফে'লের সাথে ظرف টি মুতা'আল্লাক এবং খবরটি জুমলা হবে। তাদের মতানুসারে زَيْدٌ فِي الدَّارِ -এর মূলরূপ হবে- زَيْدٌ اِسْتَقَرَّ فِي الدَّارِ কোনো কোনো নাহুবিদ্দের মতে, যরফের পূর্বে মুফরাদকে উহ্য মেনে নেওয়া হবে। কেননা, তা খবর। খবরের আসল মুফরাদ- তখন এই যরফটি ইসমে ফায়েলের সাথে মুতা'আল্লাক হবে। زَيْدٌ فِي الدَّارِ -এর মূলরূপ زَيْدٌ مُسْتَقِرٌّ فِي الدَّارِ ।

উল্লেখ্য যে, ظرف দু'প্রকার। যথা– (১) ظرف لغوى : যে যরফ প্রকাশ্য ফে'লের সাথে মিলিত হয় তাকে ظرف لغوى বলে। যেমন– اَلرَّجُلُ يَمْشِيْ بِالرَّجُلِ (২) ظرف مستقر : যে যরফ উহ্য ফে'ল তথা আমেলের সাথে মিলিত হয়, তাকে ظرف مستقر বলে। যথা– زَيْدٌ فِي الدَّارِ এখানে উহ্য ফে'ল استقر - এটার সাথে فى الدار জার ও মাজরূর মিলিত হয়ে যরফে মুস্তাকার হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ الْمُبْتَدأُ نَكِرَةً الخ : واو হরফে আত্‌ফ, قد হরফে তাকলীল, يكون ফে'লে নাকেস, المبتدأ তার ইসম ও نكرة তার খবর। আর اذا যরফে যমান, تخصصت ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য هى যমীর তার ফায়েল। ب হরফে জার, وجه মাওসূফ, ما সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। تخصصت ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। اذا মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ, يكون ফে'লে নাকেস-তার ইসম, খবর ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। مثل মুযাফ, وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ মুরাদুল লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, اَرَجُلٌ فِي الدَّارِ اَمْ اِمْرَأَةٌ মুরাদুল লফয মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, وما احد الخ মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, شَرٌّ اَهَرَّ الخ মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, فِي الدَّارِ الخ মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, سلام عليك মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার সব মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে مثل মুযাফের। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

জুমলাসমূহের বিস্তারিত তারকীব– وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ الخ : واو হরফে আত্ফ, لام তাকীদের জন্য, عبد মাওসূফ, مؤمن সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুবতাদা। خير শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, من হরফে জার, مشرك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। خير শিব্হে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। همزة ইস্তিফহামের জন্য, رجل মা'তূফ আলাইহ, ام হরফে আত্ফ, امرأة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুবতাদা, في হরফে জার, الدار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ما হরফে নফী, احد মুবতাদা, خير শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, من হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। شر মুবতাদা, اهر ফে'ল, উহ্য هو যমীর ফায়েল, ذا মুযাফ, ناب মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। اهر ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। في হরফে জার, الدار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম; رجل মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। سلام মুবতাদা, على হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُوْنُ جُمْلَةً الخ : واو হরফে আত্ফ, الخبر মুবতাদা, قد তাকলীলের জন্য, يكون ফে'লে নাকেস। উহ্য যমীর هو ইসম, جملة খবর, يكون ফে'ল, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, زَيْدٌ أَبُوْهُ قَائِمٌ মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, زَيْدٌ قَامَ الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাদ্বয়ের বিস্তারিত তারকীব– زيد মুবতাদায়ে আউওয়াল, ابو মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। قائم শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। زيد মুবতাদা, قام ফে'ল, ابو মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। قام ফে'ল-ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

فَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ الخ : فاء ফসীহা, لا নফী জিন্সের জন্য, بد তার ইসম। من হরফে জার, عائد মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে ইসতীনাফ, قد তাক্বলীলের জন্য, يحذف ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ما মাওসূলা, وقع ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, ظرفا হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। وقع ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে আউওয়াল। فاء জাযাইয়্যাহ الاكثر শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত, القول উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদায়ে ছানী, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه যমীর ইসমে আন্না, مقدر শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, جملة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, مقدر শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ مَنْ أَبُوكَ أَوْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ أَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ نَحْوُ أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّي أَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ مِثْلُ زَيْدٌ قَامَ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ وَإِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ مَالَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ مِثْلُ أَيْنَ زَيْدٌ أَوْ كَانَ مُصَحِّحًا لَهُ مِثْلُ فِي الدَّارِ رَجُلٌ أَوْ لِمُتَعَلِّقِهِ ضَمِيرٌ فِي الْمُبْتَدَأِ مِثْلُ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا أَوْ كَانَ خَبَرًا عَنْ أَنَّ مِثْلُ عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ-

---

অনুবাদ : যখন مبتدأ টি এমন অর্থকে শামিল করে যার, জন্য বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। যেমন– مَنْ أَبُوكَ (তোমার পিতা কে ?) অথবা مبتدأ ও خبر উভয়ই معرفة হয় অথবা تخصيص -এর মধ্যে উভয়ই সমান হয়, যেমন أَفْضَلُ مِنْكَ أَفْضَلُ مِنِّي (যে তোমার থেকে উত্তম সে আমার থেকে উত্তম) অথবা خبر টি مبتدأ -এর ফে'ল হবে। যেমন– زَيْدٌ قَامَ (যায়েদ দণ্ডায়মান হয়েছে) তখন خبر -এর উপর তা (مبتدأ)কে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর যখন خبر مفرد এমন বস্তুকে শামিল করে, যা বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। যেমন– أَيْنَ زَيْدٌ (যায়েদ কোথায় ?) অথবা খবর مبتدأ কে বিশুদ্ধকারী হয় যেমন– فِي الدَّارِ رَجُلٌ (ঘরের মধ্যে পুরুষ) অথবা مبتدأ -এর মধ্যে خبر-এর মুতায়াল্লাকের যমীর বিদ্যমান থাকে। যেমন– عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا (খেজুরের উপর তার অনুরূপ মাখন রয়েছে) অথবা খবরটি ان থেকে خبر পতিত হয়, যেমন– عِنْدِي أَنَّكَ قَائِمٌ (নিশ্চয়ই তুমি আমার নিকট দণ্ডায়মান) তখন তা (خبر) কে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ الخ : মুবতাদার আসল মুকাদ্দাম হওয়া। আবার তা পরে নেওয়াও জায়েজ আছে। এখানে মুসান্নিফ (র.) ঐ সমস্ত সুরত বর্ণনা করেছেন যার মধ্যে মুবতাদাকে পূর্বে নেওয়া ওয়াজিব এবং তাকে পরে নেওয়া নিষিদ্ধ, তা কয়েকটি স্থানে হয়ে থাকে। এর মধ্যে একটি হলো মুবতাদা এমন অর্থকে শামিল করে যা বাক্যের শুরুতে হওয়াকে চায়, যেন শুরুতে বুঝা যায় যে, বাক্যটি استفهام -এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন– حرف استفهام -কে আব্দুর রহমান জামী (র.) উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। صدر كلام (বাক্যের প্রারম্ভে হওয়া) ছয়টি অর্থের জন্য আবশ্যক হয়ে থাকে। (১) استفهام যথা– مَنْ أَبُوكَ (২) شرط যথা– مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ (৩) تاكيد بلام ابتداء যথা– لَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ (৪) تعجب যথা– مَا أَحْسَنَ زَيْدًا (৫) قسم যথা– لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (৬) نفى যথা– لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا بَكْرٌ

قَوْلُهُ أَوْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ : যে সব স্থানে মুবতাদা খবরের উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে তন্মধ্যে দ্বিতীয় প্রকার যখন মুবতাদা ও খবর উভয়টি মা'রেফা হয়। মুবতাদাকে নির্দিষ্ট করণের উপর কোনো কারীনা না থাকে, চাই মুবতাদা ও খবর উভয়টি تعريف -এর মধ্যে বরাবর হোক অথবা না হোক। যথা– زَيْدٌ الْمُنْطَلِقُ (যায়েদ গমনকারী) তখন মুবতাদাকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যাতে শ্রবণকারীর এ সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, উভয়টি হতে কোনটি মুবতাদা ও কোনটি খবর ? যদি কেউ প্রশ্ন করে, كانا متساويين -এর মধ্যে এই উপরোক্ত শর্ত শামিল রয়েছে। তাই এটাকে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল না। متساويين হলো عام, উভয়টি تعريف -এর মধ্যে হোক অথবা تخصيص -এর মধ্যে হোক। **উত্তর :** كانا معرفتين -এর মধ্যে মুবতাদা ও খবর মা'রেফা হবার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য عام হয়ে থাকে। نفس تعريف -এর জন্য উভয়টি বরাবর হবে অথবা হবে না। যেমন– প্রশংসার স্থলে বলা হবে انا انت ও انت انا দ্বিতীয়টির উদাহরণ زَيْدٌ الْمُنْطَلِقُ।

قَوْلُهُ أَوْ مُتَسَاوِيَيْنِ : মুসান্নিফ (র.) او হরফে আত্ফ ব্যবহার করার মাধ্যমে এ দিকে ইশারা করেছেন যে, متساويين -এর আত্ফ معرفتين -এর উপর হয়েছে। এটা মুবতাদাকে খবরের পূর্বে আনা ওয়াজিব হবার তৃতীয় স্থান। এর দ্বারা উদ্দেশ্য-মুবতাদা ও খবর تخصيص -এর মধ্যে বরাবর হলে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর এখানে

تساوی فی ; تساوی فی اصل التخصیص হয়েছে। تساوی فی التخصیص দ্বারা উদ্দেশ্য مساوات فی التخصیص -এর- غلام رجل صالح خیر منك افضل منك افضل منی একটি প্রশ্ন জাগে قدر التخصیص উদ্দেশ্য নয়। যথা- মধ্যে মুবতাদা ও খবর উভয়টি تخصیص -এর মধ্যে বরাবর নয়, তারপরেও মুবতাদাকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। কারণ, غلام শব্দটি মুযাফ এবং মাওসূফও বলে। সুতরাং তার মধ্যে দু'টি تخصیص হয়েছে। আর خبر শব্দটি نفس খবর। যার মধ্যে কেবল একটি تخصیص হয়েছে। কাজেই তা مفضل علیه **উত্তর** : মুবতাদা ও খবর উভয়টি مقدار تخصیص ও کیفیة تخصیص -এর মধ্যে সমান হবার ফলে এমন ব্যাপক হয়েছে যে, হয়তো উভয়টি تخصیص-এর মধ্যে সমান হবে অথবা অসমান। کیفیة تخصیص ও مقدار تخصیص -এর মধ্যে সমান হবার উদাহরণ- ولعبد مؤمن خیر من مشرك -এর মধ্যে মুবতাদাটি সিফাত দ্বারা বিশেষিত এবং خبر টি مفضل علیه দ্বারা বিশেষিত। مقدار التخصیص -এর মধ্যে অসমান হলে যেমন- غُلَامُ رَجُلٍ صَالِحٍ خَيْرٌ مِنْكَ - کیفیة تخصیص -এর মধ্যে অসমান হবার উদাহরণ মূল ইবারতে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণটির মধ্যে মুবতাদা ও খবর উভয়টি مفضل علیه দ্বারা تخصیص হয়েছে। তবে متکلم -এর যমীর যেহেতু حاضر -এর যমীর থেকে اعرف, তাই افضل منی অংশটি افضل منك থেকে تخصیص -এর ক্ষেত্রে উত্তম।

قَوْلُهُ اَوْ كَانَ الْخَبَرُ فِعْلًا لَهُ الخ : এটি মুবতাদাকে পূর্বে আনা ওয়াজিব হবার চতুর্থ স্থান। যখন মুবতাদার খবরটি এমন ফে'ল হয় যা মুবতাদা দ্বারা অস্তিত্বের মধ্যে আসে। যেমন- زَيْدٌ قَامَ ; এখানে (দণ্ডায়মান হওয়া) যায়েদ দ্বারা অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে। তাই এস্থানে মুবতাদাকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যদি মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা না হয়, তাহলে ফায়েলের সাথে মিলে যাবার আশংকা রয়েছে। যদি قَامَ زَيْدٌ বলা হয় তাহলে এই সংশয় সৃষ্টি হবে যে, زید হলো ফায়েল। ইবারতের মধ্যে له -এর কয়েদটি احترازی, এর দ্বারা বুঝা যায় খবরটি فعل হওয়া সাধারণভাবে এ বিষয়কে আবশ্যক করে না যে, তার উপর মুবতাদাকে ওয়াজিব হিসেবে মুকাদ্দাম করা হবে ; রবং ঐ খবরের ফায়েলটি এমন যমীর হবে যা মুবতাদার খবরের দিকে প্রত্যাবর্তিত হওয়া জরুরি। অতএব, زَيْدٌ قَامَ اَبُوْهُ -এর মধ্যে قام ফে'লটি যদিও খবর পতিত হয়েছে ; কিন্তু তার ফায়েল ابوه ইসমে যাহির, তা এমন যমীর নয় যা মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। কাজেই তার উপর মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, তাকে পরে উল্লেখ করত قَامَ اَبُوْهُ زَيْدٌ বলা হলে ফায়েলের সাথে মুবতাদা মিলে যাবার আশংকা আবশ্যক হয় না।

قَوْلُهُ وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ : উল্লিখিত সুরতসমূহে মুবতাদাকে খবরের উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। প্রথম তিনটি সুরতের মধ্যে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবার কারণ, পূর্বোক্ত বিশ্লেষণে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থ সুরতের মধ্যে মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হয়েছে, যাতে মুবতাদাটি ফায়েলের সাথে মিলে না যায়। যখন ফে'লটি মুকাদ্দাম হয়। যেমন- زَيْدٌ قَامَ ; কেননা, যখন قَامَ زَيْدٌ বলা হবে তখন মুবতাদাটি ফায়েলের সাথে অথবা ফায়েলের بدل -এর সাথে মিলে যাবে। আর যখন تثنیه ও جمع হবে। যথা- اَلزَّيْدَانِ قَامَا، اَلزَّيْدُوْنَ قَامُوْا এরূপ তারকীবের মধ্যে قَامَا الزَّيْدَانِ ও قَامُوا الزَّيْدُوْنَ বলা হলে এ সন্দেহ হয় যে, الزیدان ও الزیدون ফায়েল থেকে بدل হবে। অতএব, মুবতাদাটি ফায়েলের بدل -এর সাথে মিলে যাবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا تَضَمَّنَ الخ : যখন خبر مفرد এমন কোনো বস্তুকে শামিল করে, যা বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক, যেমন- این زید এখানে খবর مفرد এবং استفهام -এর অর্থকে শামেল করে, যা বাক্যের শুরুতে হওয়াকে চায়। তাই এখানে খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। আর خبر مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য- আকৃতিগতভাবে مفرد হওয়া। প্রকৃতপক্ষে জুমলা হোক বা না হোক। এটার দ্বারা زَيْدٌ اَيْنَ اَبُوْهُ বাদ পড়েছে। কারণ, এ স্থানে খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব নয়। কেননা, যা বাক্যের শুরু হবার অর্থকে শামিল করে তাকে জুমলার শুরুতে নেওয়া জরুরি। আর যেহেতু زَيْدٌ اَيْنَ اَبُوْهُ -এর মধ্যে যে অংশটি صدر الکلام-কে চায় তা শুরুতে হয়নি বিধায় তাকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব নয় ; মুবতাদার পরে এমন কোনো জুমলা নেই যার প্রথমে این কে নেওয়া হয়। তাই এ স্থানে মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেন তার জন্য বাক্যের শুরুতে হওয়াটা পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ اَوْكَانَ مُصَحِّحًا لَهُ الخ : کان -এর মধ্যে নিহিত هو যমীরের মারজি' الخبر আর له -এর ہ যমীরের মারজি' المبتدأ - এখানে মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব হবার দ্বিতীয় সুরত বর্ণিত হয়েছে। মুবতাদাটি নাকেরা হলে

আর খবরকে তার উপর মুকাদ্দাম করা হলে ঐ নাকেরাটি مخصصة হয়ে যাবে। যেমন– فِي الدَّارِ رَجُلٌ -এর মধ্যে رجل মুবতাদা, যা নাকেরা। فى الدار খবর, যাকে মুকাদ্দাম করার দ্বারা رجل -এর মধ্যে تخصيص সৃষ্টি হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, যখন খবরটি মুবতাদাকে শুদ্ধকারী (مصحح) হবে, তখন খবরের মর্যাদা মুবতাদার চেয়ে বেড়ে যায় ; অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। **উত্তর :** মুবতাদার মর্যাদা খবরের মর্যাদার উপর সত্তাগতভাবে অগ্রগামী রয়েছে। তবে গুণগতভাবে মুবতাদার উপর খবরের অগ্রগামী হওয়া বৈধ। فى الدار رجل -এর মধ্যে رجل শব্দটি মুকাদ্দাম হওয়া ব্যতীত মুবতাদা হবার যোগ্যতা রাখে না।

قَوْلُهُ اَوْ لِمُتَعَلِّقِهِ ضَمِيْرٌ الخ : মুবতাদার মধ্যে যদি এমন কোনো যমীর বিদ্যমান থাকে, যা খবরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী তখন খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। কেননা, খবরকে যদি মুকাদ্দাম করা না হয় তাহলে لفظا ও رتبة উভয় দিক থেকে إِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে। যেমন– عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا তার মধ্যে على التمرة খবরে মুকাদ্দাম। আর مِثْلُهَا زُبْدًا মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। তার মধ্যে ها যমীরটির মারজি‘ التمرة যে শব্দটি খবরের সাথে সম্পর্ক রাখে তা খবরের অংশ। যদি খবরকে মুয়াখ্‌খার করে مِثْلُهَا زُبْدًا عَلَى التَّمْرَةِ বলা হয় তাহলে لفظا ও معنى উভয় দিক থেকে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে, যা নিষিদ্ধ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, ইবারতে উল্লিখিত لمتعلقه -এর আত্‌ফ পূর্বোক্ত كان -এর ইসিমের উপর অথবা খবরের উপর, যদি ইসিমের উপর হয় তাহলে তাও ইসম হওয়া উচিত। কারণ, ইসমের উপর যা আত্‌ফ হয়, তাও ইসম হয়ে থাকে। এখানে দেখা যায় তা জার ও মাজরূর, যা كان -এর ইসম হবার যোগ্যতা রাখে না। যদি তার আত্‌ফ كان -এর খবরের উপর হয় তাহলে জুমলার আত্‌ফ মুফরাদের উপর হওয়া লাযেম আসে না, যা না-জায়েজ। **উত্তর :** لمتعلقه -এর পূর্বে كان উহ্য রয়েছে। অতএব, এই كان -এর আত্‌ফ পূর্বোক্ত كان -এর উপর হয়েছে। আর তা হবে عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ অথবা যরফ ও ফায়েলে যরফ মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী জুমলার উপর আত্‌ফ হয়েছে।

قَوْلُهُ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا الخ : যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমরা অনেক স্থানে এরূপও দেখি যে, মুবতাদার মধ্যে এমন একটি যমীর থাকে যা খবরের متعلق -এর দিকে ফিরে। এতদ্‌সত্ত্বেও খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা হয় না; বরং খবরকে মুয়াখ্‌খার করা হয়। যেমন– عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ مُتَوَكِّلٌ এই উদাহরণে عبده মুবতাদা আর متوكل খবর, عبده মুবতাদার মধ্যে এমন একটি যমীর আছে যা খবরের متعلق তথা الله -এর দিকে প্রত্যাবর্তিত। অতএব, সাব্যস্ত হলো যে, এটা সার্বজনীন কায়দা (قاعدة كلية) নয়। **উত্তর :** উল্লিখিত কায়দার মধ্যে খবরের متعلق দ্বারা উদ্দেশ্য-খবরের ঐ تابع যার تبعية (অনুসরণীয়তা) বাকি থাকার সথে তার খবরের উপর মুকাদ্দাম করা নিষিদ্ধ। যেমন– تمرة শব্দটি খবরের অংশ হবার অনুপাতে এটা খবরের تابع এবং তার تبعية বাকি আছে। কাজেই تمرة -কে মুকাদ্দাম করা খবরের উপর নিষিদ্ধ। কারণ, جزء হবার অনুপাতে كل -এর উপর তার মুকাদ্দাম করা تَقْدِيْمُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ এবং মাজরূরকে জারের উপর মুকাদ্দাম করার নামান্তর। আর তা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ مُتَوَكِّلٌ এটার বিপরীত। এর মধ্যে খবরের تابع কে মুকাদ্দাম করাটা খবরের উপর تبعية -এর অর্থ বাকি থাকার সাথে হয়ে থাকে। কারণ, এটার تبعية হলো খবরের متعلق হওয়া. এই متعلق টি সে সময়েও হয়ে থাকে যখন عَلَى اللّٰهِ مُتَوَكِّلٌ -এর পর মুকাদ্দাম হয়। এ উত্তরটি এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا -এর মধ্যে على التمرة কে খবর আর عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ -এর متوكل কে খবর বলা হবে। **উত্তম জবাব :** খবরের متعلق দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ تابع যার تبعية বিদ্যমান থাকাকালে মুবতাদাকে খবরের উপর যদি মুকাদ্দাম করা হয় তাহলে اِضْمَارٌ قَبْلَ الذِّكْرِ শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে লাযেম আসবে। যেমন– عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا -এর মধ্যে হয়েছে ; কিন্তু عَلَى اللّٰهِ عَبْدُهُ مُتَوَكِّلٌ তার বিপরীত। এখানে عبده -এর যমীর على الله -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আর আরববাসীদের নিকট الله -এর দিকে তার উল্লেখ ব্যতীত কোনো যমীরকে প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে। কেননা, তিনি (আল্লাহ) হলেন- معهود তাই এ ক্ষেত্রে اِضْمَارُ قَبْلَ الذِّكْرِ লাযেম আসবে না।

قَوْلُهُ وَكَانَ خَبَرًا عَنْ اَنَّ الخ : যদি খবরটি ان مفتوحة হতে পতিত হয়। আর তা ঐ সময় হবে যখন ان তার ইসম ও খবর মিলে بتاويل مفرد হয়ে মুবতাদা হবে এবং তা হতে কিছু খবর পতিত হলে,তখন এমতাবস্থায় খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যেমন– عِنْدِيْ اَنَّكَ قَائِمٌ -এর মধ্যস্থিত عندى খবর আর ان مفتوحة তার ইসম ও খবর

মিলে بتاويل مفرد হয়ে মুবতাদা পতিত হয়েছে। কাজেই এ সময়ও খবরকে মুবতাদার উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। খবরকে মুকাদ্দাম করা না হলে শব্দগত ও অর্থগতভাবে খারাবি সৃষ্টি হবে। শব্দগত অনিষ্টতা এভাবে হবে যে, মুবতাদাকে মুকাদ্দাম করা হলে ان مفتوحة টি ان مكسورة -এর সাথে পরিবর্তন হবে। কেননা, বাক্যের শুরুতে ان مكسورة পতিত হয়ে থাকে, ان مفتوحة পতিত হয় না। ان مفتوحة টি ان مكسورة হতে ভারি হয়ে থাকে। তাই বাক্যের মধ্যে হালকার স্থানে ভারি সৃষ্টি হয়ে যাবে। তা এক ধরনের অনিষ্টতা। আর অর্থগতভাবে অনিষ্টতা ان مفتوحة এবং খবরকে মুকাদ্দাম করার সময়ে বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় আমি জানি যে তুমি দণ্ডায়মান, এই দাঁড়ানো চাই আমার নিকট হোক অথবা অন্যস্থানে দণ্ডায়মান। অতএব, এমতাবস্থায় বাক্যের অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَجَبَ تَقْدِيْمُهُ : এটা শর্ত মুকাদ্দামের জাযা। উল্লিখিত সব সুরতে মুবতাদার উপর খবরকে মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। উল্লিখিত চার স্থান ব্যতীত আরো কয়েকটি স্থানে খবরকে মুবতাদার পূর্বে আনতে হয়। যথা–

পঞ্চম : মুবতাদায়ে محصور فيه -এর খবর। যথা– مَاقَائِمٌ اِلَّا زَيْدٌ - اِنَّمَا قَائِمٌ زَيْدٌ

ষষ্ঠ : فاء -এর সাথে সংযুক্ত মুবতাদার খবর। যথা– اَمَّا عِنْدَكَ فَزَيْدٌ

সপ্তম : যে খবরটি اسم اشارة مكانى যথা– ثَمَّ زَيْدٌ

অষ্টম : ঐ খবর যা মাকসুদে ক্ষতি সাধনকারী। যথা– لِلّٰهِ دَرُّكَ

নবম : খবরটি كم خبرية হলে। যথা– كَمْ دِرْهَمٍ مَالُكَ

দশম : খবরটি كم خبرية -এর সাথে এযাফত হলে। যথা– صَاحِبُ كَمْ غُلَامٍ اَنْتَ

এগারতম : কোনো প্রবাদ বাক্যে খবরটি মুকাদ্দাম হলে। যথা– فِىْ كُلِّ وَادٍ بَنُوْسَعْدٍ

তারকীব : قَوْلُهُ وَاِذَا كَانَ الْمُبْتَدأُ مُشْتَمِلًا الخ : واو হরফে আত্ফ, اذا যরফে যমান শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী মাফউলে ফীহ্ মুকাদ্দাম, كان ফে'লে নাকেস, المبتدأ টি كان -এর ইসম, مشتملا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। على হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। صدر মুযাফ, الكلام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে مشتملا -এর সাথে। مشتملا শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে খবর। كان তার ইসম, খবর ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, كانا ফে'লে নাকেস, যমীর هما তার ইসম, معرفتين মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, متساويين শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম এবং খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। او হরফে আত্ফ, كان ফে'লে নাকেস, الخبر টি كان-এর ইসম, فعلا মাওসূফ, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার উভয় মা'তূফ মিলে শর্ত হয়েছে। وجب ফে'ল, تقديم মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। وجب ফে'ল-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও তার জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, من ابوك মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযা। এ জুমলাটির তারকীব– من ইস্তিফহামের জন্য মুবতাদা। ابو মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, اَفْضَلُ مِنْكَ اَفْضَلُ مِنِّىْ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযা হয়েছে। এই বাক্যটির পূর্ণ তারকীব– افضل শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, من হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। افضل শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে মুবতাদা। افضل শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, من

হরফে জার। نون وقاية يائے متكلم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। افضل শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, زيد قام মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ , মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা। উক্ত জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– زيد মুবতাদা, قام ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। ফে'ল-তার ফায়েলে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

وَاِذَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْمُفْرَدُ الخ : واو হরফে আত্ফ, اذا শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম। تضمن ফে'ল, الخبر মাওসূফ, المفرد শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। الخبر মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে ফায়েল, ما ইসমে মাওসূল, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার, صدر মুযাফ, الكلام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। যরফ-তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাফঊলে বিহী। تضمن ফে'ল, তার ফায়েল, মাফঊলে বিহী এবং মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। مثل মুযাফ, اين زيد মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা। জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– اين যরফে মকান মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম। ثابت উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। زيد মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। او হরফে আত্ফ, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, مصححا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে মা'তূফ আলাইহ। مثل মুযাফ, فِى الدَّارِ رَجُلٌ মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা। উক্ত জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– فى হরফে জার, الدار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। رجل মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলাটির ইসমিয়্যাহ। او হরফে আত্ফ, لام হরফে জার, متعلق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ। ضمير মাওসূফ, فى হরফে জার, المبتدأ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তকার মিলে সিফাত. ضمير মাওসূফ তার সিফাত মিলে ফায়েল। যরফ ও ফায়েলে যরফ মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা। বিস্তারিত তারকীব– على হরফে জার, التمرة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। مثل মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুমায়্যিয। زبدا তামঈয। মুমায়্যিয ও তামঈয মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। او হরফে আত্ফ, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম। خبرا মাওসূফ, عن হরফে জার, ان মুরাদুল্ লফ্য মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মাওসূফ। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ মিলে শর্ত। مثل মুযাফ, عِنْدِىْ اَنَّكَ قَائِمٌ মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'তারাযা বিস্তারিত তারকীব– عند মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو উহ্য নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ মিলে খবরে মুকাদ্দাম। ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ك যমীর ইসমে আন্না, قائم শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও ফায়েল মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। وجب ফে'ল, تقديم মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِثْلُ زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدأُ مَعْنَى الشَّرْطِ فَيَصِحُّ دُخُولُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ وَ ذَالِكَ الْاِسْمُ الْمَوْصُولُ بِفِعْلٍ اَوْ ظَرْفٍ اَوِ النَّكِرَةُ الْمَوْصُوفَةُ بِهِمَا مِثْلُ اَلَّذِيْ يَاْتِيْنِيْ اَوْفِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَكُلُّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِيْ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاِتِّفَاقِ وَالْحَق بَعْضُهُمْ اِنَّ بِهِمَا-

---

অনুবাদ : কখনো খবর একাধিক হয়ে থাকে। যেমন– زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ (যায়েদ জ্ঞানী বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন) আর মুবতাদা কখনো শর্তের অর্থকে শামিল করে, তাহলে খবরের মধ্যে فاء প্রবিষ্ট হওয়া শুদ্ধ হবে। আর তা (মুবতাদা) হলো ঐ ইসমে মাওসূল যার সেলাহ فعل বা ظرف-এর সাথে হয় কিংবা মুবতাদাটি ঐ নাকেরা যা উভয় (ফে'ল বা যরফ)-এর সাথে মাওসূফ হয়। যেমন– اَلَّذِيْ يَاْتِيْنِيْ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ (যে আমার নিকট আসবে অথবা যে ঘরে রয়েছে তার জন্য এক দিরহাম) এবং كُلُّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِيْ اَوْ فِي الدَّارِ فَلَهُ دِرْهَمٌ আর لَعَلَّ ও لَيْتَ (খবরের মধ্যে فاء প্রবিষ্ট হওয়াকে) সর্বসম্মতিক্রমে বাধাদানকারী। কতেক নাহুবিদ اِنَّ কে উভয় (لَعَلَّ ও لَيْتَ) -এর সাথে সংযুক্ত করেছেন।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ الخ : খবর কখনো কয়েকটি হয়ে থাকে ; অথচ مخبر عنه (মুবতাদা) কয়েকটি হয় না। আর এটা দু'পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়। (১) আত্‌ফ দ্বারা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– زَيْدٌ عَالِمٌ وَعَاقِلٌ (২) আত্‌ফবিহীন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ মুসান্নিফ (র.) এ উদাহরণটিকে এবারতে উল্লেখ করেছেন। আত্‌ফের মাধ্যমে ব্যবহৃত খবর একাধিক হবার সুরতটিকে বর্ণনা না করার কারণ হলো, আত্‌ফের মাধ্যমে খবর একাধিক হওয়া (متعدد الخبر بالعطف) টা জুমলার মধ্যেও হয়ে থাকে। এখানে শুধু খবর একাধিক হওয়াকে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এটাও বলা যেতে পারে যে, আত্‌ফের সাথে খবর একাধিক হওয়া (تعدد الخبر بالعطف) টা অধিক প্রকাশ্য হবার কারণে তাকে বর্ণনা করা তেমন প্রয়োজন হয়ে পড়েনি। পক্ষান্তরে আত্‌ফবিহীন খবর একাধিক হওয়া (تعدد الخبر بغير العطف) টা অস্পষ্ট হবার কারণে তা উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। মুবতাদার খবর একাধিক হবার বিষয়টি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) খবরগুলো শব্দ ও অর্থগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া তথা একটি খবর অপরটির বিরোধী হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ এ জাতীয় খবরগুলোকে আত্‌ফ দ্বারা যুক্ত করে পড়া বৈধ। (২) খবরগুলো কেবলমাত্র শব্দগতভাবে ভিন্ন, অর্থগতভাবে সবগুলো একটি অর্থ প্রদান করে, আর সে অর্থটি প্রত্যাশিত অর্থ হবে। যেমন– اَلطِّفْلُ سَمِيْنٌ نَحِيْفٌ اَىْ مُعْتَدِلٌ এরূপ অর্থ দানকারী একাধিক খবরকে আত্‌ফ দ্বারা সংযুক্ত করে পড়া অবৈধ। (৩) খবরগুলো শব্দ ও অর্থগতভাবে একাধিক হবে। মুবতাদাটিও একাধিক ফরদ বিশিষ্ট হবে। যেমন– اَلصَّدِيْقَانِ مُهَنْدِسٌ وَطَبِيْبٌ এ রকম খবরগুলোকে আত্‌ফ দ্বারা সংযুক্ত করে পড়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الْمُبْتَدأُ الخ : মুবতাদা কখনো শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। শর্তের অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথমটি দ্বিতীয়টির জন্য সবব হবে অথবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির হুকুমের জন্য সবব হবে। অতএব, মুবতাদাটি شرط-কে অন্তর্ভুক্ত করলে খবরের উপর فاء দাখিল হওয়া শুদ্ধ হবে। কারণ, মুবতাদাটি শর্ত এবং খবরটি জাযার স্থলাভিষিক্ত হবে। প্রকাশ্য কথা, জাযায় فاء দাখিল হয় বিধায় খবরের মধ্যেও فاء দাখিল হবে। যদি কেউ আপত্তি করে, যে মুবতাদা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে,

তার প্রথমটি দ্বিতীয়টির সবব হবার উপর বুঝানো উদ্দেশ্য হলে, তাহলে খবরের উপর فاء নেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যখন মুবতাদা শর্তের অর্থের উপর বুঝানো উদ্দেশ্য না হয় ; তখন খবরের উপর فاء দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ হবে। এখানে দু'টি সুরত রয়েছে। একটি فاء কে দাখিল করা ওয়াজিব। অপরটি امتناع তথা فاء নেওয়া নিষিদ্ধ। অতঃপর মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি فَيَصِحُّ دُخُوْلُ الْفَاءِ فِي الْخَبَرِ কিভাবে শুদ্ধ হবে ? কারণ, يصح শব্দটি জায়েজ হিসেবে فاء দাখিল হওয়া বুঝায়। وجوب ও امتناع -এর উপর বুঝায় না। এ আপত্তির সমাধান- মুবতাদাকে অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনটি ই'তেবার রয়েছে। (১) মুবতাদাটি سببية-এর অর্থের উপর বুঝানো উদ্দেশ্য এবং এ সময় شي-এর শর্তসাপেক্ষে হলে খবরের উপর فاء দাখিল হওয়া ওয়াজিব। (২) মুবতাদাটি سببية -এর অর্থের উপর বুঝানো উদ্দেশ্য হয় এবং এ সময় لاشي-এর শর্তসাপেক্ষে হয়, তার মধ্যে না বুঝানোর শর্ত লক্ষণীয় হবে। এমতাবস্থায় فاء দাখিল না হওয়া ওয়াজিব।(৩) মুবতাদা শুধুমাত্র معنى شرط-কে অন্তর্ভুক্তকারী হলে আর معنى سببية -এর উপর বুঝানো -না বুঝানো কোনোটিই উদ্দেশ্য না হলে তখন খবরের উপর فاء দাখিল হওয়া-না হওয়া উভয়টি সমান। তাই মুসান্নিফ (র.) এ দিকে লক্ষ্য করে فَيَصِحُّ دُخُوْلُ الْفَاءِ الخ বলেছেন।

قَوْلُهُ ذَالِكَ الْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ الخ : যে মুবতাদা معنى شرط কে শামিল করে তা কয়েকটি স্থানে হয়ে থাকে। (১) প্রত্যেক ঐ ইসমে মাওসূল যার সেলাহটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ বা এমন জুমলায়ে যরফিয়্যাহ, যাকে ফে'লিয়্যাহর দ্বারা তাবীল করা হয়। এ সম্পর্কে বসরা ও কূফাবাসীদের যুক্ত বিবৃতি রয়েছে। জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ ও জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হবার শর্তারোপ করার কারণ হলো, যাতে মুবতাদার সদৃশতা শর্তের সাথে দৃঢ় হয়ে যায়। কেননা, শর্ত ফে'লই হয়ে থাকে। আর উল্লিখিত ইসমে মাওসূলের হুকুম প্রত্যেক ঐ ইসম যার সিফাত উল্লিখিত ইসমে মাওসূলের সাথে নেওয়া হবে। কারণ মাওসূফ ও সিফাত হুকুমের মধ্যে একই। যে মুবতাদা معنى شرط-কে শামিল করে তা দু'প্রকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। প্রথমটি ঐ ইসমে মাওসূল যার সেলাহটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ অথবা জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়। দ্বিতীয়টি ঐ নাকিরা যা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ বা যরফিয়্যাহ দ্বারা মাওসূফ হয়। উভয়টির মেছাল ইবারতের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে। এ উভয় সুরত হলো মুবতাদার ঐ খবরের বর্ণনা করা, যার মধ্যে فاء প্রবিষ্ট হওয়া বৈধ ; কিন্তু ওয়াজিব হবার দু'টি সুরত রয়েছে। প্রথমত মুবতাদার উপর اما হরফে শর্ত দাখিল হলে। যেমন– اَمَّا زَيْدٌ فَمُنْطَلِقٌ দ্বিতীয়ত মুবতাদার মধ্যে معنى شرط বিদ্যমান থাকলে এবং তা উদ্দেশ্য হলে। যেমন– وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ اَوْ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖ اَعْمٰى فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى এবং مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (২) মুবতাদাটি معنى شرط -কে শামিল করার দ্বিতীয় সুরত, তা এমন নাকেরা হবে যার সিফাত জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ অথবা যরফিয়্যাহ হবে। আর ঐ নাকেরায়ে মাওসূফার হুকুম প্রত্যেক ঐ ইসম, যার সিফাতটি উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হবে।

قَوْلُهُ مِثْلُ الَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ الخ : اَلَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ فَلَهٗ دِرْهَمٌ এ মেছালটি ঐ মাওসূলের যার সেলাহ জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়। فى الدار الخ -এর বর্ণনা- اَلَّذِىْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ এটা ঐ ইসমে মাওসূলের উদাহরণ, যার সেলাহটি যরফ হয়ে থাকে। কাজেই فله درهم -এর সম্পর্ক উভয় মেছালের সাথে হবে। উল্লিখিত ইসমে মাওসূলের সাথে গুণান্বিত মুবতাদার উদাহরণ আল্লাহর বাণী قَالَ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلَاقِيْكُمْ যে নাকেরার সিফাতটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হবে, তার মেছাল كُلُّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِىْ فَلَهٗ دِرْهَمٌ আর كُلُّ رَجُلٍ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ এটা ঐ নাকেরার মেছাল, যা যরফের সাথে মাওসূফ হয়। যে ইসম نكرة موصوفة -এর যরফের দিকে মুযাফ হবে তার উদাহরণ–

غُلَامُ كُلِّ رَجُلٍ يَاْتِيْنِىْ اَوْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ

قَوْلُهُ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ الخ : ليت ও لعل যখন এমন মুবতাদার উপর দাখিল হয়, যা معنى شرط-কে শামিল করে তখন উভয়টি খবরের মধ্যে فاء দাখিল হওয়াকে বাধা দান করে। কেননা, ليت ব্যবহৃত হয় انشاء تمنى -এর জন্য, আর لعل

ব্যবহৃত হয় انشاء ترجى -এর জন্য।। কাজেই এ দু'টি দাখিল হবার কারণে মুবতাদা ও খবর خبرية থেকে বের হয়ে انشاء -এর মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে। আর যখন انشاء হয়ে যাবে তখন তার সদৃশতা শর্ত ও জাযার সাথে দূর হয়ে যায়। কারণ শর্ত ও জাযা اخبار-এর অন্তর্ভুক্ত, انشاء -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং لَيْتَ وَلَعَلَّ الَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ فِى الدَّارِ فَلَهٗ دِرْهَمٌ বলা নাজায়েজ হবে, যদি কেউ বলে যেমনিভাবে ليت ও لعل খবরের মধ্যে فاء দাখিল হওয়াকে সর্বসম্মতিক্রমে বাধা দান করে, তেমনিভাবে افعال ناقصه - افعال قلوب ও فاء দাখিল হওয়া থেকে সর্বসম্মতিক্রমে বাধা দান করে। তদুপরি لعل ও ليت কে তাখসীস করার কারণ কি? **উত্তর** : এটা দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য– مُخْتَلَفٌ فِيْهِ অধ্যায়কে বর্ণনা করা। যেমন– حروف مشبهة بالفعل -এর মধ্যে ليت ও لعل আর কিছু حرف রয়েছে যেগুলো বাধাদানকারী নয়। এ ব্যাপারে নাহুবিদ্‌দের ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন– ان - আবার ان কারো নিকট বাধা দান করে আর কারো মতে করে না। তাই এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে কোন হরফ বাধাদানকারী আর কোন হরফ নয়। পক্ষান্তরে افعال قلوب ও افعال ناقصه এ উভয়ের মধ্যে فاء প্রবিষ্ট হওয়াকে বাধাদানকারী কিন্তু مختلف فيه অধ্যায় নয়।

قَوْلُهٗ وَالْحَقُّ بَعْضُهُمْ الخ : কতেক নাহুবিদ ان مكسورة-কে ليت ও لعل -এর সাথে সম্পৃক্ত করত বলেছেন যেমনিভাবে ليت ও لعل -এর খবরের উপর فاء দাখিল হওয়াকে বাধাদানকারী, তেমনিভাবে ان مكسورة ও বাধাদানকারী। এর দলিল হলো, ان -কে تحقيق-এর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর শর্ত জযা ترديد -এর উপর বুঝায়। ان যখন এমন মুবতাদার উপর দাখিল হবে যা معنى شرط কে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন তার সদৃশতা শর্ত ও জাযার সাথে বিদূরীত হয়ে যায়। তাই فاء টি খবরের উপর দাখিল হওয়া জায়েজ হবে না ; কিন্তু তাদের এ উক্তি সঠিক নয়। কারণ, ان যদিও تحقيق (নিশ্চয়তা) -এর জন্য কিন্তু এটা বাক্যকে خبرية হতে انشائية -এর দিকে নেয় না। কাজেই বিশুদ্ধ অভিমতানুযায়ী ان প্রবিষ্ট হওয়ার পরও معنى شرط কে শামিলকারী মুবতাদার খবরের উপর فاء দাখিল হবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, ان (যের যোগে) কতেক নাহুবিদ্‌দের মতে খবরের মধ্যে فاء দাখিল হওয়াকে বাধা দানকারী নয়, অনুরূপভাবে ان (যবর যোগে) ও খবরের মধ্যে فاء প্রবিষ্ট হওয়াকে বাধাদানকারী নয়। এখানে ان(যের যোগে) উল্লেখ করা ও ان (যবর যোগে) ছেড়ে দেওয়ার কারণ কি ? **উত্তর** : যারা ان (যের যোগে) কে ليت ও لعل-এর সম্পৃক্ত করেন তারাই সমধিক ব্যক্তি, যেমন সীবাওয়াইহ। এটা ঐ সমস্ত নাহুবিদ্‌দের খেলাপ যারা ان (যবর যোগে)-কে فاء প্রবিষ্ট হওয়া থেকে বাধাদানকারী বলে উল্লেখ করেছেন, ঐ সমস্ত ব্যক্তিরা নির্ভরযোগ্য নয়। তাই প্রথম উক্তি অনুপাতে তাকে উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় উক্তিকে গণ্য করেননি; অথচ উভয়ই দুর্বল। কুরআন মাজীদ ও فصحاء عرب (আরবদের বিশুদ্ধভাষী) হতে তাদের দুর্বল হওয়া বুঝা যায়। আল্লামা সীবাওয়াইহের অভিমত দুর্বল হওয়ার দলিল হলো আল্লাহর বাণী– اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ تُقْبَلَ আর দ্বিতীয় উক্তি দুর্বল হওয়ার দলিল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী– وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ (الاية)

তারকীব : قَوْلُهٗ وَقَدْ يَتَعَدَّدُ الْخَبَرُ مِثْلُ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, قد তাক্‌লীলের জন্য, يتعدد ফে'ল, الخبر ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। مثل মুযাফ, زَيْدٌ عَالِمٌ عَاقِلٌ মুরাদুল্ লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– زيد মুবতাদা, عالم শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল মিলে খবরে আউওয়াল, عاقل শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল মিলে খবরে ছানী। মুবতাদা ও তার উভয় খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, قد তাক্‌লীলের জন্য, يَتَضَمَّنُ ফে'ল, المبتدأ ফায়েল, معنى মুযাফ, الشرط মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী, يَتَضَمَّنُ ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء ফসীহা يصح ফে'ল, دخول মুযাফ, الفاء

মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। في হরফে জার, الخبر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, دخول মাসদার মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ এবং যরফে লগ্ব মিলে ফায়েল। يصح ফে'ল, তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। كان الامر ।اذا উহ্য শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, ذالك মুবতাদা, الاسم মাওসূফ, الموصول শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। با হরফে জার, فعل মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, ظرف মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। الموصول শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। الاسم মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, النكرة মাওসূফ, الموصوفة শিবহে ফে'ল, যমীর هي নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। الموصوفة শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, اَلَّذِىْ يَاْتِيْنِىْ اَوْ فِى الدَّارِ الخ মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

বিস্তারিত তারকীব– الذى ইসমে মাওসূল, ياتى ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, نون وقاية يائے متكلم মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা, উহ্য রয়েছে فله درهم ; এর মধ্যে فا সববিয়্যাতের জন্য, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ, درهم ফায়েল। যরফ ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। الذى ইসমে মাওসূল, فى হরফে জার, الدار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثبت ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা, فا সববিয়্যাতের জন্য, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ। درهم ফায়েল। যরফ ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। كل মুযাফ, رجل মাওসূফ, ياتى ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, نون وقاية يائے متكلم মাফঊল। ياتى ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সিফাত। رجل মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। كل মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। فا সববিয়্যাতের জন্য, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ। درهم ফায়েল। যরফ ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী জুমলার উপর আত্ফ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, ليت মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لعل মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা, مانعان শিব্হে ফে'ল, যমীর هما ফায়েল, باء হরফে জার, الاتفاق মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, مانعان শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, الحق ফে'ল, بعض মুযাফ, هم যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল, ان মাফঊলে বিহী, ب হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে الحق-এর সাথে। الحق ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا كَقَوْلِ الْمُسْتَهِلِّ اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ وَالْخَبَرُ جَوَازًا مِثْلُ خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ وَ وُجُوْبًا فِيْمَا اُلْتُزِمَ فِيْ مَوْضِعِهٖ غَيْرُهٗ مِثْلُ لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا وَمِثْلُ ضَرْبِيْ زَيْدًا قَائِمًا وَكُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهٗ وَلَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا - خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَاَمْرُهٗ كَاَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ اِلَّا فِيْ تَقْدِيْمِهٖ اِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا-

---

অনুবাদ : কখনো কারীনা পাওয়া যাবার সময়ে মুবতাদাকে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন– নতুন চাঁদ দর্শনকারী ব্যক্তির উক্তি اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ (আল্লাহর কসম, এটা চাঁদ)। আর খবরকে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন– خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ (আমি বের হলাম হঠাৎ হিংস্র প্রাণী বিদ্যমান)। ওয়াজিব হিসেবে সে সমস্ত স্থানে খবরকে বিলোপ করা হয়, যখন তার খবরের স্থানে অন্যকে আবশ্যক করে দেওয়া হয়। যেমন– لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا (যদি যায়েদ না হতো তাহলে এরূপ হতো) যেমন– ضَرْبِيْ زَيْدًا قَائِمًا (আমার প্রহার করা যায়েদকে দণ্ডায়মান অবস্থায়), كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهٗ (প্রত্যেক মানুষ তার পেশার সাথে জড়িত), وَلَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (তোমার জিন্দেগীর শপথ আমি এরূপ করব)।

ان ও তার সমজাতীয়দের خبر এমন একটি ইসম যা এসব হরফ প্রবিষ্ট হবার পর مسند হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (নিশ্চয় যায়েদ দন্ডায়মান) আর তার হুকুম মুবতাদার খবরের হুকুমের অনুরূপ, কিন্তু তাকে মুকাদ্দাম করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম; তবে যখন তা (ان -এর খবর) ظرف হবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ : তখনই মুবতাদাকে বিলোপ করা জায়েজ যখন কোনো কারীনা প্রতিষ্ঠিত হয়, চায় ঐ কারীনাটি حالية হোক অথবা مقالية হোক। এখানে মুবতাদাকে বিলোপ করা জায়েজ, ওয়াজিব নয়। لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ -এর মধ্যে لام টি وقت (সময়) অর্থে ব্যবহৃত, اجل (কারণ) অর্থে নয়। কেননা, কারীনা حذفকে বিশুদ্ধকারী হয়, قرينة -এর দাবিদার নয়। جوازا শব্দটি তারকীবের মধ্যে উহ্য মাফউলে মুতলাকের সিফাত হয়েছে। يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ حَذْفًا جَائِزًا মুবতাদাকে কখনো প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে বিলোপ করা হয়। আর قرينة হলো مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُوْدِ যা উদ্দেশ্যের উপর বুঝায়। قرينة দু'প্রকার। যথা– (১) قرينة لفظية (২) قرينة عقلية যেমন– চাঁদ দর্শনকারী اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ বলা। অর্থাৎ هٰذَا الْهِلَالُ وَاللّٰهِ এখানে মুবতাদাকে قرينة حالية -এর কারণে বিলোপ করে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এখানে মুবতাদা বিলুপ্ত হওয়া আমরা মানি না ; বরং বলব যে, খবর বিলোপ করে মূলত اَلْهِلَالُ هٰذَا وَاللّٰهِ ছিল। **উত্তর :** এ স্থানে খবর বিলুপ্ত হওয়াকে মানা ঠিক নয়। চাঁদ দর্শনকারী বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য– ইশারার মাধ্যমে একটি বস্তুকে নির্দিষ্ট করা এবং তজ্জন্য هلالية সাব্যস্ত করা, যেন চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাতকারী তার দিকে মনোনিবেশ করে। যেমনিভাবে ঐ ব্যক্তি চাঁদ দেখেছে তেমনিভাবে অপর ব্যক্তিকে যেন চাঁদ দেখাতে পারে। এটা সুস্পষ্ট যে, উপরোক্ত অর্থটি মুবতাদা বিলুপ্ত হবার সুরতে হাসিল হয়, খবরকে বিলোপ করার দ্বারা নয়। কারণ খবরকে বিলোপ করার সুরতে এ অর্থ হবে যে, চন্দ্রের অস্তিত্বকে অধিকভাবে সাব্যস্ত করা। কিন্তু তার অস্তিত্ব নির্দিষ্ট নয় যে, এই চন্দ্র, না ঐ চন্দ্র ? অতঃপর চাঁদ দর্শনকারী তার উক্তি اَلْهِلَالُ هٰذَا দ্বারা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এ অর্থটি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। অতএব, খবরকে মুকাদ্দাম করা হবে না। অতঃপর وَاللّٰهِ শব্দটিকে اَلْهِلَالُ -এর পরে বৃদ্ধি করা হয়েছে চাঁদ দর্শনকারীদের স্বভাব মোতাবেক অথবা এ কারণে যে, যদি اَلْهِلَالُ -এর পরে وَاللّٰهِ বলা না

হতো তাহলে সন্দেহ সৃষ্টি হতো, এটা মূলত رَأَيْتُ الْهِلَالَ ছিল। উহার মধ্যে ফে'লকে বিলোপ করা হয়েছে অথবা والله দ্বারা শপথ করা না হলে এ সন্দেহও হতে পারে যে, ابصر কে উহ্য মেনে নেওয়ার সাথে الهلال যবর বিশিষ্ট ছিল, তবে حالت قف -এর মধ্যে সাকিন হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ جَوَازًا الخ : কখনো খবরকে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যখন তার স্থানে অন্য কিছুকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি الخبر-এর আত্ফ المبتدأ-এর উপর হয়েছে। جوازا কে তারকীব অনুপাতে প্রথমোক্ত جوازا -এর উপর অনুমান করা উচিত। খবরকে বিলোপ করার উদাহরণ خَرَجْتُ فَإِذَا السَّبُعُ -এর মধ্যে খবরটি বিলুপ্ত রয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি ছিল- خَرَجْتُ فَإِذَا السَّبُعُ وَاقِفٌ বা موجود যা বিলুপ্ত হয়েছে। আর এটাকে হযফ করা জায়েজ, ওয়াজিব নয়। কেননা, হযফ করা ওয়াজিব ঐ স্থানে হয় যেখানে অন্যকিছুকে খবরের স্থানে লাযেম করে দেওয়া হয়। এখানে এরূপ নয়। এই মেছালে খবরকে বিলোপ করার উপর اذا مفاجاتية হলো কারীনা। আর এটা ظروف زمان-কে অন্তর্ভুক্তকারী হবার কারণে এটার তা'আল্লুক ফে'ল অথবা শিবহে ফে'লের সাথে হওয়া জরুরি। ঐ ফে'লটি افعال عامة-এর মধ্য থেকে হয়ে থাকে। যেমন– وُجُوْد، حُصُوْل، ثُبُوْت، كَوْن আর اذا مفاجاتية -এর পরে মুবতাদা ও খবর পতিত হয়ে থাকে। উল্লিখিত উদাহরণে سياق كلام (বাক্যের পূর্বাপর সম্পর্ক) কারীনা থাকার কারণে واقف-কে বিলোপ করা হয়েছে। তাইতো বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়–আমি ঘর হতে বের হলাম, হঠাৎ হিংস্র প্রাণী দণ্ডায়মান। এ বাক্যটি খবরকে বিলোপ করার অধ্যায়ে তখনই হবে যখন اذا-কে مفاجات زمانى -এর জন্য নেওয়া হবে। যদি اذا-কে مفاجات مكانى -এর জন্য নেওয়া হয় তখন اذا টি السبع -এর খবরে মুকাদ্দাম হবে। বাক্যের মূলরূপ خَرَجْتُ فَفِيْ مَكَانِى السَّبُعُ অর্থ– আমি বের হলাম আমার আগমন স্থানে হিংস্র প্রাণী বিদ্যমান। তখন তা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। কারণ সে সময় তার খবর উল্লিখিত থাকে।

قَوْلُهُ وُجُوْبًا فِيْمَا اُلْتُزِمَ الخ : وجوبا-এর আত্ফ جوازا -এর উপর হয়েছে। কখনো খবর কারীনা পাওয়া যাবার সময়ে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়। এটা ঐ তারকীবের মধ্যে হবে যেখানে غير خبر-কে খবরের স্থানে লাযেম করে নেওয়া হয়। তা চারটি স্থানে হয়ে থাকে। যথা–(১) قَوْلُهُ لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا : অর্থাৎ যে স্থানে মুবতাদা لولا -এর পরে পতিত হয় এবং لولا -এর খবর افعال عامة-এর মধ্য থেকে হয়ে থাকে। যেহেতু সেখানে খবর বিলুপ্ত হবার কারীনা বিদ্যমান এবং لولا-এর জওয়াব খবরের স্থানে হয়েছে। কাজেই খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব। অন্যথায় اصل ও خلف (মূল ও প্রতিনিধি) একত্রিত হওয়া লাযেম আসবে। আর তা নাজায়েজ। যেমন– لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا অর্থাৎ لَوْلَا زَيْدٌ مَوْجُوْدٌ এখানে موجود খবরটিকে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন لولا-এর খবর বিলুপ্তির কারীনা কি ? **উত্তর :** لولا কে اِنْتِفَاءُ ثَانِىْ بِسَبَبِ وُجُوْدِ الْاَوَّلِ (প্রথমটি পাওয়া যাবার কারণে দ্বিতীয়টি না হওয়া)-এর উপর বুঝানোর জন্য গঠন করা হয়েছে। এটা খবর বিলুপ্ত হবার কারীনা আর لولا-এর জওয়াবটি খবরের স্থানে হয়েছে। সুতরাং موجود খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব। তবে তা ঐ সময় হবে যখন খবর افعال عامة থেকে হবে। যদি খবরটি افعال خاصة থেকে হয়, তাহলে খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব হবে না। যেমন– لَوْلَا زَيْدٌ مُصَلٍّ لَكَانَ كَذَا এবং কবির উক্তি, শ্লোক–

لَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يَزْرِىْ * لَكُنْتُ الْيَوْمَ اَشْعَرُ مِنْ لَبِيْدٍ

এ পংক্তিটি ইমাম শাফেয়ী (র.) আবৃত্তি করেছেন। কবিতাটির অর্থ– যদি কবিতা আবৃত্তিকারী ওলামাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা না হতো তাহলে আমি আজ লবীদ থেকেও বড় কবি হতাম। লবীদ-তিনি আবূ আ'কাল লবীদ ইবনে রাবী'য়া যিনি রাসূল ﷺ -এর জমানায় প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি اصحاب معلقة -এর মধ্য হতে একজন। হযরত ওমর (রা.)-এর জমানায় ইবাদতের উদ্দেশ্যে নির্জনতা অবলম্ব করেছেন। হযরত ওমর (রা.) কবিদের কবিতায় ইসলামের প্রভাব নির্ণয় করতে মনস্থ করলেন। এ মর্মে তিনি লবীদের নিকট থেকে একটি নতুন কবিতা চাইলে লবীদ সূরা বাক্বারা থেকে কিছু আয়াত লিখে পাঠালেন ; শেষের দিকে লিখে ছিলেন هٰذِهِ الشَّمْسُ قَدْ اَطْفَأَتْ قَنَادِيْلَ الشَّاعِرِيَّةِ مُطْلَقًا অর্থাৎ এ সূর্য কবিত্বের সব আলো নির্বাপিত করে দিয়েছে। আরবি সাহিত্য জগতে তিনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর কবিতা রচনা পরিত্যাগ করত বলেছিলেন, কুরআনই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি ৪১হিজরিতে ১৫৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهُ مِثْلُ ضَرْبِى زَيْدًا الخ : যখন মুবতাদা মাসদার হবে এবং ফায়েল অথবা মাফঊল বা উভয়ের দিকে মুবতাদার এযাফত হবে। এরপরে ফায়েল অথবা মাফঊল বা উভয়ের হতে حال উল্লিখিত হবে। যেমন– ضَرْبِى زَيْدًا قَائِمًا এটা মূলত ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ إِذَا كَانَ قَائِمًا ছিল। এ স্থানে كان টি ফে'লে তাম ثبت অর্থে ব্যবহৃত। এখানে حاصل খবরকে বিলোপ করা হয়েছে। কারণ اذا كان-এর মধ্যে اذا যরফ এবং حاصل -এর মুতায়াল্লাক। প্রথমে متعلق ظرف বিলোপ করা হয়েছে। যেহেতু যরফ তার متعلق -এর উপর বুঝায়। অতঃপর যরফকেও বিলোপ করা হয়েছে। কারণ, حال তথা قائما ঐ ظرف -এর উপর বুঝায়। কেননা, حال ও ظرف জমানার মধ্যে এক প্রকারের বিশেষ সদৃশতা রয়েছে। যেমন– جَاءَ نِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا -এর অর্থ– جَاءَ نِىْ زَيْدٌ فِىْ زَمَانِ رُكُوْبِهٖ যার حال যরফের স্থলাভিষিক্ত আর ظرف খবরের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং حال খবরের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অতএব, যখন এ স্থানে খবর বিলুপ্ত হবার কারীনা এবং তার স্থলাভিষিক্ত উভয়টি পাওয়া যায়, তখন খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব।

জেনে রাখা উচিত যে, ضَرْبِىْ زَيْدًا قَائِمًا -এর উহ্যরূপ ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ إِذَا كَانَ قَائِمًا তখনই হবে যখন قائما কে মাফঊল তথা زيدا থেকে حال বলা হবে। যখন তার ফায়েল তথা ضمير متكلم থেকে حال বলা হবে তখন উহ্যরূপ ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ كُنْتُ قَائِمًا আর তাকে ফায়েল ও মাফঊল উভয়টি হতে حال বললে তখন উহ্যরূপ হবে–

ضَرْبِىْ زَيْدًا حَاصِلٌ إِذَا كَانَا قَائِمَيْنِ –

قَوْلُهُ وَكُلُّ رَجُلٍ الخ : যখন মুবতাদার খবর مقارنة (মিলিত হওয়া) এর অর্থকে শামিল করে এবং মুবতাদার উপর مع অর্থে ব্যবহৃত واو -এর দ্বারা কোনো ইসমকে তার উপর আত্ফ করা হয়। যেমন– كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهٗ অর্থাৎ كُلُّ رَجُلٍ مَقْرُوْنٌ مَعَ ضَيْعَتِهٖ উল্লিখিত উদাহরণে মুবতাদার খবর তথা مقرون বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ واو টি مقرون -এর উপর বুঝাচ্ছে। মা'তূফটি খবরের স্থানে হয়েছে। অতএব, খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব। নতুবা দু'টি বদলকে একত্রিত করা লাযেম আসবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, উল্লিখিত উদাহরণে ضيعته -এর আত্ফ মুবতাদার উপর হয়েছে। কাজেই তা কিভাবে খবরের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে ? কারণ, মা'তূফটি মা'তূফ আলাইহের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, অন্য কোনো ইসমের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। **উত্তর** : প্রকাশ্যভাবে যদিও ضيعته -এর আত্ফ অবশ্যই মুবতাদার উপর হয়েছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আত্ফ مقرون -এর মধ্যে লুক্কায়িত যমীরে উপর হয়েছে, যা مقرون-এর নায়েবে ফায়েল এবং মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তিত। সুতরাং যখন ضيعته -এর আত্ফ বাস্তবে খবরের যমীরের উপর হয়েছে, তখন তার (খবরের) স্থলাভিষিক্ত হওয়া সঠিক হয়েছে। তবে, এই সুরতে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়, যেহেতু ضيعته-এর আত্ফ খবরের মধ্যস্থিত যমীরের উপর মেনে নেওয়া হয়েছে। আর তা যমীরে মুত্তাসিল। কায়দা হলো, যমীরে মুত্তাসিলের উপর فاصلة বা মুনফাসিল দ্বারা তাকীদ নেওয়া ব্যতীত আত্ফ জায়েজ নেই। এই আত্ফ কিভাবে শুদ্ধ হবে ? **উত্তর** : যমীরে মুত্তাসিলের উপর কোনো ইসমকে মুনফাসিল দ্বারা তাকীদ নেওয়া ব্যতীত আত্ফ করা সে সময় নাজায়েজ, যখন উদ্দেশ্য অনুপাতে এ আত্ফ অপর কোনো বস্তুর দিকে راجع না হয়। আর যে সময় উদ্দেশ্য অনুপাতে এই আত্ফ অপর কোনো বস্তুর দিকে راجع হয়, যেমনিভাবে এখানে মুবতাদার দিকে راجع হয়েছে এবং বাহ্যিকভাবে মুবতাদার উপর আত্ফ হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে জায়েজ হবে। উল্লেখ্য যে, الضيعة (যবর যোগে পঠিত) পানি এবং জমিকে বলা হয়। صَاحِبُ كَشْفِ لُغَاتْ -এর মতে, ضيعة -এর অর্থ–আশা আকাঙ্ক্ষা অথবা ضيعة শব্দ حرفة তথা পেশা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَلَعَمْرُكَ لَا فْعَلَنَّ الخ : যে সব স্থানে খবরকে বিলোপ করা ওয়াজিব তন্মধ্যে চতুর্থ স্থান, যখন মুবতাদাটি مقسم به -এর তার খবর قسم (শপথ) হবে। যেমন لَعَمْرُكَ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا এটা মূলত لَعَمْرُكَ قَسْمِىْ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا ছিল। এখানে لام قسم টি توطية -এর জন্য। আর عمرك মুরাক্কাবে এযাফী, মুবতাদা ও قسمى - مقسم به মূলত এযাফী হয়ে খবর। এ সূরতে খবরটিকে বিলোপ করা ওয়াজিব। অন্যথায় দু'টি عوض (বদলা) একত্রে লাযেম আসবে। আর তা নাজায়েজ।

لٰكِنَّ- -مرفوعات এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ছয়টি। যথা- قَوْلُهُ خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا الخ : ان ও তার সমজাতীয়দের খবর
اِنَّ-اَنَّ- كَاَنَّ- لَيْتَ- ও لَعَلَّ যেগুলোকে الحروف المشبهة بالفعل বলা হয়। কারণ অর্থগতভাবে فعل متعدى-এর
সাথে এদের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। যথা-(১) গঠনগত : ফে'ল ثلاثى (তিনাক্ষর বিশিষ্ট) হয়। অনুরূপভাবে এগুলোর মধ্যে
ان، ان ও ليت তিনাক্ষর বিশিষ্ট। ফে'ল কখনো رباعى (চার অক্ষর বিশিষ্ট) হয়, তেমনিভাবে এদের মধ্যে كان -ও رباعى
لعل (চার অক্ষর বিশিষ্ট) আবার কখনো ফে'ল خماسى (পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট) তেমনিভাবে لكن ও خماسى (পাঁচ অক্ষর
বিশিষ্ট হয়)।(২) অর্থগত : اِنَّ ও اَنَّ তাকীদের অর্থে ব্যবহৃত। এ দু'টি تَحَقَّقْتُ অর্থে, كَاَنَّ : شَبَّهْتُ অর্থে, تَمَنَّيْتُ :
لَيْتَ অর্থে, لَعَلَّ : تَرَجَّيْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়ক্রমে উদাহরণ- اِنَّ الْمَالَ عِمَادُ الْعُمْرَانِ এটা তাহকীক (নিশ্চয়তা)
অর্থে, كَاَنَّ زَيْدًا اَسَدٌ এটা التشبيه (তুলনা) অর্থে, যেমন- لَيْتَ غَدًا يَجِئُ এটি تمنى (আকাঙ্ক্ষা) অর্থে, لَعَلَّ
الاستدراك টি لكن এটাতে زَيْدٌ غَنِيٌّ لٰكِنَّهُ بَخِيْلٌ (সম্ভাবনাময় বস্তুর আকাঙ্ক্ষা) অর্থে, الترجى তা اَلْاِمْتِحَانَ سَهْلٌ
(পূর্ববাক্য হতে সংশয় নিরসন) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৩) عمل তথা আমলগত : فعل متعدى যেমনিভাবে ফায়েল ও
মাফউলে দু'টি ইসিমের উপর আমল করে, তেমনিভাবে এগুলো দু'টি ইসিমের উপর আমল করে। এ হরফগুলো তার
ইসমকে نصب এবং খবরকে رفع দেয়। একটি প্রশ্ন হয়, فعل متعدى ফায়েলকে পেশ বিশিষ্ট এবং মাফউলকে যবর
বিশিষ্ট করে থাকে। অথচ এ হরফগুলো কিন্তু এর ব্যতিক্রম তথা ইসমকে نصب এবং খবরকে رفع দেয়। বুঝা যায়
আমলগতভাবে এই হরফগুলো ফে'লের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। **উত্তর** : এ সমস্ত হরফগুলো যেহেতু আমলগতভাবে فعل
متعدى -এর فرع (শাখা), সেহেতু এগুলোর আমলও ফে'লের فرع -এর ন্যায় হবে।

قَوْلُهُ وَالْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِ الخ : বাক্যের মধ্যে এ সমস্ত হরূফ থেকে কোনো একটি হরফ প্রবিষ্ট হবার পর খবরটি
مسند হয়ে থাকে। এ সংজ্ঞার মধ্যে المسند ও جنس এটা خبر كان - خبرالمبتدأ ও جنس ও خبر لا لنفى جنس
সবগুলোকে শামিল করে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি بَعْدَ دُخُوْلِ هٰذِهِ الْحُرُوْفِ হলো فصل ; এটা দ্বারা সর্ব প্রকারের খবর বের
হয়ে যায়। যদি কেউ প্রশ্ন করে, اِنَّ زَيْدًا يَقُوْمُ اَبُوْهُ-এর মধ্যে يقوم টি ان দাখিল হবার পর مسند হয়েছে। সুতরাং খবরের
সংজ্ঞাটি তার উপরও প্রযোজ্য হয় ; অথচ তা খবর নয় ; বরং يَقُوْمُ اَبُوْهُ-এর একত্রিত রূপই খবর। **উত্তর** : دُخُوْلُ هٰذِهِ
الْحُرُوْفِ। দ্বারা উদ্দেশ্য-তা (حرف) -এর প্রভাব শব্দগত ও অর্থগতভাবে ঐ مسند পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। অতঃপর শব্দগত
প্রভাব হলোحرف مشبهة بالفعل দাখিল হবার পর তা لَفْظًا (শব্দগত), تَقْدِيْرًا (উহ্যভাবে) ও محلا (স্থানগতভাবে)
পেশ বিশিষ্ট হবে। আর অর্থগত প্রভাব হলো مسند-এর مدلول (নির্দেশিত অর্থ) টা مسند اليه-এর জন্য নিশ্চিয়তার সাথে
হওয়া। অতএব, এখানে ان হরফটি এ দৃষ্টিকোণে তার প্রভাব يَقُوْمُ اَبُوْهُ জুমলাটির মধ্যে করেছে। শুধুমাত্র يقوم-এর মধ্যে
নয়। কারণ يقوم ابوه -এর দিকে مسند হয়েছে ان-এর ইসম তথা যায়েদের দিকে নয়।

وَقَوْلُهُ وَاَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَأِ : ان ও তার সমগোত্রীয় হরফগুলোর হুকুম مفرد (একক), جملة (বাক্য), معرفة
(নির্দিষ্ট), এবং نكره (অনির্দিষ্ট) হবার ক্ষেত্রে مبتداء -এর খবরের হুকুমের অনুরূপ। অর্থাৎ মুবতাদার খবর যেমনিভাবে
معرفة، جملة، مفرد এবং نكره ও معرفة، جمله، مفرد হয় তেমনিভাবে ان ও তার সমজাতীয় হরফগুলোর খবরটিও
جملة نكرة হয়ে থাকে। জুমলা হবার ক্ষেত্রে তা জুমলায়ে اسمية، فعلية ، ظرفية ও شرطية হতে পারে। খবর যখন
হয়, তখন তার মধ্যে একটি যমীর থাকতে হবে, যা ان -এর ইসিমের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হবে। ان ও তার সমগোত্রীয়
হরফগুলোর হুকুম মুবতাদার খবর, একটি একাধিক, হ্যাঁ-বাচক, না-বাচক এবং উহ্য হবার ক্ষেত্রে একই হুকুম হবে।

قَوْلُهُ اِلَّا فِىْ تَقْدِيْمِهِ : এ বাক্যাংশের ভাবার্থ- لَيْسَ اَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبْرِ الْمُبْتَدَأِ فِىْ تَقْدِيْمِهِ فَاِنَّهُ لَا يَجُوْزُ
تَقْدِيْمُهُ عَلَى الْاِسْمِ অর্থাৎ ان ও তার সমগোত্রীয় হরফসমূহের খবরের হুকুম তাকে ইসিমের উপর মুকাদ্দাম করার ক্ষেত্রে
মুবতাদার খবরের হুকুমের অনুরূপ নয়। কেননা, তাদের খবরকে ইসিমের উপর মুকাদ্দাম করা জায়েজ নেই। আসলে এটা
একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। **প্রশ্ন** : ان -এর খবরের হুকুম মুবতাদা-খবরের মত হবার কারণে মুবতাদার খবরের ন্যায় ان-এর

খবরকেও তার ইসিমের উপর মুকাদ্দাম করা জায়েজ আছে কিনা ? মুসান্নিফ (র.) উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ان ও তার সমগোত্রীয় শব্দসমূহের খবরকে اسم-এর উপর এ মুকাদ্দাম করা বৈধ নয়। কেননা, এ শব্দগুলো আমলের ক্ষেত্রে দুর্বল। আর দুর্বল আমেল বাক্যস্থিত শব্দসমূহের তারতীব ঠিক থাকা অবস্থায় শুধুমাত্র আমল করতে পারে। এ তারতীব ছিন্ন হলে তাদের আমল বাতিল হয়ে যাবে। তাইতো اِنَّ قَائِمٌ زَيْدًا বলা যাবে না। কারণ তারতীব পাল্টিয়ে যাবার কারণে শব্দগুলো আমল করতে পারবে না।

قَوْلُهُ اِلَّا اِذَا كَانَ ظَرْفًا : খবর যদি ظرف হয়, তবে তাকে اسم -এর উপর মুকাদ্দাম করা জায়েজ। কেননা, ظرف -এর মধ্যে توسع (প্রশস্ততা) রয়েছে, যা অন্যের মধ্যে নেই। কারণ, কোনো কিছুই ظرف তথা স্থান কালের উর্ধ্বে নয়। বাক্যের মধ্যে যরফের ব্যবহার অতিমাত্রাই বিদ্যমান। সুতরাং ان -এর ইসমটি যদি মা'রেফা হয় তবে খবরকে তার উপর মুকাদ্দাম করা বৈধ। যেমন–اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ আর যদি ইসমটি নাকেরা হয়, তবে খবরটি মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যথা–

اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً ও اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ।

তারকীব : قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُبْتَدَأُ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, قد তাক্বলীলের জন্য, يحذف ফে'ল, المبتدأ মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, الخبر মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে নায়েবে ফায়েল। لام হরফে জার, قيام মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। جوازا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, وجوبا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মা'তূফ আউওয়াল جوازا মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাফউলে মুতলাক উহ্য মুযাফের সাথে। অর্থাৎ يُحْذَفُ حَذْفَ جَوَازٍ ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্‌ব ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, قول মুযাফ, المستهل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ মিলে মুবদালে মিনহু। اَلْهِلَالُ وَاللّٰهِ মুরাদুল লফ্‌য বদল। মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

বাক্যটির বিস্তারিত তারকীব- الهلال খবর, هذا মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জওয়াবে কসম। واو হরফে জার কসমের জন্য,الله মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার اقسم উহ্য ফে'লের সাথে। اقسم ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে কসম। তার জওয়াব উহ্য রয়েছে অর্থাৎ اِنَّ هٰذَا الْهِلَالُ -এর মধ্যে ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, هذا ইসমে ইন্না, الهلال খবরে ইন্না। ইসমে ইন্না ও খবরে ইন্না মিলে জওয়াবে কসম। واو হরফে আত্‌ফ, مثل মুযাফ, خَرَجْتُ فَاِذَا السَّبُعُ মুরাদুল লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ খবর, مثاله উহ্য মুবতাদা । মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء সববিয়তের জন্য, اذا মুফাজাতে হালিয়্যাহ যরফে মকান মাফউলে ফীহ, السبع মুবতাদা, واقف উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে খবর। السبع মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। في হরফে জার, ما মাওসূলা, التزم ফে'ল, في হরফে জার, موضع মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। التزم ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাউসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। مثل মুযাফ, لَوْلَا زَيْدٌ لَكَانَ كَذَا মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, ضَرْبِيْ زَيْدًا الخ মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ,م كُلُّ رَجُلٍ الخ মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, وَلَعَمْرُك الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

বিস্তারিত তারকীব– لولا হরফে শর্ত, زيد মুবতাদা, موجود উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। لم জাওয়াবিয়্যাহ, كان ফে'লে তাম, كذا ফায়েল। ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ জাওয়াবিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ضرب শিবহে ফে'ল মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। زيدا মাফউলে বিহী, ضرب মাসদার মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ ও মাফউলে বিহী মিলে মুবতাদা। حاصل শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, اذا যরফে যমান মুযাফ, كان ফে'লে তাম, উহ্য যমীর هو যুলহাল, قائما শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। كان ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। اذا মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। حاصل শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। كل মুযাফ, رجل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو بمعنى مع হরফে আত্ফ, ضيعة মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা, مقرونان শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هما নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لام কসম, عمر মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। قسمي -এর মধ্যে قسم মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لافعلن ফে'ল, উহ্য যমীর انا ফায়েল, كذا মাফউলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জাওয়াবে কসম।

قَوْلُهُ خَبَرُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا الخ : خبر মুযাফ, ان মুরাদুল লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, اخوات মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। خبر মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। উহ্য منه -এর মধ্যে من হরফে জার, ه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। هو মুবতাদা, المسند শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত, اللفظ উহ্য মাওসূফ, بعد যরফে যমান মুযাফ, دخول মাসদার মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। هذه মাওসূফ, الحروف সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। دخول মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। بعد মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে المسند শিবহে ফে'লের সাথে। মাওসূফ-তার সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, ان زيدا قائم মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, زيدا তার ইসম, قائم শিবহে ফে'ল-যমীর هو তার ফায়েল মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, امر মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, امر মুযাফ, خبر মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, المبتدأ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে امر মুযাফের, امر মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। لا হরফে ইসতিছনা, في হরফে জার, تقديم মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। لا হরফে ইসতিছনা اذا যরফে যমান মুযাফ, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, ظرفا খবর। ফে'ল তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। اذا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফউলে ফীহ لايتقدم উহ্য ফে'লের। يتقدم لا ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهَا مِثْلُ لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا وَيُحْذَفُ كَثِيْرًا وَبَنُوْ تَمِيْمٍ لَا يُثْبِتُوْنَهُ، اِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا مِثْلُ مَازَيْدٌ قَائِمًا وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلُ مِنْكَ وَهُوَ فِيْ لَا شَاذٌّ-

---

অনুবাদ : لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ (জাতি না-বোধক لا)-এর খবর। এটা ঐ اسم যার উপর لا প্রবিষ্ট হবার পর মুসনাদ হয়। যেমন– لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا (ঘরে কোনো পুরুষের চাকর চতুর নেই)। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটাকে বিলোপ করা হয়। বনী তামীম তাকে (খবরকে) সাব্যস্ত করে না। (অর্থাৎ শব্দের মধ্যে খবরকে প্রকাশ করে না)।

ليس -এর সাথে সামঞ্জস্যশীল ما ও لا -এর ইসম, এটা এমন একটি ইসম যা উভয়টি (ما ও لا প্রবিষ্ট হবার পর মুসনাদ ইলাইহ হয়। যেমন– مَازَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দন্ডায়মান নয়), وَلَا رَجُلٌ اَفْضَلُ مِنْكَ (তোমার চেয়ে উত্তম পুরুষ আর নেই)। এটা (ليس -এর আমল) لا -এর মধ্যে কম হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) مرفوعات -এর সপ্তম প্রকার বর্ণনা করেছেন। خَبَرُ لَا الَّتِيْ মুবতাদা। এটার পূর্বে منه খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ مرفوع -এর মধ্য থেকে একটি প্রকার হলো لا لنفى جنس -এর খবর। তার খবর এ জন্য পেশ বিশিষ্ট হয় যে, لا টি তাকীদের অর্থ প্রদানে ان-এর সদৃশ। অর্থাৎ- যেমনিভাবে ان তাকীদের ফায়দা দেয় তেমনিভাবে لا টিও তাকীদের ফায়দা দিয়ে থাকে। শুধু পার্থক্য لا নফী তাকীদ এবং ان টি اثبات-এর তাকীদের ফায়দা দিয়ে থাকে। সুতরাং যেমনিভাবে ان-এর খবর পেশ বিশিষ্ট হয়, অনুরূপ لا-এর খবরও পেশ বিশিষ্ট হয়। اثبات -এর ফায়দা نفى-এর উপর অগ্রগামী হবার কারণে ان -এর খবরকে প্রথমে, তারপর لا-এর খবরকে বর্ণনা করা হয়েছে। لنفى الجنس-এর মুতা'আল্লাক الكائنة উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। التى ইসমে মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে لا -এর সিফাত। خبر শব্দ থেকে খবর সংগঠিত নয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে, لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ ঐ ইসম যার থেকে জিন্‌সের নফী হয়ে থাকে ; অথচ لَا رَجُلٌ قَائِمٌ-এর মধ্যে جنس رجل -এর নফী হয় না ; বরং তার সিফাত তথা দন্ডায়মানের হুকুমকে (جنس رجل) পুরুষ জাতি হতে নফী করা হয়েছে। শুধু جنس رجل-কে নফী করা হয়নি। তথা কোনো পুরুষ লোকের অস্তিত্ব নেই এমন নয়। অনুরূপভাবে এবারতে উল্লিখিত لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا -এর মধ্যে جنس غلام -এর নফী হয় না ; বরং তার সিফাত তথা ظرافة -এর নফী হয়ে থাকে। **উত্তর :** এবারতের মধ্যে جنس শব্দের পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে-যা কারীনা দ্বারা বুঝা যায়। অর্থাৎ মূলত خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ صِفَةِ الْجِنْسِ ছিল। এ জন্য কোনো কোনো কিতাবে এরূপ এবারত দেখা যায়।

* لَالِنَفْيِ الْجِنْسِ ও لَامُشَابِهَةَ بِلَيْسَ-এর মধ্যে পার্থক্য দু'ভাবে হতে পারে, যথা– (১) আমলগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ لامشابهة بليس ইসমকে পেশ ও খবরকে যবর দেয়, পক্ষান্তরে لا لنفى الجنس-এর আমল এর বিপরীত। (২) لَا لِنَفْيِ الْجِنْسِ টি جنسية-কে নফী করে। আর لامشابهة بليس টি فردية-কে নফী করে।

* لَا لِنَفْيِ جِنْسٍ আমল করার শর্ত তিনটি। যথা– (১) لا لنفى الجنس-এর ইসম ও খবর উভয়টি نكره হতে হবে। যেমন– لَا رَجُلٌ قَائِمٌ (২) তার ইসমটি যথাস্থানে হতে হবে। যেমন– لَارَجُلٌ مَوْجُوْدٌ এ ক্ষেত্রে لا -এর খবরের পূর্বে ইসমটি উল্লেখ থাকতে হবে। অন্যথায় لا-এর আমল বাতিল হয়ে যাবে। (৩) لا -এর পূর্বে কোনো হরফে জার দাখিল না হওয়া।

যথা–لَا رَجُلَ مُعْتَدِلٌ - অতএব, لا -এর পূর্বে কোনো হরফে জার দাখিল হলে لا -এর আমল বাতিল হয়ে যাবে। যেমন–جِئْتُ بِلَاتَاخِيْرٍ।

لا -এর ইসিমের প্রকারভেদ : لا لنفى الجنس -এর ইসম তিন প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– (১) ইসমটি কখনো মুযাফ হয়। যেমন–لَا قَوْلَ جُوْرٍ نَافِعٌ ; এ সময়ে ইসমটি মানসূব হবে। (২) ইসমটি কখনো شبه بالمضاف হবে। যেমন– لَا طَالِعًا جَبَلًا مَوْجُوْدٌ ; এ ক্ষেত্রে ইসমটি মানসূব হবে। (৩) কখনো ইসমটি মুফরাদ হবে। অর্থাৎ مضاف কিংবা شبه بالمضاف হবে না। যেমন- لَا رَجُلَ فِى الدَّارِ এমতাবস্থায় ইসমটি فتحه -এর উপর মাবনী হবে।

قَوْلُهُ هُوَ الْمُسْنَدُ الخ : বাক্যের মধ্যে এই لا টি দাখিল হবার পর যা مسند হয়ে থাকে, তাই لا لنفى الجنس-এর খবর। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি هو المسند মুবতাদার খবর এবং خبر ان ইত্যাদিকে শামিল করে। তাঁর উক্তি بعد دخولها দ্বারা এ সবগুলো বাদ পড়েছে। دخول দ্বারা উদ্দেশ্য-এই لا টি ইসম ও খবরের উপর প্রয়োগ হয়ে উভয়ের মধ্যে তার (لا) প্রভাব শব্দগত ও অর্থগত পৌছিয়ে দেওয়া। সুতরাং সে সময় لَا رَجُلَ يَضْرِبُ اَبُوْهُ -এর মধ্যস্থিত يضرب দ্বারা কোনো আপত্তি উথাপিত করা যাবে না। অর্থাৎ এই لا টি খবরের لفظ ও معنى -এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন সাধিত করা। আর يضرب -এর মধ্যে কোনো ধরনের পরিবর্তন ঘটে না ; বরং তা পেশ বিশিষ্ট হয়।

* মুসান্নিফ (র.) لا لنفى الجنس -এর খবরের প্রসিদ্ধ উদাহরণ لَارَجُلَ فِى الدَّارِ -কে বাদ দিয়ে অন্য একটি উদাহরণের দিকে কেন মনোনিবেশ করেছেন ? **উত্তর :** এই প্রসিদ্ধ উদাহরণে فى الدار অংশটি رجل -এর সিফাত এবং তার খবর উহ্য হবার অবকাশ থাকে। পক্ষান্তরে মূল ইবারতে উল্লিখিত উদাহরণে এ ধরনের অবকাশ নেই। কেননা, ظريف পেশ বিশিষ্ট ; যা غُلَامُ رَجُلٍ-এর সিফাত হতে পারে না। কারণ যবর বিশিষ্ট শব্দের সিফাত পেশ বিশিষ্ট হয় না। যেহেতু ইবনে মালিক (র.) لا-এ ইসম যা মানসূব হবে, তার সিফাত মারফূ' হওয়া বৈধ সাব্যস্ত করেছেন। সেহেতু এ উদাহরণ পেশ করত তার রদ করা হয়েছে। নসব বিশিষ্ট মাওসূফের সিফাত পেশ বিশিষ্ট হওয়া যাহিরের পরিপন্থী। ظريف শব্দটি থেকে فيها যরফ অথবা তার যমীর থেকে حال ; অতএব, ظريف শব্দটি মুকায়্যিদ হয়ে গেল ; অথচ ظرافة (চালাকি) যায়েদের একটি বিশেষ গুণ ; স্থান-কালের সাথে মুকায়্যিদ হয় না। এ সমস্যার সমাধান কল্পে বলা যায় فيها খবরের পর খবর। এটা ظريف থেকে ظرف অথবা حال নয়।

* মুসান্নিফ (র.) لا-এর খবরের দু'টি মেছাল তথা একটি ظريف অপরটি فيها কেন উল্লেখ করেছেন ? এ প্রশ্নের দু'টি উত্তর রয়েছে। প্রথমত যদি শুধুমাত্র একটি খবর তথা غُلَامُ رَجُلٍ ظَرِيْفٌবলা হতো তাহলে অর্থ হতো কোনো পুরুষের গোলাম চালাক নয়। এটা সুস্পষ্টভাবে বাতিল প্রমাণিত হয়। দ্বিতীয়ত لا -এর খবর যেহেতু দু'প্রকার একটি ظرف অপরটি غيرظرف তাইতো মুসান্নিফ (র.) দু'টি উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। প্রথমটি غير ظرف -এর, দ্বিতীয়টি ظرف -এর।

قَوْلُهُ وَيُحْذَفُ كَثِيْرًا : لا-এর খবরের সংজ্ঞা বর্ণনা করার পর মুসান্নিফ (র.) তার হুকুমসহ বর্ণনা করতেছেন। لا-এর খবর যদি افعال عامة না হয়, তাহলে তাকে বিলোপ করা জায়েজ নেই। যেমন–لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا -আর যদি افعال عامة তথা مَوْجُوْدٌ. حَاصِلٌ ইত্যাদি হয় তাহলে তাকে বিলোপ করা জায়েজ। لا لنفى الجنس ই তার বিলুপ্তির নির্দেশন। কেননা, نفى না-সূচককে দাবি করে। যখন (منفى -এর) বিশেষ কোনো কারীনা বিদ্যমান না থাকে তখন لا لنفى الجنس -এর দালালতটা منفى عام -এর উপর হবে। যেমন–لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মূলত لَآ اِلٰهَ مَوْجُوْدٌ اِلَّا اللّٰهُ ছিল।

খবরে لا -এর আহকাম : لا -এর খবরের কতগুলো হুকুম রয়েছে। যথা– (১) তা সর্বদা নাকিরা হয়। (২) ইসম উল্লিখিত হলে তখনই খবরকে বিলোপ করা জায়েজ, অন্যথায় জায়েজ নয়। যেমন–لَا عَلَيْكَ (৩) لا ও তার ইসিমের পর খবরকে মুয়াখ্খার করা জরুরি। যদিও বা তা যরফ অথবা জার ও মাজরূর হয়। لا ও তার ইসিমের মাঝে খবর অথবা অন্য কোনো অপরিচিত বস্তুকে فاصله নেওয়া জায়েজ নেই। (৪) খবরের মা'মূলকে তার ইসম থেকে মুয়াখ্খার করা আবশ্যক। তবে খবরের উপর তাকে মুকাদ্দাম করা জায়েজ। কারণ তা তার মা'মূল। মা'মূলটি কোনো বস্তুর اجنبى (অপরিচিত) হয় না।

* আল্লামা জারুল্লাহ যামখশারী কালিমায়ে তাওহীদ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। যার মধ্যে তিনি কালিমায়ে তাওহীদকে পূর্ণ বাক্য বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, খবর উহ্য হয় না। মূলরূপ- الله اله প্রথমাংশটি মুবতাদা আর দ্বিতীয়াংশ খবর। উভয়াংশের উপর لا ও الا প্রবিষ্ট হয়েছে حصر -এর অর্থ বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ অতঃপর حصر -এর মধ্যে অতিরিক্ততার উদ্দেশ্যে لَا إِلٰهَ-কে মুকাদ্দাম এবং إِلَّا اللّٰهُ কে মুয়াখ্খার করা হয়েছে। তবে এ উক্তিটি দুর্বল। কারণ এ পদ্ধতিতে খবরের সুরত مستثنى -এর মতো হবে। এটা স্পষ্ট যে, مستثنى খবর হয় না। কেননা, এটি বাক্যের মধ্যে فضلة (অতিরিক্ত) অথচ খবর বাক্যের অংশ হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَبَنُوْ تَمِيْمٍ الخ : ইতঃপূর্বে খবরে لا সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা হেজায গোত্রের অভিমত। তামীম গোত্রের মতে, لا لنفى الجنس-এর খবর শব্দের মধ্যে যাহির হয় না ; বরং বিলুপ্ত হওয়া ওয়াজিব। কারণ তার আমল ان -এর সাথে সদৃশতার কারণে আর ان -এর আমল فعل متعدى -এর সাথে সদৃশতার কারণে হয়ে থাকে। সুতরাং لا -এর আমল فرع -এর فرع হওয়ার কারণে দুর্বল। যার দাবি হলো,খবরকে শব্দ থেকে বিলোপ করা এবং শুধুমাত্র ইসমের মধ্যে আমল করা। তামীম গোত্র لا لنفى الجنس -এর জন্য খবরকে মোটেই সাব্যস্ত করে না। চাই শব্দগতভাবে হোক অথবা উহ্যভাবে হোক। তাঁরা বলে থাকেন لا لنفى الجنس ইসমে ফে'ল-যা انتفى অর্থে ব্যবহৃত। অতএব, আরববাসীদের উক্তি لَا أَهْلَ وَلَا مَالَ -এর অর্থ– اِنْتَفَى اْلاَهْلُ وَالْمَالُ দু'টি অভিমত তামীম গোত্র থেকে পাওয়া যায়। একটি খবরকে উহ্য মেনে নেওয়া। অপরটি মোটেই খবরকে না মানা। এ দু'অভিমতের মধ্যে প্রথমটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। তাই তার আলোচনাকে পূর্বে আনা হয়েছে। يثبتون لا -এর দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে, উভয় সুরতে لَا رَجُلَ قَائِمٌ -এর মধ্যে قائم প্রকাশ্যভাবে لا لنفى الجنس -এর খবর হওয়া বুঝা যায়। তা সিফাতের উপর ব্যবহৃত হবে। প্রথম সূরতে এ জন্য যে, তার খবর উল্লিখিত হয় না ; বরং ওয়াজিব হিসেবে বিলুপ্ত হয়ে থাকে। আর এখানে যা উল্লিখিত হয়েছে তা খবর নয় ; বরং সিফাত। দ্বিতীয় সূরতে যেহেতু لا لنفى الجنس -এর খবরই হয় না, সেহেতু এখানে উল্লিখিত শব্দটি সিফাত হবে।

قَوْلُهُ اِسْمُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ : যে ما ও لا আমলগত ও অর্থগতভাবে ليس -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে, এদের ইসমটি مرفوعات -এর অন্তর্ভুক্ত। তার পূর্বে منه খবর উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ- ومنه اسم ما ولا দু'টি দিক থেকে ما ও لا শব্দদ্বয় ليس -এর সাথে সামঞ্জস্য রয়েছে। (১) অর্থগতভাবে যেমন–ليس টি 'না' অর্থে ব্যবহৃত হয়। (২) আমলগতভাবে তথা ليس যেমন–মুবতাদাকে رفع আর খবরকে نصب দেয়, তেমনিভাবে ما এবং لا ও মুবতাদাকে رفع এবং খবরকে نصب দেয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ الخ : এর মধ্যে যমীর هو টি فصل -এর জন্য আর المسند اليه খবর। ما ও لا-এর ইসম উভয়ই দাখেল হবার পরে মুসনাদা ইলাইহ হয়ে থাকে। ما -এর উদাহরণ مازيد قائما ; لا-এর উদাহরণ لَا رَجُلَ اَفْضَلُ مِنْكَ ; প্রথম উদাহরণে ما দাখিল হবার পরে زيد টি মুসনাদ ইলাইহ আর দ্বিতীয় উদাহরণে لا দাখিল হবার পর رجل মুসনাদ ইলাইহ। কাজেই ما ও لا উভয়টি দাখিল হবার পর ইসমটি কিভাবে মুসনাদ ইলাইহ হতে পারে ? **উত্তর** : دخولهما -এর যমীরটির পূর্বে احد মুযাফ উহ্য রয়েছে।

قَوْلُهُ وَهُوَ فِيْ لَا شَاذٌّ : لَيْسَ -এর আমল لا -এর মধ্যে شاذ তথা কম ব্যবহৃত। এর কারণ ليس -এর অর্থে لا-এর সদৃশতা দুর্বল। কেননা, لَيْسَ টি শুধুমাত্র বর্তমান কালের نفى বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর لا টি সাধারণত সকল কালের 'নাফী' অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ليس -এর আমল ما -এর মধ্যে শায নয়, لا-এর মধ্যে শায। ما–ও لا-এর মধ্যে অন্যান্য পার্থক্য হলো لا শুধু নাকেরার পূর্বে আসে। ما টি নাকেরা ও মা'রেফা উভয়ের পূর্বে আসে। لا-এর খবরের পূর্বে باء ব্যবহৃত হয় না ; কিন্তু " ما" -এর খবরের পূর্বে با ব্যবহৃত হয়। যেমন–وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

তারকীব : قَوْلُهُ خَبَرُ لَا الَّتِيْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ هُوَ الْمُسْنَدُ الخ : خبر মুযাফ, لا মাওসূফ, التى ইসমে মাওসূল, لام হরফে জার, نفى মুযাফ, الجنس মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثبت -এর সাথে। ثبت ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে

ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ইসেম মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে সিফাত, لا মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। উহ্য منه -এর মধ্যে من হরফ জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثبت ফে'লের সাথে। ثبت ফে'ল, هو যমীর ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। هو মুবতাদা, المسند শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بعد যরফে যমান মুযাফ, دخول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ মাসদার, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। دخول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ্। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ مِثْلُ لَا غُلَامَ رَجُلٍ الخ : مثل মুযাফ, لَا غُلَامَ رَجُلٍ الخ মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব- لا নফী জিন্সের জন্য, غلام মুযাফ, رجل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে لا -এর ইসম, ظريف সিফাতে মুশাব্বাহ উহ্য যমীর ফায়েল। সিফাত ও তার ফায়েল মিলে খবরে আউওয়াল। في হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, هو যমীর তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে ছানী। لا তার ইসম ও খবরদ্বয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَيُحْذَفُ كَثِيْرًا الخ : واو হরফে আত্ফ অথবা হরফে ইসতীনাফ, يحذف ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, كثيرا সিফাতে মুশাব্বাহ, উহ্য যমীর هو ফায়েল, حذفا উহ্য মাওসূফ। সিফাতে মুশাব্বাহ ও তার ফায়েল মিলে সিফাত হয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে মুতলাক। يحذف তার নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইসতীনাফ, بنو মুযাফ, تميم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। لايثبتون ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ اِسْمُ مَا وَلَا اَلْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ الخ : اسم মুযাফ, ما মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাওসূফ। المشبهتين শিবহে ফে'ল, যমীর هما নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, ليس মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। উহ্য منه-এর মধ্যে من হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। هو মুবতাদা, المسند শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে নায়েবে ফায়েল, الاسم উহ্য মাওসূফ, بعد মুযাফ, دخول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। المسند শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, مَا زَيْدٌ الخ মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو আত্ফ, لَا رَجُلٌ الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব— ما মুশাব্বাহ বলায়সা, زيد তার ইসম, قائما শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও ফায়েল মিলে খবর। ما তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। لا মুশাব্বাহ বিলায়সা, رَجُلٌ ইসম, اَفْضَلُ শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, من হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইসতীনাফ, هو মুবতাদা, في হরফে জার, لا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম। شاذ শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمَنْصُوْبَاتُ هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْمَفْعُوْلِيَّةِ فَمِنْهُ الْمَفْعُوْلُ الْمُطْلَقُ وَهُوَ اِسْمٌ مَافَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُوْرٍ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَكُوْنُ لِلتَّاكِيْدِ وَالنَّوْعِ وَالْعَدَدِ نَحْوُ جَلَسْتُ جُلُوْسًا وَ جِلْسَةً وَجَلْسَةً فَالْاَوَّلُ لَايُثَنّٰى وَلَا يُجْمَعُ بِخِلَافِ اَخَوَيْهِ وَقَدْ يَكُوْنُ بِغَيْرِ لَفْظِهٖ نَحْوُ قَعَدْتُّ جُلُوْسًا وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَدِمَ خَيْرَ مَقْدَمٍ وَ وُجُوْبًا سِمَاعًا مِثْلُ سَقْيًا وَ رَعْيًا وَخَيْبَةً وَجَدْعًا وَحَمْدًا وَشُكْرًا وَعَجَبًا -

---

অনুবাদ : اَلْمَنْصُوْبَاتُ : منصوب এমন ইসম যা মাফউলে হওয়া আলামতকে শামিল করে। অতঃপর তার মধ্যে একটি المفعول المطلق, এটা এমন একটি ইসম যাকে উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল করেছে, যে (উল্লিখিত ফে'ল) টি ইসিমের একই অর্থে ব্যবহৃত। مفعول مطلق কখনো تاكيد (দৃঢ়তা), نوع (শ্রেণী) এবং عدد (সংখ্যা)-এর জন্য হয়ে থাকে। যেমন- جَلَسْتُ جُلُوْسًا وَجِلْسَةً وَجَلْسَةً (আমি বসার মতো বসেছি, আমি এক ধরনের বসেছি, আমি একবার বসেছি) । সুতরাং প্রথমটি দ্বিবচন এবং বহুবচন হয় না। তা তার সমপর্যায়ের দু'টি (عدد ও نوع) -এর বিপরীত। কখনো ঐ مفعول مطلق টি (তার সমার্থবোধক) অন্য শব্দ দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন- قَعَدْتُّ جُلُوْسًا (আমি বসার মতো বসেছি) কখনো قرينه (বাচন ভঙ্গির ইঙ্গিত) পাওয়া গেলে مفعول مطلق -এর ফে'লকে বিলোপ করা হয় জায়েজ হিসেবে। যেমন– প্রত্যাগত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তোমার উক্তি خَيْرَ مَقْدَمٍ (শুভাগমন)। আবার কখনো (আরবি ভাষাবিদ্‌দের নিকট থেকে) শ্রবণের ভিত্তিতে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন– سَقْيًا (আল্লাহ তোমাকে উত্তম পানে পরিতৃপ্ত করুন), رَعْيًا (আল্লাহ তোমাকে পূর্ণাঙ্গ হেফাজত করুন), خَيْبَةً (সে উত্তমভাবে নৈরাশ হোক), جَدْعًا (সে উত্তমভাবে নাক-কান কাটা হোক), حَمْدًا (আমি উত্তম প্রশংসা করেছি), شُكْرًا (আমি তোমার উত্তম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছি) এবং عَجَبًا (আমি আশ্চর্য হওয়ার মতো আশ্চর্য হয়েছি)।

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) مرفوعات -এর আলোচনা থেকে অবসর গ্রহণের পর منصوبات-এর আলোচনা শুরু করেছেন। উভয়ের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, এটা قضية شرطية اتفاقية, তা لزومية নয়। যার মধ্যে لزوم عقلى জরুরি হয়ে থাকে ; বরং এটা اِنْ كَانَ الْاِنْسَانُ نَاطِقًا فَالْحِمَارُ نَاهِقٌ-এর মতো اتفاقية যার মধ্যে হুকুমটি ঘটনাক্রমে দেওয়া হয়। আর তা নিঃসন্দেহে বৈধ। কারণ একটি আলোচনা থেকে অবসর হওয়ার পর এমন হয়ে থাকে যে, অপর একটি আলোচনা শুরু করা হয়। যদি لزومية মেনে নেওয়া হয় তাহলে তার মধ্যে لزوم نسبة اتفاق হওয়া কোনো জরুরি নয়; বরং তার মধ্যে لزوم عادى ও لزوم ادعائى হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদি لزوم عقلى-ও মেনে নেওয়া হয়; তাহলে তাও সঠিক হবে। যখন কোনো ব্যক্তি একটি আলোচনা থেকে অবসর হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে অপর একটি আলোচনা করার ইচ্ছা করে থাকে; যদিও ঐ আলোচনা আরম্ভ না করে। لزوم তিন প্রকারের হয়ে থাকে।

যথা–(১) لزوم عقلى : ঐ لزوم যা স্বয়ং বস্তু (نفس الامر)-এর মধ্যে লাযেম হয়ে থাকে। যেমন–চার শব্দটি জোড়, আগুনের জন্য গরম। (২) لزوم عادى : ঐ لزوم যা স্বভাবের মধ্যে আবশ্যক হয়। যেমন– আল-কুরআনের সূরাসমূহের সমাপ্তি লগ্নে তিলাওয়াত কারীগণ ওয়াক্‌ফ করা। (৩) لزوم ادعائى : ঐ لزوم যা বক্তার দাবি থেকে আবশ্যক হয়। যেমন– إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ অতএব, উপরোক্ত যে কোনো لزوم উদ্দেশ্য নেওয়া যায়।

مرفوعات-এর পরে منصوبات-এর আলোচনা উপস্থাপন করার কারণ : مرفوعات-এর আলোচনার পর منصوبات-এর আলোচনাকে মুসান্নিফ (র.) শুরু করেছেন, مجرورات-এর আলোচনা করেননি কেন ? **উত্তর :** এর চারটি কারণ উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত : منصوبات -এর সংখ্যা مجروات -এর তুলনায় অধিক। কারণ منصوبات বারো প্রকার আর مجرورات মুসান্নিফ (র.)-এর মতে এক প্রকার। আধিক্যতা অধিক সম্মানের কারণ হয়ে থাকে। আল্লাহর বাণী– يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ এবং প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে– وَالْعِزَّةُ لِلتَّكَاثُرِ

দ্বিতীয়ত : مجرورات এটা مجرور-এর বহুবচন। অর্থ– যার মধ্যে جر হয়। আর منصوبات হলো منصوب -এর বহুবচন, অর্থ–যার মধ্যে نصب হয়ে থাকে। نصب অধিকাংশ যবর হয়ে থাকে আর جر যের হয়ে থাকে। যবর যেরের তুলনায় হালকা। প্রকাশ্য যে, خفيف (হালকা)-কে ثقيل (ভারী)-এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়।

তৃতীয়ত : مرفوعات -এর মধ্যে মূল ফায়েল আর منصوبات -এর মধ্যে মাফউলসমূহ। ফায়েলের সাথে মাফউল সমূহের এমন সম্পর্ক রয়েছে যে, ফায়েলকে বিলোপ করত মাফউলকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাই ফায়েল সংক্রান্ত বস্তুর আলোচনার পর মাফউল তথা منصوبات -এর আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থত : منصوبات ফে'লের معمولات আর مجرورات হরফের معمولات-ফে'ল যেহেতু আমলগতভাবে মূল এবং হরফ তার শাখা। এ জন্য মুসান্নিফ (র.) مرفوعات-এর পরে منصوبات-এর আলোচনা, অতঃপর مجرورات -এর বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

মাফউলে মুতলাকের আলোচনাকে অগ্রগামী করার কারণ : منصوبات -এর মধ্য হতে একটি প্রকার হলো المفعول المطلق ; এই مفعول مطلق -এর আলোচনাকে অন্যান্য মাফউলের পূর্বে আনয়ন করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা– (১) مفعول مطلق টি নিজের অর্থ (نفس مفهوم) -এর উপর শর্ত ব্যতীত বুঝাতে সক্ষম হয়; কিন্তু অন্যান্য মাফউলগুলো এমন নয়; বরং এগুলোতে له ، معه ، به ، فيه ইত্যাদি কয়েদের দরকার হয়, এজন্য তাকে সব মাফউলের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু কায়দানুপাতে মুতলাক মুকায়্যাদের উপর طبعى (স্বভাবগতভাবে) অগ্রগামী হয়ে থাকে। সুতরাং বর্ণনার ক্ষেত্রেও তাকে অগ্রগামী করা হয়েছে, যাতে وضع (গঠন) طبع (স্বভাব) -এর মোতাবেক হয়ে যায়। (২) مفعول مطلق টি ফায়েল সাদৃশ্য। উভয়ই ফে'লের অংশ হবার দিক দিয়ে ফায়েল যেরূপ সব مرفوعات -এর পূর্বে এসেছে তেমনি مفعول مطلق ও সব منصوبات -এর পূর্বে এসেছে। উভয়ই ফে'লের অংশ হবার প্রমাণ হলো ফে'ল তিনটি বস্তু দ্বারা গঠিত হয়। যথা– (১) مَعْنَى حُدُوْثِى বা مفعول مطلق (২) اِقْتِرَانٌ بِالزَّمَانِ (৩) نِسْبَةٌ اِلَى فَاعِلٍ অতএব, প্রতীয়মান হলো যে, মাফউলে মুতলাক ফে'লের একাংশ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ মাফউলটি مطلق নয়; বরং اطلاق কয়েদ দ্বারা মুকায়্যাদ যা لاشئ-এর দ্বারা শর্তযুক্ত হবার ন্যায়। এ জন্যই তো ইহাকে مفعول مطلق বলা হয়, مطلق ব্যতীত শুধুমাত্র মাফউল বলা হয় না। এ সন্দেহের অপনোদন কল্পে বলা হয়, مطلق শব্দটি উল্লেখ করা এখানে শর্তারোপ করার জন্য নয়; বরং এখানে مفهوم-এর জন্য। কারণ, قيد সর্বদা مقيد থেকে বহির্ভূত হয়ে থাকে। আর এ مفعول مطلق -এর مفهوم -এর মধ্যে প্রবিষ্ট রয়েছে, বহির্ভূত নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ اِسْمُ مَافَعَلَهُ فَاعِلُ : مفعول مطلق ঐ ইসমের নাম, যাকে উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল সম্পাদন করেছে, যা তার একই অর্থে ব্যবহৃত। যদি কেউ প্রশ্ন করে, مفعول مطلق-এর সংজ্ঞায় اسم শব্দকে অতিরিক্ত করার কারণ কি? অথচ তা ছাড়াও উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্তভাবে অর্জিত হয়ে যায়। **উত্তর** : যদি اسم শব্দকে উল্লেখ না করা হতো তাহলে উদ্দেশ্যের পরিপন্থী আবশ্যক হতো। কারণ ঐ সময় উক্ত সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা যেত যে, مفعول مطلق ঐ অর্থকে বলা হয় যাকে উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল করেছে ; অথচ এরূপ নয়; বরং مفعول مطلق একটি লফয, যা এমন একটি অর্থের উপর বুঝায় যাকে উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল করেছে। কারণ নাহুবিদ্‌রা শব্দ নিয়ে আলোচনা করে থাকেন অর্থ নিয়ে নয়।

قَوْلُهُ فِعْلُ مَذْكُوْرٍ بِمَعْنَاهُ : مفعول مطلق এমন একটি মাসদার যা তার পূর্বে উল্লিখিত ফে'লের অর্থে ব্যবহৃত হয়, এ ফে'লের ফায়েল তা সম্পাদন করেছে। এখানে مذكر হলো فعل-এর সিফাতে আউয়াল আর ঐ উল্লিখিত ফে'ল সেই ইসিমের একই অর্থে হয়। যদি কেউ আপত্তি তুলে যে, ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا -এর মধ্যস্থিত تَادِيْبًا অর্থ হুবহু ضرب। কেননা, ضرب ও تاديبا-এর কাল একই। কাজেই تَادِيْبًا কেও মাফঊলে মুতলাক বলা হবে। কারণ, ফে'ল ও ইসম উভয়টি এক। ইসমের অর্থ ফে'লের অর্থের অংশ হয়ে থাকে। ইসম حدثى অর্থের নাম আর ফে'ল حدوثى ও زمان উভয়ের নাম। সুতরাং ইসম তথা حدثى অর্থ ফে'ল তথা حدوثى ও زمان অর্থের অংশ হয়ে গেল। একাধিকের ভিতর এক প্রবিষ্ট থাকা স্বাভাবিক। বুঝা যায় মাফঊলে মুতলাকের উপরোক্ত সংজ্ঞা অন্যকে বাধাদানকারী নয়। এ আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে আব্দুর রহমান জামী (র.) বলেছেন–

بَلِ الْمُرَادُ اَنَّ مَعْنَى الْفِعْلِ مُشْتَمَلٌ عَلَيْهِ اِشْتِمَالَ الْكُلِّ عَلَى الْجُزْءِ فَخَرَجَ بِهِ مِثْلُ تَادِيْبًا فِىْ قَوْلِكَ ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ مِمَّا فَعَلَهُ فَاعِلُ فِعْلٍ مَذْكُوْرٍ لٰكِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مَعْنَى الْفِعْلِ

অর্থাৎ بمعناه দ্বারা ফে'লের অর্থ ইসিমের অর্থকে শামিল করা উদ্দেশ্য, যেরূপ كل তার جز কে শামিল করে থাকে। উক্ত কয়েদ দ্বারা ضربته تاديبا-এর মধ্যে تاديبا শব্দটি মাফঊলে মুতলাক হওয়া থেকে বের হয়ে গেছে। কেননা, যদিও উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল তা করেছে ; কিন্তু ফে'লের অর্থ ইসমের অর্থকে শামিল করে না। আর ফে'লটি কয়েক ধরনের হতে পারে। (১) হয়তো ফে'লটি প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ থাকবে। যথা- ضَرَبَ زَيْدٌعَمْرًا ضَرْبًا (২) কিংবা ফে'লটি অপ্রকাশ্যভাবে থাকবে। যথা– فَضَرْبَ الرِّقَابِ উহ্যরূপ فَاضْرِبُوْا ضَرْبَ الرِّقَابِ এখানে فعل -এর কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা مصدر حدثى অর্থ উদ্দেশ্য। চাই এ অর্থটি পারিভাষিক ফে'লের অধীনে হোক বা اسماء مشتقات -এর মধ্য থেকে হোক। সুতরাং মাসদারের পূর্বে কোনো ফে'ল না থাকলে,চাই প্রকাশ্য হোক, উহ্য হোক বা অর্থগত; তাকে مفعول مطلق বলা যাবে না। যথা- اَلضَّرْبُ وَاقِعٌ عَلٰى زَيْدٍ একইভাবে মাসদারটি উল্লিখিত فعل -এর অর্থে না হয়ে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হলে, তাকে مفعول مطلق বলা হবে না। যেমন- اُرِيْدُ قِيَامَكَ -এতে قِيَامٌ মাসদারটি مفعول مطلق হবে না। কেননা, তা পূর্বোল্লিখিত ফে'লের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। স্মর্তব্য যে, মাসদারটি দু'ধরনের– (১) حقيقى (প্রকৃত), যথা– ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرْبًا (২) অথবা حكمى (অপ্রকৃত), যথা– اَهْلَكَهُ اللّٰهُ جَنْدَلًا এ জুমলায় جندلا (ধ্বংস) টি যদিও একই ইসম তথাপি বদদোয়ার স্থানে ব্যবহৃত হওয়াতে মাসদারের স্থলাভিষিক্ত হয়ে مفعول مطلق হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কিছু مفعول مطلق এমন রয়েছে যেগুলোকে উল্লিখিত ফে'লের ফায়েল সম্পাদন করেনি। যেমন– مَاتَ مَوْتًا এবং جسم جسامة কারণ, মৃত্যু ফায়েলের اثر (প্রভাব) নয়; বরং মৃত্যুকে যদি وجودى বলা হয়, তাহলে তার আবিষ্কারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। যদি عدمى বলা হয়, তাহলে প্রভাবকারীর মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে শরীর মোটাসোটা হওয়া আল্লাহর কুদরতে হয়ে থাকে। অতএব, উক্ত সংজ্ঞাটি جامع হয়নি। **উত্তর** : مافعله فاعل فعل দ্বারা ফায়েলের প্রভাব ও আবিষ্কার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং مفعول مطلق ফায়েলের সাথে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তার সম্পর্ক ফায়েলের দিকে সঠিক হবে। চাই হ্যাঁ-বাচকভাবে হোক বা না-বাচকভাবে। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ ضَرْبًا ও مَاضَرَبْتُ ضَرْبًا

قَوْلُهُ قَدْ يَكُوْنُ لِلتَّاكِيْدِ الخ : আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এ স্থানে مفعول مطلق -এর ব্যবহারিক দিক নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছেন। مفعول مطلق তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা- (১) للتاكيد তথা ফে'লকে تاكيد (দৃঢ়তা) করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- كَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسٰى تَكْلِيْمًا (আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলার ন্যায় কথা বলেছেন। (২) بيان النوع তথা ফে'লের ধরন বর্ণনা করার জন্য। যেমন- جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِئْ (আমি ক্বারী বসার ন্যায় বসেছি)। (৩) بيان العدد তথা ফে'লের সংখ্যা বর্ণনা করার জন্য। যেমন- جَلَسْتُ جَلْسَةً اَوْ جَلْسَاتٍ (আমি একবার বা দু'বার বা বহুবার বসেছি)।

قَوْلُهُ الْاَوَّلُ لَايُثَنّٰى الخ : مفعول مطلق যখন تاكيد -এর জন্য আসে, তখন তা تثنيه ও جمع হয় না। কেননা, এটা فعل -এর মূলতত্ত্বের উপর বুঝায় আর ফে'লের মূলতত্ত্ব (ماهية) تثنيه ও جمع হয় না। مفعول مطلق টি যদি نوع ও عدد -এর জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে তার تثنية ও جمع হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ بِغَيْرِ لَفْظِهٖ : কখনো মাফঊলে মুতলাকটি তার পূর্বোল্লেখিত ফে'লের শব্দের বিপরীত হয়ে থাকে অর্থ- তা غير لفظ হতে হয়ে থাকে। আর এটা তিন ভাবে হতে পারে। (১) ماده গতভাবে তথা فعل ও مصدر উভয়ের মূলাক্ষর ভিন্ন হওয়া। যেমন- قَعَدْتُّ جُلُوْسًا (২) باب -এর দিক থেকে তথা فعل ও مصدر -এর বাব ভিন্ন হওয়া, ; কিন্তু ماده এক। যেমন- اَنْبَتَ اللّٰهُ نَبَاتًا (৩) باب ও ماده গতভাবে তথা باب ও ماده উভয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। যেমন- فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى (মূসা (আ.)-এর ভয় অন্তরে গোপন করল)। এখানে اوجس ফে'লটি বাবে افعال হতে وجس মূলশব্দ থেকে নির্গত। আর خيفة মাসদারটি বাবে سمع থেকে خوف মূলাক্ষর থেকে গৃহীত। خيفة -এর অর্থ ভয়। باب ও مادة গতভাবে উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, مفعول مطلق টি অর্থগতভাবে কখনও তার ফে'লের বিপরীত হতে পারবে না। অন্যথায় তা مفعول مطلق হওয়া শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهُ قَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الخ : কখনও مفعول مطلق -এর ফে'লকে قرينة حالية বা مقالية পাওয়া যাওয়ার সময়ে বিলোপ করা হয়। আর এ বিলুপ্তি দু'ধরনের হয়ে থাকে। **প্রথমত** جَوَازًا তথা বৈধগত। তাতে দু'সুরতে قرينة হয়ে থাকে। (১) قرينة حالية : অবস্থার মাধ্যমে বিলোপ করা। যেমন- কোনো ব্যাক্তির প্রত্যাগত হওয়ার সময়ে কেউ বলল- خَيْرَ مَقْدَمٍ এটা মূলত قَدِمْتَ قُدُوْمًا خَيْرَ مَقْدَمٍ - এ জুমলায় প্রথমে قدمت ফে'লকে قرينة حالية -এর কারণে বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর قُدُوْمًا-কে বিলোপ করত তার সিফাত তথা خَيْرَ مَقْدَمٍ কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। স্মর্তব্য যে, যদি কেউ আপত্তি করে خير টি اسم تفضيل এটা মূলত اخير ছিল, অধিক ব্যবহারের কারণে নিয়ম-বহির্ভূত আলিফকে বিলোপ করা হয়েছে। এটা কিভাবে مفعول مطلق হলো ? **উত্তর** : اسم تفضيل যখন সিফাত ও মুযাফ হয় তখন যার সিফাত হয়েছে বা যার দিকে এযাফত হয়েছে তারই অনুসরণ করে। উল্লেখিত উদাহরণে خير শব্দটি مقدم -এর দিকে এযাফত হবার কারণে তার মাসদার হয়ে مفعول مطلق -এ পরিণত হয়েছে। কেননা, مقدم -এর মধ্যে ميم টি মাসদারে মীমী। এই মাসদারিয়াতের কারণে মাওসূফকে বিলোপ করা হয়েছে। (২) قرينة مقالية : কথার ধরন অনুপাতে مفعول مطلق-এর ফে'লকে বিলোপ করা হয়। যেমন কোনো ব্যাক্তি প্রশ্ন করল هَلْ جَلَسَ زَيْدٌ عِنْدَكَ উত্তরে বলা হয়- جُلُوْسًا طَوِيْلًا **দ্বিতীয়ত** وجوبا قياسا-এর আলোচনা পরবর্তীতে আসবে।

قَوْلُهُ مِثْلُ سُقْيًا الخ : سَقْيًا মূলত سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا ছিল। رَعْيًا এটা মূলত رَعَاكَ اللّٰهُ رَعْيًا ছিল। خَيْبَةً মূলত: خَابَ خَيْبَةً - جَدْعًا মূলত جَدَعَ جَدْعًا ছিল। جَدْعًا -এর অর্থ নাক-কান কেটে ফেলা। حَمْدًا মূলত: - شُكْرًا মূলত حَمِدْتُ حَمْدًا شَكَرْتُ شُكْرًا এবং عَجَبًا মূলত عَجِبْتُ عَجَبًا ছিল। অতএব উল্লেখিত মাসদারের মধ্যে আমলকারী ফে'লসমূহকে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়েছে। আরবদের কথায় উক্ত মাসদারসমূহের সাথে ফে'লের ব্যবহার দেখা যায়নি। এ কারণেই سماعى হিসেবে এগুলোর ফে'লকে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَنْصُوْبَاتُ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى الخ : المنصوبات সিফাত, الاسماء উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। باب উহ্য মুযাফ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। هذه উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অথবা المنصوبات মুবতাদা, هذه উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ অথবা المنصوبات মুবতাদা, هو ماشتمل الخ মুরাদুল্ লফয খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বাক্যটির তারকীব– هو মুবতাদা, ما মাওসূল, اشتمل ফে'ল, هو যমীর ফায়েল, على হরফে জার, علم মুযাফ, المفعولية মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। اشتمل ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فمنه -এর মধ্যে فاء টি তাফসীলের জন্য, من হরফে জার, ه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। المفعول মাওসূফ, المطلق শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইসতীনাফ, هو মুবতাদা। اسم মুযাফ, ما মাওসূল, فعل ফে'ল, ه যমীরে বারেয মাফঊলে বিহী, فاعل মুযাফ, فعل মাওসূফ, مذكور শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাতে আউওয়াল। باء হরফে জার, معنى মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثبت ফে'লের সাথে। ثبت ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাতে ছানী। মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে فعل -এর ফায়েল। ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইসতীনাফ, قد তাহক্বীকের জন্য। يكون ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, لام হরফে জার, التاكيد মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, النوع মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, العدد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও উভয় মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। يكون তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। نحو মুযাফ, جَلَسْتُ جُلُوْسًا الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। واو হরফে আত্ফ, جلست উহ্যের সাথে جِلْسَةً মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, جَلْسَةً তার جلست উহ্যের সাথে মা'তূফ।। মা'তূফ আলাইহ ও তার উভয় মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বাক্যটির তারকীব– جلست ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, جلوسا মাফঊলে মুতলাক। ফে'ল তার ফায়েল ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ । فاء হরফে তাফসীল, الاول সিফাত, المفعول المطلق উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। لايثنى ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, لايجمع ফে'ল ও هو যমীর নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। باء হরফে জার, خلاف মুযাফ, اخوى মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে خلاف মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابت শিবহে ফে'ল, তার যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, قد তাকলীলের জন্য। يكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম। با হরফে জার, غير মুযাফ, لفظ মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে غير মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার

মিলে খবর। يكون তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। نحو মুযাফ, قعدت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, جلوسا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল তার ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। نحو মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, قد তাহকীকের জন্য, يحذف ফে'ল, الفعل নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, قيام মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। جوازا মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, وجوبا মাওসূফ, سماعا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, قياسا - মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ তার মা'তূফ মিলে সিফাত। উহ্য মুযাফ তথা سماع ذا-এর সাথে পঠিত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ। جوازا মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে মুতলাক উহ্য মুযাফের সাথে অর্থাৎ يحذف - حذف جواز ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, মাফউলে মুতলাক ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

كَقَوْلِكَ لِمَنْ قَدِمَ الخ : ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, قول মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যুলহাল। لام হরফে জার, من মাওসূলা, قدم ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ বা মুবদাল মিনহু। خير মুযাফ, مقدم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। قدوما উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে মুত্‌লাক। قدمت উহ্য ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে মুত্‌লাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে বদল। মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, سَقْيًا মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, رَعْيًا মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, خَيْبَةً মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, جَدْعًا মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, حَمْدًا মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, شُكْرًا মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, عَجَبًا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ -তার সমস্ত মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব- سَقْيًا মূলত سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا ছিল। এর মধ্যে سقى ফে'ল, الله ফায়েল, ك মাফউলে বিহী, سقيا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল, মাফউলে বিহী ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। رَعْيًا মূলত رَعَاكَ اللّٰهُ رَعْيًا ছিল। رعى ফে'ল, ك যমীর মাফউলে বিহী , الله ফায়েল এবং رعيا মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। خَيْبَةً মূলত خَابَ خَيْبَةً ছিল। خاب ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও خيبة মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। جَدْعًا মূলত: جَدَعَ جَدْعًا ছিল। جدع ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, جدعا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। حَمْدًا মূলত حَمِدْتُ حَمْدًا ছিল। حمدت উহ্য ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, حمدا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। شُكْرًا মূলত شَكَرْتُ شُكْرًا ছিল। شكرت উহ্য ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। شكرا মূলত شَكَرْتُ شُكْرًا ছিল। شكرت উহ্য ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, شكرا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। عَجَبًا মূলত عَجِبْتُ عَجَبًا ছিল। عجبت ফে'ল ت যমীরে বারেয ফায়েল, عجبا মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قِيَاسًا فِيْ مَوَاضِعَ مِنْهَا مَا وَقَعَ مُثْبَتًا بَعْدَ نَفْيٍ اَوْ مَعْنَى نَفْيٍ دَاخِلٍ عَلٰى اِسْمٍ لَا يَكُوْنُ خَبَرًا عَنْهُ اَوْ وَقَعَ مُكَرَّرًا نَحْوُ مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرًا وَمَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرَ الْبَرِيْدِ وَاِنَّمَا اَنْتَ سَيْرًا وَ زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا وَمِنْهَا مَا وَقَعَ تَفْصِيْلًا لِاَثَرِ مَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ مُتَقَدِّمَةٍ مِثْلُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً وَمِنْهَا مَا وَقَعَ لِلتَّشْبِيْهِ عِلَاجًا بَعْدَ جُمْلَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلٰى اِسْمٍ بِمَعْنَاهُ وَصَاحِبِهِ نَحْوُ مَرَرْتُ بِهٖ فَاِذَا لَهٗ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ وَصُرَاخٌ صُرَاخَ الثَّكْلٰى وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُوْنَ جُمْلَةٍ لَا مُحْتَمَلَ لَهَا غَيْرُهٗ نَحْوُ لَهٗ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِعْتِرَافًا وَيُسَمّٰى تَاكِيْدًا لِنَفْسِهٖ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُوْنَ جُمْلَةٍ لَهَا مُحْتَمَلٌ غَيْرُهٗ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا وَيُسَمّٰى تَاكِيْدًا لِغَيْرِهٖ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنًّى مِثْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ -

---

অনুবাদ : কখনো কতেক জায়গায় কিয়াস (নিয়ম-নীতি নির্ভর)-এর ভিত্তিতে مفعول مطلق-এর ফে'লকে (ওয়াজিব হিসেবে) বিলোপ করা হয়। (১) তন্মধ্যে এমন একটি জায়গা, যেখানে مفعول مطلق টি নফী বা নফী অর্থের পরে হ্যাঁ-বাচক পতিত হবে, যে (নফী বা নফীর অর্থ) এমন একটি ইসিমের উপর প্রবিষ্ট যার থেকে مفعول مطلق টি খবর হতে পারে না, অথবা (২) مفعول مطلق টি পুনর্বার পতিত হবে। যেমন– مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرًا (তুমি সফরই করছ), مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرَ الْبَرِيْدِ (তুমি বার্তাবাহকের সফরই করছ), اِنَّمَا اَنْتَ سَيْرًا (নিশ্চয় তুমি সফর করছ), زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا (যায়েদ সফর করার মতো সফর করছে)। (৩) তন্মধ্যে যেখানে مفعول مطلق টি পূর্ববর্তী জুমলার বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্যের বিবরণ পতিত হবে। যেমন– فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً 'তোমরা (কাফির মুশরিকদেরকে) বেড়ীতে মজবুতভাবে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর অথবা তাদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করো।' (৪) তন্মধ্যে যেখানে مفعول مطلق টি افعال جوارح (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধীন ক্রিয়ামূলক) হওয়া অবস্থায় সদৃশতা আরোপের জন্য এমন বাক্যের পরে হবে-যা তার (مفعول مطلق) অর্থে ব্যবহৃত ইসমকে অন্তর্ভুক্তকারী হবে এবং صاحب الاسم-কে (অন্তর্ভুক্তকারী হবে)। যেমন– مَرَرْتُ بِهٖ فَاِذَا لَهٗ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ وَصُرَاخٌ صُرَاخَ الثَّكْلٰى (আমি তার সাথে রাস্তা অতিক্রম করেছি ; হঠাৎ তার আওয়াজ গাঁধার আওয়াজের মতো। তার আর্তনাদ সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদের মতো)। (৫) যেখানে مفعول مطلق টি এমন একটি বাক্যের বিষয়বস্তু পতিত হবে, যা غير مفعول مطلق -এর অবকাশ রাখে না। যেমন– عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِعْتِرَافًا (আমার উপর তার এক হাজার দিরহাম আছে, আমি স্বীকার করার মতো স্বীকার করেছি)। তাকে تاكيد لنفسه করে নাম-করণ করা হয়। (৬) যেখানে مفعول مطلق টি এমন বাক্যের বিষয়বস্তু পতিত হবে, যা مفعول مطلق ব্যতীত অন্য কিছুর অবকাশ রাখে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا (যায়েদ দণ্ডায়মান; আমি সত্যিই বলছি)। এটাকে تاكيد لغير করে নামকরণ করা হয়। (৭) যেখানে مفعول مطلق টি দ্বিবচন পতিত হবে। উদাহরণ لَبَّيْكَ (আমি আপনার খেদমতে বারংবার দন্ডায়মান হচ্ছি), سَعْدَيْكَ (আমি আপনার খেদমতে বারংবার হাজির)।

ব্যাখ্যা : وجوبا مفعول مطلق তথা -এর فعل -কে কখনও ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়। এটা দু' প্রকার। (১) سماعا অর্থাৎ ফে'লকে বিলোপ করার বিশেষ কোনো নিয়ম নেই; বরং তা শুধুমাত্র আরবদের থেকে শ্রবণের উপর নির্ভর করবে। যেমন- سَقْيًا মূলে سَقَاكَ اللّٰهُ سَقْيًا ছিল। (২) قياسا অর্থাৎ- মাফউলে মুতলাকের ফে'লকে নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে বিলোপ করা ওয়াজিব। আর তা মোট সাতটি সুরত। (ক) মাফউলে মুতলাকের ফে'লকে নির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে বিলোপ করা ওয়াজিব। আর তা মোট সাতটি সুরত। (ক) মাফউলে মুতলাকটি نفى বা معنى نفى -এর পরে مثبت হওয়া, যে نفى বা معنى نفى টি এমন اسم -এর উপর প্রবেশ করবে, যার থেকে মাফউলে মুতলাকটি খবর হবে না। যেমন- ما انت الا (খ) মাফউলে মুতলাকটি تكرار হওয়া। যেমন- زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا (গ) পূর্বোক্ত জুমলার বিষয়বস্তুর উপকারিতা বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হওয়া। যেমন- فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً (ঘ) تشبية -এর জন্য এমন বাক্যের পরে মাফউলে মুতলাকটি আসা যা তার এবং صاحب اسم-কে অন্তর্ভুক্তকারী হবে। ফে'লগুলো جوارح থেকে হবে, قلبى নয়। যেমন- مَرَرْتُ بِهِ فَاِذَا لَهُ صَوْتٌ صَوْتَ حِمَارٍ (ঙ) মাফউলে মুতলাকটি এমন বাক্যের مضمون হওয়া, যা মাফউলে মুতলাক ছাড়া অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে না। যেমন- لَهُ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِعْتِرَافًا (চ) মাফউলে মুতলাকটি এমন জুমলার বিষয়বস্তু হবে, যা অন্য কোনো অর্থের সম্ভাবনা রাখে। যেমন- زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا (ছ) মাফউলে মুতলাকটি تثنية হওয়া, যা تكرار ও تكثير-এর জন্য আসে। যেমন-لَبَّيْكَ।

قَوْلُهُ اَوْ وَقَعَ مُكَرَّرًا : যে সমস্ত জায়গায় মাফউলে মুতলাকের فعل -কে কিয়াসের ভিত্তিতে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয় তন্মধ্যে দ্বিতীয়টি মাফউলে মুতলাক বারবার হওয়া। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এমন অনেক স্থান রয়েছে যেখানে মাফউলে মুতলাক تكرار হওয়া সত্ত্বেও তার ফে'লকে বিলোপ করা হয়নি। যেমন- আল্লাহ তা'আলার বাণী- اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا অতএব, প্রমাণিত হলো উল্লিখিত কায়দাটি শুদ্ধ নয়। **উত্তর :** মাফউলে মুতলাকটি تكرار হবার সময়ে তার ফে'লকে বিলোপ করার জন্য শর্ত-মাফউলে মুতলাকটি এমন ইসমের পরে খবরের স্থানে পতিত হয়, যে ইসম থেকে মাফউলে মুতলাকটি খবর হবার যোগ্যতা রাখে না। উক্ত আয়াতে যদিও মাফউলে মুতলাক ইসমের পরে تكرار হয়েছে ; কিন্তু ঐ ইসমের পূর্ববর্তী অংশ থেকে খবরের স্থানে হয় না। কারণ, পূর্ববর্তী ইসম الارض হলো دكت ফে'লের নায়েবে ফায়েল, এমন মুবতাদা নয় যা খবরকে দাবি করে। সুতরাং এটাতে হযফ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া যায়নি। কাজেই ফে'লকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন—এদু'স্থানে মাফউলে মুতলাকের ফে'লকে কেন বিলোপ করা ওয়াজিব ? **উত্তর :** প্রথম স্থানটির মধ্যে حصر এবং দ্বিতীয় স্থানের মধ্যে تكرار -এর দ্বারা استمرار ও دوام অর্জিত হয়েছে। ফে'ল حدوث ও تجدد -এর উপর বুঝায়। যদি ফে'লকে বিলোপ করা না হয়, তাহলে استمرار ও دوام হারিয়ে যাবে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, উভয় স্থান একই সাথে বর্ণনার উদ্দেশ্য কি ? তদুত্তরে বলা হবে- উভয়ই একই কানুনের মধ্যে শরিক রয়েছে। কারণ উভয়টির মধ্যে মাফউলে মুতলাক এমন اسم -এর পরে পতিত হয়েছে যার থেকে মাফউলে মুতলাকটি খবর হওয়া শুদ্ধ হবে না। তদুপরি বলা যেতে পারে উভয় স্থানে ফে'লকে বিলোপ করার কারণ একটি তথা استمرار ও دوام, তার উপর ভিত্তি করে উভয়টিকে একই স্থানে বর্ণনা করা যুক্তিপূর্ণ হয়েছে।

قَوْلُهُ نَحْوُ مَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرًا : এটা প্রথম কায়দার উদাহরণ। কারণ, উল্লিখিত سيرا টি নফীর পরে মাফউলে মুতলাক হ্যাঁ-বাচক পতিত হয়েছে। আর এ নফী এমন একটি ইসম তথা انت -এর উপর প্রবিষ্ট, سيرا মাফউলে মুতলাকটি তা থেকে খবর হতে পারে না। কেননা, তা মাসদার; মাসদারের হামল ذات -এর উপর হয় না, তা রূপকভাবে হতে পারে। রূপকার্থ হলো অন্য বস্তু।

قَوْلُهُ وَمَا اَنْتَ اِلَّا سَيْرَ الْبَرِيْدِ : এটাও প্রথম কায়দার মেছাল, উভয় মেছালের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, প্রথমটি মাফউলে মুতলাক নাকেরার ও দ্বিতীয়টি মাফউলে মুতলাক মা'রেফার উদাহরণ। এখানে দু'টি মেছাল বর্ণনা করার মাধ্যমে মুসান্নিফ (র.) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মাফউলে মুতলাকটি কখনো নাকেরা হয়, আবার কখনো মা'রেফা হয়।

قوله وَاِنَّمَا اَنْتَ سَيْرًا : এটা ঐ মাফঊলে মুতলাকের মেছাল, যা معنى نفى -এর পরে مثبت পতিত হয়। কারণ انما টি ما ও ٧ا -এর অর্থে হয়েছে। এটা মূলত إِنَّمَا اَنْتَ تَسِيْرُ سَيْرًا ছিল। এতে تسير খবর। তাকে বিলোপ করত মাফঊলে মুতলাককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلَهُ و زَيْدٌ سَيْرًا سَيْرًا : এটা ঐ মাফঊলে মুতলাকের মেছাল, যা مكرر (বারবার) হয়ে থাকে। এটা মূলত يسير سيرا ছিল। يسير শব্দটি زيد মুবতাদার খবর। তাকে বিলোপ করত মাফঊলে মুতলাককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। এখানে মাফঊলে মুতলাকের ফে'লকে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করার কারণ মাফঊলে মুতলাক নেওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো বস্তুকে ফে'ল সংগঠিত হবার স্থায়ীত্বের সাথে গুণান্বিত করা, আর ফে'লের গঠন تجدد ও حدوث -এর জন্য হয়ে থাকে বিধায় ফে'লকে প্রকাশ্যভাবে নিলে উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়।

قَوْلَهُ مِثْلُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ الخ : এটা এমন বাক্য যার বিষয়বস্তু হলো شَدّ وَثَاق (মজবুতভাবে বেঁধে ফেলা) شد وثاق দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো منا অর্থাৎ মুশরিকদের উপকার করা কিংবা فداء তথা তাদের থেকে মুক্তিপণ নেওয়া। যখন পূর্বোক্ত বাক্য তার বিষয়বস্তুর উপর বুঝায় এবং তার দ্বারা মাফঊলে মুতলাকের দিকে মস্তিষ্ক স্থানান্তরিত হয়, তখন ফে'লকে বিলোপ করা হবে। অতঃপর মাফঊলে মুতলাককে তার স্থলাভিষিক্ত করার কারণে ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। আয়াতের মূলরূপ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا تَمُنُّوْنَ مَنًّا بَعْدَ شَدِّ الْوَثَاقِ وَاِمَّا تَفْدُوْنَ فِدَاءً তোমরা (কাফির মুশরিকদেরকে) বেড়ীতে মজবুতভাবে বাঁধো। অতঃপর তোমাদের এখতিয়ার রয়েছে হয়তো তোমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর কিংবা তাদের থেকে ফিদ্ইয়া (অর্থদণ্ড) নিয়ে ছেড়ে দাও।

قَوْلَهُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِهِ الخ : উক্ত মেছালে صَوْتَ حِمَارٍ মাফঊলে মুতলাকটি تشبيه-এর জন্য, যায়েদের আওয়াজকে গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর তা افعال جوارح (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া) এর অন্তর্ভুক্ত ; কারণ আওয়াজ প্রকাশ্য অঙ্গ তথা حلقوم থেকে সৃষ্টি হয়। له صوت জুমলার পরে পতিত হয়েছে আর তা এমন একটি জুমলা যা মাফঊলে মুতলাকের একই অর্থ (তথা صوت)-কে অন্তর্ভুক্তকারী। আবার صاحب اسم তথা له -এর যমীরকে শামিল করে। এখানে صوت মাসদারের ফে'ল يصوت কে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা হয়েছে। কারণ তার অর্থ পূর্বোক্ত জুমলা থেকে এভাবে বুঝা যায় যে, له ফায়েলের দিকে সম্পর্কিত হওয়া, صوت মাসদার حدثى অর্থের উপর এবং اذا শব্দটি اقتران بالزمان (কালের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া) -এর উপর বুঝিয়ে থাকে। এসব বস্তু ফে'লের জন্য একান্ত আবশ্যক। اذا শব্দ উল্লেখ না থাকলেও বাচনভঙ্গি দ্বারা তা অবগত হয়ে যেতো। পূর্ববর্তী বাক্য থেকে ফে'লের অর্থ হাসিল হয়ে যায় বিধায় তাকে উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই يَصُوْتُ ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

قَوْلَهُ وَصُرَاخٌ صُرَاخَ الثَّكْلٰى : পূর্ণ বাক্য مَرَرْتُ بِهِ فَاِذَا لَهُ صُرَاخٌ صُرَاخَ الثَّكْلٰى হবে। এতে صُرَاخَ الثَّكْلٰى মাফঊলে মুতলাক। এর পূর্বে يصرخ ফে'ল উহ্য রয়েছে। صراخ অর্থ– আর্তনাদ করা। আর ثكلى ঐ মহিলা যার সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। এখানে একটি কায়দার উপর মুসান্নিফ (র.) দু'টি মেছাল পেশ করার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যায়। (১) প্রথমটি মাফঊলে মুতলাক مصدر تاويلى দ্বিতীয়টি مصدر تحقيقى (২) প্রথম মেছালে মাফঊলে মুতলাকটি নাকেরার দিকে এবং দ্বিতীয় মেছালে মা'রেফার দিকে মুযাফ হয়েছে। (৩) প্রথমটি غير ذوى العقول এবং দ্বিতীয়টি ذوى العقول -এর উদাহরণ।

قَوْلَهُ وَيُسَمّٰى تَاكِيْدًا لِنَفْسِهِ : মাফঊলে মুতলাকের এই প্রকারটিকে تاكيدا لنفسه বলা হয়। এটার বিপরীতে রয়েছে تاكيد لغيره ; এটিতে মাফঊলে মুতলাকের ফে'ল বিলোপ করা ওয়াজিব। কেননা, সাবেক জুমলা যেহেতু ফে'লের উপর বুঝায় সেহেতু ফে'লকে হযফ করত: মাফঊলে মুতলাককে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلَهُ تَاكِيْدًا لِغَيْرِهِ : এ প্রকারে উল্লিখিত تاكيد لغيره -কে تاكيد لغيره বলা হয়। যদি কেউ আপত্তি করে তাকীদ نفس شئ-এর হয়ে থাকে, অন্য বস্তুর নয়। কাজেই কিভাবে তাকে تاكيد لغيره বলা শুদ্ধ হবে ? এ আপত্তির নিরসন কল্পে বলা যায় - لغيره -এর মধ্যস্থিত لام টি দু'ধরনের হতে পারে। হয়তো تعليلية বা صله -এর জন্য হবে। যদি تعليلية

ধরা হয় তাহলে অর্থ হবে تَاكِيْدٌ لِاَجَلِ اِنْدِفَاعِ الْغَيْرِ অর্থাৎ অপরকে দূর করার জন্য তাকীদ। অর্থ দাঁড়ায়– এটা নিজকে তাকিদ করে থাকে, যাতে অপ্রতিরোধ্য হয়। এ দৃষ্টিকোণে তা تاكيد لنفسه - আবার যেহেতু لِاَجَلِ اِنْدِفَاعِ الْغَيْرِ -এর জন্য ব্যবহৃত, সেহেতু তাকে تاكيد لغيره বলা হয়। এমতাবস্থায় কোনো আপত্তি তোলার প্রশ্নই উঠে না।

যদি لام -কে صلة-এর জন্য ধরা হয়, তাহলে উপরোক্ত আপত্তি উত্থাপিত হবে। কারণ তখন অর্থ হবে- তা অপরটিকে تاكيد করে। এমতাবস্থায় কেউ প্রশ্ন করে বসে যে, تاكيد তো نفس شئ-এর হয়ে থাকে অপর বস্তুর নয়। উত্তরে বলা যাবে– তাকে تاكيد لغيره বলার কারণ হচ্ছে- مؤكد ও مؤكد منه-এর মাঝে সত্তাগতভাবে ঐক্যতা এবং আপেক্ষিকভাবে অনৈক্যতা বিদ্যমান। কেননা, زيد قائم বাক্য হতে যে সততা বুঝা যায় তা এমন অবকাশ-যা ইয়াকিনী নয়। জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হক ও বাতিল উভয়ের অবকাশ রাখে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি- حقا থেকে যা অর্জিত হয়, তা متيقن (ইয়াকীনী) হয়। কেননা, حق শব্দটি হকের উপর বুঝায়, বাতিলের উপর নয়। তাই প্রথম حق محتمل হলো مؤكد منه আর حق متيقن হলো مؤكد ; উভয়ের মাঝে اتحاد ذاتى ও تغائر اعتبارى রয়েছে। উভয়টি হক হবার কারণে اتحاد ذاتى (সত্তাগত ঐক্যতা)। تغائر اعتبارى (আপেক্ষিক অনৈক্যতা) হবার কারণ হচ্ছে– مؤكد منه টি محتمل (সন্দেহমূলক) ও مؤكد টি متيقن (দৃঢ়তামূলক), تغائر اعتبارى থাকার কারণে এ প্রকারটিকে تاكيد لغيره বলে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে তা تاكيد لنفسه। মূলকথা - এখানে অগ্রবর্তী জুমলার স্বীকৃতিদাতা ফে'লকে বিলোপ করে মাফউলে মু-তলাককে তার স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়ার কারণে ফে'ল বিলোপ করা ওয়াজিব হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِثْلُ لَبَّيْكَ الخ : لَبَّيْكَ শব্দটি মূলত اُلِبُّ لَكَ اِلْبَابَيْنِ ছিল। অর্থ– আমি আপনার খেদমতে বারংবার দন্ডায়মান হচ্ছি, হুকুম পালনার্থে অনেক বার খাড়া হওয়া। ফে'লকে বিলোপ করে মাসদারকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অতঃপর মাসদার থেকে অতিরিক্ত অংশকে বিলোপ করত ثلاثى مجرد-এ পরিণত করা হয়েছে। لام হরফে জারকে বিলোপ করে মাসদারকে ك যমীরে-মাফউলের দিকে এযাফত করাতে لَبَّيْكَ হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে سَعْدَيْكَ টি মূলত اُسْعِدُكَ اِسْعَادَيْنِ ছিল। اسعاد অর্থ– اطاعة , আনুগত্য করা। তাইতো حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح-এর মধ্যে এটার বিশ্লেষণে বলা হয়েছে– اُطِيْعُكَ اِطَاعَةً بَعْدَ اِطَاعَةٍ আমি বারংবার আপনার আনুগত্য স্বীকার করছি। لبيك -এর ন্যায় سعديك -এ পরিণত হয়। উভয় উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে اسعاد নিজেই متعدى আর الباب শব্দটি লাম হরফে জারের মাধ্যমে متعدى হয়েছে। এখানে দু'টি মেছাল বর্ণনা করা উদ্দেশ্য এ দিকে ইঙ্গিত করার জন্য যে, মাসদারটি দু'ধরনের হতে পারে। একটি متعدى باللام যা প্রথমটিতে হয়েছে, অপরটি متعدى بنفسه যা দ্বিতীয় উদাহরণে পরিদৃষ্ট হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কায়দা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, মাফউলে মুতলাক আকৃতিগতভাবে দ্বিবচন হলে তাকে যবর প্রদানকারী ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয়; অথচ কতেক স্থানে তার পরিপন্থী হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী ارجع البصر كرتين অর্থাৎ তোমরা বারংবার দৃষ্টিপাত করো। **উত্তর :** মাফউলে মুতলাক শুধুমাত্র দ্বিবচনের আকৃতিতে হলে ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব হয় না, যতক্ষণ ফায়েল মাফউলের দিকে মুযাফ হবে না। অত্র আয়াতের মধ্যে উল্লিখিত মাসদারটি ফায়েল বা মাফউলের দিকে এযাফত হয়নি বিধায় ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব নয়। সুতরাং ইবারতে বর্ণিত মেছালসমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মাফউলে মুতলাকটি ফায়েল কিংবা মাফউলের দিকে মুযাফ হওয়া শর্ত।

তারকীব قَوْلُهٗ وَقِيَاسًا فِيْ مَوَاضِعِ مِنْهَا مَا وَقَعَ مُثْبَتًا الخ : فى হরফে জার, مواضع মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت উহ্য ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। ما ইসমে মাওসূল, وقع ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, مثبتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بعد মুযাফ, نفى মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, معنى মুযাফ, نفى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাওসূফ। داخل শিবহে ফে'ল, উহ্য

যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, اسم মাওসূফ, لايكون ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম। خبرا মাওসূফ, عن হরফে জার, ه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। خبرا মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। لايكون তার ইসম ও খবর মিলে সিফাত। اسم মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব داخل -এর সাথে। داخل শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও ه যমীর মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ। مثبتا ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। وقع ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। و হরফে আত্‌ফ, وقع ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল। مكررا শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। وقع ফে'ল এবং তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। نحو মুযাফ, مَاأَنْتَ إِلَّاسَيْرًا মুরাদুল্ লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, مَاأَنْتَ إِلَّا الخ মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, وَإِنَّمَا أَنْتَ الخ মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, زَيْدٌ سَيْرًا الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার সব মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

বিস্তারিত তারকীব– ما হরফে মুশাববাহ্ বিলায়সা, انت মুবতাদা, الا হরফে ইস্তিছনা, ان تسير উহ্য রয়েছে। এটার মধ্যে ان মাওসূলে হরফী, تسير ফে'ল, যমীর انت ফায়েল, سيرا মাফঊলে মুতলাক। ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফঊলে মু-তলাক মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ما মুশাব্‌বাহ বিলায়সা, انت মুবতাদা, الا হরফে ইস্তিছনা, سير মুযাফ, البريد মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফঊলে মুতলাক। تسير উহ্য ফে'ল, যমীর انت তার ফায়েল এবং মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। انما -এর মধ্যে ان হরফে মুশাব্‌বাহ বিল ফে'ল, ما কাফ্‌ফাহ, انت মুবতাদা, تسير উহ্য ফে'ল, যমীর انت ফায়েল এবং سيرا মাফঊলে মুতলাক মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। زيد মুবতাদা, سيرا মুয়াক্কাদ, سيرا তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে মাফঊলে মুতলাক। يسير উহ্য ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। ما ইসমে মাওসূল, وقع ফে'ল, যমীর هو যুলহাল, تفصيلا মাসদার, لام হরফে জার, اثر মুযাফ, مضمون মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। جملة মাওসূফ, متقدمة শিব্‌হে ফে'ল ও যমীর هى নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে اثر মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফে লগ্‌ব। تفصيلا মাসদার-তার যরফে লগ্‌ব মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। وقع ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, فَشُدُّوا الْوَثَاقَ الخ মুরাদুল্লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فاء জাযাইয়্যাহ, شدوا ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল, الوثاق মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ উহ্য শর্ত। শর্ত ও জযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। فا তাফসীলের জন্য, اما হরফে তারদীদ, منا মাফঊলে মুতলাক, تمنون উহ্য ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল, بعد ইসমে যরফ মাফঊলে ফীহ। تمنون ফে'ল, ফায়েল, মাফঊলে মুতলাক এবং মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ

হয়েছে। واو যায়েদা, اما হরফে তারদীদ, فداء মাফউলে মুতলাক, تفدون উহ্য ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ لِلتَّشْبِيهِ الخ : واو হরফে আত্ফ, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثبت উহ্য ফে'ল, যমীর هو তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে মুকাদ্দাম। ما মাওসূলা, وقع ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, لام হরফে জার, التشبيه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। علاجا হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। بعد ইসমে যরফ মুযাফ, جملة মাওসূফ, مشتملة শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, اسم মাওসূফ, با হরফে জার, معنى মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। اسم মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, صاحب মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। مشتملة শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে সিফাত। جملة মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। وقع ফে'ল, তার ফায়েল, যরফে লগ্‌ব এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, مَرَرْتُ بِهِ الخ মুরাদুল্লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, صُرَاخٌ صُرَاخَ الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। نحو মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ مَرَرْتُ بِهِ فَإِذًا الخ : مررت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, با হরফে জার, ه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ফে'ল, ফায়েল এবং লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। فاء সববের জন্য, اذا যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম। لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, যরফে মুস্তাকার এবং মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে খবরে মুকাদ্দাম। صوت মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। يصوت উহ্য ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, صوت মুযাফ, حمار মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে মুতলাক। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। فاء সববের জন্য, اذا যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, যরফে মুস্তাকার এবং মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে খবরে মুকাদ্দাম। صراخ মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। صراخ মুযাফ, الثكلى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে মুতলাক। يصرخ উহ্য ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَاوَقَعَ مَضْمُوْنَ الخ : واو হরফে আত্ফ, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। উহ্য ثبت ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। ما ইসমে মাওসূল, وقع ফে'ল, যমীর هو যুলহাল, مضمون মুযাফ, جملة মাউসূফ, لا নফী জিন্‌সের জন্য, محتمل মাওসূফ, لام হরফে জার, ها যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتا উহ্যের সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে لا -এর ইসম। غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে لا -এর খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সিফাত। جملة মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। مضمون মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। فيه যরফে লগ্‌ব উহ্য রয়েছে। وقع ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ

মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। نحو মুযাফ, له على الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ لَهُ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ اِعْتِرَافًا -এর তারকীব- لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম আউওয়াল। على হরফে জার, يائے متكلم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম ছানী। الف মুযাফ, درهم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও তার খবরদ্বয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। اعترافا মাফউলে মুতলাক, اعترفت উহ্য ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল। اعترفت ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, يسمى ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, تاكيدا মাসদার, لام হরফে জার। نفس মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। تاكيدا মাসদার, তার যরফে লগ্‌ব মিলে মাফঊলে বিহী, يسمى ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُوْنَ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম, ما মাওসূলা, وقع ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর هو যুলহাল, مضمون মুযাফ, جملة মাওসূফ, অতঃপর ل হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফ। محتمل মাওসূফ, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে ফায়েল। যরফ ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে সিফাত। جملة মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। مضمون মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। فيه যরফে লগ্‌ব উহ্য রয়েছে। ফে'ল, ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ زَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا মুরাদুল্‌লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব হলো- زيد মুবতাদা, قائم শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। حقا মাফউলে মুতলাক, احق উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, يسمى ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, تاكيد মাসদার, ل হরফে জার, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। تاكيدا মাসদার-তার যরফে লগ্‌ব মিলে মাফঊলে বিহী, يسمى ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنًّى الخ : واو হরফে আত্‌ফ, منها খবরে মুকাদ্দাম, ما মাওসূলা। وقع ফে'ল, যমীর هو যুলহাল, مثنى শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, لَبَّيْكَ الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ মুতলাক। الب উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। سَعْدَيْ মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে মু-তলাক। اسعد উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمَفْعُوْلُ بِهٖ هُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ نَحْوُ زَيْدًا ضَرَبْتُ وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا كَقَوْلِكَ زَيْدًا لِمَنْ قَالَ مَنْ اَضْرِبُ وَ وُجُوْبًا فِيْ اَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ اَلْاَوَّلُ سِمَاعِيٌّ نَحْوُ اِمْرَأً وَنَفْسَهٗ وَانْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاَهْلًا وَسَهْلًا وَالثَّانِيْ اَلْمُنَادٰى وَهُوَ الْمَطْلُوْبُ اِقْبَالُهٗ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ اَدْعُوْ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا-

---

অনুবাদ : مفعول به এমন একটি ইসম যার উপর فاعل -এর فعل পতিত হয়। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি)। কখনো তা فعل-এর উপর মুকাদ্দাম হয়। যেমন– زَيْدًا ضَرَبْتُ (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি)। قرينه (বাচন ভঙ্গির ইঙ্গিত) পাওয়া গেলে কোনো কোনো সময় مفعول به-এর فعل-কে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন– কেউ প্রশ্ন করল مَنْ اَضْرِبُ (আমি কাকে প্রহার করব ?) তদুত্তরে তোমার উক্তি– زَيْدًا অর্থাৎ اِضْرِبْ زَيْدًا (যায়েদকে প্রহার করব) এবং চার স্থানে ওয়াজিব হিসেবে مفعول به -এর فعل কে বিলোপ করা হয়। প্রথম (স্থান) : سماعى (আরবদের থেকে শ্রবণের ভিত্তিতে) যথা– اِمْرَأً وَنَفْسَهٗ অর্থাৎ- اُتْرُكْ اِمْرَأً وَنَفْسَهٗ (লোকটিকে এবং তার আত্মাকে ছেড়ে দাও), وَانْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ অর্থাৎ وَانْتَهُوْا عَنِ التَّثْلِيْثِ وَاقْصِدُوْا خَيْرًا لَّكُمْ (হে খ্রিস্টান সম্প্রদায় ! তোমরা ত্রিত্ত্ববাদ থেকে বিরত থাক এবং নিজেদের জন্য কল্যাণকর বিষয়ে মনস্থ কর) এবং اَهْلًا وَسَهْلًا অর্থাৎ اَتَيْتَ اَهْلًا وَطَيْتَ سَهْلًا (আপনি আপনার স্বজনদের নিকট এসেছেন এবং অনুকূল স্থানে পদার্পণ করেছেন)। দ্বিতীয় (স্থান) : المنادى ঐ ইসমকে বলে اُدْعُوْ-এর স্থলাভিষিক্ত হরফ দ্বারা যার আগমনকে তালাশ করা হয়। তা শাব্দিকভাবে হোক বা উহ্যভাবে হোক।

ব্যাখ্যা : مفعول به ঐ ইসমকে বলে, যার উপর ফায়েলের ফে'ল পতিত হয়েছে। فعل দু'প্রকার : (১) হ্যাঁ-বাচক। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি)। (২) না-বাচক। যেমন– لَمْ اَضْرِبْ زَيْدًا (আমি যায়েদকে প্রহার করিনি)।

যদি কেউ বলে, مَاتَ زَيْدٌ (যায়েদ মৃত্যুবরণ করেছে) উদাহরণে زَيْدٌ শব্দটি ফায়েল ; অথচ مفعول به-এর সংজ্ঞা তার উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। যেহেতু যায়েদের উপর মৃত্যু পতিত হয়েছে। তদুত্তরে বলা হয়, ফায়েলের ফে'ল পতিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য- ফে'লটি ফায়েল থেকে সম্পাদিত হয়ে মাফউলের উপর পতিত হওয়া। এখানে এরূপ নয়। কারণ মৃত্যু ফায়েল থেকে সংগঠিত হয়ে যায়েদের উপর পতিত হয়নি; বরং যায়েদের আত্মা উড্ডয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

قَوْلُهٗ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ : এ বাক্য দ্বারা مفعول فيه ، مفعول معه ، مفعول له বের হয়ে গেছে। কারণ, এগুলোর মধ্যে এমন কোনো মাফউল নেই যার উপর ফায়েলের ফে'ল পতিত হয়েছে ; বরং এগুলোতে স্থান-কালের মধ্যে বা তার জন্য বা তার সাথে ফায়েলের ফে'ল পতিত হয়েছে বুঝানো হয়। উল্লিখিত কয়েদ দ্বারা مفعول مطلق বের হয়ে গেছে ; এ কারণে যে, ফায়েলের ফে'ল এবং مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ-এর মাঝে পরস্পর বিপরীত হওয়া উচিত। কারণ কোনো বস্তু তার আপন জাতের উপর পতিত হতে পারে না। সুতরাং مفعول مطلق টি উল্লিখিত فعل বা তার সমার্থবোধক হয়ে থাকে কোনো কোনো সময় مفعول به তার ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। ফে'লটি যেহেতু عامل قوى সেহেতু আমল করার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। مفعول به কে ফে'লের উপর মুকাদ্দাম করার মধ্যে দু'টি প্রক্রিয়া রয়েছে– একটি

জায়েজ, অপরটি ওয়াজিব। প্রথমটির উদাহরণ وَجْهُ الْحَبِيْبِ اَتَمَنّٰى ; দ্বিতীয়টির ঐ সময় হবে যখন مفعول بـه টি استفهام অথবা شـرط -এর অর্থকে শামিল করে। যেমন– مَنْ رَأَيْتَ (আমি কাকে দেখেছি ?) مَنْ تُكْرِمْ يُكْرِمْكَ (যাকে তুমি সম্মান করবে সে তোমাকে সম্মান করবে)।

* قرينـة দু'প্রকার। যথা– قرينـة مقاليـة ও قرينـة حاليـة– قرينـة مقاليـة-এর উদাহরণ– কেউ প্রশ্ন করল مَنْ اَضْرِبْ (আমি কাকে প্রহার করব ?) তদুত্তরে زَيْدًا বলা হবে। এ কারণে যে, উল্লেখিত প্রশ্নটি তা বিলোপ করার উপর قرينـة مقاليـة হয়েছে। قرينـة حاليـة -এর উদাহরণ– কেউ হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে তাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কোন দিকে? উত্তরে বলা হয় مَكَّةَ অর্থাৎ اُرِيْدُ مَكَّةَ (আমি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিচ্ছি)।

اَهْلًا وَسَهْلًا–এর মর্মার্থ : এটা মূলত اَتَيْتَ اَهْلًا وَطَيْتَ سَهْلًا আপনি আপনার পরিবারের নিকট আগমন করেছেন, আপনি নরম ভূমিতে পদার্পণ করেছেন। উল্লিখিত উদাহরণে سـماعـى -এর ভিত্তিতে মাফউলে বিহীর ফে'লকে বিলুপ্ত করা হয়েছে ওয়াজিব হিসেবে। আহলে আরব এ বাক্যটি ঐ সময় বলে থাকে, যখন কোনো ব্যক্তি সফর করে মেহমান সেজে আসে। اهل শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি اجانب তথা বেগানা, অপরটি খারাপ। প্রথমাবস্থায় মূলবাক্য اَتَيْتَ اَهْلًا لَا اَجَانِبَ তথা আপনি অপরিচিতদের কাছে নয়, নিজ পরিবারে এসেছেন। দ্বিতীয় অবস্থায় اهل শব্দটি ماهول অর্থে হবে। মাওসূফকে উহ্য মেনে নেওয়া হলে, মূলরূপ اَتَيْتَ مَكَانًا مَاهُوْلًا اَىْ مَانُوْسًا لَاخَرَابًا হবে। وَطَيْتَ سَهْلًا-এর মূলরূপ وَطَيْتَ سَهْلًا مِنَ الْبِلَادِ لَا حُزْنًا আপনি নরম জমিতে পর্দাপণ করেছেন, শক্ত জমিতে নয়।

* المطلوب শব্দটি جنس, যা মুনাদা ও গায়রে মুনাদা উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর اقبال কয়েদে احترازى, তার দ্বারা مندوب বের হয়ে গেছে। কেননা, مندوب -এর মধ্যে ব্যথা-বেদনা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

* اقبال (মনোযোগ আকর্ষণ করা) দু'প্রকার। যথা–(১) اقبال حقيقى (২) اقبال حكمى

(১) اقبال حقيقى : যে বস্তুর মধ্যে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্যতা ও ক্ষমতা আছে তাকে মনোযোগ আকর্ষণ করাকে اقبال حقيقى বলা হয়। আবার এটা দু'প্রকার। যথা– একটি اقبال وجهى (মৌখিক মনোযোগ আকর্ষণ)। কোনো ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে দণ্ডায়মান হলে তার চেহারা ফেরানোর জন্য যে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়, তাকে اقبال وجهى বলা হয়। কোনো ব্যক্তি সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আন্তরিকভাবে অন্যদিকে, এমন ব্যক্তির মন আকর্ষণ করাকে اقبال قلبى বলা হয়। (২) اقبال حكمى : মনোযোগ দেওয়ার যোগ্যতা নেই এমন বস্তুকে মনোযোগ দেওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন বস্তুর সম-পর্যায়ের মনে করে حرف ندا দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করাকে اقبال حكمى বলা হয়। যেমন– يَاجِبَالُ (হে পাহাড়সমূহ !), ياسماء (হে আসমান !)।

* بحرف বলার কারণে اَدْعُوْ زَيْدًا বাদ পড়ে গেছে। কেননা, زيد-এর মনোযোগ আকর্ষণ করা حرف দ্বারা না হয়ে ফে'ল দ্বারা হয়েছে। نائب مناب ادعو বলাতে ليقبل বাদ পড়ে গেছে। কেননা, زيد-এর মনোযোগ আকর্ষণ لام امر দ্বারা অন্বেষিত হয়েছে। আর তা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত নয়। ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত শব্দগুলো اَىْ ، يَا ، اَيَا ، هَيَا এবং هَمْزَهْ مفتوحه ।

* يا কি اَدْعُوْ -এর স্থলাভিষিক্ত, না ادعو উহ্য রয়েছে– এ বিষয়ে নাহুবিদ্‌দের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ নাহুবিদের মতে يَازَيْدُ-এর মধ্যস্থিত يا হরফে নেদা ادعو বা انادى -এর স্থলাভিষিক্ত। يَازَيْدُ -এর অর্থ– اَدْعُوْ زَيْدًا বা انادى زيدا তাদের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত দু'টি দলিল উপস্থাপন করেছেন। (১) يا তে امالة প্রবিষ্ট হয়। امالة-এর পরিচয় হলো–

اَلْاِمَالَةُ هِىَ اَنْ تَلَفَّظَ الْفَتْحَةَ ذَاهِبًا بِهَا اِلٰى جِهَةِ الْكَسْرَةِ وَاِذَا كَانَ بَعْدَ الْفَتْحَةِ فَاَذْهَبَ بِهَا اِلٰى جِهَةِ الْيَاءِ كَقَوْلِهٖ تَعَالٰى مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ অর্থাৎ امالة বলা হয় যবরকে যেরের দিকে এবং যবরের পরে আলিফ থাকলে তাকে - ياء এর দিকে টেনে উচ্চারণ করা। প্রকৃতপক্ষে امالة ইসম ও ফে'লের মধ্যে হয়ে থাকে, হরফের মধ্যে নয়। يا হরফে নেদার

মধ্যে امالة জায়েজ বিধায় বুঝা যায় يا হলো ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। (২) লাম হরফে জার يا-এর সাথে মুতায়াল্লাক হয়। যেমন– يَالَزَيْدٍ কেননা, বস্তুত استغاثة لام হরফে জার। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত না হলে তার সাথে মুতা'আল্লাক বৈধ হতো না। কারণ হরফের সাথে হরফ মুতা'আল্লাক হয় না। প্রতীয়মান হয় যে, يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। কতেক বসরাবাসী নাহুবিদের মতে يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত নয়, উহার মুনাদার মধ্যে ادعو উহ্য রয়েছে। প্রথমোক্ত অভিমতই প্রণিধানযোগ্য।

قَوْلُهُ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا : এটা কয়েকটি প্রক্রিয়ার অবকাশ রাখে। হয়তো মুনাদাটি শাব্দিক এবং উহ্য হতে পারে অথবা হরফে নেদাটি ও শব্দগতভাবে বা উহ্যভাবে হতে পারে। মুনাদাটি শাব্দিকভাবে হলে তার উদাহরণ يَا زَكَرِيَّا (হে যাকারিয়া!)। মুনাদা উহ্য হলে তার মেছাল– اَلاَ يَا اسْجُدُوْا মূলত اَلاَ يَاقَوْمُ اسْجُدُوْا ছিল। এখানে قوم মুনাদাটি উহ্য রয়েছে। হয়তো হরফটি শাব্দিকভাবে হবে। যেমন– يَازَيْدُ অথবা উহ্যভাবে হবে। যেমন– يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا মূলত يَايُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ছিল। এখানে ياء হরফটি উহ্য রয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ هُوَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الخ : المفعول به মুবতাদায়ে আউয়াল, هو মুবতাদায়ে ছানী, ما ইসমে মাওসূল, وقع ফে'ল, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। فعل মুযাফ, الفاعل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। وقع ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। هو মুবতাদা ছানী এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর হয়েছে। মুবতাদায়ে আউয়াল এবং খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, ضَرَبْتُ ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল ও زَيْدً মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, قد তাক্বলীলের জন্য। يتقدم ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, الفعل মাজরূর। জার ও মাজরূ মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। نحو মুযাফ, زيدا মাফউলে বিহী মুকাদ্দাম, ضربت ফে'ল, ت যমীর বারেয ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মুকদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ এবং মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, قد তাক্বলীলের জন্য, يحذف ফে'ল, الفعل নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, قيام মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। جوازا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, وجوبا মা'তূফ। মাতূফ এবং মা'তূফ আলাইহ মিলে মাফউলে মুতলাক। কেননা, ইহা মূলত حَذْفُ جَوَازٍ وَ وُجُوْبٍ ছিল। يحذف ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্ব ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। كقولك -এর মধ্যে ك হরফে জার তাশবীহের জন্য। قول মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবদালে মিনহু, زيدا মুরাদুল্ লফ্‌য বদল। মুবদালে মিনহু ও বদল মিলে যুলহাল। لام হরফে জার, من মাওসূলা, قال ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, من ইস্তিফহামিয়া মাফউলে বিহী মুকাদ্দাম, ضربت ফে'ল, যমীর انا ফায়েল। ফে'ল ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মুকাদ্দাম মিলে মাকূলা। ফে'ল, ফায়েল ও মাকূলা মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। ثابت শিব্‌হে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্‌যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। زيدا মাফউলে বিহী, এর পূর্বে اضرب ফে'ল উহ্য রয়েছে। اضرب ফে'ল, যমীর انت ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। في হরফে জার, اربعة মুযাফ, مواضع মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও

মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت উহ্য শিবহে ফে'ল, তার যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। الاول সিফাত, তার পূর্বে الموضع উহ্য মাউসূফ। মাউসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। سماعى খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, امرأ الخ মাতূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, انتهوا الخ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, اهلا الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ اِمْرَأً وَنَفْسَهُ : امرأ মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, نفس মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মিলে মাফউলে বিহী। اترك উহ্য ফে'ল, যমীর انت ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ : انتهوا ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল, উহ্য عن হরফে জার, উহ্য التثليث মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। خيرا শিব্হে ফে'ল ও যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। উহ্য اقصدوا ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ اَهْلًا وَسَهْلًا : اهلا মাফউলে বিহী, اتيت উহ্য ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল। ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, سهلا মাফউলে বিহী। وطئت উহ্য ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَالثَّانِى اَلْمُنَادَى الخ : واو হরফে আত্ফ, الثانى সিফাত, الموضع উহ্য মাউসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। المنادى খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, هو মুবতাদা, المطلوب শিবহে ফে'ল, اقبال মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, حرف মাউসূফ, نائب শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, مناب মুযাফ, ادعو মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। نائب শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে সিফাত। মাউসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল। لفظا মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, تقديرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। المطلوب শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। الاسم উহ্য মাউসূফ। মাউসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

وَيُبْنٰى عَلٰى مَايُرْفَعُ بِهٖ اِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً نَحْوُ يَازَيْدُ وَيَا رَجُلُ وَيَا زَيْدَانِ وَيَا زَيْدُوْنَ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَا لَزَيْدٍ وَيُفْتَحُ لِاِلْحَاقِ اَلِفِهَا وَلَا لَامَ فِيْهِ نَحْوُ يَازَيْدَاهُ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ وَيَاطَالِعًا جَبَلًا وَيَا رَجُلًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ وَتَوَابِعُ الْمُنَادٰى اَلْمَبْنِيُّ الْمُفْرَدَةُ مِنَ التَّاكِيْدِ وَالصِّفَةِ وَعَطْفِ الْبَيَانِ وَالْمَعْطُوْفِ بِحَرْفِ الْمُمْتَنِعِ دُخُوْلُ يَاءٍ عَلَيْهِ تُرْفَعُ عَلٰى لَفْظِهٖ وَتُنْصَبُ عَلٰى مَحَلِّهٖ مِثْلُ يَازَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ-

---

অনুবাদ : মুনাদা যদি مفرد معرفة হয় তাহলে علامة الرفع -এর উপর মাবনী হবে। যেমন- يَازَيْدُ, يَارَجُلُ, يَازَيْدَانِ , يَازَيْدُوْنَ আর لام استغاثة (বিপন্নের জন্য কাকুতি জ্ঞাপক لام)-এর দ্বারা মুনাদা যের বিশিষ্ট হবে। যেমন- يَالَزَيْدٍ (আহ্! যায়েদ), উহ্য (استغاثة)-এর আলিফ শেষে সংযুক্ত হাবার কারণে যবর বিশিষ্ট হবে এম-তাবস্থায় যে, উহাতে لام হবে না। যেমন- يَازَيْدَاهُ (আহা যায়েদ!) এ দুটি (مستغاث ও منادى مفرد معرفة) ব্যতীত বাকিগুলো যবর বিশিষ্ট হবে। (যদি তা মুযাফ হয়) যেমন- يَا عَبْدَ اللّٰهِ , (কিংবা মুশাবাহ্ মুযাফ হয়) যেমন- يَاطَالِعًا , (কিংবা نكره غير معين হয়) যেমন- অনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধনের সময় يَارَجُلًا বলা। منادى مبنى -এর مفرد تابع তথা তাকীদ, সিফাত, আত্ফে বয়ান এবং এমন মা'তূফ বি-হরফ যার উপর يا প্রবিষ্ট হওয়াটা নিষিদ্ধ, تابع সমূহকে মুনাদার শব্দের উপর প্রয়োগ করত: পেশ বিশিষ্ট পড়া হবে এবং মুনাদার মহলের উপর প্রয়োগ করত যবর বিশিষ্ট পড়া হবে। যেমন- يَازَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ (হে বিবেক সম্পন্ন যায়েদ !)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَيُبْنٰى عَلٰى مَايُرْفَعُ بِهٖ الخ : মুনাদাটি যদি مفرد ও معرفة হয়, তবে علامة رفع -এর উপর মাবনী হবে। এখানে مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য- মুযাফ ও মুশাবাহ মুযাফ না হওয়া, চাই তা تثنية বা جمع হোক। আর معرفة দু'ধরনের। নেদার পূর্বে মা'রেফা হোক, যেমন- يَازَيْدُ কিংবা نداء দাখিল হবোর পরে হোক, যথা- يارجل- علامة رفع দ্বারা ضمة ، الف ও واو ইত্যাদি বুঝায়। যেমন- يَازَيْدُ ، يَازَيْدَانِ ، يَازَيْدُوْنَ মুনাদা مفرد معرفة মাবনী হবার কারণ হলো, এটা মূলত كاف اسمى-এর স্থানে অধিষ্ঠিত। আর كاف خطاب টি كاف اسمى -এর সাথে শব্দগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্যতা রাখে। অতএব, مبنى الاصل -এর সাথে সাদৃশ্যতার কারণে মুনাদা مفرد معرفة টি মাবনী হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুনাদা مفرد معرفة কে মাবনী করতে ইচ্ছা করলে উহাকে সাকিনের উপর মাবনী করা উচিত ছিল। بناء-এর মধ্যে উহাই আসল। علامة رفع-এর উপর কেন মাবনী করা হলো ? **উত্তর :** মাবনীর সাথে সাদৃশ্যতার কারণে মুনাদা مفرد معرفة টি মাবনী হওয়া সম্পর্কে এক্ষণি বর্ণিত হয়েছে। সাকিন হওয়া ঐ মাবনীর আলামত যা اصلى ; কাজেই সাকিনের উপর মাবনী হবে না। আর যবর ও যেরের ওপরও মাবনী হবে না, কারণ علامة نصب -এর উপর মাবনী হবার সময়ে তা ঐ মুনদার সাথে মিলে যাবে, যা يائے متكلم-এর দিকে মুযাফ হয়। يائے متكلم-কে আলিফ দিয়ে পরিবর্তন করত আলিফের পূর্বাক্ষরকে যবর এবং আলিফকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। যেমন- يا غلام ، علامة جر-এর উপর মাবনী হওয়া অবস্থায় ঐ মুনাদার সাথে মিলে যাবে, যা يائے متكلم -এর দিকে মুযাফ হবে এবং ياء-কে বিলোপ করত

পূর্বাক্ষরের যেরকে বহাল রাখা হয়। যথা– يارب এ সব সূরতে যেহেতু অন্য একটির সাথে মিলে যায়, সেহেতু علامة رفع -এর উপর মাবনী হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি নেই। মুসান্নিফ (র.) يبنى على ما يرفع به বলেছেন; কিন্তু مبنى على الضم বলেননি, কারণ উল্লিখিত ইবারত দ্বারা হরকত ও হরফ উভয়টিকে শামিল করে।

* يَازَيْدُ মুনাদা مفرد معرفة -এর মেছাল, যা مبنى على الضم আর তা নেদা প্রবিষ্ট হবার পূর্বে মা'রেফা হবার উদাহরণ। يَارَجُلُ টা مبنى على الضم হয়ে থাকে, এমন মুনাদা مفرد معرفة -এর মেছাল যা নেদা দাখিল হবার পর মা'রেফা হয়। يازيدان হলো মুনাদা مبنى على الالف হবার দৃষ্টান্ত। يَازَيْدُوْنَ মুনাদা مبنى على الواو হবার মেছাল।

قَوْلُهُ وَيَخْفَضُ بِلَامِ الْاِسْتِغَاثَةِ : মুনাদার সাথে استغاثة লাম যুক্ত হলে মুনাদাটি যের বিশিষ্ট হবে। তার মধ্যে যের হবে লাম-এর কারণে। লাম শক্তিশালী আমিল ও নিকটবর্তী হবার ফলে ياء-এর তুলনায় আমল করার অধিকার তার বেশি। استغاثة অর্থ–ফরিয়াদ করা বা সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করা। যার নিকট ফরিয়াদ করা হলো, তাকে مستغاث বলে, যার জন্য ফরিয়াদ করা হয়, তাকে مستغاث له বলে। উভয়ের উপর লাম প্রবেশ করে। পার্থক্য হলো منادى বা مستغاث -এর লাম টি যবর বিশিষ্ট আর مستغاث له -এর লাম যের বিশিষ্ট হয়ে থাকে। مستغاث -এর মেছাল ياالله للمسلمين ; কখনো مستغاث-কে বিলোপ করে শুধু مستغاث له -কে বহাল রাখা হয়। যেমন- ياللمظلوم মূলত: – مستغاث يَالقوم للمظلوم -এর উপর যে লাম প্রবিষ্ট হয়, তা সর্বদা হয় যাতে مستغاث له -এর مكسورة লাম-এর সাথে না মিলে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, مستغاث له -এর লাম -কে যবর ও مستغاث -এর লাম-কে কেন যের প্রদান করা হয়নি ? তদুত্তরে বলা যায়– مستغاث টি ك যমীরের স্থানে হয়, তার উপর لام جارة প্রবেশ করলে তা যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন- لك কাজেই এই লাম টিও যবর বিশিষ্ট হবে। مستغاث له -এর লাম টি কিন্তু তার বিপরীত। উহ্য যমীরের জায়গায় না হওয়াতে যবর বিশিষ্ট হবে না। সুতরাং مستغاث -এর লাম টি যবর বিশিষ্ট এবং مستغاث له -এর লাম টি যের বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তার উল্টো হতে পারে না । لام استغاثة টি لام جارة কাজেই তা মুনাদার উপর দাখিল হলে মুনাদাটি যের বিশিষ্ট হবে। বস্তুত সে সময় মুনাদারা উপর দু'টি আমিল একত্র হয়ে যায় একটি يا অপরটি লাম, উভয়টির মধ্যে লাম টি স্বয়ং আমিল ও মুনাদার নিকটবর্তী, পক্ষান্তরে يا টি স্বয়ং আমিলও নয়, আবার নিকটবর্তীও নয়। তাই লাম টি শক্তিশালী আমিল নিকটতর হবার কারণে তাকে আমল দেওয়া হবে। আর মুনাদাকে যের বিশিষ্ট পড়া হবে।

قَوْلُهُ يَالَزَيْدٍ وَيَفْتَحُ لِاِلْحَاقِ الخ : يالزيد যের বিশিষ্ট مستغاث-এর মেছাল। অর্থ–হে যায়েদ ! তুমি অত্যাচারিত ব্যক্তির ফরিয়াদ কবুল কর। এখানে زيد হলো مستغاث ; তার কাছে ফরিয়াদ চাওয়া হয়েছে। আর مظلوم হলো مستغاث له তার জন্য ফরিয়াদ তলব করা হয়েছে। ইবারতে উল্লিখিত উদাহরণে مستغاث বর্ণিত রয়েছে ; কিন্তু مستغاث له -এর উল্লেখ নেই ; বরং বিলুপ্ত রয়েছে। মুনাদার শেষে استغاثة -এর الف যুক্ত হলে, فتح -এর উপর মাবনী হবে। কেননা, الف তার পূর্বাক্ষরে فتح হওয়াকে চায়। তখন কিন্তু তার মধ্যে لام استغاثة প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ, উভয়টি পরস্পর বিপরীত। যেমন– يَازَيْدَاهُ এমতাবস্থায় দীর্ঘ وقف -এর কারণে শেষে একটি ه নেওয়া হয়।

قَوْلُهُ وَيُنْصَبُ مَاسِوَاهُمَا الخ : منادى مفرد معرفة ও منادى مستغاث ব্যতীত যত সুরত রয়েছে সবগুলো যবর বিশিষ্ট হবে। যে সব অবস্থায় মুনাদাটি نصب হবে তার বিবরণ–(১) যখন মুনাদাটি মুযাফ হবে। যেমন- يَاعَبْدَ اللّٰهِ (২) যখন مشابه مضاف হবে। আর পরিভাষায়- مشابه مضاف وَهُوَ اِسْمٌ لَايَتِمُّ مَعْنَاهُ اِلَّا بِانْضِمَامِ اَمْرٍ بِاَمْرٍ اٰخَرَ অর্থাৎ বলা হয়, এমন একটি ইসম যার অর্থ অপর একটি বস্তুর সাথে মিলিত হওয়া ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না। যেমন– يَاطَالِعًا جَبَلًا (৩) نكرة غير معينة বা অনির্দিষ্ট নাকেরা হলে। যেমন, কোনো অন্ধ ব্যক্তি বলল– يَارَجُلًا خُذْ بِيَدِيْ অন্ধ ব্যক্তি হরফে নেদা দিয়ে বলার পরও মা'রেফা হয়নি; বরং নাকেরাই রয়েছে, কারণ নির্দিষ্ট করে জানে না কাকে বলছে। অনুরূপভাবে চাক্ষুষ্মান রাতের অন্ধকারে না দেখে কাউকে এভাবে বললে মা'রেফা হবে না। (৪) যখন মুনাদাটি مفرد ও معرفة হবে না।

قَوْلُهٗ تَوَابِعُ الْمُنَادٰى الْمَبْنِىِّ الْمُفْرَدَةُ الخ : المبنى হলো المنادى -এর সিফাত, المفردة হলো توابع -এর সিফাত, مبنى দ্বারা উদ্দেশ্য مبنى على الرفع, আর مفرد টি হাকীকী বা হুকমী হতে পারে। এখানে منادى -কে مبنى দ্বারা মুকায়্যেদ করার কারণ– এ হুকুমটি منادى معرب-এর تابع-এর হুকুম নয়। কেননা, ইহা শুধুমাত্র শব্দের تابع হয়ে থাকে। মাবনী দ্বারা مبنى على الرفع উদ্দেশ্য নেওয়ার কারণ হলো- توابع مستغاث بالالف -এর মধ্যে رفع জায়েজ নেই। যেমন–يَازَيْدًا وَعَمْرًوا - কেননা, এস্থানে عمرو কে পেশ বিশিষ্ট পড়া জায়েজ নেই। অতঃপর توابع مفرد হওয়ার সাথে মুকায়্যেদ করা হয়েছে। কারণ, যদি تابع টি হাক্বিকী বা হুকমীভাবে মুফরাদ না হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে اضافة معنوى -এর সাথে মুযাফ হবে। ঐ সময় নসব ব্যতীত অন্য কোনো ই'রাব জায়েজ হবে না। যেমন– يَازَيْدُ ذَا الْمَالِ আর মুফরাদ عام হাকীকী হোক বা হুকমী হোক, যাতে مضاف باضافة لفظى এবং مشابه مضاف-কেও শামিল করে। এ জন্য এ দু'টি رفع ও نصب জায়েজ হওয়ার ক্ষেত্রে মুফরাদে توابع-এর মতো। যেমন– زَيْدُ الْحَسَنُ الْوَجْهِ وَالْحَسَنُ الْوَجْهَ وَيَازَيْدُ مشابه مضاف এবং اضافة لفظى জায়েজ। কারণ, نصب ও رفع উভয়টির মধ্যে اَلْحَسَنُ وَجْهُهٗ وَالْحَسَنُ وَجْهَهٗ উভয়টি تقدير انفصال হয়। তাই উভয়টি মুফরাদের হুকুমে হবে। মুফরাদের মতো উভয়টির মধ্যে رفع ও نصب জায়েজ।

* المنادى المبنى -এর পর আনীত শব্দটি মুফরাদ হলে, উহাকে মুনাদার উপর ব্যবহার করত পেশ পড়া হবে। কারণ, তার متبوع টা পেশ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। মাবনী হওয়াটা অস্থায়ী। অতঃপর মু'রাবের সাথে সদৃশতা রাখবে। আবার উল্লিখিত تابع সমূহের এ'রাব স্থানানুপাতে যবর বিশিষ্ট হবে। কারণ মুনাদায়ে মাবনীর تابع সমূহের অধিকার হলো متبوع -এর মহ-লের تابع তথা অনুসরণকারী। যেহেতু متبوع টা এ স্থানে মাফঊল হবার অনুপাতে منصوب المحل, সেহেতু উহার تابع সমূহও যবর বিশিষ্ট তথা منصوب المحل হবে। تابع টা হয়তো তাকীদ হবে। যেমন– يَاتَيْمُ اَجْمَعُوْنَ وَاَجْمَعِيْنَ হে সকল বান্দারা ! বা صفة হবে। যথা– يَازَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ বা عطف بيان হবে। যেমন– يَاغُلَامُ بِشْرٍ وَبِشْرًا ঐ মা'তূফ যার উপর يا ء প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ তার মেছাল يَازَيْدُ الْحَارِثُ وَالْحَارِثَ ।

* মুসান্নিফ (র.) সব تَوَابِع -এর মেছাল মূল এবারতে উল্লেখ করেনি। শুধুমাত্র সিফাতের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন কেন ? **উত্তর** : অত্যধিক প্রসিদ্ধ ও বেশি ব্যবহৃত হবার কারণে সিফাতের উদাহরণ পেশ করেছেন।

* المعطوف المعرف باللام না বলে মুসান্নিফ (র.) المعطوف بحرف الممتنع دخول يا ء عليه এত দীর্ঘ ইবারত বলেছেন কেন ? অথচ এ দীর্ঘ এবারত দ্বারা উদ্দেশ্য মা'রেফার الف لام বিশিষ্ট মা'তূফ হওয়া। তদুত্তরে বলা হবে যে, يَا مَحْمُوْدُ وَاللّٰهِ জাতীয় উদাহরণে الله শব্দের হুকুমকে বাদ দেওয়ার জন্য ندا -এর يا ء তাতে প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ নয়।

তারকীব : قَوْلُهٗ يَبْنِىْ عَلٰى مَا يُرْفَعُ بِهٖ الخ : واو হরফে আত্ফ অথবা ইস্তীনাফ, يبنى ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ما মাওসূলা, يرفع ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بـ হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يرفع ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يبنى ফে'ল-নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা মুকাদ্দাম। ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস। যমীর هو তার ইসম, مفردا শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে খবরে আউওয়াল, معرفة খবরে ছানী, كان তার ইসম ও উভয় খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। نحو মুযাফ, يازيد মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, يَارَجُلُ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, يَازَيْدَانِ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, يَازَيْدُوْنَ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার সব মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

বিস্তারিত তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, ادعو ফে'ল, উহ্য যমীর انا ফায়েল, زيد মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা, رجل মাফউলে বিহী। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। زيدان মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, زيدون মাফউলে বিহী, ادعو ফে'ল, উহ্য যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَيُخْفَضُ بِلَامِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, يخفض ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, لام মুযাফ, الاستغاثة মুযাফ ইলাইহ, لام মুযাফ -তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। يخفض ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। نحو মুযাফ, يالزيد মুরাদুল্ লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব হলো– يا হরফে নেদা, لام হরফে জার, زيد মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে ادعو -এর সাথে। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَيُفْتَحُ لِإِلْحَاقِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ يفتح ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, لام হরফে জার, الحاق মুযাফ, الف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ । মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। الحاق মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জারও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব , واو হালিয়্যাহ, لا নফী জিনসের জন্য, لام ইসমে লা, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল। يفتح ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। نحو মুযাফ, يازيداه মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, زيداه মাফউলে বিহী, ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا الخ : واو হরফে আত্‌ফ, ينصب ফে'ল, ما ইসমে মাওসূল, سوا মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ثبت উহ্য ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ما মাওসূল এবং সেলাহ মিলে নায়েবে ফায়েল, ينصب ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমায়ে ফে'লিয়্যাহ। نحو মুযাফ, يَاعَبْدَ اللّٰهِ মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, يَاطَالِعًا الخ মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, يَارَجُلًا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। نحو মুযাফ ওমুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাগুলোর তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল, عبد মুযাফ, الله মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ, يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, যমীর انا ফায়েল। طالعا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও جبلا মাফউলে বিহী মিলে সিফাত। উহ্য মাওসূফ-তার সিফাত মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, যমীর انا ফায়েল, رجلا যুলহাল, لام হরফে জার, غير মুযাফ, معين মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এর মুতায়াল্লাক মিলে হাল। رجلا যুলহাল ও হাল মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَتَوَابِعُ الْمُنَادٰى الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, توابع মুযাফ, المنادى মাওসূফ, المبنى শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। المنادى মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। توابع মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ, المفردة শিবহে ফে'ল ও যমীর هى নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। توابع মাওসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল, من হরফে জার, التاكيد মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, الصفة মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, عطف মুযাফ, البيان মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, المعطوف শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, حرف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, المعطوف শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে মাওসূফ। الممتنع শিবহে ফে'ল, دخول মুযাফ, ياء মুযাফ ইলাইহ, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব دخول -এর সাথে। دخول মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ ও যরফে লগ্‌ব মিলে ফায়েল। الممتنع শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল মিলে সিফাত। المعطوف মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ হয়েছে। التاكيد মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফত্রয় মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابتة শিবহে ফে'ল, যমীর هى ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা। ترفع ফে'ল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, لفظ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ-মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ترفع ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, تنصب ফে'ল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, محل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ يَا زَيْدُ الْعَاقِلُ الخ : مثل মুযাফ, يازيد الخ মুরাদুল্‌ লফয মা'তূফ আলাইহ, العاقل মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, زيد মাওসূফ, العاقل শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। ادعو উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, যমীর انا ফায়েল, زيد উহ্য মাওসূফ, العاقل পূর্বের ন্যায় সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

وَالْخَلِيْلُ فِى الْمَعْطُوْفِ يَخْتَارُ الرَّفْعَ وَاَبُوْ عَمْرٍو النَّصْبَ وَاَبُو الْعَبَّاسِ اِنْ كَانَ كَالْحَسَنِ فَكَا الْخَلِيْلِ وَاِلَّا فَكَاَبِىْ عَمْرٍو وَالْمُضَافَةُ تُنْصَبُ وَالْبَدْلُ وَالْمَعْطُوْفُ غَيْرُ مَا ذُكِرَ حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُسْتَقِلِّ مُطْلَقًا وَالْعَلَمُ الْمَوْصُوْفُ بِابْنٍ اَوْ اِبْنَةٍ مُضَافًا اِلٰى عَلَمٍ اٰخَرَ يُخْتَارُ فَتْحُهُ وَاِذَا نُوْدِىَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ قِيْلَ يَاۤاَيُّهَا الرَّجُلُ وَيَاهٰذَا الرَّجُلُ وَيَا اَيُّهٰذَا الرَّجُلُ-

---

অনুবাদ : খলিল ইবনে আহমদ مَعْطُوْفٌ بِاللَّامِ-এর মধ্যে পেশ পড়াকে পছন্দ করে থাকেন এবং আবূ আমর ইবনে আ'লা যবর পড়াকে (পছন্দ করে থাকেন)। (উভয়ের অভিমতদ্বয়ে সামঞ্জস্যতা রক্ষার উদ্দেশ্যে) আবুল আব্বাস মুবাররদ (বলেছেন) যদি مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ টা اَلْحَسَنُ-এর মতো হয় তাহলে খলিল ব্যাকরণবিদের অভিমতের অনুরূপ। যদি এরূপ না হয়, তাহলে আবূ আমরের অভিমতের অনুরূপ। আর مُنَادٰى مَبْنِىْ-এর تَابِعْ সমূহ মুযাফ হলে যবর পড়া হবে। بَدْل এবং পূর্বে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য مَعْطُوْف হলে তাদের হুকুম হবে সাধারণত স্বতন্ত্র মুনাদার হুকুমের মতো। কোনো عَلَمْ (নামবাচক শব্দ) اِبْنٌ ও اِبْنَةٌ দ্বারা مَوْصُوْف হলে এমতাবস্থায় যে, তা (اِبْن ও اِبْنَةٌ) অপর একটি عَلَمْ-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়; তখন তাকে যবর পড়া পছন্দনীয়। যখন مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ (লাম দ্বারা নির্দিষ্টকৃত ইসম)-কে আহবান করা হবে তখন বলা হবে يَا اَيُّهَا الرَّجُلُ (ওহে লোকটি !), يَاهٰذَا الرَّجُلُ (হে এই লোকটি !), يَاۤاَيُّهٰذَا الرَّجُلُ (হে এই সে লোকটি !)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَالْخَلِيْلُ فِى الْمَعْطُوْفِ الخ : ঐ مَعْطُوْفٌ بِالْحَرْفِ যার উপর يَاء দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ যখন মুনাদার تَابِعْ হবে তখন তাতে رَفْع ও نَصْب উভয় হওয়াটা সকলের অভিমত। এটাই খলিল ইবনে আহমদ এবং আবূ আমর নাহুবিদের অভিমত। উভয়ের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে উত্তমতা নিয়ে। প্রসিদ্ধ আরবি ব্যাকরণবিদ খলিল ইবনে আহমদ مَعْطُوْف-এ মধ্যে رَفْع পড়াকে উত্তম বলেছেন। কারণ مَعْطُوْفٌ بِالْحَرْف বাস্তবিকপক্ষে স্বতন্ত্র মুনাদা; কাজেই উচিত হবে حَرْف نِدَا দাখিল হবার পর স্বতন্ত্র মুনাদার যে অবস্থা তাকেও অনুরূপ অবস্থায় বহাল রাখা। তবে مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ হবার কারণে যেহেতু সরাসরি হরফে নেদা দাখিল হবোর যোগ্যতা রাখে না, সেহেতু স্বতন্ত্র مُنَادٰى হিসেবে مَبْنِىٌّ عَلَى الرَّفْع না হয়ে মু'রাব অনুপাতে পেশ বিশিষ্ট হবে। সুতরাং رَفْع উত্তম হবে, আবু আমর তার মধ্যে যবর পড়াকে উত্তম বলে থাকেন। কারণ مَعْطُوْف مُعَرَّف بِاللَّام-এর উপর حرف ندا প্রবিষ্ট হওয়া নিষিদ্ধ হবার কারণে তাকে مُنَادٰى مُسْتَقِلْ হিসেবে গণ্য করা অসম্ভব। তাই শুধুমাত্র تَابِعْ হবার যোগ্যতা রাখে। আর تابع-এর মধ্যে তার مَتْبُوْع -এর মহল অনুপাতে ই'রাব হয়। তা مَحَلُّ النَّصْب হওয়াতে نَصْب (যবর)ই উত্তম হবে। খলীল ইবনে আহমদ ও আবূ আমর উভয়ের মাঝে উপরোক্ত মতবিরোধ رَفْع ও نَصْب -এর মধ্যে কোন্‌টি পড়া উত্তম তা নিয়ে।

قَوْلُهٗ اَبُو الْعَبَّاسِ الخ : অন্যতম নাহুবিদ আবুল আব্বাস উত্তমতার ব্যাপারে সৃষ্ট মতবিরোধের সমাধান কল্পে অভিমত পেশ করেছেন– যদি مَعْطُوْفٌ بِالْحَرْفِ শব্দটি অতিরিক্ত আলিফ-লাম বিশিষ্ট اَلْحَسَنُ -এর মতো শব্দ হয়, তাহলে তাঁর মতে খলীল নাহুবিদের উক্তি গ্রহণীয়। কারণ اَلْحَسَنُ -এর মধ্যে অধিষ্ঠিত আলিফ-লাম বিলোপ করা জায়েজ। يَاء হরফে নেদাকে আলিফ-লাম বাধাদানকারী ছিল। مَعْطُوْفٌ بِالْحَرْفِ থেকে لام বিদূরীত হবার অবকাশ থাকাতে তাকে مُنَادٰى مُسْتَقِلْ -এর হুকুমে গণ্য করা হবে। কাজেই رَفْع পড়া উত্তম হবে। পক্ষান্তরে مَعْطُوْفٌ بِالْحَرْفِ শব্দটি اَلْحَسَنُ -এর মতো না হয়ে আলিফ-লামকে বিলোপ করা অবৈধ হলে তখন আবূ আমরের উক্তি পছন্দনীয় হবে। যেমন– اَلصَّعْقُ ও اَلنَّجْمُ শব্দদ্বয়ের মধ্যে

আলিফ-লাম কালিমার অংশ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আবূ আমরের উক্তি পছন্দনীয় হবে। কারণ তাকে স্বতন্ত্র মুনাদার হুকুম প্রদান করা অসম্ভব বিধায় تابع হবার হুকুম দেওয়া হবে।

জ্ঞাতব্য যে, الخليل দ্বারা এখানে সীবাওয়াইহের সম্মানিত শিক্ষক علم العروض-এর প্রবর্তক খলীল ইবনে আহমদই উদ্দেশ্য। আবূ আমর দ্বারা প্রসিদ্ধ নাহুবিদ আবূ আমর ইবনুল আ'লা উদ্দেশ্য। যিনি খলীলের পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন। 'আবুল আব্বাস' প্রসিদ্ধ নাহুবিদ মুবার্‌রাদের উপনাম।

ফায়দা : কোন কোন নামবাচক শব্দ থেকে لام পৃথক করা শুদ্ধ আর কোন কোন স্থানে لام-কে পৃথক করা নিষিদ্ধ? জেনে রাখা উচিত, কোনো علم (নামবাচক শব্দ)-কে لام-এর সাথে প্রণয়ন করা না হলে, তখন তার উপর لام-কে প্রবিষ্ট করা জায়েজ হবে। শর্ত হলো, علم টি মূলত সিফাত হতে হবে। যেমন– الحسن অথবা مصدر হতে হবে। যেমন– الفصل এ সমস্ত শব্দ থেকে لام কে বিলোপ করাও জায়েজ। তবে এ কায়দাটি পরিপূরক নয়। কারণ এমন অনেক علم আছে যেগুলো لام-এর সাথে প্রণীত নয়; অথচ তার উপর لام প্রবিষ্ট হওয়া শুদ্ধ হয় না। যেমন- محمد ও على এ শব্দদ্বয়কে المحمد ও العلى বলা ঠিক হবে না। যদি علم টি এমন ইসিম হয় যার মধ্যে معنى جنس রয়েছে এবং তা দ্বারা প্রশংসা ও তিরস্কার উদ্দেশ্য হয়। যেমন-الاسد ও الكلب তা থেকেও لام-কে বিলোপ করা জায়েজ হবে। আর কোনো علم লামসহ প্রণীত হলে তা থেকে لام-কে বিলোপ করা জায়েজ হবে না। الصعق ও النجم দু'টি তারকার নাম, কারণ এমতাবস্থায় لام টি শব্দাংশ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَالْمُضَافَةُ تُنْصَبُ الخ : المضافة-এর আত্ফ المفردة-এর উপর। যখন মুনাদায়ে মাবনীর تابع মুযাফ হবে তখন শুধুমাত্র যবর বিশিষ্ট হবে। কারণ মুনাদায়ে মুযাফটি যখন যবর বিশিষ্ট হয় তার تابع টিও উত্তমভাবে যবর বিশিষ্ট হবে। কারণ সে সময় তার উপর হরফে নেদা প্রবিষ্ট হয়নি। تاكيد-এর উদাহরণ– يَاتَيْمُ كُلُّهُمْ মুযাফ হবে না। কারণ তার উপর لام দাখিল হওয়া নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَالْبَدَلُ وَالْمَعْطُوفُ الخ : بدل ও ঐ معطوف-এর হুকুম-যার উপর يا প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়, তা স্বতন্ত্র মুনাদার হুকুম রাখে। কারণ بدل-ই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, مبدل منه শুধু ভূমিকা স্বরূপ নেওয়া হয়। কাজেই প্রকৃতপক্ষে بدل ই মুনাদা, مبدل منه নয়। অনুরূপভাবে ঐ معطوف بالحرف যাতে يا প্রবেশ করা নিষিদ্ধ নয়, তা বাস্তবিকপক্ষে স্বতন্ত্র মুনাদা। কারণ এটাতে ঐ আলিফ-লাম নেই- যা হরফে নেদাকে বারণ করে, তাতে হরফে নেদা উহ্য হবে। কাজেই بدل ও معطوف بالحرف -এর হুকুম معرف باللام غير -এর মতো স্বতন্ত্র মুনাদাই হবে। চাই مفرد হোক কিংবা مضاف কিংবা شبه مضاف অথবা نكره হোক। যেমন– وَيَا زَيْدُ رَجُلًا صَالِحًا، يَا زَيْدُ طَالِعًا جَبَلًا، يَا زَيْدُ اَخَا عَمْرٍو، يَا زَيْدُ عَمْرُوا

মা'তূফের মেছাল– يَا زَيْدُ رَجُلًا صَالِحًا، يَازَيْدُ طَالِعًا جَبَلًا، يَا زَيْدُ وَاَخَا عَمْرٍو، يَا زَيْدُ وَعَمْرُو

قَوْلُهُ وَالْعَلَمُ الْمَوْصُوفُ الخ : এটা পূর্ববর্তী কানুন থেকে ইস্তিছনা স্বরূপ। ইতঃপূর্বে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন, যখন মুনাদাটি مفرد معرفة হবে তখন তা সর্বাবস্থায় رفع চিহ্নের উপর মাবনী হবে। এখন বর্ণনা করেছেন যখন মুনাদাটি مفرد معرفه علم হবে এবং علم টি ابن শব্দ দ্বারা মাওসূফ হয়ে ابن শব্দটি অন্য একটি علم-এর দিকে মুযাফ হলে এ প্রক্রিয়ায় প্রথম علم টি যবর হওয়া উত্তম; তবে পেশও জায়েজ। কারণ ঐ ধরনের মুনাদার ব্যবহার আরবি ভাষায় বেশি দেখা যায় যার মধ্যে এ সিফাতগুলো পাওয়া যায়। অত্যধিক ব্যবহারের কারণে তাতে যবর দেওয়া হয়েছে। এটি উচ্চারণে সহজতম হরকত।

* যখন معرف باللام-কে نداء করা ইচ্ছা করা হয় তখন আলিফ-লাম এবং হরফে নেদা এ দু'টি علامة تعريف (মা'রেফার চিহ্ন) এক স্থানে একত্রিত হওয়া অবৈধ হবার কারণে উভয়ের মাঝে একটি اسم مبهم দ্বারা পৃথক করা হবে। اسم مبهم টা মাওসূফ আর معرف باللام টা হবে সিফাত। اسم مبهم-এর কয়েকটি প্রক্রিয়া রয়েছে। যথা– (১) يائے نداء-এর পরে اى এবং هائے تنبيه-কে বৃদ্ধি করা। যেমন– يا اَيُّهَا الرَّجُلُ (২) هذا-কে বৃদ্ধি করা। যেমন– يَا هٰذَا الرَّجُلُ (৩) অথবা اى ও هذا উভয়টিকে বৃদ্ধি করা। যেমন- يَاَيُّهٰذَا الرَّجُلُ

* হরফে নেদার সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশের মতে, তা পাঁচটি। যথা–

هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ (৫) اى (৪) هَيَا (৩) أَيَا (২) يَا (১)

কেউ কেউ বলেছেন– حرف ندا আটটি যথা–(১) يَا (২) أَيْ (৩) هَيَا (৪) أَيْ (৫) هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَقْصُوْرَةٌ (৬) وَا (৮) اىَ (৯) هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَمْدُودَةٌ ।

* همزة مفتوحة এবং اى নিকটবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুকে আহবান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ايا ও هيا শব্দদ্বয় দূরবর্তী ব্যক্তি বা বস্তুকে আহবান করার জন্য এবং يا নিকটবর্তী, দূরবর্তী উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالْخَلِيْلُ فِى الْمَعْطُوْفِ يَخْتَارُ الرَّفْعَ وَاَبُوْ عَمْرٍو الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, الخليل মা'তূফ আলাইহ, فى হরফে জার, المعطوف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম। يختار ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, واو হরফে আত্‌ফ, اَبُوْ عَمْرٍو -এর মধ্যে ابو মুযাফ, عمرو মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে আত্‌ফ হয়েছে الخليل -এর উপর। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা। الرفع মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, النصب মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফঊলে বিহী। يختار ফে'ল, ফায়েল, মাফঊলে বিহী এবং যরফে লগ্‌ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, ابو মুযাফ, العباس মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম। ك হরফে জার, الحسن মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فا জাযাইয়্যাহ, هو উহ্য মুবতাদা, ك হরফে জার, الخليل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে খবর। اَبُو الْعَبَّاسِ মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, لا মুরাক্কাব-তন্মধ্যে ان হরফে শর্ত, لا মূলতঃ لَايَكُنْ كَالْحَسَنِ ছিল। لا হরফে নফী, يكن ফে'ল, যমীর هو তার ইসম, كَالْحَسَنِ পূর্বের ন্যায় তারকীব হয়ে খবর। يكن ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فا জযাইয়্যাহ, উহ্য যমীর هو মুবতাদা, ك হরফে জার, ابى মুযাফ, عمرو মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, المضافة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে শিবহে জুমলা হয়ে সিফাত, التوابع উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদ। تنصب ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে এ'তেরায, البدل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, المعطوف মাওসূফ, غير মুযাফ, ما মাওসূফ, ذكر ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। غير মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদায়ে আউওয়াল। حكم মুযাফ, ہ যমীর যুলহাল, مطلقا শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে ছানী। حكم মুযাফ, المستقل শিবহে ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে সিফাত, المنادى উহ্য মাউসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। حكم মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদায়ে আউওয়াল ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو

হরফে আত্‌ফ, العلم মাওসূফ, الموصوف শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, ابن মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, ابنة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল। مضافا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, علم মাওসূফ, اخر সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। مضافا শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। الموصوف শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। يختار ফে'ল, فتح মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, اذا যরফে যমান মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম, نودى ফে'ল, المعرف শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, اللام মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্‌ব মিলে نودى -এর নায়েবে ফায়েল। نودى ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। قيل ফে'ল, يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ মুরাদুল্লফ্য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, يَا هٰذَا الرَّجُلُ মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, يَاأَيُّهٰذَا الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফদ্বয় মিলে নায়েবে ফায়েল। قيل ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهُ يَاأَيُّهَا الرَّجُلُ الخ : জুমলাসমূহের তারকীব- يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, اى মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ। الرجل সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, هذا মাওসূফ, الرجل সিফাত। মাওসূফ ও মিলে মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল তার যমীর انا ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, ياء হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। اى মুযাফ, هذا মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ। الرجل সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল, উহ্য যমীর انا ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

وَالْتَزَمُوْا رَفْعَ الرَّجُلِ لِاَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ بِالنِّدَاءِ وَتَوَابِعِهِ لِاَنَّهَا تَوَابِعُ مُعْرَبٍ وَقَالُوْا يَا اَللّٰهُ خَاصَّةً وَلَكَ فِىْ مِثْلِ يَاتَيْمَ تَيْمَ عَدِيٍّ اَلضَّمُّ وَالنَّصَبُ وَالْمُضَافُ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ يَجُوْزُ فِيْهِ يَاغُلَامِىَ وَيَا غُلَامِىْ وَيَاغُلَامِ وَيَا غُلَامَا وَبِالْهَاءِ وَقْفًا وَقَالُوْا يَا اَبِىْ وَيَا اُمِّىْ وَيَا اَبَتِ وَيَا اُمَّتِ فَتْحًا وَكَسْرًا وَبِالْاَلِفِ دُوْنَ الْيَاءِ وَيَا ابْنَ اُمِّ وَيَا ابْنَ عَمِّ خَاصَّةً مِثْلُ بَابِ يَاغُلَامِىْ وَقَالُوْا يَا اِبْنَ اُمَّ وَيَا اِبْنَ عَمَّ وَتَرْخِيْمُ الْمُنَادٰى جَائِزٌ وَفِىْ غَيْرِهٖ ضَرُوْرَةً–

অনুবাদ : নাহুবিদরা اَلرَّجُلُ শব্দে رفع পড়াকে আবশ্যক করেছেন। কেননা, ندا-এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য এবং তার (اَلرَّجُلُ-এর) توابع-কে (رفع পড়া আবশ্যক করেছেন)। কারণ, এগুলো মু'রাবের توابع আর তাঁরা বিশেষ করে يَا اَللّٰهُ বলেছেন। তোমার জন্য يَاتَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ (হে আদি গোত্রের লোকেরা !) এরূপ উদাহরণে পেশ ও যবর পড়া এখতিয়ার রয়েছে। যে মুনাদা يائى متكلم-এর দিকে মুযাফ হয়, তাতে يَاغُلَامِىَ، يَاغُلَامِىْ، يَاغُلَامِ، يَاغُلَامَا এবং ওয়াকৃফ অবস্থায় هاء-এর সাথে পড়া জায়েজ রয়েছে। তাঁরা (আহলে আরব) يَااَبِىْ، يَااُمِّىْ، يَاَبَتِ، يَااُمَّتِ যবর ও যেরের অবস্থায় এবং تاء-এর পরে الف-এর সাথে (যথা يَااَبَتَا - يَااُمَّتَا) يا সংযোগ করা ব্যতীত বলেছেন। يَاابْنَ اُمِّ ও يَا ابْنَ عَمِّ-এর মধ্যে বিশেষ করে ياغلامى-এর অধ্যায়ের মতো। (চারটি সুরত জায়েজ) এবং তাঁরা يَا ابْنَ اُمَّ، يَاابْنَ عَمَّ (الف ব্যতীত পড়াও জায়েজ) বলেছেন। মুনাদার তারখীম জায়েজ আর গায়রে মুনাদার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে (জায়েজ)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَالْتَزَمُوْا رَفْعَ الرَّجُلِ الخ : এ জুমলাটিও পূর্ববর্তী জুমলা থেকে ইস্তিছনার মতো। পূর্বোল্লিখিত হয়েছে মুনাদা مبنى مفرد معرفة-এর সিফাতের মধ্যে পেশ ও যবর উভয়টি বৈধ। যেমন- يَازَيْدُ الْعَاقِلُ وَالْعَاقِلَ এ কায়দা থেকে ইস্তিছনা করত: বলা হয়েছে যে,যখন মুনাদা مبنى مفرد معرفة-এর সিফাত معرف باللام হয় এবং মুনাদাটি اَيُّهَا، هٰذَا، اَيُّهٰذَا-এর সাথে মাওসূফ হয়, তখন এ সুরতে নাহুবিদরা মুনাদার সিফাতের মধ্যে শুধুমাত্র পেশ পড়াকে আবশ্যক করেছেন, আর যরকে অবৈধ বলেছেন। কারণ, يَااَيُّهَا الرَّجُلُ-এর মধ্যে رجل-ই উদ্দেশ্য। এটাকে পেশ বিশিষ্ট পড়া আবশ্যক করা হয়েছে যাতে নেদার দ্বারা حركت اعرابية উদ্দেশ্য হবার উপর বুঝায়।

قَوْلُهٗ وَتَوَابِعُهٗ لِاَنَّهَا الخ : توابعه যেরের সাথে পঠিত। الرجل-এর উপর আত্ফ হয়েছে। توابع الرجل-এর মধ্যেও নাহুবিদ্রা رفع পড়াকে আবশ্যক করেছেন। কারণ, এটা মুনাদায়ে মু'রাবের توابع ; মুনাদায়ে মাবনীর توابع-এর মধ্যে রফা' ও নসব (পেশ ও যবর) পড়া উভয়টি জায়েজ ছিল। আর মুনাদায়ে মু'রাবের توابع-এর মধ্যে তা জায়েজ নয়।

قَوْلُهٗ يَا اَللّٰهُ خَاصَّةً : এটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন :** উপরে বর্ণিত হয়েছে معرف باللام কে নেদা করা معرف باللام ও হরফে নেদার মাঝে পৃথককারী ব্যতীত নাজায়েজ। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা দেখছি যে, يا الله-এর মধ্যে معرف باللام-এর নেদা করা হয়েছে। অথচ معرف باللام ও হরফে নেদার মাঝে কোনো فاصله (পৃথককারী) নেওয়া হয়নি। বুঝা যায় কায়দাটি পরিপূর্ণ নয়। **উত্তর :** الله-এর لام টি মাহযূফের বিনিময়ে এসেছে। আর لام টি শব্দের জন্য এমন আবশ্যক যে, কখনো তা হতে পৃথক হয় না। কাজেই ঘনিষ্ঠ সংযুক্তির কারণে কালিমার অংশে পরিণত হয়েছে। যেন তা لام تعريف নয়; বরং কালিমার অংশ। সুতরাং এখানে معرف-এর দু'টি চিহ্ন একত্রিত হয়নি। এরূপ لام হরফে নেদার সাথে একত্রিত

হওয়া বৈধ। যেহেতু لام টি মাহ্যূফের বিনিময়ে এবং তা কালিমার জন্য আবশ্যক হওয়া উভয় বিষয় মাত্র الله। -এর মধ্যে পাওয়া যাবার কারণে এই কায়দায় يَااَللّٰهُ-কে খাস করা হয়েছে।

* الله মূলত الاله ছিল। فاء কালিমার স্থলে অধিষ্ঠিত همزة-কে বিলোপ করত তার বিনিময়ে لام নেওয়া হয়েছে। যদিও বা لام-এ تعليل-এর পূর্বে বিদ্যমান ছিল; কিন্তু تعليل -এর পরে তাকে বিনিময় (عوض) -এর জন্য পরিণত করা হয়েছে। এটা الصعق ও النجم -এর বিপরীত। যদিও উভয় শব্দে لام টি লাযেম; কিন্তু মাহ্যূফের বিনিময়ে নয়। আর الناس -এর মধ্যে لام টি মাহ্যূফের বিনিময়ে হয়েছে, তবে তা উক্ত শব্দের জন্য লাযেম নয়। কেননা, আরববাসীদের ব্যবহারে ناس-ও বলা হয়।

قَوْلُهٗ وَلَكَ فِىْ مِثْلِ يَاتَيْمُ تَيْمَ الخ : مِثْلُ يَاتَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন তারকীব যার মধ্যে মুনাদা আকৃতিগতভাবে مكرر (বারবার) হয় এবং দ্বিতীয়টির পর মুযাফ ইলাইহ উল্লেখিত হয়। অতএব, এই মুনাদার মধ্যে পেশ ও যবর উভয়টি জায়েজ। পেশ হবার কারণ– মুনাদাটি مفرد معرفة আর মুনাদা مفرد معرفة রফা'র উপর মাবনীও হয়ে থাকে। যবর হবার কারণ– তা উল্লিখিত عدى-এর দিকে মুযাফ আর দ্বিতীয় تيم প্রথম تيم-এর তাকীদে লফযী। যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের মাঝে পৃথকীকরণ নাজায়েজ। কাজেই এ পদ্ধতি নাজায়েজ হবে। **উত্তর :** মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের মাঝে فاصله اجنبى নাজায়েজ। পক্ষান্তরে فاصله اجنبى না হলে তখন জায়েজ। যেহেতু দ্বিতীয় تيم এখানে প্রথম تيم-এর তাকিদ। এটা স্পষ্ট যে, تاكيد ও مؤكد উভয়টি একই বস্তু। বুঝা যায় উভয়ের মধ্যে فاصله اجنبى হয়নি। অন্যভাবে উত্তর দেওয়া যায় যে, প্রথম تيم উহ্য عدى বিলুপ্তির উপর কারীনা হয়ে যায়। মূলত يَاتَيْمُ عَدِيٍّ تَيْمَ عَدِيٍّ ছিল। প্রথম عدى শব্দকে বিলোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয় تيم -এর উপর সর্বদা যবর পড়ার কারণে তা হয়তো মুনাদায়ে মুযাফের تابع অথবা স্বয়ং মুযাফের تابع ; অতএব, উভয়াবস্থায় নসব (যবর) পড়া হবে। পূর্ণ শ্লোকটি ছিল–

يَاتَيْمُ تَيْمَ عَدِيٍّ لَا اَبَالَكُمْ * لَا يُلْقِيَنَّكُمْ فِىْ سَوْءَةٍ عُمَرُ

'হে আদী গোত্রের লোকেরা ! তোমাদের পিতা নেই। তোমাদেরকে যেন ওমরের কুৎসা রটনায় লিপ্ত না করে।' এটি কবি জারীরের কবিতা। যখন কবি ওমর তাইমী কবি জারীরের কুৎসা রটনার ইচ্ছা করে তখন কবি জারীর তাইমী গোত্রকে সম্বোধন করে বলেন, হে আদী গোত্রের লোকেরা ! তোমরা আমার কুৎসা রটনার জন্য কবি ওমরকে ছেড়ে দিও না। যদি তোমরা এরূপ কর তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমরা অশুভ আচরণের শিকার হবে। আমি তোমাদের সকলের এমন কুৎসা রটনা করব, এতে তোমরা আমার থেকে রক্ষা পাবে না।

قَوْلُهٗ وَالْمُضَافُ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ الخ : যে মুনাদা ياء متكلم-এর দিকে মুযাফ হয়, তার মধ্যে চারটি সুরত জায়েজ। প্রথমত ياء-কে যবর যোগে পড়া। যেমন– يَاغُلَامِىَ দ্বিতীয়ত তাকে সাকিন পড়া। যেমন– يَاغُلَامِىْ, তৃতীয়ত ياء-কে বিলোপ করত যেরের উপর যথেষ্ট মনে করা। তবে ياء-এর পূর্বাক্ষর যের হতে হবে। নতুবা ياء-কে বিলোপ করা জায়েজ হবে না। যেমন– يافتاوى এটার মধ্যে ياء তে যের না হবার কারণে ياء -কে বিলোপ করা জায়েজ নয়। ياء বিলুপ্ত হবার উদাহরণ– يَاغُلَامِ, চতুর্থত ياء-কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা। যেমন– يَاغُلَامَا।

قَوْلُهٗ وَبِالْهَاءِ وَقْفًا : ঐ মুনাদা যা ياء متكلم-এর দিকে এযাফত হয়, তার প্রাগুক্ত চারটি সুরতের মধ্যে ওয়াক্ফ অবস্থায় هاء প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যাতে وقف ও وصل-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণীত হয়। যেমন–يَاغُلَامَاهْ ، يَاغُلَامِهْ ، يَاغُلَامِيَهْ বলা হয়।

قَوْلُهٗ وَقَالُوْا يَااَبِىْ وَيَااُمِّىْ الخ : আরবগণ يَاغُلَامِىْ -এর মধ্যে উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলো ব্যতীত اَبِىْ ও اُمِّىْ-এর মধ্যে অধিক ব্যবহারের কারণে বিশেষভাবে আরও দু'টি পদ্ধতিকে বৈধ মনে করেন। একটি ياء-কে تاء দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া। যেমন– يَااَبَتِ ,يَااُمَّتِ ; উক্ত تاء-কে ياء-এর হরকত অনুপাতে যবর বিশিষ্ট অথবা ياء হরফের চাহিদারূপাতে যের বিশিষ্ট পড়া হয়। অপর পদ্ধতি الف কে বৃদ্ধি করত يَااَبَتَا ও يَا اُمَّتَا বলা। এমতাবস্থায় الف ও تاء উভয়টি ياء-এর বিনিময়ে হবে। এতে কোনো অসম্ভবের কিছু নেই। কেননা, اَلْجَمْعُ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ তথা দু'টি বিনিময় একত্রিত হওয়া জায়েজ আছে; কিন্তু معوض عنه ও عوض এক জায়গায় একত্রিত হওয়া জায়েজ নেই। তাইতো يَااُمَّتِىْ ও يَا اَبَتِىْ বলা নাজায়েজ হবে।

قَوْلُهٗ وَيَا ابْنَ اُمَّ الخ : يَا ابْنَ عَمِّ ও يَا ابْنَ اُمِّ-এর মধ্যে غُلَامِىْ অধ্যায়ের মতো চারটি সুরত জায়েজ এছাড়াও আরববাসীরা দু'টি উদাহরণে অন্য একটি প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করেছেন যা مضاف الى ياء المتكلم-এর মধ্যে কম ব্যবহার (شاذ)

হয়। আরববাসীরা অধিক ব্যবহার, দীর্ঘ উচ্চারণ এবং ভারী হবার কারণে الف কে বিলোপ করতঃ উপরোক্ত উদাহরণে মীমের উপর যবর পড়াকে যথেষ্ট মনে করেছেন। যেমন- يَا ابْنَ أُمَّ ও يَا ابْنَ عَمَّ বলা জায়েজ। এ দু'টিকে খাস করা হয়েছে মুযাফ ইলাইহ তথা عَمٌّ ও أُمٌّ -এর অনুপাতে, মুযাফ অনুপাতে নয়। যেমন- يَا ابْنَ أَخٍ ও يَا ابْنَ خَالٍ -এর মধ্যে উপরোক্ত চারটি সুরত নাজায়েজ। পক্ষান্তরে يَا بِنْتَ عَمِّ ও يَابِنْتَ أُمِّ-এর মধ্যে ঐ চারটি পদ্ধতি বৈধ।

قَوْلُهُ تَرْخِيْمُ الْمُنَادٰى جَائِزٌ الخ : মুসান্নিফ (র.) এখান থেকে ترخيم-এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন। ترخيم -এর শাব্দিক অর্থ–নরম বা সহজ করা। পারিভাষিক অর্থ অচিরেই পরবর্তী এবারতে আসবে। ترخيم নেদার একটি বৈশিষ্ট্য। ترخيم منادى সর্বাবস্থায় জায়েজ, জরুরত হোক বা না হোক। আর غير مناد-এর মধ্যে ضرورة شعر -এর কারণে জায়েজ। গদ্যের মধ্যে জায়েজ নেই। কারণ, নেদা হালকা করার স্থান। তার দ্বারা গায়রে নেদা উদ্দেশ্য। সুতরাং উচিত হবে যথা সম্ভব নেদা থেকে অবসর হয়ে উদ্দেশ্য পৌঁছে যাওয়া।

* জরুরতের কারণে ترخيم জায়েজ হবার উদাহরণ– আরবের বিখ্যাত কবি ذوالرمة তাঁর প্রিয়ভাজন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন– دِيَارُ مَيَّةَ إِذْ مِيُّ تُسَاعِفُنَا * وَلَا يُرَى مِثْلُهَا عَرَبٌ وَلَاعَجَمٌ

এ শ্লোকে ديار শব্দটি الزموا উহ্য ফে'ল হতে মাফউলে বিহী, إذ তা'লীলের জন্য ব্যবহৃত। مى মুবতাদায়ে মুরাখ্‌খম। মূলত مية ছিল। এখানে ترخيم না করা হলে بحر -এর ওযনে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। تُسَاعِفُنَا অর্থ–تُسَاعِدُنَا ; যা মুবতাদায়ে মুরাখ্‌খামের খবর হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالْتَزَمُوْا رَفْعَ الرَّجُلِ لِأَنَّهُ الْمَقْصُوْدُ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, التزموا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, رفع মুযাফ, الرجل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, توابع মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। رفع মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ل হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه যমীর তার ইসম, المقصود শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, النداء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। المقصود তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে খবর। ইসম ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, لام হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ها তার ইসম, توابع মুযাফ, معرب মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে লগ্‌ব। التزموا ফে'ল, ফায়েল, মাফউলে বিহী এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, قالوا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, ياالله মুরাদুল্ লফ্‌য যুলহাল, خاصة হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাফউলে বিহী। ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। জুমলাটির তারকীব–ياء হরফে নেদা ادعو ফে'লের স্থলাভিষিক্ত, الله মাফউলে বিহী, ادعو ফে'ল, তার ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ,ل হরফে জার, ك যমীরে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। جاز উহ্য ফে'ল, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, ياتيم الخ মুরাদুল্ লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। الضم মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, النصب মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে جاز উহ্য ফে'লের ফায়েল। ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

কবিতাংশের তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। تيم মুয়াক্কাদ, দ্বিতীয় تيم মুযাফ, عدى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তার তাকীদ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَالْمُضَافُ إِلٰى يَاءٍ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, المضاف শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, ياء মুযাফ, المتكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। المضاف তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সিফাত। المنادى উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। يجوز ফে'ল, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ياغلامى মুরাদুল্ লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, ياغلامى মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, ياغلام মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, ياغلاما মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফত্রয় মিলে ফায়েল। يجوز ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ

হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। বিস্তারিত তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, غلامى -এর মধ্যে غلام মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। غلامى-এর মধ্যে غلام মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুনাদা মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত, غلام মুযাফ, উহ্য يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ মিলে মুনাদা মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। যমীর انا ফায়েল, غلاما-এর মধ্যে غلام মুযাফ, يائے متكلم যা আলিফে পরিবর্তিত হয়েছে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, উহ্য যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, باء হরফে জার, الهاء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابتة-এর সাথে যরফে মুস্তাকার। وقفا উহ্য মুযাফের সাথে তথা حالة الوقف মাফউলে ফীহ্ অথবা হাল হয়েছে উহ্য ফে'লের ফায়েল থেকে। ثابتة শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ্ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, قالوا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, يا ابى মুরাদুল্লফ্য মা'তূফ অ'লাইহ। واو হরফে আত্ফ, يامى মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, يابت মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, يا امت মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল, فتحا হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। واو হরফে আত্ফ, كسرا শব্দটি فتحا -এর উপর আত্ফ হয়েছে। يا ابى মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মাফউলে বিহী। دون মুযাফ, الياء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মাফউলে ফীহ। قالوا ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে বিহী ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

বিস্তারিত তারকীব– ياء হরফে নেদা যা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, اب মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুনাদা মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ام মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল এবং মাফউলে মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। اب মুযাফ, يائے متكلم-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত ت মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত। ام মুযাফ, يائے متكلم -এর বিনিময়ে ব্যবহৃত ت মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَيَا ابْنَ أُمَّ الخ : واو হরফে আত্ফ অথবা ইস্তীনাফ, يا ابن ام মুরাদুল্ লফ্য, মা'তূফ আলাইহ,واو হরফে আত্ফ, يا ابن عم মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল, خاصة শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هى ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা। مثل মুযাফ, باب মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, غلامى মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, ابن মুযাফ, ام মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, উহ্য يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। ام মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا ابن عم-এর তারকীবও অনুরূপ হবে।

قَوْلُهُ وَقَالُوا يَا ابْنَ الخ : واو হরফে আত্ফ, قالوا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, يا ابن ام মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, يا ابن عم মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, ترخيم মুযাফ, المنادى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। جائز শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, فى হরফে জার, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুস্তাকার হয়েছে يفعل উহ্য ফে'লের সাথে। يفعل ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, ضرورة মাফউলে লাহু। ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, মাফউলে লাহু ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

وَهُوَ حَذْفٌ فِيْ اٰخِرِهٖ تَخْفِيْفًا وَشَرْطُهٗ اَنْ لَّا يَكُوْنَ مُضَافًا وَلَا مُسْتَغَاثًا وَلَا جُمْلَةً وَيَكُوْنَ إِمَّا عَلَمًا زَائِدًا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَحْرُفٍ وَإِمَّا بِتَاءِ التَّانِيْثِ فَاِنْ كَانَ فِيْ اٰخِرِهٖ زِيَادَتَانِ فِيْ حُكْمِ الْوَاحِدَةِ كَاَسْمَاءَ وَمَرْوَانَ اَوْ حَرْفٌ صَحِيْحٌ قَبْلَهٗ مَدَّةٌ وَهُوَ اَكْثَرُ مِنْ اَرْبَعَةِ اَحْرُفٍ حُذِفَتَا وَاِنْ كَانَ مُرَكَّبًا حُذِفَ الْاِسْمُ الْاَخِيْرُ وَاِنْ كَانَ غَيْرُ ذٰلِكَ فَحَرْفٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فِيْ حُكْمِ الثَّابِتِ عَلَى الْاَكْثَرِ فَيُقَالُ يَاحَارِ وَيَا ثَمُوْ وَيَاكَرَوَ وَقَدْ يُجْعَلُ اِسْمًا بِرَأْسِهٖ فَيُقَالُ يَاحَارُ وَيَا ثَمِيْ وَيَاكَرَا وَقَدِ اسْتَعْمَلُوْا صِيْغَةَ النِّدَاءِ فِي الْمَنْدُوْبِ وَهُوَ الْمُتَفَجَّعُ عَلَيْهِ بِيَاءٍ اَوْ وَا وَاخْتُصَّ بِوَا-

---

অনুবাদ : সহজতার জন্য তার (منادى-এর) শেষে বিলোপ করাকে ترخيم বলে। তার (ترخيم-এর) শর্ত মুনাদাটি مضاف, مستغاث ও جملة না হওয়া, মুনাদাটি এমন علم হয়তো তা তিনাক্ষর থেকে অতিরিক্ত অথবা تائے تانيث যুক্ত علم হবে। যদি মুনাদার শেষে এমন দু'টি হরফ থাকে, যা একটি হরফের হুকুমে হয়। যেমন- اَسْمَاءُ, مَرْوَانُ অথবা এমন একটি হরফে সহীহ্ হয় যার পূর্বাক্ষর মদের হরফ– এমতাবস্থায় যে, তা চার হরফ থেকে অধিক হয়, তাহলে উভয় হরফকে বিলোপ করা হবে। যদি মুনাদাটি مركب হয়, তাহলে শেষের ইসমকে বিলোপ করা হবে। আর এরূপ না হলে একটি হরফ বিলোপ করা হবে। তা (منادى مرخم) অধিকাংশ ব্যবহারে বিলুপ্ত হরফ লিখিত হরফের হুকুমে হয়ে থাকে। বলা হবে يَاحَارِ (হে হারেছ !), يَاثَمُوْ (হে ছামূদ !), يَاكَرَوَ (হে বড় জাতের মোরগ!)। কখনো তাকে (منادى مرخم-কে) স্বতন্ত্র ইসম হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়। তখন বলা হবে يَاحَارُ, يَاثَمِيْ, يَاكَرَا আর নিশ্চয়ই আরববাসীরা নেদার সীগাহ্‌কে মানদূবের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। আর তা ঐ ইসম, যার উপর ياء অথবা وا-এর মাধ্যমে বিলাপ (দুঃখ) প্রকাশ করা হয়। মানদূবকে وا -এর সাথে খাস করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : ترخيم-এর শাব্দিক অর্থ-নরম বা সহজ করা। পারিভাষিক অর্থ–সহজতার জন্য منادى-এর শেষাংশ হতে এক বা একাধিক হরফ বিলোপ করা। এটা তিন প্রকার। যথা-(১) ترخيم اللفظ للنداء (২) ترخيم اللفظ للضرورة الشعرية (৩) ترخيم اللفظ للتصغير এখানে প্রথম প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ترخيم আরববাসীদের নিকট প্রচলিত ছিল। যেমন–এক গ্রাম্য আরববাসী স্বীয় পুত্র عامر-কে নসিহত করতে গিয়ে বলল– يَاعَامِرُ صَدَاقَةُ اللَّئِيْمِ نَدَامَةٌ وَمَدَارَاتُهٗ سَلَامَةٌ এখানে عامر শব্দের শেষাক্ষর 'ر' বিলোপ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি গেঁয়ো আরববাসী মহিলাকে নিজের গুণাবলি সম্পর্কে রচিত গান গাইতে শুনে বলল– يَا اَعْرَابِيْ دَعِيْ مَا اَنْتَ فِيْهِ ، فَمَنْ حَدَّثَ النَّاسَ عَنْ نَفْسِهٖ بِمَا يَرْضٰى تَحَدَّثُوْا عَنْهُ بِمَا يَكْرَهُ এখানে يَا اَعْرَابِيْ শব্দটি মূলত اعرابية ছিল। শেষ হরফ تاء-কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ حَذْفٌ فِيْ اٰخِرِهٖ الخ : এখানে هو যমীরটি সাধারণ ترخيم বা ترخيم منادى-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। যদি هو-এর প্রত্যাবর্তিত স্থল ترخيم منادى হয়, তাহলে اخره-এর ه যমীরটি منادى-এর দিকে ফিরবে। আর যদি যমীরের মারজি' সাধারণ ترخيم হয়, তবে اخره-এর যমীর তার দিকে ফিরবে। এমতাবস্থায় এ সংজ্ঞাটি সাধারণ তারখীমের হবে। ترخيم منادى -এর সংজ্ঞা তার অধীনে অর্জিত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ شَرْطُهٗ اَنْ لَّا يَكُوْنَ : মুসান্নিফ (র.) এখানে থেকে ترخيم منادى -এর শর্তসমূহের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এ শর্তগুলো ধর্তব্য হবে যখন গদ্যে ترخيم হয়ে থাকে। পদ্যে বা কবিতায় ترخيم পতিত হবার জন্য কোনো শর্ত নেই।

কারণ, জরুরি হবার উপর তার ভিত্তি। আর জরুরতের জন্য কোনো শর্ত থাকে না। শর্ত হলো মোট চারটি। তন্মধ্যে তিনটি না-সূচক অপরটি হ্যাঁ-সূচক। شرطه-এর যমীরটিও মারজা' অনুপাতে দু'ধরনের অবকাশ রাখে। ه যমীরটি ترخيم منادى-এর দিকে ফিরে অথবা সাধারণ ترخيم-এর দিকে। তবে দ্বিতীয়াবস্থায় আপত্তি উথাপিত হয় যে, উল্লিখিত শর্তসমূহ ترخيم منادى-এর জন্য; সাধারণ ترخيم-এর জন্য নয়। কাজেই ه যমীরের মারজি' কিভাবে মুত্লাক তারখীম হতে পারে? **উত্তর** : এখানে ইবারত উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত ছিল– شَرْطُهُ اَىْ شَرْطُ التَّرْخِيْمِ اِذَا كَانَ وَاقِعًا فِى الْمُنَادٰى

قَوْلُهُ اَنْ لَّا يَكُوْنَ مُضَافًا : একটি শর্ত হলো, মুনাদা মুযাফ না হওয়া। কারণ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ অর্থানুপাতে একটি কালিমার হুকুমে হয়, যেরূপ কোনো একটি কালিমার সমস্ত অংশ ছাড়া তা পরিপূর্ণ হয় না, তেমনিভাবে মুযাফের অর্থ মুযাফ ইলাইহের সাথে মিলিত হওয়া ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না। কাজেই অর্থানুপাতে উভয়টি একই কালিমা। তবে শব্দানুপাতে দু'কালিমা। আর উভয়টির উপর দু'টি اعراب ব্যবহৃত হয়। ترخيم সর্বদা কালিমার শেষে হয়ে থাকে। এখানে তা হতে পারে না। কারণ, অর্থানুপাতে দাবি করে যে, মুযাফ ইলাইহের শেষে বিলোপ হোক, শব্দানুপাতে দাবি করে যে, মুযাফের শেষে বিলুপ্ত হোক। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের মধ্যে ترخيم করার ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব আবশ্যক হওয়াতে اِذَا تَعَارَضَا تَسَاقَطَا সূত্রানুপাতে কোনটি থেকে ترخيم হবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَغَاثًا وَلَا جُمْلَةً : তারখীমে মুনাদার জন্য শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত مستغاث না হওয়া। কারণ, منادى مستغاث-এর মধ্যে দীর্ঘতা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে; তাইতো তার শেষে আলিফ অতিরিক্ত হয়। তারখীম চায় সংক্ষিপ্ত হওয়াকে, مستغاث চায় দীর্ঘতাকে। কাজেই উভয়ই পরস্পর বিরোধী হয়েছে। منادى مرخم টি জুমলা না হওয়া অপর একটি শর্ত। কারণ জুমলা যে সময় علم (নামবাচক) হবে মাবনী হবে। অন্যথায় আশ্চর্যজনক কাহিনীর উপর তার দালালত বাকি থাকবে না। জুমলা মাবনী হলে তাতে তারখীম হতে পারে না।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنُ اِمَّا عَلَمًا زَائِدًا الخ : মুসান্নিফ (র.) عدمى তথা না-সূচক শর্তসমূহ আলোচনার পর وجودى বা হ্যাঁ-সূচক শর্তসমূহের আলোচনা শুরু করেছেন। ترخيم منادى-এর জন্য শর্ত মুনাদাটি علم ও তিনাক্ষর থেকে অতিরিক্ত হওয়া। কারণ, علم টি অধিক ব্যবহৃত হয় বিধায় ترخيم-এর মাধ্যমে তার সহজতা জরুরি। তিনাক্ষর থেকে বেশি হওয়ার শর্ত এ জন্য যে, ترخيم-এর পরে যাতে اسم معرب তার اقل وزن তথা তিনাক্ষর অবশিষ্ট থাকে। যদি মুনাদাটি علم না হয়, তাহলে তার জন্য শর্ত تاء تانيث-এর সাথে মুনাদাটি যুক্ত থাকা। যদিও বা تاء বিলুপ্তির পর দু'টি হরফ অবশিষ্ট থাকে। যেমন–ثبة ও شاة যথাক্রমে অর্থ–দল ও বকরি। এখানে উভয়টিতে দু'টি করে হরফ বিদ্যমান থাকা ترخيم-এর কারণে; বরং تاء বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এটাতে তিনটি হরফ থেকে কম। কেননা, تاء টি অন্য একটি হরফ, যা ধর্তব্য নয়।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ فِىْ اٰخِرِهٖ الخ : মুসান্নিফ (র.) ترخيم-এর শর্তসমূহ থেকে আবসর হবার পর এখানে বিলুপ্ত হরফের পরিমাণ বর্ণনা করেছেন। যদি মুনাদার শেষে এমন দু'টি অতিরিক্ত হরফ হয় যেগুলো অতিরিক্ততা একই সাথে হবার কারণে একটি অক্ষরের حكم-এর মধ্যে গণ্য। যেমন– اَسْمَاءُ এটা افعال-এর ওযনে নয়; বরং فَعْلَاءُ -এর ওযনে اسم-এর বহুবচন। مَرْوَانُ-এর মধ্যে الف, نون পুংলিঙ্গের জন্য। আর اَسْمَاءُ-এর মধ্যে অতিরিক্ত হরফ تانيث-এর জন্য ব্যবহৃত। এ দু'টোতে একই সাথে দু'টি হরফ অতিরিক্ত হওয়ায় ترخيم করার সময়ে ঐ দু'টি হরফকে বিলোপ করা হবে। যেমন– يا اسم ও يامرو বলা হবে। অনুরূপভাবে منادى-এর শেষে যদি হরফে সহীহ এবং তার পূর্বাক্ষর এমন মদের হরফ তথা হরফে ইল্লাত হয় যার পূর্বাক্ষরের হরকত এক জাতীয় হবে, এ সময়েও ترخيم করতে গেলে শেষের থেকে দুটি হরফকে বিলোপ করা হবে। তবে শর্ত ইসমটি চার অক্ষর বিশিষ্ট হতে হবে। যেমন–عمار، منصور ও مسكين এগুলোর প্রত্যেকটি হতে তারখীমের সময়ে দু'টি হরফ বিলোপ করা হবে। একটি হরফে সহীহ অপরটি مدة হরফ। কারণ, শুধুমাত্র হরফে সহীহকে বিলোপ করত মাদ্দাহ তথা মূলবর্ণকে বাকি রাখলে صَلْتَ عَلَى الْاَسَدِ وَبُلْتَ عَنِ النَّقْدِ (বাঘের উপর হামলা করেছ আর বকরির উপর তুমি প্রসাব করে দিয়েছ)-এর মতো প্রযোজ্য হবে। অবশ্যই হরফে সহীহের সাথে মাদ্দাহ তথা মূলবর্ণকেও বিলোপ করা হবে। কারণ মদের হরফ বিলুপ্তির জন্য অধিক উপযুক্ত। এখানে চার অক্ষর হতে অতিরিক্ত হবার শর্ত আরোপের কারণ, দু'টি হরফ বিলোপ করার পরও যাতে কালিমা নিম্নতম ভিত্তির উপর বহাল থাকে।

* যদি মুনাদাটি مركب হয় এবং তা مركب اسنادى ও مركب اضافى না হয়, তাহলে তার শেষাক্ষরকে বিলোপ করা হবে। কারণ, مركب একটি কালিমার হুকুমে হয়। তাই দ্বিতীয় ইসমকে শেষাক্ষর হিসেবে বিলোপ করা হবে। মুনাদাটি উপরোক্ত তিন প্রকারের কোনো একটি না হলে তারখীম করার সময়ে একটি হরফ বিলোপ করা হবে। যেমন- يَاخَالِدُ কে তারখীম করে পড়ার সময় يَاخَالِ বলা হবে। আহ্‌লে আরবের অধিকাংশ ব্যবহারে দেখা যায় منادى مرخم টি তারখীমের পর সাব্যস্ত থাকার হুকুমে হয়ে থাকে। যেন মাহযূফ তার শেষে হয়েছে ; অন্যান্য অংশ তারখীমের পূর্বে যেরূপ ছিল সেরূপ থাকবে। যেমন- يَاحَارِثُ -এর মধ্যে يَاحَارِ ,يَاثَمُوْدُ-এর মধ্যে يَاثَمُوْ এবং يَاكَرَوَانُ-এর মধ্যে يَاكَرَوَ বলা হবে। এটার চেয়ে বেশি পরিবর্তন করা হবে না।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يُجْعَلُ اِسْمًا الخ : কখনো منادى مرخم-কে স্বতন্ত্র ইসম ধরা হয় ; যেন তা থেকে কোন হরফ বিলুপ্ত হয়নি। অতএব, তার সাথে بناء ও تعليل-এর ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ইসমের মতো ব্যবহার করা হবে। যেমন- يَاحَارِثُ -এর মধ্যে يَاحَارُ (را ،) কালিমাকে পেশ যোগে) বলা হবে। কারণ, এটা মুনাদা مفرد معرفة তাই তা مَبْنِىْ عَلَى الضَّمِّ হবে। يَا ثَمُوْ-এর মধ্যে يَاثَمِىْ বলা হবে। কারণ, এটা اسماء متمكنة-এর মধ্যে একটি ইসম। এটার শেষাক্ষর واو ও পূর্বাক্ষর পেশ হবার কারণে সরফী কায়দানুপাতে واو-কে ياء এবং ياء -এর সামঞ্জস্যতার জন্য পেশকে যের দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে يَاكَرَوَ তে يَاكَرَا বলা হবে। কারণ, তার পূর্বাক্ষর যবর হবার ফলে قَالَ-এর কায়দানুপাতে واو কে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

كَرَوَانُ-এর পরিচয় : এটা পুংলিঙ্গ, তার স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ كَرَوَانَةٌ-এর বহুবচন كَرَاوِيْنُ - كَرَوَانُ ব্যবহৃত হয়। লম্বা গলা বিশিষ্ট ধূসর বর্ণের একটি পাখি। এটাকে বাংলা ভাষায় 'কোকিল' বলা হয়। যেমন– ড. ত্বাহা হোসাইন -এর লিখিত উপন্যাস " دُعَاءُ الْكَرَوَانِ"-এর অনুবাদ করতে গিয়ে আব্দুস্ সাত্তার সাহেব লিখেছেন– 'কোকিলের ডাক'। এটি হালাল প্রাণী। যার গোশ্ত ও চর্বি খেলে আশ্চর্যজনকভাবে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায়। 'আল-মুনজিদ' অভিধানে উল্লেখ রয়েছে– طَائِرٌ مِنْ رُتْبَةِ طَوَالِ السَّاقِ وَفَصِيْلَةِ دَجَاجِيَّاتِ الْاَرْضِ، اِغْبَرَّ اللَّوْنُ طَوِيْلُ الْمِنْقَارِ - قِيْلَ اِنَّهٗ لَايَنَامُ اللَّيْلَ এ পাখিটির ঠোঁট লম্বা। রাতে ঘুমায় না।

قَوْلُهٗ وَقَدِ اسْتَعْمَلُوْا صِيْغَةَ الخ : কখনও نداء-এর সীগাহকে مندوب-এর মধ্যে ব্যবহার করা হয়। এখানে نداء-এর সীগাহ দ্বারা উদ্দেশ্য ياء , অন্য কোনো হরফে নেদা নয়। কারণ, এটিই হরফে নেদার মধ্যে অত্যধিক প্রসিদ্ধ। তাই তার মধ্যে এমন প্রশস্ততা প্রদান করা হয়েছে যে, তা غير منادى-এর মধ্যেও ব্যবহৃত হয়। আর مندوب হলো ندب থেকে নির্গত। অর্থ–দুঃখ প্রকাশ করা, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্রন্দন করা। পরিভাষায়– مندوب ঐ ইসমকে বলে, যার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করা হয়। مندوب -এর জন্য শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করা হয়েছে وا-কে। তা منادى-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। এখন একটি প্রশ্ন জাগে যে, মুসান্নিফ (র.) প্রথমে একথা বলেছেন যে, ندا-এর সীগাহ مندوب-এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানদূব وا এর সাথে নির্দিষ্ট নয়। পরক্ষণে বলেছেন, مندوب -কে খাস্ করা হয়েছে وا-এর সাথে। وا ব্যতীত তা পাওয়া যায় না। উভয় কথার মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। **উত্তর :** باء-কে খাস্ করার মধ্যে কায়দা হলো যে, তা مختص به-এর উপর প্রবেশ করে। তবে কখনও مختص -এর উপরও প্রবিষ্ট হয়। যেমন– خَصَّصْتُ فُلَانًا بِالذِّكْرِ (আমি অমুক ব্যক্তিকে জিকিরের সাথে খাস করেছি)। এখানে ذكر-কে فلان-এর সাথে খাস্ করা হয়েছে। তাই ذكر হলো مختص এবং فلان হলো مختص به , এ অর্থ দাঁড়ায় যে, ذكر অমুক ব্যতীত পাওয়া যায় না। অতএব, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি وَاخْتُصَّ بِوَا -এর মধ্যে با টি مختص-এর উপর দাখিল হয়েছে। এর অর্থ হবে, مندوب টি واو ব্যতীত পাওয়া যায় না। কারণ, এ অর্থ তখনই হবে, যখন با টি مختص به-এর উপর প্রবিষ্ট হয়। আর مختص এর উপর با প্রবিষ্ট হওয়া এখানে সঠিক নয়। নতুবা নিষিদ্ধ বস্তু আবশ্যক হবে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি দোষযুক্ত হবে না। স্মর্তব্য যে, مندوب-এর ব্যবহার কয়েকভাবে হয়। যেমন–

১. শব্দের শেষে দীর্ঘ আওয়াজ হবার জন্য الف বৃদ্ধি করা হয়। যেমন– وَا زَيْدَا ، وَا يُوْسُفَا

২. وقف -এর অবস্থায় الف-এর পর " ه " ও বৃদ্ধি করা হয়। যেমন–وَامُصِيْبَتَاهُ

৩. মিলে যাবার আশংকা থাকলে الف-কে বিলোপ করে পড়া যায়। যেমন–جمع مذكر-এর উপর আফসোস্ করত وَا غُلَامَكُمُوْهُ বলা যাবে। যদি তাতে الف বৃদ্ধি করা হয়, তাহলে দ্বি-বচনের সীগাহর সাথে التباس হয়ে যাবে। যথা- وَا غُلَامَكُمَاهُ তাই الف নেওয়া শুদ্ধ হবে না।

৪. الف ও "ه" ব্যতীত مندوب হতে পারে। যেমন–وَا رَأْسِيْ ; হযরত ওসমান যুন্নূরাইন (রা.)-এর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে এক গেঁয়ো আরব বলল– وَا عُثْمَانُ وَا عُثْمَانُ اَتَابَكَ اللّٰهُ وَاَرْضَاكَ فَلَقَدْ كُنْتَ عَامِرَ الْقَلْبِ بِالْاِيْمَانِ شَدِيْدَ الْحِرْصِ عَلٰى دِيْنِكَ بَارًّا بِالْفُقَرَاءِ مُقَنِّعًا بِالْحَيَاءِ

এখানে عثمان শব্দটি المتفجع عليه হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। একজন লোক তার বন্ধুর উপস্থিতিতে উহ্ উহ্ শব্দ উচ্চারণ করায় বন্ধু জিজ্ঞেস করল তোমার কিছু হয়েছে? মাথা চেপে ধরে বলল, وَا رَأْسِيْ। উহ্ আমার মাথা ব্যথা করছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَهُوَ حَذْفٌ فِيْ اٰخِرِهٖ تَخْفِيْفًا الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, هو মুবতাদা, حذف মাসদার, فى হরফে জার, اخر মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। تخفيفا মাফউলে লাহু। حذف মাসদার, তার যরফে লগ্‌ব ও মাফউলে লাহু মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, شرط মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, ان মাউসূলে হরফী, لايكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম। مضافا শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, لا যায়েদা, مستغاثا শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফে'ল মিলে মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, لا যায়েদা, جملة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, يكون ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, اما হরফে তারদীদ علما মাওসূফ, زائدا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ثلثة মুযাফ, احرف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। زائدا শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে যায়েদা, اما হরফে আত্‌ফ, با হরফে জার, تاء মুযাফ, التانيث মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ। علما মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। يكون ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সেলাহ। মাওসূফ ও সেলাহ মিলে ব-তাবীলে মুফরাদ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فا তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত। كان ফে'লে নাকেস, فى হরফে জার, اخر মুযাফ, ه যুলহাল, واو হালিয়া, هو মুবতাদা, اكثر শিবহে ফে'ল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, من হরফে জার, اربعة মুযাফ, احرف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে। اكثر শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। اخر মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابتتين -এর সাথে। ثابتتين শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। زيادتان মাওসূফ, فى হরফে জার, حكم মুযাফ, الواحدة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتتان উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتتان শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। زيادتان মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আ'তফ। حرف মাওসূফ, صحيح সিফাতে আউয়াল, قبل যরফে মকান মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফ। مدة ফায়েল, যরফ ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ যরফিয়্যাহ হয়ে সিফাতে ছানী। حرف মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে মা'তূফ, زيادتان মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে ইসমে মুয়াখ্‌খার। ফে'লে নাকেস-তার ইসমে মুয়াখ্‌খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য। اسماء মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, مروان মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে।ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو উহ্য ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو মুবতাদা

মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযা। حذفتا ফে'ল ও যমীর هما নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, مركبا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। حذف ফে'ল, الاسم মাওসূফ, الاخير সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল। حذف ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম। غير মুযাফ, ذالك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, حرف মাওসূফ, واحد সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল হয়েছে يحذف উহ্য ফে'লের। يحذف ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ অথবা ইস্তীনাফ, هو মুবতাদা, فى হরফে জার, حكم মুযাফ, الثابت সিফাত, المنادى উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার উহ্য ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। على হরফে জার, الاكثر শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। الاستعمال উহ্য মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকারদ্বয় মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء ফসীহা, يقال ফে'ল, ياحار মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, ياثمو মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ياكرو মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ- তার মা'তূফদ্বয়ের সাথে মিলে নায়েবে ফায়েল। يقال ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত উহ্য রয়েছে অর্থাৎ إذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَا শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

জুমলাসমূহের বিস্তারিত তারকীব– يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাখিষিক্ত, حار মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল ও তার ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। يا হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। كرو মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

وَقَدْ يُجْعَلُ إِسْمًا بِرَأْسِهِ الخ : واو হরফে আত্ফ, يُجْعَلُ ফে'ল, উহ্য যমীর هُوَ নায়েবে ফায়েল, إِسْمًا মাওসূফ, با হরফে জার, رأس মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثَابِتًا-এর সাথে। ثَابِتًا উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هُوَ ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। إِسْمًا মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। يُجْعَلُ ফে'ল, যমীর هو তার নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। فاء ফসীহা। يقال ফে'ল, ياحار মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, ياثمى মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ياكرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে নায়েবে ফায়েল। يقال ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, قد তাহকীকের জন্য, استعملوا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, صيغة মুযাফ, النداء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে বিহী। فى হরফে জার, المندوب মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। استعملوا ফে'ল, তার ফায়েল, মাফঊলে বিহী ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, هو মুবতাদা المتفجع শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউয়াল। শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। با হরফে জার, ياء মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, وا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী হয়েছে المتفجع-এর সাথে। المتفجع শিবহে ফে'ল। নায়েবে ফায়েল এবং উভয় যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, اختص ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, وا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

وَحُكْمُهُ فِى الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ حُكْمُ الْمُنَادٰى وَلَكَ زِيَادَةُ الْاَلِفِ فِىْ اٰخِرِهٖ فَاِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ قُلْتَ وَا غُلَامَكِيْهِ وَا غُلَامَكُمُوْهُ وَلَكَ الْهَاءُ فِى الْوَقْفِ وَلَايُنْدَبُ اِلَّا الْمَعْرُوْفُ فَلَا يُقَالُ وَا رَجُلَاهُ وَامْتَنَعَ وَا زَيْدُ الطَّوِيْلَاهُ خِلَافًا لِيُوْنُسَ وَيَجُوْزُ حَذْفُ حَرْفِ النِّدَاءِ اِلَّا مَعَ اِسْمِ الْجِنْسِ وَالْاِشَارَةِ وَالْمُسْتَغَاثِ وَالْمَنْدُوْبِ نَحْوُ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاَيُّهَا الرَّجُلُ وَشَذَّ اَصْبِحْ لَيْلُ وَافْتَدِ مَخْنُوْقُ وَاَطْرِقْ كَرَا وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُنَادٰى لِقِيَامِ قَرِيْنَةٍ جَوَازًا مِثْلُ اَلَا يَا اُسْجُدُوْا-

---

অনুবাদ : তার (مندوب-এর) হুকুম মু'রাব ও মাবনী হবার ক্ষেত্রে মুনাদার হুকুমের মতো। তার শেষে الف-কে বৃদ্ধি করা তোমার এখতিয়ার রয়েছে। অতঃপর মিলে যাবার আশংকা থাকলে তুমি বলবে وَا غُلَامَكِيْهِ ও وَا غُلَامَكُمُوْهُ ওয়াক্‌ফ অবস্থায় هَا কে বৃদ্ধি করা তোমার ইখতিয়ার রয়েছে। معروف ব্যতীত مندوب হয় না। সুতরাং وَارَجُلَاهُ বলা যাবে না। وَا زَيْدُ الطَّوِيْلَاهُ বলা নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে ইউনুস নাহুবিদের মতবিরোধ রয়েছে। হরফে নেদাকে বিলোপ করা বৈধ; কিন্তু اسم الجنس , اشارة, مستغاث ও مندوب-এর সাথে (জায়েজ নেই)। যেমন- يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا, اَيُّهَا الرَّجُلُ আর اَصْبِحْ لَيْلُ (হে রাত! তুমি সকাল হও), اِفْتَدِ مَخْنُوْقُ (হে কণ্ঠরোধ্য! তুমি মাল দাও), اَطْرِقْ كَرَا (হে কোকিল! তুমি নিচে নেমে আস) এগুলোতে হরফে নেদাকে বিলোপ করা কম ব্যবহৃত। قرينة পাওয়া যাবার সময়ে মুনাদাকে জায়েজ হিসেবে বিলোপ করা হয়। যেমন- اَلَا يَا اسْجُدُوْا

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ فِى الْاِعْرَابِ الخ : মু'রাব ও মাবনী হবার দিক থেকে مندوب-এর হুকুম মুনাদার হুকুমের ন্যায়। مندوب যদি مفرد معرفة হয়, তাহলে পেশের উপর মাবনী হবে। যেমন- وَازَيْدُ অন্যথায় نصب হবে। যেমন- وَا زَيْدُ الطَّوِيْلَاهُ জমহুর নাহুবিদদের মতে সিফাতের শেষে مندوب -এর চিহ্ন মিলানো যাবে না। কাজেই وَاعَبْدُ اللّٰهِ বলা নিষিদ্ধ। তবে মুযাফ ইলাইহ শেষে জায়েজ। কেননা, মুযাফটি মুযাফ ইলাইহ ছাড়া পূর্ণ হয় না; কিন্তু মাওসূফটি সিফাত ছাড়াও পূর্ণ হয়। অপরিচিত কোনো ব্যক্তির উপর مندوب হয় না। তাইতো وَارَجُلَاهُ বলা যাবে না। কেননা, مندوب টি সব সময় معروف ও مشهور ব্যক্তির উপর হয়, অপরিচিত ব্যক্তির উপর হয় না।

উল্লিখিত ইবারত দ্বারা বুঝা যায়- মুনাদা যেরূপ مفرد معرفة ، مضاف ، شبه مضاف ও نكرة -এ চার প্রকারে বিভক্ত হয়, তদ্রূপ مندوب ও চার প্রকারে বিভক্ত হয়ে থাকে; অথচ مندوب নাকেরা হয় না। এ সন্দেহের অপনোদন কল্পে বলা যায়- আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এ দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন اِذَا وَقَعَ عَلٰى صُوْرَةٍ مِنْ صُوَرِ الْمُنَادٰى অর্থাৎ যখন মানদূব মুনাদার সুরতসমূহ থেকে কোনো একটি সুরতে পতিত হয়, তখন তার হুকুম মুনাদার হুকুমের মতো হবে না। সুতরাং মানদূব মুনাদার মতো চারটি প্রকারে বিভক্ত হওয়া বুঝা যায় না। অন্য একটি **উত্তর :** গ্রন্থকার সাধারণভাবে المنادى বলার কারণে মানদূবের জন্য চার প্রকার সাব্যস্ত হওয়া বুঝা গেলেও ইস্তিছনা স্বরূপ لَايُنْدَبُ اِلَّا الْمَعْرُوْفُ বলাতে মানদূব নাকেরা মুখাস্‌সাসাহ্ হওয়া লাযেম আসে না।

قَوْلُهُ وَلَكَ زِيَادَةُ الْاَلِفِ الخ : দীর্ঘ আওয়াজের জন্য মানদূবের শেষে আলিফকে বৃদ্ধি করাও জায়েজ। কারণ, ندب-এর মধ্যে দীর্ঘ আওয়াজই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তা আলিফ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। فَاِنْ خِفْتَ اللَّبْسَ অর্থাৎ مندوب-এর শেষে আলিফকে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মিলে যাওয়ার (اِلْتِبَاسْ-এর) আশংকা থাকলে তার এমন অক্ষর পরিবর্তন করা যাবে যা مندوب -এর শেষাক্ষরের এক জাতীয় হয়। যেমন-কোনো مؤنث حاضر-এর গোলামকে ندب করার সময় বলবে وَا غُلَامَكِيْهِ - কারণ, এমতাবস্থায় مندوب -এর শেষে আলিফ বৃদ্ধি করা হলে وَا غُلَامَكَاهُ হবে, এটা مذكر حاضر

-এর গোলামকে ندب করার সাথে মিলে যায়। কাজেই নিঃসন্দহভাবে "ك" -এর كسره অনুপাতে আলিফকে ياء দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। আর বলা হবে وَا غُلَامَكِيْهِ এ অনুমানের ভিত্তিতে جمع مذكر حاضر-এর গোলামকে ندب করার সময়ে وَاغُلَا مَكُمُوْهُ বলা হবে। কারণ, এটাকে আলিফ বৃদ্ধি করত وَا غُلَامَكُمَا বলা হলে تثنية حاضر -এর গোলামকে ندب করার সাথে মিলে যাবার আশংকায় আলিফের স্থানে واو-কে মিলানো হয় পেশের সাথে সঙ্গতি রক্ষার্থে।

قَوْلُهُ وَلَكَ الْهَاءُ فِي الْوَقْفِ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য وقف অবস্থায় এই সব মদের হরফের পরে هاء-কে বৃদ্ধি করাও বৈধ। ولايندب দ্বারা মুসান্নিফ (র.) বলেছেন যে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকেই ندب করা হয়। অজ্ঞাত ও অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ندب করা হয় না। কারণ, শ্রোতা মানদূব প্রসিদ্ধ হওয়াতে দুঃখ প্রকাশকারী ব্যক্তিকে তার ক্রন্দনে দুর্বল মনে করবে। পক্ষান্তরে مندوب অপ্রসিদ্ধ হলে দুঃখ প্রকাশকারীর সাথে শ্রবণকারীরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করবে। সে জন্য وَا رَجُلَاهُ বলা যাবে না। কারণ, ندب এখানে অজ্ঞাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়েছে।

قَوْلُهُ اِمْتَنَعَ وَا زَيْدٌ الخ : সিফাতের শেষাংশে মানদূবের চিহ্নকে সংযুক্ত করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের মতে সিফাতের শেষে মানদূবের আলামতকে সংযুক্ত করা নাজায়েজ। নাহুবিদ ইউনুসের মতে তা জায়েজ। তাঁর দলিল-যখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও মুযাফ ইলাইহের শেষে মানদূবের আলামতকে সংযুক্ত করা জায়েজ তখন সিফাতের শেষে উত্তমভাবেই জায়েজ হবে। কেননা, সিফাত হুবহু মাওসূফ। জমহুর নাহুবিদরা তদুত্তরে বলেছেন, মুযাফ যেহেতু মুযাফ ইলাইহ ছাড়া পরিপূর্ণ হয় না, সেহেতু উভয়টি একটি কালিমার মতো। তাতে মানদূবের আলামত মুযাফ ইলাইহের শেষে সংযুক্ত করা বৈধ। মাওসূফ ও সিফাত তার পরিপন্থী তথা উভয়টি স্বতন্ত্র কালিমা। তাইতো সিফাত ব্যতীত মাওসূফ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই সিফাতের শেষে مندوب -এর আলামতকে সংযুক্ত করা ঠিক হবে না। নাহুবিদ্ ইউনুসের দলিল قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ তিনি দাবির স্বপক্ষে দ্বিতীয় দলিল এভাবে উপস্থাপন করেছেন– একজন গ্রাম্য লোকের দু'টি পেয়ালা হারিয়ে গিয়েছিল। সে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল–وَاجُمْجُمَتَيِ الشَّامِيَّتَاهْ (আহ! আমার দু'টি শামীয় বড় পেয়ালা)। এতে বুঝা যায় মানদূবের আলামতকে সিফাতের শেষে সংযুক্ত করা বৈধ। জমহুরের পক্ষ থেকে উত্তর দেয়া হয়েছে- গেঁয়ো মানুষের এ উক্তি কম প্রচলিত ও অশুদ্ধ ভাষা, তা দলিল হতে পারে না।

* কারীনা পাওয়া গেলে হরফে নেদাকে মুনাদা থেকে বিলোপ করা বৈধ হবে। তবে মুনাদাটি اسم جنس হলে হরফে নেদাকে বিলোপ করা বৈধ নয়। اسم جنس দ্বারা উদ্দেশ্য– যে ইসম নেদার পূর্বে নাকেরা হয়, চাই নেদার পরে মা'রেফা হোক। যেমন- يَارَجُلًا কারণ, اسم جنس -এর ব্যবহার علم -এর মত বেশী নয়। যদি اسم جنس থেকে হরফে নেদাকে বিলোপ করা হয় তাহলে ধ্যান-ধারণা মুনাদার দিকে ধাবিত হয় না। অনুরূপভাবে মুনাদা اسم اشاره হলে তখন নেদাকে বিলোপ করা জায়েজ হবে না। কারণ, নেদার ক্ষেত্রে তা اسم جنس -এর মত কম ব্যবহৃত। তেমনিভাবে মুনাদাটি مستغاث ও مندوب হলে তা থেকে হরফে নেদাকে বিলোপ করা যাবে না। কেননা, এ উভয়টি দ্বারা দীর্ঘ আওয়াজ উদ্দেশ্য হয়। আর বিলোপ করা তার বিপরীত।

قَوْلُهُ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا : এটা মূলত يَايُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ছিল। এটাতে يا হরফে নেদা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেননা, যদি يوسف-এর পূর্বে يا-কে উহ্য মানা না হয় তাহলে يُوْسُفُ মুবতাদা, আর اَعْرِضْ الخ তার খবর হবে; অথচ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا খবর হতে পারে না। কারণ, এটা انشاء - আর انشاء-কে তা'লীল করা ব্যতীত খবর বানানো কখনো জায়েজ নেই। বুঝা যায় يُوْسُفُ-এর পূর্বে হরফে নেদা বিলুপ্ত হয়েছে। اَيُّهَا الرَّجُلُ ও اَيُّهٰذَا الرَّجُلُ এ উভয়টি মূলত যথাক্রমে يَااَيُّهَا الرَّجُلُ - يَا اَيُّهٰذَا الرَّجُلُ ছিল। يا হরফে নেদাকে বিলোপ করা হয়েছে। এখানে কারীনা হলো اَيُّهَا ও اَيُّهٰذَا-কে মুনাদা معرف باللام -এর উপর নেওয়া হয়, যাতে নির্দিষ্টকরণের দু'টি চিহ্ন একত্র না হয়। প্রমাণিত হয় যে, এগুলোর পূর্বে حرف ندا বিলুপ্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَشَذَّ اَصْبِحْ لَيْلُ الخ : এটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। **প্রশ্ন** : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, اسم جنس-এর মধ্যে হরফে নেদাকে বিলোপ করা জায়েজ নেই; অথচ ইবারতে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ দ্বারা তার খেলাপ প্রমাণিত হয়। এর উত্তর কি হতে পারে? মুসান্নিফ (র.) উত্তর দিয়েছেন উপরোক্ত উদাহরণসমূহে হরফে নেদাকে বিলোপ করা شاذ; কায়দানুপাতে নয়। এখানে اَصْبِحْ لَيْلُ মুলত اَصْبِحْ يَالَيْلُ ছিল। অর্থ–হে রাত! তুমি সকাল হয়ে যাও। উপরোক্ত বাক্যটি

ইমরাউল কায়েসের স্ত্রী উম্মে জুনদূব এমন সময় বলেছিল- যখন ইমরাউল কায়েসের সংস্পর্শ থেকে অভ্যাসগত তফাৎ এর কারণে তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ইমরাউল কায়েস একজন অনারবী। বিশুদ্ধ ভাষী ও অলঙ্কারপূর্ণ ভাষা প্রয়োগে পারদর্শীতার কারণে আরব বলে দাবি করতেন। তিনি আরবে দীর্ঘদিন বসবাস করার পর জনৈকা আরবি মেয়েকে বিয়ে করেন। এক রাতে বাতি নিভাতে বলার সময় হঠাৎ উচ্চারণ করেছিলেন أُقْتُلِي السِّرَاجَ অথচ আরবি ভাষায় বলা হয় أَطْفِي السِّرَاجَ। তার স্ত্রী আরবীয় বিদ্বান মহিলা ছিল। সে তার কথা শুনে বলল—وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ هٰذَا اَعْجَمِيٌّ আর সারা রাত কাঁদতে কাঁদতে হতাশাগ্রস্থ হয়ে বলল- হে রাত! সকাল হয়ে যাও। যাতে ইমরাউল কায়েসের সংস্পর্শ থেকে মুক্তি নেই। اِفْتَدِ مَخْنُوْقٌ এই প্রবাদটি سُلَيْكُ بْنُ سُلَكَةْ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল সে ছাদের উপর শায়িত ছিল। এক ব্যক্তি এসে তার গলা টিপে বলল—اِفْتَدِ مَخْنُوْقٌ (হে কণ্ঠরোধ্য! তোমার থেকে কিছু দাও, তাহলে ছেড়ে দিব।)। এখানে اِفْتَدِ শব্দটি اِفْتِدَاءٌ থেকে নির্গত। অর্থ– ফিদ্‌ইয়া দেওয়া। الخنق অর্থ– গলা টিপে দেওয়া।

أَطْرِقْ كَرَا এটা মূলত ছিল أَطْرِقْ يَاكَرَوَانُ এ জুমলাটিতে দু'টি شاذ হয়েছে। প্রথমতঃ হরফে নেদাকে اسم جنس থেকে বিলোপ করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত علم ব্যতীত ترخيم করা হয়েছে। اطرق শব্দটি باب افعال -এর اطراق থেকে নির্গত। আভিধানিক অর্থ– নিশ্চুপ হওয়া, চক্ষু অবনত করা, মাথা নিচু করা। কথিত আছে যে, আরববাসীরা কোকিল শিকার করার সময়–

أَطْرِقْ كَرَا اَطْرِقْ كَرَا * اِنَّ النَّعَامَةَ فِى الْقُرٰى
وَبُغَا تُكُمْ فِيْ اَرْضِنَا * مَا اسْتَنْسَرَا مَا اسْتَنْسَرَا

এ মন্ত্রটি পড়তো। অর্থাৎ চুপ হও; দৃষ্টি অবনত করো; মাথা ঝুকিয়ে দাও। হে কোকিল! তোমার চেয়ে বড় উট পাখি শিকার করা হয়েছে। এ মন্ত্র পড়লে কোকিল নিচে নেমে আসতো।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمُنَادٰى الخ : কখনো মুনাদাকে কারীনা পাওয়া যাবার সময়ে বিলোপ করা হয়। যেমন– اَلَايَا اُسْجُدُوْا মূলত اَلَايَاقَوْمُ اسْجُدُوْا ছিল। قوم মুনাদাকে বিলোপ করা হয়েছে। তা বিলুপ্তির কারীনা يا হরফে নেদাটি ফে'লের উপর প্রবিষ্ট হয় না। এখানে নিশ্চয় ফে'লের পূর্বে একটি ইসম রয়েছে, যা মুনাদা। ألا-কে تخفيف -এর সাথে পঠিত হলে তখন মুনাদাকে বিলুপ্ত মেনে নিতে হবে। ألا তাশদীদযুক্ত হলে আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয় হয়ে পড়ে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَحُكْمُهُ فِى الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, حكم মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যুলহাল। فى হরফে জার, الاعراب মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, البناء মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা। حكم মুযাফ, المنادى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ বা ইস্তীনাফ, لام হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে جازت -এর সাথে। جازت উহ্য ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর মুকাদ্দাম। زيادة মাসদার মুযাফ, الالف মুযাফ ইলাইহ, فى হরফে জার, اخر মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। زيادة মুযাফ, الالف মুযাফ ইলাইহ এবং যরফে লগ্‌ব মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত, خفت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, اللبس মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। قلت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, واغلامكيه মুরাদুল্লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, واغلامكموه মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে বিহী। قلت ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যা। জুমলাদ্বয়ের বিস্তারিত তারকীব– واو টি মানদূবের জন্য, غلام মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ, يا মাওসূফের জন্য, ه ওয়াক্‌ফের জন্য ব্যবহৃত। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو মানদূবের জন্য, غلام মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ, ميم আলামতে জমা', واو দীর্ঘ আওয়াজের জন্য, ه ওয়াক্‌ফের জন্য ব্যবহৃত। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। ادعو উহ্য ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, ل হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার উহ্য جائز -এর

সাথে। جائز শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। الهاء মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فى হরফে জার, الوقف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে উহ্য زيادة -এর সাথে মুতা'আল্লাক। واو হরফে আত্ফ, لايندب ফে'ল, لا হরফে ইস্তিছনা, ال টি الذى অর্থে ব্যবহৃত ইসমে মাওসূল। المعروف শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সেলাহ্। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে নায়েবে ফায়েল। لايندب ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فاء ফসীহা, لايقال ফে'ল, وارجلاه নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। اذا كان الامر كذا উহ্য শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, امتنع ফে'ল, وَازَيْدَ الطَّوِيْلَاهُ মুরাদুল্ লফ্য ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। خلافا মাফঊলে মুতলাক। তার ফে'ল خالف উহ্য রয়েছে। خالف ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। لام হরফে জার, يونس মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة -এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল ও যমীর هى ফায়েল মিলে খবর। ارادتى উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ বা হরফে ইস্তীনাফ, يجوز ফে'ল, حذف মুযাফ, حرف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, النداء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে حذف মুযাফের মুযাফ ইলাইহ। لا হরফে ইস্তিছনা, مع মুযাফ, اسم মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, الجنس মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الاشارة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, المستغاث মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, المندوب মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ এবং তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। مع মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে মাফঊলে ফীহ। حذف মাসদার মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ ও মাফঊলে ফীহ মিলে ফায়েল। يجوز ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ نَحْوُ يُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا الخ : نحو মুযাফ, يوسف الخ মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ আলাইহ, اَيُّهَا الرَّجُلُ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব- يوسف মুনাদা মাফঊলে বিহী, يا হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। এটা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। اعرض ফে'ল, যমীর انت ফায়েল, عن হরফে জার, هذا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। اَيُّهَا الرَّجُلُ -এর মধ্যে اى মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ, الرجل সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফঊলে বিহী। يا উহ্য হরফে নেদা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ادعو উহ্য ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, شذ ফে'ল, اَصْبِحْ لَيْلُ মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, اِفْتَدِ مَخْنُوْقُ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, اطرق كرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে ফায়েল। شذ ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। বিস্তারিত তারকীব- اصبح ফে'ল ও যমীর انت ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। ليل মুনাদা মাফঊলে বিহী। তার পূর্বে يا হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। এটা ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। افتد ফে'ল ও উহ্য যমীর انت ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। مخنوق মুনাদা মাফঊলে বিহী, উহ্য يا হলো ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। اطرق ফে'ল, যমীর انت ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। كرا মুনাদা মাফঊলে বিহী, তার পূর্বে উহ্য يا হলো ادعو-এর স্থলাভিষিক্ত। ادعو ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, قد তাক্বলীলের জন্য يحذف ফে'ল, المنادى নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, قيام মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। جوازا উহ্য মুযাফ সহ মাফঊলে মুতলাক। يحذف ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্ব ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। مثل মুযাফ, اَلَا يَا اَسْجُدُوْا মুরাদুল্লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব– لا হরফে তাম্বীহ, يا হরফে নেদা ادعو -এর স্থলাভিষিক্ত, উহ্য قوم মুনাদা মাফঊলে বিহী। ادعو ফে'ল, যমীর انا ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। اسجدوا ফে'ল ও যমীর انتم ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

وَالثَّالِثُ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ بَعْدَهٗ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهٗ مُشْتَغِلٌ عَنْهُ بِضَمِيْرِهٖ اَوْ مُتَعَلِّقِهٖ لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ مُنَاسِبُهٗ لَنَصَبَهٗ مِثْلُ زَيْدًا ضَرَبْتُهٗ وَ زَيْدًا مَرَرْتُ بِهٖ وَ زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهٗ وَ زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ يُنْصَبُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ يُفَسِّرُهٗ مَابَعْدَهٗ اَىْ ضَرَبْتُ وَجَاوَزْتُ وَاَهَنْتُ وَلَابَسْتُ وَيُخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْاِبْتِدَاءِ عِنْدَ عَدَمِ قَرِيْنَةِ خِلَافِهٖ اَوْ عِنْدَ وُجُوْدِ اَقْوٰى مِنْهَا كَاَمَّا مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ وَاِذَا لِلْمُفَاجَاةِ وَيُخْتَارُ النَّصَبُ بِالْعَطْفِ عَلٰى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّنَاسُبِ-

---

অনুবাদ : তৃতীয় (স্থান) : مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ (যার আমিলকে ব্যাখ্যার শর্তে উহ্য রাখা হয়েছে), আর তা এমন প্রত্যেক اسم যার পরে একটি فعل বা شبه فعل হবে, যে (ফে'ল বা শিবহে ফে'ল) টি উক্ত ইসমের ضمير বা متعلق -এর মধ্যে আমল করার কারণে ইসমটির মধ্যে আমল করা হতে বিমুখ থাকবে। যদি فعل বা তার উপযোগী বস্তুকে ঐ ইসমটির উপর নিয়োগ করা হয়, তবে ইসমটিকে অবশ্যই যবর প্রদান করবে। যেমন- زَيْدًا ضَرَبْتُهٗ (আমি যায়েদকে প্রহার করেছি), زَيْدًا مَرَرْتُ بِهٖ (আমি যায়েদের সাথে রাস্তা অতিক্রম করেছি), زيدا ضربت غلامه (আমি যায়েদের গোলামকে প্রহার করেছি), زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ (আমি যায়েদের উপর আবদ্ধ হয়েছি)। এটা এমন উহ্য فعل-এর কারণে যবর বিশিষ্ট হবে-যাকে তার পরবর্তী অংশ ব্যাখ্যা করে দেয়, অর্থাৎ- ضَرَبْتُ (আমি প্রহার করেছি), جَاوَزْتُ (আমি অতিক্রম করেছি), اَهَنْتُ (আমি হেয় করেছি) لَابَسْتُ (আমি সম্পৃক্ত হয়েছি), আর তাকে মুবতাদা হবার কারণে رفع পড়া উত্তম হবে, এর বিপরীত কোনো কারীনা পাওয়া না গেলে অথবা (نصب ও رفع উভয়ের কারীনা রয়েছে, তবে) رفع -এর কারীনা নসবের কারীনা হতে শক্তিশালী পাওয়া গেলে। যেমন–গায়রে তলবের সাথে ব্যবহৃত اما এবং مفاجات -এর জন্য ব্যবহৃত اذا (উপরোক্ত ইসমের উপর দাখিল হলে رفع পড়া উত্তম)। আর جملة فعليه -এর উপর আতফ হওয়াতে মুনাসাবাত (সম্বন্ধ)-এর কারণে نصب (যবর) পড়া উত্তম।

ব্যাখ্যা : مفعول به-এর ফে'লকে যে চারটি স্থানে বিলোপ করা ওয়াজিব তন্মধ্যে তৃতীয়টি مَااُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ তথা এটা এমন ইসম যার পরে কোনো ফে'ল বা শিবহে ফে'ল থাকে, আর এ ফে'ল বা শিবহে ফে'লটি তার পূর্ববর্তী ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير কিংবা متعلق-এর মধ্যে আমল করার কারণে উক্ত ইসমটির মধ্যে আমল করা হতে বিরত থাকে। আর সে فعل বা مناسب فعل-কে তার উপর নিয়োগ করা হলে نصب দিবে। এ ফে'ল বা শিবহে ফে'লই বুঝাবে যে, তার পূর্বে অনুরূপ একটি ফে'ল বা শিবহে ফে'ল ছিল। এখানে ফে'ল তথা আমিলকে বিলোপ করা এজন্য ওয়াজিব যে, যাতে مفسر (ব্যাখ্যাকৃত) ও مفسر (ব্যাখ্যাকারী) উভয়ই একই বাক্যে একত্রিত হতে না পারে। কারণ, এদের একই সাথে হওয়া জায়েজ নয়।

مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ : فَوَائِدُ قُيُوْد -এর পরিচয়ের পর তার فوائد قيود সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো, بَعْدَهٗ فِعْلٌ اَوْ شِبْهُهٗ বলার কারণে মুসান্নিফের এ উক্তি দ্বারা ঐ ইসম বাদ পড়ে গেছে, যার পরে ফে'ল বা শিবহে

ফে'ল নেই। যেমন– هٰذَا زَيْدُهُ ، زَيْدٌ اَبُوكَ আর مشتغل عنه بضميره او متعلقه উক্তি দ্বারা ঐ ইসম বাদ পড়েছে, যার মধ্যে ঐ ফে'ল বা শিবহে ফে'ল আমিল হয়। যেমন–زَيْدٌ ضَرَبْتُ ، وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ; গ্রন্থকারের উক্তি– لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ هُوَ اَوْ مُنَاسَبَةً لَنَصَبَهُ-এর দ্বারা ঐ ইসম বের হয়ে গেছে যাতে ঐ ফে'ল বা শিব্‌হে ফে'লকে পূর্বে আনা হলে যবর করে না। যথা– زَيْدٌ ضَرَبَ যদি এখানে ফে'লকে পূর্বে আনা হয়, তাহলে زيد নায়েবে ফায়েল হবে। আর তার উপর نصب (যবর) আসে না। জেনে রাখা উচিত, ঐ ইসমের মধ্যে ফে'ল বা শিব্‌হে ফে'ল আমল না করাটা যমীরের মধ্যে বা متعلق-এর মধ্যে আমল করার কারণে হতে হবে। অন্য কোনো কারণে হতে পারবে না। কাজেই তা দ্বারা ঐ সুরত বের হয়ে যায়, যার মধ্যে তা ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ফে'ল বা শিব্‌হে ফে'ল সে ইসমের মধ্যে আমল করে না। যথা– زَيْدٌ ضَرَبْتَهُ এতে زيد পেশ বিশিষ্ট হওয়াতে ফে'ল তার উপর আমল করেনি এবং তাতে ابتداء হওয়া আমিল।

* مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অপর নাম الاشتغال ; এটার তিনটি বিশেষ অংশ আছে। যথা– (ক) المشغول এটা মূলত ফে'ল বা শিবহে ফে'লটি। (খ) المشغول به এটা اسم টির যমীর বা মুতা'আল্লাক। (গ) المشغول عنه তা ফে'ল বা শিবহে ফে'লের পূর্ববর্তী ইসমটি।

المشغول عنه-এর পরবর্তী ফে'ল কিংবা শিবহে ফে'লের মা'মূলটি চার সুরত হতে পারে। যথা–

১. ফে'লটি ইসমের যমীরে আমল করবে। যথা– اَلْاَخْيَارُ يُصَاحِبُهُمُ الْعَاقِلُ

২. অথবা শিব্‌হে ফে'লটি যমীরে আমল করবে। যথা– اَلْبَاطِلُ الْحَقُّ مَنْصُوْرٌ عَلَيْهِ

৩. ফে'লটি ইসমের মুতা'আল্লাকের মধ্যে আমল করবে। যথা– اَلْوَعْدُ يُكْرِمُ اِيْفَائُهُ صَاحِبَهُ

৪. শিবহে ফে'লটি মুতা'আল্লাকের মধ্যে আমল করবে। যথা– اَلْبَاطِلُ الْحَقُّ مَنْصُوْرٌ عَلٰى شَيَاطِيْنِهِ

قَوْلُهُ زَيْدًا ضَرَبْتُهُ وَ زَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ الخ : زَيْدًا ضَرَبْتُهُ এটা ঐ ফে'লের মেছাল-যা ইসমের যমীরের মধ্যে আমল করার কারণে তার মধ্যে আমল করা থেকে বিমুখ রয়েছে। এই ফে'লটিকে ইসমের পূর্বে আনা হলে তা ঐ ইসমকে যবর প্রদান করবে। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا - وَزَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ এটা ঐ ফে'লের মেছাল, যা যমীরে আমল করার কারণে ঐ ইসমের মধ্যে আমল করা থেকে বিরত থাকে। যখন ঐ ইসমের উপর উল্লিখিত ফে'লের مناسب (সমার্থবোধক ফে'ল) কে পূর্বে নেওয়া হবে তখন তা যবর প্রদান করবে। যেমন– جَاوَزْتُ زَيْدًا কারণ, مررت শব্দটি باء দ্বারা মুতায়াদ্দী হবার পর جَاوَزْتُ-এর অর্থে হয়ে যায়। তবে এখানে সরাসরি উক্ত ফে'লকে পূর্বে নিয়োগ করলে ঐ ইসমকে যবর দেবে না। কেননা, উল্লিখিত ফে'লকে পূর্বে আনার দু'টি প্রক্রিয়া রয়েছে। হয়তো باء-এর সাথে তাকে মুকাদ্দাম করা হবে অথবা باء ব্যতীত। باء সহ মুকাদ্দাম করা হলে যবরের স্থানে যের হয়ে যাবে। আর باء ব্যতীত মুকাদ্দাম করা হলে তা মাফউল হবে না, যা নসবকে চায়। وَ زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ এটা ঐ ফে'লের মেছাল-যা ইসমের متعلق -এর মধ্যে আমল করার কারণে ঐ ইসম থেকে বিমুখ হয়। যেমন– اهنت زيدا কারণ, পরিভাষায় চাকরের প্রহার করা প্রভুকে হেয় প্রতিপন্ন করা লাযেম আসে। এখানে যদি হুবহু উল্লিখিত ফে'লকে পূর্বে নেওয়া হয় তাহলে নসব দেবে না। কারণ, ফে'লকে غلام সহ মুকাদ্দাম করলে উল্লিখিত ইসমটি যের বিশিষ্ট হবে। غلام ব্যতীত মুকাদ্দাম করা হলে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটে। زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ টি ঐ ফে'লের উদাহরণ যা ইসমের যমীরে আমল করার কারণে ঐ ইসমে আমল করে না আর উল্লিখিত ইসমের উপর ফে'লটির মুনাসিবকে নিয়োগ করা হলে তা নসব দেবে। অর্থাৎ لَابَسْتُ زَيْدًا ; কেননা, زيد-এর উপর কারো আবদ্ধ হওয়া তার সংস্পর্শকে আবশ্যক করে। অতঃপর এখানে ফে'লকে পূর্বে আনা হলে যবর দিতে পারে না। কারণ, তাকে على সহ মুকাদ্দাম করা হলে তা যের বিশিষ্ট হবে। আর على ছাড়া মুকাদ্দাম করা হলে মাফউল হবে না। কারণ, حُبِسْتُ-এর যমীরটি তার مَفْعُوْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ ।

قَوْلُهُ وَيُنْصَبُ بِفِعْلٍ الخ : উল্লিখিত উদাহরণে زَيْدًا ঐ উহ্য ফে'লের কারণে নসব বিশিষ্ট, যার ব্যাখ্যা পরবর্তী ফে'ল করে থাকে। অর্থাৎ ضَرَبْتُ ، جَاوَزْتُ ، اَهَنْتُ এবং لَابَسْتُ ; শিবহে ফে'লের উদাহরণ زَيْدًا اَنَا ضَارِبُهُ তার মধ্যে হুবহু

শিবহে ফে'লকে মুকাদ্দাম করা হলে যবর দিবে। অর্থাৎ زَيْدًا اَنَا ضَارِبُهٗ এবং اَنَا ضَارِبُ زَيْدًا এখানে মুনাসিব বা সমার্থবোধক ফে'লকে মুকাদ্দাম করার কারণে নসব হয়ে থাকে। অর্থাৎ زَيْدًا اَنَا ضَرَبَ غُلَامَهٗ এবং اَنَا مُجَاوِزٌ زَيْدًا তার মধ্যে مناسب فعل তথা اَنَا زَيْدًا مَحْبُوْسٌ عَلَيْهِ- اَنَا مُهِيْنٌ زَيْدًا -কে মুকাদ্দাম করার কারণে নসব হয়। যথা- اَنَا مُلَابِسٌ زَيْدًا তার মধ্যে مناسب فعل-কে মুকাদ্দাম করার কারণে নসব হয়েছে। প্রথম তিনটি উদাহরণে شبه فعل ইসমের যমীরে আমল করার কারণে ঐ ইসমটিকে নিজের মা'মুল বানানো থেকে বিরত রয়েছে। চতুর্থ মেছালে ইসমের متعلق -এর মধ্যে আমল করার কারণে ইসমের মধ্যে আমল করে না।

قَوْلُهٗ وَيَخْتَارُ الرَّفْعُ بِالْاِبْتِدَاءِ الخ : এখান থেকে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর অনেক শাখা-প্রশাখা বর্ণনা করা হয়েছে। এ'রাব অনুপাতে مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ হাক্বিকী পাঁচটি সুরত রয়েছে। যথা-(ক) رفع পড়া উত্তম। (খ) نصب পড়া উত্তম। (গ) رفع পড়া ওয়াজিব। (ঘ) نصب পড়া ওয়াজিব। (ঙ) رفع ও نصب উভয়ই বরাবর। رفع পড়া উত্তম হবে দু'টি অবস্থায়। যথা-(১) ابتداء শুদ্ধ হওয়া এবং رفع-এর বিপরীত نصب-এর কোনো অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কারীনা পাওয়া না যাওয়া। যেমন- زَيْدٌ ضَرَبْتُهٗ (২) যদি رفع ও نصب উভয়ের কারীনা পাওয়া যায়; তবে رفع-এর কারীনা نصب-এর কারীনার চেয়ে শক্তিশালী হয়। এটা শুধু দু'স্থানে হয়। (১) اما উল্লিখিত ইসমের উপর প্রবেশ করে এবং ঐ ইসম এমন ফে'লের সাথে সম্পৃক্ত হয়, যাতে طلب -এর অর্থ পাওয়া যায় না। মূল উদ্দেশ্য এমন اما-এর পরে جملہ انشائیہ হয় না; বরং جملہ خبریہ হয়। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا وَاَمَّا عَمْرٌو فَاَكْرَمْتُهٗ এখানে جملہ فعلیہ-এর আত্ফ جملہ فعلیہ-এর উপর হওয়াটা عمرو নসব হবার কারীনা। اما শব্দের رفع শক্তিশালী। কারণ, اما-এর পরে অধিকাংশ মুবতাদা গঠিত হয়। আত্ফ তার বিপরীত। এটা নসবের অধিক শক্তিশালী কারীনা নয়। কেননা, আরবি ভাষায় জুমলায়ে ইসমিয়্যাহর আত্ফ জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহর উপর অধিকভাবে ব্যবহৃত হয়। رفع-এর অবস্থায় যেহেতু হযফ থেকে নিরাপদ থাকে, সেহেতু নসবের কারীনা থেকে রফা'র কারীনা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত। এখানে اما-এর সাথে غير طلب-এর কয়েদ দ্বারা শর্তারোপের কারণ, যখন اما-এর পরে জুমলায়ে ইনশাইয়্যাহ হবে তখন নসব উত্তম হবে। যেমন- اِمَّا زَيْدٌ فَاضْرِبْهُ -কেননা, زيد-এর رفع অবস্থায় طلب তথা اضرب থেকে খবর হওয়া লাযেম আসবে। আর তা তাবীল ব্যতীত বৈধ নয়। রফা'র কারীনা শক্তিশালী হবার দ্বিতীয় স্থান- اِذَا مُفَاجَاتِيَهْ যখন উল্লিখিত ইসমের উপর দাখিল হয়। কেননা, এটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহর উপর প্রবিষ্ট হয়। যেমন- ضَرَبْتُ فَاِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهٗ عَمْرٌو তদুপরি তাতে হযফ থেকে নিরাপদ থাকে। এমতাবস্থায় رفع -এর কারীনা অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণে رفع পড়া উত্তম হবে। (২) اذا مفاجاتيه-এর পরে আসলে। কারণ, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে جملة اسمية-এর উপর প্রবেশ করে। যেমন- خَرَجْتُ فَاِذَا زَيْدٌ يَضْرِبُهٗ عَمْرٌو।

قَوْلُهٗ وَيَخْتَارُ النَّصَبَ الخ : উল্লিখিত ইসমের মধ্যে এমন কতগুলো স্থান রয়েছে যেখানে نصب পড়া উত্তম। তন্মধ্যে একটি স্থান উক্ত ইসম যে জুমলায় রয়েছে, তা جملہ فعلية-এর উপর আত্ফ হওয়া। যেমন- ضَرَبْتُ زَيْدًا وَعَمْرًوا اَكْرَمْتُهٗ এ সুরতে নসব পড়া উত্তম, যাতে মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফের মাঝে সমতা রক্ষা করা যায়।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَالثَّالِثُ مَا اُضْمِرَ عَامِلُهٗ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ الخ : واو হরফে আত্ফ, الثالث মুবতাদা, ما ইসমে মাওসূল, اضمر ফে'ল, عامل মুযাফ, ہ যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল। على হরফে জার, شريطة মুযাফ, التفسير মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। উহ্য فيه -এর মধ্যে فى হরফে জার, ہ যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। اضمر ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্বদ্বয় মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, هو মুবতাদা, كل মুযাফ, اسم মাওসূফ, بعد মুযাফ, ہ যমীর

মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যরফ। فعل মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, شبه মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাওসূফ। مشتغل শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, عن হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউওয়াল। با হরফে জার, ضمير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, متعلق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। مشتغل শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্বদ্বয় মিলে সিফাতে আউওয়াল। لو হরফে শর্ত, سلط ফে'ল, উহ্য যমীর هو মুয়াক্কাদ, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। هو তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, مناسب মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে নায়েবে ফায়েল। سلط ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। لم জাওয়াবিয়্যাহ, نصب ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, ه যমীর মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাওয়াব। শর্ত ও জাওয়াব মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে সিফাত ছানী। মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে ফায়েল। যরফ ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে যরফিয়্যাহ হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। كل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, زَيْدًا ضَرَبْتَهُ মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, زَيْدًا مَرَرْتُ بِهِ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, زَيْدًا ضَرَبْتُ غُلَامَهُ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, زَيْدًا حُبِسْتُ عَلَيْهِ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

বিস্তারিত তারকীব– زيدا মাফঊলে বিহী উহ্য ضربت ফে'ল থেকে, ضربت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। ضربت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, ه যমীর মাফঊল। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফঊল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে তা পূর্ববর্তী জুমলার মুফাস্সির। زيدا মাফঊলে বিহী, ইহার ফে'ল جاوزت উহ্য রয়েছে। جاوزت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল এবং মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। مررت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, با হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مررت ফে'ল, তার ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী অংশের মুফাস্সির। زيدا মাফঊলে বিহী, ইহার ফে'ল উহ্য রয়েছে। اهنت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। ضربت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, غلام মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে তার পূর্ববর্তী অংশের মুফাস্সির। زيدا মাফঊলে বিহী, ইহার ফে'ল لابست উহ্য রয়েছে। لابست ফে'ল, تا যমীরে ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। حبست ফে'ল, تا যমীরে বারেয নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ه যমীরে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। حبست ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে পূর্ববর্তী জুমলার মুফাস্সির। ينصب ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, فعل মাওসূফ, مضمر শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত আউয়াল। يفسر ফে'ল, যমীর ه মাফঊলে বিহী, ما মাওসূলা, بعد যরফে মকান মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে ثبت উহ্য ফে'ল থেকে। ثبت ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ্ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ما মাওসূলা তার সেলাহ মিলে ফায়েল। يفسر ফে'ল, তার ফায়েল

ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সিফাতে ছানী। فعل মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে মুবদালে মিনহু। اى হরফে তাফসীর, ضربت মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, جاوزت মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, اهنت মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, لابست মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে বদল। মুবদাল মিনহু এবং বদল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ينصب ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَيَخْتَارُ الرَّفْعُ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, يختار ফে'ল, الرفع মাসদার, با হরফে জার, الابتداء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। الرفع মাসদার-তার যরফে লগ্ব মিলে নায়েবে ফায়েল। عند যরফে যমান মুযাফ, عدم মুযাফ, قرينة মুযাফ ইলাইহ। خلاف মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। خلاف মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে قرينة মুযাফের। قرينة মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে عدم মুযাফের। عدم মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ্ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে عند মুযাফের। عند মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, عند যরফে যমান মুযাফ, وجود মুযাফ, اقوى শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, من হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। اقوى ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। قرينة উহ্য মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। وجود মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। عند মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাফউলে ফীহ। يختار ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ك হরফে জার তাশবীহের জন্য, ما মুরাদুল্ লফ্য যুলহাল, مع ইসমে যরফ মুযাফ, غير মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। الطلب মুযাফ ইলাইহ, غير মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مع মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে ثابتا-এর থেকে। ثابتا উহ্য ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, اذا মুরাদুল্ লফ্য যুলহাল, لام হরফে জার, المفاجاة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا উহ্য শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة -এর সাথে। ثابتة উহ্য শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هى উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে জার, العطف মাজরূর, على হরফে জার, جملة মাওসূফ, فعلية সিফাত। মাউসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। العطف মাসদার ও তার যরফে লগ্ব মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يختار ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَ الْاِسْتِفْهَامِ وَاِذَا الشَّرْطِيَّةِ وَحَيْثُ وَفِي الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ اِذْ هِيَ مَوَاقِعُ الْفِعْلِ وَعِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ الْمُفَسِّرِ بِالصِّفَةِ مِثْلُ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَيَسْتَوِي الْاَمْرَانِ فِيْ مِثْلِ زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًوا اَكْرَمْتُهُ وَيَجِبُ النَّصَبُ بَعْدَ حَرْفِ الشَّرْطِ وَحَرْفِ التَّحْضِيْضِ مِثْلُ اِنْ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ضَرَبَكَ وَاَلَّا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ وَلَيْسَ اَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهٖ مِنْهُ فَالرَّفْعُ وَكَذَالِكَ كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ اَلْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ عِنْدَ الْمُبَرَّدِ وَجُمْلَتَانِ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ وَاِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصَبُ -

---

অনুবাদ : نهى ও امر এবং حيث ও اذا الشرطية ، استفهام، حرف نفى -এর পরে (نصب উত্তম হবে) -এর মধ্যে হলে। কারণ, এগুলো ফে'লের স্থান। مفسر সিফাতের সাথে মিলে যাবার আশংকা হলে। যেমন- اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (নিশ্চয় আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি)। (نصب ও رفع) উভয় সমান হবে- زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًوا اَكْرَمْتُهُ অনুরূপ উদাহরণের মধ্যে حرف شرط ও حرف تحضيض-এর পরে হলে نصب ওয়াজিব হবে। যেমন- اِنَّ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ضَرَبَكَ (যদি তুমি যায়েদকে প্রহার কর সে তোমাকে প্রহার করবে!) اَلَّا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ (সাবধান! তুমি যায়েদকে প্রহার করেছ।) আর اَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهٖ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব, رفع পড়া ওয়াজিব। অনুরূপভাবে كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ (তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ রয়েছে) এবং اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশ করে বেত্রাঘাত করো)। (উভয় উদাহরণে رفع হবে)। এরূপ তারকীবের মধ্যে فاء মুবাররাদের মতে-শর্তের অর্থে আর সীবাওয়াইহের মতে, এটি দু'জুমলা, অন্যথায় نصب উত্তম।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَالْاِسْتِفْهَامِ الخ : মুনান্নিফ (র.) এখানে نصب উত্তম হওয়ার দ্বিতীয় স্থান ও পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্থানগুলো বর্ণনা করেছেন। যখন উল্লিখিত ইসম হরফে নফীর পরে পতিত হয়, তখন نصب উত্তম। হরফে নফী দ্বারা উদ্দেশ্য ما ، لا ও ان نافية ; কিন্তু لم ، لما ও لن উদ্দেশ্য নয়। যেমন- مَا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ এখানে رفع জায়েজ হবার সাথে সাথে نصب উত্তম হওয়ার কারণ- নফী প্রকৃতপক্ষে ফে'লের বিষয়বস্তু হয়ে থাকে। তাই ফে'লকে ঐ বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা উত্তম যা ফে'লের বিষয়বস্তুকে নফী করে। حرف استفهام -এর পরে উল্লিখিত ইসম পতিত হলে نصب উত্তম হয়। যেমন- اَزَيْدًا ضَرَبْتَهُ কারণ, ফে'লের উপর حرف استفهام প্রবেশ করা উত্তম। ইহা এ কারণে যা حرف نفى-এর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। এখানে حرف استفهام বলা হয়েছে। কেননা, اسم استفهام -এর পরে হলে رفع উত্তম হয়। هَلْ কে শামিল করার জন্য همزة الاستفهام-কে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়নি। যেমন- هَلْ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ।

قَوْلُهُ وَاِذَا الشَّرْطِيَّةُ وَحَيْثُ : উল্লিখিত ইসম (مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ الخ) টি যখন اِذَا الشَّرْطِيَّةْ ও حَيْثُ-এর পরে পতিত হয় তখন উভয় সূরতে نصب উত্তম হবে। কারণ, اذا الشرطية টি مجازات زمانى ও حَيْثُ টি مجازات-مكانى-এর উপর বুঝায়। যেমন- اِذَا زَيْدًا تَلْقِهْ فَاَكْرِمْهُ (যখন তুমি যায়েদের সাথে সাক্ষাৎ করবে তখন তাকে সম্মান প্রদর্শন করো), حَيْثُ زَيْدًا تَجِدْهُ فَاَكْرِمْهُ (যে স্থানে তুমি যায়েদকে পাবে; সম্মান প্রদর্শন করো)। اذا شرطية-এর মধ্যে

শর্তের অর্থ নিহিত থাকার কারণে তা ফে'লের উপর প্রবেশ করা উত্তম। শর্তের জন্য ফে'ল উহ্য হবে। ফে'ল উহ্য হলে نصب উত্তম হবে। حيث-এর পরে হলে নসব উত্তম হবে। কারণ বাক্যে প্রবিষ্ট হওয়া ও শর্তের অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে ইহা اذا -এর সাথে সাদৃশ্য রাখে।

* উল্লিখিত ইসম (مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ الخ) امر ও نهى -এর পূর্বে হলে। যেমন– زَيْدًا اِضْرِبْهُ ও زَيْدًا لَاتَضْرِبْهُ এমতাবস্থায়ও তাতে نصب উত্তম। কারণ رفع পড়া অবস্থায় ঐ ইসমটি মুবতাদা আর امر - نهى তার খবর হবে। কিন্তু امر ও نهى হলো جملة انشاء -এর প্রকার, তাই তা খবর হওয়া অবস্থায় বিশ্লেষণের প্রয়োজন। যেমন- زيدا اضربه -এর প্রকৃতরূপ زَيْدٌ مَقُوْلٌ فِيْ حَقِّهِ اِضْرِبْهُ এবং زَيْدًا لَاتَضْرِبْهُ-এর উহ্যরূপ زَيْدٌ مَقُوْلٌ فِيْ حَقِّهِ لَاتَضْرِبْهُ হবে। এ ধরনের বিশ্লেষণ দূরের দিক থেকে প্রকাশ্য ব্যাপার। কাজেই نصب উত্তম হবে। اِذْهِيَ مَوَاقِعُ الْفِعْلِ -এর মধ্যে هى যমীরের মারজি' হলো حيث ও اذا شرطية، استفهام ، حرف نفى -এ কালিমাসমূহের পর ফে'ল পতিত হওয়া উত্তম। যদি উল্লিখিত ইসমকে যবর দেওয়া হয়, তাহলে ফে'ল উহ্য হয়ে থাকে; আর পেশ দেওয়া হলে ইসম উহ্য হয়। সুতরাং استفهام– حرف نفى ইত্যাদির দিকে দৃষ্টিপাত করত نصب উত্তম হবে।

قَوْلُهُ عِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ الخ : رفع পড়া অবস্থায় সিফাত মুফাসসিরের সাথে মিলে যাবার আশংকা থাকলে نصب উত্তম। যেমন– اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ এখানে كل شيء কে নসব পড়া উত্তম। আর মূল এবারত হবে اِنَّاخَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ; নসব উত্তম হবার কারণ আয়াতে কারীমার দ্বারা দু'টি বস্তু উদ্দেশ্য, একটি হলো আল্লাহ তা'আলা সব মাখ্‌লুকাতের সৃষ্টিকর্তা। দ্বিতীয়টি হলো, সব কিছু নির্ধারণের ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়ে থাকে। كُلَّ شَيْءٍ কে নসব দেওয়া হলে তারকীব হবে خَلَقْنَا ফে'ল আর كُلَّ شَيْءٍ তার মাফউলে বিহী এবং بِقَدَرٍ তার মুতা'আল্লাক বিহী। নসব পড়া অবস্থায় এ তারকীব থেকে উভয় উদ্দেশ্য হাসিল হয়। তখন অর্থ দাঁড়ায়– আমি প্রত্যেক বস্তুকে অনুমানের সাথে সৃষ্টি করেছি। كل شيء-কে রফা' পড়া হলে দু'টি তারকীবের অবকাশ রাখে। প্রথমত كل شيء মুবতাদা, خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ তার খবর। এমতাবস্থায়ও আয়াতের অর্থ সঠিক হয়। কারণ, অর্থ হবে– আমি সব কিছুকে অনুমানের সাথে সৃষ্টি করেছি। বস্তুতঃ নসব পড়া অবস্থায় যে অর্থ ছিল এরও সে অর্থ। দ্বিতীয়ত كل شيء-এর মধ্যে شيء মাওসূফ خلقناه তার সিফাত। মাওসূফ-তার সিফাত মিলে মুবতাদা এবং بقدر তার খবর। এ তারকীবটি উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়, কারণ তখন আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়– আমি যে বস্তুগুলোকে সৃষ্টি করেছি তা অনুমানের ভিত্তিতে। তাতে এমন বাতিল আকিদা হয় যে, কতেক বস্তু আল্লাহর সৃষ্ট নয়, যেরূপ মু'তাযিলা ফেরকা বলে থাকে, বান্দার افعال اختياريه আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট বস্তু নয়। (নাউযুবিল্লাহ) অতএব, رفع অবস্থায় মুফাস্‌সির সিফাতের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকায় নসব পড়া উত্তম; যাতে আল্লাহর কুদরত সর্বাঙ্গীন হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিসাধন না করে।

যদি কেউ বলে, মুসান্নিফ (র.) عِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ الْمُفَسَّرِ بِالصِّفَةِ বলেছেন। অর্থ– মুফাস্‌সির সিফাতের সাথে মিলে যাওয়ার আশংকা হলে; অথচ ইহা অশুদ্ধ। কেননা, মুফাস্‌সিরটা সিফাতের সাথে মিলে না; বরং খবর সিফাতের সাথে মিলে যায়। মুসান্নিফ (র.)-এর এ উক্তির বিশ্লেষণ কি? **জবাব :** এখানে মুফাস্‌সির বলা হয়েছে مجاز مايؤول হিসেবে। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে رفع অবস্থায় তা মুফাস্‌সির নয়; কিন্তু রূপকার্থে নসব অবস্থায় মুফাস্‌সির। তাই মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি عِنْدَ خَوْفِ لُبْسِ الْمُفَسَّرِ بِالصِّفَةِ বলা শুদ্ধ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَسْتَوِى الْاَمْرَانِ الخ : ঐ উল্লিখিত ইসমের মধ্যে رفع ও نصب উভয়ই সমান زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًوا اَكْرَمْتُهُ-এর অনুরূপ উদাহরণে। এখানে মুসান্নিফ (র.) مثل দ্বারা উদ্দেশ্য নিয়েছেন ঐ ধরনের তারকীব যার মধ্যে ما اضمر عامله-এর আত্‌ফ এমন জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ-এর উপর হয়-যার খবরটি জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। যেমন- زَيْدٌ قَامَ وَعَمْرًوا اَكْرَمْتُهُ-এর মধ্যে عمرو -কে পেশ বিশিষ্ট পড়া হলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মানসূব পড়া হয়, তখন তার আত্‌ফ জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ সুগরা তথা قام-এর উপর হবে। যেহেতু এটি উভয় দিক থেকে আত্‌ফ হবার ক্ষেত্রে বরাবর এবং উভটির মধ্যে মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহের সামঞ্জস্যতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেহেতু رفع ও نصب -এর মধ্যে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া ব্যতীত رفع ও نصب উভয়টি পড়া সমান।

حرف تحضيض-এর ও حرف شرط ইসমটি قَوْلُهُ وَيَجِبُ النَّصَبُ الخ : مَا اُضْمِرَعَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ পরে পতিত হলে نصب ওয়াজিব হবে। হরফে শর্তের মেছাল– اِنْ زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ضَرَبَكَ, হরফে তাহদ্বীদের উদাহরণ– اَلَّا كَانَمَّا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ ; এখানে হরফে শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য لو-ان কিন্তু اما নয়। যদিও বা তা হরফে শর্ত। কেননা, اما-এর হুকুম مَعَ غَيْرِ الطَّلَبِ এবারতে অতিবাহিত হয়েছে। তাতে নসব পড়া উত্তম। হরফে তাহদ্বীদ لوما ، لولا ، هلا ، الا এগুলো ও হরফে শর্তের মধ্যে নসব ওয়াজিব হবার কারণ হলো, এগুলোর ব্যবহার শব্দগত বা উহ্যগতভাবে ফে'লের উপর হয়ে থাকে। কেননা, হরফে শর্ত تعلق زمانى (কালগত সর্ম্পক)-এর উপর বুঝিয়ে থাকে। زمانه বা কাল শুধুমাত্র ফে'লের সাথে বুঝা যায়। অনুরূপভাবে হরফে তাহদ্বীদ্বকে অতিতকালে تنديم (লজ্জা দেওয়া), توبيخ (ধিক্‌কার দেওয়া) এবং ভবিষ্যৎকালে ترغيب (উৎসাহিত করা) ও تحضيض (উদ্বুদ্ধ করা)-এর জন্য গঠন করা হয়েছে। আর অতীতকাল ও ভবিষৎকাল ফে'ল ব্যতীত অন্য কিছুর দ্বারা অর্জিত হয় না।

مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর উদাহরণটি ازيد ذهب به এ قَوْلُهُ وَلَيْسَ اَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ الخ : অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ইসম ফে'ল বা শিবহে ফে'লের পরে এ অনুপাতে হয় যে, যদি ঐ ফে'ল বা মুনাসেবে ফে'লকে ইসমের উপর অগ্রগামী করা হয় তা ইসমটিকে মাফউল হিসেবে নসব দিতে পারে না। উল্লিখিত উদাহরণে হুবহু ফে'লকে باء সহ মুকাদ্দাম করা হলে زيد যের বিশিষ্ট হবে আর باء ব্যতীত মুকাদ্দাম করা হলে তা মাফউল হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে না। তেমনিভাবে مناسب فعل (সমার্থবোধক ফে'ল) তথা ذهب-কে তার উপর নিয়োগ করা হলে উল্লিখিত ইসমটি যবর বিশিষ্ট হবে না; বরং নায়েবে ফায়েল হিসেবে পেশ হবে। অতএব বুঝা গেল উদাহরণটি مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর নয়। এ ধরনের যত তারকীব রয়েছে সবগুলোতে মুবতাদা হিসেবে পেশ ওয়াজিব।

ما اضمر عامله الخ উদাহরণটি كُلُّ شَيْئٍ فَعَلُوْهُ فِى الزُّبُرِ প্রাগুক্ত উদাহরণের মতো قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ كُلَّ شَيْئٍ الخ : -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ইসম যা ما اضمر عامله الخ -এর আকৃতিতে হয়; বরং এমন ফে'লের পরে হয় যাকে ইসিমের উপর মুকাদ্দাম করা হলে অর্থ বিপন্ন হয়ে যায়। আয়াতের অর্থ- বান্দাদের সমস্ত কর্মবিধি আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে, ছোট হোক, বড় হোক কোনো কর্মই তার মধ্যে লিপিবদ্ধ হওয়া ব্যতীত নেই। আয়াতের তারকীব– كل شيئ মাওসূফ, فعلوه তার সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। فى الزبر অংশটি ثابت-এর সাথে যরফে মুস্তাকার হয়ে তার খবর। এ প্রক্রিয়ায় কোনো সমস্যা নেই। তবে كل شيئ-কে আমরা ما اضمر عامله الخ-এর অন্তর্ভুক্ত করে যবর বিশিষ্ট পড়া হলে সমস্যা দেখা দেয় যে, বর্ণিত তাসলীত (অগ্রগামী করা) সাব্যস্ত হয় না। এ জন্য যে, যদি فعلوا -কে كل شيئ-এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী فى الزبر অংশটি দু'টি তারকীবের অবকাশ রাখে। হয়তো এটা فعلوا-এর সাথে মুতায়াল্লাক হবে অথবা شيئ -এর সিফাত হবে। উভয়াবস্থায় মূল অর্থ বাতিল। প্রথমাবস্থায় এজন্য যে, তার অর্থ দাঁড়ায়-তারা সব কিছুকে আমলনামা তথা صحائف اعمال -এর মধ্যে করেছে। অর্থাৎ আমলনামা তাদের কর্মক্ষেত্র; এ অর্থ প্রকাশ্যভাবে বাতিল। কারণ আমলনামা বান্দাদের কার্যস্থল নয়; বান্দা যা করে তাই আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। দ্বিতীয়বস্থায় অর্থ হয়–বান্দারা ঐ সব কাজ করেছে যা আমলনামায় বিদ্যমান। এ ধারণা হয় যে, বান্দাদের কতক আমল এরূপও হওয়া সম্ভব যে, যেগুলোকে আমলনামার মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, এটা বাতিল। কারণ, তাতে উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া লাযেম আসে। কেননা, বান্দারা যত কাজ করে সবগুলো আমলনামায় থাকে। উল্লেখ্য যে, زبر শব্দটি زبور (যবর যোগে)-এর বহুবচন। زبور অর্থ– مزبور যার অর্থ مكتوب (লিখিত) আর الزبور-এর অর্থ– লিপিবদ্ধ করা।

قَوْلُهُ وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ : এখানে واو আতেফা, একে كل شيئ-এর উপর আত্‌ফ করা হয়েছে। ইবারতের মূলরূপ হবে كَذَا نَحْوُ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِىْ الخ , এখানে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত فاء হলো তা'লীল। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি جملتان উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ هذه الاية جملتان এ জুমলাটিও দ্বিতীয় তা'লীল যা প্রথম তা'লীলের উপর আত্‌ফ হয়েছে। এ জুমলাটি একটি প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নঃ পূর্বে বলা হয়েছে যে, ফে'লে মুফাস্‌সির যখন امر হবে, তখন ما اضمر عامله الخ-এর মধ্যে নসব উত্তম হবে। উক্ত আয়াতে কারীমার মধ্যে ফে'লে মুফাস্‌সিরটি امر এবং ما اضمر عامله তার

পূর্বে পতিত হয়েছে বিধায় নসব উত্তম হওয়া উচিত; অথচ সম্মানিত সাতক্বারীরা رفع পড়ার উপর একমত হয়েছেন। জরুরি হয়ে পড়ে হয়ত মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণিত কায়দা অশুদ্ধ অথবা সাত ক্বারীর অভিমতটি অশুদ্ধ; কিন্তু সাত ক্বারীর ঐকমত্য অশুদ্ধ হতে পারে না। কারণ, সাতক্বারীর ঐকমত্যই কুরআন। আর কুরআন সর্ব প্রকারের ভুল-ত্রুটি থেকে মুক্ত। বুঝা যায়, বর্ণিত কায়দাটি ভুল হবে। এ সমস্যা সমাধানে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নাহুবিদ্‌গণ বিভিন্ন উত্তর প্রদান করেছেন। মুবার্‌রাদ বলেছেন, فاجلدوا -এর মধ্যে فاء শর্তের অর্থে অর্থাৎ فاء টি জযাইয়্যাহ যা তার প্রবিষ্ট বস্তুকে শর্তের সাথে সম্পর্ক করার জন্য আসে। اَلزَّانِيَةَ وَالزَّانِيْ -এর মধ্যে আলিফ লামটি মাওসূল তার সেলাহ মিলে মুবতাদা যা শর্তের অর্থকে অন্তর্ভুক্তকারী। আর তার খবরটি জাযায়ের পর্যায়ে। যে فاء টি মুবতাদার খবরের উপর প্রবিষ্ট হয় তা খবরকে শর্তের সাথে মিলানোর জন্য হয়। কারণ তা শর্তের উপর বুঝায়। শর্ত হলো জাযার জন্য سبب ; এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, উক্ত فاء -এর পরের অংশ তার পূর্বাংশের মধ্যে আমল করে না, তাই ফে'লকে পূর্বে নিয়োগ করা অসম্ভম হবে। সুতরাং আয়াত শরীফ ما اضمر عامله الخ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। মুবতাদা হিসেবে رفع ওয়াজিব হবে। প্রসিদ্ধ নাহুবিদ সীব্‌ওয়াইহ বলেছেন, এই আয়াতে কারীমা দু'টি স্বতন্ত্র জুমলা। الزانية মুবতাদা, তার পূর্বে মুযাফ উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ حُكْمُ الزَّانِيَةِ فِيْمَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ بَعْدُ -فاء.এই বিদ্যমান হুকুমকে বর্ণনা করার জন্য জুমলার মধ্যে নেওয়া হয়েছে। আর তা سببية -এর জন্য ব্যবহৃত। অর্থাৎ ان ثبت زِنَاهُمَا فَاجْلِدُوْا কাজেই আয়াতে কারীমাখানা দু'টি স্বতন্ত্র জুমলা। ঐ সময় ফে'লকে পূর্বে নিয়োগ করা অসম্ভব হবে। কারণ, একটি জুমলার অংশ অপর জুমলার অংশের মধ্যে আমল করে না। উল্লিখিত تسليط (ফে'লকে পূর্বে আনয়ন করা) অসম্ভম হবে। সুতব্রাং বর্ণিত আয়াত শরীফখানা ما اضمر الخ-এর অধ্যায়ভুক্ত হবে না। সারকথা, নাহুবিদ্‌দের কায়দা ও সাত ক্বারীর অভিমত আপন আপন স্থানে সঠিক রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ الخ : فاء শর্তের অর্থে না হলে এবং আয়াতখানা দু'জুমলা না হলে বর্ণিত কায়দার অধীনে প্রবেশ করবে এবং নসব ওয়াজিব হবে। কারণ সাতক্বারীগণ رفع-এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অনন্যোপায় হয়ে ঐ فاء -কে শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হিসেবে বলা হবে অথবা আয়াতটি দু'জুমলা হিসেবে ধরা হবে, যাতে رفع গ্রহণযোগ্য হয়। এ কায়দার বর্ণনা এভাবে যে,

اِنْ لَمْ تَكُنِ الْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ وَلَمْ تَكُنِ الْاٰيَةُ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ لَيْسَ بِمُخْتَارٍ لِاتِّفَاقِ الْقُرَّاءِ السَّبْعَةِ عَلَى الرَّفْعِ فَلَابُدَّ اَنْ تَكُوْنَ الْفَاءُ بِمَعْنَى الشَّرْطِ عِنْدَ الْمُبَرِّدِ وَتَكُوْنَ الْاٰيَةُ جُمْلَتَيْنِ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ-

তারকীব : قَوْلُهٗ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَالْاِسْتِفْهَامِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, بعد যরফে মকান মুযাফ, حرف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, النفى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, উহ্য حرف মুযাফ, الاستفهام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ, واو হরফে আত্‌ফ, اذا মুরাদুল্ লফয মাওসূফ, الشرطية সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, حيث মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফত্রয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। يختار উহ্য ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, فى হরফে জার, الامر মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, النهى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে فى হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে يختار উহ্য ফে'লের সাথে। يختار উহ্য ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। اذ যরফে যমান মুযাফ অথবা হরফে তা'লীল, هى মুবতাদা, مواقع মুযাফ, الفعل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। هى মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, عند যরফে যমান মুযাফ, خوف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, لبس মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। المفسر মুযাফ ইলাইহ। باء হরফে জার। الصفة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে لبس মাসদারের সাথে। لبس মাসদার মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ ও যরফে লগ্‌ব মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। خوف মাসদার মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে

মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। عند মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। يختار উহ্য ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, كل شئ الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

জুমলাটির তারকীব– ان হরফে মুশাব্‌বাহ বিল ফে'ল, نا তার ইসম। كل মুযাফ, شئ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী, তার ফে'ল خلقنا উহ্য রয়েছে' خلقنا ফে'ল, نا যমীরে বারেয ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। ان হরফে মুশাব্‌বাহ বিল ফে'ল-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। خلقنا ফে'ল, যমীর نا ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী। باء হরফে জার, قدر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। خلقنا ফে'ল-তার ফায়েল, মাফউলে বিহী এবং যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে তার পূর্ববর্তী অংশের মুফাস্‌সির হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, يستوى ফে'ল, الامران ফায়েল, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, زَيْدٌ قَامَ الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, يستوى ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। বাক্যটির তারকীব– زيد মুবতাদা, قام ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, قام ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, عمروا মাফউলে বিহী। তার ফে'ল اكرمت উহ্য রয়েছে। اكرمت ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। اكرمت ফে'ল, تاء যমীরে বারেয ফায়েল ও ه যমীর মাফউল। ফে'ল-ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে তার পূর্ববর্তী অংশের মুফাস্‌সির। واو হরফে আত্‌ফ, يجب ফে'ল, النصب মাসদার ফায়েল, بعد ইসমে যরফে মুযাফ, حرف মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, الشرط মুযাফ ইলাইহ। حرف মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, حرف মুযাফ, التحضيض মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ, يجب ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, ان زيدا ضربته الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। اِنْ زَيْدًا ضَرَبْتَهٗ টি পূর্ববর্তী জুমলার উপর আত্‌ফ হয়েছে। জুমলাদ্বয়ের তারকীব– ان হরফে শর্ত, زيدا মাফউলে বিহী, তার ফে'ল ضربت উহ্য রয়েছে। ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী। ضربت ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ-খবরিয়্যাহ হয়ে মুফাস্‌সির। ضرب ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ك মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, لا হরফে তাহদ্বীদ, زيدا মাফউলে বিহী, তার ফে'ল ضربت উহ্য রয়েছে। ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল ও ه যমীর মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে তার মুফাস্‌সির। واو হরফে আত্‌ফ অথবা ইস্তীনাফ, ليس ফে'লে নাকেস, اَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهٖ মুরাদুল্ লফয ইসমে লায়সা। من হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে ليس -এর খবর, ليس তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। জুমলাটির তারকীব– أ ইস্তিফহামের জন্য, زيد মুবতাদা, ذهب ফে'ল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। ذهب ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فاء ফসীহা, الرفع মুবতাদা, واجب উহ্য

শিবহে ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা, إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَا উহ্য শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ل হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল। যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। كل شيئ الخ মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, نحو মুযাফ, اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ الخ মুরাদুললফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ كُلُّ شَيْئٍ فَعَلُوْهُ الخ : জুমলার বিস্তারিত তারকীব– كل মুযাফ, شيئ মাওসূফ, فعلوا ফে'ল, যমীর هم ফায়েল, ه যমীর মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সিফাত। মাউসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। كل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। فى হরফে জার, الزبر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলা হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। الزانية-এর মধ্যে ال ইসমে মাওসূল, زانية সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, الزانى তার মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুবতাদা। فاء জাযাইয়্যাহ, اجلدوا ফে'ল, যমীর انتم ফায়েল। كل মুযাফ, واحد মাওসূফ, من হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। كل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে বিহী। مائة মুযাফ, جلدة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে মুতলাক। اجلدوا ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। الفاء মুবতাদা, باء হরফে জার, معنى মুযাফ, الشرط মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। فيه উহ্য রয়েছে, এটা দ্বিতীয় যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। عند মুযাফ, المبرد মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ। ثابت শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল, উভয় যরফে মুস্তাকার ও মাফঊলে ফীহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, الاية উহ্য মুবতাদা, جملتان খবর। عند ইসমে যরফ মুযাফ, سيبويه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ্ হয়েছে মুবতাদা-খবরের নিসবত থেকে। মুবতাদা, খবর ও মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, الا -এর মধ্যে ان হরফে শর্ত, لا নাফিয়া, يكن ফে'ল, উহ্য যমীর هو তার ইসম। كذالك উহ্য খবর, এর মধ্যে ك হরফে জার, ذالك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও মুতা'আল্লাক মিলে খবর। ফে'ল নাকেস-তার ইসিম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জযাইয়্যাহ, المختار শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও فيه উহ্য যরফে লগ্‌ব মিলে মুবতাদা। النصب খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

اَلرَّابِعُ اَلتَّحْذِيْرُ وَهُوَ مَعْمُوْلٌ بِتَقْدِيْرِ اِتَّقِ تَحْذِيْرًا مِمَّا بَعْدَهٗ اَوْ ذُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُكَرَّرًا مِثْلُ اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ وَاِيَّاكَ وَاَنْ تَحْذِفَ وَالطَّرِيْقَ الطَّرِيْقَ وَتَقُوْلُ اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ وَمِنْ اَنْ تَحْذِفَ وَاِيَّاكَ اَنْ تَحْذِفَ بِتَقْدِيْرِ مِنْ وَلَا تَقُوْلُ اِيَّاكَ الْاَسَدَ لِاِمْتِنَاعِ تَقْدِيْرِ مِنْ -

---

অনুবাদ : চতুর্থ (স্থান) : تَحْذِيْر আর তা হলো উহ্য اتق-এর এমন معمول (আমলকৃত কালিমা) যাকে তার পরবর্তী অংশ থেকে ভয় দেখানোর জন্য (উল্লেখ করা হয়) অথবা محذر منه কে (যার থেকে সতর্ক করা হয়) বারংবার উল্লেখ করা হয়। اِيَّاكَ وَالْاَسَدَ (তুমি নিজকে বাঘ থেকে রক্ষা করো), اِيَّاكَ وَاَنْ تَحْذِفَ (তুমি লাকড়ি দ্বারা খরগোশকে প্রহার করা থেকে বাঁচো !), اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ (রাস্তা রাস্তা !) আর তুমি (من-কে উল্লেখ করে) বলবে, اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ وَاِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَحْذِفَ এবং من-কে উহ্য করে (তুমি বলবে) اِيَّاكَ اَنْ تَحْذِفَ আর من-কে উহ্য রাখা অসম্ভব হবার কারণে اِيَّاكَ الْاَسَدَ বলবে না।

ব্যাখ্যা : কিয়াসের ভিত্তিতে যে চার স্থানে মাফউলে বিহীর ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব সেগুলোর মধ্যে চতুর্থটি التحذير ; আভিধানিক অর্থ– সর্তক করা, ভয় দেখানো। যাকে ভয় দেখানো হয় তা محذر, যার থেকে ভয় দেখানো হয় তা محذر منه , শর্তসাপেক্ষে কখনো محذر-কে, আবার কখনো محذر منه-কেও تحذير বলা হয়, তবে সাধারণভাবে নয়। কেউ কেউ تحذير-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- اَلتَّحْذِيْرُ تَنْبِيْهُ الْمُخَاطَبِ عَلٰى اَمْرٍ مَكْرُوْهٍ اَوْ مَهِيْبٍ لِيَجْتَنِبَهٗ অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তিকে কোনো অপছন্দনীয় কাজ অথবা ভয়ার্ত বিষয় থেকে সর্তক করা, যাতে সে তা পরিত্যাগ করে। মুসান্নিফ (র.) تحذير-এর যে পরিচয় মূল এবারতে উপস্থাপন করেছেন, তাকে পরিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তার সংজ্ঞায় উল্লিখিত মা'মূল হলো উহ্য اسم মাওসূফের সিফাত। ইসম দ্বারা ইসমে মানসূব উদ্দেশ্য। بِتَقْدِيْرِ اِتَّقِ-এর মধ্যস্থিত باء হরফে জার لام-এর অর্থে ব্যবহৃত। تقدير শব্দ اتق শব্দের দিকে যে এযাফত হয়েছে, তাকে اِضَافَةُ الصِّفَةِ اِلَى الْمَوْصُوْفِ বলা হয়। এটা সিফাতে আউওয়াল। تَحْذِيْرًا مِمَّا بَعْدَهٗ-এর আমিল ذكر ফে'ল উহ্য রয়েছে। আর তা সিফাতে ছানী। ذكر المحذر منه পূর্ববর্তী সিফাতে ছানীর উপর আত্ফ হয়েছে। উহ্য اتق-এর মা'মূল যাকে পরবর্তী শব্দ দ্বারা ভয় দেখানো হয়। তা দু'প্রকার। যথা- প্রথম প্রকার اتق উহ্য থাকার কারণে যবর বিশিষ্ট হবে এবং তার পরবর্তী অংশ থেকে ভয় প্রদর্শন করানো হয়। দ্বিতীয় প্রকার- اتق উহ্যের কারণে যবর বিশিষ্ট হবে এবং محذر منه টি দ্বিরুক্তি হবে। تحذير-এর প্রথম প্রকার اتق উহ্য ফে'লের কারণে যবর বিশিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শরিক রয়েছে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি। تحذيرا-এর আমিল হয়তো حذر উহ্য ফে'ল অর্থাৎ حَذَّرَ ذٰلِكَ الْمَعْمُوْلَ تَحْذِيْرًا অথবা ذكر উহ্য ফে'ল রয়েছে অর্থাৎ ذلك المعمول لاجل تحذير প্রথমাবস্থায় تحذيرا মাফউলে মুতলাক। আর দ্বিতীয়াবস্থায় মাফউলে লাহু। মুসান্নিফ (র.)-এর ذكر المحذر منه উক্তিটি حذر বা ذكر ফে'লের উপর আত্ফ হয়েছে। মূলরূপ হবে–

حَذَّرَ اَوْ ذَكَرَ ذَالِكَ الْعَمُوْلَ تَحْذِيْرًا مِنَ الْاِسْمِ الَّذِىْ اَوْ مِنْ اِسْمٍ ثَبَتَ اَوْ وَقَعَ ذٰلِكَ الْاِسْمُ بَعْدَ ذَالِكَ الْمَعْمُوْلِ وَ ذَكَرَ الْمُحَذَّرَ مِنْهُ مُكَرَّرًا-

* একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি تَحْذِيْرًا مِمَّا بَعْدَهُ তার উহ্য ফে'লের সাথে মিলে معمول-এর সিফাত আর উহ্য ফে'লের মধ্যে একটি যমীর রয়েছে, যা معمول মাওসূফের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। কেননা, জুমলা যখন সিফাত হয়, তখন তার মধ্যে এমন একটি যমীর থাকে, যা মাওসূফের দিকে ফিরে। যাতে সিফাত ও মাওসূফের মধ্যকার সম্পর্ক গড়ে উঠে। উল্লিখিত কায়দার প্রেক্ষিতে এখানেও মা'তূফ আলাইহের মধ্যে এমন যমীর হবে যা মাওসূফের দিকে ফিরবে, মা'তূফ আলাইহর মধ্যে যমীর হলে মা'তুফের মধ্যেও এমন যমীর থাকা উচিত যা মাওসূফের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, যাতে মা'তূফ আলাইহে ও মা'তুফের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় থাকে। অথচ মা'তূফ তথা او ذكر المحذر منه -এর মধ্যে এমন কোনো যমীর নেই, যা মাওসূফের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। কাজেই মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। তাই উভয়ের একই হুকুম না হওয়াতে আত্‌ফ সঠিক হবে কিভাবে? **উত্তর :** আমরা এ কথা মেনে নেই যে, মা'তূফের মধ্যে প্রত্যাবর্তনকারী (عائد) হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রত্যাবর্তনকারী বস্তু শুধুমাত্র যমীর হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধতাকে আমরা মানি না; বরং ইসমে যাহিরের জায়গায় ইসমে যমীর আসাটাও এক প্রকারের প্রত্যাবর্তনকারী বস্তু। কাজেই মা'তূফটি প্রত্যাবর্তনকারী থেকে মুক্ত নয় বিধায় আত্‌ফ শুদ্ধ হবে।

مِثْلُ إِيَّاكَ وَالْاَسَدَ-**এর বিবরণ :** এটা تحذير-এর প্রথম প্রকারের উদাহরণ। এটা মূলত بَعِّدْكَ وَالْاَسَدَ ছিল। نفس শব্দকে বৃদ্ধি করত بَعِّدْ نَفْسَكَ وَالْاَسَدَ বলা হয়েছে। কারণ একটি ফে'লের মধ্যে ফায়েল ও মাফউলের যমীর একই সাথে মিলিত হওয়া ঐ সময় শুদ্ধ হয় না যখন উভয় যমীর দ্বারা একটি বস্তু উদ্দেশ্য হয়; কিন্তু افعال قلوب-এর মধ্যে তা জায়েজ। যেমন– علمتنى আর এখানে যখন نفس শব্দকে বৃদ্ধি করা হয়েছে, তখন মাফউলটি ইসমে যাহের হবে। আর ঐ নিষিদ্ধতা আবশ্যক হবে না। অতঃপর স্থানের সংকীর্ণতার কারণে ফে'লকে বিলোপ করার সাথে সাথে ফায়েলের যমীরকেও বিলোপ করা হয়েছে। نفس শব্দের প্রয়োজন নেই বিধায় বিলোপ করে যমীরে মুত্তাসিলকে যমীরে মুনফাসিল দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতঃপর إِيَّاكَ وَالْاَسَدَ হয়ে গেছে।

إِيَّاكَ وَاَنْ تَحْذِفَ-**এর মর্মার্থ :** লাকড়ী দ্বারা খরগোশকে প্রহার করা থেকে নিজকে বাঁচাও। অর্থাৎ بَعِّدْ نَفْسَكَ مِنْ حَذْفِ الْاَرْنَبَةِ وَحَذْفِ الْاَرْنَبِ مِنْ نَفْسِكَ এটা হলো تحذير -এর প্রথম প্রকারের উদাহরণ। কিন্তু পার্থক্য- প্রথম উদাহরণে محذر منه হলো اسم تحقيقى আর দ্বিতীয় উদাহরণে محذر منه হলো اسم تاويلى থেকে সম্বোধিত ব্যক্তি নিজকে বাঁচিয়ে রাখা। অর্থাৎ সম্বোধিত ব্যক্তির আত্মাকে اسد বা حذف ارنب থেকে ভয় দেখানো হয়েছে।

اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ الخ-**এর বিবরণ :** এটা تحذير-এর দ্বিতীয় প্রকারের উদাহরণ। এতে محذر منه – الطريق টি تكرار হয়েছে অর্থাৎ اتق الطريق الطريق তুমি রাস্তা থেকে বাঁচ। যুক্তি محذر منه-এর ব্যবহার আটটি প্রক্রিয়ায় হওয়াকে চায়। কারণ محذر منه হয়তো اسم تحقيقى হবে অথবা اسم تاويلى ; সেগুলোর ব্যবহার হয়তো من -এর সাথে হবে অথবা واو -এর সাথে। আবার প্রত্যেকটি দু'সুরত হয়ে থাকে। হয়তো واو ও من উল্লিখিত হবে বা হবে না।শেষোক্ত দু'টি প্রকারকে পূর্বোক্ত চারটি প্রকারে গুণ দেওয়া হলে মোট আটটি সুরত অর্জিত হয়। সেগুলোর মধ্যে তিনটি সুরত এমন রয়েছে যেগুলোর অস্তিত্ব বাহ্যিকভাবে নেই। কারণ, واو টি محذر منه থেকে কখনও বিলুপ্ত হয় না, চাই محذر منه টি اسم تحقيقى হোক বা تاويلى; অনুরূপভাবে من টি محذر منه থেকে اسم تحقيقى হওয়ার সময়ে কখনও বিলুপ্ত হয় না। اسم تاويلى তার বিপরীত। তা থেকে من কে বিলোপ করা জায়েজ। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি وَتَقُوْلُ إِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ الخ -এর দ্বারা উপরোক্ত বিশ্লেষণের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ تحذير-এর প্রথম প্রকারের অধীনে দু'টি প্রকারের মধ্যে محذر منه-কে উল্লিখিত واو-এর সাথে ব্যবহার করা যেমনিভাবে জায়েজ, তেমনিভাবে উক্ত من-এর সাথেও ব্যবহার জায়েজ। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি إِيَّاكَ اَنْ تَحْذِفَ দ্বারা প্রথম প্রকারের দ্বিতীয় সুরতের মধ্যে محذر منه-কে من

উহ্যের সাথে উল্লেখ করা বৈধ বুঝানো হয়। إِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَحْذِفَ মূলত إِيَّاكَ اَنْ تَحْذِفَ ছিল। ان ও اَن থেকে হরফে জারকে সহজতার উদ্দেশ্যে বিলোপ করা বৈধ বিধায় উক্ত উদাহরণ থেকে من কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَاتَقُوْلُ إِيَّاكَ الْاَسَدَ : مِنْ -কে উহ্য রেখে إِيَّاكَ الْاَسَدَ বলা জায়েজ নেই। কারণ, اسم صريح থেকে من-কে বিলোপ করা নাজায়েজ। যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমরা এখানে واو হরফে আত্ফকে উহ্য মানব আর এটা মূলত إِيَّاكَ وَالْاَسَدَ ছিল বলব। উত্তরে বলা হবে–واو হরফে আত্ফকে বিলোপ করা অত্যধিক নিকৃষ্ট। কারণ, তাকে বিলোপ করার কোনো প্রমাণ আরবি ভাষায় পাওয়া যায় না। হরফে জার তার বিপরীত। ان ও اَن থেকে তাকে বিলোপ করা কিয়াসী, এ দু'টি ব্যতীত অন্যান্য স্থানে شاذ ; এর কারণ উল্লেখ করত আল্লামা শোয়াইব বলেছেন–

حَذْفُ الْحُرُوْفِ الْجَارَّةِ مَعَ اَنَّ وَاَنْ قِيَاسٌ لِاَنَّ اَنْ مَوْصُوْلٌ حَرْفِيٌّ وَمَا بَعْدَهَا صِلَةٌ وَالصُّوْرَةُ صُوْرَةُ الْجُمْلَةِ تَأَدَّى مَعْنَى الْمُفْرَدِ فَحُذِفَ مِنْهُ مِنْ لِلتَّخْفِيْفِ

* আমরা এ কথা মানি না যে, من কালিমাকে ان– ان ব্যতীত অন্যান্য স্থানে উহ্য মেনে নেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ اَلطَّرِيْقَ থেকেও من উহ্য রাখা হয়েছে। আর এটা مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ অথচ এখানে ان–ان অনুপস্থিত। তদুত্তরে বলা যায়,এ সব উদাহরণে من-কে উহ্য মানা شاذ ও দুলর্ভ্য। আর কায়দা রয়েছে– اَلشَّاذُ كَالْمَعْدُوْمِ

* إِيَّاكَ الْاَسَدَ-এর মধ্যে من-কে উহ্য মানা سماعى (শ্রুতভিত্তিক), কিয়াসী নয়। سماعى-কে শ্রবণ করার উপর নির্ভর করা হয়। তার উপর অন্যটি কিয়াস করা চলে না।

তারকীব : قَوْلُهُ الرَّابِعُ اَلتَّحْذِيْرُ وَهُوَ مَعْمُوْلٌ بِتَقْدِيْرِ اِتَّقِ الخ : الرابع মুবতাদা, التحذير খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, هو মুবতাদা, معمول মাউসূফ, باء হরফে জার, تقدير মাসদার মুযাফ, اتق মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার-মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল-উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাতে আউওয়াল। تحذيرا মাসাদার, من হরফে জার, ما মাওসূলা, بعد ইসমে যরফ মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে উহ্য ثبت থেকে। ثبت ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। تحذيرا মাসদার ও যরফে লগ্ব মিলে মাফউলে লাহু। তার ফে'ল ذكر উহ্য রয়েছে। ذكر ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে লাহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সিফাতে ছানী। معمول মাওসূফ ও তার সিফাতদ্বয় মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। او হরফে আত্ফ। ذكر ফে'ল, ال টি الذى অর্থে ইসমে মাউসূল। محذر শিবহে ফে'ল, من হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে নায়েবে ফায়েল। محذر শিবহে ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে সেলাহ। ইসমে মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে যুলহাল, مكررا ইসমে মাফউল শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল। ذكر ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সিফাতে ছানীর উপর আত্ফ হয়েছে। مثل মুযাফ, إِيَّاكَ وَالْاَسَدَ মুরাদুল্লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, إِيَّاكَ وَاَنْ تَحْذِفَ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, اَلطَّرِيْقَ اَلطَّرِيْقَ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

বিস্তারিত তারকীব– اياك-এর মধ্যে ايا যমীরে মানসূবে মুনফাসিল মা'তূফ আলাইহ, ك হরফে খেতাব, الاسد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে বিহী। যার ফে'ল اتق বা بعد উহ্য রয়েছে, اتق ফে'ল, উহ্য যমীর انت ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। اياك মা'তূফ আলাইহ , واو হরফে আত্ফ, ان নাসেবা মাউসূলে হরফী, تحذف

ফে'ল ও যমীর انت। ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাউসূলে হরফী ও সেলাহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাফউলে বিহী, যার ফে'ল اتق বা بعد উহ্য রয়েছে। اتق। ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। الطريق। মুয়াক্কাদ, الطريق। তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে মাফউলে বিহী, যার ফে'ল اتق। উহ্য রয়েছে। اتق। ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَتَقُوْلُ اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ الخ : واو হরফে আত্‌ফ, تقول ফে'ল, যমীর انت ফায়েল, اِيَّاكَ مِنَ الْاَسَدِ মুরাদুল্ লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, اِيَّاكَ اَنْ تَحْذِفَ মুরাদুল লফ্‌য যুলহাল, با মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, مِنْ اَنْ تَحْذِفَ হরফে জার, تقدير মাসদার মুযাফ, من মুরাদুল লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتا শিব্‌হে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মাকূলা তথা মাফউলে বিহী। تقول ফে'ল, তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব– ايك। মাফউলে বিহী, যার ফে'ল بعد উহ্য রয়েছে। بعد ফে'ল, উহ্য যমীর انت। ফায়েল, من হরফে জার, الاسد। মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। بعد ফে'ল-তার ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। উহ্য ايك। মাফউলে বিহী, من হরফে জার, ان। মাউসূলে হরফী, تحذف ফে'ল ও যমীর انت। ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাউসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। بعد উহ্য ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। ايك। মাফউলে বিহী, بعد উহ্য ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল, ان। মাওসূলে হরফী, تحذف ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। উহ্য من হরফে জার ও তার মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। بعد ফে'ল-তার ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, لاتقول ফে'ল, যমীর انت। ফায়েল, اِيَّاكَ الْاَسَدَ মুরাদুল্ লফ্‌য মাফউলে বিহী, ل হরফে জার, امتناع। মুযাফ, تقدير মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, من মুরাদুল্ লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। امتناع। মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। لاتقول ফে'ল-তার ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ هُوَ مَا فُعِلَ فِيْهِ فِعْلَ مَذْكُوْرٌ مِنْ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ وَشَرْطُ نَصْبِهِ تَقْدِيْرُ فِيْ وَظُرُوْفُ الزَّمَانِ كُلُّهَا تَقْبَلُ ذٰلِكَ وَظُرُوْفُ الْمَكَانِ اِنْ كَانَ مُبْهَمًا قَبِلَ ذٰلِكَ وَاِلَّا فَلَا وَفُسِّرَ الْمُبْهَمُ بِالْجِهَاتِ السِّتِّ وَحُمِلَ عَلَيْهِ عِنْدَ وَلَدٰى وَشِبْهُهُمَا لِاِبْهَامِهِمَا وَلَفْظُ مَكَانٍ لِكَثْرَتِهِ وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ عَلَى الْاَصَحِّ وَيُنْصَبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ وَعَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-

---

অনুবাদ : اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ এমন বস্তুর নাম যার মধ্যে উল্লিখিত ফে'ল করা হয়েছে, চাই তা কাল হোক বা স্থান হোক। তাতে যবর হবার জন্য শর্ত হলো فى উহ্য থাকা। ظرف زمان (কালাধার) مبهم হোক বা محدود হোক-এর প্রত্যেকটি প্রকার (فى উহ্য থাকা)-কে গ্রহণ করে আর ظرف مكان (স্থানাধার) مبهم (অস্পষ্ট) হলে তাকে (فى উহ্য থাকাকে) গ্রহণ করে, নতুবা নয়। مكان مبهم -কে ছয়টি দিক দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর অস্পষ্টতার কারণে তার (ছয়টি দিকের) উপর عند - لدى এবং উভয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ শব্দসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে। অধিক ব্যবহারের কারণে مكان শব্দকে ছয় দিকসমূহের উপর প্রযোজ্য করা হয়েছে এবং বিশুদ্ধতার অভিমত অনুযায়ী دخلت -এর পরের অংশকে (অধিক ব্যবহারের কারণে مكان مبهم-এর উপর ব্যবহার করা হয়েছে)। مفعول فيه -কে نصب দেওয়া হয় উহ্য আমিলের কারণে এবং ব্যাখ্যার শর্তসাপেক্ষে।

ব্যাখ্যা : পাঁচ প্রকার মাফঊলের মধ্যে তৃতীয় প্রকার مفعول فيه, এটা ঐ স্থান বা কাল, যার মধ্যে উল্লেখিত ফে'ল সংগঠিত হয়েছে। فعل দ্বারা উদ্দেশ্য আভিধানিক ফে'ল তথা حدث (সংঘঠিত হওয়া) আর حدث উল্লেখিত হবার উদ্দেশ্য-তার উল্লেখ ضمنى হবে। চাই পারিভাষিক ফে'লের অধীনে হোক বা শিবহে ফে'ল তথা ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফঊল ইত্যাদির অধীনে হোক। আবার পারিভষিক ফে'ল এবং শিবহে ফে'লও ব্যাপক; চাই ملفوظ (উচ্চারিত) হোক বা مقدر (উহ্য) হোক। যেমন– ضَرَبْتُ الْيَوْمَ -এর মধ্যে يوم -এমন একটি ইসম যার মধ্যে حدث (সংগঠিত হওয়া) উল্লিখিত হয়েছে। আর তা ضربت পারিভাষিক ফে'লের অধীনে হবে। কেননা, ضربت ঘটমান কাল এবং ফায়েলের দিকে সর্ম্পকিত করার জন্য গঠন করা হয়েছে। সুতরাং ضربت শব্দটি শুধু حدث (সংগঠিত হওয়া)-এর উপর বুঝানোটা تضمنى আর এ حدث পারিভাষিক ফে'লের অধীনে উল্লেখিত রয়েছে। صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -এর মধ্যে تضمنى হিসেবে পাওয়া যায় কিংবা التزامى বা مطابقى অনুপাতে বুঝিয়ে থাকে। التزامى হবে তখনই যখন কোনো আমিল এমন পাওয়া যায় যা حدث (সংগঠিত হওয়া)-এর উপর التزامى অনুপাতে বুঝিয়ে থাকে আর مطابقى ঐ স্থানে হবে যেখানে আমিলটি মাসদার হয়। যেমন– اَعْجَبَنِىْ جُلُوْسُكَ اَمَامَ زَيْدٍ। এ সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মদ শোয়াইব 'তাহরীরে সানবাট'-এ বলেছেন–

اَلْمَذْكُوْرُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ مُطَابَقَةً وَ ضِمْنًا وَالْفِعْلُ اَعَمُّ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا حَقِيْقَةً كَانَ اَوْ شِبْهَ الْفِعْلِ .

মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি مافعل فيه فعل সমস্ত اسماء زمان ও اسماء مكان-কে শামিল করে। কারণ, এমন কোনো স্থান ও কাল নেই যার মধ্যে কোনো না কোনো ফে'ল করা হয়নি, চাই ফে'লকে উল্লেখ করা হোক বা না হোক। গ্রন্থকারের উক্তি مذكور কয়েদ দ্বারা ঐ স্থান-কাল বের হয়ে যায়, যার মধ্যে ঐ ফে'ল উল্লেখ হয়েছে যা পূর্বে উল্লিখিত নয়। যেমন– يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ طَيِّبٌ ।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, مفعول فيه -এর সংজ্ঞাটি কতেক مفعول به-এর উপর প্রযোজ্য হয়। কাজেই উক্ত সংজ্ঞাটি যথার্থ হয়নি। مفعول فيه -এর সংজ্ঞাটি অন্যান্য আফরাদকে তার মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াকে বাধা দানকারী নয়। যথা–شَهِدْتُ مَافُعِلَ فِيْهِ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ -এর মধ্যে يَوْمَ الْجُمُعَةِ হলো مفعول به-এর উপর مفعول فيه -এর সংজ্ঞা- يَوْمَ الْجُمُعَةِ প্রযোজ্য হয়ে থাকে। বুঝা যায় উক্ত সংজ্ঞাটি مَانِعٌ عَنْ دُخُوْلِ الْغَيْرِ (অন্যান্য আফরাদকে বাধা দানকারী) হয়নি। **উত্তর :** অধিকাংশ সংজ্ঞার মধ্যে অনুপাতের কয়েদ (قيد الحيثية) গ্রহণযোগ্য হয়। মুসান্নিফ (র.) যেন এখানে এ কথাই বলেছেন যে, اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ مَا فُعِلَ فِيْهِ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ مِنْ حَيْثُ اَنَّهُ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ অতএব, অনুপাতের কায়েদ গ্রহণযোগ্য হওয়াতে উক্ত উদাহরণটি مفعول فيه-এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গেছে। কারণ, شَهِدْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ অংশটি يَوْمَ الْجُمُعَةِ-এর মধ্যে সেই অনুপাতে হয়নি। অর্থাৎ شهود (উপস্থিত হওয়া) তার মধ্যে করা হয়নি; বরং তার উল্লেখ এই অনুপাতে হয়েছে যে, شهود তার উপর পতিত হয়। সুতরাং شَهِدْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ-এর অর্থ দাঁড়ায় আমি জুমার দিন উপস্থিত হয়েছি। এ অর্থ নয় যে, কোনো বস্তুকে আমি জুমার দিন পেয়েছি।

* قَوْلُهُ مِنْ زَمَانٍ اَوْ مَكَانٍ : এ অংশটি ما موصوله বা ما موصوفه-এর বর্ণনা। এতে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে যে, مفعول فيه দু'প্রকার এবং উভয়টির হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। ঐ স্থান বা কাল হলো مفعول فيه যার মধ্যে উল্লিখিত ফে'ল করা হয়েছে, চাই তার মধ্যে في উচ্চারিত হোক বা উহ্য হোক। যদি في প্রকাশ্যভাবে উল্লেখিত হয় তাহলে مفعول فيه যের বিশিষ্ট হবে আর উহ্য হলে যবর বিশিষ্ট হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা নাহুবিদ্‌দের পরিভাষায় বিপরীত। কারণ, জমহুর নাহুবিদ্‌দের মতে مفعول فيه হলো ঐ مكان বা زمان যা في উহ্যসহ যবর বিশিষ্ট হয়। পক্ষান্তরে যেই زمان ও مكان -এর মধ্যে في প্রকাশ্যভাবে হয়, তাকে مفعول فيه না বলে হরফে জারের মাধ্যমে ব্যবহৃত مفعول به বলা হয়। বুঝা যায় আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) জমহুর নাহুবিদ্‌দের মতের বিরোধিতা করেছেন।

* مَفْعُوْلٌ فِيْهِ যবর বিশিষ্ট হবার জন্য শর্ত في উহ্য থাকা। কারণ, في প্রকাশ্যভাবে হলে তা যের বিশিষ্ট হবে। সকল ظروف زمان মুবহাম বা মাহ্‌দূদ হোক في উহ্য হওয়াকে কবুল করে। কারণ, زمان مبهم ফে'লের مفهوم -এর অংশ। আর কায়দা হলো যখন ফে'লের অংশকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয় তখন হরফে জারের মাধ্যম ব্যতীত যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন– مفعول مطلق কাজেই ظرف زمان مبهم ও في উহ্যসহ হওয়াকে কবুল করবে আর ظرف زمان محدود-কে ظرف زمان مبهم-এর উপর ব্যবহার করা হয়। কারণ উভয়টি সত্তাগত তথা কালে শরিক রয়েছে।

* ظَرْفُ مَكَانٍ ও ظَرْفُ زَمَانٍ **-এর প্রকারভেদ :** ظرف زمان দু'প্রকার। যথা– (১) مبهم : এটা এমন যরফ, যার কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এর পরিচয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে وَهُوَ مَا لَا حَدَّ لَهُ يَحْصُرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعْرِفَةً اَوْ نَكِرَةً যেমন– حين (সময়), زمان (জমানা)। (২) محدود : এটা এমন যরফ-যার মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। এ সম্পর্কে বলা হয় وَهُوَ مَا لَهُ نِهَايَةٌ يَحْصُرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مَعْرِفَةً اَوْ نَكِرَةً যেমন– شَهْرٌ (মাস), يَوْمٌ (দিন), لَيْلَةٌ (রাত)। অনুরূপভাবে ظرف مكان দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (১) مبهم : এমন اسم مكان কে বলা হয়, যার কোনো দৃশ্যমান নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নেই। যেমন الجهات الست (ছয় দিক) যথা : اَمَامٌ (সামনে), خَلْفٌ (পিছনে), عَيْنٌ (ডানে), شِمَالٌ (বামে), فَوْقٌ (উপরে) ও تَحْتٌ (নিচে)। এগুলোর নির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। এর হুকুম في হরফে জার উহ্য থেকে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– جَلَسْتُ خَلْفَكَ –مكان বুঝায় এমন শব্দাবলিকে অধিক ব্যবহারের কারণে ছয়টি দিকের উপর ব্যবহার করা হয়েছে। অধিক ব্যবহার সহজ হওয়াকে চায় আর এ সহজতা في উহ্য থেকে যবর বিশিষ্ট হওয়ার মধ্যে নিহিত। উল্লিখিত মুবহামের উপর لَدٰى – عِنْدَ ، دُوْنَ ، سَوَاءٌ প্রভৃতিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, এগুলোর মধ্যে এক প্রকারের অস্পষ্টতা বিদ্যমান। (২) محدود এটা এমন স্থানকে বলা হয়, যার আকার-আকৃতি ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ নির্দিষ্ট আছে। যেমন–جَلَسْتُ فِى الدَّارِ এটা في উহ্যের সাথে যবর বিশিষ্ট হওয়া জায়েজ নেই। কারণ زمان مبهم -এর সাথে তার ذات ও صفة কোনো দিক থেকে শরিক নেই।

قَوْلُهُ وَمَا بَعْدَ دَخَلْتُ عَلَى الْأَصَحِّ : অধিক ব্যবহারের কারণে دخلت-এর পরের অংশকে مكان مبهم-এর উপর প্রয়োগ করা হয়, যদিও তা নির্দিষ্ট ও সীমায়িত। আর مكان مبهم-এর উপর তাকে ব্যবহার করা সম্পর্কীয় অভিমতটি বিশুদ্ধতম। دخلت দ্বারা উদ্দেশ্য–ঐ ফে'ল যার مفعول فيه টা مفعول به-এর সদৃশ হয়ে থাকে। এখানে على الاصح -এর কয়েদ এ জন্যে আরোপ করা হয়েছে যে, কতেক নাহুবিদ دخلت-এর পরের অংশ مفعول به বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারণ, فعل متعدى যেভাবে مفعول به ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না, অনুরূপভাবে دخول-এর অর্থ তার مابعد-এর সাথে সর্ম্পৃক্ত হওয়া ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না। এতে প্রতীয়মান হয় دخلت শব্দের পরের অংশ مفعول به হবে, مفعول فيه নয়। এটা জমহুর নাহুবিদ্দের পরিপন্থী। তাঁরা دخلت-এর পরবর্তী অংশকে مفعول فيه বলে থাকেন। তাঁরা দলিল পেশ করেন যে, ঐ মাসদার যা فعول -এর ওযনে হয়, তা অধিকাংশ সময় ফে'লে লাযেম হয়ে থাকে। তাই دخولও ফে'লে লাযেম হবে। তার জন্য مفعول به-এর প্রয়োজন নেই। الدخول শব্দটি ফে'লে লাযেম হওয়ার দিকে দৃষ্টিপাত করা ব্যতীতও دخلت-এর مابعد মাফউলে বিহী হতে পারে না। কারণ, দেখা যায় মাফউলে বিহীর উপর فى প্রবেশ করলে অর্থ বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন– ضَرَبْتُ زَيْدًا -এর মধ্যে মাফউলে বিহীর উপর فى প্রবেশ করলে বলা হবে ضَرَبْتُ فِىْ زَيْدٍ তখন অর্থ সঠিক হবে না। অপর পক্ষে دخلت-এর مابعد -এর মধ্যে فى প্রবেশ করার পর অর্থ শুদ্ধ থাকে। যেমন– دَخَلْتُ الدَّارَ -এর মধ্যে বলা হবে دَخَلْتُ فِى الدَّارِ তখন অর্থ শুদ্ধ হয়। অতএব, প্রমাণিত হলো دخلت-এর مابعد মাফউলে ফীহ হয়ে থাকে, মাফউলে বিহী নয়।

قَوْلُهُ وَيَنْتَصِبُ بِعَامِلٍ مُضْمَرٍ الخ : مفعول فيه উহ্য আমিলের কারণে যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন কেউ বলল, مَتٰى سِرْتَ তার উত্তরে يَوْمَ الْجُمُعَةِ বলা হবে। অর্থাৎ سِرْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ; আর عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ-এর দ্বারা উদ্দেশ্য মাফউলে ফীহ ব্যাখ্যার শর্তসাপেক্ষে উহ্য আমিলের দ্বারা যবর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন–يَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتُ অর্থাৎ صُمْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتُ فِيْهِ মাফউলে বিহীর مَا اُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ -এর মতো মাফউলে ফীহ্তে يَوْمَ রয়েছে। যেমন–এতে নিম্নলিখিত পাঁচটি সূরত লক্ষণীয়। যথা– (১) اختيار رفع যেমন–عَلٰى شَرِيْطَةِ التَّفْسِيْرِ اَيَوْمُ الْجُمُعَةِ صِيْمَ فِيْهِ যেমন–وجوب رفع (৩)اَيَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتَ فِيْهِ যেমন– اختيار نصب (২) اَلْجُمُعَةِ صُمْتُ فِيْهِ -زَيْدٌ صَامَ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتُ فِيْهِ যেমন– تساوى الطرفين (৫) اِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صُمْتُ فِيْهِ যেমন– وجوب نصب (৪)

জ্ঞাতব্য : ছয় প্রকারের শব্দ مفعول فيه-এর স্থলাভিষিক্ত হতে পারে এবং তা যবর বিশিষ্ট হবে। যথা–

(১) مصدر যেমন– سِرْتُ طُلُوْعَ الشَّمْسِ (২) وصف যেমন– جِئْتُكَ طَوِيْلًا (৩) عدد যেমন– قُمْتُ خَمْسَةَ اَيَّامٍ (৪) كل যেমন– مَشَيْتُ كُلَّ اللَّيْلَةِ (৫) بعض যেমন– لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (৬) اسم الا شارة যেমন– وَقَفْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

তারকীব : اَلْمَفْعُوْلُ فِيْهِ : هُوَ مَا فُعِلَ فِيْهِ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ مِنْ زَمَانٍ الخ-এর মধ্যে المفعول فيه টি ال الذى ইসমে মাওসূল অর্থে ব্যবহৃত। مفعول শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مفعول শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সেলাহ। ইসমে মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা মুয়াখ্খার। এর পূর্বে منها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খর ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। هو মুবতাদা, ما মাওসূলা, فعل ফে'ল, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। فعل মাওসূফ, مذكور শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল। فعل ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সেলাহ আউওয়াল। من হরফে জার, زمان মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, مكان মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সেলাহ্ ছানী। মাউসূল ও তার সেলাহদ্বয় মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে

জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, شرط মুযাফ, نصب মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। نصب মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। شرط মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। تقدير মাসদার মুযাফ, فى মুরাদুল লফ্য ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ظروف মুযাফ, الزمان মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুয়াক্কাদ। كل মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে তাকীদ। মুয়াক্কাদ ও তার তাকীদ মিলে মুবতাদা।تقبل ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল, ذالك মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, ظروف মুযাফ, المكان মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, مبهما তার খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। قبل ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ذالك মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল এবং মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ألا -এর মধ্যে ان হরফে শর্ত, لا হরফে নফী। يكن مبهما উহ্য রয়েছে, لا يكن ফে'ল, উহ্য যমীর هو তার ইসম। مبهما খবর। لايكن তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, لا -এর পরে يقبل ফে'ল উহ্য রয়েছে। لايقبل ফে'ল ও উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ বা ইস্তীনাফ, فسر ফে'ল, المبهم নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, الجهات মাওসূফ, الست সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। فسر ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, حمل ফে'ল, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। عند মুরাদুল লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, لدى মা'তূফ। واو হরফে আত্ফ, شبه মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। لام হরফে জার, ابهام মাসদার মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, لفظ মুযাফ, مكان মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। لام হরফে জার, كثرة মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ, لابهامهما মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে লগ্ব ছানী। واو হরফে আত্ফ, ما মাওসূলা, بعد ইসমে যরফ মুযাফ, دخلت মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। উহ্য ثبت ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল এবং মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে মা'তূফ।عند মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফসমূহ মিলে নায়েবে ফায়েল। حمل ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্বদ্বয় মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। على হরফে জার, الاصح মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, ينصب ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, با হরফে জার, عامل মাওসূফ, مضمر শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। عامل মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, على হরফে জার, شريطة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মুযাফ মিলে যরফে লগ্ব। ينصب ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ هُوَ مَا فُعِلَ لِاَجْلِهِ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ مِثْلُ ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا وَقَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا خِلَافًا لِلزُّجَاجِ فَاِنَّهُ عِنْدَهُ مَصْدَرٌ وَشَرْطُ نَصَبِهِ تَقْدِيْرُ اللَّامِ فَاِنَّمَا يَجُوْزُ حَذْفُهَا اِذَا كَانَ فِعْلًا لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ وَمُقَارِنًا لَهُ فِى الْوُجُوْدِ-

---

অনুবাদ : المفعول له তা এমন বস্তুর নাম যার কারণে (তারপূর্বে) উল্লিখিত فعل টি করা হয়েছে। যথা- ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا (আমি শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে প্রহার করেছি) এবং قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا (কাপুরুষতার কারণে আমি যুদ্ধ হতে বিরত রয়েছি)। তাতে যুজাজ নাহবীর মতানৈক্য রয়েছে। কেননা, তাঁর মতে- এটা (مفعول له) একটি مصدر (অর্থাৎ- مفعول مطلق), এটা (مفعول له) যবর হবার জন্য শর্ত হলো لام টি উহ্য থাকা। নিশ্চয় لام -কে বিলোপ করা বৈধ, যখন এটা (مفعول له) فعل معلل به -এর فاعل -এর জন্য প্রভাব হবে এবং অস্তিত্বের মধ্যে মাফউলে লাহু فعل معلل به -এর সাথে সম্পৃক্ত হবে।

ব্যাখ্যা : مفعول له ঐ বস্তুর নাম যা অর্জন করা অথবা তা পাওয়া যাবার কারণে فاعل -এর فعل করা হয়ে থাকে। যদি কেউ আপত্তি করে যে, অনেক সময় مفعول له -এর ফে'লকে উল্লেখ করা হয় না। যেমন- تاديبا- এটা ঐ ব্যক্তির উত্তরে বলা হয়, যে প্রশ্ন করে لِمَ ضَرَبْتَ زَيْدًا ; কাজেই এ সংজ্ঞাটি مفعول له -এর সমস্ত আফরাদকে অন্তর্ভুক্ত করে না। **উত্তর :** مذكور (উল্লিখিত) দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক; চাই হাকীকীভাবে উল্লিখিত হোক বা হুকমীভাবে। উক্ত উদাহরণে হাকীকীভাবে উল্লেখিত নেই; কিন্তু হুকমীভাবে উল্লেখ রয়েছে। ضَرَبْتُ تَادِيْبًا এটা ঐ مفعول له-এর মেছাল, যাকে অর্জন করার জন্য উল্লিখিত ফে'ল করা হয়েছে। কারণ শিষ্টাচারিতা (تَادِيْبٌ) প্রহারের দ্বারা অর্জিত হয়। قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا এটা ঐ مفعول له -এর মেছাল, যাকে পাওয়া যাবার কারণে উল্লিখিত فعل করা হয়েছে। কারণ বক্তা থেকে যে বসে যাওয়া পাওয়া গেছে তা কাপুরুষতা ও ভয়ের কারণে হয়েছে।

* مفعول له হবার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যথা- (১) مفعول له টি মাসদার হওয়া। যেমন- মূল এবারতে রয়েছে। (২) মাসদারটি قلبى (মনস্তাত্ত্বিক) হওয়া। (৩) মাসদারটি فعل -কে বর্ণনা করা। (৪) মাসদার ও ফে'ল সংগঠিত হবার কাল এক হওয়া। (৫) মাসদার ও ফে'ল উভয়ের ফায়েল অভিন্ন হওয়া।

* জমহুর নাহুবিদদের মতে, مفعول له টি স্বতন্ত্র মা'মূল আর আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-যুজাজের মতে, যখন مفعول له-এর মধ্যে لام উহ্য তখন তা প্রকৃতপক্ষে مفعول له হবে না; বরং মাসদার তথা مفعول مطلق হবে। যুজারজ নাহুবীর মতে ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا ও قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا মূলত যথাক্রমে اَدَّبْتُهُ بِالضَّرْبِ تَادِيْبًا ও جَبَنْتُ بِالْقُعُوْدِ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا ছিল। তবে ইমাম যুজাজের এ উক্তিটি শুদ্ধ নয়। কারণ, বিশ্লেষণ পূর্বক একটি প্রকারকে অন্য একটি প্রকারে প্রবেশ করার মাধ্যমে এটা আবশ্যক হয় না যে, প্রথমটি হুবহু দ্বিতীয়টি হয়ে যায়। নতুবা বিশ্লেষণের মাধ্যমে حال ও مفعول فيه হয়ে যাবে; কারণ উদাহরণ স্বরূপ جَاءَ زَيْدٌ رَاكِبًا বিশ্লেষণ পূর্বক جَاءَ زَيْدٌ فِىْ وَقْتِ الرُّكُوْبِ বলা যায়।

مفعول له নসব হবার শর্ত : মাফউলে লাহু যবর বিশিষ্ট হবার জন্য শর্ত হলো لام উহ্য হওয়া। কারণ لام উল্লিখিত হলে তা মাজরূর হবে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর মতে مفعول له ঐ বস্তুর নাম, যার জন্য উল্লিখিত ফে'ল করা হয়েছে, চাই لام টি তাতে উল্লিখিত হোক বা উহ্য হোক। তবে نصب হওয়ার জন্য শর্ত হলো لام টি উহ্য হতে হবে। কারণ পরিভাষায় لام উল্লেখিত বিষয়কে مفعول له বলা হয় না।

قَوْلُهُ فَاِنَّمَا يَجُوْزُ حَذْفُهَا : مفعول له -এর لام টি বিলুপ্ত হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে, একটি-তা فعل معلل به -এর ফায়েলের প্রভাব হওয়া। অর্থাৎ-ফে'লে মুয়াল্লালে বিহীর ফায়েল এবং مفعول له -এর ফায়েল একই বস্তু হতে হবে।

দ্বিতীয়টি– مفعول له অস্তিত্বের ক্ষেত্রে فعل معلل به -এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। فعلل معلل به ও مفعول له-এর অস্তিত্বের যমানা এক হতে হবে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুসান্নিফ (র.) إِنَّمَا يَجُوْزُ حَذْفُهَا বলেছেন। শুধুমাত্র انما يجوز বলেননি; অথচ এটাই সংক্ষিপ্ত ছিল। কারণ, يجوز-এর যমীরকে تقدير اللام-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে উদ্দেশ্য শুদ্ধ হতো। **উত্তর :** انما يجوز বলাটা যথেষ্ট ছিল না। কারণ, تقدير হলো هُوَ اِسْقَاطٌ عَنِ اللَّفْظِ وَاِبْقَاءٌ فِى النِّيَّةِ অর্থাৎ তাকদীর বলা হয় শব্দ থেকে বিলোপ করে নিয়তের মধ্যে বাকি রাখা। আর حذف বলা হয় هُوَ اِسْقَاطٌ عَنِ اللَّفْظِ فَقَطْ অর্থাৎ শুধুমাত্র শব্দ থেকে বিলোপ করা, চাই নিয়তের মধ্যে বাকি থাকুক বা না থাকুক। যদি এখানে حذفها পদকে বৃদ্ধি করা না হতো এবং يجوز-এর যমীরকে تقدير اللام -এর দিকে ফিরানো হতো, তাহলে এই সন্দেহ সৃষ্টি হতো যে, لام-কে নিয়তের মধ্যে বাকি রাখার জন্য এই শর্ত; অথচ ব্যাপারটি এরূপ নয়। কারণ, اِبْقَاءٌ فِى النِّيَّةِ আপনাবস্থায় বহাল রয়েছে। তার জন্য শর্তের প্রয়োজন হয় না। কাজেই বুঝা গেল- মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি অনর্থক দীর্ঘ করা হয়নি; বরং তার প্রয়োজন ছিল।

* مفعول له-এর আলোচনায় اذا كان فعلا اى امرا বলার দ্বারা ঐ বস্তু বের হয়ে গেছে যা ফায়েলের প্রভাব নয়, বরং হুবহু বস্তু। যেমন– جِئْتُكَ لِلسَّمَنِ আর فِعْلٌ لِفَاعِلِ الْفِعْلِ الْمُعَلَّلِ بِهِ বলার কারণে ঐ বস্তু বের হয়ে গেছে যা فعل معلل به-এর ফায়েলের প্রভাব নয়; বরং فعل معلل به -এর ফায়েল ব্যতীত অন্য কিছুর প্রভাব। যেমন– جِئْتُكَ لِاِكْرَامِكَ اِيَّاىَ এখানে جئت-এর ফায়েল হলো বক্তা, আর اكرام-এর ফায়েল সম্বোধিত ব্যক্তি। مقارنا له فى الوجود বলার কারণে তা হতে ঐ مفعول له বের হয়ে গেছে যা فعل معلل به -এর যমানার মধ্যে শরিক নয়। যেমন– اكرمتك اليوم لوعدى بذالك امس কারণ فعل معلل به তথা اكرمت-এর কাল হলো আজকের দিন। আর মাফউলের যমানা সম্পূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে।

* مفعول له ও فعل معلل به -এর কালগত অংশীদারি তিন প্রকার। যথা–**প্রথমত** উভয়টির কাল এক হবে। যেমন– ضربته تاديبا এখানে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ও প্রহার করার কাল এক, প্রকৃতপক্ষে এ উভয় প্রকারের মধ্যে কোনো বৈপরীত্ব নেই। **দ্বিতীয়ত** فعل معلل به -এর সমস্ত কাল مفعول له -এর কিছু কালের সাথে এক হবে। যথা– قَعَدْتُ عَنِ الْحَرْبِ جُبْنًا এখানে উপবিষ্ট হওয়ার কাল مفعول له -এর কিছু কালের মধ্যে পাওয়া যায়। **তৃতীয়ত** مفعول له-এর সমস্ত কাল فعل معلل به -এর কিছু কালের সাথে এক হবে। যেমন– شَهِدْتُ الْحَرْبَ اِيْقَاعًا لِلصُّلْحِ بَيْنَ الْفَرِيْقَيْنِ কারণ সন্ধি সম্পাদন করার সময় যুদ্ধে উপস্থিত হওয়ার সময়ের অংশ বিশেষ। এতে مفعول له-এর সমস্ত যমানা فعل معلل به -এর কিছু কালের সময়ে এক হয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, شَرِبْتُ الدَّوَاءَ اِصْلَاحًا لِلْبَدَنِ -এর মধ্যে فعل معلل به -এর যমানা তথা شرب دواء (ঔষধ সেবন) আর مفعول له তথা اصلاح بدن (শারীরিক নিরাময়)-এর যমানা ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই কালের সম্পৃক্ত হওয়ার শর্ত তাতে পাওয়া যায়নি। **উত্তর :** شَرِبْتُ الدَّوَاءَ اِصْلَاحًا لِلْبَدَنِ -এর অর্থ شَرِبْتُ الدَّوَاءَ اِرَادَةَ اِصْلَاحِ الْبَدَنِ এমতাবস্থায় شُرْبُ الدَّوَاءِ ও اِصْلَاحُ الْبَدَنِ-এর কাল এক। উভয়ের মাঝে কালের মিল পাওয়া যায় বিধায় কোনো প্রশ্নের অবকাশ নেই।

مفعول له-এর সংজ্ঞায় উল্লিখিত ما فعل দ্বারা উদ্দেশ্য اسم ما فعل আর " اسم ما " হলো " جنس : فَوَائِدُ قُيُوْدٍ যা সমস্ত মাফউল ও অন্যান্য ইসমসমূহকে শামিল করে। لاجله হলো فصل -এর দ্বারা অন্যান্য মাফউল বাদ পড়েছে। فعل مذكور ও হলো فصل তার দ্বারা اَعْجَبَنِى التَّادِيْبُ-এর মধ্যস্থিত التاديب বের হয়ে গেছে। কেননা, التاديب যদিও এমন বস্তুর নাম, যার কারণে ফে'ল করা হয়েছে; কিন্তু উহ্য فعل مذكور নয়। যেমন– 'তাহরীরে সানবাট' এর হাশিয়ায় উল্লেখ রয়েছে–

اِنَّ قَوْلَهُ فِعْلٌ لِاَجْلِهِ جِنْسٌ شَامِلٌ لِلْمَحْدُوْدِ وَغَيْرِهِ وَقَوْلَهُ مَذْكُوْرٌ يَخْرُجُ غَيْرَهُ نَحْوُ اَلتَّادِيْبُ فِى اَعْجَبَنِى التَّادِيْبُ -

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَفْعُوْلُ لَهُ هُوَ مَافُعِلَ لِاَجَلِهِ فِعْلٌ مَذْكُوْرٌ مِثْلُ ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا الخ : المفعول له-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল, مفعول শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مفعول শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে সেলাহ। মাওসূফ ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খর, এটার পূর্বে منها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম, মুবতাদা মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। هو মুবতাদা, ما মাওসূলা, فعل ফে'ল, ل হরফে জার, اجل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। فعل মাওসূফ, مذكور শিবহে ফে'ল ও যমীরে هو উহ্য নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে নায়েবে ফায়েল। فعل ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও তার সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, قَعَدْتُ الخ মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

বিস্তারিত তারকীব– ضربت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, ه যমীর মাফঊলে বিহী। تاديبا মাফঊলে লাহু, ফে'ল, ফায়েল, মাফঊলে বিহী ও মাফঊলে লাহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। قعدت ফে'ল, ت যমীরে বারেয ফায়েল, عن হরফে জার, الحرب মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, جبنا মাফঊলে লাহু। قعدت ফে'ল তার ফায়েল, মাফঊলে লাহু ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। خلافا মাফঊলে মুতলাক, তার ফে'ল خالف উহ্য রয়েছে। خالف ফে'ল, যমীর هو ফায়ের এবং মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ل হরফে জার, الزجاج মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। ارادتى উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فا তা'লীলের জন্য, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ه যমীর তার ইসম, عند মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে ইসম ও খবরের নিসবত থেকে, مصدر খবর। ان তার ইসম, খবর ও মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ মু'আল্লালাহ্ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, شرط মুযাফ, نصب মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। نصب মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ, شرط মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। تقدير মুযাফ, اللام মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فاء হরফে আত্ফ, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, ما কাফ্ফাহ্ يجوز ফে'ল, حذف মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। اذا ইসমে যরফ মুযাফ, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو ইসম, فعلا মাওসূফ, ل হরফে জার, فاعل মুযাফ, الفعل মাওসূফ, المعلل শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। المعلل শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। الفعل মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। فاعل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত, فعلا মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, مقارنا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউওয়াল, فى হরফে জার, الوجود মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। مقارنا শিবহে ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্বদ্বয় মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে حذف থেকে। يجوز ফে'ল ও তার ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ هُوَ مَذْكُوْرٌ بَعْدَ الْوَاوِ لِمُصَاحَبَةِ مَعْمُوْلِ فِعْلٍ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى فَاِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ فَالْوَجْهَانِ مِثْلُ جِئْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ وَ زَيْدًا وَاِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ جِئْتُ وَزَيْدًا وَاِنْ كَانَ مَعْنًى وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ نَحْوُ مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَاِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ مَالَكَ وَزَيْدًا وَمَا شَانُكَ وَعَمْرًوا لِاَنَّ الْمَعْنٰى مَا تَصْنَعُ ـ

অনুবাদ : المفعول معه ঐ ইসম যাকে ফে'লের معمول (مفعول বা فاعل)-এর সহগামী হবার জন্য واو-এর পরে উল্লেখ করা হয়। ফে'লটি শাব্দিকভাবে হোক বা অর্থগতভাবে হোক। যদি ফে'লটি শাব্দিকভাবে হয় এবং আত্ফ করা জায়েজ হয় তবে তাতে দু'টি অবস্থা বৈধ। যেমন– جِئْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ وَ زَيْدًا (আমি যায়েদসহ এসেছি)। যদি তা (আত্ফ জায়েজ) না হয়, তাহলে نصب (যবর) নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– جِئْتُ وَزَيْدًا (আমি যায়েদসহ এসেছি) আর যদি (مفعول معه-এর) ফে'লটি অর্থগত হয় এবং আত্ফ জায়েজ হয় তাহলে আত্ফ নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– مَا لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو (তুমি যায়েদ এবং আমরের সাথে কি করছ?)। আর যদি তা (عطف জায়েজ) না হয়, তাহলে নসব নির্ধারিত হবে। যেমন– مَالَكَ وَ زَيْدًا ، وَمَاشَانُكَ وَعَمْرًوا কেননা, অর্থ হলো مَاتَصْنَعُ (তুমি কি করছ?)

ব্যাখ্যা : مفعول معه ঐ ইসম, যাকে واو -এর পরে উল্লেখ করা হয়, যাতে ফে'লটি মা'মূলের সাথে হয়। চাই এ সংগ ফায়েলের সাথে হোক বা মাফউলের সাথে হোক। যদি কেউ বলে, معه শব্দটি মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি المفعول-এর নায়েবে ফায়েল। কারণ المفعول-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর مفعول টি فعل অর্থে হয়েছে, তাই معه শব্দটি যবর বিশিষ্ট না হয়ে যের বিশিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। উত্তর কতেক নাহুবিদ এটাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন যে, যখন ফে'লের সম্পর্ক لازم النصب -এর দিকে হয়। তখন এটাকে যবর বিশিষ্ট হিসেবে বাকী রাখা হবে; যাতে অধিকাংশ অবস্থার সাথে তা সদৃশ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ هُوَ مَذْكُوْرٌ بَعْدَ الْوَاوِ الخ : لام টি ইবারতে উল্লিখিত لمصاحبه -এর মধ্যস্থিত مذكور শিবহে ফে'লের সাথে মুতায়াল্লাক হয়েছে, অর্থ– مفعول معه ঐ ইসম যা ফে'লের মা'মূলের সাথী হবার জন্য مع অর্থে ব্যবহৃত واو-এর পরে পতিত হয়। মা'মূলটি ফায়েল হতে পারে। যেমন– اِسْتَوَى الْمَاءُ وَالْخَشَبَةَ অর্থাৎ পানি কাঠের উচ্চতার বরাবর হয়েছে। অথবা مفعول হতে পারে। যেমন– كَفَاكَ وَ زَيْدًا دِرْهَمٌ (যায়েদের সাথে এক দিরহাম তোমাকে যথেষ্ট করেছে) চাই ফে'লটি প্রকাশ্য হোক অথবা অর্থগত হোক। ফে'লটি প্রকাশ্যভাবে হবার দৃষ্টান্ত এক্ষুণি অতিবাহিত হয়েছে। অর্থগত ফে'লের উদাহরণ হলো– مَالَكَ وَ زَيْدًا অর্থাৎ مَاتَصْنَعُ وَ زَيْدًا (তুমি যায়েদের সাথে কি করছ?) উল্লেখ্য যে, যে ইসমটি مع অর্থে ব্যবহৃত واو-এর পরে হয়, তা مفعول معه হওয়া জরুরি নয়। যেমন– كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتَهُ এটার মধ্যে مع অর্থে ব্যবহৃত واو-এর পরে ইসম পতিত হওয়া সত্ত্বেও مفعول معه হয়নি। কারণ مفعول معه হবার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। যথা–(১) معمول টি ফে'লের সাথে একই জমানায় হতে হবে। যেমন– سِرْتُ وَزَيْدًا (২) অথবা, معمول ও فعل টি একই স্থানে হতে হবে। যেমন– لَوْ تَرَكْتُ النَّاقَةَ وَفَصِيْلَتَهَا لَرَضَعَتْهَا (৩) واو بمعنى مع-এর পরের শব্দটি ইসম হওয়া। তাইতো لَاتَتَنَاوَلُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ এ উদাহরণটিতে تقرأ শব্দটি مفعول معه নয়, কারণ واو -এর পরের অংশটি ইসম না

হয়ে ফে'ল হয়েছে। আরবিতে কায়দা রয়েছে– إِذَا فَاتَ الشَّرْطُ فَفَاتَ الْمَشْرُوْطُ (৪) واو-এর পরের অংশটি মুফরাদ হওয়া। এ কারণে أَقْبَلَ الْقِطَارُ وَالنَّاسُ مُنْتَظِرُوْنَ টি مفعول معه নয়।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا الخ : যদি ফে'লটি প্রকাশ্য হয় এবং واو-এর পরের অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের উপর আত্ফ করা জায়েজ হয়, তাহলে مفعول معه-এর মধ্যে দু'টি প্রক্রিয়া রয়েছে–(১) আত্ফ করাও জায়েজ। (২) مفعول হিসেবে যবর দেওয়াও জায়েজ। যেমন– جِئْتُ أَنَا وَزَيْدٌ وَزَيْدًا এ উদাহরণে واو-এর পরের অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের উপর আত্ফ হতে পারে। কারণ তার মধ্যে যমীরে মুত্তাসিলের তাকীদ যমীরে মুনফাসিল انا নেওয়া হয়েছে, কাজেই আত্ফ জায়েজ হবে। কারণ, জায়েজ হওয়ার ভিত্তিতে زيد-কে পেশ বিশিষ্ট পড়া হবে। আর مفعول معه হিসেবে যবর দেওয়াও জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ الخ : যদি আত্ফ জায়েজ না হয় তাহলে মাফউল হিসেবে যবর নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন– جِئْتُ وَ زَيْدًا এখানে যমীরে মুত্তাসিলকে যমীরে মুনফাসিল انا দ্বারা تاكيد করা হয়নি। বিধায় আত্ফ জায়েজ হবে না। কেননা, ইসমে যাহের কে কখনো যমীরে মুনফাসিলের উপর আত্ফ করা শুদ্ধ হয় না। এমতাবস্থায় উল্লেখিত ইসমটি মাফউল সাব্যস্ত হবে আর নসব দেওয়া আবশ্যক হবে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি جاز العطف-এর মধ্যে জায়েজ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য امكان خاص অর্থাৎ উভয়দিক থেকে আবশ্যকতাকে উত্তোলন করা। আর امكان خاص তথা الممكنة الخاصة হলো وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِارْتِفَاعِ الضَّرُوْرَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ جَانِبَيِ الْوُجُوْدِ وَالْعَدَمِ جَمِيْعًا অর্থাৎ তা ঐ কাযিয়া যাতে হ্যাঁ ও না উভয়টির সাধারণ আবশ্যকতাকে উত্তোলনের হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন– كُلُّ إِنْسَانٍ ضَاحِكٌ بِالْإِمْكَانِ الْخَاصِّ অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ সাধারণ সম্ভাবনার সাথে হাস্যস্পদ। এখানে প্রত্যেক মানুষ হাসা ও না হাসা কোনোটিই আবশ্যক নয়। جازت العطف-এর অর্থ দাঁড়াল-আত্ফ ও নসব উভয়টি জায়েজ; আত্ফ করা না করা কোনোটিই জরুরি নয়। তার মোকাবিলায় والا تعين النصب দ্বারা যেই না-জায়েজ বুঝা যায় তা অসম্ভব হওয়ার অর্থে হবে। কারণ لا শব্দ দ্বারা امكان الخاص-কে নফী করা হয়েছে। আর امكان الخاص-কে নফী করার ক্ষেত্রে দু'টি অবকাশ রয়েছে। একটি হলো বিপরীত দিক তথা আত্ফ নিষিদ্ধ হওয়া জরুরি। অপরটি হলো স্বপক্ষীয় দিক তথা আত্ফ ওয়াজিব হওয়া জরুরি। দ্বিতীয়াবস্থায় জাযাটি শর্তের উপর প্রয়োগ হয় না। কারণ আত্ফ ওয়াজিব হলে যবর নির্দিষ্ট হবে না। তাই নিঃসন্দেহে বলতে হবে যে, لا শব্দ দ্বারা যে না-জায়েজ হওয়া বুঝা যায়, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো অসম্ভাব্যতা, যাতে নিষিদ্ধবস্তু আবশ্যক না হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًى الخ : যদি مفعول معه-এর ফে'লটি معنوى বা অর্থগত হয় এবং আত্ফও জায়েজ হয় তখন আত্ফই নির্দিষ্ট হয়নি; বরং زيد-এর উপর আত্ফ হবার কারণে যের বিশিষ্ট হয়েছে। কারণ عامل معنوى টি দুর্বল আমিল আর لزيد-এর মধ্যে ل টি আমিলে লফযী হবার ফলে তা শক্তিশালী আমিল। দুর্বল আমিলকে আমিল না বানিয়ে শক্তিশালী আমিলকে আমল করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِلَّا تَعَيَّنَ النَّصْبُ مِثْلُ مَالَكَ وَ زَيْدًا : যদি আত্ফ জায়েজ না হয়; বরং অসম্ভব হয় তবে এমতাবস্থায় নসব নির্দিষ্ট হবে। অর্থাৎ مفعول معه হিসেবে পড়া হবে। কারণ তাতে نصب ব্যতীত অন্য কোনো সুরত নেই। যেমন– مَالَكَ وَ زَيْدًا وَمَا شَأْنُكَ وَعَمْرًوا এ উভয় দৃষ্টান্তে অসম্ভব। আত্ফ অসম্ভব হওয়ার কারণ-যমীরে মাজরূরের উপর আত্ফ করা হলে জারকে পুনঃ উল্লেখ করা ব্যতীত আত্ফ করা আবশ্যক হবে। অবশ্যই তা নাজায়েজ। কারণ, এমতাবস্থায় উদ্দেশ্যের বিপরীত হওয়া আবশ্যক হবে। এখানে উদ্দেশ্য হলো উভয়টির অবস্থা সর্ম্পকে প্রশ্ন করা; একটির অবস্থা অপরটির সত্তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে মুসান্নিফ (র.) দু'টি উদাহরণ নিয়েছেন। তার কারণ প্রথমটি হরফে জার দ্বারা যের বিষিষ্ট হবার উদাহরণ আর দ্বিতীয়টি اضافة-এর কারণে যের বিশিষ্ট হবার। উভয়টির মধ্যে আত্ফ জায়েজ না হবার কারণে যবর নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَعْنٰى مَا تَصْنَعُ : উল্লিখিত উদাহরণের মধ্যে ফে'লটি معنوى (অর্থগত) হবার প্রমাণ– مَالَكَ وَ زَيْدًا-এর অর্থ مَاتَصْنَعُ وَ زَيْدًا আর مَاشَأْنُكَ وَعَمْرًوا-এর অর্থ হলো مَا تَصْنَعُ وَعَمْرًوا আর مَالِزَيْدٍ وَعَمْرٍو-এর অর্থ مَا يَصْنَعُ زَيْدٌ وَعَمْرٌو।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুসান্নিফ (র.) ফে'ল অর্থগত হবার উপর দলিল পেশ করেছেন। আর তাঁর উক্তিতে مدعى (দাবি) উল্লেখ নেই। এ সন্দেহের অপনোদনে বলা যায়- এখানে مدعى (দাবি) উহ্য রয়েছে। মূলরূপ হবে–

وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِمَعْنُوِيَّةِ الْفِعْلِ فِى الْاَمْثِلَةِ الثلثة لان المعنى ماتصنع

যদি বলা হয় দলিল দাবি অনুপাতে হয়নি। কেননা, দাবি হলো দৃষ্টান্তত্রয়ে ফে'লটি অর্থগত হওয়া। আর দলিল শুধু শেষের মেছালদ্বয়ে ফে'ল অর্থগত হওয়ার উপর বুঝায়। এ আপত্তি নিরসন কল্পে আল্লামা শোয়াইব (র.) বলেছেন– إِنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ عَلٰى تَقْدِيْرِ الْمَعْطُوْفِ اَىْ لِاَنَّ الْمَعْنٰى مَا تَصْنَعُ وَمَا يُمَاثِلُهُ اَىْ مَا يَصْنَعُ অর্থাৎ মুসান্নিফ (র.)-এর বর্ণনায় মা'তৃফ উহ্য রয়েছে। মুলত لِاَنَّ الْمَعْنٰى مَا تَصْنَعُ وَمَا يُمَاثِلُهُ তথা (অর্থগত ফে'লের) অর্থ– ماتصنع এবং এর সমপর্যায়ের।

مفعول معه -এর কতেক বৈশিষ্ট্য : প্রত্যেক মাফউলের একেকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অনুরূপভাবে مفعول معه -এর নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। مفعول معه-কে তার আমিল (ফে'ল)-এর উপর সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বে নেওয়া জায়েজ নেই। কারণ, واو মূলত হরফে আত্ফ, মা'তূফের মুকাদ্দাম তার আমিলের উপর নাজায়েজ হবার কারণে এখানেও নাজায়েজ। مصاحب (সহগামী)-এর উপর মুকাদ্দাম করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম ইবনে জন্নীর মতে مصاحب-এর উপর মুকাদ্দাম করা বৈধ। কেননা, আরবি ভাষায় তদ্রূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন– جَمَعْتَ وَفَحْشَاءَ غَيْبَةً نَمِيْمَةً এটা মূলত ঃ جَمَعْتَ نَمِيْمَةً وَفَحْشَاءَ غَيْبَةً ছিল। مفعول معه এবং واو-এর মাঝখানে যরফ ইত্যাদি দ্বারা বিচ্ছেদকরণ জায়েজ নেই। এ উভয়টি অত্যধিক মিল থাকা (شدة اتصال)'র কারণে জার-মাজরূরের হুকুম রাখে। জার-মাজরূরের মাঝখানে যেভাবে বিচ্ছেদকারী নেওয়া অবৈধ তদ্রূপ তার মধ্যেও অবৈধ। সুতরাং قَامَ زَيْدٌ وَالْيَوْمَ عَمْرًوا বলা বৈধ নয়।

উল্লেখ্য যে, এখানে মাফউলের পাঁচটি প্রকারের আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। এগুলোকে উদাহরণসহ জনৈক একজন কবি কবিতায় একত্রে প্রকাশ করেছেন–

مفاعيل پنج است اگر بشنوى * له مطلق ففيه معه به

حمدت حامد حمد حميد * رعاية شكره دهرا مديدا

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمَفْعُوْلُ مَعَهُ هُوَ مَذْكُوْرٌ بَعْدَ الْوَاوِ لِمُصَاحَبَةِ مَعْمُوْلِ فِيْهِ الخ : المفعول-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ইসমে মাউসূল। مفعول শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। مع ইসমে যরফ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ ; مفعول শিবহে ফে'ল তার ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। উহ্য منها খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। هو মুবতাদা, مذكور শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। بعد মুযাফ, الواو মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ل হরফে জার, مصاحبة মাসদার মুযাফ, معمول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, فعل যুলহাল لفظا মা'তূফ আলাইহ او হরফে আত্ফ, معنى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল, যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। معمول মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ, مصاحبة মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর, জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مذكور শিবহে ফে'ল তার নায়েবে ফায়েল, মাফউলে ফীহ এবং যরফে লগ্ব মিলে সিফাত, উহ্য اسم মাওসূফ, মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। هو মুবতাদা ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, الفعل তার ইসম, لفظا তার খবর। ফে'লে নাকেস, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, جاز ফে'ল العطف ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে শর্ত। فاء জযাইয়্যাহ, الوجهان মুবতাদা, উহ্য جائزان শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল, শিবহে ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। مثل মুযাফ, جئت انا زيد মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, زيدا মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ।

মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব– جئت ফে'ল, ت যমীরে বারেয মুয়াক্কাদ। انا যমীর তাকিদ। মুয়াক্কাদ ও তাকিদ মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, زيد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল, جئت ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। جئت ফে'ল, ت যমীরে বারেয মুয়াক্কাদ, যমীরে انا তাকীদ, মুয়াক্কাদ ও তাকীদ মিলে ফায়েল, واو টি مع -এর অর্থে ব্যবহৃত। زيدا মাফঊলে মাআহু। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে মাআহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ لا -এর মধ্যে ان হরফে শর্ত। لا নাফিয়া يجز উহ্য ফে'ল ও যমীরে هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। تعين ফে'ল, النصب ফায়েল, ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা, শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। مثل মুযাফ جِئْتَ وَ زَيْدًا মুরাদুল লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা; মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। এর বিস্তারিত তারকীব– جئت ফে'ল ت যমীরে বারেয ফায়েল واو টি مع এর অর্থে, زيدا মাফঊলে মা'আহু। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে মা'আহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত। كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو ইসম, معنى তার খবর। ফে'লে নাকেস, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واؤ হরফে আত্ফ, جاز ফে'ল, العطف ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে শর্ত। تعين ফে'ল, العطف ফায়েল, ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যায়ে মা'তূফা। نحو মুযাফ مَالِزَيْدٍ الخ মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– مع ইস্তিফহামিয়া মুবতাদা, لام হরফে জার। زيد মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, عمرو মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, لا -এর মধ্যে ان হরফে শর্ত, لا নাফিয়া, يجز উহ্য ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। تعين ফে'ল, النصب ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। مثل মুযাফ, فَالَكَ وَزَيْدًا মুরাদুল লফ্য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, مَاشَانُكَ الخ মুরাদুল লফ্য মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– ما ইস্তিফহামিয়া মুবতাদা, لام হরফে জার, ك যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو টি مع -এর অর্থে, زيدا মাফঊলে মাআহু, যার ফে'লের অর্থ- ماتصنع , এর মধ্যে ما ইসতিফহামিয়া মাফঊলে বিহী মুকাদ্দাম, تصنع ফে'ল, উহ্য যমীর انت ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল, মাফঊলে বিহী মুকাদ্দাম ও মাফঊলে মাআহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। ما ইস্তিফহামিয়া মুবতাদা, شان মুযাফ, ك যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو টি مع অর্থে, عَمْرًا মাফঊলে মাআহু যার ফে'লের অর্থ- ماتصنع উহ্য রয়েছে। ما ইস্তিফহামিয়া মাফঊলে বিহী মুকাদ্দাম। تصنع ফে'ল। উহ্য যমীর انت ফায়েল, মাফঊলে বিহী মুকাদ্দাম ও মাফঊলে মা'আহু মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। لام হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিলফে'ল, المعنى তার ইসম, ماتصنع মুরাদুল লফ্য উহ্য মুযাফ معنى সহ খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ان মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا মুবতাদা মাহযূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

اَلْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا وَزَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا وَهٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهٗ اَوْ مَعْنَاهُ -

অনুবাদ : الحال এমন একটি বস্তুর নাম যা শাব্দিক কিংবা অর্থগতভাবে فاعل কিংবা مفعول بـه -এর অবস্থা বর্ণনা করে। যথা– ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا (আমি যায়েদকে দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রহার করেছি) زَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا (যায়েদ ঘরে দণ্ডায়মান অবস্থায় আছে) এবং هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দন্ডায়মান অবস্থায় আমি তার দিকে ইঙ্গিত করেছি)। حال-এর আমিল فعل কিংবা شبه فعل অথবা معنى فعل (অর্থজ্ঞাপক ফে'ল) হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : حال -এর আলোচনাকে পূর্বে আনার কারণ : مُلْحَقَاتُ الْمَفْعُوْلِ -এর মধ্যে সর্বাগ্রে حال কে নেওয়া হয়েছে। কারণ حال-কে তামঈযের পূর্বে নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত। কেননা, حال সর্বদা মানসূব হয়। তামঈয কখনো মাজরূরও হয়ে থাকে। তামঈযকে মুস্তাছনার পূর্বে নেওয়ার কারণ হলো, এটা মুস্তাছনার তুলনায় মানসূবসমূহের মধ্যে অধিক প্রবিষ্ট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসূব হয়। মাঝে মধ্যে মাজরূর হয়। পক্ষান্তরে মুস্তাছনার মধ্যে তিন প্রকারের ই'রাব প্রবিষ্ট হয়। اسم ان ও اسم لا لنفى الجنس-এর মধ্যে লফ্য ও মহল অনুপাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। লফযানুপাতে মানসূব ও মহলানুপাতে মারফূ'। কেননা, মূলত এ দু'টির ইসম মুবতাদা ছিল। আর خبر كان ও خبر ما ولا এ দু'টি লফ্যও মহল-ানুপাতে ভিন্ন ভিন্ন এ'রাব হয় বিধায় শেষের চারটিকে منصوبات-এর মধ্যে ادخل (অধিক প্রবিষ্ট) হিসেবে ধরা হয়। তাই গ্রন্থকার শেষোক্ত চারটি প্রকারের উপর প্রথমোক্ত তিনটি প্রকারকে মুকাদ্দাম করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন– حال-এর সম্পর্ক ফায়েলের সাথে, যা বাক্যের মূল। আর মাফঊলে বিহীর সাথে-যা منصوبات-এর মধ্যে মূল; حال তার সমস্ত ملحقات-এর মোকাবিলায় উঁচুমানের হওয়াতে মুকাদ্দাম করা হয়েছে।

الحال-এর সংজ্ঞা : حال শব্দটি باب نصر থেকে ব্যবহৃত। এর বহুবচন اَحْوَالٌ ; আভিধানিক অর্থ পরিবর্তন হওয়া। বলা হয় حَالَ الشَّئُ يَحُوْلُ, অন্যভাবে আহলে আরবের কাছে প্রচলিত রয়েছে- حَالُ الشَّئِ اِذَا تَغَيَّرَ আবার حال শব্দটি সময়, দূর্বিপাক অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরহে আমালীতে রয়েছে اَلْحَالُ اَلْوَقْتُ الَّذِىْ اَنْتَ فِيْهِ সূফীয়ায়ে কেরামের মতে সালেক (سالك)-এর অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছু ঢেলে দেয়াকে বলা হয়حال ; এতে সে অবনতি কিংবা উন্নতি লাভ করে। যেমন, বলা হয় اَلْحَالُ مَا يَرِدُ عَلٰى قَلْبٍ مِنْ طَرَبٍ اَوْ حُزْنٍ اَوْ بَسْطٍ اَوْ قَبْضٍ

নাহুবিদদের পরিভাষায়, حال ঐ বস্তু যা ফায়েল বা মাফঊলে বিহীর এমন অবস্থা বর্ণনা করে, যা ফে'ল সংগঠিত হবার সময় পাওয়া যায়। আর ফায়েল বা মাফঊলে বিহী হলো ব্যাপক, চাই لفظى (শাব্দিক) হোক বা কিংবা معنوى (অর্থগত) হোক।

فوائد قيود : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি ما হলো جنس তা সব ইসমকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর গ্রন্থকারের উক্তি هيأة দ্বারা তামঈয বের হয়ে গেছে। কেননা, তা ذات (সত্তা)-কে বর্ণনা করে– صفة-কে নয়। যেমন– هَيْأَة-اَعْطَيْتُهٗ عِشْرِيْنَ - غير مفعول বা غير فاعل-এর দিকে সম্বন্ধ করার কারণে ঐ বস্তু বের হয়ে গেছে, যা فاعل বা مفعول بـه-কে-دِرْهَمًا এর অবস্থা বর্ণনা করে। যেমন– زَيْدٌ الْعَالِمُ اَخُوْكَ এ বাক্যের মধ্যে العالم শব্দ (زيد) মুবতাদার সিফাত এবং মুবতাদা অবস্থা বর্ণনা করে। فاعل বা مفعول -এর অবস্থা বর্ণনা করে না। কাজেই এ কয়েদ দ্বারা মুবতাদার সিফাত বের হয়ে গেছে। তদুপরি حال-এর সংজ্ঞায় এখনো فاعل ও مفعول -এর সিফাত প্রবিষ্ট রয়েছে, তাকে বের করার জন্য قيد حيثية কে গণ্য করা উচিত। বলা হবে حال ঐ বস্তুর নাম যা ফায়েল ও মাফঊলে বিহীর অবস্থাকে এই অনুপাতে বর্ণনা করে যে, তা ফায়েল বা মাফঊলে বিহী মূলরূপ হবে اَلْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ اَوِ الْمَفْعُوْلِ بِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ فَاعِلٌ اَوْ مَفْعُوْلٌ بِهٖ

এ সময় ফায়েল- ও মাফউলের সিফাত ও حال -এর সংজ্ঞা থেকে বের হয়ে যাবে। কারণ এটা ফায়েল ও মাফউলে বিহীর অবস্থার উপর সাধারণভাবে বুঝিয়ে থাকে। এই অনুপাতে বুঝায় না যে, এটা ফায়েল বা মাফউলে বিহী; কেননা, সিফাত সর্বদা এমন অর্থের উপর বুঝায় যা متبوع বা متعلق متبوع-এর মধ্যে পাওয়া যায়। তাতে متبوع টি ফায়েল বা মাফউল অনুপাতে হওয়া লক্ষণীয় নয়। তাইতো جَاءَ نِيْ زَيْدُ الْعَاقِلُ বাক্যের মধ্যে العاقل শব্দটি زيد -এর সিফাত হওয়া সর্বদা হয়ে থাকে। চাই جاء ফে'লকে উল্লেখ করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে حال টি ফায়েল ও মাফউলে বিহীর অবস্থার উপর সাধারণভাবে বুঝায় না; বরং তাতে ফায়েল বা মাফউল হওয়ার حيثية গ্রহণীয়। অধিকাংশ সংজ্ঞায় অনুপাত (حيثية)-এর গণ্য করা হয়। এ প্রসিদ্ধতার উপর নির্ভর করতঃ গ্রন্থাকার অনুপাত (حيثية) -এর কয়েদকে উল্লেখ করেননি।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুসান্নিফ (র.) حال-এর সংজ্ঞায় او লফ্য উল্লেখ করাতে বুঝা যায় حال শুধুমাত্র ফায়েলের অবস্থা বুঝাবে অথবা কেবলমাত্র মাফউলে বিহীর অবস্থা বুঝাবে; উভয়টির অবস্থা নয়। অথচ এটা কখনো ফায়েল ও মাফউলে বিহী এবং উভয়ের অবস্থার উপর বুঝিয়ে থাকে। যেমন- ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا رَاكِبَيْنِ **উত্তর :** এখানে او হরফ দ্বারা অনুধাবনকৃত তারদীদ مانعة الخلو হিসেবে, مانعة الجمع অনুপাতে নয়। حال টি কোনো অবস্থাতে ফায়েল ও মাফউলের অবস্থা বর্ণনা করা থেকে মুক্ত হবে না চাই একত্রে উভয়টির অবস্থা বর্ণনা করুক বা যে কোনো একটির অবস্থা বর্ণনা করুক। কাজেই حال -এর সংজ্ঞাটি ফায়েল ও মাফউলে উভয়ের অবস্থা বর্ণনা করাকেও শামিল করে।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, কোনো কোনো সময় مفعول معه-مفعول مطلق এবং مضاف اليه থেকেও حال হতে পারে। যেমন- جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَعَمْرًوا رَاكِبًا - ضَرَبْتُ الضَّرْبَ شَدِيْدًا এবং আল্লাহর বাণী بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا কাজেই حال টি ফায়েল ও মাফউলের সাথে নির্দিষ্ট হবে না। **উত্তর :** এখানে ফায়েল ও মাফউল উভয়টি দু'প্রকার- হাক্বিকী ও হুকমী। যদিও বা مفعول مطلق টি হাক্বিকী মাফউলে বিহী নয় ; কিন্তু তা হুকমীভাবে মাফউলে বিহী অনুরূপভাবে مضاف اليه থেকে তখন حال হতে পারবে যখন মুযাফটি ফায়েল বা মাফউলে বিহী এবং মুযাফকে বিলোপ করত মুযাফ ইলাইহকে তদস্থলে রাখা শুদ্ধ হয়। যেমন- بَلْ نَتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا -এর মধ্যে ملة মুযাফটি মাফউলে বিহী আর মুযাফকে বিলোপ করে মুযাফ ইলাইহকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হবে। যেমন- بَلْ نَتَّبِعُ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيْفًا বলতে পারা যায়। বস্তুত ইসমে ফায়েল বা মাফউলে বিহীই ذو الحال অনুরূপভাবে مفعول معه -এর অবস্থা, যদি তা ফায়েলের সহগামী হয় তাহলে ফায়েলে হুকমী আর যদি مفعول -এর সহগামী হয় তাহলে মাফউলে হুকমী হয়।

قَوْلَهٗ نَحْوُ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا : এটা فاعل لفظى (শাব্দিক ফায়েল) ও مفعول لفظى (শব্দগত মাফউল) উভয়টি থেকে حال পতিত হবার উদাহরণ। فاعل لفظى ও مفعول لفظى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শব্দের বাইরে কোনো বস্তুকে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত বাক্যের শব্দ থেকে ফায়েল ও মাফউল হওয়াটা বুঝে আসা। উক্ত দৃষ্টান্তে قائما যমীরে মুতাকাল্লিম থেকে حال বলা হলে তাকে فاعل لفظى-এর অন্তর্ভুক্ত বলা হবে। আর অর্থ হবে দণ্ডায়মান অবস্থায় যায়েদকে প্রহার করেছি। আর قائما -কে زيدا থেকে حال বলা হলে, তা مفعول لفظى থেকে حال পতিত হবে। অর্থ দাঁড়াবে- আমি যায়েদকে তার দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রহার করেছি। এটা স্পষ্ট যে, এখানে যমীরে মুতাকাল্লিম ফায়েল হওয়া এবং زيدا মাফউল হওয়া বাক্যস্থ শব্দ থেকে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায়।

قَوْلَهٗ زَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا : এটাও فاعل لفظى থেকে حال পতিত হবার দৃষ্টান্ত। তবে পূর্বোক্ত ও এ উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য হলো প্রথমটি لفظى حقيقى -এর মেছাল এবং এটি لفظى حكمى -এর মেছাল। কারণ, قائما শব্দটি যরফের মধ্যে লুক্কায়িত যমীর থেকে حال হয়েছে। আর এটা হুকমীভাবে উচ্চারিত হয়েছে বিধায় ফায়েল হওয়াটা فاعل لفظى حكمى ; অর্থগত ফায়েল নয়।

قَوْلُهٗ هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا : এটা অর্থগত মাফউল থেকে حال পতিত হবার উদাহরণ। مفعول به ও فاعل অর্থগতভাবে তথা মাফউল হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য বাক্যের উচ্চারণ থেকে ফায়েল ও মাফউল হওয়াটা বুঝা যাওয়া ; বরং তা বাক্যের অর্থ থেকে বুঝা যায়। যেমন– এ উদাহরণের মধ্যে زيد মাফউল হওয়াটা শব্দানুপাতে বুঝা যাচ্ছে ; বরং ইশারা অর্থ অনুপাতে এটা বুঝা যাচ্ছে যা هذا শব্দ থেকে অর্জিত। সুতরাং বাক্যে উহ্য রূপ হবে اُشِيْرُ اِلٰى زَيْدٍ حَالَ كَوْنِهٖ قَائِمًا যদিও সাধারণভাবে ইঙ্গিত ও সতর্কতা هذا থেকে উচ্চারিত ; কিন্তু এ ইশারা ও সতর্কতা যেহেতু متكلم-এর দিকে সম্পর্কিত, সেহেতু বাক্যের অর্থ দ্বারা এটা বুঝা যায়।

মোদ্দাকথা, এটা مفعول معنوى থেকে حال পতিত হবার উদাহরণ, مفعول لفظى-এর নয়।

قَوْلُهٗ وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ اَوْ شِبْهُهٗ الخ : حال -এর আমেল কখনো ফে'ল হয় তা প্রকাশ্যভাবে হোক বা উহ্যভাবে হোক। যেমন– زَيْدٌ فِى الدَّارِ قَائِمًا ও جَاءَ نِىْ زَيْدٌ رَاكِبًا কখনো حال-এর আমিল এমন শিবহে ফে'ল হয়, যা ফে'লের আমল করে থাকে ; অথচ উহ্য ফে'ল নয়। যেমন– زَيْدٌ ذَاهِبٌ رَاكِبًا ; আবার কখনো حال-এর আমিল ফে'লের অর্থ হয়। এটা ফে'লকে স্পষ্ট এবং উহ্যভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত হয়ে থাকে। যেমন– هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا ; এ উদাহরণে আমেল হলো فعل -এর অর্থ, যা বাক্যের উদ্দেশ্য থেকে উৎকলিত। ফে'লটি প্রকাশ্যও নয় উহ্যও নয়। معنى فعل দ্বারা নিম্ন লিখিত বস্তু উদ্দেশ্য হয়।

১. اسم فاعل যেমন– اَلشَّمْسُ هُوَ شَدِيْدَةٌ مُؤْذِيَةُ الْبَرِّ فَارِسًا

২. اسم مفعول যেমন– ضَرَبْتُ الْمَضْرُوْبَ شَدِيْدًا

৩. اسم فعل যেমন– نَزَالِ مُسْرِعًا

৪. اسم تفضيل যেমন– اَلْحَقْلُ قُطْنًا اَنْفَعُ مِنْهُ قُمْصًا

৫. فعل تعجب যেমন– اَجْمَلُ بِالنُّجُوْمِ طَالِعَةً

৬. اسم اشاره যেমন– هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا

৭. المصدر যেমন– اَعْجَبَنِىْ ضَرْبُتُ الْفَقِيْرَ مَشْدُوْدًا

৮. الظرف যেমন– اَلْفَقِيْرُ عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا

৯. الجار مع المجرور যেমন– اَلقِطُّ فِى الْحَدِيْقَةِ قَابِعًا

১০. حرف تشبيه যেমন– كَاَنَ الْبَاخِرَةَ وَاسِعَةً فُنْدُقًا كَبِيْرًا

১১. حرف تمنى যেমন– لَيْتَ الصَّانِعُ مُتَعَلِّمٌ حَرِيْصًا عَلَى الْاِتْقَانِ

১২. صفة مشبه যেমন– زَيْدٌ حَسَنٌ ضَاحِكٌ

সদরুল ওলামা গোলাম জিলানী (র.) বলেছেন– শিবহে ফে'ল ছয়টি। যথা–(১) اسم فاعل (২) اسم مفعول (৩) اسم فعل (৬) مصدر (৫) اسم تفضيل (৪) صفة مشبه

* গ্রন্থকারদের নিয়ম রয়েছে, তাঁরা কোনো বস্তুর শর্তকে তার সংজ্ঞার পরে উল্লেখ করেন। এ নিয়মানুপাতে মুসান্নিফের উচিত ছিল وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ الخ-কে পরে এবং وَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ الخ-কে পূর্বে উল্লেখ করা। তিনি সাধারণ নিয়মের পরিপন্থী করলেন কেন ? **উত্তর :** বস্তুত حال-এর সংজ্ঞায় ফায়েল-মাফউল শব্দগত ও অর্থগত হওয়া সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। আর মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ الخ দ্বারা ফায়েল-মাফউল শব্দগত ও অর্থগত হওয়া সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা উদ্দেশ্য। এ আলোচনা সংজ্ঞার জন্য পরিপূরক। তাইতো শর্তের বর্ণনাকে পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা সাধা-রণ নিয়ম-নীতির বিরোধী নয়।

তারকীব : قَوْلَهُ اَلْحَالُ مَا يُبَيِّنُ هَيْئَةَ الْفَاعِلِ الخ : الحال মুবতাদা মুয়াখ্খার তার পূর্বে منها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদায়ে মুয়াখ্খর ও খবরে মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ما মাওসূলাহ, يبين ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, هيئة মুযাফ, الفاعل মা'তূফ ইলাইহ, او হরফে আত্ফ, المفعول به মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যুলহাল। لفظا মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, معنى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ, هيئة মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে বিহী। يبين ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। هى উহ্য মুবতাদা, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, ضَرَبْتُ زَيْدًا الخ মুরাদুল লফ্য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, زَيْدٌ فِى الدَّارِ الخ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, هذا الخ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ তার মা'তূফদ্বয়ের সাথে মিলে মুযাফ ইলাইহ। نحو মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثالها উহ্য মুবতাদা, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قَوْلَهُ ضَرَبْتُ زَيْدًا قَائِمًا : زيد মুবতাদা, فى হরফে জার, الدار মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল। قائما শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল। ثابت শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قَوْلَهُ هٰذَا زَيْدٌ قَائِمًا : هذا মুবতাদা, زيد যুলহাল, قائم শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে হাল, যুলহাল ও হাল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلَهُ وَعَامِلُهَا الْفِعْلُ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, عامل মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। الفعل মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, شبه মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। او হরফে আত্ফ, معنى মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

وَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ نَكِرَةً وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً غَالِبًا وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ وَمَرَرْتُ بِهٖ وَحْدَهٗ وَنَحْوُهٗ مُتَاَوَّلٌ فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً وَجَبَ تَقْدِيْمُهَا وَلَا يَتَقَدَّمُ عَلَى الْعَامِلِ الْمَعْنَوِيِّ بِخِلَافِ الظَّرْفِ وَلَا عَلَى الْمَجْرُوْرِ عَلَى الْاَصَحِّ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلٰى هَيْئَةٍ صَحَّ اَنْ يَّقَعَ حَالًا -

---

অনুবাদ : তার (حال-এর) শর্ত হলো نكره (অনিৰ্দিষ্ট) এবং ذو الحال অধিকাংশ সময় معرفة (নির্দিষ্ট) হওয়া। আর اَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ (হিংস্র গাধা তার গাধীদেরকে একত্রে ছেড়ে দিয়েছে) এবং مَرَرْتُ بِه وَحْدَهٗ (আমি একাকী তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি) ইত্যাদি বিশ্লেষণকৃত। যদি ذو الحال টি نكره হয়, তাহলে حال-কে (ذو الحال -এর উপর) মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। এটা (حال) عامل معنوى-এর উপর মুকাদ্দাম হয় না, ظرف তার বিপরীত। আর বিশুদ্ধ অভিমতানুযায়ী এটা ذو الحال মাজরুরের উপর মুকাদ্দাম হয় না। যে সব ইসম অবস্থার উপর বুঝায় প্রত্যেকটি حال হওয়া শুদ্ধ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ نَكِرَةً : حال -এর শর্ত উহ্য সর্বদা নাকেরা হবে। কারণ, حال অর্থগতভাবে محكوم به আর محكوم به-এর মূল নাকেরা হওয়া। حال কখনো মা'রেফা হয়। তবে তাকে বিশ্লেষণ করে নাকেরা করতে হয়। যেমন– جَاءَ الْاُسْتَاذُ وَحْدَهٗ এখানে وحده শব্দটি حال আর তা মুযাফ হবার কারণে মা'রেফা। তাই وحده-কে متوحد শব্দ দ্বারা বিশ্লেষণ করতে হবে। অন্য একটি হলো معنى حدثى মুকায়্যাদ আর حال কয়েদ। حال মা'রেফা হলে কয়েদ তার মুকায়্যাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা লাযেম আসবে। তা কতই নিকৃষ্ট।

قَوْلُهٗ وَصَاحِبُهَا مَعْرِفَةً غَالِبًا الخ : অধিকাংশ সময় ذو الحال টি মা'রেফা হয়। কারণ তা বস্তুত محكوم عليه আর محكوم عليه-এর আসল মা'রেফা হওয়া। তবে কখনো নাকেরাও হয়ে থাকে। যেমন– غالبا শব্দ দ্বারা বুঝা যায়। অতঃপর মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি غالبا শব্দটি معرفة -এর সাথে মুতায়াল্লাক হতে পারে না। অন্যথায় মুসান্নিফ (র.)-এর কথার মাঝে বৈপরীত্ব দেখা দেবে। কারণ, শর্তারোপ করার দাবি হলো যে, ذو الحال টি প্রত্যেক জায়গায় মা'রেফা হওয়া। আর মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি غالبا-এর দাবি–প্রত্যেক স্থানে মা'রেফা না হওয়া। প্রকাশ্যভাবে এটা শর্তারোপ করার অর্থের বিপরীত হয়। এই বৈপরীত্ব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য غالبا শব্দকে شرطها-এর সাথে মুতা'আল্লাক করলে অত্যধিক উপযোগী হবে। কারণ, তখন বাক্যের অর্থ হবে, ذو الحال টি মা'রেফা হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয় না। এমতাবস্থায় উল্লিখিত নিষিদ্ধতা আবশ্যক হবে না। এ ধরনেরও হতে পারে যে, صَاحِبُهَا مَعْرِفَةً মুবতাদা ও খবর মিলে شَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ نَكِرَةً -এর মা'তূফ হবে। এমতাবস্থায় غالبا -এর তা'আল্লুক معرفة -এর সাথেও হতে পারে। এতে উল্লিখিত আপত্তি আবশ্যক হবে না। কারণ এ সময় বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়– حال হবার জন্য নাকেরা হওয়া শর্ত এবং ذو الحال অধিকাংশ সময় মা'রেফা হয়ে থাকে।

* حال -এর সংজ্ঞা তার جامع مانع নয়। কারণ, جَاءَ نِىْ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ -এর মধ্যস্থিত اَبُوْهُ قَائِمٌ এ সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গেছে। কারণ এটা ফায়েলের অবস্থা বর্ণনা না করে গায়রে ফায়েল তথা "ابوه" -এর অবস্থা বর্ণনা করছে। অনুরূপভাবে ضَرَبْتُ زَيْدًا اَبُوْهُ قَائِمٌ -এর মধ্যস্থিত اَبُوْهُ قَائِمٌ ও বের হয়ে গেছে। কারণ ইহা মাফউলে বিহীর অবস্থা বর্ণনা না করে গায়রে মাফউলে বিহী তথা "ابوه" -এর অবস্থা বর্ণনা করছে। এ সমস্যা নিরসনে বলা যায়, ফায়েল অথবা মাফউলের অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যটা ব্যাপক। চাই এদের অবস্থা বর্ণনা করুক অথবা এদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অবস্থা বর্ণনা করুক। কাজেই প্রথম

উদাহরণে "ابوه" ফায়েলের সংশ্লিষ্ট বস্তু আর দ্বিতীয় উদাহরণে মাফঊলের সংশ্লিষ্ট বিষয়। তাই حال -এর সংজ্ঞা থেকে এ দু'টি বহির্ভূত নয়।

وَ اَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ الخ **-এর আনুষঙ্গিকতা :** এটা একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব। প্রশ্ন- প্রথমেই জানা গেছে حال - এর শর্ত নাকেরা হওয়া। এ শর্তের দাবি حال টি মা'রেফা হতে পারবে না; অথচ এমন কতেক স্থান রয়েছে যেখানে حال টি মা'রেফা হয়। যেমন- اَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ - مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ ও فَعَلْتُ جُهْدَكَ - حال টি নাকেরা হওয়ার শর্ত কিভাবে সঠিক হবে ? **উত্তর :** এ সবগুলো নাকেরা দ্বারা বিশ্লেষিত (متأول بالنكرة) মুসান্নিফ (র.)'র উক্তিটি কয়েকটি জবাবকে শামিল করে। একটি সমর্পণমূলক (تسليمى), অপরটি অস্বীকারমূলক (انكارى)।

সমর্পণমূলক উত্তর : اَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ -এর মধ্যে আলিফ-লাম অতিরিক্ত, العراك অর্থ معترك (একত্রকারী), অনুরূপভাবে مَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ -এর وحده অর্থ- متوحد , তেমনিভাবে فَعَلْتُ جُهْدَكَ -এর মধ্যে جهدك অর্থ مجتهد এগুলো নাকেরা, কাজেই এ দৃষ্টান্তগুলোতে যদিও বাহ্যিকভাবে মা'রেফা হয়েছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নাকেরা। এ ধরনের দৃষ্টান্ত আরবি ভাষায় বহুল প্রচলিত রয়েছে। যেমন- حَسَنُ الْوَجْهِ শাব্দিকভাবে এটি মা'রেফা, অর্থগতভাবে নাকেরা। কারণ, اضافة لفظى টি মা'রেফার ফায়দা দেয় না।

অস্বীকারমূলক উত্তর : العراك-وحده ও جهدك নিজেদের উহ্য ফে'ল থেকে মাফঊলে মুতলাক হয়েছে। অর্থাৎ تَعْتَرِكُ الْعِرَاكُ -يَنْفَرِدُ وَحْدَهُ ও تَجْتَهِدُ جُهْدَكَ , এগুলো حال নয় ; বরং حال এমন জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ যার মধ্যে মাফঊলে মুতলাক বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু জুমলা নাকেরার হুকুমে হয়ে থাকে সেহেতু এগুলোকে মূলত নাকেরা ধরা হয়েছে। এগুলো حال সাব্যস্ত করা تَسْمِيَةُ الْجُزْءِ بِاسْمِ الْكُلِّ বা تَسْمِيَةُ الْمَعْمُوْلِ بِاسْمِ الْعَامِلِ -এর নামান্তর। সুতরাং আর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হয় না।

* একদা কবি লবীদ দেখেছেন পাহাড়ের উপর থেকে বন্য গাধা গাধী অবতরণ করত গাধা তার গাধীকে পানি পান করতে নামিয়ে দিয়ে গাধা নিজে রক্ষক হিসেবে দাঁড়িয়ে রইল, যাতে কোনো শিকারি শিকার করতে না পারে। এ অবস্থা দেখে কবি লবীদ وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ الخ শ্লোকটি আবৃত্তি করলেন। পূর্ণ শ্লোকটি ছিল-

وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكُ وَلَمْ يَزُدْهَا * وَلَمْ يَشْفَقْ عَلٰى نَقْصِ الدُّخَالِ

শাব্দিক বিশ্লেষণ : وارسلها-এর মধ্যে واو হরফে আত্ফ, ها যমীর গাধীর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, ارسل -এর যমীরে ফায়েল গাধার দিকে ফিরেছে। ارسال অর্থ- উৎসাহিত করা, ছেড়ে দেওয়া। لم يزد -এর প্রতিশব্দ لم يمنع , অর্থ- বাধা দেয়নি। لم يشفق শব্দটি لم يخف -এর অর্থে ব্যবহৃত। نقص অর্থ-টইটুম্বুর না হওয়া, পানিতে ভর্তি না হওয়া ও উদ্দিষ্টে না পৌঁছা। دخال-এর উদ্দেশ্য-উটকে পানি পান করানোর পর দু'উটের মাঝে খাড়া করা। এখানে হরফে তাশবীহ উহ্য রয়েছে। মূলরূপ- وَلَمْ يَشْفَقْ عَلٰى نَقْصٍ مِثْلُ نَقْصِ الدُّخَالِ

শ্লোকটির ভাবার্থ : বন্য গাধা তার গাধীকে এ অবস্থায় পানি পান করার জন্য ছেড়ে দিল যে, তাকে বাধা দেয়নি। আর এ ভয়ও রাখেনি যে, دخال (উটকে পানি পান করানোর পর দু'উটের মাঝখানে দণ্ডায়মান করা) তথা ভিড়ের কারণে কতেক গাধীর পানি মিলবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً الخ **:** যখন ذو الحال টি নাকেরা হয়, তখন حال-কে ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। নতুবা ذو الحال টি যবর বিশিষ্ট হওয়া অবস্থায় সিফাতের সাথে মিলে যাবে। যেমন- رَاَيْتُ رَجُلًا رَاكِبًا এতে راكبا টি حال কিংবা সিফাত হবার অবকাশ রাখে। নাকেরা হওয়া অবস্থায় حال -কে ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম করতে হবে, যাতে حال টি সিফাতের সাথে না মিলে। মুকাদ্দাম করা অবস্থায় মিলে যাবার আশংকা থাকে না। কারণ, সিফাত কখনো মাওসূফের উপর মুকাদ্দাম হয় না। ইহা حال -এর বিপরীত। কেননা, حال টি ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম হতে পারে। حال-কে মুকাদ্দাম করা অবস্থায় এ কথা জানা যাবে যে, এটা حال, সিফাত নয়। অতঃপর ذو الحال টি যবর বিশিষ্ট হওয়া অবস্থায়

মিলে যাবার আশংকা থাকাতে ذو الحال -এর পূর্বে حال-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। একই অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে অন্যান্য স্থানেও حال কে ذو الحال -এর পূর্বে নেওয়া হয়। নিম্নলিখিত স্থানসমূহে حال কে ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যথা—(১) حرف قصر দ্বারা ذو الحال টি সীমাবদ্ধ হলে। যেমন—مَا فَازَ خَطِيْبًا اِلَّا الْبَلِيْغُ (২) ذو الحال টি نكرة مخصصة হলে। যেমন—جَاءَنِيْ مَا شِيًا رَجُلٌ (৩) ذو الحال টি এমন যমীরের দিকে এযাফত হওয়া, যা حال কিংবা متعلق حال -এর সাথে সম্পর্কিত। যেমন—جَاءَ مُنْقَادًا لِلْوَالِدِ وَلَدَهٗ

তিনটি স্থানে ذو الحال-কে حال-এর উপর মুকাদ্দাম করা ওয়াজিব। যথা—(১) محصور হলে। যেমন—مَا يُرْسِلُ الرُّسُلَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ (২) واو যোগে জুমলা পতিত হলে। যেমন—جاء نى زيد وهو راكب (৩) ذو الحال টি এযাফত বা হরফে জার দ্বারা মাজরূর হলে। যেমন— مَرَرْتُ بِهِنْدٍ جَالِسَةً

قَوْلُهٗ اَلَّا يَتَقَدَّمَ الْعَامِلُ الخ : حال টি عامل معنوى -এর উপর মুকাদ্দাম হয় না ; কারণ عامل معنوى হলো দুর্বল আমিল। দুর্বলতার কারণে ইহা তার পূর্বাংশে আমল করতে পারে না। তা ظرف -এর বিপরীত। কারণ এটা عامل مــ ـ -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে, তাতে প্রশস্ততা বিদ্যমান থাকার কারণে।

قَوْلُهٗ وَلَا عَلَى الْمَجْرُوْرِ الخ : حال তার ذو الحال মাজরূরের উপর মুকাদ্দাম হতে পারে না। চাই এটা এযাফত কিংবা হরফে জারের কারণে যের বিশিষ্ট হোক, তবে এযাফতের কারণে যের বিশিষ্ট হলে ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষিদ্ধ। কেননা, حال অস্তিত্বের ক্ষেত্রে ذو الحال-এর অনুসারী ও শাখা। কাজেই যেরূপ মুযাফ ইলাইহকে মুযাফের উপর মুকাদ্দাম করা নাজায়েজ, সেরূপ মুযাফ ইলাইহের অনুসারীকে মুযাফের উপর মুকাদ্দাম করা নাজায়েজ। যদি حال-কে শুধুমাত্র মুযাফ ইলাইহের উপর মুকাদ্দাম করা হয়,তাহলে মুযাফ ইলাইহের মাঝে পার্থক্য লাযেম আসবে। আর তা না-জায়েজ। হরফে জারের কারণে যদি ذو الحال টি মাজরূর হয় তাহলে حال -কে ذو الحال-এর উপর মুকাদ্দাম করা সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ নাহুবিদ্ উক্ত মুকাদ্দামকে নাজায়েজ বলেছেন। এটি মুসান্নিফ (র.)'র সমর্থিত অভিমত। তাইতো তিনি على الاصح বলেছেন। তাঁদের দলিল—মাজরূর হরফে জারের উপর মুকাদ্দাম হয় না। তাই মাজরূরের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ও উত্তমভাবে হরফে জারের পূর্বে নেওয়া যাবে না। একদল আরবি বৈয়াকরণিকের মতে, যুলহাল হরফে জারের মাধ্যমে মাজরূর হলে তার উপর হালকে মুকাদ্দাম করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—হরফে জার বাবে تفعيل-এর দ্বৈত عين এবং বাবে افعال -এর همزة -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেভাবে বাবে تفعيل-এর মধ্যে দ্বৈত عين কালিমা এবং বাবে افعال -এর همزة টি কখনও লাযেমীকে মুতায়াদ্দীতে পরিণত করার জন্য আসে, অনুরূপভাবে হরফে জারও কখনো ফে'লে লাযেমীকে মুতায়াদ্দীতে পরিণত করার জন্য এসে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ— ذهبت راكبة بهذا বাক্যটি اذهبت راكبة هذا -এর সমার্থবোধক। কাজেই حال -এর মুকাদ্দাম ذو الحال -এর উপর নাজায়েজ হবে না ; কারণ মাজরূর প্রকৃতপক্ষে মাজরূর নয় ; বরং হরফে জার ফে'লের অংশ মাত্র।

জ্ঞাতব্য : জমহুর নাহুবিদ্দের উপর কতেক নাহুবিদ্দের পক্ষ থেকে এ আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, আল্লাহর বাণী وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ -এর মধ্যে كافة হলো حال যা হরফে জারের মাধ্যমে মাজরূর তথা للناس থেকে حال পতিত হয়। আর তা ذو الحال -এর উপর মুকাদ্দাম। কাজেই এ ধরনের মুকাদ্দাম তো নাজায়েজ হয়নি। **উত্তর :** এখানে كافة শব্দটি ناس থেকে হাল নয় ; বরং حاض -এর যমীর ك থেকে হাল হয়েছে অথবা সরাসরি كافة টি নয় ; বরং ইহা মাফঊলে মুতলাক অর্থাৎ رسالة كافة-এর মধ্যে ة মুবালাগার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهٗ كُلُّ مَادَلَّ عَلٰى هَيْئَةٍ الخ : যে সব ইসম অবস্থার উপর বুঝায় চাই جامد হোক বা مشتق হোক, এগুলো حال হতে পারে। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এ ইবারত দ্বারা তাদেরকে রদ করেছেন, যারা حال হবার জন্য مشتق কিংবা مشتق-এর অর্থে ব্যবহৃত হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন। মতন দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, حال হবার জন্য مشتق হওয়া বা مشتق হিসেবে তাবীল করার প্রয়োজন নেই। কারণ حال -এর দ্বারা মূল উদ্দেশ্য অবস্থা বর্ণনা করা, جامدও যদি অবস্থা বর্ণনা করে তাই যথেষ্ট।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ الخ : واو হরফে আত্ফ; شرط মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহি মিলে মুবতাদা। ان নাসেবা মাওসূলে হরফী, تكون ফে'লে নাকেস। উহ্য যমীর هى তার ইসম, نكرة খবর। تكون ফে'ল, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে বতাবীলে মুফরাদ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ্। واو হরফে আত্ফ, صاحب মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। معرفة খবর। غالبا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে সিফাত। তার মাওসূফ زمانا উহ্য রয়েছে। উহ্য মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে মুবতাদা ও খবরের নিসবত থেকে। মুবতাদা, খবর ও মাফউলে ফীহ্ মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ الخ : واو হরফে আত্ফ বা ইস্তীনাফ, ارسل ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ها যমীর যুলহাল, العراك হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাফউলে বিহী। ارسل ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, مررت ফে'ল, ت যমীর ফায়েল, ب হরফে জার, ه যমীর যুলহাল। وحد মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে। مفردا দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে হাল হয়েছে। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, نحو মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তুফে ছানী। মা'তূফ আলাইহ ও তার উভয় মা'তূফ মিলে মুবতাদা। متاول শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا الخ : فا হরফে তাফসীল, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, صاحب মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে كان-এর ইসম। نكرة তার খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। وجب ফে'ল, تقديم মুযাফ, ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল। وجب ফে'ল ও তার ফায়েল জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আ'তৃফ, لايتقدم ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, العامل মাওসূফ, المعنوى সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। ب হরফে জার, خلاف মুযাফ, الظرف মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت উহ্য শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযা। واو হরফে আ'তফ, لا যায়েদা, على হরফে জার, المجرور মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে লগ্ব لا يتقدم ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। على হরফে জার, الاصح ইসমে তাফদ্বীল শিবহে ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। উহ্য المذهب মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, كل মুযাফ, ما ইসমে মাওসূল, دل ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, هيئة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। صح ফে'ল, ان মাওসূলে হরফী, يقع ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, حالا মাফউল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে ফায়েল। صح ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

مِثْلُ هٰذَا بُسْرًا اَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا وَقَدْ تَكُوْنُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً فَالْاِسْمِيَّةُ بِالْوَاوِ وَالضَّمِيْرِ اَوْ بِالْوَاوِ اَوْ بِالضَّمِيْرِ عَلٰى ضُعْفٍ وَالْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ بِالضَّمِيْرِ وَحْدَهُ وَمَا سِوَاهُمَا بِالْوَاوِ وَالضَّمِيْرِ اَوْ بِاَحَدِهِمَا وَلَابُدَّ فِى الْمَاضِىْ الْمُثْبَتُ مِنْ قَدْ ظَاهِرَةٍ اَوْمُقَدَّرَةٍ وَيَجُوْزُ حَذْفُ الْعَامِلِ كَقَوْلِكَ لِلْمُسَافِرِ رَاشِدًا مَهْدِيًّا وَيَجِبُ فِى الْمُؤَكَّدَةِ مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوْكَ عَطُوْفًا اَىْ اُحِقُّهُ وَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ مُقَرِّرَةً لِمَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ-

---

অনুবাদ : যেমন- هٰذَا بُسْرًا اَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا (এই আধাপাকা খেজুর পাকা খেজুর থেকে উত্তম)। حال কখনো جملة خبرية হয়ে থাকে। তাই جملة اسمية (حال হলে) واو ও যমীরের সাথে, (শুধু) واو বা (কেবল) যমীরের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; তবে তা দুর্বল। مضارع مثبت (যদি حال হয়) শুধু যমীরের সাথে এবং এ দু'টো ব্যতীত واو ও যমীর (একই সাথে) ; কিন্তু দু'টোর একটির সাথে حال সংগঠিত হয়। ماضى مثبت টি حال হলে তার মধ্যে قد প্রকাশ্যে ও গোপনে নেওয়া হয়। حال -এর আমিলকে বিলোপ করা জায়েজ। যেমন মুসাফিরের উদ্দেশ্যে তোমার উক্তি رَاشِدًا مَهْدِيًّا (নিজে সৎপথে পরিচালিত, সৎপথ প্রাপ্ত অবস্থায় সফর করো)। حال مؤكدة -এর মধ্যে عامل কে বিলোপ করা ওয়াজিব। যেমন زَيْدًا اَبُوْكَ عَطُوْفًا (যায়েদ তোমার পিতা, আমি তাকে দয়ালু স্বীকৃতি দিচ্ছি)। অর্থাৎ احقه । আর حال مؤكده -এর আমিল বিলোপ করার শর্ত হলো তা جملة اسمية -এর বিষয়বস্তুকে সাব্যস্তকারী হওয়া।

ব্যাখ্যা : هٰذَا بُسْرًا اَطْيَبُ مِنْهُ رُطَبًا -এর মধ্যে بسرا ও رطبا উভয়টি اسم جامد হওয়া সত্ত্বেও حال পতিত হয়েছে। কারণ, بُسْرًا শব্দটি بسرية ও رطبا শব্দটি رطبية সিফাতের উপর বুঝায়। এখানে بسر-কে مبسر ও رطبا-কে مرطب এ তাবীল করার প্রয়োজন পড়ে না ; বরং উভয় جامد -ই حال পতিত হয়েছে। অতঃপর رطبا এ সকলের মতে আমিল اطيب আর بسرا-এর মধ্যেও আমিল হলো তাই। তবে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, اسم تفضيل দুর্বল আমিল, তার উপর তার মা'মূল মুকাদ্দাম হতে পারে না। بسرا কে কিভাবে তার আমিল اطيب-এর উপর মুকাদ্দাম করা হয়েছে ? তদুত্তরে বলা হয়, নাহুবিদদের নিকট স্বীকৃত কায়দা যে, যখন একটি বস্তুর সাথে দু'অনুপাতে দু'টি حال সম্পর্কিত হয়। তখন প্রত্যেকটি আপন متعلق -এর সাথে সংযুক্ত থাকা আবশ্যক। যাতে কোনো সংশয় না থাকে। উল্লিখিত উদাহরণে بسر -এর اسم اشارة হলো هذا আর بسرية হলো مشار اليه এখানে هذا -এর সাথে بسرية শব্দটি এ প্রেক্ষিতে সম্পর্কিত যে, তা مفضل (بسر) (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত)। তাই بسرا-কে هذا -এর সাথে সংযুক্ত করা জরুরি, যাতে তা من تفضيلى থেকে অগ্রগামী হয়। কারণ স্বভাবত مفضل টা من تفضيلى -এর উপর মুকাদ্দাম হয়ে থাকে। যেমন–الشمس انور من القمر এতে الشمس হলো مفضل আর القمر হলো مفضل عليه-যদি কেউ প্রশ্ন করে, هذا-এর সাথে مشار اليه-بسرا টি সংযুক্ত হয়ে তখনই مفضل হবে যখন اطيب-এর মধ্যে তার যমীর নেওয়া হবে। এর পূর্বে তাকে مفضل বলা সঠিক নয়। কারণ مفضل হলো اسم تفضيل-এর مدخول ; অন্য কোনো বস্তু নয়। **উত্তর :** যমীর اسم ظاهر-এর তুলনায় অনস্তিত্বের মতো হবার কারণে ইসমে যাহিরকে যমীরের স্থলাভিষিক্ত করত তার (ইসমে যাহিরের) সাথে مفضل-এর সংযুক্তি আবশ্যক করা হয়েছে। আর بسرية কে তার সাথে مفضل হওয়ার অনুপাতে মুতা'আল্লাক করা হয়েছে। কাজেই بسرا -এর সম্পর্ক

هذا-এর সাথেই হবে এবং من تفضيلى-এর উপর অগ্রগামী হবে। ইহা رطبا-এর বিপরীত। এটা هذا-এর পরে হবে। কারণ, هذا-এর সাথে رطبية-এর সম্পর্ক مفضل عليه হওয়া অনুপাতে। যেহেতু مفضل عليه টি من تفضيلى مفضل-এর পরে হয়ে থাকে। কাজেই এ رطباশব্দের مفضل عليه হওয়া منه যমীর অনুপাতেই হবে। সন্দেহাতীতভাবে مفضل عليه তথা رطبا-এর সংযুক্তি যমীরের সাথে ওয়াজিব হবে। কোনো কোনো আরবি ব্যাকরণবিদ বলেছেন, بسرا-এর আমিল هذا ; এর অর্থ– أُشِيْرُ اِلَيْهِ حَالَ كَوْنِهِ بُسْرًا , এ অভিমত শুদ্ধ নয়। কেননা, সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ ইশারা ঐ সময় হবে যখন খেজুর শুষ্ক হয় ; কাঁচা না হয়। কাজেই এই ইঙ্গিত بسرية -এর সাথে শর্তযুক্ত হবে না ; বরং বাক্যের উদ্দেশ্য খেজুর আধা-পাকা অবস্থায় পাকা অবস্থা থেকে উত্তম। ইশারা ও আলাপ আলোচনা ব্যাপক, চাই সে সময় খেজুর আধাপাকা হোক বা পাকা হোক কিংবা শুষ্ক হোক।

قَوْلُهُ وَقَدْ تَكُوْنُ جُمْلَةً الخ : কখনও حال জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হয়ে থাকে। তবে জুমলায়ে ইন্‌শায়িয়্যাহ হয় না। কারণ, حال হলো محكوم به-এর স্থলাভিষিক্ত। আর جملة انشائية টি محكوم به হয় না। তাই এটি حال হবার যোগ্যতা রাখে না। যদি حال টি জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হয় তাহলে তার সাথে رابطة (সম্পর্ক স্থাপনকারী) থাকা আবশ্যক। সে رابطة যমীর এবং واو অথবা শুধুমাত্র واو কিংবা যমীর হয়। حال জুমলা হওয়া অবস্থায় ব্যবহারিক পদ্ধতি (১) حال যখন جملة اسمية হয় তখন যমীর এবং واو উভয়টি رابطة হিসেবে নেওয়ার কারণ, جملة اسمية স্বয়ংসম্পূর্ণতার দিক থেকে সুদৃঢ়। তাই رابطةও অধিকতর শক্তিশালী নিতে হবে। যেমন–جِئْتُ وَاَنَا رَاكِبٌ (২) কখনও جملة اسمية -এর মধ্যে رابطة শুধুমাত্র واو নেওয়া হয়। কেননা, واو প্রাথমিকভাবে সম্পর্কের উপর বুঝায়। যেমন–كُنْتُ نَبِيًّا وَاٰدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ (৩) কখনও আবার কেবলমাত্র যমীর নেওয়া হয়, তবে এমতাস্থায় حال হওয়াটা দুর্বল। কারণ, যমীরের জন্য আবশ্যক নয় যে, তা واو -এর মতো শুরুতে পতিত হবে। কাজেই তা প্রাথমিকভাবে সম্পর্কের উপর বুঝায় না। যেমন–كلمته فوه الى فى ।

* حال টি جملة فعلية হলে তাতে কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। যথা–

১. مضارع مثبت যদি حال হয় শুধুমাত্র যমীর দ্বারা رابطة নেওয়া হবে। কেননা, مضارع مثبت ইসমে ফায়েলের সাথে সদৃশতা রাখে। আর اسم فاعل-এর মধ্যে সম্পর্কের জন্য যমীরই যথেষ্ট। তাই তার সাদৃশ্যপূর্ণ مضارع مثبت -এর মধ্যের যমীরটি رابطة হলেই চলবে। যেমন–اَقْبَلَ الصَّدِيْقُ يُبَشِّرُ الْقَوْمَ তবে فعل مضارع টি حال হওয়া তখনই শুদ্ধ হবে যখন তা হরফে استقبال থেকে মুক্ত হবে।

২. حال টি مضارع منفى হলে, তাতে তিনটি প্রক্রিয়া বৈধ। (ক) واو ও যমীর একই সাথে নেওয়া। যেমন–جَاءَ نِيْ زَيْدٌ مَايَتَكَلَّمُ غُلَامُهُ (খ) শুধু যমীর দ্বারা ربط নেওয়া। যেমন–جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَمَا يَتَكَلَّمُ غُلَامُهُ (গ) কেবল واو দ্বারা ربط নেওয়া। যেমন– جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَمَا يَتَكَلَّمُ عَمْرٌو

৩. حال টি ماضى مثبت হলে তাতে প্রকাশ্যে বা গোপনে قد নেওয়া হবে, যাতে ماضى টি حال -এর অর্থের নিকটবর্তী হয়ে যায়। প্রকাশ্য قد হওয়া অবস্থায়। যেমন–

(ক) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَقَدْ خَرَجَ عَمْرٌو (খ) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ قَدْ خَرَجَ غُلَامُهُ (গ) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَقَدْ خَرَجَ غُلَامُهُ

উহ্য قد হওয়া অবস্থায় যেমন– আল্লাহর বাণী اَوْ جَاءُ وْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ অর্থাৎ قَدْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ

৪. حال টি ماضى منفى হলে তাতেও উল্লিখিত তিনটি সুরত জায়েজ। যে কোনো একটির উপর যথেষ্ট করা যাবে। তবে যমীরের উপর যথেষ্ট করাতে কোনো ধরনের দুর্বল হবে না। যেমন–

(ক) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَمَا خَرَجَ عَمْرٌو (খ) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ مَاخَرَجَ غُلَامُهُ (গ) جَاءَ نِيْ زَيْدٌ وَمَا خَرَجَ غُلَامُهُ

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ حَذْفُ الْعَامِلِ الخ : قرينه حالية ও مقالية পাওয়া গেলে حال -এর আমিলকে বিলোপ করা বৈধ। فعل-কে حذف করা হয় কয়েকটি কারণে। যথা– (১) قرينه حالية -এর উদাহরণ– কোনো ব্যক্তিকে সফরের প্রাক্কালে বলা رَاشِدًا مَهْدِيًا এখানে راشدا - حال-এর পূর্বে سر ফে'ল উহ্য রয়েছে। যাকে قرينة حالية -এর কারণে বিলোপ করা

হয়েছে। অর্থাৎ سِرْ رَاشِدًا مَهْدِيًّا এতে مهديا হলো راشدا-এর সিফাত বা حال-এর পরে حال। (২) قرينة مقالية-এর কারণে বিলোপ করা হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তির كَيْفَ جِئْتَ-এর উত্তরে راكبا বলা। অর্থাৎ جِئْتَ رَاكِبًا এখানে جئت-কে قرينة مقالية-এর কারণে বিলোপ করা হয়েছে। معنى فعل বিলোপ করার উদাহরণ–اَلْهِلَالُ طَالِعًا অর্থাৎ شبه فعل বিলোপ করার মেছাল হলো, কোনো ব্যক্তির كَيْفَ كُنْتَ ضَارِبُ زَيْدٍ-এর জবাবে বলা যায় যে, هٰذَا الْهِلَالُ طَالِعًا - كُنْتُ ضَارِبُ زَيْدٍ قَائِمًا তথা قائما।

حال-এর প্রকারভেদ : حال-এর প্রকারগুলোর বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হলো। (১) حال منتقلة : ঐ حال যা ذو الحال থেকে স্থানান্তরিত হয়। যেমন–جَاءَنِيْ زَيْدٌ رَاكِبًا (২) حال مؤكدة : ঐ حال যা বাক্যাংশের তাকীদের জন্য আসে। যেমন–هُوَ الْحَقُّ لَارَيْبَ فِيْهِ। কেউ বলেছেন তা হলো ঐ حال যা ذو الحال হতে পৃথক হয় না। অর্থাৎ صفات لازمة হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ الخ (৩) حال متداخلة : ঐ حال-এর মা'মূল হয়। যেমন–جاء ني زَيْدٌ يَقُوْمُ غُلَامُهُ مَجْرُوْحًا رَأْسَهُ (৪) حال مترادفة : ঐ حال যেই حال এবং অপর একটি حال-এর আমিল একটি হয়। যেমন– رَأَيْتُ زَيْدًا قَائِمًا عَالِمًا رَاكِبًا (৫) حال مقدرة : ঐ حال যা উহ্য থেকে অর্জিত হয় এবং ذو الحال টি খবর পরিবেশনের সময় থাকে না। যেমন, আল্লাহর বণী– فَادْخُلُوْهَا خَالِدِيْنَ (৬) حال دائمة : ঐ حال যার ذوالحال টি সর্বদা একই অবস্থায় থাকে। যেমন– كَانَ اللّٰهُ قَادِرًا।

قَوْلُهُ وَيَجِبُ فِى الْمُؤَكَّدَةِ : حال مؤكدة-এর আমিলকে বিলোপ করা ওয়াজিব। যেমন– زَيْدٌ اَبُوْكَ عَطُوْفًا এখানে احقه আমিল উহ্য রয়েছে। আর عطوفا হলো حال مؤكدة যেহেতু পিতা থেকে অনুগ্রহ ও দয়া পৃথক হয় না। তাই এখানে احقه আমিলকে বিলোপ করা হয়েছে।

حال مؤكدة-এর আমিল বিলুপ্ত হবার শর্ত : حال مؤكدة-এর আমিল ওয়াজিব হিসেবে বিলুপ্ত হবার জন্য শর্ত– তা জুমলায়ে ইসমিয়্যাহকে সাব্যস্ত ও তাকীদ করার জন্য সংগঠিত হওয়া। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি وَشَرْطُهَا اَنْ تَكُوْنَ مُقَرَّرَةً لِمَضْمُوْنِ جُمْلَةٍ اِسْمِيَّةٍ-এর মধ্যে لمضمون جملة হচ্ছে কায়েদে ইহ্তিরাযী (قيد احترازى)-এর দ্বারা ঐ حال مؤكدة বাদ পড়েছে যা বাক্যের কিছু অংশকে তাকীদ করার জন্য এসে থাকে। এমতাবস্থায় حال-এর আমিলকে ওয়াজিব হিসেবে বিলোপ করা বৈধ নয়। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী–اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا। কেননা, এ আয়াতে رسولا শব্দটি বাক্যের কিছু অংশ তথা ارسال-কে সাব্যস্ত করার জন্য আসে। ارسال الله-এর তাকীদের জন্য নয়। এরূপ হবে رسول দ্বারা আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হলে। পক্ষান্তরে رسول দ্বারা পারিভাষিক অর্থ তথা اِنْسَانٌ بَعَثَهُ اللّٰهُ اِلَى الْخَلْقِ لِتَبْلِيْغِ الْاَحْكَامِ بِكِتَابٍ وَشَرِيْعَةٍ উদ্দেশ্য নেওয়া হলে বাক্যের বিষয় বস্তুর তাকীদের জন্য হবে। اسمية বলার কারণে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহর তাকীদের জন্য যে حال ব্যবহৃত হয় তা বাদ পড়েছে। কেননা, এ অবস্থায় আমিলকে বিলোপ করা ওয়াজিব নয়, যেরূপ আল্লামা যামখ্শারী 'তাফসীরে কাশ্শাফ'-এর قَائِمًا بِالْقِسْطِ-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন قائما শব্দটি شهد-এর ফায়েলের যমীর থেকে حال পতিত হয়েছে। পূর্ণ আয়াতে করীমা شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ এখানে قائما-এর মধ্যস্থিত যমীর ذو الحال-এর দিকে ফিরেছে, আর তা জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ-এর তাকীদের জন্য ব্যবহৃত।

* **একটি প্রশ্ন :** আল্লাহ তা'আলার বাণী–اَللّٰهُ شَاهِدًا قَائِمًا بِالْقِسْطِ-এর মধ্যে حال টি জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ-এর তাকীদের জন্য আসা সত্ত্বেও তার আমিল উল্লিখিত হয়েছে কেন? এ প্রশ্নের অপনোদনে কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়।

প্রথম জবাব : حال-এর আমিল উহ্য হবার জন্য শর্ত জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ এমন দু'টি ইসম দ্বারা গঠিত হওয়া, যেগুলো حال-এর মধ্যে আমল করার যোগ্যতা রাখে না। আমল করার যোগ্যতা রাখলে حال-এর আমিলটি উল্লিখিত হবে। আল্লাহর উক্ত বাণীতে শর্ত ফওত হয়েছে বিধায় আমিল (شاهدا)-কে উহ্য রাখা হয়নি।

দ্বিতীয় জবাব : মূল এবারতে সাধারণভাবে لمضمون جملة اسمية বর্ণিত রয়েছে, তা দ্বারা فرد كامل উদ্দেশ্য। সেটা এমন জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ যার বিষয়বস্তু একমাত্র তার সাথে বিশেষিত। জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ-এর বিষয়বস্তু হতে পারে না। প্রাগুক্ত আয়াতে اَللّٰهُ شَاهِدًا-এর বিষয়বস্তু এবং شَهِدَ اللّٰهُ জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ-এর বিষয়বস্তু এক।

তৃতীয় জবাব : প্রকৃতপক্ষে قَائِمًا -এর আমিল উল্লিখিত নয় ; বরং উহ্য। আয়াতের মূলরূপ হবে اِلٰهٌ شَاهِدًا اُحِقُّهُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ একই অধ্যায়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষার্থে حال -এর আমিল উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও احقه-কে উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ مِثْلُ هٰذَا بُسْرًا رُطَبًا الخ : مثل মুযাফ, هٰذَا بُسْرًا الخ মুরাদুল লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর, উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির বিস্তারিত তারকীব– هذا মুবতাদা, بسرا হালে মুকাদ্দাম আউওয়াল, اطيب শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, من হরফে জার, ه যমীর যুলহাল, رطبا হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। প্রাগুক্ত اطيب -এর যমীর هو যুলহাল ও بسرا হাল মিলে اطيب শিবহে ফে'লের ফায়েল। اطيب শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, تكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هى ইসম, جملة মাওসূফ, خبرية সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। ফে'ল-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ। فاء হরফে তাফসীল, الاسمية সিফাত, তার মাওসূফ الجملة উহ্য রয়েছে। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। با হরফে জার, الواو মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, الضمير মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, باء হরফে জার, الواو মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। واو হরফে আত্‌ফ, با হরফে জার, الضمير মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। الواو মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফদ্বয় মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। على হরফে জার, ضعف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, المضارع মাওসূফ, المثبت সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা। باء হরফে জার, الضمير যুলহাল, وحد মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিরে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, ما মাউসূলা, سوا মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে ثبت-এর থেকে। ثبت ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুবতাদা। باء হরফে জার, الواو মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আ'তফ, الضمير মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আ'তফ, با হরফে জার, احد মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ বা ইস্তীনাফ, لا নফী জিন্‌সের জন্য, بد তার ইসম, فى হরফে জার, الماضى মাওসূফ, المثبت সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে আউওয়াল। من হরফে জার, قد মুরাদুল্ লফয যুলহাল,

ظاهرة মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, مقدرة মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে ثابت -এর সাথে যরফে মুস্তাকার হয়েছে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে ছানী। لا তার ইসম ও খবরদ্বয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, يجوز ফে'ল, حذف মুযাফ, العامل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে يجوز ফে'লের ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। ك হরফে জার, قول মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ, لام হরফে জার, المسافر মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। قول মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ ও যরফে লগ্ব মিলে মুবদালে মিনহু, راشدا মুরাদুল্ লফয বদলে কু'ল। মুবদালে মিনহু ও বদল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, يجب ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, في হরফে জার, المؤكدة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يجب ফে'ল, ফায়েল ও যমীর লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوكَ عَطُوْفًا الخ : مثل মুযাফ, زَيْدٌ اَبُوْكَ الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব– زيد মুবতাদা, ابو মুযাফ, ك মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। عطوفا ইসমে ফায়েল মুবালাগা শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে হালে মুয়াক্কাদা। এর উহ্য আমিল হলো – احقه احقه ফে'ল, যমীর انا ফায়েল, ه যমীর যুলহাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, شرط মুযাফ , ها যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ان নাসেবা মাওসূলে হরফী। تكون ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هى তার ইসম। مقررة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, مضمون মুযাফ , جملة মাওসূফ, اسمية সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। مضمون মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مقررة শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। تكون ফে'লে নাকেস, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে ব-তাবীলে মুফরাদ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

اَلتَّمْيِيْزُ مَا يَرْفَعُ الْاِبْهَامَ الْمُسْتَقَرَّ عَنْ ذَاتٍ مَذْكُوْرَةٍ اَوْ مُقَدَّرَةٍ فَالْاَوَّلُ عَنْ مُفْرَدٍ مِقْدَارٍ غَالِبًا اِمَّا فِيْ عَدَدٍ نَحْوُ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا وَسَيَاْتِيْ وَاِمَّا فِيْ غَيْرِهٖ نَحْوُ رِطْلٌ زَيْتًا وَمَنْوَانِ سَمْنًا وَقَفِيْزَانِ بُرًّا وَعَلَى التَّمَرَةِ مِثْلُهَا زُبْدًا فَيُفْرَدُ اِنْ كَانَ جِنْسًا اِلَّا اَنْ يُقْصَدَ الْاَنْوَاعُ وَيُجْمَعُ فِيْ غَيْرِهٖ ثُمَّ اِنْ كَانَ بِتَنْوِيْنٍ اَوْ بِنُوْنِ التَّثْنِيَةِ جَازَتِ الْاِضَافَةُ وَاِلَّا فَلَا وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ مِثْلُ خَاتَمٌ حَدِيْدًا وَالْخَفْضُ اَكْثَرُ-

---

অনুবাদ : التمييز ঐ বস্তুর নাম, যা উল্লিখিত সত্তা বা উহ্য সত্তা থেকে (গঠনগতভাবে) স্থিরকৃত সংশয়কে দূর করে দেয়। প্রথমটি অধিকাংশ সময় একক পরিমাণ থেকে (অস্পষ্টতাকে দূরীভূত করে দেয়)। হয়তো (একক পরিমাণ) সংখ্যার মধ্যে (বাস্তবায়িত) হয়। যেমন- عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا (বিশ দিরহাম)। অচিরেই এটার বর্ণনা (اسماء العدد-এর মধ্যে) আসবে অথবা সংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য বস্তুর মধ্যে (বাস্তবায়িত) হবে। যেমন- رِطْلٌ زَيْتًا(এক রতল তৈল), مَنْوَانِ سَمْنًا (দু'সের ঘি), قَفِيْزَانِ بُرًّا (দু'কাফীয গম), وَعَلَى التَّمَرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا (খেজুরের উপর তার সমপরিমাণ মাখন আছে)। تمييز টি جنس হলে তাকে مفرد (একবচন) নেওয়া হবে ; তবে نوع উদ্দেশ্য হলে (তখন একবচন নেওয়া হবে না) غير جنس-এর মধ্যে বহুবচন নেওয়া হবে। অতঃপর যদি (مفرد) تنوين বা نون تثنية-এর সাথে হয় তাহলে اضافة জায়েজ হবে নতুবা জায়েজ হবে না। مفرد টি (مقدار পরিমাণ ব্যতীত অন্য কিছু হতে অস্পষ্টতাকে দূর করে। যেমন- خَاتَمٌ حَدِيْدًا (লোহার আংটি), এমতাবস্থায় অধিকাংশ সময় (غير مقدار প্রকারটি) যের বিশিষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : التمييز শব্দটি বাবে تفعيل -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ- দূর করা, পৃথক করা। যেমন- وَامْتَازُوْا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ; منصوبات-এর একটি প্রকার হলো, تمييز ; যার দ্বারা সন্দেহ দূর করা হয় তাকে তামঈয বলা হয়। আর যার থেকে সন্দেহ দূর করা হয় তাকে মুমায়্যায বলে। তামঈয ও حال-এর মধ্যে তিন ধরনের পার্থক্য রয়েছে। যথা- প্রথমত হাল কখনো جامد হয় এবং অধিকাংশ সময় مشتق হয়, তবে তামঈয اسم جامد হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত হাল في উহ্যের ভিত্তিতে যবর বিশিষ্ট হয় আর তামঈয من উহ্যের ভিত্তিতে হয়। তৃতীয়ত হাল অবস্থা থেকে এবং তামঈয ذات থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে থাকে।

فوائد قيود : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি ما হলো জিন্‌স যা সর্ব প্রকারের ইসমকে শামিল করে। তাঁর উক্তি يَرْفَعُ الْاِبْهَامَ এটা بدل-কে বের করে দেয়, কারণ بدل টি مبدل منه থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। বাক্যের মধ্যে بدل-ই উদ্দেশ্য হয় مبدل منه নয় ; বরং তা পরিত্যক্তের হুকুমে হয়। কাজেই بدل টি নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কোনো বস্তু থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করার জন্য ব্যবহৃত হয় না।

মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি المستقر -এর অর্থ হলো গঠনগতভাবে ঐ অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকতে হবে। যদিও আভিধানিক দৃষ্টিকোণে المستقر শব্দটি স্থির হওয়া, সাব্যস্ত হওয়া অর্থ বুঝায়। আর এ স্থির থাকা মুতলাকভাবে উদ্দেশ্য। মুতলাক বলতে فرد كامل তথা গঠনগত অস্পষ্টতাকে বুঝিয়ে থাকে। কাজেই এখানে এ অর্থটি উদ্দেশ্য হবে। استقر শব্দ বলার কারণে তিনটি বস্তু বের হয়ে যায়। একটি হলো مشترك শব্দের সিফাত। যেমন- رَاَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً ; কারণ جارية শব্দটি عين থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে দেয়। আর এই অস্পষ্টতা عين শব্দের গঠনগতভাবে নয় ; বরং ব্যবহারের মধ্যে

موضوع له -এর কয়েকটি অর্থানুপাতে সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ صفة مبهم -কে বের করে দেয়। যেমন- هٰذَا الرَّجُلُ ; কারণ هذا শব্দটিকে হয়তো مفهوم كلى-এর জন্য গঠন করা হয়েছে جزئيات -এর মধ্যে তার ব্যবহারের শর্তসাপেক্ষে। এখানে هذا-এর সিফাত الرجل দ্বারা যদিও ابهام দূর হয়ে যায় ; কিন্তু তা গঠনগত ابهام নয়। তাই এটা তামঈয থেকে বাদ পড়েছে। তৃতীয়ত عطف بيان যেমন- ابو حفص عمر এ দু'টির মধ্যে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য গঠন করা হয়েছে বিধায় তাতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তাই عمر এটা عطف بيان ; তামঈয নয়। কেননা, তামঈযের জন্য تمييز-এর মধ্যে গঠনগত অস্পষ্ট থাকা উচিত। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি عن ذات দ্বারা نعت এবং حال বাদ পড়ে গেছে ; কারণ এ দু'টি এমন অস্পষ্টতাকে দূর করে যা وصف مستقر -এর মধ্যে হয়ে থাকে। এগুলো ذات থেকে ابهام-কে দূর করে না।

তামঈযের প্রকারভেদ : مذكورة او مقدرة উল্লেখ করত মুসান্নিফ (র.) তামঈযের দু'টি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তামঈয দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা- (ক) تمييز المفرد او الذات (খ) تمييز الجملة او النسبة

ক. تمييز المفرد او الذات-এর দ্বারা উদ্দেশ্য- جمله বা شبه جمله না হওয়া এবং এটি অধিকাং। সময় مقدار হতে সন্দেহ দূর করে। مقدار ঐ বস্তুকে বলা হয় যার দ্বারা বস্তুকে অনুমান করা যায়। এ مقدار চার ধরনের হয়ে থাকে। (১) عدد (সংখ্যা বাচক) যেমন- إِنِّيْ رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (২) كيل (পরিমাণ) যেমন- عِنْدِيْ قَفِيْزَانِ بُرًّا (৩) وزن (ওজন) যেমন- عِنْدِيْ مَنْوَانِ سَمْنًا (৪) مساحة (দূরত্ব) যেমন- عِنْدِيْ جَرِيْبَانِ قُطْنًا

এ প্রকারের তামঈযের হুকুমে তিনটি অবস্থা বৈধ। যথা- نصب দেওয়া, من-এর কারণে جر দেওয়া এবং মুযাফ ইলাইহ হিসেবে যের প্রদান করা।

খ. تمييز الجملة او النسبة : তা এমন تمييز -কে বলে, যা বাক্যের অর্থের মধ্যে সৃষ্ট অস্পষ্টতাকে দূর করত তাকে সুস্পষ্ট করে দেয়। এটা সাধারণভাবে جملة فعلية, اسم تفضيل ও تعجب-এর পরে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তা দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) تمييز النسبة যা ফায়েলের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- حَسُنَ الطَّالِبُ خُلُقًا (২) এমন تمييز النسبة যা مفعول به অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- فَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا

قَوْلُهُ وَاَمَّا فِيْ غَيْرِهِ : مفرد مقدار হয়তো غير عدد-এর মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন- عَلَى التَّمَرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا، رِطْلٌ زَيْتًا، مَنْوَانِ سَمَنًا ; যদি কেউ বলে তামঈয غير عدد হৃদয়াঙ্গম করার জন্য একটি উদাহরণই যথেষ্ট ছিল। মুসান্নিফ (র.) এতগুলো উদাহরণ কেন উল্লেখ করেছেন ? **উত্তর :** تمييز-এর আমেল اسم تام হয়। اسم تام-এর সকল সূরতকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এতগুলো মেছাল উল্লেখ করা হয়েছে। اسم تام টি যেহেতু কয়েকভাবে হয়ে থাকে। যথা- (১) তানবীনের দ্বারা اسم تام হয়। যথা - مَنْوَانِ سَمْنًا (২) نون تثنية দ্বারা। যথা- عِنْدِيْ مَثَاقِيْلُ ذَهَبًا (৩) نون جمع দ্বারা। যথা- بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا (৪) اضافة দ্বারা। যথা- عَلَى التَّمَرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا ; এ সবগুলোর দিকে ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি উদাহরণ পেশ করেছেন।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, আলিফ লাম দ্বারাও اسم تام হয়ে থাকে। কারণ, اسم تام-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোনো ইসম এমন পরিপূর্ণতা অর্জন করা যে, অন্য একটির দিকে মুযাফ হতে হয় না। যেহেতু আলিফ লামের সাথেও ইসম এযাফত হওয়া অসম্ভব, সেহেতু আলিফ লাম দ্বারাও اسم تام হবে। **উত্তর :** এখানে اسم تام দ্বারা উদ্দেশ্য তামঈযকে নসবদাতা ইসম। معرف باللام যেহেতু নসব প্রদান করে না, সেহেতু তা তার বহির্ভূত বস্তু। বিবরণ হলো যে, ইসম যখন ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা تام হয়, তখন তার সদৃশতা ফে'লের সাথে হয়ে যায়। যেরূপ ফে'ল তার ফায়েলকে নিয়ে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রূপ এ ইসম ও পূর্বোক্ত বিষয় দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কাজেই এ সমস্ত বস্তু ফায়েল আর তামঈয মাফউলের স্থলাভিষিক্ত হবে। যেভাবে ফে'ল ও ফায়েলের পরের ইসমটি যবর বিশিষ্ট হয়, একইভাবে তামঈযও যবর বিশিষ্ট হবে। اسم تام হবে তামঈযকে যবর প্রদানকারী। معرف باللام তার বিপরীত। যেহেতু আলিফ-লাম শুরুতে হয় আর ফায়েল সর্বদা ফে'লের পরে হয়ে থাকে। তাই معرف

بالـلام টি ফে'লের সাদৃশ্য নয়। এ কারণে اسم تام-এর মধ্যে আলিফ-লামকে গণ্য করা হবে না। আর معرف بـالـلام-এর পরে যে ইসমটি হয় তা যবর বিশিষ্ট হবে না।

قَوْلُهٗ فَيُفْرَدُ اِنْ كَانَ جِنْسًا : যখন তামঈয জিন্‌স হয় তখন তাকে এক বচন নেওয়া হয়। যদিও বা اسم تـام টি جمع ও تـثـنـيـة হয়ে থাকে। جنس দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ ইসম, যা কমবেশি বুঝায়। এমতাবস্থায় جمع ও تـثـنـيـة নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন– ماء ও تمر

قَوْلُهٗ اِلَّا اَنْ يُّقْصَدَ الْاَنْوَاعُ وَيُجْمَعُ الخ : جنس দ্বারা দু'বা ততোধিক نـوع বর্ণনা করা উদ্দেশ্য হলে উদ্দেশ্যানুপাতে তাকে جمع ও تـثـنـيـة নেওয়া হবে। যেমন– طَابَ زَيْدٌ جِلْسَتَيْنِ- তামঈয غـيـر جـنـس হলে তাকে اسم تـام অনুপাতে جمع ও تـثـنـيـة নেওয়া হবে। কারণ, তার প্রয়োগ কমবেশির উপর না হওয়াতে উদ্দেশ্যানুপাতে جمع ও تـثـنـيـة নেওয়া জরুরি। যেমন– عِنْدِىْ عَدْلُ ثَوْبَيْنِ اَوْ اَثْوَابًا-

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِنْ كَانَ بِتَنْوِيْنِ الخ : مفرد مـقـدار টি تـنـويـن বা نـون تـثـنـيـة-এর সাথে تام হয়, তাহলে এমতাবস্থায় সহজতার কারণে তামঈযের দিকে তার এযাফত বৈধ। এটি اضافة بـيـانـيـة হবে। যদি مفرد مـقـدار টি تـنـويـن বা نون تـثـنـيـة-এর সাথে تام না হয় ; বরং نـون جـمـع বা اضـافـة -এর সাথে হয়, তাহলে তার এযাফত বৈধ নয়। কারণ হলো, মুযাফকে তামঈযের দিকে এযাফত করার দু'টি প্রক্রিয়া রয়েছে। হয়তো اضـافـة দূর হবে অথবা বহাল থাকবে। যদি এযাফত দূর হয়ে যায় তাহলে নাজায়েজ। কারণ, এ সময় আমল বাতিল করা লাযেম আসবে। প্রথম এযাফত বাকি থাকলে তখনও জায়েজ নেই। মুযাফকে এযাফত করা অবৈধ। অধিকন্তু পুনরায় এযাফত করার মাধ্যমে আবশ্যক হয় যে, اسم تام টি আপন অবস্থায় বহাল থাকে না। আর نـون جـمـع-এর اضـافـة মিলে যাবার আশংকায় জায়েজ নেই। কারণ, اسم تام-এর এই অর্থ যে, এটা হওয়া অবস্থায় এযাফত বৈধ নয়। তার এযাফত হলে اسم تام বহাল থাকে না। এটা সর্ব সম্মতিক্রমে غـيـر مـمـيـز-এর দিকে মুযাফ হয়। যেমন– عَشْرَيْكَ وَعَشْرَىْ رَمَضَانَ এটার এযাফত তামঈযের দিকে করা হলে কোনো কোনো সময় তামঈযটি গায়রে তামঈযের সাথে মিলে যাওয়া লাযেম আসে। উদাহরণ স্বরূপ– عـشـريـن-এর এযাফত رمـضـان-এর দিকে হলে এ কথা পরিষ্কার হয় না যে, রমজানের বিশ দিন নাকি রমজানের বিশতম দিন উদ্দেশ্য। প্রথমাবস্থায় তামঈযের দিকে এবং দ্বিতীয়াবস্থায় গাইরে তামঈযের দিকে এযাফত হয়। কোনো কোনো প্রক্রিয়ায় মিলে যাবার আশংকা রয়েছে বিধায় একই অধ্যায়ে গরমিল থেকে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্তে অন্যান্য প্রক্রিয়ায়ও এযাফত করাকে নাহুবিদরা অবৈধ বলেছেন। তবে তা স্বল্পই হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَعَنْ غَيْرِ مِقْدَارٍ الخ : এটার আত্ফ مـقـدار-এর উপর হয়েছে। তামঈয যেভাবে مفـرد مـقـدار থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে, সেভাবে مفرد غـيـر مقدار থেকেও তা দূর করে থাকে। এর দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, تـمـيـيـز مفرد দু'ভাগে বিভক্ত। যথা– (ক) مـقـاديـر ও (খ) غـيـر مـقـاديـر

غـيـر مـقـاديـر হলো, مـقـيـاس، كـيـل، ذراع، وزن، عـدد এগুলো না হওয়া। مـفـرد غـيـر مـقـدار-এর তামঈযকে অধিকাংশ সময় যের দেওয়া হয়। কারণ, তামঈয দ্বারা উদ্দেশ্য অস্পষ্টতাকে দূর করা। আর এটা যেরের অবস্থায় সহজভাবে অর্জিত হয়।

তারকীব : قَوْلُهٗ اَلتَّمْيِيْزُ مَايَرْفَعُ الْاِبْهَامَ الْمُسْتَقَرَّ الخ : الـتـمـيـيـز মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার, منها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ما ইসমে মাওসূল, يـرفـع ফে'ল, যমীর هـو ফায়েল, الابـهـام মাওসূফ, الـمـسـتـقـر শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هـو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে বিহী। عـن হরফে জার, ذات মাওসূফ, مذكـورة শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هـى নায়েবে ফায়েল মিলে মা'তূফ আলাইহ। و হরফে আত্ফ, مقـدرة শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هـى নায়েবে ফায়েল মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সিফাত। ذات মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব, يـرفـع ফে'ল, ফায়েল, মাফউলে বিহী ও যরফে

লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। উহ্য هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীরের জন্য, الاول সিফাত, উহ্য القسم মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, عن হরফে জার, مفرد মাউসূফ, مقدار সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল। غالبا শিবহে ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে সিফাত। উহ্য زمانا মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাফউলে ফীহ। اما হরফে তারদীদ, فى হরফে জার, عدد মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে যায়েদা, اما হরফে আত্‌ফ, فى হরফে জার, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। فى عدد মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তকার يرفعه উহ্য ফে'লের সাথে। يرفع ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী, মাফউলে ফীহ ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ نَحْوُ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا : نحو মুযাফ, عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا মুরাদুল্ লফ্‌য মুযাফ ইলাইহ। نحو মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব-উহ্য هذا মুবতাদা, عشرون মুমায়্যিয, درهما তামঈয। মুমায়্যিয-তার তামঈয মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, س হরফে ইস্তিকবাল يأتى ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ نَحْوُ رِطْلٌ زَيْتًا الخ : نحو মুযাফ, رِطْلٌ زَيْتًا মুরাদুল্ লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ, مَنْوَانِ سَمْنًا মা'তূফে আউওয়াল, واو হরফে আত্‌ফ, قفيزان برا মা'তুফে ছানী, واو হরফে আত্‌ফ, عَلَى التَّمْرَةِ الخ মা'তূফে ছালেছ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফত্রয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। বিস্তারিত তারকীব– উহ্য هذا মুবতাদা, رطل মুমায়্যিয زيتا তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। উহ্য عند মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউল ফীহ্ হয়েছে ثابتان-এর সাথে। ثابتان শিবহে ফে'ল, যমীর هما নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে খবরে মুকাদ্দাম। منوان মুমায়্যায, سمنا তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ قَفِيْزَانِ بُرًّا : উহ্য عند মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবরে মুকাদ্দাম। قَفِيْزَانِ মুমায়্যায, برا তামঈয। মুমায়্যিয ও তামঈয মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ عَلَى التَّمْرَةِ مِثْلُهَا زَبَدًا : على হরফে জার, التمرة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। مثل মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুমায়্যায, زبدا তামঈয। মুমায়্যায-তার তামঈযের সাথে মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ فَيُفْرَدُ اِنْ كَانَ جِنْسًا الخ : فا হরফে তাফসীল, يفرد ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, جنسا খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত, জাযা উহ্য রয়েছে। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। لا হরফে ইস্তিছনা, ان মাওসূলে হরফী, يقصد ফে'ল, الانواع

নায়েবে ফায়েল। ফে'ল-তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। উহ্য وقت মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফঊলে ফীহ হয়েছে পূর্বোক্ত يفرد-এর থেকে। يفرد ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং মাফঊলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, يجمع ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, فى হরফে জার, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব হয়েছে يجمع ফে'লের সাথে। يجمع ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। ثم হরফে আত্‌ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, باء হরফে জার, تنوين মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ আলাইহ। باء হরফে জার, نون মুযাফ, التثنية মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। جازت ফে'লও الاضافة ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, الا-এর মধ্যে ان হরফে শর্ত। "لا" নাফিয়া, يكن كذا উহ্য রয়েছে। لا يكن ফে'ল, উহ্য যমীর هو তার ইসম, كذا তার খবর। لا يكن ফে'লে নাকেস। তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযায়িয়্যাহ, لا নাফীয়া, উহ্য يجز ফে'ল-যমীর هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, ان হরফে জার, غير মুযাফ, مقدار মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে يرفعه উহ্যের সাথে। يرفع ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, ه যমীর মাফঊলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল, মাফঊলে বিহী ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, خَاتَمٌ حَدِيْدًا মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। বিস্তারিত তারকীব– উহ্য هذا মুবতাদা, خاتم মুমায়্যায, حديدا তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায় ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, الخفض মুবতাদা, اكثر খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

وَالثَّانِىْ عَنْ نِسْبَةٍ فِىْ جُمْلَةٍ اَوْ مَاضَاهَاهَا مِثْلُ طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا وَ زَيْدٌ طَيِّبٌ اَبًا وَاُبُوَّةً وَ دَارًا وَعِلْمًا اَوْ فِىْ اِضَافَةٍ مِثْلُ يُعْجِبُنِىْ طَيِّبُهٗ اَبًا وَاُبُوَّةً وَ دَارًا وَعِلْمًا وَلِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا -

---

অনুবাদ : দ্বিতীয় প্রকার جملة বা شبه جملة -এর মধ্যস্থিত নিসবত থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে। যেমন– طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا (যায়েদ মনের দিক দিয়ে সন্তুষ্ট হয়েছে), زَيْدٌ طَيِّبٌ اَبًا وَاُبُوَّةً وَ دَارًا وَعِلْمًا (যায়েদ সন্তুষ্ট পিতা, পিতৃত্ব, বাড়ি ও বিদ্যার দিক দিয়ে) অথবা (ঐ নিসবত) এযাফতের মধ্যে পাওয়া যাবে। যেমন– يُعْجِبُنِىْ طَيِّبُهٗ اَبًا وَاُبُوَّةً وَ دَارًا وَعِلْمًا (পিতা, পিতৃত্ব, বাড়ি ও বিদ্যার দিক দিয়ে তার খুশি আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে), وَلِلّٰهِ دَرُّهٗ فَارِسًا (সে কতই উত্তম মেধাবী)।

ব্যাখ্যা : তামঈযের দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা : তামঈযের দ্বিতীয় প্রকার ঐ নিসবত থেকে সংশয়কে দূরীভূত করে যা জুমলা বা শিব্‌হে জুমলার মধ্যে পাওয়া যায়। যদি কেউ প্রশ্ন করে, মুসান্নিফ (র.)-এর কথায় বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কারণ, দ্বিতীয় প্রকার ঐ ধরনের তামঈয যা ذات مقدرة থেকে সংশয়কে দূর করে থাকে। আর এখানে ذَاتُ-এর উল্লেখ করা ব্যতীত শুধু নিসবতকে উল্লেখ করা হয়েছে। আর নিসবত অর্থগত বিষয়, ذات নয়। এ ধরনের বলা উচিত ছিল যে, اَلثَّانِىْ عَنْ ذَاتٍ مُقَدَّرَةٍ نِسْبَةً فِىْ جُمْلَةٍ, যাতে পারস্পরিক বিরোধ দেখা না দেয়। **উত্তর :** طرف نسبة এ সন্দেহ হওয়া নিসবতের মাঝে সন্দেহ হওয়াকে আবশ্যক করে। নিসবতের মধ্য থেকে সংশয়কে দূর করা طرف نسبة থেকে সংশয় দূর করার নামান্তর। তাই মুসান্নিফ (র.) এখানে সংক্ষিপ্ত করার মানসে শুধু عن نسبة বলেছেন। যাতে এর মাধ্যমে অপর একটি ফায়দা অর্জিত হয়ে যায়। তা হলো প্রকৃতপক্ষে প্রথম প্রকার ও দ্বিতীয় প্রকারের মাঝে কেবল নিসবত হওয়ার দিক থেকে গরমিল রয়েছে। ذات উল্লেখ করা বা না করা অনুপাতে নয়। কেননা, কখনো প্রথম প্রকারেও ذات-এর উল্লেখ হয় না। যেমন– نِعْمَ رَجُلًا এখানে رجلا শব্দটি ذات مقدرة থেকে অস্পষ্টতাকে দূর করে। আর তা نعم-এর মধ্যে নিহিত هو যমীর। অতএব, বুঝা যায় তামঈযের উভয় প্রকারের মধ্যে ذات مذكورة ও ذات مقدرة-এর ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং পার্থক্য প্রথমটির মধ্যে غير نسبة ও দ্বিতীয়টিতে نسبة থেকে সংশয় দূর করা হয়।

قَوْلُهٗ نَحْوُ طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا : যদি কেউ প্রশ্ন করে, মেছালটি ممثل له (যার জন্য উদাহরণ প্রদত্ত)-এর মোতাবেক হয়নি। কারণ মুসান্নিফ (র.) জুমলার মধ্যে বিদ্যমান ذات مقدرة-এর মেছাল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ; অথচ তা এর মেছাল নয়। কেননা, মুমায়্যায এখানে زيد উল্লিখিত রয়েছে। উত্তরে বলা যায়, এ উদাহরণে মুমায়্যিয বিলোপ আর তা হলো شئ শব্দ। এটা মূলত طَابَ شَيْئٌ مَنْسُوْبٌ اِلٰى زَيْدٍ ছিল। شئ -কে বিলোপ করত زيد-কে তদস্থলে রাখা হয়েছে। কেননা, زيد মূলবস্তু। এভাবে উদাহরণটি ذات مقدرة-এর নিমিত্তে হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এখনো مثال ও ممثل له-এর মোতাবেক হয়নি। কারণ, ممثل له হলো জুমলার নিসবত থেকে সংশয়কে দূর করা। আর এটি মুসনাদ ইলাইহের সংশয়কে দূর করার উদাহরণ ; নিসবত থেকে সন্দেহ দূর করার দৃষ্টান্ত নয়। কাজেই উভয়ের মধ্যে মিল হয়নি। এর উত্তর পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, طرف نسبة-এর সন্দেহ فى النسبة-এর সন্দেহকে আবশ্যক করে। সুতরাং উক্ত উদাহরণে মুসনাদ ইলাইহ থেকে সংশয়কে দূর করার পাশাপাশি নিসবত থেকেও সংশয় দূর হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ زَيْدٌ طَيِّبٌ اَبًا وَاُبُوَّةً الخ : এসব উদাহরণে শিবহে জুমলার মধ্যে অধিষ্টিত নিসবত থেকে সন্দেহকে দূর করা হয়েছে। যদি কেউ বলে মুসান্নেফ (র.) এখানে এতগুলো উদাহরণ পেশ করার হেতু কি ? **উত্তর :** এতগুলো উদাহরণ

নেওয়ার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, منتصب عنه অনুপাতে تمييز পাঁচ প্রকার। কারণ তামঈয হয়ত منتصب عنه -এর উপর সত্তাগতভাবে (بالذات) প্রয়োগ হবে বা হবে না। প্রথমটি অপরের অবকাশ রাখবে বা রাখবে না। দ্বিতীয়টির উদাহরণ– طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا ; কেননা, نفس যায়েদের সাথে খাস্ অন্য কারো অবকাশ রাখে না। আর তার উপর সত্তাগতভাবে প্রয়োগ হয়। প্রথমটির উদাহরণ طَابَ زَيْدٌ اَبًا এখানে ابا টি যায়েদের উপর সত্তাগতভাবে প্রয়োগ হয় ; কিন্তু زيد ব্যতীত অন্যেরও অবকাশ রাখে। তামঈযটি منتصب عنه-এর সত্তাগতভাবে প্রয়োগ না হলে তা দু'প্রকার। হয়তো তামঈযকে منتصب عنه-এর সিফাত বানানো জায়েজ হবে অথবা হবে না। প্রথমাবস্থায় অপরের অবকাশ রাখবে কিংবা রাখবে না। প্রথমটির উদাহরণ طاب زيد ابوة দ্বিতীয়টির উদাহরণ– طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا ; কেননা, ابوة ও علما উভয়ই زيد-এর সিফাত হতে পারে। তবে ابوة-এর মধ্যে এ অবকাশ রাখে যে, অন্য কারো সিফাতও হতে পারে। علما-এর মধ্যে সেই অবকাশ নেই। দ্বিতীয়বস্থায় তামঈযকে منتصب عنه-এর সিফাত বানানো জায়েজ না হলে তার মধ্যে বিভক্তিকরণ জারি হবে না। পূর্বোক্ত নিয়মে شبه جملة-এর মধ্যে পাঁচটি প্রকার কল্পিত হয়। মুসান্নিফ (র.) সংক্ষেপ করণার্থে نسبة جملة-এর মধ্যে কেবল نفس-কে উল্লেখ করেছেন। বাকিগুলো উল্লেখ করেননি। কারণ এসব প্রকার شبه جملة-এর উদাহরণে বুঝা যায় আর شبه جملة-এর মধ্যে চারটি প্রকারের উল্লেখ করত نفس কে পরিত্যাগ করেছেন। যেহেতু نفس হলো তামঈযসমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন– طَابَ زَيْدٌ دَارًا ; কেননা, دار শব্দটি منتصب عنه-এর উপর প্রয়োগ হয় না এবং তার সিফাতও নয়।

قَوْلُهُ مِثْلُ يُعْجِبُنِيْ الخ : এ কয়েকটি উদাহরণ ঐ তামঈযের জন্য প্রযোজ্য, যা نسبة اضافية থেকে সংশয়কে দূর করে। তবে এখানে একটি আপত্তি আসে যে, মুসান্নিফ (র.) তামঈযের উভয় প্রকারের উদাহরণ নিয়ে আলোচনান্তে الله دره। فارسا-কে উল্লেখ করেছেন কেন ? উত্তরে বলা যায় যে, এতদ্বারা উদ্দেশ্য– ঐ সকল নাহুবিদদের রদ করা যারা তামঈয হবার জন্য اسم جامد-কে শর্তারোপ করেছেন। এমনকি কোনো اسم مشتق তামঈযের আকৃতিতে দেখা গেলে তা তামঈয না হলে حال ই হবে। মুসান্নিফ (র.) তাঁদের অভিমতকে প্রত্যাখান করে বলেছেন, তামঈযের মূল উদ্দেশ্য সংশয় দূর করা, চাই اسم مشتق হোক বা جامد হোক। মুসান্নিফ (র.) يُعْجِبُنِيْ طَيِّبَةُ الخ এ দৃষ্টান্তকে পৃথকভাবে উল্লেখ করত এদিকে ইঙ্গিত করেছেন– কতেক নাহুবিদদের অভিমত হলো যে, যদি তামঈয যমীর থেকে পতিত হয়, তাহলে প্রথম প্রকার তথা ذات مذكورة-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেরূপ মুফাস্সাল গ্রন্থকার এ দৃষ্টান্তকে প্রথম প্রকারের অধীনে উল্লেখ করেছেন। মুসান্নিফ (র.)-এর দৃষ্টিতে তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। যদি যমীরের মারজি' জানা থাকে তাহলে এটা ذات مقدرة থেকে হবে। কেননা, এমন সময় প্রকৃতপক্ষে মারজা' মুমায়্যায আর তা এখানে উল্লিখিত নেই। পক্ষান্তরে যমীরের মারজা' জানা না থাকলে ذات مذكورة থেকে তামঈয হবে। কেননা, এমতাবস্থায় যমীর মুবহাম এবং উল্লিখিত। আর তা থেকে তামঈয পতিত হয়।

قَوْلُهُ لِلّٰهِ دُرُّهٗ فَارِسًا : در শব্দটি باب نصر ও باب ضرب-এর মাসদার। অর্থ–প্রচুর দুধ হওয়া। তার মধ্যে আরববাসীদের জন্য অধিক কল্যাণ নিহিত ছিল। কেননা, তাদের জীবন-যাপন উটের দুধের উপর নির্ভরশীল ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। দুধের প্রাচুর্য, রক্ত, আত্মা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আশ্চর্য প্রকাশার্থে ও প্রশংসার ক্ষেত্রে বলা হয়– لله دره অর্থাৎ-তার সৌকুমার্য আল্লাহ প্রদত্ত। বলা হয়ে থাকে لا در دره তার কর্ম সফল না হোক। অভিধান প্রণেতাদের মতে, যখন কোনো মানুষ অধিকভাবে দান করে এবং মানুষ তাতে উপকৃত হয়, তখন বলা হয়ে থাকে لله دره তার প্রচুর দান আল্লাহরই। دَرَّتِ النَّاقَةُ بِلَبَنِهَا উটনীর প্রচুর দুধ দেওয়া। আর فارسا ইসমে ফায়েলের সীগাহ্ فراسة (যবর যোগে) থেকে নির্গত। অর্থ–ঘোড়া পরিচয়ে পরিপূর্ণ হওয়া। এ পরিপূর্ণতা কারো মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে উন্নীত হলে আশ্চর্য প্রকাশের সময়ে তাকে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, যেহেতু তিনি সব আশ্চর্যজনক বস্তুর স্রষ্টা। উদ্দেশ্য হয় শুধু আশ্চর্য প্রকাশ করা। এ দৃষ্টিকোণে উপরোক্ত বাক্যটির অর্থ হবে সে কতই সুদক্ষ ঘোড়া পরিচয়কারী ! আর فراسة শব্দটি সাওয়ার হওয়া অর্থেও এসে থাকে। তখন অর্থ দাঁড়াবে–সে কতই উত্তম সওয়ার। আবার فراسة (যের যোগে) অর্থ– বাইরে দেখে ভিতরের খবর জানা। এমতাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়–সে কতই উত্তম মেধাবী !

প্রশ্ন : فارسا শব্দটি যমীর থেকে তামঈয হতে পারে না। কেননা, এ কথার উপর সকলে একমত যে, তামঈযকে مفرد تام-ই নসব দেয়। আর উল্লিখিত যমীরে ঐ তিনটি বস্তু থেকে কোনো একটি বিদ্যমান নেই যার কারণে ইসম تام হয়।
জবাব : আমরা এ কথা মানিনা যে, যমীরটি مفرد تام নয়, বরং تام। কেননা, ইসম تام হওয়া বলতে এমন অবস্থার উপর বুঝানো যে অবস্থায় তার এযাফত কারো দিকে বৈধ না হয়। স্পষ্ট যে, উল্লিখিত যমীর এই অর্থের দৃষ্টিতে تام। কেননা, ঐ ইসমে যমীর কারো দিকে মুযাফ হতে পারে না। শায়খ রাযী (র.) বলেছেন যে, ইসম কখনো স্বয়ং تام হয়। যেমন– যমীর, এটাতে এযাফত অসম্ভব।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ عَنْ نِسْبَةٍ فِيْ جُمْلَةٍ الخ : واو হরফে আত্ফ, الثانى সিফাত, উহ্য القسم মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদা, عن হরফে জার, نسبة মাওসূফ, فى হরফে জার, جملة মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, ما মাওসূলা, ضاها ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, ها মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মা'তূফ। جملة মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, فى হরফে জার اضافة -মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সিফাত। نسبة মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে يرفعه-এর সাথে। يرفع ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল , ه যমীর মাফউলে বিহী ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। نحو মুযাফ, طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا মুরাদুল্ লফ্য মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, طيب ابا মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ابوة তার উহ্য অংশসহ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, دارا তার উহ্য অংশসহ মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, علما তার উহ্য অংশসহ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ কে নিয়ে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا الخ : طَابَ ফে'ল, زيد ফায়েল, نفسا নিসবত থেকে তামঈয। ফে'ল, ফায়েল ও তামঈয মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। زيد মুবতাদা, طيب সিফাতে মুশাব্বাহ-উহ্য যমীর هو ফায়েল, ابا নিসবত থেকে তামঈয, طيب সিফাতে মুশাব্বাহ তার ফায়েল ও তামঈয মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ابوة হয়ত طَابَ زَيْدٌ اُبُوَّةً অথবা زَيْدٌ طَيِّبٌ اُبُوَّةً মূল ইবারত উহ্য মেনে অনুরূপ তারকীব করতে হবে। دَارًا وَعِلْمًا-এর মধ্যে অনুরূপ তারকীব হবে।

قَوْلُهُ مِثْلُ يُعْجِبُنِيْ طِيْبُهُ الخ : مثل মুযাফ, يُعْجِبُنِيْ طِيْبُهُ اَبًا মুরাদুল্লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, (يُعْجِبُنِيْ طِيْبُهُ) اُبُوَّةً মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, (يُعْجِبُنِيْ طِيْبُهُ) دَارًا মা'তূফ, واوহরফে আত্ফ, (يُعْجِبُنِيْ طِيْبُهُ)عِلْمًا মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, لِلّٰهِ دَرُّهُ فَارِسًا মুরাদুল্লফয মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ-তার মা'তূফসমূহের সাথে মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব– يعجب ফে'ল, نون وقاية يائے متكلم মাফউলে বিহী, طيب মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। ابا নিসবত থেকে তামঈয। মুযাফ,মুযাফ ইলাইহ ও তামঈয মিলে ফায়েল। يعجب ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ابوة ودارا وعلما এ গুলোর অনুরূপ তারকীব হবে।

قَوْلُهُ لِلّٰهِ دَرُّهُ فَارِسًا : لام হরফে জার, الله মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মুকাদ্দাম। در মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। فارسا নিসবত থেকে তামঈয। মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ ও তামঈয মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

ثُمَّ إِنْ كَانَ اِسْمًا يَصِحُّ جَعْلُهُ لِمَا اِنْتَصَبَ عَنْهُ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلِمُتَعَلَّقِهِ وَاِلَّا فَهُوَ لِمُتَعَلَّقِهِ فَيُطَابِقُ فِيْهِمَا مَا قُصِدَ اِلَّا اِذَا كَانَ جِنْسًا اِلَّا اَنْ يُّقْصَدَ الْاَنْوَاعُ وَاِنْ كَانَ صِفَةً كَانَتْ لَهُ وَطِبْقَهُ وَاحْتَمَلَتِ الْحَالَ وَلَا يَتَقَدَّمُ التَّمْيِيْزُ عَلٰى عَامِلِهِ وَالْاَصَحُّ اَنْ لَّا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفِعْلِ خِلَافًا لِلْمَازِنِيْ وَالْمُبَرَّدِ-

---

অনুবাদ : অতঃপর তামঈয যদি এমন اسم ذات হয়, যাকে منتصب عنه-এর জন্য করা শুদ্ধ হবে, তবে তাকে منتصب عنه এবং এর متعلق উভয়ের জন্য করে দেওয়া জায়েজ (উভয়ের প্রত্যেকটির জন্য তামঈয বানানো বৈধ)। নতুবা এটা তার (منتصب عنه) متعلق-এর জন্য খাস হবে। উভয় সুরতে তামঈয মাকসূদানুযায়ী (দ্বি-বচন ও বহুবচন) হবে; কিন্তু جنس হলে মাকসূদানুযায়ী হবে না। তবে نوع সমূহ উদ্দেশ্য হলে (তখন মোতাবেক করবে), যদি তামঈয সিফাত হয়, তবে منتصب عنه-এর জন্য মাকসূদ মোতাবেক (দ্বিবচন ও বহুবচন) হবে। আর এটা (সিফাত) حال-এর অবকাশ রাখে। তামঈয তার আমেলের পূর্বে আসে না। বিশুদ্ধতম অভিমত হলো ফে'লের উপর (তামঈয) মুকাদ্দাম হয় না। মাযনী ও মুবাররাদ (নাহুবিদরা) দ্বি-মত পোষণ করেছেন।

ব্যাখ্যা : তামঈয যদি এমন اسم غير صفة হয়, যাকে منتصب-এর উপর প্রয়োগ করা শুদ্ধ অথবা منتصب عنه-এর সিফাত হতে পারে, তাহলে দু'ধরনের পড়া জায়েজ। হয়ত منتصب عنه-এর জন্য খাস হবে কিংবা منتصب عنه-এর মুতা'আল্লাকের জন্য খাস হবে। এখানে একটি আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি اِنْ كَانَ اِسْمًا يَصِحُّ جَعْلُهُ لِمَا اِنْتَصَبَ لَهُ وَلِمُتَعَلِّقِهِ হলো কাযিয়া শর্তিয়্যাহ মুত্তাসিলা লুযূমিয়া, এটা এত্তেফাকীয়া নয়। কেননা, কাযিয়া এত্তেফাকীয়া প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কাজিয়া শর্তিয়্যাহ মুত্তাসিলা লুযূমিয়্যাহ এমন একটি কাযিয়াকে বলা হয়, যাতে مقدم ও تالى-এর পরস্পর সম্পর্কের হুকুম আরোপ করা হয়। যেমন- اِنْ كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَالنَّهَارُ এখানে طُلُوْعُ الشَّمْسِ مَوْجُوْدٌ মুকাদ্দামটি وُجُوْدُ النَّهَارِ তালীকে আবশ্যক করে এবং পরস্পরের মাঝে সম্পর্কের হুকুম রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে আবশ্যক হয় যে, যেখানে তামঈযের প্রয়োগ منتصب عنه-এর উপর হয় কিংবা তামঈযের সাথে منتصب عنه গুণান্বিত হওয়া বৈধ হয়, সেখানে তামঈযটি منتصب عنه-এর জন্য এবং কখনো منصب عنه-এর মুতা'আল্লাকের জন্য হওয়া আবশ্যক হবে; অথচ কতেক স্থানে উক্ত হামল (حمل) ও গুণান্বিত (اتصاف) হওয়া বৈধতার পাশাপাশি তামঈযটা منتصب عنه-এর জন্য হয়ে থাকে, তার মুতা'আল্লাকের জন্য নয়। যেমন- طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا وَعِلْمًا।

উত্তর : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তিতে يصح শব্দটি يمكن অর্থে আর امكان দু'প্রকার। যথা- (১) امكان خاص (২) امكان عام وَهِيَ الَّتِيْ حُكِمَ فِيْهَا بِارْتِفَاعِ হলো امكان خاص এখানে امكان عام দ্বারা امكان خاص উদ্দেশ্য। আর الضَّرُوْرَةِ الْمُطْلَقَةِ عَنْ جَانِبَيِ الْوُجُوْدِ وَ الْعَدَمِ جَمِيْعًا অর্থাৎ এটা ঐ কাযিয়া যাতে عدم ও وجود উভয়টির সাধারণ আবশ্যকতা বিদূরীত করণের হুকুম আরোপ করা হয়েছে। গ্রন্থকারের উক্তি يَصِحُّ جَعْلُهُ لِمَا اِنْتَصَبَ عَنْهُ-এর অর্থ হবে- তামঈযকে منتصب عنه-এর উপর হামল করা এবং তাকে منتصب عنه-এর সিফাত বানানো জরুরি নয়। আবার হামল না হওয়া ও গুণান্বিত না হওয়া জরুরি। অর্থাৎ তামঈযকে منتصب عنه-এর জন্য করা না করা কোনোটি জরুরি নয়। সুতরাং عدم ضرورة جعل দ্বারা ঐ প্রক্রিয়া বের হয়ে যাবে, যার মধ্যে عدم جعل ওয়াজিব। যথা- طَابَ زَيْدٌ دَارًا এ সময় قضية شرطية-এর হুকুমে শুধু ابوة ও ابا বাকি রয়েছে। এ দু'টি এমন তামঈয যা منتصب عنه ও متعلق منتصب عنه উভয়টি দ্বারা হতে পারে।

قَوْلُهٗ ثُمَّ اِنْ كَانَ اِسْمًا الخ : নিসবত থেকে যে তামঈয পতিত হয় তা দু'অবস্থা থেকে মুক্ত হবে না। হয়তো তা ইসম বা সিফাত হবে, যদি সিফাত হয় তবে منتصب عنه-এর সাথে খাস হবে এবং একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হবার ক্ষেত্রে منتصب عنه -এর মোতাবেক হবে। আর ইসম হলে দু'অবস্থা থেকে খালি নয়। হয়ত তার প্রয়োগ منتصب عنه-এর উপর সঠিক হবে এভাবে যে, منتصب عنه-কে মুবতাদা ও ঐ ইসমকে খবর সাব্যস্ত করা যায় অথবা منتصب عنه -এর উপর হামল করা শুদ্ধ হবে না।

قَوْلُهٗ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلِمُتَعَلِّقِهٖ الخ : এ তামঈয কারীনা অনুপাতে কখনও منتصب عنه -এর জন্য আবার কখনো তার মুতা'আল্লাকের জন্য হবে। এটা বৈধ যে, তামঈয কখনও ঐ ذات থেকে সংশয়কে দূর করে যা নিসবতের মধ্যে উহ্য থাকে। এর দ্বারা উদ্দেশ্যে ঐ ذات যা منتصب عنه- আবার কখনো ঐ ذات থেকে সংশয় দূর করে, যা নিসবতের মধ্যে উহ্য হয় এবং এর দ্বারা منتصب عنه-এর মুতা'আল্লাক উদ্দেশ্য। যেমন– طَابَ زَيْدٌ اَبًا ; এ উদাহরণে اب ইসম এবং তাকে منتصب عنه-এর উপরও হামল করা যায়। তাইতো زيد اب বলা সঠিক হবে। এমতাবস্থায় এ তামঈয কখনো منتصب عنه -এর জন্য হবে, কখনও তার মুতা'আল্লাকের জন্য হবে। প্রথমাবস্থায় অর্থ দাঁড়ায়-যায়েদ উত্তম পিতা। দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থ হয়– যায়েদের পিতা উত্তম।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا فَهُوَ لِمُتَعَلِّقِهٖ الخ : তামঈয যদি এমন ইসম হয়, যাকে منتصب عنه -এর উপর প্রয়োগ করা সঠিক হয় না, তবে ঐ তামঈযটি منتصب عنه -এর মুতায়াল্লকের জন্য খাস হবে। যেমন– طَابَ زَيْدًا اُبُوَّةً -এর মধ্যে ابوة এমন ইসম যাকে منتصب عنه-এর উপর হামল করা বৈধ নয়। কেননা, زيد ابوة বলা বৈধ নয়। তাই ابوة টি منتصب عنه - এর মুতা'আল্লাকের সাথে খাস। মূলরূপ হবে- طَابَ شَيْئٌ زَيْدٌ وَهُوَ الْاُبُوَّةُ একইভাবে طاب زيد علما ودارا -এর মধ্যে علما ও دارا-এর অবস্থা। উভয়টি منتصب عنه-এর মুতায়াল্লকের সাথে নির্দিষ্ট।

قَوْلُهٗ فَيُطَابِقُ فِيْهِمَا مَا قُصِدَ الخ : এটা উহ্য শর্তের জাযা। অর্থাৎ اِذَا كَانَ كَذَا فَيُطَابِقُ الخ এখানে তামঈয সর্বাবস্থায় চাই منتصب عنه-এর জন্য হোক বা শুধু তার মুতা'আল্লাকের জন্য হোক, উদ্দেশ্য অনুপাতে দ্বি-বচন ও বহুবচন নেওয়া হবে। জেনে রাখা উচিত, তামঈয দু'প্রকার। যথা-

প্রথম প্রকার : ঐ তামঈয, যা منتصب عنه -এর যোগ্যতা রাখে চাই এটা منتصب عنه -এর সাথে খাস হোক। যেমন– طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا অথবা منتصب عنه ও তার মুতা'আল্লাক উভয়ের জন্য পর্যায়ক্রমে প্রযোজ্য হতে পারে। যেমন– طَابَ زَيْدٌ اَبًا ।

দ্বিতীয় প্রকার : ঐ তামঈয যা মোটেই منتصب عنه-এর যোগ্যতা রাখে না; বরং তার মুতা'আল্লাকের সাথে খাস হয়। যেমন– طَابَ زَيْدٌ اُبُوَّةً وَعِلْمًا وَدَارًا গ্রন্থকারের উক্তি ماقصد-এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে বক্তা তামঈয দ্বারা যা উদ্দেশ্য করে অর্থাৎ- একবচনের জন্য তামঈয একবচন, দ্বিবচনের জন্য দ্বি-বচন এবং বহুবচনের জন্য বহুবচন নেওয়া হবে। কখনো কখনো একবচন, দ্বি-বচন ও বহুবচন منتصب عنه অনুপাতে নেওয়া হয়, কখনো তামঈযের অর্থানুপাতে নেওয়া হয়। প্রথমটির উদাহরণ–طَابَ الزَّيْدُوْنَ ، طَابَ الزَّيْدَانِ نَفْسَيْنِ ، طَابَ زَيْدٌ نَفْسًا نُفُوْسًا ; এগুলোতে তামঈযকে منتصب عنه অনুপাতে নেওয়া হয়েছে এবং তামঈযটি তার সাথে খাসও বটে। এই তামঈয অর্থের দৃষ্টিকোণে শুধু একবচন ذات شيء এটা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য একটিই হয়ে থাকে। কাজেই طَابَ زَيْدٌ نَفْسَيْنِ অথবা طَابَ زَيْدٌ نُفُوْسًا বলা জায়েজ নেই। منتصب عنه -এর সাথে খাস হয় না ; বরং উভয়ের অবকাশ রাখে এমন তামঈযের উদাহরণ– طَابَ الزَّيْدُوْنَ اٰبَاءً ، طَابَ الزَّيْدَانِ اَبَوَيْنِ ، طَابَ زَيْدٌ اَبًا এ সব উদাহরণেও তামঈযকে منتصب عنه-এর মোতাবেক নেওয়া হয়েছে। তবে এগুলোতে তামঈয منتصب عنه ও তার মুতা'আল্লাক উভয়ের জন্য হওয়ার অবকাশ রাখে। এ উদাহরণসমূহ اب-কে অর্থানুপাতে দ্বিবচন ও বহুবচনও নেওয়া যাবে। যথা– طَابَ زَيْدٌ اٰبَاءً ، طَابَ زَيْدٌ اَبَوَيْنِ ، طَابَ زَيْدٌ اَبًا

قَوْلُهٗ اِلَّا اِذَا كَانَ جِنْسًا : এটা مستثنى مفرغ , উহ্য ইবারত হবে– فَيُطَابِقُ التَّمْيِيْزُ فِى الصُّوْرَتَيْنِ مَا قُصِدَ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ اِلَّا وَقْتَ كَوْنِ التَّمْيِيْزِ جِنْسًا উভয় সুরতে তামঈয সর্বদা উদ্দেশ্য অনুপাতে হবে, তবে যখন

তামঈযটি جنس হয় তখন এরূপ হয় না। কারণ جنس কমবেশির উপর প্রয়োগ হয়। তাই তামঈযটি جنس হওয়া অবস্থায় দ্বিবচন, বহুবচন উদ্দেশ্য নেওয়া হলেও একবচনই যথেষ্ট। যেমন– طَابَ زَيْدٌ عِلْمًا، طَابَ الزَّيْدَانِ عِلْمًا، طَابَ الزَّيْدُوْنَ عِلْمًا

قولـه اِلَّا اَنْ يُّقْصَدَ الْاَنْوَاعُ الخ : এটাও مستثنى مفرغ ; তামঈযটি جنس হলে সর্বাবস্থায় একবচন নেওয়া হয়, তবে انواع উদ্দেশ্য হলে তামঈযটি উদ্দেশ্য অনুপাতে হবে। চাই দু' বা ততোধিক হোক, কারণ جنس مفرد টা দু' বা ততোধিক انواع-এর উপর বুঝায় না। যেমন– طَابَ الزَّيْدَانِ عِلْمَيْنِ ، طَابَ الزَّيْدَانِ عُلُوْمًا

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ صِفَةً كَانَتْ لَهُ الخ : ঐ তামঈয, যা নিসবত থেকে সংশয়কে দূর করে, যদি তা صفة مشتقة হয়। যেমন– لِلّٰهِ دُرُّهُ فَارِسًا অথবা صفة مشتقة-এর তাবীলের মধ্যে হবে। যেমন– كَفٰى زَيْدٌ رَجُلًا এটার তাবীল হলো- كَفٰى زَيْدٌ كَامِلًا فِى الرَّجُوْلَةِ এ ধরনের তামঈয صفة مشتقة হওয়া অবস্থায় منتصب عنه -এর সাথে খাস হবে এবং তার সিফাত সাব্যস্ত করা হবে। যেমন– طَابَ زَيْدٌ وَالِدًا -এ উদাহরণে والدا শব্দটি منتصب عنه -এর উপর ব্যবহৃত।

قَوْلُهُ وَطَبْقَهُ وَاحْتَمَلَتِ الْحَالُ الخ : এখানে وطبقه হলো মাফউলে মা'আহু। طبق মাস্‌দারটির অর্থ- মোতাবেক হওয়া। এটার এযাফত মাফউলের দিকে এবং ফায়েল পরিত্যক্ত। উহ্য ইবারত مع مطابقة تلك الصفة المنتصب عنه অথবা এযাফতটি ফায়েলের দিকে হবে এবং মাফউল পরিত্যক্ত। অর্থাৎ مع مطابقة المنتصب عنه تلك الصفة বাক্যের বাচনভঙ্গির দৃষ্টিকোণে প্রথম অর্থ উত্তম।

قَوْلُهُ وَاحْتَمَلَتِ الْحَالُ : এটা كانت له -এর উপর আত্ফ। অর্থাৎ ان كان التمييز صفة احتملت الحال কারণ, حال -এর অবস্থায়ও অর্থ শুদ্ধ হবে। যেমন– طَابَ زَيْدٌ فَارِسًا (যায়েদ উত্তম ঘোড়-সওয়ার বা যায়েদ ঘোড় সওয়ার অবস্থায় উত্তম)।

قَوْلُهُ لَا يَتَقَدَّمُ التَّمْيِيْزُ الخ : এখানে আমেলের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। নাহুবিদরা এ কথার উপর একমত যে, তামঈয তার আমিল তথা اسم تام-এর উপর মুকাদ্দাম হয় না। কাজেই عِنْدِيْ دِرْهَمًا عِشْرُوْنَ ও زَيْتًا رِطْلٌ বলা সঠিক হবে না।

তামঈযকে তার আমিলের উপর মুকাদ্দাম করা যাবে কিনা : তামঈয তার আমেলের উপর মুকাদ্দাম হবে না। কেননা, তার আমিল হয় ইসমে تام আর তা দুর্বল আমিল। যদি তার মা'মূল আমিলের পূর্বে আসে তবে তা আমল করতে পারবে না। এ বিবরণ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, ফে'ল শক্তিশালী আমিল হবার কারণে যদি তামঈযের আমিল ফে'ল হয়, তাহলে তামঈয তার পূর্বে আসতে বাধা নেই। এ সন্দেহের অপনোদন কল্পে মুসান্নিফ (র.) বলেছেন– وَالْاَصَحُّ اَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفِعْلِ অর্থাৎ প্রণিধানযোগ্য অভিমত–তামঈয ফে'লের উপর মুকাদ্দাম হবে না। কেননা, তামঈয প্রকৃতপক্ষে ফায়েলের ফে'ল আর ফায়েল ফে'লের পূর্বে আসে না।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْمَازِنِى الخ : নাহুবিদ মাযনী ও মুবারবাদের মতে দ্বিতীয়াবস্থায় যখন আমিলটি ফে'ল হয়, তখন তামঈযকে ফে'লের উপর মুকাদ্দাম করা বৈধ। কেননা, যদিও অর্থগতভাবে ফায়েল ; কিন্তু যবর বিশিষ্ট হবার কারণে তার ফায়েল বাকি থাকে না। এটা অতিরিক্ত বস্তুর মতো। আর ফে'লটি শক্তিশালী আমিল। এটা তার দৃঢ় আমিলের কারণে মুকাদ্দাম ও মুয়াখ্খার উভয়াবস্থায় আমল করতে পারে।

তারকীব : قَوْلُهُ ثُمَّ اِنْ كَانَ اِسْمًا يَصِحُّ جَعْلُهُ لِمَا انْتَصَبَ عَنْهُ الخ : ثم হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, اسما মাওসূফ, يصح ফে'ল, جعل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, لام হরফে জার, ما ইসমে মাওসূল, انتصب ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, عن হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। انتصب ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মাফউলে ছানী। جعله-এর মধ্যে ه যমীল মাফউলে আউওয়াল, جعل মাসদার,তার উভয় মাফউল মিলে ফায়েল। يصح ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সিফাত। اسما মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। كان ফে'লে নাকেস, তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। جاز ফে'ল, ان মাওসূলে হরফী (নাসেবা), يكون ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, لام হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে

মুস্তাকার হয়েছে ثابتا- এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, لم ৭ হরফে জার, متعلق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। يكون তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী-তার সেলাহ মিলে ফায়েল। جاز ফে'ল এবং তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ৭।-এর মধ্যে ان হরফে শর্ত, ৭ নাফিয়া, يكن كذا উহ্য রয়েছে। لا يكون ফে'ল, যমীর هو তার ইসম, كذا তার খবর। ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযায়িয়্যাহ, هو মুবতাদা, لم ৭ হরফে জার, متعلق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। فاء তাফসীলের জন্য, يطابق ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, فى হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ما মাওসূলা, قصد ফে'ল ও যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাফউলে বিহী। ৭। হরফে ইস্তিছনা, اذا ইসমে যরফে যমান মুযাফ, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, جنسا তার খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। اذا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফউলে ফীহ। يطابق ফে'ল, তার ফায়েল, মাফউলে বিহী, যরফে লগ্ব ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ৭। হরফে ইস্তিছনা, ان নাসেবা মাওসূলে হরফী, يقصد ফে'ল, الانواع নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও তার নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। উহ্য وقت মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হয়ে মাফউলে ফীহ ছানী হয়েছে يطابق ফে'লের। واو হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, صفة খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। كانت ফে'লে নাকেস, যমীর هى তার ইসম, لم হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল। واو টি مع অর্থে ব্যবহৃত, طبق মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে মা'আহু। ثابتة শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, যরফে মুস্তাকার ও মাফউলে মাআহ মিলে খবর। كانت তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, احتملت ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল الحال মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে আত্ফ হয়েছে জাযার উপর। واو হরফে ইস্তীনাফ, لايتقدم ফে'ল, التمييز ফায়েল, على হরফে জার, عامل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। لا يتقدم ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, الاصح শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هو ফায়েল মিলে সিফাত। উহ্য القول মাওসূফ-তার সিফাত মিলে মুবতাদা। ان নাসেবা মাওসূলে হরফী, لايتقدم ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, على হরফে জার, الفعل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। لايتقدم ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে বতাবীলে মুফরাদ খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। خلافا মাফউলে মুতলাক, তার ফে'ল خالف উহ্য রয়েছে। خالف ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। ل হরফে জার, المازنى মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, المبرد মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, ارادتى উহ্য রয়েছে। ارادة মুযাফ, يائے متكلم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

اَلْمُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ وَمُنْقَطِعٌ فَالْمُتَّصِلُ هُوَ الْمَخْرَجُ عَنْ مُتَعَدِّدٍ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا بِاِلَّا وَاَخَوَاتِهَا وَالْمُنْقَطِعُ الْمَذْكُوْرُ بَعْدَهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ وَهُوَ مَنْصُوْبٌ اِذَا كَانَ بَعْدَ اِلَّا غَيْرِ الصِّفَةِ فِىْ كَلَامٍ مُوْجَبٍ اَوْ مُقَدَّمًا عَلَى الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ اَوْ مُنْقَطِعًا فِى الْاَكْثَرِ اَوْ كَانَ بَعْدَ خَلَا وَعَدَا فِى الْاَكْثَرِ اَوْ مَاخَلَا وَمَاعَدَا وَلَيْسَ وَلَايَكُوْنُ وَيَجُوْزُ فِيْهِ النَّصْبُ وَيُخْتَارُ الْبَدَلُ فِىْ مَابَعْدَ اِلَّا فِىْ كَلَامٍ غَيْرِ مُوْجَبٍ وَ ذُكِرَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ مِثْلُ مَافَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ وَاِلَّا قَلِيْلًا وَيُعْرَبُ عَلٰى حَسْبِ الْعَوَامِلِ اِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنٰى مِنْهُ غَيْرَ مَذْكُوْرٍ وَهُوَ فِىْ غَيْرِ الْمُوْجَبِ لِيُفِيْدَ مِثْلُ مَاضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ اِلَّا اَنْ يَّسْتَقِيْمَ الْمَعْنٰى مِثْلُ قَرَاْتُ اِلَّا يَوْمَ كَذَا-

---

অনুবাদ : المستثنى (দু'প্রকার) متصل ও منقطع -অতঃপর المتصل ঐ মুস্তাছনাকে বলা হয়, যাকে اِلَّا ও তার সমগোত্রীয় দ্বারা শাব্দিক বা উহ্যভাবে বহুসংখ্যক হতে বের করা হয়। المنقطع ঐ মুস্তাছনাকে বলা হয়; যা اِلَّا ও তার সমগোত্রীয়ের পরে উল্লিখিত হয় এমতাবস্থায় যে, তা বহুসংখ্যক হতে নির্গত নয়। এটা (মুস্তাছনা) যবর বিশিষ্ট হয়, যদি كلام موجب (হ্যাঁ-বোধক বাক্য)-এ গায়রে সিফাতী اِلَّا-এর পরে পতিত হয় অথবা মুস্তাছনা মিনহু'র উপর মুক্বাদ্দাম হয় অথবা অধিকাংশ নাহুবিদের মতে منقطع হয় অথবা অধিকাংশদের মতে خَلَا ও عَدَا-এর পরে আসে কিংবা مَاخَلَا، مَاعَدَا، لَيْسَ ও لَايَكُوْنُ-এর পরে আসে। যদি মুস্তাছনা كلام غير موجب (না-বোধক বাক্য)-এ اِلَّا-এর পরে আসে এবং মুস্তাছনা মিনহু উল্লেখ থাকে, তবে তাতে নসব দেওয়া বৈধ এবং بدل হিসেবে ই'রাব দেওয়া উত্তম। যেমন- مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ وَاِلَّا قَلِيْلًا আমিল অনুযায়ী মুস্তাছনাকে ই'রাব দেওয়া হয়, যখন মুস্তাছনা মিনহু অনুল্লিখিত থাকে এমতাবস্থায় যে, তা كلام غير موجب (না-বোধক বাক্য) এ হয় ; যাতে বিশুদ্ধ অর্থের ফায়দা প্রদান করে। যেমন- مَا ضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ (আমাকে যায়েদ ব্যতীত অন্য কেউ প্রহার করেনি), তবে كلام موجب-এর মধ্যেও অর্থ সঠিক হলে (মুস্তাছনাকে আমিল অনুপাতে ই'রাব দেওয়া হয়)। যেমন- قَرَاْتُ اِلَّا يَوْمَ كَذَا (আমি অমুক দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিন পড়েছি।)

ব্যাখ্যা : منصوبات -এর একটি প্রকার হলো المستثنى ; পূর্বোক্ত বাচনভঙ্গির কারণে এখানেও ومنه উহ্য থাকা বুঝা যায়। ومنه-এর মধ্যে واو হরফে আত্ফ এবং منه খবরে মুকাদ্দাম। مستثنى দু'প্রকার। (১) متصل (২) منقطع ; যদি কেউ প্রশ্ন করে, مستثنى-এর সংজ্ঞার পূর্বে তার প্রকরণ বর্ণনা করার কারণে অপরিচিত বস্তুকে বিভক্ত করা আবশ্যক হয়। **উত্তর :** এখানে অপরিচিত বস্তুর প্রকার বর্ণনা করা লাযেম আসে না। যদি مخاطب (সম্বোধিত ব্যক্তি) মুস্তাছনা সম্পর্কে জানে না, বলে ধরে নেওয়া হয় তাতে বক্তারও জানা না থাকা আবশ্যক হয় না। কেননা, বক্তার বর্ণনা না করা- না জানার দলিল হতে পারে না। অধিকন্তু কেউ এ কথা বলতে পারে যে, বক্তার জানা থাকা সত্ত্বেও মুস্তাছনার পরিচয় প্রদান করেননি কেন? তদুত্তরে বলা যায়- মুস্তাছনার এ প্রকারদ্বয়ের সংজ্ঞা থেকে মুসান্নিফ (র.) তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

قَوْلُهُ فَالْمُتَّصِلُ هُوَ الخ : مستثنى متصل-এর পরিচয় হলো, এমন একটি মুস্তাছনা– যাকে الا ও তার গোত্রীয় শব্দ দ্বারা বহুসংখ্যক থেকে বের করা হয়। চাই ঐ বহুসংখ্যক বস্তু তথা مستثنى منه শাব্দিকভাবে হোক কিংবা উহ্যভাবে। مستثنى منه প্রকাশ্য হবার উদাহরণ– جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا আর مستثنى منه উহ্য হলে তার উদাহরণ- مَا جَاءَنِيْ اِلَّا زَيْدًا ; যদি কেউ প্রশ্ন করে, هو المخرج ইবারত দ্বারা কি উদ্দেশ্য ? المخرج দ্বারা মুস্তাছনাকে বহুসংখ্যকের অন্তর্ভুক্তি (شمول متعدد) থেকে বের করা উদ্দেশ্য, নাকি বহু সংখ্যকের হুকুম (حكم متعدد) থেকে বের করা উদ্দেশ্য। প্রথমাবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তা متعدد থেকে ইস্তিছনার পরেও মুস্তাছনাকে শামিল করে। আর দ্বিতীয়াবস্থাও গ্রহণ করার মতো নয়। কারণ, তাকে মেনে নেওয়া হলে বৈপরীত্ব (تناقض) আবশ্যক হয়। কেননা, اخراج (বের করা) হলো دخول (প্রবিষ্ট হওয়া) এর শাখা। এটা কিভাবে হতে পারে (?) মুস্তাছনা حكم متعدد-এর মধ্যে দাখিলও রয়েছে, আবার বিহর্ভূতও ? **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি هو المخرج عن متعدد-এর রূপকার্থ منع دخوله فى المتعدد بالا واخواتها ; এ অর্থ গ্রহণ করা হলে কোনো সমস্যা থাকে না।

مستثنى منقطع ঐ মুস্তাছনা- যা اِلَّا ও তার সমগোত্রীয় শব্দের পরে উল্লিখিত হয় مستثنى منه -এর অন্তর্ভুক্ত বস্তু এবং তা বহুসংখ্যক থেকে বের করা হয়নি। যেমন– مَاجَاءَنِىْ اَحَدٌ اِلَّا حِمَارًا ; এ উদাহরণে গাধা احد-এর মধ্যে থেকে কোনো কিছু নয় এবং এর শ্রেণীভুক্তও নয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ مَنْصُوْبٌ اِذَا كَانَ الخ : মুসান্নিফ (র.) মুস্তাছনার প্রকারদ্বয়ের বর্ণনার পর মুস্তাছনার ই'রাব বর্ণনা করেছেন। পাঁচ স্থানে মুস্তাছনাকে ওয়াজিব হিসেবে যবর বিশিষ্ট পড়া হয়।

প্রথমত : মুস্তাছনাটি যখন كلام موجب-এর মধ্যে غير صفتى الا-এর পরে আসে। كلام موجب দ্বারা উদ্দেশ্য وَهُوَ مَاخَلَا عَنِ النَّفْيِ وَالنَّهْىِ وَالْاِسْتِفْهَامِ "ঐ বাক্য যার মধ্যে نفى ، نهى ও استفهام হয় না।" এমতাবস্থায় মুস্তাছনাটি ওয়াজিব হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا এ প্রকারের মুস্তাছনাটি ওয়াজিব হিসেবে যবর হবে। কেননা, এটা بدل হওয়ার অবকাশ রাখে না বিধায় এ ছাড়া কোনো উপায় নেই।

জ্ঞাতব্য যে, এখানে بَعْدَ اِلَّا বলার কারণে যে মুস্তাছনা غير ও سواء -এর পরে আসে তা বের হয়ে গেছে। কেননা, এ সময় মুস্তাছনাটি যের বিশিষ্ট হবে। এমনিভাবে بَعْدَ اِلَّا غَيْرِ الصِّفَةِ বলার কারণে الا -এর দু'টি প্রকারের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। একটি استثنائى ও অপরটি صفتى ; এখানে বর্ণিত হুকুমটি غير صفتى الا-এর ব্যাপারে। কেননা, صفتى الا-এর পরে উল্লিখিত ইসম মুস্তাছনার মধ্যে দাখিল হবে না। ই'রাবের ক্ষেত্রে তার পূর্বাংশের অনুসরণ করে। যেমন– لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا-এর মধ্যে الله মুস্তাছনা। এটি اعراب হবার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী অংশের অনুসরণকারী।

দ্বিতীয়ত : মুস্তাছনাটি مستثنى منه-এর উপরে মুকাদ্দাম হলে ; চাই كلام موجب -এর মধ্যে হোক বা غير موجب -এর মধ্যে হোক, তখন ওয়াজিব হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– مَا جَاءَنِىْ اِلَّا زَيْدًا اَحَدٌ، جَاءَ نِىْ اِلَّا زَيْدًا اَلْقَوْمُ এখানে মুস্তাছনাটি بدل হবার অবকাশ রাখে না। কেননা, بدل তার مبدل منه -এর উপর মুকাদ্দাম হয় না।

তৃতীয়ত : যখন মুস্তাছনাটি منقطع এবং اِلَّا-এর পরে পতিত হয়, চাই বাক্যটি موجب হোক কিংবা غير موجب হোক ; তখন যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا – مَا فِى الدَّارِ اَحَدٌ اِلَّا حِمَارًا এটা অধিকাংশ নাহুবিদের অভিমত। নসব বিশিষ্ট হবার কারণ مستثنى منقطع-এর মধ্যে بدل غلط ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থা কল্পনা করা যায় না। যেহেতু بدل غلط ভুলবশত পতিত হয় আর মুস্তাছনা মুনকাতে' ইচ্ছাপূর্বক পতিত হয়, সেহেতু এটা بدل غلطও হতে পারে না বিধায় ওয়াজিব হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। কতেক নাহুবিদ বলেছেন, মুস্তাছনা মুনকাতে' بدل হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে, যখন তার পূর্বে এমন একটি ইসম হয় যা বিলোপ করা বৈধ।

চতুর্থত : অধিকাংশ নাহুবিদের মতে যখন মুস্তাছনা خَلَا ও عَدَا-এর পরে আসে। বস্তুত এ দু'টি ফে'ল, তাই ফে'ল তার যমীর هو ফায়েলসহ পরের অংশকে মাফউল হিসেবে যবর দেয়। যেমন– جَاءَ نِىْ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا এবং جَاءَ نِيْ

اَلْقَوْمُ عَدَا زَيْدًا। কিছুসংখ্যক নাহুবিদের মতে এ শব্দদ্বয় হরফে জারের অন্তর্ভুক্ত হবার কারণে পরের ইসমটিকে যের প্রদান করবে, বস্তুত: এটি শুদ্ধ নয়। কেননা, এ শব্দদ্বয়ে ما মাসদারিয়া প্রবেশ করে থাকে। আর " مَا " মাসদারিয়া শুধু ফে'লের মধ্যে দাখিল হয়, হরফের মধ্যে হয় না। কাজেই এ দু'টি ফে'ল হরফ নয়। جَاءَنِيْ الْقَوْمُ خَلَا زَيْدًا-এর মধ্যে خَلَا শব্দটির অন্তর্নিহিত هو যমীরটি جاء থেকে অনুধাবিত مجيء-এর দিকে ফিরেছে। মূলরূপ হবে–

جَاءَ نِى الْقَوْمُ حَال اَنَّهٗ خَلَا مَجِيْئُهُمْ زَيْدًا -

মোদ্দাকথা, خَلَا زَيْدًا তার পূর্ববর্তী অংশ থেকে حال পতিত হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, ماضى مثبت যখন حال পতিত হয়, তখন তাতে قد নেওয়া জরুরি ; অথচ এখানে কেন قد নেওয়া হয়নি ? **উত্তর :** خَلَا শব্দটি হরফে ইস্তিছনার অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে ফে'লের অর্থে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই قد নেওয়া হয়নি অথবা خَلَا শব্দটি خَالِيًا অর্থে ব্যবহৃত হওয়াতে حال পতিত হয়েছে বিধায় قد নেওয়া হয়নি।

পঞ্চমমত : মুসতাস্তানাটি مَاخَلَا ، مَاعَدَا -এর পরে আসলে। যেমন–جَاءَنِيْ الْقَوْمُ ও جَاءَ نِى الْقَوْمُ مَا خَلَا زَيْدًا مَا عَدَا زَيْدًا-এ উভয়টি ফে'ল হবার কারণে মুস্তাছনাটি যবর বিশিষ্ট হবে। مَاخَلَا তাবীলে মাসদার হয়ে মুযাফ ইলাইহ। তার মুযাফ وقت উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ وقت خلو زيد এমতাবস্থায় مَاخَلَا শব্দটির মাফউলে ফীহ্ অথবা مَا خَلَا তা'বীলে মাসদার হয়ে ইসমে ফায়েলের অর্থে হবে। অর্থাৎ جَاءَ نِى الْقَوْمُ خَالِيًا مَجِيْئُهُمْ مِنْ زَيْدٍ এ সময় مَاخَلَا শব্দটি حال হবে। যখন মুস্তাছনাটি لَيْسَ ও لَايَكُوْنُ-এর পরে আসে, তখন ফে'লে নাকেসের খবর হবার কারণে যবর বিশিষ্ট হবে। যেমন–

جَاءَ نِى الْقَوْمُ لَا يَكُوْنُ زَيْدًا ও جَاءَ نِى الْقَوْمُ لَيْسَ زَيْدًا -

* مستثنى -এর ই'রাবের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারটি منصوب হবে অথবা بدل হিসেবে তার পূর্ববর্তী অংশের ই'রাব হবে। তবে মুস্তাছনাটি كلام غير موجب-এর মধ্যে ۷ا-এর পরে আসা শর্ত। মুস্তাছনাটি متصل ও মুসতাছানা মিনহু উল্লেখ থাকতে হবে। এমতাবস্থায় بدل হবার ফলে مبدل منه-এর اعراب এবং مفعول به-এর সাদৃশ্য হাবার কারণে যবর দেওয়া উভয়ই জায়েজ। তবে بدل হিসেবে ই'রাব প্রদান করা উত্তম। যেমন, কুরআনে কারীমে রয়েছে (مَافَعَلُوْهُ اِلَّا (وَاِلَّا قَلِيْلًا- قَلِيْلٌ بدل অনুপাতে ই'রাব হলো– (১) مَا جَاءَ نِيْ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ (২) مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اِلَّا زَيْدًا (৩) مَامَرَرْتُ بِاَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ

بدل অবস্থায় উত্তম হবার কারণ– بدل হওয়ার সময়ে তার ই'রাব আসলী হবে। কেননা, بدل-এর আমিল تكرار-এর হুকুম রাখে। পক্ষান্তরে মুসতাছনার মধ্যে নসব হওয়াটা মাফউলে বিহীর সাথে সাদৃশ্যতার কারণে হয়।

قَوْلُهٗ يُعْرَبُ عَلٰى حَسْبِ الْعَوَامِلِ : মুসতাছনাটি مفرغ তথা মুস্তাছনা মিনহু উল্লেখ না থাকলে এবং ۷ا-এর পরে كلام غير موجب -এর মধ্যে পতিত হলে , মুস্‌তাছনার ই'রাব আমিল অনুযায়ী হয়। কারণ, মুস্তাছনাটি মুস্তাছনা মিনহু'র স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে ফে'লটি তার পূর্ববর্তী অংশে আমল করবে। আর পরবর্তী অংশ ۷ا হবার কারণে তার পরের ইসমের মধ্যে আমল করবে। যেমন– (১) مَاجَاءَ نِيْ اِلَّا زَيْدٌ (২) مَا رَأَيْتُ اِلَّا خَالِدًا (৩) مَامَرَرْتُ اِلَّا بِزَيْدٍ

যদি কেউ প্রশ্ন করে, উল্লিখিত অবস্থায় আমেল অনুযায়ী ই'রাব হবার দলিল কি ? **উত্তর :** যখন মুস্তাছনা মিনহু উল্লিখিত হবে না তখন ফে'ল তার মা'মূল তথা مستثنى منه উল্লেখ না থাকার কারণে আমলকারী ব্যতীত বাকি থাকবে আর যখনই তার সামনে কোনো বস্তু পাবে অবশ্যই তার মধ্যে আমল করে বসবে ; কিন্তু ۷ا-এর মধ্যে আমল করতে পারবে না। কেননা, তা হরফ। কাজেই মুস্তাছনার ই'রাব আমিল অনুপাতেই হবে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ فِىْ غَيْرِ الْمُوْجَبِ : এটা জুমলায়ে হালিয়্যাহ, অর্থাৎ মুস্তাছনায়ে মুফাররাগের ই'রাব আমিল অনুপাতে হবে এমতাবস্থায় যে, মুস্তাছনা মিনহু كلام غير موجب-এর মধ্যে পতিত হয়। এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, هو যমীরের মারজি' مستثنى আর তা المستثنى منه-এর উপর আত্ফ। কাজেই غير موجب-এর আত্ফ, غير مذكور-এর উপর হবে। মূলরূপ হবে– واذا كان هو فى غير الموجب আবার هو যমীর مستثنى منه-এর দিকেও ফিরতে পারে। এটাই উত্তম পদ্ধতি। কারণ كلام غير موجب-এর মধ্যে مستثنى منه পাওয়া যায়, মুস্তাছনা নয়। ليفيد বাক্যের মাফহুমের সাথে

-لِيُفِيْدَ অথবা إِنَّمَا اشْتُرِطَ كَوْنُ الْمُسْتَثْنٰى فِىْ كَلَامٍ غَيْرِ مُوْجَبٍ لِيُفِيْدَ الْكَلَامَ فَائِدَةً صَحِيْحَةً সম্পর্কিত অর্থাৎ لِيُفِيْدَ الْاِسْتِثْنَاءِ مَا هُوَ فَائِدَةٌ مِنْ جَعْلِ الْكَلَامِ صَادِقًا -এর যমীর مستثنى-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত অর্থাৎ-

قَوْلُهُ مَا ضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ : এ বাক্যটির অর্থ– আমাকে ব্যতীত অন্য কেউ প্রহার করেনি। এ অর্থ শুদ্ধ হবে। কারণ, বক্তাকে যায়েদ ব্যতীত অন্য কেউ প্রহার না করার সম্ভাবনা রয়েছে। আর ضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ তার বিপরীত। এ অর্থ শুদ্ধ নয়। কেননা, বক্তাকে যায়েদ ব্যতীত সমস্ত মানুষ প্রহার করা অসম্ভব। এমনকি সমস্ত মানুষ বক্তা উপস্থিত হবার স্থানে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

অর্থ শুদ্ধ হবার দু'টি পদ্ধতি : অর্থ শুদ্ধ হলে كلام موجب-এর মধ্যেও আমিল অনুপাতে ই'রাব হয়ে থাকে। যেমনিভাবে বলা হয়েছে–

لَا يُعْرَبُ الْمُسْتَثْنٰى عَلٰى حَسْبِ الْعَوَامِلِ فِى الْمُوْجَبِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ اِلَّا وَقْتَ اِسْتِقَامَةِ الْمَعْنٰى

অর্থ শুদ্ধ হবার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা– **প্রথম পদ্ধতি :** সাধারণভাবে হুকুম লাগানো শুদ্ধ হয়। যেমন–كُلُّ حَيَوَانٍ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ اِلَّا التِّمْسَاحَ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী খাদ্য চিবানোর সময় নিচের চোয়াল নড়াচড়া করে, তবে কুমীর। এ উদারণটি আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। কেননা, এতে মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ নেই। তবে এ উদাহরণে সাধারণভাবে হুকুম লাগানো শুদ্ধ হয়েছে। যদি এ দৃষ্টান্ত থেকে মুস্তাছনা মিনহুকে বিলোপ করত يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْاَسْفَلَ عِنْدَ الْمَضْغِ اِلَّا التِّمْسَاحُ বলা হলে এ স্থানের জন্য যথার্থ দৃষ্টান্ত হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি : যেখানে কারীনা খাস হয় এবং এ কথা বুঝায় যে, মুস্তাছনা মিনহু নির্দিষ্ট ও খাস। এভাবে যে, তার মধ্যে মুস্তাছনাটি নির্ঘাতভাবে প্রবিষ্ট রয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّسْتَقِيْمَ الْمَعْنٰى : উপরে উল্লিখিত হয়েছে كلام غير موجب-এর মধ্যে মুস্তাছনার اعراب আমিল অনুপাতে হয়। এখন এর থেকে মুসান্নিফ (র.) استثناء করত বলেছেন, كلام غير موجب-এর মধ্যে مستثنى منه বিলুপ্ত হবার সময়ে অর্থ শুদ্ধ হলে তখন كلام موجب-এর মধ্যেও مستثنى-এর ই'রাব আমিল অনুপাতে হবে। যেমন- قَرَأْتُ اِلَّا يَوْمَ كَذَا ; কেননা, এটার অর্থ– আমি দিনগুলোতে পড়েছি যা আমার ও সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে নির্দিষ্ট, তবে অমুক দিন পড়িনি। এমতাবস্থায় অর্থ শুদ্ধ হবার ফলে মুস্তাছনার ই'রাব كلام موجب-এর মধ্যেও আমিল অনুপাতে হয়েছে। যদি কেউ প্রশ্ন করে, যেভাবে উক্ত উদাহরণে ايام দ্বারা নির্দিষ্ট দিনগুলো উদ্দেশ্য অনুরূপভাবে ضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ দ্বারাও ضَرَبَنِىْ اُنَاسٌ قَرْيَةٍ اِلَّا زَيْدٌ উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে। কাজেই এ স্থানেও অর্থ শুদ্ধ হবে। **উত্তর :** উদাহরণদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন–قَرَأْتُ اِلَّا يَوْمَ كَذَا-এর মধ্যে নির্দিষ্ট দিনগুলো উদ্দেশ্য হবার কারীনা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ বাক্যে اناس قرية (গ্রামের লোকেরা) প্রহার করার কারীনা পাওয়া যায় না।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلْمُسْتَثْنٰى مُتَّصِلٌ وَمُنْقَطِعٌ الخ : المستثنى মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার, منه উহ্য খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। متصل মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, منقطع মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর, উহ্য هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ف হরফে তাফসীল, المتصل মুবতাদায়ে আউওয়াল, هو মুবতাদায়ে ছানী, المخرج-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ব্যবহৃত, الذى ইসমে মাওসূল, مخرج শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, عن হরফে জার, متعدد যুলহাল, لفظا মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, تقديرا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব আউওয়াল, ب হরফে জার, الا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, اخوات মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব ছানী। مخرج শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও উভয় যরফে লগ্‌ব মিলে সেলাহ। মাউসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত, الاسم উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। মুবতাদায়ে ছানী ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে

ইসমিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, المنقطع মুবতাদা, المذكور-এর ال টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল। مذكور শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, بعد যরফে মকান মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ, غير মুযাফ, مخرج মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল, مذكور শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাউসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। উহ্য الاسم মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে খবর। المنقطع মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইসতীনাফ, هو মুবতাদা, منصوب শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, اذا যরফে যমান মুযাফ, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, بعد মুযাফ, لا মাউসূফ, غير মুযাফ, الصفة মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। لا মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ, ثابتا উহ্য শিবহে ফে'ল, فى হরফে জার, كلام মাউসূফ, موجب সিফাত। মাউসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, মাফউলে ফীহ ও যরফে মুস্তাকার মিলে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, مقدما শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, المستثنى منه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مقدما শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে মা'তূফ او হরফে আত্ফ منقطعا মা'তূফ, ثابتا মা'তূফ আলাইহ-তার উভয় মা'তূফ মিলে খবর, كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। فى হরফে জার, الاكثر সিফাত, উহ্য الاستعمال মাওসূফ-এর। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, উহ্য هو মুবতাদা-এর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। او হরফে আত্ফ, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو তার ইসম, بعد যরফে মকান মুযাফ, خلا মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, عدا মা'তূফ, فى হরফে জার, الاكثر সিফাত, উহ্য الاستعمال মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিব্হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, উহ্য هو মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ মু'তারাযাহ। واو হরফে আত্ফ, ماخلا মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ما عدا মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, ليس মা'তূফ, لايكون মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফসমূহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ-তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ হয়েছে ثابتا-এর থেকে। ثابتا শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে খবর, كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। منصوب শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ فِيْهِ النَّصَبُ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, يجوز ফে'ল, فى হরফে জার, ه যমীর যুলহাল, النصب ফায়েল, واو হরফে ই'তিরায, يختار ফে'ল ও البدل নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। فى হরফে জার, ما মাওসূলা, بعد মুযাফ, لا মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ثبت ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিব্হে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হালে আউওয়াল, فى হরফে জার, كلام মাউসূফ, غير মুযাফ, موجب মুযাফ ইলাইহ। غير মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। মাউসূফ ও সিফাত মিলে যুলহাল। واو হালিয়্যাহ, ذكر ফে'ল ও المستثنى منه নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হালে ছানী। যুলহাল ও তার উভয় হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে يجوز ফে'লের সাথে। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। مثل মুযাফ, مافعلوه

قليل ৷لا মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, قليل ৷لا তার ما فعلوه উহ্যের সাথে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ مَا فَعَلُوْهُ اِلَّا قَلِيْلٌ : مَا فَعَلُوْا ফে'ল, যমীর هم মুবদালে মিনহু, ه যমীর মাফউলে বিহী, ৷لا হরফে ইস্তিছনা, قَلِيْلٌ বাদলুল বা'য। মুবদালে মিনহু-তার বদলে বা'য মিলে ফায়েল। مافعلوا ফে'ল-তার ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা, তার শর্ত কোরানে কারীমে উল্লিখিত রয়েছে। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, مافعلوه উহ্য রয়েছে, مافعلوه ফে'ল, যমীর هم বাহ্যিকভাবে মুস্তাছনা মিনহু, ৷لا হরফে ইস্তিছনা, قليلا মুসতাছনা মিনহু ও তার মুসতাছনা মিনহু ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهُ يُعْرَبُ عَلٰى حَسْبِ الْعَوَامِلِ : واو হরফে আত্ফ, يعرب ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, حسب মুযাফ, العوامل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ৷ذا মুযাফ, كان ফে'লে নাকেস, المستثنى যুলহাল, غير মুযাফ, مذكور মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। واو হালিয়্যাহ, هو মুবতাদা, في হরফে জার, غير মুযাফ, الموجب সিফাত, উহ্য الكلام মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে كان-এর ইসম। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। يعرب ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্ব ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। ৷لم হরফে জার, উহ্য ان নাসেবা মাওসূলে হরফী, يفيد ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য انما اشترط ذالك-এর মধ্যস্থিত اشترط ফে'লের সাথে। اشترط ফে'ল, ذالك ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَاضَرَبَنِىْ اِلَّا زَيْدٌ : مثل মুযাফ, ما নাফিয়া, ضرب ফে'ল, نون وقاية يائے متكلم মাফউলে বিহী, ৷لا হরফে ইসতিছনা, زيد মুসতাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। উহ্য مثاله মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ৷لا হরফে ইস্তিছনা, ان নাসেবা মাফসূলে হরফী, يستقيم ফে'ল ও المعنى ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ان মাওসূলে হরফী ও সেলাহ মিলে মুযাফ ইলাইহ, উহ্য وقت মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে মাফউলে ফীহ্ হয়েছে اِنَّمَا اشْتُرِطَ ذَالِكَ উহ্য ইবারতে বর্ণিত ফে'লের সাথে। ফে'ল, নায়েবে, ফায়েল, যরফে মুস্তাকার ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হলো।

قَوْلُهُ مِثْلُ قَرَاْتُ اِلَّا يَوْمَ الخ : مثل মুযাফ, قرأت ফে'ল, تا যমীরে বারেয ফায়েল, ৷لا হরফে ইস্তিছনা, يوم মুযাফ, كذا মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ হয়ে মাফউলে ফীহ। قرأت ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ مَازَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا وَاِذَا تَعَذَّرَ الْبَدْلُ عَلَى اللَّفْظِ فَعَلَى الْمَوْضِعِ مِثْلُ مَاجَاءَ نِىْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ وَلَا اَحَدٌ فِيْهَا اِلَّا عَمْرٌو وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَئٌ لَايُعْبَأُ بِهٖ لِاَنَّ مِنْ لَاتُزَادُ بَعْدَ الْاِثْبَاتِ وَمَا وَلَا لَاتُقَدَّرَانِ عَامِلَتَيْنِ بَعْدَهٗ لِاَنَّهُمَا عَمِلَتَا لِلنَّفْيِ وَقَدْ اِنْتَقَضَ النَّفْىُ بِاِلَّا بِخِلَافِ لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا لِاَنَّهَا عَمِلَتْ لِلْفِعْلِيَّةِ فَلَا اَثَرَ فِيْهَا لِنَقْضِ مَعْنَى النَّفْيِ لِبَقَاءِ الْاَمْرِ الْعَامِلَةِ هِىَ لِاَجْلِهٖ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ لَيْسَ زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا وَامْتَنَعَ مَازَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا وَمَخْفُوْضٌ بَعْدَ غَيْرِ وَسِوٰى وَسِوَاءِ وَبَعْدَ حَاشَا فِى الْاَكْثَرِ -

---

অনুবাদ : এ কারণে مَازَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا (যায়েদ বিজ্ঞ ব্যতীত সবগুণের সাথে সর্বদা গুণান্বিত) জায়েজ নেই। শব্দানুপাতে بدل অসম্ভব হলে, মহলানুপাতে হবে। যেমন– مَاجَاءَ نِىْ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ (আমার নিকট যায়েদ ব্যতীত কেউ আসেনি), لَا اَحَدٌ فِيْهَا اِلَّا عَمْرٌو (ঘরে আমর ব্যতীত কেউ নেই), مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَئٌ لَا يُعْبَأُ بِهٖ (যায়েদ নগণ্য বস্তু ব্যতীত কিছুই নয়)। কেননা, হ্যাঁ-বাচকের পরে من শব্দকে বৃদ্ধি করা যায় না। হ্যাঁ-বাচকের পরে আমিল হিসেবে ما ও لا উহ্য হয় না। কেননা, উভয় (لَا ও مَا) টি না-বাচকের জন্য আমল করে ; অথচ الا দ্বারা نفى (না-বাচক) ভঙ্গ হয়ে গেছে। لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا হলো তার বিপরীত। কেননা, لَيْسَ ফে'লিয়্যতের জন্য আমল করে। তাই নফীর অর্থ ভঙ্গ করার কারণে তাতে (ليس) কোনো প্রভাব পড়েনি। কেননা, যে কারণে ليس আমলকারী ছিল তা বাকি রয়েছে। এ কারণে لَيْسَ زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا (যায়েদ শুধুমাত্র দন্ডায়মান) বৈধ রয়েছে। আর مَا زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا বলা নিষিদ্ধ। غير ، سوى ، سواء-এর পরে হলে এবং আহলে আরবের অধিকাংশ ব্যবহারে حاشا-এর পরে হলে মুস্তাছনা যের বিশিষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : وَمَنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ الخ-এর মর্মার্থ : অর্থ শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত كلام موجب-এর মধ্যে মুস্তাছনা মিনহুকে বিলুপ্ত করা তথা মুস্তাছনায়ে মুফাররাগ জায়েজ নেই। তাই مَازَالَ زَيْدٌ اِلَّا عَالِمًا অবৈধ। কারণ, مازال-এর মধ্যে اثبات (হ্যাঁ-বাচক)-এর অর্থ রয়েছে। নফীর উপর নফী প্রবিষ্ট হলে اثبات (হ্যাঁ-বাচক) হয়ে যায়। উক্ত মেছালের উদ্দেশ্য হবে ثَبَتَ زَيْدٌ دَائِمًا عَلٰى جَمِيْعِ الصِّفَاتِ اِلَّا عَلٰى صِفَةِ الْعِلْمِ অর্থাৎ, যায়েদ বিদ্যার গুণ ব্যতীত সকল গুণে সর্বদা গুণান্বিত রয়েছে। আর এ অর্থ সঠিক নয়। কারণ, একই ব্যক্তির কাছে পরস্পর বিরোধী সব গুণাবলির সমাবেশ ঘটতে পারে না।

محل-এর উপর হামল করো بدل কখন পড়া হয়? : যেখানে মুস্তাছনা মিনহু'র لفظ-এর উপর হামল করো بدل পড়া অসম্ভভ হয়, সেখানে محل অনুপাতে بدل পড়া হবে। যাতে সম্ভাব্য পরিমাণ উত্তমতার উপর আমল করা যায়। যেমন– (১) مَا جَاءَ نِىْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ (২) لَا اَحَدٌ فِيْهَا اِلَّا عَمْرٌو (৩) مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَئٌ لَا يُعْبَأُ بِهٖ

(১) مَا جَاءَ نِىْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا زَيْدٌ - এ দৃষ্টান্তে زيد শব্দ "احد"-এর মহল থেকে بدل হয়েছে। কেননা, احد শব্দের উপর প্রয়োগ কর সম্ভব নয়। তাইতো زيد শব্দকে পেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ তা মূলত ফায়েল,"احد " শব্দের উপর হামল কবতঃ যের দেওয়া হয়নি। (২) لَا اَحَدٌ فِيْهَا اِلَّا عَمْرٌو- এ উদাহরণে عمرو শব্দটি احد -এর মহল থেকে بدل হয়েছে। আর তা রফা'র স্থানে অধিষ্ঠিত। কেননা, لا لنفى الجنس-এর ইসম প্রকৃতপক্ষে মুবতাদা। احد মুস্তাছনা মিনহু'র উপর শব্দগত প্রয়োগ অসম্ভব। (৩) مَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَئٌ لَا يُعْبَأُ بِهٖ এখানে দ্বিতীয় شئ-কে প্রথম شئ-এর উপর শব্দগত প্রয়োগ করা অসম্ভব হবার কারণে মহলের উপর প্রয়োগ করত পেশ দেওয়া হয়েছে। কেননা, لامشابه بليس-এর খবর প্রকৃতপক্ষে মুবতাদার খবর।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, এ মেছালে استثناء الشئ عن نفسه লাযেম হয়েছে, অথচ তা অসম্ভব। এ প্রশ্নের নিরসন কল্পে কয়েকটি জওয়াব দেওয়া যায়। প্রথমত মেছালে বর্ণিত প্রথমোক্ত شئ শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য 'আম (ব্যাপক)। চাই ছোট্ট হোক কিংবা বড় হোক। আর দ্বিতীয় شئ খাস। কেননা, شئ-এর মধ্যস্থিত তানবীনটি تحقير বা তুচ্ছ অর্থে ব্যবহৃত। দ্বিতীয়তঃ প্রথমোক্ত شئ তথা মুস্তাছনা মিনহু হলো 'আম। তা অন্য কিছুর সাথে গুণান্বিত হোক বা না হোক। আর দ্বিতীয় شئ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ বস্তু যা شيئة গুণ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে গুণান্বিত নয়। এ দৃষ্টান্তে-شئ-কে لايعبأبه দ্বারা শর্তারোপ করা হয়েছে, যাতে استثناء الشئ عن نفسه আবশ্যক হবার ধারণা না জন্মে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ مَنْ لَا تُزَادُ بَعْدَ الْاِثْبَاتِ : প্রথম উদাহরণে মুস্তাছনাকে মুস্তাছনা মিনহু'র উপর শব্দগত প্রয়োগ করত: بدل সাব্যস্ত করা অসম্ভব হবার কারণ হলো, যদি زيد-কে احد শব্দের উপর প্রয়োগ করা হয়, তাহলে من তার শুরুতে বৃদ্ধি করতে হবে। কারণ بدل হুকুমগতভাবে আমিল পুনরায় হওয়াকে চায়। আর من-কে বৃদ্ধি করা زيد-এর উপর সম্ভবপর নয়। কেননা, من استغراقية হ্যাঁ-সূচকের পরে বৃদ্ধি হয় না। উক্ত উদাহরণে না-সূচকটি الا-এর কারণে হ্যাঁ-সূচকে পরিণত হয়েছে। কাজেই মুস্তাছনার ব্যবহার احد শব্দের উপর সম্ভব না হওয়াতে তার محل-এর উপর প্রয়োগ হবে। মূলত احد ফে'লের ফায়েল পতিত হওয়াতে زيدও ফায়েল হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে। তবে من استغراقية না হলে كلام موجب-এর মধ্যেও من বৃদ্ধি হতে পারে। যেমন– يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ - قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ، اثبات (হ্যাঁ-সূচক)-এর পরে من استغراقية-কে বৃদ্ধি করা যায় না। কেননা, من استغراقية-কে গঠন করা হয়েছে নফীর তাকীদের জন্য। হ্যাঁ-সূচকের পরে তাকে বৃদ্ধি করা হলে গঠনের পরিপন্থী লাযেম আসবে। আর তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَمَا وَلَا لَاتُقَدَّرَانِ الخ : দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণে মুস্তাছনা মিনহু'র শব্দের উপর মুস্তাছনাকে প্রয়োগ করা অসম্ভব হওয়ার কারণ– যদি শব্দের উপর ব্যবহার করা হয় তাহলে দ্বিতীয় উদাহরণে لا-কে عمرو-এর উপর ও তৃতীয় উদাহরণে ما-কে شئ-এর উপর উহ্যভাবে আমল দেওয়া হবে। যেমনিভাবে بدل-এর মধ্যে হয়ে থাকে। আর এ উহ্য আমল দেওয়া এখানে সম্ভবপর নয়। কারণ مشابه بليس ও لا لنفى الجنس ও لا না-সূচকের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর উভয় সুরতে না-সূচকটি الا-এর কারণে ভঙ্গ হয়ে যায়। তাই محل-এর উপর ব্যবহার করত পেশ বিশিষ্ট পড়া জরুরি। প্রথম উদাহরণে احد মুবতাদা এবং তৃতীয় উদাহরণে شئ শব্দটি খবর হবার ভিত্তিতে রফা'র স্থানে হয়েছে। অতএব,উভয় মেছালে মুস্তাছনাকে মুস্তাছনা মিনহু'র محل-এর উপর প্রয়োগ করত পেশ বিশিষ্ট পড়া হবে। عاملتين بعده-এর মধ্যে عاملتين শব্দটি حال আর لا تقدران থেকে بعده অংশটি যরফে লগ্‌ব হয়েছে। অর্থ দাঁড়াবে ما ও لا-কে উহ্য নেওয়া হবে না এমতাবস্থায় যে, এটা হ্যাঁ-বাচক বাক্যের পরে আমেল হয়।

قَوْلُهُ لِاَنَّهُمَا عَمِلَتَا لِلنَّفْىِ الخ : ما ও لا উভয়টি নফীর জন্য আমল করে থাকে। ما শব্দটি আমল করার ক্ষেত্রে নফীর অর্থে ليس-এর সদৃশ। তাই তার আমল নফীর জন্য। لا لنفى الجنس আমল করার ক্ষেত্রে ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'লের উপর প্রয়োগ হয়, যাকে حمل النقيض على النقيض-এর অধ্যায়ভুক্ত করা যায়। তবে ان হ্যাঁ-সূচকের জন্য এবং لا নফী জিনসের আসে। لا-এর আমলও নফী'র জন্য হয় বিধায় উভয়টির আমল নফী'র উপর নির্ভরশীল। শেষের মেছালদ্বয়ে নফীর অর্থ الا-এর কারণে ভঙ্গ হয়ে গেছে। কারণ নফীর পরে الا আসলে اثبات হয়ে যায় এবং اثبات-এর পরে الا আসলে নফী হয়ে যায়। নফীর উপর ما ও لا নির্ভরশীল বিধায় الا-এর কারণে নফী ভঙ্গ হওয়াতে উভয়ের আমলও বাতিল হয়ে যাবে। তাইতো দ্বিতীয় মেছালে عمرو-কে احد-এর মহলের উপর ব্যবহার করতঃ পেশ দেওয়া হবে। কেননা, মূলত এটা মুবতাদা। তৃতীয় মেছালে شئ-কে প্রথমোক্ত شئ-এর মহলের উপর ব্যবহার হওয়াতে পেশ দেওয়া হবে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তা মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ لَيْسَ الخ : لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا اِلَّا شَيْئًا এ উদাহরণে মুস্তাছনা মিনহু'র শব্দের উপর হামল করে بدل পড়া জায়েজ। কারণ, ليس-এর আমল ফে'লিয়্যতের জন্য, নফীর জন্য নয়। الا শব্দটি নফীর অর্থকে পরিবর্তন করে দেওয়াতে তার আমলে কোনো রূপ ক্ষতি সাধিত হয় না। কেননা, তার আমল তো ফে'ল হবার কারণে; আর তা বহাল রয়েছে.

قَوْلُهُ وَمَنْ ثَمَّ جَازَ : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, ليس-এর আমল ফে'লিয়্যাতের জন্য; আর ما-এর আমল নফীর জন্য। তাই لَيْسَ زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا তারকীব জায়েজ। কেননা, তাতে যদিও الا-এর কারণে না-সূচক অর্থ বাতিল

হয়ে গেছে; কিন্তু তার ফে'লিয়্যাত বহাল রয়েছে। এটাতে لیس-এর আমল বাকি থাকবে। مَا زَيْدٌ اِلاَّ قَائِمًا তার বিপরীত। কারণ, ما শব্দ না-সূচকের জন্য আমল করে থাকে, الا-এর কারণে এ অর্থ বহাল না থাকাতে ما শব্দটি قَائِمًا-কে যবর দিতে পারবে না। কাজেই এ ধরনের তারকীব অবৈধ।

قَوْلُهُ مَخْفُوضٌ بَعْدَ غَيْرِ الخ : যখন মুস্তাছনাটি غَيْر، سِوٰى، سِوَاء-এর পরে পতিত হয়; তখন এযাফতের কারণে যের বিশিষ্ট হবে। অধিকাংশ নাহুবিদের মতে حاش -এর পরেও যের বিশিষ্ট হয়। কেননা, তা হরফে জার। কতেক নাহুবিদ মাফউল হিসেবে حاش-এর পরে উল্লিখিত মুস্তাছনাকে যবর প্রদান করেন। তাঁদের দাবি– حاش ফে'লে মুতায়াদ্দীর মধ্যে উহ্য যমীর ফায়েল। তার পরবর্তী অংশ মাফউল হিসেবে যবর বিশিষ্ট হবে। এ কথা বুঝায় যে, মুস্তাছনাটি মুস্তাছনা মিনহু'র দিকে সম্পর্কিত বস্তু থেকে মুক্ত। যেমন– ضَرَبَ الْقَوْمُ عَمْرًوا حَاشَ زَيْدًا

তারকীব : قَوْلُهُ وَمَنْ ثُمَّ لَمْ يَجُزْ مَازَالَ زَيْدٌ اِلاَّ عَالِمًا الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, من হরফে জার, ثم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম, لم يجز ফে'ল, مَازَالَ زَيْدٌ اِلاَّ عَالِمًا মুরাদুল্ লফয ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, اذا যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম, تعذر ফে'ল, البدل ফায়েল, على হরফে জার, اللفظ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে। উহ্য حمل মুযাফ, তাকে হয্ফ করত البدل-কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। حمل উহ্য মাসদার মুযাফ, البدل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ, মুযাফ ইলাইহ ও যরফে মুস্তাকার মিলে ফায়েল। تعذر ফে'ল-তার ফায়েল, মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জযাইয়্যাহ, على হরফে জার, الموضع মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য يحمل ফে'লের সাথে। يحمل ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهُ مِثْلُ مَا جَاءَنِىْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ زَيْدٌ : مثل মুযাফ, مَاجَاءَنِىْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ زَيْدٌ মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ ও তার পরবর্তী মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা এবং তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে । ماجاء ফে'ল, نون وقاية يائے متكلم মাফউলে বিহী। من হরফে জার, احد মুবদালি মিনহু, الا হরফে ইস্তিছনা, زيد বদলুল্ বা'য, احد মুবদালে মিনহু ও বদলুল্ বা'য মিলে ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ لاَ اَحَدَ فِيْهَا اِلاَّ عَمْرٌو : لا নফী জিন্সের জন্য, احد মুবদাল মিনহু, فى হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিব্হে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। الا হরফে ইস্তিছনা, عمرو বদলুল বা'য। احد মুবদালে মিনহু তার বদলুল বা'য মিলে ইসম। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا زَيْدٌ شَيْئًا اِلاَّ شَئٌ : واو হরফে আত্ফ, ما মুশাব্বাহ বিলায়সা, زيد তার ইসম, شيئا মুবদালে মিনহু, الا হরফে ইস্তিছনা, شئ মাওসূফ, لايعبأ ফে'ল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে নায়েবে ফায়েল। ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়ে সিফাত। شئ মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে বদলুল বা'য। شيئا মুবদালে মিনহু তার বদলে বা'য মিলে খবর। ما তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ لِاَنَّ مَنْ لاَتُزَادُ بَعْدَ الْاِثْبَاتِ الخ : ل হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল মাওসূলে হরফী, من মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, ما মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মা'তূফ হয়েছে। من মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে ইসমে আন্না, لا تزاد ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল। بعد মুযাফ, الاثبات মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। لا تزاد ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। لاتقدران ফে'ল, যমীর هما নায়েবে ফায়েল, عاملتين শিবহে ফে'ল ও উহ্য যমীর هما ফায়েল মিলে মাফউলে বিহী। بعد মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। ل হরফে জার, ان মাওসূলে হরফী, هما তার ইসম। عملتا ফে'ল, যমীর هما যুলহাল, ل হরফে জার, النفى মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। واو হালিয়্যাহ, قد তাহকীকের জন্য, انتقض

-ফে'ল, النفى ফায়েল, باء হরফে জার, لا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, انتقض ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে হাল। হাল ও যুলহাল মিলে ফায়েল।عملتا ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে বতাবীলে মুফরাদ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। لاتقدران ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, মাফউলে বিহী, মাফউলে ফীহ ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। ان মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে বতাবীলে মুফরাদ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে খবরে আন্না। ইসমে আন্না ও খবরে আন্না মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে যরফে মুস্তাকার হয়েছে تعذر উহ্য ফে'লের সাথে। মূলত انما تعذر উহ্য রয়েছে। انما হরফে হাসর। تعذر ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। باء হরফে জার, خلاف মাসদার মুযাফ, لَيْسَ زَيْدٌ شَيْئًا الخ মুরাদুল্ লফ্য মুযাফ ইলাইহ। ل হরফে জার, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল মাওসূলে হরফী, ها তার ইসম, عملت ফে'ল, উহ্য যমীর هى ফায়েল, ل হরফে জার, الفعلية মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। عملت ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে মুফরাদ হয়ে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। خلاف মুযাফ, তার মুযাফ ইলাইহ ও যরফে লগ্ব মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتتان শিবহে ফে'লের সাথে। ثابتتان শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هما ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هما উহ্য মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। فاء ফসীহা, لا নফী জিনসের জন্য। اثر তার ইসম। فى হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابت-এর সাথে, ل হরফে জার, نقض মাসদার মুযাফ, معنى মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। النفى - মুযাফ ইলাইহ। معنى মুযাফ- তার মুযাফ ইলাইহের সাথে মিলে মুযাফ ইলাইহ। نقض মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্যের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو উহ্য ফায়েল, ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। ل হরফে জার, بقاء মাসদার মুযাফ, الامر মাওসূফ। العاملة শিবহে ফে'ল, هى নায়েবে যমীর তার ফায়েল, لا হরফে জার, اجل মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। العاملة শিবহে ফে'ল, তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে সিফাত। الامر মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ, بقاء মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব, لا তার ইসম, খবর ও যরফে লগ্ব মিলে জাযা। اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَا উহ্য শর্ত। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَمَنْ ثَمَّ جَازَ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, من হরফে জার, ثم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম, جاز ফে'ল, لَيْسَ زَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا মুরাদুল লফ্য ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, امتنع ফে'ল, مَازَيْدٌ اِلَّا قَائِمًا মুরাদুল লফ্য ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, مخفوض শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بعد মুযাফ, غير মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, سوى মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, سواء মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ بعد মুযাফ حاش মুযাফ ইলাইহ, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফউলে ফীহ। مخفوض শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে খবর। هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فى হরফে জার, الاكثر সিফাত, ستعمال لا উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্য শিবহে ফে'লের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল এবং যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। যমীর هو উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

وَاِعْرَابُ غَيْرِ فِيْهِ كَاِعْرَابِ الْمُسْتَثْنٰى بِاِلَّا عَلَى التَّفْصِيْلِ وَغَيْرُ صِفَةٍ حُمِلَتْ عَلٰى اِلَّا فِى الْاِسْتِثْنَاءِ كَمَا حُمِلَتْ اِلَّا عَلَيْهَا فِى الصِّفَةِ اِذَا كَانَتْ تَابِعَةً لِجَمْعٍ مَنْكُوْرٍ غَيْرِ مَحْصُوْرٍ لِتَعَذُّرِ الْاِسْتِثْنَاءِ مِثْلُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا وَضَعُفَ فِىْ غَيْرِهٖ وَاِعْرَابُ سِوٰى وَسِوَاءِ النَّصَبُ عَلَى الظَّرْفِ عَلَى الْاَصَحِّ -

অনুবাদ : غير শব্দের ই'রাব ১۷। দ্বারা ইস্তিছনাকৃত শব্দের এ'রাবের অনুরূপ বিস্তারিত বর্ণনানুযায়ী। غير সিফাতীকে ইস্তিছনার মধ্যে ব্যবহৃত ১۷।-এর উপর ব্যবহার করা হয়, যেমনিভাবে ইস্তিছনা অসম্ভব হবার কারণে ১۷।-কে সিফাতের ক্ষেত্রে তার (غير-এর) উপর ব্যবহার করা হয় যখন এটা এমন جمع-এর تابع হয়, যা নাকেরা গায়রে মাহসূর (অসীমাবদ্ধ) হয়। যেমন– لَوْكَانَ فِيْهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (যদি আসমান-জমিনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্য থাকতো তবে এতদুভয় ধ্বংস হয়ে যেতো) উহা ব্যতীত অন্যান্য গুলোর মধ্যে (اِلَّا-কে গায়রে সিফাতের উপর) ব্যবহার করা দুর্বল। سِوٰى ও سِوَاء-এর ই'রাব বিশুদ্ধ অভিমতানুযায়ী যরফ হিসেবে নসব হবে।

ব্যাখ্যা : মুসান্নিফ (র.) مستثنى-এর ই'রাব বর্ণনা করার পর غير-এর ই'রাবের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। মুসান্নিফ কারণ, استثناء-এর শব্দাবলির মধ্যে غير টি ইসমে متمكن যা সর্বপ্রকার ই'রাব গ্রহণ করে। অন্যান্যগুলো তার ব্যতিক্রম। যেমন–اِلَّا টি مبنى على الفتح অনুরূপভাবে لَيْسَ، مَاعَدَا، مَاخَلَا ، خَلَا، عَدَا এগুলো فعل ماضى হওয়াতে مبنى على الفتح হবে। তা ই'রাব কবুল করে না। আর سِوٰى ও سِوَاء শব্দদ্বয় যরফ হবার কারণে যবর বিশিষ্ট হয় এবং لَايَكُوْنُ ফে'লে মুযারি' আমিল থেকে মুক্ত হওয়া অবস্থায় পেশ বিশিষ্ট হয়; অন্যথায় আমিল অনুযায়ী হয়। ইস্তিছনা অনুপাতে তাতে কোনো ই'রাব প্রযোজ্য হয় না।

* غير -এ ই'রাব مستثنى بالا -এর ই'রাবের মতো। যেমন–

১. মুস্তাছনাটি মুত্তাসিল ও মুস্তাছনায়ে গায়রে মুফার্‌রাগ হলে যবর বিশিষ্ট হয়। যেমন– جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ

২. মুস্তাছনাটি মুনকাতে' হওয়া অবস্থায়। যেমন–جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ حِمَارٍ

৩. মুস্তাছনা মুকাদ্দাম হলে। যেমন–مَا جَاءَنِىْ غَيْرَ زَيْدِ الْقَوْمُ

৪. মুস্তাছনা বদল হওয়া অবস্থায়। যেমন–مَا جَاءَنِىْ اَحَدٌ غَيْر زيدا وعمرو زيد

৫. মুস্তাছনায়ে মুফার্‌রাগ হলে। যেমন–مَا جَاءَنِىْ غَيْر و زيد، مَارَأَيْتُ غَيْرَ زَيْدٍ ، مَامَرَرْتُ بِغَيْرِ زَيْدٍ

قَوْلُهٗ غَيْرُ صِفَةٍ حُمِلَتْ الخ : غير -এর গঠন মূলত সিফাতের জন্য হয়েছে। যেমন– جاء نى رجل غير زيد আরবি ভাষায় এ পদ্ধতিতে তা ব্যবহার অধিক প্রচলিত। তবে কখনো غير টি সিফাতের অর্থে না হয়ে ইস্তিছনার জন্য গঠিত ১۷।-এর অর্থে হয়ে থাকে। যেমন–جَاءَنِى الْقَوْمُ غَيْرَ زَيْدٍ এখানে সিফাত হওয়া অসম্ভব। কারণ, মাওসূফ ও সিফাতের মধ্যে মা'রেফা ও নাকেরা হওয়ার মধ্যে পরস্পর এক হওয়া শর্ত। এখানে القوم টি মা'রেফা আর غير যদিও মা'রেফার দিকে এযাফত হয়েছে; কিন্তু অস্পষ্টতার কারণে তা নাকেরা আর ১۷। তার বিপরীত। তা আসলীভাবে ইস্‌তিছনার জন্য। কখনো তাকে غير -এর উপর হামল করত সিফাতের মধ্যে ব্যবহার করা হয় যখন ১۷। এমন جمع-এর পরে পতিত, যা নাকেরা এবং غير محصور হয়। যেমন–جَاءَنِىْ رِجَالٌ اِلَّا زَيْدٌ উক্ত উদাহরণে ১۷।-এর ব্যবহার غير صفتى-এর উপর হয়েছে, কারণ এখানে মুত্তাসিল ও মুনকাতে' কোনো প্রকারেরই ইসতিছনা হতে পারে না। কেননা, استثناء متصل-এর মধ্যে مستثنى টি

مستثنى منه -এর মধ্যে প্রবিষ্ট থাকা দৃঢ়ভাবে হতে হবে। আর مستثنى منقطع -এর মধ্যে দৃঢ় (একীনি) ভাবে বহির্ভূত হতে হবে। এখানে زيد শব্দটি رجال-এর মধ্যে প্রবিষ্ট হতে পারে, আবার প্রবিষ্ট না হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। কাজেই এখানে ইস্‌তিছনার উভয় প্রকারের মধ্য থেকে কোনো প্রকারই হতে পারে না। جَاءَنِى الرِّجَلُ اِلَّا زَيْدً তার বিপরীত। তার মধ্যে الرجال টি معرف بالـلام হওয়াতে সবাইকে শামিল করে। অতএব, زيد তার মধ্যে একীনিভাবে প্রবিষ্ট হওয়াতে তা استثناء متصل।

জ্ঞাতব্য যে, এখানে جمع منكور غير محصور -এর শর্ত এ জন্যই দেওয়া হয়েছে যে, لا-এর পূর্বে جمع محصور হলে ইস্‌তিছন জায়েজ হবে। যেমন– لِزَيْدٍ عَلَىَّ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ اِلَّا وَاحِدًا اَوْ اِثْنَيْنِ اِلَى غَيْرِ ذَالِكَ কেননা, এক, দুই, তিন এভাবে নয় পর্যন্ত যতগুলো সংখ্যা রয়েছে সবগুলো দশের মধ্যে একীনিভাবে প্রবিষ্ট রয়েছে। আল্লাহর বাণী– لَوْكَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এখানে اِلَّا টি غَيْر তথা সিফাত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এ উদাহরণদ্বয়ে لا টি যখন ইস্‌তিছনার জন্য হয়, তখন مستثنى متصل-এর ক্ষেত্রে مستثنى منه-কে ব্যাপক সত্তা বিশিষ্ট শব্দ হিসেবে মেনে নেওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ এ স্থানদ্বয়ে ব্যাপকভাবে اله-এর অস্তিত্বকে মেনে নিলে শিরক হয়ে যায় বা একত্ববাদ অবশিষ্ট থাকে না। অনুরূপভাবে استثناء منقطع মেনে নেওয়া হলে অনেক বাতিল খোদার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়। আর বাতিল খোদাকে نفى করার দ্বারা সত্য খোদাকে نفى করা লাযেম হয় না। এমতাবস্থায় তৌহিদের উদ্দেশ্য বিবর্জিত হয়। সুতরাং لا-কে غير অর্থে ব্যবহার করতে হবে।

* সর্বজনমান্য গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) لا শব্দটি غير অর্থে ব্যবহৃত হবার জন্য শর্তারোপ করেছেন اذا كانت تابعة لجمع তথা যখন لا শব্দটি جمع-এর পরে পতিত হয়। এ কারণ বিশ্লেষণে বলা হবে لا শব্দটি ইস্তিছনা ও সিফাত উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। لا শব্দটি ইস্তিছনা অর্থে হওয়াই মৌলিক চাহিদা। আর মুস্তাছনা মিনহু বহুসংখ্যা বিশিষ্ট হওয়া জরুরি। لا সিফাত অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অবস্থায় তার মাওসূফ বহু সংখ্যক (جمع) হওয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে, যাতে সিফাত ও ইস্তিছনার অবস্থা সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَضَعُفَ فِىْ غَيْرِهِ الخ : الا -কে غير صفتى অর্থে ব্যবহৃত করা جمع منكور غير محصور ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে দুর্বল। কারণ, এ সব স্থানে ইস্তিছনা শুদ্ধ। যদি কেউ প্রশ্ন করে, এখানে ضعف -এর স্থানে لم يجز বা امتناع বলেননি কেন ? **উত্তর :** অধিকাংশ নাহুবিদ لا -কে সিফাতের অর্থে غير جمع منكور غير محصور -এর মধ্যেও ব্যবহার করে থাকেন। তারা এটাকে বৈধ মনে করে বিধায় মুসান্নিফ (র.) শালীনতা রক্ষার্থে امتناع বা لم يجز বলেননি।

قَوْلُهُ اِعْرَابُ سِوٰى وَسِوَاء : سوى ও তার সমগোত্রীয়দের ই'রাব যরফ হিসেবে নসব হয়। তা ইস্‌তিছনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাই جَاءَنِى الْقَوْمُ سِوٰى زَيْدٍ-এর অর্থ زيد ব্যতীত সম্প্রদায়ের সকলেই এসেছে, যায়েদ আসেনি। এখানে যরফ উহ্য রয়েছে। এটি আল্লামা সীবাওয়াইহের উক্তি যা বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা, তাঁর মতে سوى ও سواء শব্দদ্বয় لازم الظرفية ; তাইতো جَاءَنِى الْقَوْمُ سِوٰى زَيْدٍ -এর অর্থ جَاءَنِى الْقَوْمُ مَكَانَ زَيْدٍ ইমাম আখ্‌ফাশের মতেও মানসূব হবে, যে সব শব্দে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যরফিয়্যত হিসেবে নসব দেওয়া হয়, তাতে রফা' দেওয়া মাকরূহ। যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ এতে بين শব্দে নসব পড়া হবে, রফা' মাকরূহ। অনুরূপ جَاءَنِىْ سِوَاكَ-এর মধ্যে سواء মানসূব, মারফূ' নয়। কূফাবাসীদের মতে উভয়টি যরফিয়্যত থেকে বের হওয়া এবং অন্য কোনো আমিলের কারণে এ দু'টিকে যবর, যের ও পেশ দেওয়া জায়েজ। তাঁদের স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ নিম্নে উল্লিখিত কবিতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

فَلَمَّا اَصْبَحَ الشَّرُّ فَاَمْسٰى وَهُوَ عَوِيْنٌ * وَلَمْ يَبْقَ سِوٰى الْعُدْوَانِ دَنَاهُمْ لَمَّا دَانُوْا

শাব্দিক বিশ্লেষণ : এই শ্লোকে اَصْبَحَ অর্থ–প্রকাশ হয়েছে। اَمْسٰى ফে'লে নাকেস, তার যমীর شر-এর দিকে ফিরেছে। এখানে سِوٰى শব্দটি غير অর্থে ব্যবহৃত আর তা لم يبق-এর ফায়েল। غير শব্দে যেভাবে তিন ধরনের ই'রাব প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ سِوٰى-এর মধ্যেও তিন ধরনের ই'রাব হতে পারে। যদি سوى ও سواء শব্দদ্বয় لازم الظرفية-এর অনুপাতে

সর্বদা মানসূব হতো, তাহলে কবি سوى-কে রফা' পড়তেন না। বসরাবাসীদের মতে এ শব্দদ্বয় لازم الظرفية হবার কারণে মানসূব হবে।

سِوًى-এর আনুষঙ্গিকতা : سوى মূলত যরফে মকানের সিফাত, মাওসূফ হলো مكان ; যেমন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– مَكَانًا سَوِيًّا মাওসূফকে বিলোপ করত সিফাতকে তদস্থলে রাখা হয়েছে। استواء অর্থের পরিবর্তে مكان অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অতঃপর سوى টি স্বতন্ত্র শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমনিভাবে مكان শব্দটি بدل অর্থে ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়– اَنْتَ لِىْ مَكَانَ عَمْرٍو অর্থাৎ بدل عمرو ; তেমনিভাবে ইস্তিছনা অধ্যায়ে سوى শব্দটি بدل অর্থে ব্যবহার দেখা যায়। جَاءَنِى الْقَوْمُ سِوٰى زَيْدٍ অর্থাৎ بدل زيد পরবর্তীতে সাধারণভাবে ইস্তিছনার জন্য ব্যবহৃত হতে লাগল।

সারকথা, বসরাবাসীরা মূলার্থ অনুপাতে لازم الظرفية হওয়াতে মানসূব বলে থাকেন। আর কূফাবাসীরা অভীষ্ট অর্থের দৃষ্টিতে سوى-কে غير অর্থে ব্যবহার করত মারফূ', মানসূব ও মাজরূর তিন ধরনের ই'রাব দিয়ে পড়ার পক্ষপাতি। বসরী নাহুবীগণ কূফীদের দলিলকে খণ্ডন করতে বলেছেন سوى মূলত যরফ। উক্ত শ্লোকে لم يبق-এর ফায়েল হওয়াটা شاذ আর তা ধর্তব্য নয়। কেননা, اَلشَّاذُ كَالْمَعْدُوْمِ অন্যভাবে বলা যায়–سوى ফায়েল নয় ; বরং شيء শব্দ উহ্য রয়েছে। উহ্যরূপ হবে لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سِوَى الْعُدْوَانِ ।

জ্ঞাতব্য যে, سَوَاءٌ كَانَ জাতীয় বাক্যের তারকীব হলো سواء খবর, كان মুবতাদা। কেননা, ফে'ল যখন যমান ও নিসবত থেকে মুক্ত হয়, তখন হুকুমগত মাসদার হয়ে মুবতাদা হতে পারে। যেমন, প্রবাদ রয়েছে– تَسْمَعُ بِالْمُعَيْدِىْ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ এতে تسمع মুবতাদা আর خير হলো খবর। ফে'ল হুকুমগত মাসদার হবার দৃষ্টান্ত আরবি ভাষায় অনেক দেখা যায়। যেমন–قَالَ زَيْدٍ اَنَّ عَمْرٌوا ذَاهِبًا এখানে কয়েকটি সমস্যা রয়েছে–(১) قال ফে'লের পরে কোনো শব্দ মারফূ' বা মানসূব হয় ; অথচ زيد মাজরূর হয়েছে। (২) قول-এর পরে ان যের যোগে পঠিত হয় ; অথচ এখানে যবর যোগে ব্যবহৃত। (৩) ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, তার ইসম মানসূব এবং খবর মারফূ' হওয়া উচিত, অথচ এখানে উল্টো পরিলক্ষিত হয়। এসব সমস্যার সমাধানে বলা যায়– قال মুযাফ, زيد মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। কেননা, এটা যমান ও নিসবত থেকে মুক্ত বিধায় قول-এর পর্যায়ে হয়েছে। عمرو ফায়েল আর ذاهبا ঐ ফায়েল থেকে حال হয়েছে।

তারকীব : وَ قَوْلُهُ اِعْرَابُ غَيْرِ فِيْهِ الخ : واو হরফে আত্ফ, اعراب মুযাফ, غير যুলহাল, فى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ك হরফে জার, اعراب মুযাফ, المستثنى যুলহাল, با হরফে জার, لا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে যুলহাল। على হরফে জার, التفصيل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا-এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, غير মুবতাদা, صفة খবরে আউওয়াল। حملت ফে'ল, যমীল هى ফায়েল, على হরফে জার, لا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউওয়াল। فى হরফে জার, الاستثناء মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। ك হরফে জার, ما মাসদারিয়া মাওসূলে হরফী, حملت ফে'ল, لا নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউওয়াল, فى হরফে জার, الصفة মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী, اذا মুযাফ كانت ফে'লে নাকেস,

যমীর هى তার ইসম, تابعة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল, لام হরফে জার, جمع মাওসূফ, منكور শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল মিলে সিফাতে আউওয়াল, غير মুযাফ, محصور মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাতে ছানী। মাওসূফ ও তার উভয় সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। تابعة শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। كانت তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। اذا মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। لام হরফে জার, تعذر মুযাফ, الاستثناء মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছালিছ। حملت ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্বদ্বয় ও মাফউলে ফীহ মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتا -এর সাথে। ثابتا শিবহে ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে সিফাত। حملا উহ্য মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাফউলে মুতলাক। حملت ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্বদ্বয় ও মাফউলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে খবরে ছানী। غير মুবতাদা ও তার উভয় খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ مِثْلُ لَوْ كَانَ فِيْهِمَا الخ : مثل মুযাফ, لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اٰلِهَةٌ মুরাদুল লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لو হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, فى হরফে জার, هما মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتة-এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هى নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে كان-এর খবরে মুকাদ্দাম। الهة মাওসূফ, الا টি غير অর্থে ব্যবহৃত মুযাফ, الله মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে ইসমে মুয়াখ্খার। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। ل জাওয়াবিয়্যাহ, فسدتا ফে'ল ও تا যমীরে বারেয ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জওয়াব। শর্ত ও জওয়াব মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ وَضَعُفَ فِيْ غَيْرِهٖ : واو হরফে আত্ফ, ضعف ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল, فى হরফে জার, غير মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাই মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, اعراب মুযাফ, سوى মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, سواء মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। النصب খবর, على হরফে জার, الظرف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিরে মুতা'আল্লাকে নিসবত। মুবতাদা তার খবর ও মুতা'আল্লাকে নিসবত মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। على হরফে জার, الاصح সিফাত, المذهب উহ্য মাওসূফ। মাওসূফ ও সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। هذا উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

خَبَرُ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهَا مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا وَاَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ فِىْ نَحْوِ اَلنَّاسُ مَجْزِيُّوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَاِنْ شَرًّا فَشَرٌّ وَيَجُوْزُ فِىْ مِثْلِهَا اَرْبَعَةُ اَوْجُهٍ وَيَجِبُ الْحَذْفُ فِىْ مِثْلِ اَمَّا اَنْتَ مُنْطَلِقًا اِنْطَلَقْتُ اَىْ لِاَنْ كُنْتَ مُنْطَلِقًا-

---

অনুবাদ : خَبَرُ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا (كان ও তার সমগোত্রীয়দের খবর) এমন একটি ইসম, যা এদের (كان ও তার সমগোত্রীয়) প্রবিষ্ট হওয়ার পর মুসনাদ হবে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا., তার অবস্থা মুবতাদা-খবরের অবস্থাদির মতো। معرفة হওয়া অবস্থায় তা (তার ইসমের উপর) মুকাদ্দাম হয়। এর আমিল কখনো বিলোপ করা হয় اَلنَّاسُ مَجْزِيُّوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ اِنْ شَرًّا فَشَرٌّ (মানবজাতি তাদের আমলের প্রতিদান প্রাপ্ত হয়, কর্ম ভাল হলে প্রতিদান ভাল আর কর্ম মন্দ হলে প্রতিদান মন্দ) অনুরূপ তারকীবে। তার একই তারকীবে চারটি প্রক্রিয়া বৈধ। اَمَّا اَنْتَ مُنْطَلِقًا اِنْطَلَقْتَ তথা لِاَنْ كُنْتَ مُنْطَلِقًا (তুমি গমনকারী হবার কারণে আমি চলেছি) অনুরূপ তারকীবে (خبر كان-এর আমিলকে) বিলোপ করা ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী কারীনা দ্বারা এখানেও منه উহ্য রয়েছে। এর মধ্যে واو হরফে আত্ফ, منه খবরে মুকাদ্দাম, خبر كان واخواتها মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার যা منصوبات-এর মধ্যে নবম প্রকার। كان ও তার সমগোত্রীয়দের খবর হলো যাতে এগুলো প্রবেশের পর মুসনাদ হয়। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উক্ত সংজ্ঞাটি অন্যান্য বস্তু তাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদানকারী নয়। যেমন–كَانَ زَيْدٌ اَبُوْهُ قَائِمٌ-এর মধ্যে قائم-এর উপরও সংজ্ঞাটি প্রযোজ্য হয় ; অথচ তা كان-এর খবর নয়। **উত্তর :** دخول দ্বারা উদ্দেশ্য প্রভাব ফেলা। আর তা দু'প্রকার। যথা– لفظى ও معنوى–لفظى (শাব্দিক) প্রভাব হলো এগুলো ইসমকে পেশ বিশিষ্ট ও খবরকে যবর বিশিষ্ট করে দেওয়া। আর معنوى (অর্থগত) প্রভাব হলো খবরকে ইসমের জন্য সাব্যস্ত করা। এখানে كان শব্দটি زيد-এর জন্য قيام اب-কে সাব্যস্ত করে, শুধু قيام-কে নয়। কাজেই قيام اب-এর উপর كان-এর প্রবিষ্ট হওয়া বাস্তবায়িত হবে ; শুধু قيام-এর উপর নয়। এর দ্বারা সংজ্ঞাটিতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় না। উল্লেখ্য যে, مرفوعات-এর মধ্যে كان-এর ইসমকে উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, তা বস্তুত كان ফে'লের ফায়েল। আর كان-এর খবরকে منصوبات-এর আলোচনায় উল্লেখ করার কারণ হলো, এটি كان-এর মাফউল নয় ; বরং মাফউলের সংশ্লিষ্ট। তাই তাকে উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

قَوْلُهُ وَاَمْرُهُ كَاَمْرِ خَبَرِ : كان ও তার সমগোত্রীয় শব্দাবলির খবরের অবস্থা তথা তার প্রকার, শর্ত, বিধিবিধানসমূহ হলো মুবতাদা খবরের অবস্থার মতো। তাই মুবতাদার খবর যেমনিভাবে মুফরাদ, মা'রেফা, নাকেরা, জুমলা বা শিবহে জুমলা হয় ; তেমনিভাবে كان ও তার সমজাতীয় শব্দাবলির খবর ও মুফরাদ, মা'রেফা, নাকেরা, প্রভৃতি হয়ে থাকে। মুবতাদার খবর যেরূপ এক বা একাধিক ও প্রকাশ্য বা উহ্য হয়ে থাকে, كان ও তার সমজাতীয় শব্দাবলীর খবরও তদ্রূপ হয়ে থাকে। মুবতাদার খবরটি জুমলা হওয়া অবস্থায় যেমনিভাবে খবরের মধ্যে এমন একটি যমীর থাকা আবশ্যক যা মুবতাদার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তেমনি كان ও তার সমজাতীয় শব্দবলির খবরটি জুমলা হলে তার মধ্যেও একটি যমীর থাকতে হবে, যা ইসমের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী.।

قَوْلُهُ وَيَتَقَدَّمُ مَعْرِفَةً : أَمْرُهُ كَأَمْرِ خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ এ উক্তি থেকে ইস্তিছনা স্বরূপ মুসান্নিফ (র.) বলেছেন- ويتقدم معرفة মূলোদ্দেশ্য-সমস্ত বিধিবিধানে كان ও তার সমগোত্রীয় শব্দাবলির অবস্থা মুবতাদা খবরের অবস্থার মতো ; কিন্তু একটি বিধানে তার ব্যতিক্রম। আর তা হলো যখন মুবতাদার খবর معرفة হয়, তখন মুবতাদার উপর খবরকে আনয়ন করা নাজায়েজ, যেহেতু উভয়ের ই'রাব একটি রকম হওয়াতে মুবতাদা ও খবর পরিচয়ে সমস্যা দেখা দেয়। পক্ষান্তরে كان ও সমজাতীয়দের খবরটিকে معرفة হওয়া অবস্থায় এদের ইসমের উপর মুকাদ্দাম করা জায়েজ। কারণ, উভয়ের ই'রাব ভিন্ন হওয়াতে اسم ও خبر নির্ণয়ে কোনো সমস্যা দেখা দেয় না। তবে ই'রাব ও কারীনা উভয়টি অনুপস্থিত থাকলে, মিলে যাবার আশংকায় খবরকে ইসমের পূর্বে নেওয়া জায়েজ নেই। যেমন- كَانَ الْفَتٰى هٰذَا -যখন খবর নাকেরায়ে মুখাস্‌সাসা হয়, তখনো كان ও তার সমগোত্রীয়দের খবরকে ইসমের পূর্বে নেওয়া যায়। এতদ্‌সত্ত্বেও শুধু معرفة-কে কেন খাস করা হয়েছে ? তদুত্তরে বলা যায় মা'রেফা বলতে ব্যাপকতা বুঝানো হয়েছে ; চাই হাকীকী মা'রেফা হোক। যথা- كَانَ الْمُنْطَلِقُ زَيْدٌ অথবা হুকমী মা'রেফা হোক। যথা- নাকেরায়ে মুখাস্‌সাসা, তাইতো كَانَ اَفْضَلُ مِنْكَ زَيْدٌ ও كَانَ اَفْضَلُ مِنِّىْ زَيْدٌ উভয় ধরনের দৃষ্টান্ত বৈধ।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ عَامِلُهُ الخ : كان-এর খবরের আমিলকে কখনো বিলোপ করা হয় ; কিন্তু كان-এর সমগোত্রীয়দের খবরের আমিলকে নয়। খবরের আমিল দ্বারা كان উদ্দেশ্য। كان-কে বিলোপ করার সাথে নির্দিষ্ট করা হয়েছে বেশি ব্যবহারের কারণে আর অধিক ব্যবহার সহজতাকে দাবি করে। যেমন- اَلنَّاسُ مَجْزِيُّوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ মূলত এটা كَانَ النَّاسُ مَجْزِيِّيْنَ بِاَعْمَالِهِمْ ছিল। এ দৃষ্টান্তে ঐ তারকীব উদ্দেশ্য যার মধ্যে ان شرطية-এর পরে ইসম ও তার পরে فاء থাকে। অতঃপর فاء-এর পরে অপর একটি ইসম হয়। এতে চার প্রকার ই'রাব বৈধ। যথা- (১) প্রথম খবর নসব ও দ্বিতীয়টি رفع, এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম সুরত। যেমন- اِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ অর্থাৎ اِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَجَزَائُهُ خَيْرٌ (২) উভয় খবর নসব হবে। যথা- اِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا মূলে اِنْ كَانَ عَمَلُهُ خَيْرًا فَكَانَ جَزَائُهُ خَيْرًا (৩) উভয়টি رفع হবে। যথা- اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرٌ অর্থাৎ اِنْ كَانَ فِىْ عَمَلِهِ خَيْرٌ فَجَزَائُهُ خَيْرٌ (৪) প্রথমটি رفع ও দ্বিতীয়টি নসব হবে। যেমন- اِنْ خَيْرٌ فَخَيْرًا অর্থাৎ كَانَ فِىْ عَمَلِهِ خَيْرٌ فَكَانَ جَزَاءُهُ خَيْرًا

উপরোক্ত হাদীস শরীফে كان-এর বিলুপ্তির উপর ان شرطيه হলো কারীনা। কেননা, ان شرطية ইসমের উপর প্রবিষ্ট হয় না এবং তা শর্ত ও জাযাকে চায়। আর শর্ত ফে'ল হয়ে থাকে, ইসম নয়। এখানে যেহেতু ان শর্তিয়্যাহটি ইসমের উপর দাখিল হয়েছে, সেহেতু ফে'ল উহ্য রয়েছে। ফে'লে খাস উহ্য থাকার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া না যাওয়াতে افعال عامه থেকে একটি উহ্য ধরে নেওয়া হয়। আর তা হলো كان ; যদি বলা হয়, এখানে كان-কে কেন تامة মেনে নেওয়া হয়নি ? তাহলে তো خير শব্দটি ফায়েল হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হতো। **উত্তর :** كان ناقصة-এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। অধিক ব্যবহারের উপর প্রয়োগ করা উত্তম। উক্ত দৃষ্টান্তের উহ্য রূপ হবে اِنْ كَانَ عَمَلُهُمْ خَيْرًا فَجَزَائُهُمْ خَيْرٌ وَاِنْ كَانَ عَمَلُهُمْ شَرًّا فَجَزَائُهُمْ شَرٌّ যেমন, হাদীসে নববীতে রয়েছে- اُطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ অর্থাৎ وَلَوْ كَانَ بِالصِّيْنِ ।

قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْحَذْفُ الخ : خبر كان-এর আমিলকে বিলোপ করা এরূপ উদাহরণে ওয়াজিব। ইবারতে উল্লিখিত مثل দ্বারা উদ্দেশ্য এ ধরনের তারকীব, যার মধ্যে كان-কে বিলোপ করত তার পরিবর্তে অন্য বস্তুকে নেওয়া হয়। কারণ, এমতাবস্থায় যদি كان-কে উল্লেখ করা হয়, তাহলে عوض ও معروض عنه একত্রিত হওয়া লাযেম আসবে। আর তা জায়েজ নেই। اما انت মূলত لان كنت ছিল। প্রথমে لام-কে বিলোপ করা হয়েছে। কারণ, اسم تاويلى থেকে لام-কে বিলোপ করা

সম্পর্কে কায়দা রয়েছে। এরপর সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্য كان-কে বিলোপ করত كان-এর যমীরকে মুনফাসিল দ্বারা বদলানো হয়েছে। উহ্য ফে'লের পরিবর্তে 'ما' শব্দকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ما মাসদারিয়া كان-এর মতো কালের উপর বুঝায় বিধায় "ن"-কে ميم-এর মধ্যে ইদগাম করাতে اما انت হয়ে যায়। "ما" শব্দটি كان ফে'লের পরিবর্তে আসাতে كان ফে'লকে বিলোপ করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় অর্থ হবে তুমি গমনকারী হবার কারণে আমি চলেছি।

বিশেষ করে ما শব্দকে বৃদ্ধি করার কারণ : ما শব্দের বৃদ্ধি কুরআনুল কারীমে এসেছে। আল্লাহর বাণী–فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ অধিকন্তু ما শব্দ অর্থ ও আমলগতভাবে كان-এর সমগোত্রীয় ليس-এর সদৃশ। মূল ইবারতে বর্ণিত اما-কে দু'ভাবে পড়া যায়। হামযাকে যবর ও যের যোগে। যের যোগে পঠিত হলে মূলরূপ হবে–اِنْ كُنْتَ مُنْطَلِقًا হামযাকে যবর ও যের যোগে পড়ার মাঝে দু'ধরনের পার্থক্য রয়েছে। শব্দগত পার্থক্য–যের যোগে পঠিত হলে لام বিদ্যমান না থাকাতে বিলুপ্তি প্রশ্ন আসে না। অর্থগত পার্থক্য– من মাসদারিয়্যাহ হওয়া অবস্থায় ফে'লটি ماضى হবে। পক্ষান্তরে ان শর্তিয়্যাহ হওয়ার সময়ে ফে'লটি مستقبل হবে। এখানে দু'ধরনের অবকাশ থাকাতে মুসান্নিফ (র.) اَىْ لِاَنْ اِنْطَلَقْتَ كُنْتَ اَوْ اِنْ كُنْتَ বলা উচিত ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও সংক্ষিপ্ততার উদ্দেশ্যে প্রসিদ্ধতম অবস্থাকে উল্লেখ করেছেন। একটি আপত্তি উত্থাপিত হয়– لان كنت ছয় হরফ বিশিষ্ট, اما انت সাত হরফ বিশিষ্ট এবং ان كنت পাঁচ হরফ বিশিষ্ট। আমরা মেনে নিতে পারি না যে, সংক্ষিপ্ত করণার্থে كان-কে বিলোপ করা হয়েছে। প্রত্যুত্তরে বলা যায় لان كنت ও ان كنت-এর তুলনায় اما انت-এর উচ্চারণ অধিকতর সহজ। কেননা, এতে ইদগাম ও হরফে শফতী মীম বিদ্যমান, যা উচ্চারণে সহজ।

তারকীব : قَوْلُهُ خَبَرُ كَانَ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ الخ : خبر মুযাফ, كان মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, اخوات মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। خبر মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। منهما উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। هو মুবতাদা, المسند-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ব্যবহৃত মাওসূল। مسند শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بعد মুযাফ, دخول মাসদার মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। بعد মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। المسند শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। الاسم উহ্য মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا : مثل মুযাফ, كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا মুরাদুল্ লফয্ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। كان ফে'লে নাকেস, زيد তার ইসম, قائما শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল। শিবহে ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে খবর। كان ফে'লে নাকেস-তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, امر মুযাফ, ہ যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। ل হরফে জার, امر মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, يتقدم ফে'ল, যমীর هو যুলহাল, معرفة হাল। যুলহাল ও হাল মিলে ফায়েল, يتقدم ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। واو হরফে আত্‌ফ, قد তাকলীলের জন্য, يحذف ফে'ল, عامل মুযাফ, ہ মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে নায়েবে ফায়েল, فى হরফে জার, نحو মুযাফ, اَلنَّاسُ مَجْزِيُّوْنَ

মুরাদুল লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يحذف ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ।

قَوْلُهٗ اَلنَّاسُ مَجْزِيُّوْنَ الخ : الناس মুবতাদা, مجزيون শিবহে ফে'ল, যমীর هم নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, اعمال মুযাফ, هم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مجزيون শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। ان হরফে শর্ত, خيرا খবর হয়েছে উহ্য كان ফে'লের, كان ফে'লে নাকেস, উহ্য عمل মুযাফ, هم মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে তার ইসম। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, خير খবর। جزائهم উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। ان হরফে শর্ত, شرا উহ্য كان ফে'লের খবর। كان ফে'লে নাকেস, عملهم তার উহ্য ইসম। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, شر খবর। جزائهم উহ্য মুবতাদা, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে ইস্তীনাফ, يجوز ফে'ল, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। اربعة মুযাফ, اوجه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে ফায়েল, يجوز ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, يجب ফে'ল, الحذف ফায়েল, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, اَمَّا اَنْتَ مُنْطَلِقًا মুরাদুল লফয মুবদালে মিনহু, اى হরফে তাফসীর, لان كنت বদলে কুল। মুবদাল মিনহু ও বদল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يجب ফে'ল-তার ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَمَّا اَنْتَ مُنْطَلِقًا الخ : اما -এর মধ্যে ان মাওসূলে হরফী, ما ফে'লে নাকেসের পরিবর্তে ব্যবহৃত, انت উহ্য كان-এর ইসম। منطلقا তার খবর। উহ্য كان তার ইসম ও খবর মিলে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও তার সেলাহ মিলে বতাবীলে মুফরাদ উহ্য لام হরফে জারের মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। انطلقت ফে'ল, تاء যমীর ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। لام হরফে জার, ان মাওসূলে হরফী, كنت ফে'লে নাকেস, تاء যমীরে বারেয তার ইসম, উহ্য منطلقا তার খবর। كنت তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূলে হরফী ও সেলাহ মিলে মাজরূর।জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব হয়েছে انطلقت-এর সাথে। انطلقت ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ।

اِسْمُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُوْلِهَا مِثْلُ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُوْلِهَا يَلِيْهَا نَكِرَةً مُضَافًا اَوْ مُشَبَّهًا بِهٖ مِثْلُ لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا وَلَاعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا لَكَ فَاِنْ كَانَ مُفْرَدًا فَهُوَ مَبْنِىٌّ عَلٰى مَايُنْصَبُ بِهٖ وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً اَوْ مَفْصُوْلًا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ لَا وَجَبَ الرَّفْعُ وَالتَّكْرِيْرُ وَمِثْلُ قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَا حَسَنٍ لَهَا مُتَاَوَّلٌ-

---

অনুবাদ : اِسْمُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا তা এমন একটি ইসম, যা এদের (ان ও তার সমজাতীয়দের) প্রবেশের পর مسند اليه হয়। যেমন- اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ (নিশ্চয়ই যায়েদ দণ্ডায়মান)।

اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ ঐ ইসম, যা لا প্রবিষ্ট হবার পর مسند اليه হয়, এমতাবস্থায় যে, لا-এর সংশ্লিষ্ট ইসমটি নাকেরা مضاف অথবা مشابه مضاف হয়। যেমন- لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا (ঘরে কোনো পুরুষের চাকর চালাক নেই), لَاعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا لَكَ (তোমার বিশ দিরহাম নেই)। যদি اسم টি مفرد হয়, তাহলে আলামতে নসবের উপর মাবনী হবে। আর যদি معرفة হয় অথবা উক্ত لا ও তার ইসমের মাঝে পার্থক্যকারী শব্দ থাকে, তাহলে رفع ও لا কে অন্য একটি ইসমসহ পুনরুল্লেখ করা আবশ্যক হবে। قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَاحَسَنٍ لَهَا (এই বড় সমস্যা, যার জন্য হযরত আলী (র.)-এর মতো কোনো মানুষ নেই) অনুরূপ দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণকৃত।

ব্যাখ্যা : ان ও তার সমগোত্রীয়দের ইসম মানসূবাতের দশম প্রকার। এ শব্দগুলো প্রবেশ করার পর যে ইসমটি مسند اليه হয়, তা এখানে উদ্দেশ্য নয়। যেমন- اِنَّ زَيْدًا اَبُوْهُ قَائِمٌ কাজেই اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ-এর মধ্যস্থিত ابوه-এর দ্বারা উক্ত সংজ্ঞাতে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয় না। এখানে ان (যের যোগে)-কে পূর্বে নেওয়া হয়েছে, অথচ ان (যবর যোগে) কে সর্বাগ্রে নেওয়া উচিত ছিল। কেননা, এ সব হরূফের আমল ফে'লের সাথে সাদৃশ্যতার করণে হয়। আর ফে'লের সাথে ان المكسورة-এর চেয়ে ان المفتوحة -এর অধিক সদৃশতা রয়েছে। কারণ, ফে'লের আসল তথা ماضى-এর সাথে প্রথমাক্ষর ও শেষাক্ষর যবর হবার ক্ষেত্রে সদৃশতা রয়েছে। যেমন- مد-এর ওযনে ان পক্ষান্তরে ان المكسورة ফে'লের শাখা তথা امر-এর সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে। তদুপরি ان المكسورة কে মুকাদ্দাম করার কারণ এটা জুমলার অর্থকে পরিবর্তন করে না। আর ان المفتوحة টি জুমলার অর্থকে পরিবর্তন করে। স্বতঃসিদ্ধ যে, পরিবর্তন হওয়াটা আসলের বিপরীত।

قَوْلُهٗ اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ الخ : আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এখানে اسم لا التى لنفى الجنس না বলে المنصوب بلا التى لنفى الجنس বলার হেতু, لا-এর اسم সর্বদা মানসূব হয় না যদি اسم لا বলা হতো, তাহলে এ সন্দেহের সৃষ্টি হতো যে, لا-এর ইসম সর্বাবস্থায় মানসূব হয়। এ সন্দেহ অপনোদনে তিনি المنصوب بلا الخ বলেছেন।

قَوْلُهٗ اَلْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهَا الخ : اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِى لِنَفْىِ الْجِنْسِ ঐ اسم যা لا প্রবেশের পর مسند اليه হয় এবং لا-এর পরে পার্থক্যকারী ব্যতীত পতিত হয়। এমতাবস্থায় যে, ঐ مسند اليه টি نكره مضاف বা مشابه مضاف হয়, এখানে بعد دخولها শর্ত দ্বারা সকল مسند اليه বের হয়ে গেছে। কারণ, لا প্রবেশের পর উহা থেকে কোনোটিও নয়। যদিও لا التى لنفى الجنس-এর ইসমের সংজ্ঞা هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ بَعْدَ دُخُوْلِهَا বললে সাধারণত مسند اليه যথেষ্ট হয়, তবে এখানে যেহেতু ঐ ইসম উদ্দেশ্য যা মানসূব হয়, সেহেতু উক্ত বর্ণনার পর يَلِيْهَا نَكِرَةً مُضَافًا الخ

ইবারতকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি يليها نكرة مضافا او مشبهابه থেকে প্রত্যেকটি المسند اليه -এর মধ্যস্থিত ه যমীরে মাজরূর মুত্তাসিল থেকে حال পতিত হয়েছে। তখন এগুলো احوال مترادفة হবে অথবা المسند اليه-এর ه যমীর থেকে يليها পদটি حال হয়েছে এবং يليها-এর উহ্য যমীর থেকে বাকি অংশ حال হয়েছে বিধায় এগুলোকে احوال متداخلة বলা হয়।

قَوْلُهُ لَاغُلَامَ رَجُلٍ الخ : نكرة مضاف -এর উদাহরণে যা لا -এর সাথে সম্পৃক্ত হয়–لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ فِيْهَا আর যে نكره مشابه مضاف –لا-এর সাথ সম্পৃক্ত হয়, তার উদাহরণ لَا عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا لَكَ

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَتْ مُفْرَدًا الخ : যদি لا-এর ইসমটি مفرد হয়, তবে আলামতে নসবের উপর মাবনী হবে, এখানে مفرد দ্বারা উদ্দেশ্য مضاف বা مشابه مضاف না হওয়া। কাজেই مثنى ও جمع এ হুকুমের আওতায় রয়েছে। যেমন–لَارَجُلَ فِى الدَّارِ، لَا مُسْلِمَاتٍ فِى الدَّارِ، لَامُسْلِمَيْنِ وَلَامُسْلِمِيْنَ لَكَ মানবী হওয়ার কারণ– উক্ত مفرد টি من-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, لَارَجُلَ فِى الدَّارِ-এর অর্থ لَامِنْ رَجُلٍ فِى الدَّارِ এই من-এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করার হেতু হলো এটা প্রকৃতপক্ষে هَلْ مِنْ رَجُلٍ فِى الدَّارِ-এর জবাবে বলা হয়েছে। অতঃপর من-কে বিলোপ করা হয়েছে। আলামতে নসবের উপর মাবনী হয়েছে হরকতসমূহের মধ্যে নসব اَخَفُّ الْحَرَكَاتِ (সহজর হরকত) হবার কারণে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ مَعْرِفَةً الخ : যদি لا-এর ইসমটি معرفة হয় এবং উক্ত لا ও اسم-এর মাঝখানে পার্থক্যকারী পতিত হোক বা না হোক, চাই مضاف বা مشابه مضاف হোক কিংবা না হোক। অথবা ইসমটি এমন نكرة হয়, যার মাঝখানে এবং لا-এর মাঝে অন্য কোনো পার্থক্যকারী শব্দ হয়, এমতাবস্থায় لا-এর ইসমটি মুবতাদা হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে আর لا-কে অন্য একটি ইসমসহ পুনরুল্লেখ করা ওয়াজিব হবে। এখানে মোট ছয়টি সুরত রয়েছে।

১. معرفة، مضاف ও مفصول -এর উদাহরণ– لَا فِى الدَّارِ غُلَامُ زَيْدٍ وَلَا عَمْرٍو
২. معرفة، غير مضاف ও مفصول -এর উদাহরণ– لَا فِيْهَا زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو
৩. معرفة، مضاف ও غير مفصول -এর উদাহরণ– لَا غُلَامُ زَيْدٍ فِى الدَّارِ وَلَاعَمْرٌو
৪. معرفة، غير مفصول ও غير مضاف -এর উদাহরণ– لَا زَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا عَمْرٌو
৫. نكرة، مضاف ও مفصول-এর উদাহরণ– لَا فِيْهَا غُلَامُ رَجُلٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ
৬. نكرة، غير مضاف ও مفصول -এর উদাহরণ– لَا فِيْهَا رَجُلٌ وَلَا اِمْرَأَةٌ

উল্লেখ্য যে, এ ছয়টি সূরতে لا-এর ইসমটি মুবতাদা হওয়ার ভিত্তিতে পেশ বিশিষ্ট হবে। কারণ, لا টি صفة نكرة কে নসব দেওয়ার জন্য গঠিত। ফলে তা معرفة -এর মধ্যে আমল করতে অক্ষম। আর مفصول অবস্থায় "لا" আমল করতে অক্ষম হবার কারণ হলো তা দুর্বল আমিল, যা বিছিন্ন অবস্থায় আমল করতে পারে না। আর تكرار معرفة তথা "لا" অন্য একটি ইসমসহ মা'রেফা অবস্থায় দ্বিতীয়বার নেওয়ার কারণ- لا মূলতঃ نفى جنس-এর জন্য আসে। আর جنس-এর মধ্যে (تعداد) বহুসংখ্যক হয় ; কিন্তু মা'রেফর মধ্যে তা হয় না। ফলে جنس-এর স্থলাভিষিক্ত করার লক্ষ্যে মা'রেফাকেও تكرار নেওয়া হয়েছে। مفصول অবস্থায় تكرار নেওয়ার কারণ হলো তা اَفِيْهَا رَجُلٌ اَمْ اِمْرَأَةٌ -এর জবাবে এসেছে। প্রশ্ন মোতাবেক হবার জন্য তাকরার নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ مِثْلُ قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَا حَسَنٍ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। যা মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি–وان كان معرفة وجب الرفع والتكرير-এর উপর আরোপিত হয়। প্রশ্নের বিবরণ– তিনি বলেছেন, যখন উক্ত মুসনাদ ইলাইহ معرفة হয়, তখন رفع ও لا কে পুনরুল্লেখ করা ওয়াজিব। لَا اَبَا حَسَنٍ لَهَا -এর মধ্যে ابا حسن টি معرفة হয়েছে। কারণ, এটি মুশকিল কুশা হযরত আলী মুরতযা (রা.)-এর কুনিয়ত। আর কুনিয়ত معرفة -এর অন্তর্ভুক্ত। এতদসত্ত্বেও مرفوع হয়নি ; বরং منصوب হয়েছে। মানসূব হবার প্রমাণ হলো, اب টি اسماء ستة مكبرة-এর একটি ; যার মধ্যে নসব অবস্থায় আলিফ হয়ে থাকে। আবার لا-এর পুনরুল্লেখও হয়নি বিধায় উপরোক্ত কায়দা সঠিক রইল না। **উত্তর** : উপরোক্ত উক্তির মধ্যে اَبَا حَسَنٍ

বিশ্লেষণ মূল নাকেরা ; তাতে দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমত: মুযাফ উহ্য থাকা অবস্থায় মূল ইরাবত হবে لَا مِثْلَ أَبِى حَسَنٍ لها মুযাফকে বিলুপ্ত করত: মুযাফ ইলাইহকে তদস্থলে স্থাপন করা হয়েছে। মুযাফের ই'রাব তথা নসবটি মুযাফ ইলাইহকে দেওয়াতে لا ابا حسن হয়ে যায়। আর مثل শব্দ যেহেতু অস্পষ্টতায় নিমজ্জিত, সেহেতু মা'রেফার দিকে মুযাফ হওয়া সত্ত্বেও নাকেরা রয়ে গেল। দ্বিতীয়ত: ابا حسن -এর মুয়াওয়াল به হলো فيصل ; এটি حيدر -এর ওযনে فاصل -এর অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ- فَاصِلٌ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ আর لا ابا حسن -এর অর্থ لا فيصل ; এটা لافيصل-এর স্থলাভিষিক্ত হওয়াতে نكره مفرد হয়েছে। তাই এটা রফা' হবার প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত কোনোটিতে প্রবেশ করেনি। হযরতে ফারূকে আযম (রা.) কোনো এক ঘটনার প্রেক্ষিতে মুশকিল কুশা হযরত আলী (রা.) সম্পর্কে বলেছিলেন- قَضِيَّةٌ وَلَا أَبَا حَسَنٍ - لَهَا - فضية -এর অর্থ হলো حَادِثَةٌ عَظِيْمَةٌ অর্থাৎ বড় দুর্বিপাক, মহা বিপদ, উহ্য هذه মুবতাদার খবর হয়েছে। মর্মার্থ হলো যে, এটা এমন বিপদ, যে ক্ষেত্রে ফয়সালা দেবার জন্য হযরত আলী (রা.)-এর মতো মাহাত্ম্য বিদ্যমান নেই। তা এ জন্য বলেছেন যে, তিনি সমস্যা সমাধানে বড়ই পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে মুশকিল কুশা বলার অপর একটি কারণ এই যে, রাসূলে কারীম ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন- أَقْضَكُمْ عَلِيٌّ (رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফয়সালা দানকারী ব্যক্তি হযরত আলী (রা.)। মুসান্নিফ (র.) مثل قضية الخ উল্লেখ করত প্রত্যেক ঐ তারকীব উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যার মধ্যে مسند اليه বাহ্যিকভাবে معرفة হবে ; কিন্তু مرفوع ও مكرر নয়। যেমন, হাদীস শরীফে রয়েছে- إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ এতে قيصر রোমের বাদশাহ্‌র উপাধি। আর উপাধি معرفة-এর অন্তর্ভুক্ত হয় বিধায় তা معرفة হবার পরও مرفوع - مكرر কিছুই হয়নি। আরববাসীদের প্রবাদে আছে لَاهَيْثَمَ اللَّيْلَةَ لِلْمطى এ দৃষ্টান্তে هيثم একজন চোরের নাম হওয়া সত্ত্বেও পেশ বিশিষ্ট এবং অন্য একটি لا-এর পুনরুল্লেখ হয়নি। هيثم ও قيصر শব্দদ্বয়ে উপরোল্লিখিত দু'টি ব্যাখ্যা করা যাবে। মূল কথা لا قضية أَبَاحَسَنٍ لَهَا-এর মধ্যে حسن শব্দ আলিফ-লাম ব্যতীত ব্যবহৃত হয়েছে। নাম দ্বারা প্রসিদ্ধ গুণ (وصف) উদ্দেশ্য নেওয়া হলে, তা আলিফ-লাম থেকে মুক্ত থাকে। নাকেরা বানিয়ে তাতে তানবীনে তানকীর সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

তারকীব : قَوْلُهُ اِسْمُ اِنَّ وَاَخَوَاتِهَا هُوَ الْمُسْنَدُ اِلَيْهِ الخ : اسم মুযাফ, ان মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, اخوات মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। اسم মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খর। ومنها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। هو মুবতাদা, المسند-এর মধ্যে الف لام টি الذى অর্থে ব্যবহৃত ইসমে মাওসূল। مسند শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, الى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। دخول মুযাফ, بعد মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। مسند শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্‌ব ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবাতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। مثل মুযাফ, ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল, زيدا তার ইসম, قائم শিবহে ফে'ল ও যমীর هو ফায়েল মিলে খবর। ان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ اَلْمَنْصُوْبُ بِلَا الَّتِىْ لِنَفْيِ الْجِنْسِ : المنصوب -এর মধ্যে الف لام টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল, منصوب শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, لا মাওসূফ, التى ইসমে মাওসূল, لام হরফে জার, نفى মুযাফ, الجنس মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثبتت-এর সাথে। ثبتت উহ্য ফে'ল, যমীর هى ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। لا মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। المنصوب শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। উহ্য الاسم মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার। ومنها উহ্য খবরে মুকাদ্দাম, মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ, هو মুবতাদা, المسند-এর মধ্যে الف لام টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল, مسند শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল,

الى হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। بعد মুযাফ, دخول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। ها যুলহাল, يلى ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল, ها মাফঊলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুযাফ ইলাইহ। دخل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। بعد মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ্, نكرة মাওসূফ, مضافا মা'তূফ আলাইহ, او হরফে আত্ফ, مشبها শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مشبها শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে দ্বিতীয় হাল। مسند শিব্হে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্ব ও মাফঊলে ফীহ মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ مِثْلُ لَاغُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ الخ : مثل মুযাফ, لَا غُلَامَ الخ মুরাদুল লফয মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لاعشرين الخ মা'তূফ। মা'তূফ ইলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لا নফী জিনসের জন্য, غلام মুযাফ, رجل মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে لا-এর ইসম। ظريف খবরে আউওয়াল, فى হরফে জার, ها যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে ছানী। لا তার ইসম ও খবরদ্বয় মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لا নফী জিন্সের জন্য, عشرين মুমায়্যায, درهما তামঈয। মুমায়্যায ও তামঈয মিলে لا-এর ইসম। لام হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে لا-এর খবর, لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فاء তাফসীলের জন্য, ان হরফে শর্ত। كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, مفردا তার খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযাইয়্যাহ, هو মুবতাদা, مبنى শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার। ما মাওসূলা, ينصب ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ينصب ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। مبنى শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্ব মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, ان হরফে শর্ত, كان ফে'লে নাকেস, যমীর هو তার ইসম, معرفة মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্ফ, مفصولا শিব্হে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, بين মুযাফ, ه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, بين মুযাফ , لا মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মাফঊলে ফীহ। مفصولا শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে كان-এর খবর। كان তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। وجب ফে'ল, الرفع মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, التكرير মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ফায়েল। وجب ফে'ল ও তার ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, مثل মুযাফ, قضية الخ মুরাদুল লফ্য মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, متأول খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইস্মিয়্যাহ।

قَوْلُهُ قَضِيَّةٌ وَلَا اَبَاحَسَنٍ لَهَا الخ : قضية -এর পূর্বে هذه উহ্য মুবতাদা, قضية খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইস্মিয়্যাহ. واو হরফে আত্ফ, لا নফী জিন্সের জন্য, ابا মুযাফ, حسن মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে لا-এর ইসম, لام হরফে জার, ها মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে لا-এর খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইস্মিয়্যাহ।

وَفِىْ مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ خَمْسَةُ اَوْجُهٍ فَتْحُهُمَا وَفَتْحُ الْاَوَّلِ وَنَصْبُ الثَّانِىْ وَ رَفْعُهُ وَرَفْعُهُمَا وَ رَفْعُ الْاَوَّلِ عَلٰى ضُعْفٍ وَفَتْحُ الثَّانِىْ وَاِذَا دَخَلَتِ الْهَمْزَةُ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ وَمَعْنَاهَا الْاِسْتِفْهَامُ وَالْعَرْضُ وَالتَّمَنِّىْ وَنَعْتُ الْمَبْنِىْ اَلْاَوَّلُ مُفْرَدًا يَلِيْهِ مَبْنِىٌّ وَمُعْرَبٌ رَفْعًا وَنَصْبًا مِثْلُ لَارَجُلَ ظَرِيْفٌ وَظَرِيْفَ وَظَرِيْفًا وَاِلَّا فَالْاِعْرَابُ-

---

অনুবাদ : আর لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ অনুরূপ তারকীবের মধ্যে পাঁচটি প্রক্রিয়া রয়েছে। এক. উভয় ইসমকে ফাত্হ দেওয়া, দুই. প্রথমটিকে ফাত্হ দেওয়া ও দ্বিতীয়টিতে নসব (দু'যবর) দেওয়া, তিন. দ্বিতীয়টিকে রফা' (প্রথমটিকে ফাত্হ), চার. উভয়টিকে রফা', পাঁচ. প্রথমটিকে রফা', এটা দুর্বল উক্তি মতে এবং দ্বিতীয়টিকে ফাত্হ দেওয়া। যখন হামযা প্রবেশ করবে, তখন আমল পরিবর্তন হবে না। "হামযা" এর অর্থ (কখনো) استفهام، عرض ও تمنى হয়। (لا-এর) ইসমে মাবনীর প্রথম সিফাত সম্পৃক্ত مفرد অবস্থায় মাবনী হয় আর মু'রাব হয় পেশ ও যবর অবস্থায়। যেমন– لَارَجُلَ ظَرِيْفٌ ظَرِيْفَ ظَرِيْفًا নতুবা উহা মু'রাব হবে।

ব্যাখ্যা : সর্বজনমান্য গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) وَفِىْ مِثْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ الخ উক্তি দ্বারা এমন তারকীবের হুকুম বর্ণনা করতেছেন, যার কিছু প্রক্রিয়ায় لا টি نفى جنس-এর জন্য, কিছু স্থানে অতিরিক্ত হিসেবে, আবার কিছু স্থানে مشابه بليس হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূলত: এমন তারকীব উদ্দেশ্য, যাতে لا لنفى الجنس আত্ফ হিসেবে পুনরুল্লিখিত এবং উভয়টির ইসম পৃথককারী ব্যতীত نكرة مفردة হয়। এরূপ তারকীবে উচ্চারণগত পাঁচটি ফাত্হ দেওয়া হবে, তখন দু'ধরনের অবকাশ রাখে। হয়তো উভয় স্থানে لا টি نفى جنس-এর জন্য হবে। অথবা প্রথমস্থানে نفى جنس ও দ্বিতীয় স্থানে অতিরিক্ত। আর যখন উভয় জায়গায় রফা' দেওয়া হবে, তখন তিন ধরনের অবকাশ রাখে। হয়ত উভয়টি نفى جنس -এর জন্য হবে; কিন্তু আমলগত বেকার হবে, অথবা উভয়টি ليس-এর অর্থে হবে কিংবা প্রথম স্থানে ليس-এর অর্থে ও দ্বিতীয় স্থানে অতিরিক্ত। যখন প্রথম ইসমকে ফাত্হ ও দ্বিতীয় ইসমকে রফা' দেওয়া হবে, তখন দ্বিতীয় স্থানে لاটি অতিরিক্ত অথবা ليس-এর অর্থে হবে। মোট সাতটি প্রক্রিয়া বের হয়।

* لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-এর পাঁচ প্রকার ই'রাব। **প্রথম অবস্থা :** উভয় ইসমে নাকেরা মাবনী হিসেবে ফাত্হ বিশিষ্ট হবে, উভয় لا নফী জিন্সের জন্য হওয়ার প্রেক্ষিতে। যেমন–لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ এতে যখন عطف المفرد على المفرد হবার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন পুরো ইবারত হবে- لَاحَوْلَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا قُوَّةَ عَلَى الطَّاعَةِ مَوْجُوْدَانِ اِلَّا بِاللّٰهِ এখানে حول শব্দের উপর قوة -এর আত্ফ এবং উভয়ের খবর موجودان - একটি প্রশ্ন জাগে, উভয় ইসমের একটি খবর হওয়া শুদ্ধ নয়। কেননা, একটি معلول-এর উপর দু'টি স্বতন্ত্র علة একত্রে হওয়া বৈধ নয়। বস্তুত আমিল স্বতন্ত্র علة হয়ে থাকে। **উত্তর :** সদৃশতার কারণে উভয় لا একই আমিলের হুকুমে হয়ে থাকে। কাজেই নিষিদ্ধতা আবশ্যক হয় না। যথা– اِنَّ زَيْدًا وَاِنَّ عَمْرًوا قَائِمَانِ অথবা عطف الجملة على الجملة হতে পারে। এভাবে যে, প্রথম لا-এর খবর ثابت/ موجود আর দ্বিতীয় لا-এর খবর ثابت/ موجود উহ্য রয়েছে। যেমন–

(ক) لَا حَوْلَ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ثَابِتٌ بِاِمْدَادِ اَحَدٍ اِلَّا بِاِمْدَادِ اللّٰهِ

(খ) وَلَاقُوَّةَ عَلَى الطَّاعَةِ ثَابِتٌ بِاِمْدَادِ اَحَدٍ اِلَّا بِاِمْدَادِ اللّٰهِ

দ্বিতীয় অবস্থা : উভয় اسم মুবতাদা হিসেবে পেশ বিশিষ্ট হবে। এ ক্ষেত্রে لا তার আমল থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সে لا। টি اَبِغَيْرِ اللّٰهِ حَوْلٌ وَقُوَّةٌ -এর জবাবে প্রশ্নানুযায়ী পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন– لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةٌ اِلَّا بِاللّٰهِ

তৃতীয় অবস্থা : প্রথম ইসমটিতে فتح (এক যবর) হবে نفي جنس-এর اسم হিসেবে আর দ্বিতীয়টিতে نصب (দু'যবর) হবে। এতে لا টি زائده হবে এবং قوة টি حول-এর উপর আত্ফ হবে। যেমন— لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً اِلَّا بِاللّٰهِ

চতুর্থ অবস্থা : প্রথমটিতে فتح (এক যবর) আর দ্বিতীয়টিতে رفع (দু'পেশ) হবে। এমতাবস্থায় প্রথম لا টি نفي الجنس-এর হবে আর দ্বিতীয়টি زائده হিসেবে تاكيد অর্থে আসবে এবং قوة টি حول-এর محل-এর উপর আত্ফ হয়ে ابتداء -এর ভিত্তিতে পেশ বিশিষ্ট হবে। যথা— لَا حَوْلَ وَلَاقُوَّةٌ اِلَّا بِاللّٰهِ

উল্লেখ্য যে, এ তিন অবস্থায়ও প্রথমটির মতো এক জুমলা বা দু'জুমলা হতে পারে।

পঞ্চম অবস্থা : প্রথমটিতে رفع (দু'পেশ) এবং দ্বিতীয়টিতে فتح (এক যবর) এমতাবস্থায় প্রথম "لا" টি ليس-এর অর্থ হবে আর দ্বিতীয় "لا" টি نفي جنس-এর হবে। এটি অত্যন্ত দুর্বল সুরত। কেননা, لا-بمعنى ليس-এর আমল খুবই স্বল্প। যথা— لَا حَوْلٌ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ; এতে তারকীবের বেলায় এক জুমলা হওয়া অসম্ভব। কেননা, لالنفي الجنس-এর খবর হয় رفع বিশিষ্ট আর بمعنى ليس لا-এর খবর হয় نصب বিশিষ্ট। ফলে مفرد কে مفرد-এর উপর আত্ফ করা অবস্থায় উভয়ের খবর একটি হবে তখন একটি ইসম একই সময় দু'রকম ই'রাবের মাধ্যমে معرب হওয়া লাযেম হয়, যা অসম্ভব। তাই একটি বাক্য না হয়ে দু'টি বাক্যই হবে। যথা—

لَاحَوْلٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ ثَابِتٌ بِاِمْدَادِ اَحَدٍ اِلَّا بِاِمْدَادِ اللّٰهِ وَلَاقُوَّةَ عَلَى الطَّاعَةِ ثَابِتٌ بِاِمْدَادِ اَحَدٍ اِلَّا بِاِمْدَادِ اللّٰهِ -

همزة প্রবেশ করলে لا-এর আমল বাতিল হবে কি না ? : لا لنفي الجنس -এর উপর همزة প্রবেশ করলে তার আমল বাতিল হবে না ; বরং আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। চাই لا-এর ইসম মাবনী হোক বা মু'রাব হোক। وَاِذَا دَخَلَتْ الخ এবারত দ্বারা মুসান্নিফ (র.) এমন একটি সন্দেহ বিদূরীত করেছেন, যা উপরোক্ত চতুর্থ পদ্ধতি থেকে সৃষ্ট। উক্ত অবস্থায় لا টি مُلْغٰى عَنِ الْعَمَلِ হবার আলোচনা ছিল। কোনো সন্দেহ পোষণকারী ধারণা করতে পারে, যেরূপ لا টি হরফে জার প্রবিষ্ট হবার কারণে ملغى عن العمل হয়। যথা— جِئْتُ بِلَامَالٍ ; তদ্রূপ همزة استفهام প্রবেশের কারণে বাতিল হবে। এ সন্দেহ অপনোদন করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) বলেছেন, لا -এর উপর همزة استفهام প্রবেশ করলে আমল পরিবর্তন হয় না। কেননা, همزة استفهام কোনো আমিলের আমলকে পরিবর্তনকারী নয়। পক্ষান্তরে হরফে জার প্রবিষ্ট হবার পর لا-এর আমলকে বাতিল করে। কারণ, لا-এর আমল إن-এর সদৃশতার কারণে ছিল إن-এর জন্য বাক্যের শুরুতে হওয়া আবশ্যক। لا-এর জন্যও তা আবশ্যক। হরফে জার প্রবেশের কারণে لا টি বাক্যের শুরুতে হওয়া দূর হয়ে যায়। তখন তা সেটি জার ও মাজরূরের মাঝখনে পতিত হয়ে যায় বিধায় সদৃশতা অক্ষুণ্ন থাকে না। কাজেই আমল বাতিল হয়ে যায়। অপর পক্ষে همزة استفهام-এর দ্বারা বাক্যের শুরুতে (صدارة كلام) হওয়া ফওত হয় না। همزة স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্যের উপর প্রবেশ করে। যথা— اَلَا رَجُلَ فِى الدَّارِ এতে همزة استفهام-এর জন্য বাক্যের শুরুতে হওয়া (صدارة كلام) বহাল রয়েছে। কেননা, তা لَارَجُلَ فِى الدَّارِ জুমলার শুরুতে হয়েছে। সম্মানিত গ্রন্থকারের وَاِذَا دَخَلَتِ الْهَمْزَةُ الخ এ উক্তিটি অন্য একটি সন্দেহকে দূর করার জন্য হতে পারে। আর তা হলো لنفي الجنس لا টি বাহ্যিক ও উদ্দেশ্যগত উভয় দিক থেকে نفي-এর জন্য ব্যবহৃত। لا টির উপর همزة দাখিল হলে تمنى ও عرض -এর অর্থ সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় বর্তমানকার نفي হয় ; উদ্দেশ্যের نفي হয় না। যেমন— اَلَا تَنْزِلُ عِنْدِىْ তুমি কি অবতরণ হয়ে আমার কাছে আসছ না ? অনুরূপভাবে اَلَا مَاءً اَشْرَبُهٗ পানি কি নেই যাতে আমি পান করি। উদ্দেশ্য— আমি পান করার পানি আছে কি ? যদিও বাহ্যিকভাবে নফী পাওয়া যায় ; কিন্তু উদ্দেশ্যগতভাবে তা নেই। বুঝা যায় همزة প্রবেশ করার কারণে নফী বাতিল হয়ে যায়। لامشابه بليس-এর নফী বাতিল হয়ে গেলে আমলও বাতিল হয়ে যাবে ; অথচ মুসান্নিফ (র.) বলতেছেন همزة প্রবেশ করলে আমল বাতিল হবে না। কেননা, নফী সর্বদিক থেকে দূর হয় না ; বরং বাস্তবে নফী অবশিষ্ট থাকে। তাইতো গ্রন্থাকার এ সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছেন।

لا -এর উপর প্রবেশকারী همزة استفهام কি কি অর্থে ব্যবহৃত : همزة استفهام কখনো استفهام অর্থে বহাল থাকে। اَلَا رَجُلَ فِى الدَّارِ কখনো عرض অর্থে। যথা— نُزُوْلٌ عِنْدِىْ আহ ! আমার কাছে অবতরণ হতো। কখনো تمنى অর্থে। যথা— اَلَا مَاءً اَشْرَبُهٗ আহ্ ! পানি থাকলে আমি তা পান করতাম।

عرض ও تمنى-এর মধ্যকার পার্থক্য : تمنى ও عرض-এর মধ্যে দু'ধরনের পার্থক্য রয়েছে। প্রথমত عرض সম্বোধিত ব্যক্তিকে চায়, যাতে তার থেকে প্রার্থনা করে। تمنى সম্বোধিত ব্যক্তিকে চায় না। তাইতো কখনো মানুষ নির্জনে বলে থাকে ليت لى ماء اشربه । দ্বিতীয়ত عرض-এর মধ্যে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য উপকার নিহিত থাকা জরুরি। পক্ষান্তরে تمنى-এর মধ্যে তা প্রয়োজন নেই। কেননা, تمنى অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থে হয়ে থাকে।

همزة-কে তিন অর্থে সীমাবদ্ধ করার কারণ : لا-এর উপর همزة প্রবেশ করলে হামযাটি عرض, تمنى ও استفهام এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। মান্যবর মুসান্নিফ (র.) হামযাকে তিনটি অর্থে সীমাবদ্ধ করার কারণ কি ?
উত্তর : এ তিনটির ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে বিধায় বিশেষভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম সায়রাফী'র মতে হরফে নফীর উপর همزة استفهام প্রবেশ করলে শুধুমাত্র استفهام-এর অর্থ প্রদান করে না। ইমাম আন্দুলূসী'র মতে হামযা عرض-এর জন্য হলে, لا-এর সাথে মিলে যরফে তাখ্সীস হয়ে যায়। এ কারণে তার পরবর্তী ইসমকে নসব প্রদান করা ওয়াজিব। কেননা, এ সময় তা ফে'লের সাথে বিশেষিত হরূফের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ইমাম সীবওয়াইহ্ বলেছেন– হামযা تمنى অর্থে ব্যবহৃত হলে لا-এর অর্থ এভাবে পরিবর্তন হয়ে যায় যে, তার জন্য খবরের প্রয়োজন হয় না। তার পরের ইসম اتمنى উহ্য ফে'লের মাফঊলে বিহী হয়। যথা– اَلَا مَاءً-এর অর্থ - اَتَمَنّٰى مَاءً - ইমাম মাযনী ও মুবাররাদের মতে, হামযা لا-এর আমলকে পরিবর্তন করে না। আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) এ অভিমতকে গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهٗ نَعْتُ الْمَبْنِيِّ الْاَوَّلِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) لالنفى الجنس-এর বিধিবিধান থেকে অবসর হবার পর এখান থেকে মাবনীর توابع-এর আলোচনা শুরু করেছেন। যদি لا-এর ইসমে মাবনীর প্রথম সিফাত মুফরাদ ও মুত্তাসিল হয়, তাহলে তা মাবনী ও মু'রাব উভয়টি হওয়া বৈধ। ইসমে মাবনী বলার কারণে ইসমে মু'রাবের সিফাত বের হয়ে গেছে, তার সিফাত মু'রাব হবে। যেমন– لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفًا فِى الدَّارِ আর الاول তথা প্রথম সিফাত বলাতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি সিফাত বের হয়ে যায়, তা মু'রাবই হবে। যথা– لَا رَجُلَ ظَرِيْفَ كَرِيْمٌ فِى الدَّارِ মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি مفرد দ্বারা মুযাফ ও মুশাব্বাহ্ মুযাফ বাদ পড়েছে, তা মু'রাব থাকবে। যথা– لَا رَجُلَ حَسَنُ الْوَجْهِ فِى الدَّارِ, তাঁর উক্তি متصل দ্বারা গায়রে মুত্তাসিল বাদ পড়েছে। যথা– لَاغُلَامَ فِيْهَا ظَرِيْفٌ উপরোক্ত চার অবস্থায় সিফাতকে مرفوع ও منصوب পড়া যেতে পারে। মু'রাব পড়ার কারণ, توابع-এর আসল মু'রাব হবার ক্ষেত্রে তার متبوع সমূহের অনুসরণকারী (تابع) হওয়া ; মাবনীর ক্ষেত্রে নয়। কেননা, ইসমের মূল মু'রাব; মাবনী নয়। মাবনী তো বাহ্যিক বস্তু। যে ইসমটি প্রথম সিফাত, মুফরাদ ও মুত্তাসিল হয় তা মাবনীও হতে পারে। যেমন– لَارَجُلَ ظَرِيْفٌ وَظَرِيْفَ وَظَرِيْفًا ; মাবনী হবার কারণ, সেই نعت-কে منعوت-এর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেহেতু منعوت টি ফাত্হ'র উপর মাবনী, সেহেতু نعت টি ও ফাত্হ'র উপর মাবনী হবে।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا فَالْاِعْرَابُ : যদি نعت টি উপরোক্ত কয়েদ দ্বারা শর্তযুক্ত না হয়; এভাবে যে, প্রথম সিফাত না হয়, মুযাফ-মুশাবাহ মুযাফ হয়, গায়রে মুত্তাসিল তথা বিচ্ছেদকারী হয়, তবে ঐ সিফাত শুধু মু'রাব হবে। চাই মারফূ' হোক বা মানসূব হোক। فالاعراب তারকীবগত উহ্য মুবতাদার খবর। জুমলায়ে শর্তিয়্যাহর জাযা হবে। অর্থাৎ فَحُكْمُهٗ اَلْاِعْرَابُ فَقَطْ আবার فالاعراب মুবতাদা, তার খবর উহ্য হতে পারে। আর الاعراب-এর মধ্যস্থিত আলিফ-লামটি মুযাফ ইলাইহের পরিবর্তে অর্থাৎ فَاِعْرَابُ ذَالِكَ النَّعْتِ وَاجِبٌ রফা' পড়া হবে محل بعيد-এর উপর প্রয়োগ করত এবং নসব পড়া হবে محل قريد -এর উপর প্রয়োগ করার কারণে। যেমন–

لَا غُلَامَ رَجُلٍ ظَرِيْفٌ وَظَرِيْفًا فِى الدَّارِ، لَا رَجُلَ ظَرِيْفٌ كَرِيْمٌ وَكَرِيْمًا فِى الدَّارِ، لَا رَجُلَ حَسَنُ الْوَجْهِ (برفع) وَحَسَنَ الْوَجْهِ (بنصب) لَاغُلَامَ فِيْهَا ظَرِيْفٌ وَظَرِيْفًا –

তারকীব : قَوْلُهُ فِى مِثْلِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الخ : واو হরফে আত্ফ, فى হরফে জার, مثل মুযাফ, لا حول الخ মুরাদুল লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ঔ মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت-এর সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবরে মুকাদ্দাম। خمسة মুযাফ, اوجه মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব– لا নফী জিন্সের জন্য, حول মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, لا যায়েদা, قوة মা'তূফ। মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহ মিলে لا -এর ইসম। الا হরফে ইসতিছনা, باء হরফে জার, الله মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتان-এর সাথে। ثابتان শিবহে ফে'ল, যমীর هما ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে لا-এর খবর। لا-এর ইসম ও তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فتح মুযাফ, هما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। الوجه الاول উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। অনুরূপভাবে বাকি সুরতগুলোর তারকীব হবে। واو হরফে আত্ফ, اذا মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম। دخلت ফে'ল الهمزة ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে শর্ত। لم يتغير ফে'ল, العمل ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, معنى মুযাফ, ها মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা। الاستفهام মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, العرض মা'তূফ, واو হরফে আত্ফ, التمنى মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফদ্বয় মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ। واو হরফে আত্ফ, نعت মুযাফ, المبنى সিফাত, উহ্য لاسم মাওসূফ ও সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাওসূফ। الاول সিফাত। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে যুলহাল। مفردا মাওসূফ, يلى ফে'ল, যমীর هو ফায়েল, ه যমীর মাফউলে বিহী। ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে মুবতাদা। مبنى মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্ফ, معرب শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو যুলহাল। رفعا মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, نصبا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে হাল। যুলহাল ও হাল মিলে নায়েবে ফায়েল। معرب শিবহে ফে'ল ও নায়েবে ফায়েল মিলে মা'তূফ। مبنى মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ مَثَلًا لَارَجُلَ ظَرِيْفً الخ : مثل মুযাফ, لَارَجُلَ ظَرِيْفً الخ মুরাদুল্ লফয মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ মিলে খবর। مثاله মুবতাদা মাহ্যূফ। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। জুমলাটির তারকীব لا নফী জিন্সের জন্য, رجل মাওসূফ, ظريف সিফাত। মাওসূফ ও সিফাত মিলে لا-এর ইসম, فيها উহ্য শিবহে ফে'ল সহ لا-এর খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। فالاعراب-والا-এর মধ্যে واو হরফে আত্ফ, الا-এর মধ্যে ان হরফে শর্ত, لا নাসেবা, يكن كذا উহ্য রয়েছে। يكون ফে'ল, যমীর هو তার ইসম, كذا খবর। لايكن তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فا জাযাইয়্যাহ, الاعراب মুবতাদা, واجب উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ।

وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزٌ فِيْ مِثْلِ لَا اَبَ وَابْنًا وَابْنٌ وَمِثْلُ لَا اَبَا لَهٗ وَلَاغُلَامَىْ لَهٗ جَائِزٌ تَشْبِيْهًا لَهٗ بِالْمُضَافِ لِمُشَارَكَتِهٖ لَهٗ فِيْ اَصْلِ مَعْنَاهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ لَا اَبَا فِيْهَا وَلَيْسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنٰى خِلَافًا لِسِيْبَوَيْهِ وَيُحْذَفُ كَثِيْرًا فِيْ مِثْلِ لَا عَلَيْكَ اَىْ لَابَأْسَ عَلَيْكَ -

---

অনুবাদ : লফযের উপর ও মহলের উপর আত্ফ করা জায়েজ لَاَبَ وَابْنًا وَابْنٌ -এর মতো তারকীবের মধ্যে। আর لَا اَبَالَهٗ ও لَا غُلَامَىْ لَهٗ অনুরূপ তারকীব জায়েজ, তা (اسم لا) মুযাফের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে। কেননা, মুযাফের মূল অর্থে لا-এর ইসমটি তার (মুযাফের) সাথে শরিক রয়েছে। তাইতো لَااَبًا فِيْهَا জায়েজ নেই। অর্থ বিনষ্ট হবার কারণে প্রকৃতপক্ষে এটা মুযাফ নয়। আল্লামা সীবাওয়াইহ্'র দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে (لا-এর) ইসমকে বিলোপ করা হয় لاعليك অনুরূপ তারকীবের মধ্যে অর্থাৎ لَابَأْسَ عَلَيْكَ ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ الخ : لا নফী জিন্সের ইসমে মাবনীর উপর আত্ফ বৈধ, যখন তা নাকেরা ও لا পুনরুল্লেখ ব্যতীত হয়। এমতাবস্থায় মা'তূফের উপর দু'রকম ই'রাব জায়েজ। একটি লফযের উপর অথবা محل قريب-এর উপর আত্ফ করত: নসব পড়া। অপরটি محل بعيد-এর উপর আত্ফ করত পেশ বিশিষ্ট পড়া। যেমন, কবি ফরযদকের কবিতা– وَلَا اَبَ وَابْنًا مِثْلُ مَرْوَانَ وَابْنِهٖ * اِذْ هُوَ بِالْمَجْدِ ارْتَدٰى وَتَأَزَّرَا

এটা لا-এর ইসম মাবনীর হবার দৃষ্টান্ত। এ ধরণের উদাহরণে কেবল মু'রাব হিসেবে রফা' ও নসব জায়েজ, মাবনী হিসেবে জায়েজ নেই। উক্ত শ্লোকে মা'তূফ তথা ابن কে রফা' ও নসব উভয়ভাবে পড়া যায়। কারণ মা'তূফ ও মা'তূফ আলাইহের মাঝে হরফে আত্ফ দ্বারা পৃথক হওয়া অবস্থায় মাবনী জায়েজ নয়। উক্ত শ্লোকটি কবি ফরয্দক বাদশা মারওয়ান ইবনে হেকাম ও রাজপুত্র আব্দুল মালিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে আবৃত্তি করেছেন। উক্ত শ্লোকে اب ও ابنا হলো ইসমে 'লা' আর مِثْلُ مَرْوَانَ وَابْنِهٖ তার খবর। اذا যরফ, তা مثل-এর মুতা'আল্লাক। هو মুবতাদা اب-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। اب-এর দিকে প্রত্যাবর্তনের কারণ হলো পিতার মর্যাদা পুত্রেরই মর্যাদা। আর পুত্রের মর্যাদা পিতার জন্য মর্যাদা হতে পারে না। কারণ, বংশগত মর্যদা পূর্ব পুরুষ থেকেই অর্জিত হয়। শ্লোকটির অর্থ দাঁড়ায়-মারওয়ান ও তদীয় পুত্র আব্দুল মালিকের ন্যায় কোনো পিতা-পুত্র নেই। তিনি (মারওয়ান) সম্মানের চাদর এবং লুঙ্গি পরিধান করেছেন। অর্থাৎ আপাদমস্তকে সম্মান প্রকাশিত হয়। এখানে ارتدى শব্দটি رداء থেকে নির্গত, অর্থ-চাদর। تازرا শব্দটি ازار থেকে উৎকলিত। অর্থ– লুঙ্গি। উভয়ের শেষে الف اشباع যোগ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمِثْلُ لَااَبَالَهٗ وَلَا غُلَامَىْ الخ : এ ধরনের তারকীব দ্বারা উদ্দেশ্য যার মধ্যে لانفى الجنس -এর ইসমের পরে لام এযাফত হয়। অর্থাৎ নিসবতের জন্য ব্যবহৃত যের প্রদানকারী লাম হয়। ঐ ইসমে لا -এর মধ্যে এযাফতের বিধান জারি হয়ে থাকে। এযাফতের বিধানাবলী– اسماء ستة مكبرة যখন غير يائے متكلم-এর দিকে এযাফত হয়, তখন তাতে নসবাবস্থায় الف এবং تثنيه -কে এযাফত করার ক্ষেত্রে নসবাবস্থায় নূন বিলোপ করা ও পূর্বাক্ষরে যবর দেওয়া। অনুরূপভাবে جمع-কে এযাফত করার ক্ষেত্রে নসবাবস্থায় নূন বিলোপ করা ও পূর্বাক্ষরে যের প্রদান করা হয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে لا لنفى الجنس-এর ইসমটি نكره مفرده হলে আলামতে নসবের উপর মাবনী হবে। এ দৃষ্টিকোণে لَا اَبَا لَهٗ– لَاغُلَامَىْ لَهٗ-এর মধ্যে ইসমে لا টি আলামতে নসবের উপর মাবনী হওয়া প্রযোজ্য হয়। উল্লিখিত উদাহরণে এভাবে হওয়া উচিত যে, لَا اَبَ

لَـهٗ - لَاغُلَامَيْنِ لَـهٗ কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপারে উপরোক্ত তারকীবে ঌ-এর ইসমের উপর এযাফতের আহকাম জারি করা হয়। এটাতে ঐ এ'রাব হয়, যা ইসমে মুযাফের মধ্যে দেওয়া হয়। অর্থাৎ لَا اَبَا لَـهٗ এখানে اب-এর মধ্যে আলিফ দেওয়া হবে যদিও اب মুযাফ নয়। আর لَاغُلَامَيْنِ لَـهٗ জুমলার غُلَامَيْنِ থেকে نون تثنية-কে বিলুপ্ত করা হবে ; অথচ তা মুযাফ নয়। কায়দা চায় এ ধরনের তারকীব জায়েজ না হওয়া। তাই মুসান্নিফ (র.) এ ধরনের তারকীব জায়েজ হওয়াকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করত বলেছেন– مِثْلُ لَا اَبَالَهٗ الخ

قَوْلُهٗ تَشْبِيْهًا لَهٗ بِالْمُضَافِ : উপরোক্ত তারকীবে ঌ -এর ইসমকে মুযাফের সাথে তাশবীহ দেওয়া হয়েছে। এখানে تشبيها হলো مفعول له যা جائز শব্দ থেকে বুঝা যায়। আর له -এর মধ্যে "ه" যমীর اسم لا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। উহ্য বাক্য হবে– اِنَّمَا جِيْزَ مِثْلُ لَا اَبَا لَهٗ تَشْبِيْهًا لِاسْمِ لَا الْوَاقِعُ فِيْهِ بِالْمُضَافِ এটাও সম্ভব যে, যমীরে মাজরুরটি مثل لا ابا له -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

قَوْلُهٗ لِمُشَارَكَتِهٖ فِيْ اَصْلِ مَعْنَاهُ : এ ইবারতে জার ও মাজরূর মিলে تشبيها-এর সাথে মুতা'আল্লাক। যমীরে মাজরূর ইসমে ঌ-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। له -এর মুতা'আল্লাক مشاركة মাসদারের সাথে। যমীরে মাজরূর مضاف-এর দিকে ফিরেছে। في اصل معناه -এর মুতা'আল্লাক হয়েছে مشاركة-এর সাথে। আর معناه -এর যমীরটিও مضاف-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। اضافة -এর মূলার্থ বিশেষিত হওয়া (اختصاص)-تعريف (মা'রেফা হওয়া) এযাফতের মধ্যে মূলার্থের উপর বর্ধিত বিষয়। তাইতো غُلَامٌ زَيْدٍ ও غُلَامٌ لِزَيْدٍ -এর মাঝে খাস হওয়া অর্থানুপাতে কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু প্রথম উদাহরণে খাস হওয়া অর্থের পাশাপাশি تعريف ও রয়েছে। হরফে জারের মাধ্যমে কোনো একটি ইসমের দিকে সম্পর্কিত হবার কারণে উপরোক্ত তারকীবসমূহে لا لنفي الجنس ইসমকে মুযাফের সাথে সদৃশতারোপ এবং তার উপর মুযাফের বিধিবিধানকে জারি করা হয়েছে। হরফে জারকে উহ্য রাখলে যেভাবে মুযাফ খাস হওয়ার অর্থ প্রদান করে, অনুরূপভাবে হরফে জারকে উল্লেখ করলেও একই অর্থ দিয়ে থাকে, উভয়টি اختصاص-এর অর্থে শরিক থাকার কারণে। لَاغُلَامَيْ لَـهٗ ও مِثْلُ لَا اَبَا لَـهٗ - تَشْبِيْهًا لَـهٗ-এর যমীরে মাজরূর যদি مِثْلُ لَا اَبَالَهٗ-এর দিকে ফিরে, তাহলে মূলার্থ হবে لَاغُلَامَيْ لَـهٗ - مِثْلُ لَا اَبَا لَـهٗ ও لَانَاصِرَلَهٗ বৈধ। কেননা, এ সব তারকীবে যদিও হরফে জার উহ্যের সাথে এযাফত হয়নি; কিন্তু এযাফতের মূলার্থ তথা اختصاص-এর অর্থে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে হরফে জার উহ্যের সাথে যে এযাফত হয়, তাতে اختصاص। পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। পক্ষান্তরে হরফে জার প্রকাশ্য হলে, যে এযাফত হয় তাতে তদ্রূপ নেই। এ জন্য غلام زيد বাক্যাংশে যে খুসূসিয়াত রয়েছে غُلَامٌ لِزَيْدٍ-এর মধ্যে তা নেই। غُلَامُ زَيْدٍ-এর মধ্যে غلام দ্বারা নির্দিষ্ট গোলাম উদ্দেশ্য। غُلَامٌ لِزَيْدٍ হলো তার বিপরীত।

قَوْلُهٗ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ الخ : উপরোক্ত তারকীবদ্বয় জায়েজ হওয়া যখন غير مضاف টি মুযাফের সাথে মূল অর্থ সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল তখন لَا اَبًا فِيْهَا তারকীবটি জায়েজ হবে না। কারণ اب ও دار-এর মাঝে ঐ اختصاص বিদ্যমান নেই, যা ابن ও اب-এর মাঝে রয়েছে।

قَوْلُهٗ لَيْسَ بِمُضَافٍ لِفَسَادِ الْمَعْنٰى الخ : উপরোক্ত তারকীবদ্বয়কে مضاف-এর সাথে যে সদৃশতারোপ করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা মুযাফ নয়। কারণ, مضاف حقيقي হলে দুটি ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। একটি হলো শব্দগত, অপরটি অর্থগত। অর্থগত ক্ষতি হলো, لَا اَبَا لَـهٗ ও لَاغُلَامَيْنِ لَـهٗ-এর যথাক্রমে আসল অর্থ অমুক মানুষের বংশ সাব্যস্ত নেই। অমুক মানুষের গোলাম বলতে কিছুই নেই। কেননা, নফীর পরে নাকেরা পতিত হলে তা ব্যাপকতার ফায়দা দেয়। পক্ষান্তরে পরস্পরের মাঝে এযাফত করত: لَا اَبَاهُ এবং لَا غُلَامَيْهِ বলা হলে তখন অর্থ হবে বক্তার নিকট অমুকের জ্ঞাত পিতা বিদ্যমান নেই এবং বক্তার নিকট অমুকের জ্ঞাত দু'চাকর এখন উপস্থিত নেই। বিক্রিত বা মৃত হয়েছে। আর শব্দগত ক্ষতি

হলো দু'ধরনের। প্রথমত: اضافة حقيقى -এর মধ্যে لام-কে বিলোপ করা হয় ; কিন্তু এখানে বিলুপ্ত হয়নি। দ্বিতীয়ত: এটা মা'রেফার দিকে এযাফত হবার কারণে ইসম মা'রেফা হয়ে যায়। সুতরাং এযাফতাবস্থায় لَا أَبَا لَهُ টি মা'রেফা হয়ে যাবে। এ কায়দা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, لا-এর ইসম যখন মা'রেফা হয় তখন রফা' ও অপর একটি لام স্বীয় ইসমসহ পুনরুল্লেখ করা ওয়াজিব ; অথচ এখানে রফা' নেই এবং لام-এর পুনরুল্লেখ নেই। জানা গেছে এটা মুযাফ নয় ; বরং মুযাফের সাদৃশ্য।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِسِيْبَوَيْهِ : মূলত এ ইবারতটুকু উহ্য ফে'লের মাফঊলে মুতলাক। উহ্য রূপ خَالَفَ خِلَافًا ثَابِتًا لِسِيْبَوَيْهِ وَالْخَلِيْلِ وَجُمْهُوْرِ النُّحَاةِ আল্লামা ইবনে হাজিব (র.) শুধুমাত্র সীবাওয়াইহ্ নাহুবিদের উল্লেখ করেছেন; অথচ তাঁর একই অভিমতের প্রবক্তা রয়েছে খলীল নাহুবিদ ও জমহুর নাহুবিদগণ। বিশেষভাবে আল্লামা সীবাওয়াইহ্‌র নাম উল্লেখ করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা যায়। **এক.** খলীল ও বসরাবাসী জমহুর নাহুবিদগণ সকলেই বসরী হিসেবে খ্যাত। আর সীবাওয়াইহ্‌র হলেন امام البصريين (বসরা, নাহুবিদদের নেতা)। সরদার বা নেতাকে উল্লেখ করা পুরো গোষ্ঠীকে উল্লেখ করার নামান্তর বিধায় এতটুকুতে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। **দুই.** এখানে ইখতিলাফ (মতানৈক্য)-কে বর্ণনা করা উদ্দেশ্য, ইখ্‌তিলাফকারীদের নির্দিষ্ট করা নয়। আল্লামা সীবাওয়াইহ, খলীল ও জমহুর নাহুবিদ্‌দের অভিমত হলো উপরোক্ত উভয় জুমলা তথা لَا أَبَا لَهُ ও لَا غُلَامَيْ لَهُ -এর মধ্যে অর্থগত হাকীকী এযাফত হয়েছে। এযাফতে হাকীকী হবার জন্য لام কালিমা উহ্য থাকতে হয় ; কিন্তু এখানে প্রকাশ্য রয়েছে। এ ধরনের আপত্তির জবাব দেওয়া হয়েছে যে, মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহের মাঝে যে لام এসেছে তা تاكيد -এর জন্য, এযাফতের জন্য নয়। لام-কে তাকীদের জন্য নেওয়ার উদ্দেশ্য হয় যাতে এ কথা বুঝা যায় যে, এ এযাফতটি লাযেমের অর্থে ব্যবহৃত। লাযেম অর্থে ব্যবহৃত এযাফত বলা হয়, যেখানে মুযাফ ইলাইহটি মুযাফ জাতীয় নয় এবং তার যরফও নয়। নাহুবিদদের নিকট সর্বজন স্বীকৃত একটি কায়দা হলো, এরূপ মা'রেফাকে নাকেরা করতে হলে উহ্য লামের বিনিময়ে দ্বিতীয় একটি লাম তাকীদের নিমিত্তে বর্ধিত করা হয়। এ লামটি মুযাফকে এমনভাবে পৃথক করে দেয় যেন এযাফতই হয়নি ; যদিও বস্তুত এযাফত হয়েছে। এমতাবস্থায় لا টি নাকেরার উপর প্রবেশ করেছে, মা'রেফার উপর নয়। সুতরাং لا-এর ইসম মা'রেফা হয়নি বিধায় لا তার স্বীয় ইসমসহ পুনরুল্লেখ ও رفع হওয়ার প্রয়োজন হয়নি।

قَوْلُهُ وَيُحْذَفُ كَثِيْرًا الخ : لا لنفى الجنس-এর اسم কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত করা হয়, যাতে ব্যাপকার্থ অধিকভাবে হয়। যেমন– لَا عَلَيْكَ তা মূলত لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ছিল। بأس কে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এখানে উদ্দেশ্য হলো ঐ ধরনের তারকীব যার মধ্যে لا اسم কে বিলুপ্ত করার পর কারীনা পাওয়া যায়। যেমন– এখানে কারীনা হলো, "لا" হরফের উপর প্রবেশ করে না। বুঝা যায় এখানে اسم বিলুপ্ত হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالْعَطْفُ عَلَى اللَّفْظِ وَعَلَى الْمَحَلِّ جَائِزٌ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, العطف মাজরূর, على হরফে জার, اللفظ মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্‌ফ, على হরফে জার, المحل মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে যরফে লগ্‌ব। العطف মাসদারও তার যরফে লগ্‌ব মিলে মুবতাদা, جائز খবর। মুবতাদা ও খবর মিরে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ مَثَلًا لَا أَبَ وَابْنًا الخ : مثل মুযাফ, لا اب الخ মুরাদুল্ লফ্‌য মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, ابن শব্দটি لا اب উহ্য সহ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। مثل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে খবর। مثاله উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব–لا নফী জিন্‌সের জন্য, اب মা'তূফ আলাইহ, واو হরফে আত্‌ফ, ابنا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও মা'তূফ মিলে ইসমে لا - উহ্য عندى মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফঊলে ফীহ হয়েছে ثابتان থেকে। ثابتان শিবহে ফে'ল, যমীর هما ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বাকি তারকীব তদ্রূপ হবে।

وَاو : قَوْلُهُ مِثْلُ لَا اَبًا لَهُ الخ হরফে আত্ফ, مثل মুযাফ, لا ابا لـه মুরাদুল্ লফয মা'তূফ আলাইহ। واو হরফে আত্ফ, لَاغُلَامَىْ لَهُ মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদা, جائز খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। বিস্তারিত তারকীব–لا নফী জিন্সের জন্য, ابا ইসমে لا, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিরে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابت উহ্যের সাথে। ثابت শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর, لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ। لا নফী জিন্সের জন্য, غلامى ইসমে লা, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে ثابتان -এর সাথে। ثابتان শিবহে ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ।

قَوْلُهُ تَشْبِيهًا لَهُ بِالْمُضَافِ الخ : تَشْبِيهًا মাসদার, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। باء হরফে জার, المضاف মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। ل হরফে জার, مشاركة মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ, ل হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব আউওয়াল। فى হরফে জার, اصل মুযাফ, معنى মুযাফ ইলাইহ মুযাফ, ه যমীর মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ। اصل মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছানী। مشاركة মাসদার, তার মুযাফ ইলাইহ ও যরফে লগ্বদ্বয় মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব ছালিছ। تشبيها মাসদার ও তার যরফে লগ্বদ্বয় মিলে মাফঊলে লাহু-যার ফে'ল اجازوا উহ্য রয়েছে। اجازوا ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে লাহু মিলে জুমলায়ে খবরিয়্যাহ হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ الخ : واو হরফে ইস্তীনাফ, من হরফে জার, ثم মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম। لم يجز ফে'ল, ابا فيها মুরাদুল্ লফ্য ফায়েল। ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্ব মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, ليس ফে'লে নাকেস, উহ্য যমীর هو ইসম, باء হরফে জার যায়েদা। مضاف মাজরূর খবর, ل হরফে জার, فساد মুযাফ, المعنى মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। ليس ফে'লে নাকেস তার ইসম, খবর ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়েছে। خلافا মাফঊলে মুতলাক, خالف উহ্য ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও মাফঊলে মুতলাক মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ। ل হরফে জার, سيبويه মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তাকার হয়েছে উহ্য ثابتة -এর সাথে। ثابتة শিবহে ফে'ল, যমীর هى নায়েবে ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। ارادتى উহ্য মুবতাদা। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্ফ, يحذف ফে'ল, যমীর هو নায়েবে ফায়েল, كثيرا সিফাত, উহ্য حذفا মাওসূফ। মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে মাফঊলে মুতলাক। فى হরফে জার, مثل মুযাফ, لَاعَلَيْكَ মুবদাল মিনহু। اى হরফে তাফসীর, لابأس عليك বদলে কুল। মুবদাল মিনহু ও বদলে কুল মিলে মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্ব। يحذف ফে'ল, নায়েবে ফায়েল, মাফঊলে মুতলাক ও যরফে লগ্ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে। বিস্তারিত তারকীব-لا নফী জিন্সের জন্য,উহ্য بأس ইসমে লা, على হরফে জার, ك মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে মুস্তকার হয়েছে ثابت -এর সাথে। ثابت শিব্হে ফে'ল, যমীর هو ফায়েল ও যরফে মুস্তাকার মিলে খবর। لا তার ইসম ও খবর মিলে জুমলায়ে ইস্মিয়্যাহ খবরিয়্যাহ হয়েছে।

خَبْرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُوْلِهِمَا وَهِيَ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ وَإِذَا زِيْدَتْ إِنْ مَعَ مَا أَوِ انْتَقَضَ النَّفْيُ بِإِلَّا أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبْرُ بَطَلَ الْعَمَلُ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوْجَبٍ فَالرَّفْعُ -

অনুবাদ : خبر ما ولا المشبهتين بليس (ليس-এর সদৃশ ما ও لا-এর খবর) তা এমন একটি ইসম যা ما ও لا প্রবিষ্ট হবার পর মুসনাদ হয়। আর এটা হলো হেজাযী ভাষা। যদি ما-এর সাথে ان-কে বৃদ্ধি করা হয় অথবা الا দ্বারা نفى-কে ভঙ্গ করা হয় অথবা খবর মুকাদ্দাম হয়, তাহলে আমল বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন খবরের ওর কোনো হ্যাঁ-সূচক অব্যয় আতফ করা হয় তখন রফা' ওয়াজিব।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ خَبْرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ الخ : ليس-এর সাদৃশ্যপূর্ণ ما ও لا-এর খবর اسماء منصوبات-এর দ্বাদশ প্রকার। এ দু'টি মুবতাদা ও খবরের উপর প্রবেশ করত: মুবতাদাকে রফা' এবং খবরকে নসব প্রদান করে। যেমনিভাবে ليس আমল করে থাকে। ليس যেরূপ নফী অর্থ প্রদান করে, তদ্রূপ ما ও لا নফীর অর্থ প্রদান করে। ما ও لا-এর খবর ঐ ইসম যাতে তা প্রবেশের পর মুসনাদ হয়। যেমন– لَا رَجُلٌ حَاضِرًا ও مَازَيْدٌ قَائِمًا

قَوْلُهُ وَهِيَ حِجَازِيَّةٌ : ما ও لا শব্দদ্বয় ليس-এর সাথে সদৃশতা থাকার কারণে আমল করবে তথা ইসমকে রফা' এবং খবরকে নসব দেবে– এটা হেজাযবাসীদের অভিমত। আর এটাই বিশুদ্ধ উক্তি। কেননা, পবিত্র কুরআনে তার ব্যবহার দেখা যায়। যথা– وَمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ ، مَاهٰذَا بَشَرًا

উল্লেখ্য যে, وَهِيَ لُغَةٌ حِجَازِيَّةٌ-এর মধ্যস্থিত যমীরে মারফূ' মুনফাসিল, ما ও لا-এর খবরের দিকে ফিরেছে। لغة শব্দটি মুবতাদার খবর। حجازية শব্দটি لغة-এর সিফাত। মূল অর্থ দাঁড়ায় ما ও لا-এর খবরিয়্যত হেজাযীদের পরিভাষা। কেননা, উভয়টি তাদের মতে ইসম ও খবরের মধ্যে আমলকারী। বনী তামীমের মতে ما ও لا আমলকারী হয় না; বরং যে ইসম ও খবরের উপর তা প্রবেশ করে উভয়টি মুবতাদা ও খবর হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। যেরূপ ما ও لا প্রবিষ্টের পূর্বে মুবতাদা খবর ছিল।

ما ও لا -এর আমল বাতিল হবার তিনটি কারণ : নিম্নলিখিত তিনটি কারণে ما ও لا-এর আমল বাতিল হয়ে যায়। (১) ما-এর পর ان বর্ধিত হলে আমল রহিত হয়ে যায়। গ্রন্থকার "ما" বলেছেন "لا" বলেননি। কেননা, دليل استقراء-এর দ্বারা জানা যায় যে, আরবি ব্যাকরণবিদদের মতে, لا-এর পরে ان অতিরিক্ত হওয়া জায়েজ নেই। যেমন– مَا إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ ; এমতাবস্থায় আমল বাতিল হবার কারণ হলো, "ما" হলো দুর্বল আমিল; ফলে ما ও তার মা'মূলের মাঝে ان فاصله আসাতে আমল করতে অক্ষম হয়ে পড়েছে। (২) যদি খবরটি الا-এর পরে পতিত হয়। যেমন– مَا زَيْدٌ إِلَّا قَائِمٌ-এর مَارَجُلًا لَا أَفْضَلَ مِنْكَ ; এ দু'স্থানে আমল বাতিল করার কারণ হলো ما ও لا দ্বয় না-সূচক অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ليس-এর সাথে সাদৃশ্য রাখার ফলে আমল করে; কিন্তু উল্লিখিত বাক্যদ্বয়ে না-সূচক অর্থ রহিত হবার কারণে সদৃশতা বিলুপ্ত হওয়াতে আমল বাতিল হয়ে গেছে। (৩) যদি ما ও لا-এর খবরদ্বয় তাদের মুবতাদার পূর্বে আসে। যেমন– ما زيد قائم এবং لَا أَفْضَلَ مِنْكَ رَجُلٌ ; এ অবস্থায় আমল বাতিল হবার কারণ হলো, উভয়টি দুর্বল আমিল, যখন তাদের মা'মূল ধারাবাহিকভাবে থাকে তখন আমল করতে সক্ষম আর ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে গেলে আমল করতে পারে না। এখানে খবর পূর্বে আসায় তারতীব ঠিক থাকেনি বিধায় আমল করতে সক্ষম হয়নি।

قَوْلُهُ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ الخ : ما ও لا -এর খবরের উপর حرف موجب তথা لكن - بل দ্বারা আতফ করা হলে মা'তুফের উপর পেশ ওয়াজিব হয়। কারণ তা খবরের محل -এর উপর আতফ হয়েছে। আর محل خبر হলো রফা'। কেননা, তা প্রকৃতপক্ষে মুবতাদার খবর। এমতাবস্থায় তাকে عطف المفرد على المفرد -এর অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে। حرف موجب

বলতে যা নফীর পরে হ্যাঁ-সূচকের ফায়দা দেয় তা-ই বুঝায়। যেমন– مَا زَيْدٌ مُقِيْمًا لٰكِنْ مُسَافِرٌ، مَا زَيْدٌ قَائِمًا بَلْ قَاعِدٌ
শায়খ আব্দুল কাহের জুরজানী বলেছেন– حرف موجب -এর পরের অংশ বস্তুতঃ উহ্য মুবতাদার খবর। অর্থাৎ بل هو قاعد -প্রথম উদাহরণে لٰكِنْ هُوَ مُسَافِرٌ এমতাবস্থায় তা عطف الجملة على الجملة হবে। পেশ ওয়াজিব হবার কারণ হলো حرف موجب তথা بل ও لكن শব্দদ্বয় না-সূচক অর্থকে ভঙ্গ করার ক্ষেত্রে إلا-এর মতো। কাজেই ما ও لا যেভাবে إلا দাখিল হবার পর আমল করে না, অনুরূপভাবে এগুলোর পরেও আমল করবেনা। সুতরাং محل হিসেবে রফা' আবশ্যক হবে।

قَوْلُهُ فَالرَّفْعُ : এর মূলরূপ ছিল– فَحُكْمُ الْمَعْطُوْفِ الرَّفْعُ অর্থাৎ মা'তূফের হুকুম হলো رفع হওয়া। কেননা, নফী ভঙ্গ হয়ে যাবার কারণে ما ও لا তার পরবর্তী অংশের আমলকারী হয় না বিধায় নসব হবার অবকাশ দূর হয়ে গেছে। আর যের হবার অবকাশ দূর হয়ে যাবার কারণ হলো ما-এর খবরের উপর হরফে জার প্রবিষ্ট হয় না। যদি আসে, তবু তার পরবর্তী অংশের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। কারণ, ما -এর খবরের উপর অতিরিক্ত باء নফীর তাকীদের জন্য এসে থাকে। যথা– مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ بَلْ قَاعِدٌ ; হরফে আত্‌ফ بل আসার পর আর নফী থাকে না। তাই قاعد শব্দ হ্যাঁ-সূচক হয়ে গেছে। অতিরিক্ত باء কখনো হ্যাঁ-সূচকের তাকীদের জন্য আসে না। সুতরাং قاعد শব্দ আত্‌ফ হিসেবে অতিরিক্ত باء-এর অধীনে পতিত হওয়া সম্ভব না। যবর ও যেরের অবকাশ দূর হয়ে যাওয়াতে পেশ ওয়াজিব হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, জাযা সর্বদা জুমলা হয়ে থাকে, শুধুমাত্র فالرفع অংশটি জাযা হতে পারেনা। আশেকে রাসূল হযরত আব্দুর রহমান জামী (র.) ব্যাখ্যা করেছেন– فَالرَّفْعُ اَيْ فَحُكْمُ الْمَعْطُوْفِ الرَّفْعُ لَا غَيْرَ الخ অথবা فَحُكْمُهُ الرَّفْعُ বলা যাবে, তখন الرفع শব্দটি উহ্য মুবতাদার খবর। মুবতাদা খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে শর্তে মুকাদ্দামের জাযা হয়েছে।

তারকীব : قَوْلُهُ خَبَرُ مَا وَلَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ هُوَ الْمُسْنَدُ الخ : خبر মুযাফ, ما মা'তূফ আলাইহ واو হরফে আত্‌ফ, لا মা'তূফ। মা'তূফ আলাইহ ও তার মা'তূফ মিলে মাওসূফ, المشبهتين -এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল, مشبهتين শিবহে ফে'ল যমীর هما নায়েবে ফায়েল, باء হরফে জার, ليس মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। مشبهتين শিবহে ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে সেলাহ। মাওসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। মাওসূফ তার সিফাত মিলে মুযাফ ইলাইহ। خبر মুযাফ ও তার মুযাফ ইলাইহ মিলে মুবতাদায়ে মুয়াখ্‌খার, উহ্য منها খবরে মুকাদ্দাম। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। هو মুবতাদা, المسند-এর মধ্যে ال টি الذى অর্থে ইসমে মাওসূল। مسند শিবহে ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল। بعد মুযাফ دخول মুযাফ ইলাইহ মুযাফ। هما মুযাফ ইলাইহ, دخول মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মুযাফ ইলাইহ হয়েছে। بعد মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। مسند শিব্‌হে ফেল, নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মিলে সেলাহ্। মাওসূল ও সেলাহ মিলে সিফাত। الاسم উহ্য মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। মুবাতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ বা ইস্তীনাফ, هى মুবতাদা, لغة মাওসূফ حجازية সিফাত; لغة মাওসূফ ও তার সিফাত মিলে খবর। মুবতাদা তার খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে ইস্তীনাফ, اذا যরফে যমান মাফঊলে ফীহ মুযাফ, ما শব্দটি মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। زيدت ফে'ল, ان নায়েবে ফায়েল, مع মুযাফ, ما মুযাফ ইলাইহ। মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ মিলে মাফউলে ফীহ। زيدت ফে'ল, নায়েবে ফায়েল ও মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম এবং মুয়াখ্‌খার মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ আলাইহ। او হরফে আত্‌ফ, انتقض ফে'ল, النفى ফায়েল, باء হরফে জার, إلا মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব। انتقض ফে'ল, ফায়েল ও যরফে লগ্‌ব মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ। او হরফে আত্‌ফ, تقدم ফে'ল, الخبر ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে মা'তূফ, মা'তূফ আলাইহ তার মা'তূফদ্বয় মিলে শর্ত। بطل ফে'ল, العمل ফায়েল। ফে'ল ও ফায়েল মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ হয়েছে। واو হরফে আত্‌ফ, اذا যরফে যমান মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম, عطف ফে'ল, উহ্য যমীর هو নায়েবে ফায়েল, على হরফে জার, ه যমীর মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব আউওয়াল। باء হরফে জার, موجب মাজরূর। জার ও মাজরূর মিলে যরফে লগ্‌ব ছানী। عطف ফে'ল, তার নায়েবে ফায়েল, যরফে লগ্‌বদ্বয় এবং মাফউলে ফীহ মুকাদ্দাম মিলে জুমলায়ে ফে'লিয়্যাহ হয়ে শর্ত। فاء জাযায়িয়্যাহ। الرفع মুবতাদা, واجب উহ্য খবর। মুবতাদা ও খবর মিলে জুমলায়ে ইসমিয়্যাহ হয়ে জাযা। শর্ত ও জাযা মিলে জুমলায়ে শর্তিয়্যাহ মা'তূফা হয়েছে।

اَلْمَجْرُوْرَاتُ هُوَ مَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ كُلُّ اِسْمٍ نُسِبَ اِلَيْهِ شَيْئٌ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا مُرَادًا فَالتَّقْدِيْرُ شَرْطُهٗ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُضَافُ اِسْمًا مُجَرَّدًا تَنْوِيْنُهٗ لِاَجْلِهَا وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ فَالْمَعْنَوِيَّةُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُضَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُضَافَةٍ اِلٰى مَعْمُوْلِهَا وَهِيَ اِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ فِيْ مَاعَدَا جِنْسِ الْمُضَافِ وَظَرْفَهٗ وَاِمَّا بِمَعْنٰى مِنْ فِيْ جِنْسِ الْمُضَافِ اَوْ بِمَعْنٰى فِيْ فِيْ ظَرْفِهٖ وَهُوَ قَلِيْلٌ مِثْلُ غُلَامُ زَيْدٍ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ وَضَرْبُ الْيَوْمِ وَتُفِيْدُ تَعْرِيْفًا مَعَ الْمَعْرِفَةِ وَتَخْصِيْصًا مَعَ النَّكِرَةِ ـ

অনুবাদ : اَلْمَجْرُوْرَاتُ : مجرور এমন ইসম, যা মুযাফ ইলাইহের আলামতের অন্তর্গত হবে। আর মুযাফ ইলাইহ প্রত্যেক ঐ ইসম যার প্রতি কোনো বস্তুকে সম্পর্কিত করা হয় হরফে জার-এর মাধ্যমে; (এখন) ঐ হরফে জার প্রকাশ্য হবে অথবা উহ্য ও উদ্দিষ্ট হবে। উহ্য হরফে জার-এর শর্ত হলো, মুযাফটি এমন ইসম হবে যার তানবীন ইযাফতের কারণে দূরীভূত হবে। আর ঐ ইযাফত (দু'প্রকার) মা'নবী এবং লাফযী। সুতরাং ইযাফতে মা'নবী হলো, মুযাফ ঐ সিফাতের বিপরীত হবে যা স্বয়ং মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে। আর ঐ ইযাফতে মা'নবী মুযাফ ইলাইহ মুযাফের জিনস বা তার যরফ না হওয়ার সুরতে لام -এর অর্থে হবে, অথবা মুযাফ ইলাইহ মুযাফের জিনস হওয়ার সুরতে من -এর অর্থে হবে, অথবা মুযাফ ইলাই মুযাফের যরফ হওয়ার সুরতে في -এর অর্থে হবে আর এটা ব্যবহারের কম আসে। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ -এর মধ্যে ইযাফত لام -এর অর্থে হয়েছে এবং خَاتَمُ فِضَّةٍ -এর মধ্যে ইযাফত من -এর অর্থে হয়েছে এবং ضَرْبُ الْيَوْمِ -এর মধ্যে ইযাফত في -এর অর্থে হয়েছে। আর ইযাফত মা'রেফার সাথে তা'রীফ (নির্দিষ্টতা) -এর উপকার দেয় আর নাকেরার সাথে তাখসীস (স্বাতন্ত্র্য) -এর উপকার দেয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَلْمَجْرُوْرَاتُ : এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, مجرور শুধুমাত্র মুযাফ ইলাইহ হয় আর তা একটি, তাই তাকে একবচন নেওয়া যুক্তিসঙ্গত ছিল, বহুবচন নেওয়ার কারণ কি? উত্তর হলো, مجرور -এর প্রকার ও শ্রেণীবিভাগের দিকে লক্ষ্য করে তাকে বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهٗ هُوَ مَا اشْتَمَلَ الخ : অর্থাৎ مجرور ঐ ইসম, যা মুযাফ ইলাইহের আলামতের অন্তর্গত হবে এ হিসাবে যে, তা মুযাফ ইলাইহ। مجرور -এর এ সংজ্ঞায় ما শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসম। এ জন্য যে, তা مقسم আর প্রকারসমূহের সংজ্ঞায় مقسم -এর ধর্তব্য হয়। এখন مجرور -এর সংজ্ঞা হতে অন্যান্য হরফসমূহ বহির্ভূত হয়ে যাবে। মুযাফ ইলাইহের আলামত হলো জার, চাই তা কাসরা বা ফাতহা বা ইয়া হোক এবং চাই তা উহ্য হোক বা প্রকাশ্য।

قَوْلُهٗ وَالْمُضَافُ اِلَيْهِ الخ : অর্থাৎ মুযাফ ইলাইহ ঐ ইসম, যার প্রতি কোনো বস্তুর সম্পর্ক হরফে জার-এর মাধ্যমে করা হয়। চাই সে হরফে জার প্রকাশ্য হোক, যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ অথবা উহ্য হবে; কিন্তু উদ্দিষ্ট হবে অর্থাৎ তার প্রতিক্রিয়া শব্দের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ যা মূলত غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল। সুতরাং এখানে لام উহ্য এবং তা উদ্দিষ্ট; এজন্য যে, তার প্রতিক্রিয়া শাব্দের মধ্যে অবশিষ্ট রয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ বস্তু যার সম্পর্ক মুযাফ ইলাইহের প্রতি; তা এ ব্যাপারে ব্যাপক চাই ইসম হোক, যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ অথবা ফে'ল হোক, যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ তারকীব : قَوْلُهٗ لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا হাল

قوله يَتَوَصَّلُ بِحَرْفِ الْجَرِّ ظَاهِرًا أَوْ مُقَدَّرًا এবং যুলহাল এবং তার মধ্যে আমিল মাধ্যমের অর্থ তথা حرف الجر এবং كان মাফউলের অর্থে হয়ে উহ্য تقديرا لفظا এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, مقدرا مرادا । এটা হালের পরে হাল তথা مرادا -এর খবর হবে كَانَ الْحَرْفُ مَلْفُوْظًا أَوْ مُقَدَّرًا । আর قوله مرادا উহ্য كان -এর ইসম হতে হাল হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, قوله مرادا এটা قوله تقديرا হতে তামঈয হবে। অতঃপর قوله مرادا দ্বারা مفعول له ও مفعول له হতে পরিহার হয়েছে। কেননা ঐ দু'টোর মধ্যে হরফে জার উদ্দিষ্ট নয়, অন্যথা সেগুলো নসব বিশিষ্ট হতো না।

ফায়দা ঃ জানা আবশ্যক যে, মুযাফ ইলাইহের এ সংজ্ঞা কওমের পরিভাষার পরিপন্থী। কেননা তারা শব্দগত হরফে জারের দ্বারা জার বিশিষ্টকে মুযাফ ইলাইহ বলে না। আরও জানা আবশ্যক যে, গ্রন্থকার (র.) মুযাফ ইলাইহের সংজ্ঞাকে যখন হরফে জারের কয়েদের সাথে নির্দিষ্ট করেছেন, তখন তদ্দারা মুযাফ ইলাইহ বা শাব্দিক ইযাফত বহির্ভূত হয়ে যাবে। কেননা তা হরফে জার উহ্য আনার দ্বারা হয় না। কিন্তু যেহেতু ইযাফতে মা'নবী তথা অর্থগত ইযাফত মূল এবং ইযাফতে লাফযী তথা শব্দগত ইযাফত তার শাখা এ জন্য তা উক্ত সংজ্ঞায় আনুষঙ্গিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

قَوْلَهُ فَالتَّقْدِيْرُ شَرْطٌ الخ : অর্থাৎ ঐ ইযাফত যা হরকে জার উহ্য মেনে হয়, তার শর্ত এই যে, মুযাফ এমন এক ইসম হবে, যা ইযাফতের কারণে তানবীন বা তানবীনের স্থালাভিষিক্ত তথা দ্বিবচনের নূন ও বহুবচনের নূন হতে শূন্য হবে। কেননা, শব্দ তানবীন বা স্থলাভিষিক্ত তানবীনের সাথে পরিপূর্ণ হওয়ায় সম্পর্কহীনতার দাবিদার আর ইযাফত সম্পর্কের দাবিদার।

قَوْلَهُ وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ الخ : অর্থাৎ ইযাফত হরফে জার উহ্য রেখে দু'প্রকার– (১) মা'নবী (২) লাফযী। মা'নবিয়া মা'না তথা অর্থের দিকে সম্পর্কিত। আর এ ইযাফত মুযাফের মধ্যে যেহেতু নির্দিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যের অর্থের উপকার দেয়, এজন্য তাকে মা'নবিয়া বলে। আর লাফযিয়া লাফয তথা শব্দের দিকে সম্পর্কিত। এ ইযাফতের দ্বারা শুধু শব্দের মধ্যে তাখফীফ তথা সহজতা এসে যায়, আর মুযাফের মধ্যে নির্দিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যের অর্থ অর্জিত হয় না। এ জন্য একে লাফযিয়া বলা হয়।

قَوْلَهُ فَالْمَعْنَوِيَّةُ الخ : অর্থাৎ ইযাফতে মা'নবিয়া বলা হয় যার মধ্যে মুযাফ ঐ সিফাত হবে না, যা স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ। এখানে তিন অবস্থা হতে পারে– (১) মুযাফ সিফাতের সীগাহও হবে না এবং স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফও হবে না। যেমন– غُلَامُ زَيْدٍ (২) মুযাফ সিফাতের সীগাহ হবে; কিন্তু স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে না; বরং গায়রে মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে। যেমন– كَرِيْمُ الْبَلَدِ (৩) মুযাফ সিফাতের সীগাহ হবে না এবং স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে। যেমন– ضَرْبُ الْيَوْمِ ।

ফায়দা ঃ এখানে সিফাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইসমে ফায়েল, ইসমে মাফউল, সিফতে মুশাব্বাহ, ইসমে তাফযীল। আর মা'মূল দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফায়েল ও মাফউলে বিহী।

قَوْلَهُ وَهِيَ إِمَّا بِمَعْنَى اللَّامِ الخ : অর্থাৎ ইযাফতে মা'নবী لام উহ্য থেকে ঐ স্থানে হয় যেখানে মুযাফ ইলাইহ মুযাফের জিনসও হবে না এবং তার যরফও হবে না। অতঃপর মুযাফ ইলাইহের মুযাফের জিনস হওয়ার এই অর্থ যে, মুযাফটা মুযাফ ইলাইহ ও গায়রে মুযাফ ইলাইহ উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে, আর মুযাফ ইলাইহটা মুযাফ ও গায়রে মুযাফ উভয়ের উপর প্রযোজ্য হবে। আর তার অবস্থা এই যে, উভয়ের মধ্যে عام وخاص من وجه -এর সম্পর্ক হবে।

قَوْلَهُ وَإِمَّا بِمَعْنَى مِنْ الخ : অর্থাৎ যখন মুযাফ ইলাইহ মুযাফের জিনস হতে হবে, তখন ইযাফতে মা'নবী من উহ্য থেকে হয়।

قَوْلَهُ أَوْ بِمَعْنَى فِيْ الخ : অর্থাৎ فى উহ্য থেকে ইযাফত ঐ স্থানে হয় যেখানে মুযাফ ইলাইহ মুযাফের যরফ হয়।

قَوْلَهُ وَهُوَ قَلِيْلٌ الخ : অর্থাৎ, অর্থে ইযাফত ব্যবহারে কম আসে।

قَوْلَهُ مِثْلُ غُلَامُ زَيْدٍ : এটা لام -এর অর্থে ইযাফতের উদাহরণ। মূলত غُلَامٌ لِزَيْدٍ ছিল।

قَوْلَهُ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ الخ : এটা من -এর অর্থে ইযাফতের উদাহরণ। মূলত خَاتَمٌ مِنْ فِضَّةٍ ছিল।

قَوْلَهُ وَضَرْبُ الْيَوْمِ الخ : এটা فى -এর অর্থে ইযাফতের উদাহরণ তথা ضَرْبٌ وَاقِعٌ فِى الْيَوْمِ এ জন্য যে, এক জিনিসের যরফ হওয়ার এই অর্থ যে, ঐ জিনিসটি অপর জিনিসের মধ্যে পাওয়া যাবে।

قَوْلُهُ وَتُفِيْدُ تَعْرِيْفًا الخ : অর্থাৎ ইসমকে মা'রেফার দিকে মুযাফ করার দ্বারা নির্দিষ্টতা এবং নাকেরার দিকে মুযাফ করার দ্বারা স্বাতন্ত্র্য তথা স্বল্প-অংশীদারি অর্জিত হয়। কিন্তু এ বিধান غير ، مثل ও তদ্রূপ শব্দাবলির মধ্যে প্রচলন হবে না। কেননা, এ জাতীয় ইসম দ্ব্যর্থবোধকতার আতিশয্যের কারণে মা'রেফার দিকে মুযাফ হওয়ার দ্বারা মা'রেফা হয় না। কিন্তু যখন মুযাফ ইলাইহের বিপরীত বস্তু একটি হবে বা মুযাফ ইলাইহের কোনো এ জাতীয় সদৃশ প্রসিদ্ধ হবে যে, যার সদৃশতা মুযাফ ইলাইহের সাথে বিশেষ গুণ তথা জ্ঞান, বাহদুরি ইত্যাদিতে পাওয়া যাবে, তবে এটা মা'রেফা হয়ে যাবে। সুতরাং যখন আমরা جَاءَ مِثْلُكَ বলব, তখন তার মধ্যকার مثل মা'রেফা হয়ে যাবে, তবে শর্ত হলো তার সাদৃশ্য বস্তু নির্দিষ্ট হবে।

তারকীব : قَوْلُهُ الْمَجْرُوْرَاتُ هُوَمَا اشْتَمَلَ عَلٰى عَلَمِ الْمُضَافِ اِلَيْهِ : এখানে المجرورات এটা উহ্য মুবতাদার খবর তথা هذا باب المجرورات অথবা المجرورات মুবতাদা আর هو দ্বিতীয় মুবতাদা এবং ما মাওসূলাহ বা মাওসূফাহ, اشتمل ফে'ল তাতে উহ্য যামীর ফায়েল, যা ما -এর দিকে ফিরেছে এবং على হরফে জার علم মুযাফ المضاف اليه তার মুযাফ ইলাইহ। এখন এ জুমলাটি ما -এর সেলাহ বা সিফাত অতঃপর উভয়টি প্রথম মুবতাদার খবর। قوله والمضاف اليه মুবতাদা كل তার খবর ও মুযাফ اسم মুযাফ ইলাইহ نسب মাযী মাজহূল اليه তার সাথে মুতা'আল্লাক شئ তার নায়েবে ফায়েল بواسطة حرف الجر এটা نسب -এর সাথে মুতা'আল্লাক لفظا এটা উহ্য كان -এর খবর তথা لفظا كان حرف الجر অথবা حرف الجر হতে হাল হবে যা অর্থগতভাবে মাফঊল। اوتقديرا এটা لفظا -এর উপর আতফ। مرادا এটাও আতফ হয়েছে كان -এর খবর বা হালের পর হাল তখন জুমলা হবে كُلُّ اِسْمٍ نُسِبَ اِلٰى ذٰلِكَ الْاِسْمِ شَئٌ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ الْجَرِّ فَالتَّقْدِيْرُ ; حَالَ كَوْنِهِ مَلْفُوْظًا اَوْ مُقَدَّرًا مُرَادًا فِى الْعَمَلِ মুবতাদা আর فاء তাফসীরের জন্য شرطه দ্বিতীয় মুবতাদা ان হরফে নাসেবা يكون নাকেসা المضاف তার ইসম اسما তার খবর। مجرد এটা اسما -এর সিফাত تنوينه এখানে لاجلها তথা مُجَرَّدًا عَنْ تَنْوِيْنِ الْمُضَافِ اَوْ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالْمَفْعُوْلِ হয়েছে তথা مَنْصُوْبٌ عَلٰى نَزْعِ الْخَافِضِ لِاَجْلِ الْاِضَافَةِ এটা مجردا -এর সাথে মুতা'আল্লাক। এ জুমলাটি দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, আর দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবরসহ প্রথম মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ وَهِىَ : মুবতাদা এটা اضافة -এর দিকে ফিরেছে معنوية তার খবর ولفظية তার উপর আতফ। فالمعنوية এখানে فاء তাফসীরের জন্য আর معنوية মুবতাদা তার পরবর্তী জুমলা খবর। ان হরফে নাসেবা يكون মুযারে' মা'রূফ المضاف তার ইসম غير صفة তার খবর مضافة এটা صفة -এর সিফাত الى معمولها তথা معمول الصفة এটা مضافة -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি খবর।

قَوْلُهُ وَهِىَ : মুবতাদা এটা اضافة -এর দিকে ফিরেছে اما হরফ মুবতাদা بمعنى اللام তার খবর فى হরফে জার ما মাওসূলাহ বা মাওসূফাহ।عدا ফে'লে মাযী মা'রূফ جاوز -এর অর্থে তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা ما -এর দিকে ফিরেছে جنس তার মাফঊল, মুযাফ المضاف মুযাফ ইলাইহ, আর বাক্যটি ما -এর সিলাহ বা সিফাত, অতঃপর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে হরফে জারের মাজরূর, এখন জার ও মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক بمعنى اللام যার সাথে মুতা'আল্লাক হয়েছে তার সাথে وظرفه এটা جنس المضاف -এর উপর আতফ واما بمعنى من فى جنس وهو ظرف المضاف এটাও আতফ হয়েছে بمعنى اللام -এর উপর আতফ او بمعنى فى فى ظرفه তথা بمعنى اللام এটা المضاف তথা وجود الاضافة بمعنى فى মুবতাদা قليل তার খবর نحو উহ্য মুবতাদার খবর, মুযাফ غلام মুবতাদা এটা মুযাফ হয়েছে زيد -এর দিকে وَخَاتَمُ فِضَّةٍ وَضَرْبُ الْيَوْمِ আতফ হয়েছে وتفيد এটা افادة হতে মুযারে' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা اضافة -এর দিকে ফিরেছে تعريفا মাফঊলে বিহী مع المعرفة উক্ত تعريفا -এর সাথে মুতা'আল্লাক وتخصيصا مع النكرة আতফ হয়েছে।

وَشَرْطُهَا تَجْرِيْدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّعْرِيْفِ وَمَا اَجَازَهُ الْكُوفِيُّوْنَ مِنَ الثَّلٰثَةِ الْاَثْوَابِ وَشِبْهِهٖ مِنَ الْعَدَدِ ضَعِيْفٌ وَاللَّفْظِيَّةُ اَنْ يَّكُوْنَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً اِلٰى مَعْمُوْلِهَا مِثْلُ ضَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنُ الْوَجْهِ وَلَاتُفِيْدُ اِلَّا تَخْفِيْفًا فِى اللَّفْظِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ وَامْتَنَعَ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ وَجَازَ اَلضَّارِبَا زَيْدٍ وَالضَّارِبُوْا زَيْدٍ وَامْتَنَعَ الضَّارِبُ زَيْدٍ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ وَضَعُفَ ع اَلْوَاهِبُ الْمِائَةِ الْهِجَانِ وَعَبْدِهَا وَاِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ فِى الْحَسَنِ الْوَجْهِ ـ

অনুবাদ : আর তার (ইযাফতে মা'নবিয়ার) শর্ত হলো, মুযাফকে তা'রীফ (নির্দিষ্টতা) হতে খালি করা। আর اَلثَّلٰثَةُ الْاَثْوَابُ এবং এ জাতীয় সংখ্যার ব্যাপারে কূফীরা যে, জায়েজ বলে তা দুর্বল। আর ইযাফতে লাফযিয়া হলো যে, মুযাফ এমন সিফাত হবে যা স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে। যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ ، حَسَنُ الْوَجْهِ আর এটা শব্দের মধ্যে শুধুমাত্র তাখফীফ (সহজীকরণ)-এর ফায়দা দেয়। এ কারণেই مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ জায়েজ এবং مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ নিষিদ্ধ। আর اَلضَّارِبَا زَيْدٍ ও اَلضَّارِبُوْا زَيْدٍ জায়েজ এবং الضارب زيد নিষিদ্ধ। এর মধ্যে নাহুবিদ ফররা মতবিরোধ করেছেন। আর পংক্তি– সে কালো উট ও তার পরিচালকদেরকে হিবাকারী। এর মধ্যে اَلْوَاهِبُ-কে عبدها-এর দিকে ইযাফত দুর্বল। আর اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ জায়েজ হওয়া اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ-এর মধ্যকার মনোনীত সুরতের উপর নির্ভর করার কারণে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَشَرْطُهَا الخ **:** অর্থাৎ ইযাফতে মা'নবিয়ার শর্ত হলো মুযাফকে তারীফ (নির্দিষ্টতা) হতে খালি করা। এ জন্য যে, যখন মুযাফ মা'রেফা হবে তখন দু' অবস্থা হবে মুযাফ ইলাইহ হয়তো মা'রেফা হবে অথবা নাকেরা। প্রথম অবস্থাতে تحصيل حاصل আর দ্বিতীয় অবস্থাতে উত্তমকে বর্জন করে নগণ্যকে অর্জন করা আবশ্যক হয় এবং তা দূষণীয়।

قَوْلُهٗ وَمَا اَجَازَهُ الْكُوفِيُّوْنَ الخ **:** এ বাক্য উহ্য প্রশ্নের উত্তর। উহ্য প্রশ্ন এই যে, মুযাফকে তা'রীফ হতে খালি করার শর্ত গায়রে মুসাল্লাম (অস্বীকৃত)। কেননা কূফী নাহুবিদরা ঐ সকল সংখ্যার মধ্যে যেগুলো স্বীয় তামঈযের দিকে মুযাফ হয় تعريف باللام (لام -এর মাধ্যমে নির্দিষ্টতা)-কে জায়েজ সাব্যস্ত করেন। যেমন– اَلثَّلٰثَةُ الْاَثْوَابُ ، اَلْخَمْسَةُ الدَّرَاهِمُ আর তার কারণ বর্ণনা করেছেন যে, اسماء عدد -এর মধ্যে মুযাফ উদ্দেশ্য হয় এবং মুযাফ ইলাইহকে মুযাফ হতে দ্ব্যর্থবোধকতা দূরীভূত করার জন্য আনা হয়। সুতরাং যদি মুযাফ না করা হয় তবে উত্তমের পরিপূর্ণতা নগণ্যের দ্বারা আবশ্যক হবে আর এটা অত্যন্ত দূষণীয়। অতএব, তার উত্তর গ্রন্থকার (র.) এই দিয়েছেন যে, কূফী নাহুবিদদের اَلثَّلٰثَةُ الْاَثْوَابُ ইত্যাদিকে জায়েজ সাব্যস্ত করা দুর্বল। কেননা, এখানে মুযাফ নাকেরা হওয়ার দ্বারা উত্তমের পরিপূর্ণতা নগণ্যের দ্বারা আবশ্য হয় না; বরং নগণ্যের পরিপূর্ণতা উত্তমের দ্বারা আবশ্যক হয়, আর তা জায়েজ। আর তার কারণ এই যে, মূলত মুযাফ ইলাইহ উদ্দেশ্য হয় মুযাফকে পরিমাণ বর্ণনার জন্য আনা হয়, ব্যাপারটা প্রকাশ্য।

قَوْلُهٗ وَاللَّفْظِيَّةُ الخ **:** অর্থাৎ ইযাফতে লাফযিয়ার আলামত হলো, সিফাত স্বীয় মা'মূলের দিকে মুযাফ হবে, চাই ঐ মা'মূল ফায়েল হোক অথবা মাফউল, যেমন– قَوْلُهٗ ضَارِبُ زَيْدٍ এখানে সিফাত স্বীয় মা'মূল মাফউলের দিকে মুযাফ হয়েছে। আর যেমন– قَوْلُهٗ حَسَنُ الْوَجْهِ উদাহরণ ঐ সিফাতের যা স্বীয় মা'মূল ফায়েলের দিকে মুযাফ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَلَاتُفِيْدُ الخ **:** অর্থাৎ ইযাফতে লাফযিয়া শব্দের মধ্যে শুধুমাত্র সহজীকরণের ফায়দা দেয়। তদ্দ্বারা নির্দিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয় না। অতঃপর এ সহজীকরণ কখনো শুধু মুযাফের মধ্যে হয়, যেমন– ضَارِبُ زَيْدٍ মূলত ضَارِبٌ زَيْدًا ছিল।

ইযাফতের কারণে ضارب হতে তানবীন বিলুপ্ত হয়েছে। আবার কখনো সহজীকরণ শুধু মুযাফ ইলাইহের মধ্যে যমীর বিলুপ্তির মাধ্যমে হয়। যেমন– اَلْقَائِمُ الْغُلَامُ মূলত اَلْقَائِمُ غُلَامُهُ ছিল। غلام হতে মুযাফ ইলাইহের যমীর বিলোপ করে القائم -এর মধ্যে তা উহ্য মানা হয়েছে এবং القائم -কে তার দিকে মুযাফ করা হয়েছে। এখন মুযাফ ইলাইহের মধ্যে সহজীকরণ অর্জিত হয়েছে। আবার কখনো মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ উভয়টির মধ্যে সহজীকরণ হয়। যেমন– حَسَنُ الْوَجْهِ মূলত حسن وجهه ছিল। ইযাফতের কারণে حسن -এর তানবীন এবং وجهه -এর যমীর বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং وجهه -এর যমীরের পরিবর্তে لام تعريف আনা হয়েছে। এখন মুযাফ ও মুযাফ ইলাইহ উভয়টিতে সহজীকরণ এসে গেছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الخ : অর্থাৎ যখন এটা জানা হলো যে, ইযাফতে লাফযিয়া শুধু সহজীকরণের ফায়দা দেয়, তাহলে এখন مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ الْوَجْهِ -এর তারকীব জায়েজ হবে। এজন্য যে, তন্মধ্যে ইযাফতের কারণে মুযাফ হতে তানবীন এবং মুযাফ ইলাইহ হতে যমীর বিলুপ্ত হয়েছে; নির্দিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হয়নি। সুতরাং এ হিসাবে حَسَنِ الْوَجْهِ নাকেরার সিফাত সাব্যস্ত হওয়ার বিশুদ্ধ হয়েছে। অন্যথা যদি নির্দিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য অর্জিত হতো তবে তার নাকেরার সিফাত সাব্যস্ত হওয়া বিশুদ্ধ ছিল না। কেননা, সিফাত ও মাওসূফের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান আবশ্যক। তবে مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ -এর তারকীব এর বিপরীত, তা নিষিদ্ধ। কেননা, তন্মধ্যে মাওসূফ তথা زيد মা'রেফা এবং সিফাত তথা حسن اوجه নাকেরা।

قَوْلُهُ وَجَازَ الخ : অর্থাৎ اَلضَّارِبَا زَيْدٍ ও اَلضَّرِبُوْا زَيْدٍ এ দু'টি তারকীব জায়েজ। কেননা, প্রথমটিতে সহজীকরণ দ্বিবচনের নূন বিলোপ করার দ্বারা হয়েছে। আর এটা নিশ্চিত যে, এ দু'টো নূন ইযাফতের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে, لام تعريف -এর কারণে নয়। কেননা, ইযাফতের বাতিল করার সময় নূন সেগুলোর মধ্যে ফিরে আসে। সুতরাং জানা গেল যে, এ নূন لام تعريف -এর কারণে বিলুপ্ত হয়নি; বরং ইযাফতের কারণে বিলুপ্ত হয়েছে। অন্যথা ইযাফতে বাতিলের সময় তা দিয়ে আসতো না।

قَوْلُهُ وَامْتَنَعَ الضَّارِبُ زَيْدٍ الخ : অর্থাৎ اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -এর তারকীব নিষিদ্ধ। এ জন্য যে, এখানে ইযাফতের ফলে সহজীকরণ হয়নি যেমনিভাবে প্রকাশ্য যে, এ তানবীন الضارب হতে لام تعريف -এর কারণে বিলুপ্ত হয়েছে, ইযাফতের কারণে নয়। অন্যথা ইযাফত বাতিলের সময় তা ফিরে আসতো, অথচ পরিস্থিতি তার বিপরীত।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ الخ : অর্থাৎ নাহুবিদ ফররা এ তারকীবকে জায়েজ বলেন। কেননা, তাঁর নিকট اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -এর মধ্যে ইযাফতের পরে لام প্রবেশ হয়েছে। সুতরাং তন্মধ্যে ইযাফতের কারণে তানবীন বিলুপ্তির মাধ্যমে প্রথম সহজীকরণ হয়েছে, অতঃপর তা معرف باللام হয়েছে। তা ছাড়া উক্ত তারকীবের জায়েজের উপর কবির বক্তব্য اَلْوَاهِبُ الْمِائَةَ الْهِجَانِ الضارب দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। কারণ হলো, উক্ত পংক্তিতে তিন তারকীব হতে পারে। (১) اَلْوَاهِبُ الْمِائَةُ وَعَبْدِهَا এটা الضارب الرجل -এর মতো। (২) اَلْمِائَةُ الْهِجَانِ এটা اَلثَّلَاثَةُ الْاَثْوَابُ -এর মতো। (৩) قوله وَعَبْدِهَا -এর আতফ المائة -এর উপর, আর الواهب তার দিকে মুযাফ হয়েছে। কায়দা আছে যে, মা'তূফ আলাইহ -এর পূর্বে যে কয়েদ হয় তা মা'তূফ -এর দিকে ফিরে। সুতরাং যেন কবি বলেছেন اَلْوَاهِبُ عَبْدِهَا আর এটা الضارب زيد -এর মতো। অতএব, যখন الواهب عبدها শুদ্ধ হলো, তখন فى اَلضَّارِبُ زَيْدٍ ও শুদ্ধ হয়ে গেল। এটা নাহুবিদ ফররা -এর প্রমাণ, আর গ্রন্থকার (র.)-এর উত্তর স্বীয় বক্তব্য وَضَعُفَ الْوَاهِبُ الخ দ্বারা দিয়েছেন যে, উক্ত প্রমাণ দুর্বল। কেননা, উক্ত প্রমাণ অকাট্য নয়; বরং সম্ভাবনা রয়েছে যে, عبدها জার বিশিষ্ট না হয়ে নসব বিশিষ্ট এবং তারকীবের মধ্যে মাফউলে মা'আহু হয়েছে। আর যদি তাকে জার বিশিষ্ট হওয়া স্বীকারও করে নেওয়া হয় তবুও উক্ত প্রমাণ শুদ্ধ নয়। কেননা, হতে পারে যে, আতফ ছাড়া একাকী اَلْوَاهِبُ عَبْدِهَا নিষিদ্ধ হবে, আর আতফের সাথে اَلْوَاهِبُ الْمِائَةُ وَعَبْدِهَا -এর তারকীব জায়েজ হবে। এজন্য যে, অনেক সময় মা'তূফ-এর মধ্যে ঐ বিষয় জায়েজ হয়, যা মা'তূফ আলাইহের মধ্যে জায়েজ হয় না, যেমন– رُبَّ شَاةٍ وَسَخْلَتْهَا এখানে رب -এর প্রবেশ আতফের সাথে سخلتها মা'রেফার উপর হয়ে গেছে আর এ তারকীব জায়েজ। আর আতফ ছাড়া একাকী رب -এর প্রবেশ মা'রেফার উপর করে رب سخلتها বললে তা জায়েজ ছিল না। অতঃপর এ বক্তব্য ঐ সময় যখন আমরা قوله وضعف -এর মধ্যে ضعف -এর ফায়েল استدلال فراء সাব্যস্ত করব। আর সম্ভাবনা রয়েছে যে, ضعف -এর ফায়েল সরাসরি এ বক্তব্য হবে তথা ضعف هذا القول আর সে সময় ঐ বক্তব্যের দুর্বলতা এ কারণে হবে যে, এ বক্তব্য اَلْمِائَةُ الْهِجَانِ -এর

অন্তর্গত, আর اَلثَّلَاثَةُ الْاَثْوَابِ -এর ন্যায়। আর اَلثَّلَاثَةُ الْاَثْوَابِ দুর্বল, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, المائة الهجان দুর্বল হবে এবং তার দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করাও দুর্বল হবে। কেননা, দুর্বল বক্তব্য অন্যের উপর সহজীকরণ হতে পারে না।

قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا جَازَ الضَّارِبُ الرَّجُلِ الخ : অতঃপর নাহুবিদ স্বীয় বক্তব্যের উপর اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ -এর মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেন, اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ, আর তা اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -এর ন্যায়। সুতরাং الضارب رجل জায়েজ হবে আর اَلضَّارِبُ زَيْدٍ নাজায়েজ হবে এটা হতে পারে না। গ্রন্থকার (র.) তার উত্তরে বলেন যে, কিয়াসের চাহিদা তো ছিল যে, اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ -এর তারকীবও নাজায়েজ হবে। কেননা, তন্মধ্যে ইযাফতের কারণে কোনো সহজীকরণ হয়নি বরং তাতে শুধুমাত্র لام -এর কারণে সহজীকরণ হয়েছে; কিন্তু তাও একটি অন্য কারণে জায়েজ হয়েছে, তা এই যে, উল্লিখিত তারকীব اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ -এর সুরত সমূহের মধ্য হতে মনোনীত সুরতের উপর নির্ভরশীল আর তা হলো, الوجه টা ইযাফতের কারণে জার বিশিষ্ট হওয়া। সুতরাং اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ -এর জায়েজ হওয়ার একটি কারণ মওজুদ রয়েছে, তা এই যে, এটা এবং اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ উভয়টি দু'টি বিষয়ে অংশীদার। প্রথমটি হলো, উভয় তারকীবের মধ্যে মুযাফ সিফাতের সীগাহ এবং معرف باللام। দ্বিতীয়টি হলো, মুযাফ ইলাইহ উভয়টির মধ্যে ইসমে জিনস এবং معرف باللام। اَلضَّارِبُ زَيْدٍ তার বিপরীত, যেহেতু اَلْحَسَنُ الْوَجْهِ -এর সাথে তার সদৃশতা নেই তাই اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -এর তারকীব জায়েজ হবে না।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَشَرْطُهَا : মুবতাদা এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, যা ইযাফতে মা'নবিয়ার দিকে ফিরেছে تجريد তার খবর, মুযাফ المضاف মুযাফ ইলাইহ من التعريف এটা تجريد তার খবর, মুযাফ المضاف মুযাফ ইলাইহ من التعريف এটা تجديد -এর সাথে মুতা'আল্লাক وما এখানে ما মাওসূলাহ বা মাওসূফাহ। اجازه الكوفيون ফে'ল, ফায়েল, মাফঊল আর বাক্যটি সিলাহ অথবা সিফাত من বয়ানের জন্য من الثلثه এটা من -এর দ্বারা জার বিশিষ্ট, মুযাফ الاثواب মুযাফ ইলাইহ وشبهه তার উপর আতফ من العدد এটা شبهه -এর বয়ান,'আর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাতের সাথে মিলে মুবতাদা ضعيف খবর।

قَوْلُهٗ وَاللَّفْظِيَّةُ : তথা ইযাফতে লাফযিয়া, মুবতাদা ان হরফে নাসেবা يكون المضاف নাকেসা আর তার মধ্যকার উহ্য যমীর المضاف -এর দিকে দিয়েছে صفة তার খবর مضافة এটা صفة -এর সিফাত معمول الى معمولها তথা الصفة এটা مضافة -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি খবর مِثْلُ ضَارِبُ زَيْدٍ وَحَسَنِ الْوَجْهِ (প্রাগুক্ত) ولا تفيد না-বোধক মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর ফায়েল যা الاضافة اللفظية -এর দিকে ফিরেছে الا হরফে ইসতেছনা تخفيفا মাফঊলে বিহী, যেহেতু এটা ইসতেছনায়ে মুফাররাগ, তাই আমিল অনুপাতে ই'রাব হবে فى اللفظ তার সাথে মুতা'আল্লাক ومن হরফে জার সববের জন্য ثم তার দ্বারা জার বিশিষ্ট। এর দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইযাফতে লাফযিয়া শুধুমাত্র সহজীকরণের ফায়দা দেয়। আর জার মাজরূর আগত ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক جاز মাযী মা'রূফ مررت ফে'ল, ফায়েল برجل মাফঊলে বিহী حسن الوجه তার সিফাত। এ বাক্য রফা'-এর স্থলে, কেননা তা ফায়েল جاز তথা جَازَهٰذَا الْكَلَامُ اَوِ التَّرْكِيْبُ ; وَامْتَنَعَ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَسَنِ الْوَجْهِ এটা পূর্বোক্ত উদাহরণের ন্যায়ই তারকীব হবে, আতফ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَجَازَ الضَّارِبَا الخ : প্রাগুক্ত خلاف মাফঊলে মুতলাক অথবা সিফাত অথবা وامتنع -এর ফায়েল হতে হাল মূল ইবারত হলো– خُوْلِفَ فِيْهِ خِلَافًا لَهٗ اَوِ امْتَنَعَ اَنْ يَّقُوْلَ جَاءَ الضَّارِبُ زَيْدٍ لِعَدَمِ التَّخْفِيْفِ حَالَ كَوْنِ هٰذَا الْقَوْلِ للفراء তার সাথে মুতা'আল্লাক وضعف মাযী মা'রূফ الواهب মুযাফ المائة ; مُخَالِفًا لِقَوْلِهٖ حَيْثُ اَجَازَ هٰذِهِ الْاِضَافَةَ মুযাফ ইলাইহ الهجان এটা المائة -এর সিফাত অথবা তার মুযাফ ইলাইহ وعبدها এটা المائة এর উপর আতফ, আর তন্মধ্যকার যমীর المائة -এর দিকে ফিরেছে وانما, হসরের কালিমা اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ প্রকাশ্য حملا মাফঊলে মুতলাক তথা حملت حملا অথবা মাফঊলে লাহু আর আমিল উহ্য রয়েছে তথা وَاِنَّمَا قُلْنَا جَازَ الضَّارِبُ زَيْدٍ لِلْحَمْلِ عَلٰى كَذَا ; على المختار এটা حملا -এর সাথে মুতা'আল্লাক فِى الْحَسَنِ الْوَجْهِ এটা المختار -এর সাথে মুতা'আল্লাক।

وَالضَّارِبُكَ وَشِبْهُهُ فِيْمَنْ قَالَ اِنَّهُ مُضَافٌ حَمْلًا عَلٰى ضَارِبِكَ وَلَا يُضَافُ مَوْصُوْفٌ اِلٰى صِفَةٍ وَلَا صِفَةٌ اِلٰى مَوْصُوْفِهَا وَمِثْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ وَجَانِبُ الْغَرْبِيِّ وَصَلٰوةُ الْاُوْلٰى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ مُتَاَوَّلٌ وَمِثْلُ جَرْدُ قَطِيْفَةٍ وَاَخْلَاقُ ثِيَابٍ مُتَاَوَّلٌ وَلَا يُضَافُ اِسْمٌ مُمَاثِلٌ لِلْمُضَافِ اِلَيْهِ فِى الْعُمُوْمِ وَالْخُصُوْصِ كَلَيْثٍ وَاَسَدٍ وَحَبْسٍ وَمَنْعٍ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ بِخِلَافِ كُلِّ الدَّرَاهِمِ وَعَيْنُ الشَّئِ فَاِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِ وَقَوْلُهُمْ سَعِيْدُ كُرْزٍ وَنَحْوُهُ مُتَاَوَّلٌ -

---

অনুবাদ : আর اَلضَّارِبُكَ ও তার সাদৃশ্য জায়েজ ঐ ব্যক্তির বক্তব্যের মধ্যে যে বলে যে, তা ضارِبك -এর উপর নির্ভর করার কারণে তা মুযাফ। আর ইসমে মাওসূফকে সিফাতের দিকে ইযাফত করা যায় না এবং সিফাতকে স্বীয় মাওসূফের দিকে ইযাফত করা যায় না। আর مَسْجِدُ الْجَامِعِ ، جَانِبُ الْغَرْبِيِّ ، صَلٰوةُ الْاُوْلٰى، بَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ জাতীয় উদাহরণসমূহ তাবিলকৃত। আর جَرْدُ قَطِيْفَةٍ ও اَخْلَاقُ ثِيَابٍ -এর উদাহরণসমূহ তাবিলকৃত। আর এমন ইসম যা উমূম ও খুসূসের মধ্যে মুযাফ ইলাইহের ন্যায় হবে তা মুযাফ হয় না। যেমন– لَيْثٌ ، اَسَدٌ ، حَبْسٌ ، مَنْعٌ (এ অবস্থাতে) ইযাফতের কোনো ফায়দা না হওয়ার কারণে। كُلُّ الدَّرَاهِمِ ও عَيْنُ الشَّئِ -এর বিপরীত। কেননা, এ সকল উদাহরণ ইযাফতের দ্বারা স্বতন্ত্র হয়ে যায়। আর তাদের বক্তব্য سَعِيْدُ كُرْزٍ এবং এ জাতীয় উদাহরণসমূহ তাবিলকৃত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَضَارِبُكَ وَشِبْهُهُ الخ : এটা নাহুবিদ ফররা -এর প্রমাণের জবাব। প্রমাণের সারমর্ম হলো, الضارب زيد এটা اَلضَّارِبُكَ -এর ন্যায়। কেননা, উভয়টিতে তানবীন لام -এর কারণে বিলুপ্ত হয়েছে, ইযাফতের কারণে নয়। সুতরাং যখন اَلضَّارِبُكَ তারকীব সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ, তাহলে اَلضَّارِبُ زَيْدٍ তারকীবও তার উপর নির্ভর করে জায়েজ হবে। জওয়াব হলো, প্রথমত জমহুরে নুহাত এ তারকীবে ইযাফতের বক্তা নন; বরং অধিকাংশের মাযহাব হলো, তন্মধ্যকার আলিফ ও লাম الذى -এর অর্থে, আর ضارب এটা ضرب -এর অর্থে, আর কাফ মাফউল হিসাবে নসবের স্থলে হয়েছে। সুতরাং ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের বক্তব্য অনুসারে প্রমাণ উপস্থাপন শুদ্ধ হবে না। দ্বিতীয়ত যদি মেনে নেওয়াও হয় যে, এখানে ইযাফত হয়েছে যেরূপ কিছুসংখ্যকের মাযহাব, তবুও নাহুবিদ ফররার প্রমাণ উপস্থাপন শুদ্ধ নয়। কেননা, তিনি এ তারকীবকে ضاربك -এর উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে জায়েজ বলেছেন, আর ضاربك -এর তানবীন বিলুপ্তকরণ যমীরের সাথে মিলার কারণে হয়েছে, ইযাফতের কারণে নয়। কেননা, যদি ইযাফতের কারণে তানবীন বিলুপ্ত হতো, তাহলে ইযাফত বাতিল হওয়ার পরে ضارب ك বলা শুদ্ধ হবে, অথচ কখনো এটা শুনা যায়নি। সুতরাং এর দ্বারা ফররার প্রমাণ উপস্থাপন শুদ্ধ হবে না। কেননা, প্রমাণ উপস্থাপন ঐ বস্তু দ্বারা হয় যা স্বয়ং শুদ্ধ হয়। আর যদি ফররা এটা বলেন যে, আমি اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -কে اَلضَّارِبُكَ -এর ন্যায় ضاربك -এর উপর নির্ভর করি, যাতে الضارب زيد ও সহজীকরণ ছাড়া শুদ্ধ হয়। তবে উত্তর এই যে, اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -কে ضاربك -এর উপর নির্ভর করা যাবে না। কেননা, এ দু'টো এক অধ্যায় হতে নয়। এর বিপরীত اَلضَّارِبُكَ ও ضَارِبُكَ যে, উভয়টি ইসমে ফায়েল যমীরের সাথে মিলে আসার ব্যাপারে অংশীদার। সুতরাং একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল হতে পারে।

قَوْلُهُ وَلَا يُضَافُ مَوْصُوْفٌ الخ : অর্থাৎ মাওসূফ সিফাতের দিকে মুযাফ হতে পারে না। কেননা, সিফাত মূলত অবিকল মাওসূফ আর মুযাফ মুযাফ ইলাইহের বিপরীত হয়ে থাকে। সুতরাং যদি মাওসূফকে তার সিফাতের দিকে মুযাফ করা হয়,

তবে অভিন্নতার মধ্যে ভিন্নতা আবশ্যক হবে। আর যেহেতু যা আবশ্যক হচ্ছে তা বাতিল অতএব যার কারণে আবশ্যক হচ্ছে তাও বাতিল হবে। অথবা এভাবে বলা যায় যে, মাওসূফ দু' অবস্থা হতে খালি নয়। হয়তো তা সিফাত হতে اخص। তথা অতি স্বতন্ত্র হবে অথবা তার সমমর্যাদার হবে। যদি اخص হয়, তবে উত্তমের নগণ্য হতে পরিপূর্ণতা আবশ্যক হবে আর তা জায়েজ নয়। আর যদি সমমর্যাদার হয়, তবে ইযাফতের দ্বারা কোনো ফায়দা নেই বরং তাহসীলে হাসেল হয়।

قَوْلُهُ وَلَا صِفَةً اِلٰى مَوْصُوْفِهَا الخ : অর্থাৎ অনুরূপভাবে সিফাত স্বীয় মাওসূফের দিকে মুযাফ হওয়ায় জায়েজ নেই। কেননা, তখন অভিন্নতার স্থলে ভিন্নতা আবশ্যক হবে। অনুরূপ শাখার মূলের প্রাধান্যতা আবশ্যক হবে যা নাজায়েজ।

قَوْلُهُ وَمِثْلُ مَسْجِدُ الْجَامِعِ الخ : এটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, তোমাদের এটা বলা যে, মাওসূফ স্বীয় সিফাতের দিকে মুযাফ হয় না; এটা আমাদের নিকট স্বীকৃত নয়। আর কিভাবে স্বীকৃত হতে পারে যখন আমরা দেখি যে, আরবি ভাষায় বহুলভাবে মাওসূফকে সিফাতের দিকে ইযাফত করা হয়েছে। যেমনিভাবে মতনে উল্লিখিত উদাহরণ সমূহের মধ্যে মাওসূফের ইযাফত সিফাতের দিকে রয়েছে। সুতরাং স্বীকৃত রীতি বাতিল হয়ে গেল। আর জওয়াবের সারমর্ম এই যে, মতনে উল্লিখিত উদাহরণসমূহ তাবিলকৃত। সুতরাং مَسْجِدُ الْجَامِعِ মূলত مَسْجِدُ الْوَقْتِ الْجَامِعِ ছিল। অতএব, উক্ত উদাহরণে جامع শব্দটি وقت -এর সিফাত হয়েছে مسجد -এর সিফাত হয়নি। আর দলিল হলো, মানবকুলকে একত্রকারী নামাজের সময়, মসজিদ নয়। আর মানব সম্পূর্ণ সময়ে মসজিদে একত্রিত হয় না। আর এটা বাতিল। অনুরূপ جَانِبُ الْغَرْبِيِّ মূলত جَانِبُ الْمَكَانِ الْغَرْبِيِّ ছিল। সুতরাং তখন غربى টা مكان -এর সিফাত হবে جانب -এর সিফাত হবে না। তদনুরূপ صَلٰوةُ الْاُوْلٰى এটা صَلٰوةُ السَّاعَةِ الْاُوْلٰى ছিল এবং بَقِلَةُ الْحَمْقَاءِ এটা بَقِلَةُ الْحَبَّةِ الْحَمْقَاءِ ছিল। এ সকল অবস্থাতে মাওসূফ বিলুপ্ত রয়েছে। সুতরাং স্বীকৃতরীতি আপন অবস্থায় অবশিষ্ট রয়েছে।

قَوْلُهُ جَرْدُ قَطِيْفَةٍ الخ : এটাও উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, আমরা সিফাতকে মাওসূফের দিকে ইযাফতকে নাজায়েজ স্বীকার করি না, যেমন মতনে উল্লিখিত উদাহরণসমূহে جرد ও اخلاق। সিফাত এবং স্বীয় মাওসূফ তথা قطيفه ও ثياب -এর দিকে মুযাফ হয়েছে। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তার উত্তর এই দিয়েছেন যে, جَرْدُ قَطِيْفَةٍ (পুরাতন চাদরসমূহ) এবং اَخْلَاقُ ثِيَابٍ (পুরাতন কাপড়) ও জাতীয় উদাহরণসমূহ তাবিলকৃত। আর তাবিল এই যে, যদিও মাওসূফ দ্বারা সত্তা বুঝায় আর সিফাত দ্বারা গুণসহকারে সংশয়যুক্ত সত্তা বুঝায়; কিন্তু কখনো সিফাতকে সত্তার সম্পর্যায়ে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়। অতএব, যখন উদাহরণস্বরূপ جرد -কে সত্তার সমপর্যায়ে উল্লেখ করা হবে, তখন তার মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হবে যে, جرد কি জিনিস? অতঃপর যখন قطيفة সংশয় দূরীকরণার্থে তার পরে উল্লেখ করা হবে এবং جرد -কে তার দিকে মুযাফ করা হবে, তখন সংশয় চলে যাবে। সুতরাং জানা গেল যে, এ ইযাফত এ হিসাবে নয় যে, جرد টা قطيفة -এর সিফাত; বরং এ হিসাবে যে, যেন جرد একটা সংশয়যুক্ত জিনস। তাকে قطيفة -এর দিকে এ জন্য মুযাফ করা হয়েছে যে, তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যতা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং সংশয় চলে যাবে। আর এর উপরই اَخْلَاقُ ثِيَابٍ -কে অনুমান করে নেওয়া আবশ্যক যে, তার মধ্যেও এ তাবিল বা ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে।

قَوْلُهُ وَلَايُضَافُ الخ ঃ অর্থাৎ যখন এক ইসম অন্য ইসমের সাথে উমূম ও খুসূসের মধ্যে সাদৃশ্য হয় তখন উভয়টি হতে একটির ইযাফত অন্যটির দিকে হবে না, চাই সে দু'টি اعيان। থেকে হোক যেমন– ليث ও اسد অথবা معانى ও احداث থেকে হোক যেমন– منع ও حبس এ জন্য যে, ইযাফতের দ্বারা কোনো ফায়দা নেই; বরং যে বস্তু উদ্দেশ্য হবে তা ইযাফত হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে শুধু মুযাফের দ্বারা অর্জিত হয়ে যাবে, সুতরাং ইযাফত নিরর্থক হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ كُلِّ الدَّرَاهِمِ الخ : অর্থাৎ ঐ ইযাফতের বিপরীত, যা আমের খাসের দিকে হয়ে তা উপকারী হয়। যেমন– عَيْنُ الشَّيْئِ ও كُلُّ الدَّرَاهِمِ এ দু'টি উদাহরণের মধ্যে মুযাফ 'আম (ব্যাপক) এ জন্য যে, كل ইযাফতের পূর্বে 'আম বা ব্যাপক ছিল, উপস্থিত ও অনুপস্থিত উভয়ের উপর তার প্রয়োগ হওয়া ব্যাপক ছিল, ইযাফতের দ্বারা তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং উপস্থিতের সাথে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, তার মুযাফ ইলাইহ নির্দিষ্ট। যেমন প্রকাশ্য যে, বস্তুর নির্ভর শুধু

উপস্থিতের উপর হয়। সুতরাং ঐ ইযাফতের দ্বারা যেহেতু উপকার দৃশ্যমান হচ্ছে যে, মুযাফের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এসে যায়। অতএব, এটা জায়েজ হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ سَعِيْدُ كُرْزٍ الخ : এটা উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, سعيد ও كرز উভয়টি এক সত্তার নাম। সুতরাং উভয়টি পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ অতএব তাতে ইযাফত না হওয়া আবশ্যক ছিল, অথচ سعيد -এর ইযাফত كرز -এর দিকে হয়েছে। উত্তর হলো, এ সকল উদাহরণ তাবিলকৃত। এভাবে যে, মুযাফ দ্বারা উদ্দেশ্য নামীয় ব্যক্তির সত্তা আর মুযাফ ইলাইহ দ্বারা উদ্দেশ্য সরাসরি শব্দ। সুতরাং سَعِيْدُ كُرْزٍ -এর অর্থ এই যে, ঐ সত্তা যা كرز শব্দের সাথে নামীয় ও উপাধিযুক্ত।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالضَّارِبُكَ : এটা اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ -এর উপর আতফ وشبهه এটাও তার উপর আতফ فى হরফে জার من মাওসূলা অথবা মাওসূফা قال মাযী মা'রূফ তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল من -এর দিকে ফিরেছে انه মাফউল, আর انه -এর যমীর الضاربك -এর দিকে ফিরেছে। বাক্যটি من -এর সিলাহ বা সিফাত। مضاف এটা قال -এর মাফউল, আর انه -এর যমীর الضاربك -এর দিকে ফিরেছে। বাক্যটি من -এর সিলাহ বা সিফাত। এখন موصول ও موصوف তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে فى -এর মাজরূর, আর জার মাজরূরসহ جاز -এর সাথে মুতা'আল্লাক حَمْلًا عَلٰى ضَارِبِكَ এটা حَمْلًا عَلَى الْمُخْتَارِ -এর ন্যায় ولا يضاف মুযারি' মাজহুল موصوف মাফউলে মা লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু الى صفة এটা موصوف -এর সিফাত لايضاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক ولا صفة এটা موصوف -এর উপর আতফ الى موصوفها তথা موصوف الصفة এটাও لايضاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক ومثل মুবতাদা, মুযাফ مسجد মুযাফ ইলাইহ আবার মুযাফ الجامع মুযাফ ইলাইহ وَجَانِبُ الْغَرْبِيِّ এটা مَسْجِدُ الْجَامِعِ -এর ন্যায় তার উপর আতফ وَصَلٰوةُ الْاُوْلٰى وَبَقْلَةُ الْحَمْقَاءِ অনুরূপ متاول তার খবর।

ولايضاف مِثْلُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ الخ এটা قَوْلُهُ مِثْلُ جَرْدُ قَطِيْفَةٍ وَاَخْلَاقُ ثِيَابٍ مُتَاَوَّلٌ -এর ন্যায় তারকীব মুযারি' মাজহুল اسم মাফউলে মা লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু مماثل তার সিফাত للمضاف اليه এটা مماثل -এর সাথে মুতা'আল্লাক فى العموم এটাও তার সাথে মুতা'আল্লাক والخصوص এটা العموم -এর উপর আতফ كليث উহ্য মুবতাদার খবর তথা وَهُوَ مِثْلُ لَيْثٍ ; واسد এটা ليث -এর উপর আতফ حبس ومنع অনুরূপ আতফ لعدم الفائدة এটা لايضاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক بخلاف উহ্য মুবতাদার খবর তথা وهذا بخلاف এটা মুযাফ كل মুযাফ ইলাইহ আবার মুযাফ الدراهم মুযাফ ইলাইহ وَعَيْنُ الشَّئِ এটা كُلُّ الدَّرَاهِمِ -এর ন্যায় فانه يختص به এখানে فاء তা'লীলের জন্য, আর ان হরফে মুশাব্বাহ বিল ফে'ল ه তার ইসম, তা مضاف -এর দিকে ফিরেছে, আর বাক্যটি ان -এর খবর وقولهم মুবতাদা বহুবচনের যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে যা নাহুবিদগণের দিকে ফিরেছে سَعِيْدُ كُرْزٍ উহ্য মুবতাদার খবর তথা هذا سعيد মুযাফ كرز মুযাফ ইলাইহ, এ বাক্যটি নসবের স্থলে হয়েছে। কেননা, এটা قولهم -এর মাকূলা متاول তার খবর।

وَاِذَا اُضِيْفَ الْاِسْمُ الصَّحِيْحُ اَوِ الْمُلْحَقُ بِهِ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ كُسِرَ اٰخِرُهٗ وَالْيَاءُ مَفْتُوْحَةٌ اَوْ سَاكِنَةٌ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ اَلِفًا تَثْبُتُ وَهُذَيْلٌ تَقْلِبُهَا لِغَيْرِ التَّثْنِيَةِ يَاءً وَاِنْ كَانَ يَاءً اُدْغِمَتْ وَاِنْ كَانَ وَاوًا قُلِبَتْ يَاءً وَ اُدْغِمَتْ وَفُتِحَتِ الْيَاءُ لِلسَّاكِنَيْنِ وَاَمَّا الْاَسْمَاءُ السِّتَّةُ فَاَخِيْ وَاَبِيْ وَاَجَازَ الْمُبَرِّدُ اَخِيَّ وَاَبِيَّ -

---

অনুবাদ : আর যখন সহীহ ইসম বা যা তার সাথে যুক্ত হয় يا ء متكلم -এর দিকে ইযাফত করা হবে, তখন তার শেষে কাসরা দেওয়া যায় এবং يا ء متكلم ফাতাহযুক্ত বা সাকিন হবে। সুতরাং যদি তার শেষে আলিফ হয়, তবে বলবৎ থাকবে, আর বনূ হুযায়েল গোত্র ঐ আলিফকে পরিবর্তন করে দেন অর্থাৎ যে আলিফ দ্বিবচনের জন্য হবে না তা পবির্তন করে দেয়। আর যদি তার শেষে يا ء হয়, তবে ইদগাম করে দেওয়া হয়। আর যদি واو হয়, তবে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে অতঃপর ইয়া-এর মধ্যে ইদগাম করা হয় এবং ইয়ায় ফাতাহ দেওয়া হয় দু' সাকিন একত্রিত হওয়ার কারণে। আর যাহোক আসমায়ে সিত্তা (اَخٌ ও اَبٌ যখন তা ইয়ায়ে মুতাকাল্লামের দিকে মুযাফ হবে) তা اَخِيْ ও اَبِيْ হবে। আর নাহুবিদ মুবাররাদ اَخِيَّ ও اَبِيَّ -কে জায়েজ বলেন।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَاِذَا اُضِيْفَ الْاِسْمُ الخ : অর্থাৎ যখন সহীহ ইসম বা সহীহের সাথে যুক্ত ইসম يا ء متكلم -এর দিকে ইযাফত করা হবে, তখন শেষে يا ء -এর উপযোগিতার কারণে কাসরা দেওয়া হবে। আর يا ء متكلم -কে ফাতাহ বিশিষ্ট বা সাকিন পরবে। ফাতাহ বিশিষ্ট এ জন্য যে, ফাতাহ অতি সহজ হরকত আর সুকূনের মধ্যে সহজতা প্রকাশ্য, যেমন– طَبْيِيْ ও ثَوْبِيَ । অতঃপর নাহুবিদদের পরিভাষায় সহীহ বলা হয় যার শেষে হরফে ইল্লাত হবে না, যেমন– زيد আর সহীহের সাথে যুক্ত বলা হয় যার শেষে واو ، يا ء ও তার পূর্বে সাকিন হবে। যেমন– دلو ، ظبى।

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ اَلِفًا الخ : অর্থাৎ যদি ঐ ইসমের শেষে যা يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ হয়েছে আলিফ হয়, তাহলে তা বলবৎ থাকবে। যেমন– رَحَایَ ، عَصَایَ কেননা, এখানে পরিবর্তনের কারণ বিদ্যমান নেই।

قَوْلُهٗ وَهُذَيْلٌ تَقْلِبُهَا الخ : অর্থাৎ হুযাইল বংশ দ্বিবচন ছাড়া ঐ আলিফকে يا ء দ্বারা পরিবর্তন করে يا ء متكلم -এর মধ্যে ইদগাম করে। যেমন– عصى আর দলিল পেশ করেন যে, যেমনিভাবে يا ء متكلم -এর পূর্বাক্ষরে যখন ফাতাহ হয়, তখন তা কাসরা দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। তদ্রূপ যখন يا ء متكلم -এর পূর্বাক্ষরে আলিফ হয়, তখন তাও يا ء দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে ফাতাহ-এর উপর অনুমান করে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ يَاءً الخ : অর্থাৎ যদি ঐ ইসমের শেষে যা يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ হয়েছে يا ء হয়, তবে তা يا ء متكلم -এর মধ্যে ইদগাম করবে।

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ وَاوًا الخ : অর্থাৎ যদি واو হয়, তবে তাকে يا ء -এর দ্বারা পরিবর্তন করবে। যেমন– مُسْلِمِيَّ এ জন্য যে, যখন مُسْلِمُوْنَ -কে يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ করেছে, তখন نون -কে ইযাফতের কারণে ফেলে দিয়েছে এবং واو -কে يا ء দ্বারা পরিবর্তন করে يا ء -এর মধ্যে ইদগাম করেছে, অতঃপর يا ء -এর উপযোগিতার কারণে ميم -এর যম্মাকে কাসরা দ্বারা পরিবর্তন করেছে।

قَوْلُهُ وَفُتِحَتِ الْيَاءُ الخ : অর্থাৎ يا ء متكلم -কে দু'সাকিন একত্রিত হওয়ার থেকে বাঁচার জন্য তিন অবস্থাতেই ফাতাহ দিবে। এ জন্য যে, ফাতাহ অতি সহজ হরকত। আর দু' সাকিন একত্রিত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার।

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْاَسْمَاءُ السِّتَّةُ الخ : অর্থাৎ আসমায়ে সিত্তাহের মধ্য হতে اخ ও اب -এর অবস্থা যখন এগুলো يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ হবে এই যে, اخى ও ابى বলবে আর উহ্যকে রদ করবে না। এ জন্য যে, বহুল ব্যবহার ইসম দু'টিতে সহজতাকে চায়। এজন্য لام كلمه -কে যা বিস্মৃত পর্যায়ে বিলুপ্ত হয়েছে يا ء متكلم -এর দিকে ইযাফত করার সময় রদ করবে না।

قَوْلُهُ وَاَجَازَ الْمُبَرَّدُ الخ : অর্থাৎ নাহুবিদ মুবাররদ ঐ দু'টো ইসমকে يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ করার সময় اخى ও ابى বলেন এবং এ দলিল পেশ করেন যে, বহুল ব্যবহারের কারণে ثقيل -এর ثقالت দূরীভূত হয়ে যায়। সুতরাং বিলুপ্ত واو -কে রদ করবে এবং তাকে يا ء দ্বারা পরিবর্তন করে يا ء -এর মধ্যে ইদগাম করবে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَاِذَا : শর্তের জন্য اضيف মাযী মাজহুল, তা ফে'লে শর্ত الاسم মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ الصحيح তার সিফাত او الملحق তার উপর আতফ এটা به ملحق -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর به -এর যমীর الصحيح -এর দিকে ফিরেছে الى يا ء المتكلم এটা اضيف -এর সাথে মু'আল্লাক كسر মাযী মাজহুল اخره তথা اخر الاسم মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, জুমলায়ে ফে'লিয়া শর্তের জাযা واليا ء মুবতাদা مفتوحة তার খবর او ساكنة তার উপর আতফ হয়েছে। فان হরফে শর্ত كان ফে'লে শর্ত اخره তথা اٰخِرُ الْمُضَافِ اِلٰى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ তার ইসম الفا ء তার খবর تثبت মাযী মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল আর বাক্যটি শর্তের জাযা। وهذيل মুবতাদা تقلبها ফে'ল, ফায়েল ও ها ء মাফঊলে বিহী لغير التثنية জার ও মাজরূর উহ্য ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক, আর এটা تقلب ফে'লের মাফঊল হতে হাল يا ء এটা تقلب ফে'লের দ্বিতীয় মাফঊল, আর অর্থ হলো– وَهُذَيْلٌ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ يَجْعَلُ اخر يَاءً لِغَيْرِ التَّثْنِيَةِ حَالَ كَوْنِهَا كَائِنَةً ; وان كان এটা فان كان -এর ন্যায়, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর كان -এর ইসম যা يا ء -এর দিকে ফিরেছে يا ء তার খবর وادغمت মাযী মাজহুল, তান্মধ্যকার উহ্য যমীর مفعول مالم يسم فاعله যা يا ء -এর দিকে ফিরেছে, আর বাক্যটি শর্তের জাযা وَاِنْ كَانَ وَاوًا জুমলায়ে শার্তিয়া قلبت يا ء জুমলায়ে জাযাইয়া وادغمت এটা قلبت -এর উপর আতফ وَفُتِحَتِ الْيَاءُ السَّاكِنِيْنَ এটাও তার উপর আতফ واما তাফসীলিয়া الاسماء মুবতাদা الستة তার সিফাত واخى তার খবর وابى এটা اخى -এর উপর আতফ وَاَجَازَ الْمُبَرَّدُ ফে'ল, ফায়েল اخى -এর মধ্যে يا ء তাশদীদের সাথে وابى অনুরূপ তার উপর আতফ।

وَتَقُوْلُ حَمِىْ وَهَنِىْ وَيُقَالُ فِيَّ فِى الْاَكْثَرِ وَفَمِىْ وَاِذَا قُطِعَتْ قِيْلَ اَخٌ وَاَبٌ وَحَمٌ وَهَنٌ وَفَمٌ وَفَتْحُ الْفَاءِ اَفْصَحُ مِنْهُمَا وَجَاءَ حَمٌ مِثْلُ يَدٍ وَخَبْءٍ وَ دَلْوٍ وَعَصًا مُطْلَقًا وَجَاءَ هَنٌ مِثْلُ يَدٍ مُطْلَقًا وَ ذُوْ لَا يُضَافُ اِلٰى مُضْمَرٍ وَلَا يُقْطَعُ ، اَلتَّوَابِعُ كُلُّ ثَانٍ بِاِعْرَابِ سَابِقِهٖ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، اَلنَّعْتُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ مَتْبُوْعِهٖ مُطْلَقًا -

অনুবাদ : আর حَمِىْ ও هَنِىْ বলবে (ইদগাম ব্যতীত) এবং অধিকাংশ ব্যবহার ও (ইদগাম সহকারে) বলা হয় ও فَمِىْ (يا ء সাকিনের সাথে)। আর যখন ইযাফত হতে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তখন فَمٌ ، هَنٌ ، حَمٌ ، اَبٌ ، اَخٌ বলা হবে। আর فاء كلمه -কে ফাতাহ পড়া অপর দু'টি (যম্মা ও কাসরা) হতে অতি উত্তম। আর حَمٌ সর্বাবস্থায় يَدٌ ، عَصًا ، دَلْوٌ ، خَبْءٌ -এর ন্যায় এসেছে। আর هَنٌ সর্ববাস্থায় يَدٌ -এর ন্যায় এসেছে। আর ذُوْ যমীরের দিকে মুযাফ হয় না এবং ইযাফত হতে বিচ্ছিন্নও করা যায় না। তাবে' প্রত্যেক ঐ দ্বিতীয় (পরবর্তী) ইসম, যা তার পূর্ববর্তী ইসমের অনুরূপ হবে একই কারণে। আর না'ত এমন তাবে' যা সর্বাবস্থায় এমন অর্থ বুঝাবে যা তার মাতবূ'-এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَتَقُوْلُ حَمِىْ وَهَنِىْ الخ : এখানে تقول সীগাহ واحد مؤنث غائب আর উদ্দেশ্য হলো, মহিলাদের জন্য এটা জায়েজ যে, তারা يا ء متكلم -এর দিকে حم ও هن -কে ইযাফতের সময় حَمِىْ ও هَنِىْ বিলুপ্তকে রদ করা ব্যতীত বলবে। অতঃপর এ দু'টোকে ابى ও اخى হতে এ জন্য পৃথক করেছেন যে, এ দু'টোতে জমহুরের সাথে মুবাররদের মতবিরোধ প্রসিদ্ধ নয়। আর تقول মুয়ান্নাছের সীগাহ এ জন্য নেওয়া হয়েছে যে, حم অর্থ– দেবর। এর ইযাফত মুযাক্কারের দিকে নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ وَيُقَالُ فِىَّ الخ : অর্থাৎ যখন فوه -এর ইযাফত يا ء متكلم -এর দিকে করবে, তখন فى বলবে। এ জন্য যে, এ শব্দের لام كلمه তথা ها ء নিয়ম বহির্ভূত সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে। অতএব, يا ء متكلم -এর দিকে ইযাফতের সময় বিলুপ্ত অক্ষরকে রদ করবে না এবং عين كلمه -এর واو -কে يا ء -এর মধ্যে ইদগাম করবে এবং فا ء كلمه -কে يا ء -এর উপযোগিতার কারণে কাসরা দিবে فى হয়ে যাবে। এটাই বহুল ব্যবহৃত।

قَوْلُهٗ وَفَمِىْ الخ : অর্থাৎ কতেক ভাষায় فَمِىْ বলে এবং তার প্রমাণ হলো, উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, শব্দটি মূলত فُوْهٌ ছিল, যেমন তার বহুবচন افواه স্বীকৃতি প্রদান করে। ها ء -কে নিয়ম বহির্ভূত বিলোপ করা হয়েছে। অতঃপর واو -কে ميم -এর দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। কেননা, এ দু'টির উৎপত্তিস্থল নিকটবর্তী। সুতরাং فم হলো। এরপর যখন ইযাফতহীন অবস্থায় فم বলা হয়, তখন يا ء متكلم -এর দিকে ইযাফতের অবস্থায় তার সাদৃশ্যের উপর অনুমান করে فمى বলা হবে।

قَوْلُهٗ وَاِذَا قُطِعَتْ الخ : অর্থাৎ আসমায়ে সিত্তার মধ্য হতে যখন উল্লিখিত পাঁচটি ইসমকে ইযাফত হতে বিচ্ছিন্ন করা হবে, তখন সেগুলোতে সাধারণভাবে হরকতের মাধ্যমে ই'রাব জারি হবে। যেমন বলা হবে– فم ، هن ، حم ، اب ، اخ আর فم -এর মধ্যে তিন ভাষা রয়েছে– فا ء অক্ষরে পেশ, فا ء অক্ষরে যের এবং فا ء অক্ষরে যবর। কিন্তু তিনটির মধ্যে فا ء অক্ষরে যবরটি পেশ ও যের হতে অধিক প্রচলিত।

قَوْلُهٗ وَجَاءَ حَمٌ الخ : অর্থাৎ حم -এর মধ্যে কয়েকটি ভাষা রয়েছে। প্রথমটি হলো, তা ই'রাব হিসাবে يد -এর ন্যায় হবে, চাই يا ء متكلم -এর দিকে মুযাফ হোক বা অন্য কারো দিকে মুযাফ হোক বা মুযাফশূন্য হোক। যেমন– هٰذَا حَمٌ الخ এবং এ ভাষা পূর্বে জানা গেছে। দ্বিতীয়টি হলো, তা مهموز لام তথা مهموز الاخر হবে। যেমন– خبء এবং ই'রাব হিসাবে

তারই ন্যায় হবে। সুতরাং বলা হবে– هٰذَا حَمُوُ الخ। তৃতীয়টি হলো, তার শেষে واو এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষর সাকিন হবে। যেমন– دَلْوٌ সুতরাং বলা হবে– هٰذَا حَمْوُكَ চতুর্থটি হলো, كلمه لام টি আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হবে এবং رفع ، نصب ، جر -এর অবস্থায় عَصًا -এর ন্যায় হয়ে যাবে। সুতরাং عَصَاكَ -এর ন্যায় حماك ইযাফত অবস্থায় বলবে এবং ইযাফতহীন অবস্থায় তাকে عَصًا -এর উপর অনুমান করবে।

قَوْلُهٗ مُطْلَقًا الخ : অর্থাৎ حَمٌ -এর উল্লিখিত চারটি ইসমের ন্যায় হওয়া প্রত্যেক অবস্থাতে, চাই ইযাফত অবস্থায় হোক বা ইযাফতহীন অবস্থায় হোক।

قَوْلُهٗ وَجَاءَ هَنٌ الخ : অর্থাৎ هَنٌ -এর মধ্যে উল্লিখিত ভাষা ছাড়া আরও একটি ভাষা রয়েছে। তা হলো, এটাকে ইযাফত ও ইযাফতহীন অবস্থায় বিলুপ্তকে রদ না করে يد -এর ন্যায় পড়বে এবং رفع ، نصب ، جر -এর অবস্থাতে তার উপর তিনটি হরকতই জারি হবে। যেমন– حم -এর মধ্যে হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَ ذُوْ لَايُضَافُ الخ : অর্থাৎ ذو যা আসমায়ে সিত্তার মধ্য হতে যমীরের দিকে মুযাফ হবে না। কেননা, ذو এ জন্য প্রস্তুত হয়েছে যে, ইসমে জিনসের দিকে মুযাফ হয়ে তাকে অন্য একটি বস্তুর সিফাত সাব্যস্ত করবে। অতএব, যদি তা যমীরের দিকে মুযাফ হয়, তাহলে প্রস্তুত বিরোধী কার্য আবশ্যক হবে। এ জন্য যে, যমীর ইসমে জিনস নয়। আর যেহেতু তার ইযাফত ইসমে জিনসের দিকে আবশ্যক হয়, এজন্য তা ইযাফত হতে পৃথকও করা যাবে না। যেমন বলবে– جَاءَنِىْ رَجُلٌ ذُوْ مَالٍ এখানে مال টি ইসমে জিনস আর ذو -এর মাধ্যমে رجل -এর সিফাত।

قَوْلُهٗ التَّوَابِعُ الخ : এটা تابع -এর বহুবচন এবং وصفيت হতে اسميت -এর দিকে সংকলিত। কেননা, فاعل ,كاهل بين وصفى -এর বহুবচন فواعل ওযনে আসে না; فاعل اسمى -এর বহুবচন فواعل ওযনে আসে, যেমন الكتفين -এর বহুবচন كَوَاهِلُ আসে।

قَوْلُهٗ كُلُّ ثَانٍ بِاِعْرَابِ الخ : অর্থাৎ নাহুবিদদের পরিভাষায় তাবে' বলা হয় প্রত্যেক ঐ দ্বিতীয় ইসমকে, যা তার পূর্ববর্তীর ই'রাবের অনুরূপ হবে এবং উভয়টির ই'রাবের কারণ এক হবে। অর্থাৎ যদি প্রথম কালিমায় ফায়েল হওয়া হিসাবে ই'রাব আসে, তবে দ্বিতীয় কালিমায়ও ঐ কারণেই আসবে। আর যদি মাফঊল হিসাবে ঐ ই'রাব আসে, তবে দ্বিতীয়টিতেও মাফঊল হিসাবে ই'রাব আসবে। মোটকথা, উভয় কালিমার ই'রাবের কারণ এক হওয়া আবশ্যক। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدُنِ الْعَالِمُ উক্ত উদাহরণে العالم তাবে'। কেননা, তা زيد -এর দিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে এবং ই'রাব তথা রফা' হওয়ার ক্ষেত্রে তার অনুরূপ হবে। অতঃপর উভয়টি একই কারণে রফা' বিশিষ্ট হয়েছে। আর সে কারণ হলো فاعليت তথা ফায়েল হওয়া। অতএব, زيد যেভাবে ফায়েল হওয়া হিসাবে রফা' বিশিষ্ট তদ্রূপ العالمُ ও زيد -এর সাথে একত্রিত হওয়ার কারণে একই হিসাবে রফা' বিশিষ্ট হয়েছে। সুতরাং উভয়টি রফা' একই হিসাবে এবং একই কারণে হয়েছে। অতঃপর যেহেতু এখানে ثانى দ্বারা উদ্দেশ্য পরবর্তী, সেহেতু এ সংজ্ঞা তৃতীয় ও চতুর্থ تابع -কেও অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, প্রত্যেকটি তার মাতবূ' -এর দিকে লক্ষ্য করে দ্বিতীয় পর্যায়ে। আর যদি কেউ বলে যে, এখানে توابع টি বহুবচন, আর নিয়ম আছে, বহুবচন افراد -কে বুঝায়, তাই ফাতাহ বিশিষ্ট معرف টা افراد হলো। অনুরূপ কখনো كل শব্দটি افراد বিশিষ্ট হয়, তাই তার মধ্যে افراد কল্পনীয়। আর যেহেতু كل ثان الخ কাসরা বিশিষ্ট معرف সেহেতু معرف (কাসরা বিশিষ্ট)-ও افراد হলো। তখন افراد দ্বারা افراد -এর সংজ্ঞা আবশ্যক হয়ে পড়বে, অথচ তা নাজায়েজ। افراد -এর সংজ্ঞাও হয় না এবং افراد -এর সাথে কারো সংজ্ঞাও জায়েজ নয়, যেমন কিতাবের প্রারম্ভে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। উত্তর হলো, সংজ্ঞা দ্বারা কখনো ماهيت -এর পরিচয় পাওয়া উদ্দেশ্য হয়, আবার কখনো শুধু افراد -এর সীমবদ্ধতা উদ্দেশ্য হয়, আর এখানে সংজ্ঞা দ্বারা উদ্দেশ্য দ্বিতীয় অর্থ প্রথমটি নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে افراد -এর সংজ্ঞায় কোনো খারাবি নেই। তদ্রূপ উত্তর হিসাবে এটাও বলা যায় افراد -এর দ্বারা افراد -এর সংজ্ঞা নাজায়েজ হওয়া মানতেকীদের পরিভাষা অনুসারে; নাহুবিদদের উপর ঐ সকল কায়দার অনুসরণ করা আবশ্যক নয়। সুতরাং নাহুবিদদের পরিভাষায় এ প্রশ্ন উত্থাপিত হবে না। অবশিষ্ট রইল فَوَائِدُ قُيُوْد তা এই যে, قوله كل ثان এটা জিনসের স্থলে, যা প্রত্যেক পরবর্তী ইসমকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর قَوْلُهٗ بِاِعْرَابِ سَابِقِهٖ এটা ফসলের স্থলে। এর

দ্বারা মুবতাদার খবর, باب علمت -এর দ্বিতীয় মাফঊল, باب اعلمت -এর তৃতীয় মাফঊল ছাড়া অন্যসব বহির্ভূত হয়ে গেছে। আর قَوْلُهُ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ দ্বারা এগুলোও বের হয়ে গেছে। কেননা, উদাহরণত মুবতাদার খবর যদিও মুবতাদার ই'রাবের অনুরূপ, কিন্তু উভয়টি একই কারণে রফা' বিশিষ্ট নয়, বরং মুবতাদা مسند اليه হিসাবে রফা' বিশিষ্ট, আর খবর مسند হিসাবে রফা' বিশিষ্ট। তদ্রূপ باب علمت -এর দ্বিতীয় মাফঊল معلوم হওয়া হিসাবে নসব বিশিষ্ট আর প্রথম মাফঊল معلوم فيه হওয়া হিসাবে নসব বিশিষ্ট।

قَوْلُهُ النَّعْتُ تَابِعٌ الخ : অর্থাৎ না'ত ঐ তাবে'-কে বলে, যা সর্ববস্থায় ঐ অর্থ ও গুণ বিশিষ্ট হবে যা তার মাতবূ'-এর মধ্যে আছে। সুতরাং তখন সকল তাবে' বের হয়ে যাবে, না'তের সংজ্ঞা অপরের অনুপ্রবেশ হতে সুরক্ষিত হবে। কেননা, কতেক তাবে' যেমন, বদল, তাকীদ, মা'তূফ যদিও কখনো কখনো ঐ অর্থ বিশিষ্ট হয় যা তার মাতবূ'-এর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এ অর্থ বিশিষ্ট হওয়াটা সর্বাবস্থায় হয় না; বরং কতিপয় মাদ্দার সাথে নির্দিষ্ট। যেমন– اَعْجَبَنِى زَيْدٌ عِلْمُهُ -এর মধ্যকার علمه টা বদল এবং ঐ অর্থ বিশিষ্ট যা মাতবূ'-এর মধ্যে রয়েছে, কিন্তু এ অর্থ বিশিষ্ট হওয়াটা সর্বাবস্থায় নয়; বরং তাতে মাদ্দার স্বাতন্ত্র্যের ধর্তব্য রয়েছে। এ কারণেই যদি علمه -এর স্থলে غلامه বলবে, তখন বদলটা মাতবূ'-এর অর্থ বিশিষ্ট হবে না। সিফাতটা এর বিপরীত। তা সর্বাবস্থায় ও সকল মাদ্দায় মাতবূ'-এর অর্থ সম্পন্ন হয়। আর যদি কেউ বলে, না'তও তার মাতবূ'-এর অর্থ বিশিষ্ট হয় না, যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهُ এখানে حسن -এর অর্থ غلام -এর মধ্যে রয়েছে, رجل -এর মধ্যে নেই। সুতরাং এ সংজ্ঞা جامع তথা সম্পূর্ণ হয়নি। উত্তর হলো, এখানে মাতবূ'-এর অর্থ দ্বারা উদ্দেশ্য ব্যাপক চাই হাকীকী অর্থ হোক বা ই'তিবারী। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে যদিও حسن -এর অর্থ متبوع তথা رجل -এর মধ্যে হাকীকাতান পাওয়া যায় না; কিন্তু ই'তিবারান পাওয়া যায়। কেননা, যার গোলাম ভালো হবে সে সেই অনুপাতে ভালো হবে।

তারকীব : قَوْلُهُ وَتَقُوْلُ : ফে'ল, ফায়েল حَمِىْ তার মাফঊল وَهَنِىْ তার উপর আতফ তথা وَتَقُوْلُ فِىْ حَمٍ فِى الْاَكْثَرِ মুযারি' মাজহুল ও উভয় ইয়া তাশদীদসহ মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু ; حَمِىٌّ وَفِىْ هَنٍ هَنِىْ وَيُقَالُ এটা يقال -এর সাথে মুতা'আল্লাক وفى এটা فى -এর উপর আতফ ,واذا শর্তের জন্য قطعت মাযী মাজহুল, ফে'লে শর্ত, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মালা ইউসাম্মা ফায়েলুহু যা الاسماء الستة -এর দিকে ফিরেছে قيل মাযী মাজহুল اخ। মাফঊলে মা লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু, এ বাক্যটি শর্তের জাযা واب এটা اخ -এর উপর আতফ, অনুরূপ وفتح ; وحم وهن وفم মুবতাদা, মুযাফ الفاء তথা فى فم মুযাফ ইলাইহ افصح তার খবর منهما তথা من الضم والكسر এটা افصح -এর সাথে মুতা'আল্লাক وجاء মাযী মা'রূফ حم তার ফায়েল مثل বিলুপ্ত মাসদারের সিফাত যদি তাকে নসব দেওয়া হয় অথবা বিলুপ্ত মুবতাদার খবর যদি তাকে রফা' দেওয়া হয়। এটা মুযাফ يد মুযাফ ইলাইহ وخبء ودلو وعصا এগুলো يد -এর উপর আতফ مطلقا এটা جاء -এর ফায়েল হতে হাল বা বিলুপ্ত মাসদারের সিফাত তথা মাফঊলে মুতলাক অর্থাৎ جَاءَ مِثْلُ هٰذِهِ وَجَاءَ এটা وَجَاءَ هَنٌ مِثْلُ يَدٍ مُطْلَقًا ; اَلْكَلِمَاتُ لَا مُقَيَّدًا بِحَالِ الْاَفْرَادِ الْمَذْكُوْرَةِ جَاءَ حَمٌ مِثْلُهَا مَجِيْئًا مُطْلَقًا ذو -এর ন্যায় ও ذو মুবতাদা لايضاف মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু, যা حم الخ -এর দিকে ফিরেছে الى مضمر এটা يضاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক ولايقطع মুযারি' মাজহুল তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু, ذو -এর দিকে ফিরেছে, এ বাক্যটি ولا يضاف -এর উপর আতফ।

قَوْلُهُ اَلتَّوَابِعُ : মুবতাদা كل ثان তার খবর باعراب سابقه উহ্য ফে'লের সাথে মু'তাআল্লাক من جهة অনুরূপ واحدة এটা جهة -এর সিফাত।

قَوْلُهُ اَلنَّعْتُ تَابِعٌ : মুবাতাদা ও খবর يدل মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা تابع -এর দিকে ফিরেছে على معنى এটা يدل -এর সাথে মুতা'আল্লাক في متبوعه এটা معنى -এর সিফাত, আর متبوعه -এর যমীর تابع -এর দিকে ফিরেছে مطلقا এটা يدل -এর ফায়েল হতে হাল, অথবা মুযাফ বিলুপ্তের দ্বারা মাফঊলে মুতলাক। বাক্যটি رفع -এর স্থলে, কেননা তা تابع-এর সিফাত।

وَفَائِدَتُهٗ تَخْصِيْصٌ اَوْ تَوْضِيْحٌ وَقَدْ يَكُوْنُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ اَوِ الذَّمِّ اَوِ التَّوْكِيْدِ نَحْوُ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ وَلَا فَصْلَ بَيْنَ اَنْ يَّكُوْنَ مُشْتَقًّا اَوْ غَيْرَهٗ اِذَا كَانَ وَضْعُهٗ لِغَرْضِ الْمَعْنٰى عُمُوْمًا نَحْوُ تَمِيْمِيٌّ وَ ذِيْ مَالٍ اَوْ خُصُوْصًا مِثْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَىِّ رَجُلٍ وَمَرَرْتُ بِهٰذَا الرَّجُلِ وَبِزَيْدٍ هٰذَا وَتُوْصَفُ النَّكِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ وَيَلْزَمُ الضَّمِيْرُ وَتُوْصَفُ بِحَالِ الْمَوْصُوْفِ وَبِحَالِ مُتَعَلِّقِهٖ نَحْوُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهٗ فَالْاَوَّلُ يَتْبَعُهٗ فِى الْاِعْرَابِ وَالتَّعْرِيْفِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالْاِفْرَادِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالتَّذْكِيْرِ وَالتَّانِيْثِ وَالثَّانِيْ يَتْبَعُهٗ فِى الْخَمْسَةِ الْاُوَلِ وَفِى الْبَوَاقِىْ كَالْفِعْلِ وَمِنْ ثَمَّ حَسُنَ قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهٗ وَضَعُفَ قَاعِدُوْنَ غِلْمَانُهٗ وَيَجُوْزُ قُعُوْدٌ غِلْمَانُهٗ ـ

অনুবাদ : আর না'তের ফায়দা হলো, تخصيص (স্বাতন্ত্র্য) ও وضاحت (স্পষ্টতা) সৃষ্টি করা। আর কখনো শুধুমাত্র প্রশংসা অপবাদ বা তাকিদের জন্য আসে। যেমন- نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ (এক ফুৎকার)। আর না'ত مشتق-এর সীগাহ হওয়া অথবা غير مشتق-এর সীগাহ হওয়ার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই, যখন তার وضع টা (মুতবূ'-এর) অর্থের জন্য সর্বাবস্থায় হবে যেমন- تميمى ও ذى مال অথবা নির্দিষ্ট অবস্থায় (মাতবূ'-এর অর্থের জন্য প্রস্তুতকৃত হবে), যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَىِّ رَجُلٍ , مَرَرْتُ بِهٰذَا الرَّجُلِ ও بِزَيْدٍ هٰذَا । আর নাকেরার সিফাত জুমলায়ে ইসমিয়া দ্বারাও আনা হয়, তখন যমীর আনা আবশ্যক। আর মাওসূফের অবস্থার সাথেও ওয়াসফ আনা হয় এবং তার মুতা'আল্লাকের অবস্থার সাথেও (ওয়াকফ আনা হয়) যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ حَسَنٍ غُلَامُهٗ (আমি এমন পুরুষের নিকট দিয়ে অতিবাহিত হয়েছি, যার গোলাম ভালো)। প্রথম প্রকার ই'রাব, তা'রীফ, তানকীর, মুফরাদ, তাছনিয়া, জমা' এবং মুযাক্কার ও মুয়ান্নাছে মাওসূফের অনুসরণ করবে। আর দ্বিতীয় প্রকার প্রথম পাঁচটিতে মাওসূফের অনুসরণ করবে আর অবশিষ্টগুলোতে ফে'লের ন্যায় হবে। এ কারণেই قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهٗ উত্তম, আর قَاعِدُوْنَ غِلْمَانُهٗ দুর্বল, আর قُعُوْدٌ غِلْمَانُهٗ জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قوله وَفَائِدَتُهٗ تَخْصِيْصُ الخ : অর্থাৎ নাকেরার মধ্যে না'তের ফায়দা تخصيص (স্বাতন্ত্র্য), যেমন- جَاءَنِىْ رَجُلٌ عَالِمٌ (আমার নিকট জ্ঞানী ব্যক্তি এসেছে)। আর মা'রেফার মধ্যে (না'তের ফায়দা) توضيع (স্পষ্টতা), যেমন- جَاءَنِىْ زَيْدُنِ الظَّرِيْفُ (আমার নিকট চালাক যায়েদ এসেছে)। অতঃপর توضيع দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মাতবূ' হতে اجمال (সংক্ষিপ্ততা)-কে বিদূরিত করা হবে, যেমন- উল্লিখিত উদাহরণে সিফাতের পূর্বে زيد-এর মধ্যে اجمال ছিল যে, কোন زيد এসেছে চালাক না চালাকহীন। সুতরাং যখন তার চালাক সিফাত আনা হলো, তখন এ اجمال যা زيد-এর মধ্যে ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَقَدْ يَكُوْنُ لِمُجَرَّدِ الثَّنَاءِ الخ : অর্থাৎ কখনো না'তকে শুধুমাত্র প্রশংসা ও অপবাদের জন্য আনা হয় এবং তা দ্বারা تخصيص ও توضيع উদ্দেশ্য হয় না। আর এটা ঐ স্থানে যেখানে منعوت মা'রেফা হয় এবং না'ত সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট না'ত উল্লেখের পূর্বেই منعوت-এর মধ্যে প্রসঙ্গত জানা থাকবে, যেমন- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ , اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ প্রথম উদাহরণ প্রশংসার এবং দ্বিতীয় উদাহরণ অপবাদের।

قَوْلُهٗ وَالتَّاكِيْدُ الخ : অর্থাৎ কখনো না'তকে শুধুমাত্র তাকিদের জন্য আনা হয়। আর এখানেও ঐ শর্ত যে, না'ত সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট না'ত উল্লেখের পূর্বেই منعوت -এর মধ্যে প্রসঙ্গত জানা থাকবে। যেমন– نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ এখানে واحدة, উল্লেখের পূর্বে ة টা একককে বুঝায়।

قَوْلُهٗ وَلَا فَصْلَ بَيْنَ الخ : এটা কতিপয় নাহুবিদের অভিমত খণ্ডন যে, যারা বলেন না'তের শর্ত হলো তা মুশতাক হওয়া এতটুকু যে, যদি কখনো গায়রে মুশতাক হয় তাহলে তাকে তাবিল করে মুশতাক করে নেওয়া হয়। সুতরাং ঐ মাযহাবকে খণ্ডন করে গ্রন্থকার (র.) বলেছেন, না'তের মুশতাক ও গায়রে মুশতাক হওয়ার মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। তাই ন্য'ত যেভাবে মুশতাক হয় তদ্রূপ গায়রে মুশতাকও হয় এই শর্তে যে, তার وضع টা ঐ অর্থে হবে যা মাতবূ'-এর মধ্যে উমূম হিসাবে পাওয়া যায় অর্থাৎ তার মাতবূ'-এর অর্থে হওয়া সকল ব্যবহারে হবে। যেমন– تميمى ও ذو مال এখানে تميمى -এর ব্যবহার সর্বদা বনূ তামীমের দিকে সম্বোধিত সত্তার দিকে হয়, আর ذو مال -এর ব্যবহার সর্বদা মালের অধিকারী সত্তার উপর হয়।

قَوْلُهٗ اَوْ خُصُوْصًا الخ : এর আতফ عموما -এর উপর। সারমর্ম হলো, অথবা ঐ গায়রে মুশতাকের وضع এমন অর্থ বুঝানোর জন্য হবে যা মাতবূ'-এর মধ্যে রয়েছে খুসূস হিসাবে হবে অর্থাৎ কতেক স্থানে মাতবূ'-এর অর্থে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং তখন তার না'ত ঘটিত হওয়া শুদ্ধ হবে। যেমন– مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَىِّ رَجُلٍ উক্ত اى رجل পরিপূর্ণ পুরুষ বুঝায়। সুতরাং তা رجل -এর না'ত ঘটিত হবে। তদ্রূপ مَرَرْتُ بِهٰذَا الرَّجُلِ -এর মধ্যকার الرجل এমন অর্থ বুঝায়, যা মাতবূ'-এর মধ্যে আছে। কেননা, هذا অনির্দিষ্ট সত্তাকে বুঝায় এবং الرجل নির্দিষ্ট সত্তাকে বুঝায়, আর নির্দিষ্ট সত্তার স্বাতন্ত্র্য এমন এক অর্থের স্থলে যা অনির্দিষ্ট সত্তার মধ্যে পাওয়া যায়। এ জন্য এ হিসাবে الرجل -এর هذا -এর সিফাত হওয়া শুদ্ধ হবে। তদ্রূপ مررت بزيد هذا -এর মধ্যে هذا এমন অর্থ বুঝায়, যা زيد -এর মধ্যে পাওয়া যায়, অতএব তা زيد -এর সিফাত হবে। এর বিপরীত হলো ঐ সুরত যে, মাওসূফটা ইসমে ইশারা এবং সিফাত আলম হবে, এ তারকীব নাজায়েজ। কেননা এমতাবস্থায় মাওসূফটা সিফাত হতে নিম্নমানের হওয়া আবশ্যক হয় যা নাজায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَتُوْصَفُ النَّكِرَةُ الخ : অর্থাৎ কখনো জুমলায়ে খবরিয়া নাকেরার সিফাত হয়, যদিও তার সিফাত হওয়া নিয়ম-বহির্ভূত। কেননা, বাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় আর সিফাতের মাওসূফের সাথে সম্পর্ক আবশ্যক, তবুও জুমলায়ে খবরিয়া নাকেরার সিফাত হয় আর জুমলায়ে ইনশাইয়া হতে পারে না। এ জন্য যে, জুমলায়ে ইনশাইয়ার মুফরাদের সাথে সদৃশতা যা সিফাতের মধ্যে আসল তা বিদ্যমান নয়। কেননা, মুফরাদের জন্য খারেজের মধ্যে محكى عنه পাওয়া যায় না, আর এ কারণেই তা সত্য ও মিথ্যার সাথে প্রতিপন্ন হয় না সুতরাং তা সিফাত হবে না। জুমলায়ে খবরিয়া এর বিপরীত যে, তা নাকেরার সিফাত হতে পারবে, মা'রেফার হতে পারবে না। কেননা, জুমলাটা জুমলা হিসাবে যদিও মা'রেফা ও নাকেরা কিছুই হয় না, কিন্তু তা তা'রীফের হরফসমূহ হতে শূন্য হওয়ার কারণে নাকেরার হুকুমে, আর তার নাকেরার সিফাত হওয়াও শুদ্ধ। তখন তার মধ্যে এমন একটি যমীর থাকা প্রয়োজন, যা মাওসূফের দিকে ফিরবে এবং তার দ্বারা মাওসূফ সিফাতের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهٗ وَتُوْصَفُ بِحَالٍ مَوْصُوْفٍ الخ : অর্থাৎ ওয়াসফ দু'প্রকার ঃ (১) মাওসূফের অবস্থার সাথে সিফাত, (২) মাওসূফের মুতা'আল্লাকের অবস্থার সাথে সিফাত। প্রথম প্রকার সিফাত হলো, যা এমন অর্থ বুঝাবে মাওসূফের সত্তার মধ্যে যা পাওয়া যাবে। আর দ্বিতীয় প্রকার সিফাত হলো, যা এমন অর্থ বুঝাবে মাওসূফের সত্তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের মধ্যে যা পাওয়া যাবে।

قَوْلُهٗ فَالْاَوَّلُ يَتْبَعُ الخ : অর্থাৎ সিফাতের প্রথম প্রকার স্বীয় মাওসূফের সাথে ঐ দশ ওয়াসফের মধ্যে অনুসারী হয় সেগুলোর মধ্য হতে তারকীবের মধ্যে চারটি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক– (১) ই'রাবের মধ্য হতে একটি, (২) মুফরাদ, তাছনিয়া ও জমা' হতে একটি, (৩) তা'রীফ ও তাকীর হতে একটি, (৪) তাযকীর ও তানীছ হতে একটি।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ يَتْبَعُهٗ الخ : অর্থাৎ صفت -এর দ্বিতীয় প্রকার স্বীয় موصوف -এর সাথে উল্লিখিত দশটি اوصاف -এর মধ্য হতে ঐ পাঁচটির মধ্যে অনুসারী হবে যা প্রথমে উল্লেখ রয়েছে অর্থাৎ رفع ، نصب ، جر ، تعريف ، تنكير আর প্রত্যেক تركيب -এর মধ্যে দু'টি وصف একসাথে পাওয়া যাবে।

قَوْلُهٗ وَفِى الْبَوَاقِىْ كَالْفِعْلِ الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত দশটি وصف -এর মধ্য হতে অবশিষ্ট গুলোর মধ্যে তথা افراد ، تثنيه ، جمع ، تنكير ، تانيث -এর মধ্যে صفت টা فعل -এর ন্যায় হবে। এজন্য যে, তা পরবর্তীর দিকে مسند

হওয়ার মধ্যে فعل -এর ন্যায়। সুতারাং তার فاعل -কে দেখা হবে। যদি তা مفرد বা تثنية বা جمع হয়, তাহলে صفت -কে مفرد আনা হবে যেমনিভাবে فعل -কে مفرد আনা হয়।

قَوْلُهُ وَمَنْ ثَمَّ الخ : অর্থাৎ যেহেতু صفت بحال متعلق موصوف অবশিষ্ট পাঁচটি জিনিসের মধ্যে فعل -এর ন্যায়, সেহেতু قَامَ رَجُلٌ قَاعِدٌ غِلْمَانُهُ -এর তারকীবে قاعد -এর সিফাত مفرد নেওয়ার কারণে উত্তম। আর قَامَ رَجُلٌ قَاعِدُوْنَ غِلْمَانُهُ -এর তারকীবে সিফাতকে جمع নেওয়ার কারণে দুর্বল। আর যদি কেউ বলে, যে পর্যন্ত এ তারকীব নিয়ম-বহির্ভূত, তবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, তাকে দুর্বল কেন বলা হলো? উত্তর হলো, তাকে দুর্বল বলার কারণ হচ্ছে, এটা অন্য পদ্ধতিতে শুদ্ধ হতে পারে। পদ্ধতিটি হলো, কতেক নাহুবিদ এ পথ অবলম্বন করেছেন যে, واو এবং نون ফায়েলের আলামত, نفس فاعل নয়, তাই تعدد فاعل আবশ্যক হবে না। অথবা বলা হবে واو ও نون . مبدل منه আর غلمانه তা হতে بدل অতএব এটা وَاَسَرُّوا النَّجْوٰى الَّذِيْ ظَلَمُوْا অধ্যায় হতে হবে। অথবা বলা হবে غلمانه মুবতাদা মুয়াখ্খার আর قاعدون খবরে মুকাদ্দাম।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ قُعُوْدٌ غِلْمَانُهُ الخ : অর্থাৎ قعود غلمانه -এর তারকীব জায়েজ, উত্তম নয় এবং দুর্বল। কেননা, قعودا যদিও বহুবচন আর غلمانه তার ফায়েল, কিন্তু যেহেতু তা جمع تكسير আর جمع تكسير মুফরাদের হুকুমে সেহেতু বলা হবে যেন তা বহুবচনই নয়। অতএব, এ তারকীব দ্বিতীয় তারকীবের ন্যায় নয় যে, দুর্বল হবে এবং প্রথম তারকীবের ন্যায় ও নয় যে, উত্তম বলা যাবে।

তারকীব : قوله وفائدته : মুবতাদা, মুযাফ হয়েছে এমন যমীরে দিকে যা النعت -এর দিকে ফিরেছে تخصيص তার খবর او توضيع তার উপর আতফ وقد এটা تقليل -এর জন্য يكون মুযারে মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ইসম, যা النعت -এর দিকে ফিরেছে لمجرد الثناء তার খবর او الذم এটা الثناء -এর উপর আতফ او التوكيد তদ্রূপ نحو উহ্য মুবতাদার খবর, মুযাফ نَفْخَةٌ واحدةٌ মুযাফ ইলাইহ لا এটা نفي جنس -এর জন্য فصل তার ইসম بين যরফ মুযাফ খবরের স্থলাভিষিক্ত ان يكون এটা ان -এর দ্বারা নসব বিশিষ্ট, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর ইসম, যা النعت -এর দিকে ফিরেছে مشتقا তার খবর, এ বাক্যটি ইযাফতের কারণে জার-এর স্থলে রয়েছে او غيره তথা غيرالمشتق তার উপর আতফ اذا যরফ, তার পরবর্তী জুমলার সাথে মুযাফ হয়েছে كان মাযী মা'রূফ وضعه তার ইসম لغرض المعنى এটা وضع -এর সাথে মুতা'আল্লাক عموما এটা كان -এর খবর نحو উহ্য মুবতাদার খবর ও মুযাফ تميمي মুযাফ ইলাইহ و ذى مال তার উপর আতফ اوخصوصا তথা في بعض استعمالاته এটা عموما -এর উপর আতফ مثل প্রাগুক্ত مررت ফে'ল, ফায়েল برجل এটা باء -এর মাধ্যমে মাফউলে বিহী اى তার সিফাত মুযাফ رجل মুযাফ ইলাইহ, বাক্যটি মুযাফ ইলাইহ بهذا এটা مثل مررت برجل এর ন্যায় الرجل তার সিফাত وبزيد এটা بهذا -এর উপর আতফ هذا তার সিফাত।

قَوْلُهُ وَتُوْصَفُ : মুযারে' মাজহুল النكرة মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু بالجملة তার সাথে মুতা'আল্লাক الجملة الخبرية এটা الجملة -এর না'ত ويلزم الضمير ফে'ল, ফায়েল توصف النكرة -এর উপর আতফ وتوصف প্রাগুক্ত, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু الاسم -এর দিকে ফিরেছে بحال الموصوف তার সাথে মুতা'আল্লাক وبحال متعلقه তার সাথে মুতা'আল্লাক আর متعلقه -এর যমীর الموصوف -এর দিকে ফিরেছে نحو مررت برجل حسن প্রাগুক্ত غلامه এটা حسن ফায়েল, মুযাফ হয়েছে যমীরের দিকে, যা رجل -এর দিকে ফিরেছে فالاول মুবতাদা, আর فاء তাফসীরের জন্য يتبعه মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা الاول -এর দিকে ফিরেছে এবং তার সাথে যুক্ত যমীর তার মাফউল, যা মাওসূফের দিকে ফিরেছে في الاعراب এটা يتبعه -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি খবর والتعريف والتنكير والافراد والتثنية والجمع والتذكير والتانيث এগুলো الاعراب -এর উপর আতফ الخمسة এটা الاولى -এর বহুবচন الاول এটা فالاول يتبعه الخ -এর ন্যায় والثاني يتبعه في الخمسة এটা الخمسة -এর না'ত وفي البواقي উহ্য يكون -এর সাথে মুতা'আল্লাক كالفعل তার খবর ومن ثم জার মাজরূর حسن -এর সাথে মুতা'আল্লাক حسن ফে'লে মাযী মা'রূফ قام رجل ফে'ল, ফায়েল قاعد এটা رجل -এর না'ত غلمانه এটা قاعد -এর ফায়েল, যমীরের দিকে মুযাফ যা رجل -এর দিকে ফিরেছে এ বাক্যটি رفع -এর স্থলে, কেননা তা حسن -এর ফায়েল তথা وَضَعُفَ قَاعِدُوْنَ ; حَسُنَ هٰذَا التَّرْكِيْبُ لِاَجْلِ كَذَا ফে'ল, ফায়েল, পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ। মূলত বাক্য ছিল وَيَجُوْزُ قُعُوْدٌ غِلْمَانُهُ ; وَضَعُفَ قَامَ رَجُلٌ قَاعِدُوْنَ غِلْمَانُهُ পূর্ব নিয়ম অনুসারে জানা যাবে, পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ।

وَالْمُضْمَرُ لَايُوصِفُ وَلَا يُوْصَفُ بِهِ وَالْمَوْصُوفُ اَخَصُّ اَوْمُسَاوٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُوْصَفْ ذُو اللَّامِ اِلَّا بِمِثْلِهِ اَوْ بِالْمُضَافِ اِلٰى مِثْلِهِ -

অনুবাদ : আর ضمير -এর সিফাত আনা হয় না এবং তার দ্বারা কারো وصف বর্ণনা করা হয় না। আর موصوف টা صفت হতে خاص বা مساوى হয়। এ জন্যই معرف باللام -এর صفت এমন ইসম দ্বারা আনা হয়, যা তার ন্যায় মা'রিফার দিকে মুযাফ হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلَهُ وَالْمُضْمَرُ لَايُوْصَفُ الخ : অর্থাৎ ضمير কোনো صفت -এর সাথে موصوف হয় না। কেননা, معرفه -এর সকল প্রকারের মধ্যে اعرف ও اوضع এবং উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, معرفه -এর যমীর مخاطب ও متكلم দ্বারা صفت আনার উদ্দেশ্য হলো موصوف -এর وضاحت করা। সুতরাং যখন এ দু'টো توضيح -এর জন্য প্রস্তুতকৃত তাহলে সে দু'টির توضيح -এর প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট রইল غائب -এর যমীর বাবের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ঐ দু'টির উপর নির্ভর করা হয়েছে। সুতরাং যমীর موصوف না হওয়া সাব্যস্ত হলো।

قَوْلَهُ وَلَا تُوْصَفُ بِهِ الخ : অর্থাৎ যমীর কোনো বস্তুর صفتও হবে না। কেননা, صفت বলা হয়, যা موصوف -এর মধ্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তা বুঝাবে। আর যমীর যেহেতু সত্তাকে বুঝায় এবং সত্তার মধ্যে যে অর্থ পাওয়া যায় তা বুঝায় না, সেহেতু তা صفت হবে না।

قَوْلُهُ فَالْمَوْصُوْفُ اَخَصُّ الخ : অর্থাৎ موصوف টা صفت হতে اخص বা مساوى হওয়া আবশ্যক। অন্যথা متبوع -এর উপর تابع -এর প্রাধান্যতা লাযেম আসে।

قَوْلَهُ وَمَنْ ثُمَّ لَمْ يُوْصَفْ الخ : অর্থাৎ এখান হতে এ কথা জানা হয় যে, معرف باللام -এর صفت তার ন্যায় মা'রিফার দ্বারা করা হবে। কেননা, معرف باللام মা'রিফার সকল প্রকারের মধ্যে নিম্ন শ্রেণীর। সুতরাং যদি তার صفت অন্য মা'রিফার দ্বারা করা হয়, তাহলে متبوع -এর উপর تابع -এর প্রাধান্যতা আবশ্যক হবে, যা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ اَوْ بِالْمُضَافِ الخ : অর্থাৎ অথবা معرف باللام -এর صفت ঐ ইসমের দ্বারা করা হবে যা তার ন্যায় মা'রিফার দিকে মুযাফ হয়েছে। যেমন– جَاءَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْقَوْمِ কেননা, এটাও তার সমমানের, তাই উল্লিখিত প্রাধান্য আবশ্যক হবে না।

তারকীব : قَوْلُهُ وَالْمُضْمَرُ : মুবতাদা لا يوصف মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ যা المضمر -এর দিকে ফিরেছে আর বাক্যটি খবর ولايوصف به তথা بالمضمر এটা لايوصف -এর উপর আতফ والموصوف اخص মুবতাদা ও খবর او مساو এটা اخص -এর উপর আতফ ومن ثم জার মাজরূর لم يوصف -এর সাথে মুতা'আল্লাক এবং তার কারণ বর্ণনা করেছে, হসরের কারণে তার উপর অগ্রগামী করা হয়েছে لم يوصف মুযারে' মাজহূল ذواللام মাফঊলে মা লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ الا হরফে ইসতিছনা, আর মুসতাছনা মিনহু বিলুপ্ত রয়েছে بمثله মুসতাছনা, মূল ইবারত হলো– وَمَنْ ثَمَّ لَمْ يُوْصَفْ ذُو اللَّامِ بِشَيْءٍ اِلَّا بِمِثْلِهِ আর بمثله -এর যমীর ذو اللام -এর দিকে ফিরেছে اَوْ بِالْمُضَافِ اِلٰى مِثْلِهِ এটা مثله -এর উপর আতফ।

وَاِنَّمَا اُلْتُزِمَ وَصْفُ بَابِ هٰذَا بِذِى اللَّامِ لِلْاِبْهَامِ وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مَرَرْتُ بِهٰذَا الْاَبْيَضِ وَحَسُنَ بِهٰذَا الْعَالِمِ ، اَلْعَطْفُ تَابِعٌ مَقْصُوْدٌ بِالنِّسْبَةِ مَعَ مَتْبُوْعِهٖ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ مَتْبُوْعِهٖ اَحَدُ الْحُرُوْفِ الْعَشَرَةِ وَسَيَاْتِىْ مِثْلُ قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوْعِ الْمُتَّصِلِ اُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ مِثْلُ ضَرَبْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ اِلَّا اَنْ يَّقَعَ فَصْلٌ فَيَجُوْزُ تَرْكُهٗ مِثْلُ ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَزَيْدٌ -

---

অনুবাদ : নিশ্চয় ইসমে ইশারা-এর صفت আনার ক্ষেত্রে معرف باللام -এর আবশ্যকতা ابهام -এর কারণে হয়েছে। এ কারণেই مَرَرْتُ بِهٰذَا الْاَبْيَضِ যাঈফ আর مَرَرْتُ بِهٰذَا الْعَالِمِ হাসান তথা উত্তম। عطف এমন تابع যা তার متبوع -এর সাথে مقصود بالنسبة হয়। আর দশটি حروف عاطفه হতে কোনো একটি তার এবং তার متبوع -এর মাঝে আসে, যেগুলোর বর্ণনা আসবে। যেমন– قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو আর যখন مرفوع متصل -এর উপর আতফ করা হয়, তখন কোনো اسم منفصل দ্বারা তাকিদ আনা হয়। যেমন– ضَرَبْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ আর যদি কোনো فصل এসে যায় তবে اسم منفصل -কে বর্জন করা জায়েজ। যেমন– ضَرَبْتُ الْيَوْمَ وَ زَيْدًا ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَاِنَّمَا اُلْتُزِمَ وَصْفُ الخ : উদ্ধৃতাংশ উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, যেভাবে معرف باللام -এর اسم اشاره তথা باب هذا -এর সিফাত معرف باللام এবং مضاف الى معرف باللام উভয়ভাবে আনা শুদ্ধ তদ্রূপ معرف باللام এবং مضاف الى معرف باللام উভয়টি আনা শুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল। কেননা, معرف باللام -কেও صفت এবং معرف باللام -এর দিকে মুযাফ হওয়া উভয়টি একই মানের, তাহলে কি কারণে اسم اشاره -এর صفت শুধুমাত্র معرف باللام আসে مضاف الى معرف باللام হয় না। উত্তর হলো, هذا -এর মধ্যে ابهام রয়েছে, আর যে ইসম باللام -এর দিকে مضاف তার মধ্যেও ابهام রয়েছে, আর যে ইসম ইযাফতের মাধ্যমে তার ابهام দূরীভূত করে, সে অপরের ابهام কিভাবে দূর করবে।

قَوْلُهٗ وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ الخ : এ বক্তব্য প্রথম বক্তব্য হতে উন্নীত। তা হলো, هذا -এর صفت টা কতেক স্থানে مضاف الى معرف باللام তো হবেই না; বরং معرف باللامও হবে না যখন তার صفت হওয়ার পর موصوف -এর মধ্যে ابهام অবশিষ্ট থাকে। যেমন উল্লিখিত উদাহরণে هذا টা جنس مبهم যা الابيض দ্বারা জানা হয় না, কিন্তু যেহেতু ابهام টা فى الجملة দূরীভূত হয়ে যায় এবং জানা হয় যে, موصوف টা اسود নয়, তাই উল্লিখিত তারকীব নিষিদ্ধ নয়; বরং যাঈফ।

قَوْلُهٗ وَحَسُنَ بِهٰذَا الْعَالِمِ الخ : অর্থাৎ مررت بهذا العالم -এর তারকীব হাসান তথা উত্তম। কেননা এই وصف -এর দ্বারা ابهام সম্পূর্ণরূপে চলে গেছে এবং জানা হলো যে, مشار اليه মানবই নয়; বরং বিশেষ পুরুষ উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ اَلْعَطْفُ تَابِعٌ الخ : অর্থাৎ عطف بحرف এমন تابع যা স্বীয় متبوع -এর সাথে نسبت -এর মধ্যে উদ্দেশ্য হবে তথা نسبت দ্বারা উদ্দেশ্য تابع ও متبوع উভয়টি। অতএব, উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যে قوله تابع সকল تابع -কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর مقصود بالنسبة -এর কয়েদ দ্বারা نعت ، تاكيد ও عطف بيان বের হয়ে গেছে। কেননা, এগুলো نسبت দ্বারা উদ্দেশ্য হয় না; বরং এগুলোর متبوع -ই শুধুমাত্র উদ্দেশ্য হয়। আর مع متبوعه -এর কয়েদ দ্বারা بدل বের হয়ে যাবে। কেননা, এটা স্বীয় متبوع ব্যতীত উদ্দেশ্য হয়। এর متبوع অর্থাৎ مبدل منه শুধু ভূমিকার জন্য হয়। যেমন–

جَاءَ نِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ -এর মধ্যে اخوك বদল, আর তা-ই এই نسبت হতে উদ্দেশ্য। অতঃপর يتوسط بينه الخ -এর বর্ণনা واقعی حروف عشرة -এর বর্ণনা مباحث حروف -এর মধ্যে আসবে। যেমন— قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو এ উদাহরণে عمرو টা تابع এবং زيد টা متبوع এবং উভয় প্রকারেই نسبت قيام দ্বারা উদ্দেশ্য এবং ঐ দু'টির মধ্যে দশটি হরফের মধ্য হতে একটি হরফ তথা واو রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الْمَرْفُوْعِ الْمُتَّصِلِ الخ : অর্থাৎ যখন ضمير مرفوع متصل -এর উপর কোনো বস্তুর আতফ করা হবে, তখন তার তাকিদ ضمير منفصل দ্বারা আনা হবে। কেননা, ضمير مرفوع متصل টা جزء كلمه -এর ন্যায়। সুতরাং যদি تاكيد ছাড়া তার উপর আতফ করা হয়, তবে كلمة مستقل -এর আতফ جزء كلمه -এর উপর লাযেম হবে, আর তা নাজায়েজ। যেমন— ضَرَبْتُ اَنَا وَ زَيْدٌ এখানে زيد -এর আতফ ضمير مرفوع -এর উপর করার জন্য انا ضمير منفصل দ্বারা তাকিদ নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَقَعَ فَصْلٌ الخ : কিন্তু যখন ضمير مرفوع متصل এবং معطوف -এর মধ্যখানে فاصله হবে, তখন تاكيد বর্জন করা জায়েজ। কেননা, فاصل তাকিদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যাবে এবং তার দ্বারা উল্লিখিত আতফ শুদ্ধ হয়ে যাবে। যেমন— قَوْلُهُ ضَرَبْتُ اَلْيَوْمَ وَ زَيْدٌ এখানে اليوم টা فاصل এবং তাকিদের স্থলাভিষিক্ত।

তারকীব ঃ وَاِنَّمَا : قَوْلُهُ وَاِنَّمَا اِلْتَزَمَ وَصْفَ بَابِ هٰذَا الخ হসরের কালিমা তার ই'রাবের কোনো মহল নেই التزم মাযী মাজহুল وصف মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু ও মুযাফ باب মুযাফ ইলাইহ, আবার মুযাফ هذا মুযাফ ইলাইহ بذی اللام জার মাজরূর وصف -এর সাথে মুতা'আল্লাক لابهام এটা التزم -এর সাথে মুতা'আল্লাক وَمِنْ ثَمَّ ضَعُفَ مَرَرْتُ بِهٰذَا الْاَبْيَضِ وَحَسُنَ بِهٰذَا الْعَالِمِ পূর্ব বর্ণনা হতে এর অবস্থা জানা যায়।

قَوْلُهُ اَلْعَطْفُ تَابِعٌ : মুবতাদা ও খবর مقصود এটা تابع -এর না'ত بالنسبة তথা بنسبة العامل اليه এটা ويتوسط -এর সাথে মুতা'আল্লাক مقصود এটাও متبوع التابع তথা مع متبوعه -এর সাথে মুতা'আল্লাক مقصود -এর সাথে মুতা'আল্লাক احد তার উপর আতফ, আর উভয়টি যমীর تابع -এর উপর দিকে ফিরেছে وبين متبوعه তার যরফ بينه মুযারি' মা'রূফ তার ফায়েল, মুযাফ الحروف العشرة এখানে العشرة টা الحروف -এর না'ত, আর এ জুমলায়ে ফে'লিয়া বাক্যটি تابع -এর না'ত وسياتى মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর الحروف -এর দিকে ফিরেছে মুযাফ বিলোপ করে তথা سياتى ذكرها في الحروف ; مثل এটা বিলুপ্ত মুবতাদার খবর, মুযাফ قام زيد ফে'ল, ফায়েল وعمر এটা زيد -এর আতফ, আর বাক্যটি ইযাফতের দ্বারা জরের স্থলে اذا و হরফে শর্ত عطف মাযী মাজহুল ফে'লে শর্ত, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফউলে মা লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, যা اسم -এর দিকে ফিরেছে على المرفوع এটা عطف -এর সাথে মুতা'আল্লাক المتصل এটা المرفوع -এর উপর আতফ اكد মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, এটা المرفوع المتصل -এর দিকে ফিরেছে بمنفصل এটা اكد -এর সাথে মুতা'আল্লাক হয়েছে, আর বাক্যটি শর্তের জাযা হয়েছে مثل উহ্য মুবতাদার খবর, মুযাফ ضربت ফে'ল ও ফায়েল انا তার তাকিদ و زيد তার উপর আতফ, আর বাক্যটি মুযাফ ইলাইহ لا৷ হরফে ইসতিছনা ان يقع এটা ان দ্বারা مضارع منصوب ; فصل তার ফায়েল, আর বাক্যটি استثناء مفرغ হিসাবে محل النصب হয়েছে فيجوز মুযারি' মা'রূফ, ان يقع -এর উপর আতফ হয়েছে تركه তার ফায়েল, আর تركه -এর মধ্যকার যমীর التاكيد -এর দিকে ফিরেছে مثل উহ্য মুবতাদার খবর। মুযাফ ضربت اليوم ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে ফীহ و زيد এটা المرفوع المتصل -এর উপর আতফ, আর বাক্যটি ইযাফতের দ্বারা محل الجر -এর মধ্যে হয়েছে।

وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ اُعِيْدَ الْخَافِضُ نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ وَالْمَعْطُوْفُ فِيْ حُكْمِ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ فِيْ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ اَوْ قَائِمًا وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌو اِلَّا الرَّفْعُ وَاِنَّمَا جَازَ اَلَّذِيْ يَطِيْرُ فَيَغْضِبُ زَيْدُ نِ الذُّبَابُ لِاَنَّهَا فَاءُ السَّبَبِيَّةِ وَاِذَا عُطِفَ عَلٰى عَامِلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لَمْ يَجُزْ خِلَافًا لِلْفَرَّاءِ اِلَّا فِيْ نَحْوِ فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَ الْحُجْرَةِ عَمْرٌو خِلَافًا لِسِيْبَوَيْهِ ـ

অনুবাদ : আর যখন ضمير مجرور -এর উপর আতফ করা হবে, তখন حرف جار -কে পুনরায় উল্লেখ করা হয়। যেমন– مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ আর معطوف টা معطوف عليه -এর হুকুমে হয়। (معطوف عليه টা معطوف -এর হুকুমে) এ জন্যই مَازَيْدٌ بِقَائِمٍ বা مَازَيْدٌ قَائِمًا ও لَاذَاهِبٌ عَمْرٌو জায়েজ নয়; কিন্তু শুধু রফা' এবং اَلَّذِيْ يَطِيْرُ فَيَغْضَبُ زَيْدُنِ الذُّبَابُ জায়েজ, কেননা তাতে فاء সববের জন্য। আর যখন দু'টি مختلف আমিলের উপর আতফ করা যায়, তবে জায়েজ নয়। এতে নাহুবিদ ফররার মতবিরোধ রয়েছে। কিন্তু فِي الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو জাতীয় উদাহরণের ভিতর জায়েজ আছে। এ বৈধতার ক্ষেত্রে নাহুবিদ সীবাওয়াইহ -এর মতানৈক্য রয়েছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ الخ : অর্থাৎ যখন ضمير مجرور -এর উপর কোনো বস্তুর আতফ করা হবে, যখন جار -কে চাই হরফ হোক বা اسم معطوف পুনঃ উল্লেখ করা হবে। কেননা, جار এবং ضمير مجرور এগুলো شدت اتصال -এর কারণে كلمه واحده -এর ন্যায়। সুতরাং যদি خافض -কে পুনঃ উল্লেখ না করা হয়, তবে كلمة مستقلة -এর আতফ جزء كلمه-এর উপর লাযেম আসবে আর তা নাজায়েজ। যেমন– قَوْلُهُ مَرَرْتُ بِكَ وَبِزَيْدٍ এ উদাহরণে গ্রন্থকার (র.) حرف خافض -কে এনেছেন, اسم خافض -কে আনেননি। কেননা তা প্রকাশ্য, যেমন– جَاءَنِيْ اَخُوْكَ وَاَخُوْ زَيْدٍ ।

قوله والمعطوف فى حكم المعطوف عليه الخ : অর্থাৎ معطوف টা معطوف عليه -এর হুকুমে হয় অর্থাৎ যে বস্তু معطوف عليه -এর জন্য জায়েজ তা معطوف -এর জন্যও জায়েজ। আর যে বস্তু معطوف عليه -এর জন্য নিষিদ্ধ, তা معطوف -এর জন্যও নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ مَازَيْدٌ بِقَائِمٍ وَلَا ذَاهِبٌ الخ : অর্থাৎ معطوف টা معطوف عليه -এর হুকুমে হয় এ জন্য قام তারকীবে مَازَيْدٌ قَائِمًا وَلَاذَاهِبٌ عَمْرٌو এবং ذاهب -কে منصوب অথবা مجرور পড়া হয়, তবে তার আতফ عَمْرٌو অথবা قائما -এর উপর হবে এবং তা তখন زيد -এর খবর হবে যেমন معطوف عليه তার খবর। অতঃপর যেহেতু معطوف عليه -এর মধ্যে একটি যমীর রয়েছে যা زيد -এর দিকে ফিরেছে এবং معطوف অর্থাৎ ذاهب -এর মধ্যে কোনো যমীর নেই, যা زيد -এর দিকে ফিরবে। অতএব, ذاهب -এর زيد -এর খবর হওয়া নিষিদ্ধ হবে। তাই অবধারিতভাবে ذاهب -এর মধ্যে رفع হওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং তা খবরে মুকাদ্দাম এবং عمرو তার মুবতাদায়ে মুয়াখ্খার হবে। আর বাক্যের উপর বাক্যের আতফ হবে। এটাও বলা যাবে যে, ذاهب মুবতাদার দ্বিতীয় প্রকার এবং عمرو তার খবর فاعل -এর স্থলাভিষিক্ত।

قَوْلُهُ وَاِنَّمَا جَازَ الَّذِيْ يَطِيْرُ الخ : এটা একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নের সারমর্ম হলো, উল্লিখিত কায়দা আরবদের উক্তি اَلَّذِيْ يَطِيْرُ الخ দ্বারা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, يطير -এর মধ্যে যমীর রয়েছে যা موصول -এর দিকে ফিরেছে, আর يغضب টা يطير -এর উপর معطوف হওয়ার পরও موصول -এর যমীর হতে খালি। তার উত্তর হলো, এ তারকীবে فاء আতফের জন্য নয়; বরং শুধুমাত্র سببيت -এর জন্য; অতএব কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। কেননা, সমস্যা তো ছিল معطوف হওয়ার ক্ষেত্রে, অন্য ক্ষেত্রে নয়। অথবা বলা হবে যে, فاء এখানে আতফ ও سببت উভয়টির জন্য। তবে যেহেতু

যমীর ربط -এর জন্য উল্লেখ করা হয় এবং ربط টা سبب ও مسبب -এর মধ্যে অর্জিত হয়. সেহেতু যমীরের প্রয়োজন হবে না। অথবা বলা হবে যে, فاء শুধুমাত্র আতফের জন্য আর যমীর رابط টা বিলুপ্ত রয়েছে অর্থাৎ

اَلَّذِىْ يَطِيْرُ فَيَغْضِبُ يَطِيْرُ اَنَّهُ زَيْدُنِ الذُّبَابُ -

قَوْلُهُ وَاِذَا عُطِفَ عَلٰى عَامِلَيْنِ الخ : অর্থাৎ এক حرف عطف দ্বারা দু'টি مختلف আমিলের দু'টি মা'মূলের উপর দু'টি ইসমের আতফ করা হবে, তবে এই আতফ জমহুরের নিকট নাজায়েজ হবে। কেননা, একটি حرف عطف স্বীয় দুর্বলতার কারণে দু'টি مختلف আমিলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। অতঃপর জমহুরের এ উক্তি নাহুবিদ ফাররার বিপরীত। কেননা, তিনি দু'টি مختلف আমিলের দু'টি মা'মূলের উপর দু'টি ইসমের আতফ فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو উদাহরণের উপর কিয়াস করে জায়েজ বলেন। আর জমহুর বলেন যে, এ উদাহরণের উপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। কেননা, এ উদাহরণ আরবদের থেকে কিয়াস বহির্ভূত শোনা গেছে। আর যে বস্তু কিয়াস বহির্ভূত শোনা যায়, তা শোনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে তার উপর অন্য কোনো বস্তুকে কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। আর فِى الدَّارِ زَيْدٌ الخ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, معطوف عليه টা مجرور হবে এবং তার পরবর্তীটি مرفوع বা منصوب হবে এবং معطوف -ও এমনই হবে। সুতরাং তন্মধ্যে যদিও দু'টি مختلف আমিল (فى এবং ابتداء)-এর দু'টি মা'মূল زَيْدٌ فِى الدَّارِ -এর উপর দু'টি ইসম الحجرة ও عمرو -এর আতফ এক হরফের মাধ্যমে রয়েছে, কিন্তু কিয়াস বহির্ভূত জায়েজ। এর বিপরীত اِنَّ زَيْدًا فِى الدَّارِ وَعَمْرٌو فِى الْحُجْرَةِ যে, এটা জায়েজ নয়।

قَوْلُهُ خِلَافًا لِسِيْبَوَيْهِ : অর্থাৎ সীবওয়াইহ নাহুবিদ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তিনি এ আতফকে সর্বাবস্থায় জায়েজ বলেন না এবং যে সকল উদাহরণ আরবদের থেকে শোনা গেছে যেমন– فِى الدَّارِ زَيْدٌ وَالْحُجْرَةِ عَمْرٌو এ গুলোতে তাবিল করেন এবং বলেন যে. এখানে معطوف -এর মধ্যে خافض উহ্য রয়েছে। উহ্য ইবারত এই যে, فى الدار زيد وفى الحجرة عمرو সুতরাং তখন বাক্যের উপর বাক্যের আতফ হবে, দু'টি مختلف আমিলের দু'টি মা'মূলের উপর হবে না।

তারকীব : وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الْمُتَّصِلِ اُكِّدَ এটা : قَوْلُهُ وَاِذَا عُطِفَ عَلَى الضَّمِيْرِ الْمَجْرُوْرِ اُعِيْدَ الْخَافِضُ فى حكم -এর ন্যায় তারকীব نَحْوُ مَرَرْتُ بِكَ প্রাগুক্ত وبزيد এটা بك -এর উপর আতফ والمعطوف মুবতাদা المرفوع المعطوف عليه খবর।

قَوْلُهُ وَمَنْ : এটা جاره ও سببية ; ثم তার দ্বারা মাজরূর। এ من ثم দ্বারা معطوف যে, معطوف عليه -এর হুকুমে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। لم يجز মুযারি' মা'রূফ, لم -এর দ্বারা জযম বিশিষ্ট فى হরফে জার ما মুশাব্বাহা বিলাইসা زيد তার ইসম بقائم তার খবর او قائما তার উপর আতফ وَلَا ذَاهِبٌ عَمْرٌو মুবতাদা ও খবর। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ لا হরফে ইসতিছনা, আর ইসতিছনাটি মুফাররাগ الرفع এটা لم يجز -এর ফায়েল। আর বাক্যটি অর্থাৎ قَوْلُهُ مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ الخ শেষ পর্যন্ত فى হরফে জারের মাজরূর। وانما কালিমায়ে হসর جاز মাযী মা'রূফ الذى ইসমে মাওসূল يطير মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা الذى -এর দিকে ফিরেছে, আর বাক্যটি সিলাহ আর মাওসূল তার সিলাহ সহ মুবতাদা فيغضب মুযারি' মা'রূফ زيد তার ফায়েল الذباب মাফউল, অতঃপর ফে'ল, ফায়েল ও মাফউল মিলে খবর। এখন মুবতাদা ও খবর মিলে جاز -এর ফায়েল لانها এখানে لام হরফে জার ان হরফে মুশাব্বাহ বিলফি'ল, আর ها তার ইসম, যা فيغضب -এর فاء -এর দিকে ফিরেছে। فاء তার খবর ও মুযাফ السببية মুযাফ ইলাইহ, এখন ان তার ইসম ও খবর মিলে لام হরফে জারের মাজরূর, আর জার মাজরূর মিলে মুতা'আল্লাক হয়েছে قَوْلُهُ وَاِنَّمَا جَازَ -এর সাথে। واذا শর্তের জন্য عطف ফে'লে শর্ত, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, যা الاسم -এর দিকে ফিরেছে على عاملين এটা عطف -এর সাথে মুতা'আল্লাক مختلفين এটা عاملين -এর না'ত لمن يجز শর্তের জবাব, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা العطف -এর দিকে ফিরেছে خلافا মাফউলে মুতলাক, للفراء তার সাথে মুতা'আল্লাক لا হরফে ইসতিছনা, আর ইসতিছনাটা মুফাররাগ তথা لم يجز العطف فى تركيب الا فى مثل هذا فى : التركيب হরফে জার نحو তার মাজরূর ও মুযাফ فى الدار زيد মুবতাদা ও খবর, আর বাক্যটি জরের স্থলে ইযাফতের কারণে خلافا للفراء -এর ন্যায়। خلافا لسيبويه এটা زيد -এর উপর আতফ عمرو এটা الدار -এর উপর আতফ والحجرة এটা

اَلتَّاكِيْدُ تَابِعٌ يُقَرِّرُ اَمْرَ الْمَتْبُوْعِ فِى النِّسْبَةِ اَوِ الشُّمُوْلِ وَهُوَ لَفْظِىٌّ وَمَعْنَوِىٌّ فَاللَّفْظِىُّ تَكْرِيْرُ اللَّفْظِ الْاَوَّلِ نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ وَيَجْرِىْ فِى الْاَلْفَاظِ كُلِّهَا وَالْمَعْنَوِىُّ بِاَلْفَاظٍ مَحْصُوْرَةٍ وَهِىَ نَفْسُهٗ وَعَيْنُهٗ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهٗ وَاَجْمَعُ وَاَكْتَعُ وَاَبْتَعُ وَاَبْصَعُ فَالْاَوَّلَانِ يَعُمَّانِ بِاِخْتِلَافِ صِيَغِهِمَا وَضَمِيْرِهِمَا تَقُوْلُ نَفْسُهٗ وَنَفْسُهَا وَاَنْفُسُهُمَا وَاَنْفُسُهُمْ وَاَنْفُسُهُنَّ وَالثَّانِى لِلْمُثَنّٰى تَقُوْلُ كِلَاهُمَا وَالْبَاقِىْ لِغَيْرِ الْمُثَنّٰى بِاِخْتِلَافِ الضَّمِيْرِ فِىْ كُلِّهٖ وَكُلِّهِمْ وَكُلِّهِنَّ وَالصِّيَغُ فِى الْبَوَاقِىْ تَقُوْلُ اَجْمَعُ وَجَمْعَاءُ وَاَجْمَعُوْنَ وَجُمَعُ وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَاَجْمَعَ اِلَّا ذُوْ اَجْزَاءٍ يَصِحُّ اِفْتِرَاقُهَا حِسًّا اَوْ حُكْمًا مِثْلُ اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهٗ بِخِلَافِ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهٗ وَاِذَا اُكِّدَ الضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ اُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ مِثْلُ ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسَكَ -

---

অনুবাদ : تاكيد এমন تابع যা متبوع -এর امر -কে সাবেত করে نسبت (সম্পর্ক)-এর মধ্যে বা شامل (অন্তর্ভুক্ত) হওয়ার মধ্যে। আর تاكيد টা لفظى (শব্দগত)ও হয় এবং معنوى (অর্থগত)ও হয়। সুতরাং لفظى تاكيد (শব্দগত দৃঢ়তা) প্রথম শব্দ পুনরুক্তের দ্বারা হয়। যেমন– جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ আর সকল শব্দের মধ্যে জারি হয় এবং تاكيد معنوى কতেক শব্দের সাথে নির্দিষ্ট। আর তা نَفْسُهٗ ، عَيْنُهٗ، كِلَاهُمَا، كُلُّهٗ، اَجْمَعُ، اَكْتَعُ، اَبْتَعُ، اَبْصَعُ সুতরাং প্রথম দু'টি স্বীয় সীগাহ ও যমীরের বিভিন্নতার সাথে عام (ব্যাপক)। যেমন, তুমি বলবে– نَفْسُهٗ، نَفْسُهَا ، اَنْفُسُهُمَا، اَنْفُسُهُمْ، اَنْفُسُهُنَّ । আর দ্বিতীয়টি দ্বিবচনের জন্য আসে। যেমন– كلاهما ও كلتاهما আর অবশিষ্টগুলো দ্বিবচনহীনের জন্য সাবেত; যমীর পরিবর্তনের সাথে كُلُّهٗ ، كُلُّهُمْ ، كُلُّهُنَّ -এর মধ্যে, আর অবশিষ্ট الفاظ تاكيد -এর মধ্যে সীগার বিভিন্নতার সাথে, যেমন তুমি বলবে– اَجْمَعُ، جَمْعَاءُ، اَجْمَعُوْنَ، جُمَعُ ; আর كُلٌّ ও اَجْمَعُ শব্দদ্বয় দ্বারা এমন বস্তুর তাকিদ আনা হয়, যা ذو اجزاء এবং اجزاء গুলো এমন যে, তার পৃথক হওয়াটা حسا ও حكما শুদ্ধ হবে। যেমন– اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ ও اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهٗ -এর মধ্যে। এর বিপরীত جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهٗ । আর যখন ضمير مرفوع متصل -এর نفس ও عين দ্বারা তাকিদ আনা হবে, তখন منفصل দ্বারা তাকিদ আনা হবে। যেমন– ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسَكَ -এর মধ্যে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَلتَّاكِيْدُ تَابِعٌ الخ : অর্থাৎ تاكيد এমন تابع যা متبوع -এর امر -কে نسبت -এর মধ্যে সাবেত করবে যে, نسبت -এর মধ্যে متبوع-ই منسوب اليه বা منسوب অন্য কোনো বস্তু নয়। অথবা তা معمول -এর মধ্যে স্বীয় متبوع -এর অবস্থাকে সাবেত করে যে, متبوع -এর সকল افراد -এর মধ্যে এ হুকুম অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং উপরোক্ত সংজ্ঞার মধ্যে قوله تابع টা ما به الاشتراك যা সকল تابع -কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর قوله يقرر কয়েদের দ্বারা تاكيد ছাড়া সকল تابع বহির্ভূত। এ জন্য تاكيد ছাড়া কারো মধ্যে متبوع -এর অবস্থা দৃঢ়তা نسبت ও شمول -এর মধ্যে নেই।

قَوْلُهُ وَهُوَ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ : অর্থাৎ تاكيد দু'প্রকার- (১) لفظى যা لفظ -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং لفظ -এর পুনরুক্তের দ্বারা অর্জিত হয়। (২) معنوى যা معنى -এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত এবং অর্থের লক্ষ্য করার পরে অর্জিত হয়। প্রত্যেকটির নামকরণ স্পষ্ট।

قَوْلُهُ فَاللَّفْظِيُّ تَكْرِيْرُ اللَّفْظِ الْاَوَّلِ الخ : অর্থাৎ تاكيد لفظى প্রথম শব্দের পুনরুক্তের দ্বারা অর্জিত হয়। যেমন- جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ সুতরাং এখানে দ্বিতীয় زيد প্রথম زيد -এর জন্য تاكيد لفظى যা زيد -কে বারবার আনার দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَيَجْرِىْ فِى اَلْفَاظٍ كُلِّهَا الخ : অর্থাৎ শব্দের দৃঢ়তা প্রত্যেক لفظ -এর মধ্যে জারি হয় চাই তা اسم -এর মধ্যে হোক বা না হোক। এর বিপরীত تاكيد اصطلاحى যে, তা শুধুমাত্র اسم -এর মধ্যে জারি হয়, আর সম্ভাবনা রয়েছে যে, এখানে الفاظ দ্বারা উদ্দেশ্য اسماء হবে এবং এই অর্থ হবে উল্লিখিত দ্বিরুক্ত সকল اسماء -এর মধ্যে জারি হয়; তখন গ্রন্থকার (র.)-এর এই উক্তি اصطلاح অনুসারে হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَالْمَعْنَوِيُّ بِاَلْفَاظٍ مَحْصُوْرَةٍ الخ : অর্থাৎ تاكيد معنوى কতেক শব্দের সাথে নির্দিষ্ট, তাছাড়া পাওয়া যায় না। সে সকল শব্দ এই نَفْسُهُ ، عَيْنُهُ، كِلَاهُمَا، كُلُّهُ، اَجْمَعُ، اَكْتَعُ، اَبْتَعُ، اَبْصَعُ এ সকল শব্দ ব্যতীত تاكيد معنوى -এর অন্য শব্দ নেই।

قَوْلُهُ فَالْاَوَّلَانِ يَعُمَّانِ الخ : অর্থাৎ تاكيد معنوى -এর শব্দগুলো হতে প্রথম দু'টি তথা نفس ও عين টা عام (ব্যাপক); একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন সকলের জন্যই আসে। অবশ্য متبوع -এর দিকে লক্ষ্য করে তার সীগাহ ও যমীর পরিবর্তিত হতে থাকবে। কিন্তু متبوع -এর দিকে লক্ষ্য করে সীগাহর পরিবর্তন হওয়াটা শুধুমাত্র একবচন ও বহুবচনের মধ্যে হবে; দ্বিবচনের জন্য বহুবচনের সীগাহ ব্যবহৃত হয়। যেমন- جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ، جَاءَ الزَّيْدَانِ نَفْسُهُمَا، جَاءَتْ خَالِدَةُ نَفْسُهَا ।

قَوْلُهُ تَقُوْلُ نَفْسُهُ الخ : অর্থাৎ واحد مذكر -এর মধ্যে نفسه এবং واحد مؤنث -এর মধ্যে نفسها এবং تثنيه مذكر ومؤنث -এর মধ্যে نفس শব্দকে বহুবচন এনে দ্বিবচনের যমীর তার সাথে যুক্ত করে انفسهما বলা হয়। আর কারো কারো মতে দ্বিবচনের মধ্যে نفساهما বলা হয়। আর جمع مذكر عاقل -এর মধ্যে انفسهم এবং جمع مؤنث عاقل ও جمع مذكر غير عاقل -এর মধ্যে انفسهن বলে।

قَوْلُهُ وَالثَّانِىْ لِلْمُثَنَّى الخ : অর্থাৎ আর যে শব্দ نفس ও عين -এর পরে রয়েছে অর্থাৎ كِلَاهُمَا وَكِلْتَاهُمَا এ দু'টি দ্বিবচনের জন্য এবং تثنيه مذكر ও تثنيه مؤنث -এর জন্য।

قَوْلُهُ وَالْبَاقِىْ لِغَيْرِ الْمُثَنَّى الخ : অর্থাৎ অবশিষ্টগুলো দ্বিবচনহীনের জন্য তথা একবচন ও বহুবচনের জন্য আসে, আর সেগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র كل শব্দটি যমীর পরিবর্তনের সাথে আসে। সুতরাং واحد مذكر -এর মধ্যে كله ; واحد مؤنث -এর মধ্যে كلها ; جمع مذكر -এর মধ্যে كلهم ও جمع مؤنث -এর মধ্যে كلهن বলবে।

قَوْلُهُ وَالصِّيَغُ فِى الْبَوَاقِىْ الخ : অর্থাৎ كل ছাড়া অন্যান্য শব্দাবলি সীগার বিভিন্নতার সাথে আসে। যেমন, বলা হয় اجمع ، جمعا ، اجمعون ، جمع আর এ অবস্থা অন্যান্য শব্দাবলির।

قَوْلُهُ وَلَايُؤَكَّدُ بِكُلٍّ وَاَجْمَعَ الخ : অর্থাৎ كل ও اجمع শব্দ দ্বারা এমন বস্তুর তাকিদ আনা হয়, যা ذو اجزاء এবং اجزاء গুলো এমন যে, তার পৃথক হওয়াটা حسا ও حكما শুদ্ধ হবে।

قَوْلُهُ مِثْلُ اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ الخ : এ উদাহরণ ঐ মুআক্কাদের যার اجزاء -এর পৃথক হওয়াটা حكما শুদ্ধ হবে। কেননা হতে পারে যে, কোনো গোলামের অর্ধেককে এক ব্যক্তি ক্রয় করবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক অন্য ব্যক্তি ক্রয় করবে।

قَوْلُهُ بِخِلَافِ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ الخ : অর্থাৎ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهُ এটা পূর্বোক্ত হুকুমের বিপরীত তা নাজায়েজ। কেননা, زيد -এর অংশের পৃথক হওয়াটা একেবারেই শুদ্ধ নয়। حسا ও حكما কোনো ভাবেই না।

قَوْلُهُ وَاِذَا اُكِّدَ الضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ الخ : অর্থাৎ যখন نفس ও عين দ্বারা ضمير مرفوع متصل -এর তাকিদ আনা হবে, তখন প্রথমে তাকে ضمير منفصل -এর সাথে আনতে হবে। কেননা, যদি ضمير متصل -এর তাকিদ ضمير

منفصل -এর সাথে না আনা হয়, তাহলে কতেক স্থানে تاكيد টা فاعل -এর সাথে التباس হয়ে যাবে। উদাহরণত যখন আমরা ضمير منفصل দ্বারা تاكيد উল্লেখ ব্যতীত زَيْدٌ اَكْرَمَنِىْ نَفْسُهٗ বলব, তখন জানা যাবে না যে, نفسه টা فاعل নাকি فعل -এর মধ্যে ضمير مرفوع উহ্য রয়েছে আর তা فاعل আর نفسه তার তাকিদ। সুতরাং এ التباس হতে বাঁচার জন্য আবশ্যক হলো যে, প্রথমে ضمير منفصل -এর সাথে ضمير আনবে অতঃপর نفس ও عين শব্দ দ্বারা তাকিদ আনবে। অবশিষ্ট যে সকল সুরতের মধ্যে التباس নেই সেগুলোর মধ্যেও ضمير منفصل -এর সাথে تاكيد আনা আবশ্যক করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ مِثْلُ ضَرَبْتَ اَنْتَ نَفْسُكَ الخ : উল্লিখিত উদাহরণ ضمير مرفوع متصل تاء -এর তাকিদ نفسك শব্দ, যা ضمير منفصل انت দ্বারা তাকিদ আনার পর নেওয়া হয়েছে।

তারকীব ঃ قَوْلُهٗ اَلتَّاكِيْدُ تَابِعٌ : মুবতাদা ও খবর يقرر মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা التابع -এর দিকে ফিরেছে امر المتبوع মাফঊলে বিহী فى النسبة এটা يقرر -এর সাথে মুতা'আল্লাক والشمول এটা তার উপর আতফ وهو মুবতাদা, যা التاكيد -এর দিকে ফিরেছে لفظى তার খবর ومعنوى তার উপর আতফ واللفظى মুবতাদা ও খবর نَحْوُ جَاءَنِىْ زَيْدٌ زَيْدٌ দ্বিতীয় زيد তাকিদের জন্য ويجرى মুযারি' মা'রূফ, تكرير اللفظ الاول তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা التاكيد اللفظى -এর দিকে ফিরেছে فى الالفاظ এটা يجرى -এর সাথে মুতা'আল্লাক كلها তথা كل الالفاظ তার তাকিদ والمعنوى بالفاظ মুবতাদা ও খবর محصورة তথা محفوظة এটা وَعَيْنُهٗ وَكِلَاهُمَا وَكُلُّهٗ وَاَجْمَعُ وَاَكْتَعُ وَاَبْتَعُ তার খবর نفسه -এর দিকে ফিরেছে الفاظ মুবতাদা وهى -এর না'ত الفاظ وابصع এগুলো نفسه -এর উপর আতফ فالاول لان يعمان মুবতাদা ও খবর باختلاف صيغها এটা يعمان -এর সাথে মুতা'আল্লাক وضميرهما এটা صيغتهما -এর উপর আতফ, আর صيغتهما -এর যমীর ও ضميرهما -এর যমীর اولان -এর দিকে ফিরেছে تقول ফে'ল, ফায়েল نفسه এটা مرفوع কেননা, এটা قَوْلُهٗ جَاءَنِىْ زَيْدٌ نَفْسُهٗ -এর বর্ণনাকারী ونفسها এটা نفسه -এর উপর আতফ اَنْفُسُهُمَا وَاَنْفُسُهُمْ وَاَنْفُسُهُنَّ তদ্রূপ আতফ।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ : মুবতাদা للمثنى তার খবর تقول মুযারি' মা'রূফ كلاهما এটা الثانى হতে বদল অথবা আতফে বয়ান অথবা উহ্য মুবতাদার খবর অথবা দ্বিতীয় খবর وكلتا هما তার উপর আতফ والباقى মুবতাদা لغير المثنى তার খবর وكلها باختلاف الضمير উহ্য فعل -এর সাথে মুতা'আল্লাক فى كله এটা اختلاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক اختلاف فى البواقى এটা উহ্য الضمير -এর উপর আতফ والصيغ জার-এর সাথে وكلهم وكلهن তার উপর আতফ اَجْمَعُ وَجَمْعَاءُ وَاَجْمَعُوْنَ ؛ وَجُمَعُ بِاخْتِلَافِ الصِّيَغِ فِى الْبَوَاقِىْ তথা মুতা'আল্লাক -এর সাথে উহ্য মুবতাদার খবরসমূহ; উহ্য ইবারত হলো– وهى اجمع الخ আবার البواقى হতে بدل البعض হওয়াও জায়েজ, তখন مجرور হবে ولا ذو اجزاء মাফঊলে يؤكد মুযারি' মাজহুল بكل তার সাথে মুতা'আল্লাক واجمع তার উপর আতফ ال হরফে ইসতিছনা মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ افتراقها ফে'ল, ফায়েল حسا তামঈয বা হাল বা মাফঊলে মুতলাক বিলুপ্ত মুযাফের সাথে এবং মুযাফ ইলাইহকে মুযাফের স্থলাভিষিক্ত করে তথা افتراق حس ; اوحكما তার উপর আতফ; বাক্যটি اجزاء -এর না'ত, আর ইসতিছনাটি মুফাররাগ, কেননা মুসতাছনা মিনহু উল্লেখ নেই مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর ও মুযাফ اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী كلهم এটা القوم -এর তাকিদ, আর বাক্যটি ইযাফতের কারণে জারের স্থলে وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهٗ এটা اَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ -এর ন্যায় بِخِلَافِ جَاءَ زَيْدٌ كُلُّهٗ বিলুপ্ত মুবতাদার খবর واذا শর্তের জন্য اكد ফে'লে শর্ত الضمير মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ المرفوع তার না'ত المتصل তার সিফাত بالنفس এটা اكد -এর সাথে মুতা'আল্লাক والعين তার উপর আতফ اكد بمنفصل শর্তের জবাব مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর ضربت ফে'ল, ফায়েল انت তার তাকিদ نفسك তার দ্বিতীয় তাকিদ, আর বাক্যটি ইযাফতের কারণে জরের স্থলে।

وَاَكْتَعُ وَاَخَوَاهُ اَتْبَاعٌ لِاَجْمَعَ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَ ذِكْرُهَا دُوْنَهُ ضَعِيْفٌ اَلْبَدْلُ تَابِعٌ مَقْصُوْدٌ بِمَا نُسِبَ اِلَى الْمَتْبُوْعِ دُوْنَهُ وَهُوَ بَدْلُ الْكُلِّ وَالْبَعْضِ وَالْاِشْتِمَالِ وَالْغَلَطِ فَالْاَوَّلُ مَدْلُوْلُهُ مَدْلُوْلُ الْاَوَّلِ وَالثَّانِيْ جُزْءُهُ وَالثَّالِثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَوَّلِ مُلَابَسَةٌ بِغَيْرِهِمَا -

---

অনুবাদ : আর اكتع ও তার সাদৃশ্যগুলো اجمع -এর তাবে'। সুতরাং সেগুলোকে اجمع -এর পূর্বে আনা যাবে না। আর اجمع ব্যতীত এগুলোর উল্লেখ যাঈফ। بدل এমন তাবে' যা ঐ نسبت -এর মধ্যে যা متبوع -এর দিকে করা হয়েছে উদ্দেশ্য হবে, متبوع ব্যতীত। بدل চার প্রকার– (১) بدل الكل (২) بدل البعض (৩) بدل الاشتمال (৪) بدل الغلط সুতরাং প্রথম প্রকার তার مدلول প্রথমটির مدلول হয়। দ্বিতীয় প্রকার তার مدلول প্রথমটির অংশ হয়। তৃতীয় প্রকার তার ও প্রথমটির মধ্যে ملابست হবে ঐ দু'টি (পরিপূর্ণ ও অংশ) ব্যতীত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَاَكْتَعُ وَاَخَوَاهُ الخ : অর্থাৎ اكتع ও তার দু'টি নযীর ابتع ও ابصع এগুলো اجمع -এর তাবে'। অর্থাৎ এগুলো اجمع -এর تابع হওয়া হিসাবে বর্ণিত হয়, تابع হওয়ার ছাড়া বর্ণিত হয় না। এ কারণেই সেগুলো اجمع -এর উপর অগ্রগামী হয় না এবং اجمع ছাড়া এগুলোর উল্লেখ শক্তিশালী নয়। কেননা, উল্লিখিত শব্দগুলোর جمعيت অর্থে ব্যবহার সুস্পষ্ট নয়, اجمع টা এর বিপরীত, কেননা তাতে উক্ত অর্থ পরিপূর্ণরূপে রয়েছে। তা ছাড়া اجمع ব্যতীত এগুলোর উল্লেখ করলে تابع -এর উল্লেখ متبوع ব্যতীত আবশ্যক হয়, যা প্রশংসার্হ নয়।

ফায়দা : مسند اليه -এর তাকিদ চারটি উপকারের জন্য হয়। কখনো তাকিদ দ্বারা مسند اليه -এর مفهوم ও مدلول -কে সাবেত করা উদ্দেশ্য হয়। এ পদ্ধতিতে অন্যের ধারণা দূরীভূত হয়ে যায়। যেমন– جاء نى زيد এ সময় বলবে যখন متكلم তথা বক্তা سامع তথা শ্রবণকারীর গাফিলতির ধারণা পোষণ করে। আর কখনো তাকিদ مجاز -এর সন্দেহ দূর করার জন্য আসে। যেমন– قَطَعَ اللِّصُّ الْاَمِيْرَ اَوْنَفْسَهُ اَوْعَيْنَهُ বলবে, যাতে এটা জানা যায় যে, قطع -এর ইযাফত امير দিকে مجازى নয়। আর কখনো তাকিদ ভুলের সন্দেহ দূর করার জন্য আসে। যেমন– جَاءَ نِيْ زَيْدٌ زَيْدٌ বলবে। তার দ্বারা جاء نى غير زيد এবং زيد -এর উল্লেখ ভুলবশত হয়েছে এ ধারণা দূর হয়ে যায়। আর কখনো তাকিদ عدم شمول -এর ধারণাকে দূর কারার জন্য হয়। যেমন– مَا جَاءَ نِيْ الْقَوْمُ اَجْمَعُوْنَ বলবে। সুতরাং এ তাকিদ দ্বারা এ ধারণা হয় না যে, بعض قوم আসেনি এবং অধিকাংশের হুকুম সকলের উপর লাগানো হয়েছে। তা ছাড়া এ ধারণাও হয় না যে, ক্রিয়াটি কতেক থেকে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু ঐ ক্রিয়াটি সকলের ক্রিয়া বলে গণনা করা হয়েছে। কেননা, তারা হুকুমের মধ্যে এক ব্যক্তির ন্যায়।

قَوْلُهُ اَلْبَدْلُ الخ : অর্থাৎ بدل এমন তাবে' যা ঐ نسبت -এর মধ্যে যা متبوع -এর দিকে করা হয়েছে উদ্দেশ্য হবে, متبوع ব্যতীত। বরং তা স্বীয় تابع -এর জন্য توطيه ও تمهيد হিসাবে আসে। যেমন– جَاءَ نِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ এখানে আসার সম্বন্ধের উদ্দেশ্য اخوك আর زيد -এর উল্লেখ শুধুমাত্র توطيه ও تمهيد -এর জন্য। অতঃপর উল্লিখিত সংজ্ঞায় تابع শব্দটি সকল প্রকার তাবে'-কে অন্তর্ভুক্ত করে, আর قَوْلُهُ مَقْصُوْدٌ بِمَا نُسِبَ اِلَى الْمَتْبُوْعِ -এর কয়েদ দ্বারা না'ত, তাকিদ ও আতফে বয়ান বের হয়ে গেছে। কেননা نسبت দ্বারা এ সকল উদ্দেশ্য হয় না; বরং সেগুলোর متبوع উদ্দেশ্য হয়। আর قوله دونه -এর কয়েদ দ্বারা معطوف بحرف বের হয়ে গেছে। কেননা, তা স্বীয় متبوع -এর সাথে উদ্দেশ্য হয়।

قَوْلُهُ وَهُوَ بَدَلُ الْكُلِّ الخ : অতঃপর গ্রন্থকার (র.) بدل -এর সংজ্ঞা হতে অবসর হয়ে তার শ্রেণীবিভাগের বর্ণনা শুরু করেছেন যে, بدل চার প্রকার– (১) بدل الكل (২) بدل البعض (৩) بدل الاشتمال (৪) بدل الغلط

قَوْلُهُ فَالْاَوَّلُ الخ : অর্থাৎ بدل الكل -এর মধ্যে متبوع ও تابع -এর মধ্যে অর্থ ذات হিসেবে এক হবে। যেমন– جاء نى زيد واخوك -এর মধ্যে زيد ও اخوك একই ব্যক্তি।

قَوْلُهُ وَالثَّانِىْ جُزْءُهُ الخ : অর্থাৎ بدل البعض টা مبدل منه -এর অংশ হয়। যেমন– ضربت زيدا رأسه তন্মধ্যকার راس টা زيد -এরই একটি অংশ।

قَوْلُهُ وَالثَّالِثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْاَوَّلِ الخ : এটা بدل الاشتمال -এর সংজ্ঞা অর্থাৎ بدل الاشتمال হলো, তারও مبدل منه -এর মধ্যে جزئيت ও كليت ছাড়া অন্য কোনো সম্পর্ক ও علاقه হবে, চাই مبدل منه টা بدل -কে অন্তর্ভুক্ত করবে, যেমন– يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ এখানে الشهر الحرام টা قتال -কে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই بدل টা مبدل منه -কে অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন– سلب زيد ثوبه এখানে ثوب টা زيد -কে অন্তর্ভুক্ত করে। চাই مبدل منه বা بدل হতে কোনোটিই অপরটিকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। যেমন– اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ عِلْمُهُ এখানে زيد টা علم -কে অন্তর্ভুক্ত করে না এবং علم টা زيد -কে অন্তর্ভুক্ত করে না। অতঃপর بدل الاشمال -কে এ জন্য بدل الاشتمال বলা হয় যে, বাক্যের প্রথমাংশ সংক্ষিপ্তাকারে বাক্যের শেষাংশকে বুঝাবে। সুতরাং যেন প্রথমাংশ مشتمل -এর সমপর্যায়ে দ্বিতীয়াংশের উপর। উদাহরণত যখন আমরা اَعْجَبَنِىْ زَيْدٌ বলব, তখন জানা যাবে যে, زيد -এর সত্তা আশ্চর্যজনক নয়; বরং তার কোনো বস্তু আশ্চর্যজনক। সুতরাং তখন বাক্যের অর্থ হবে اَعْجَبَنِىْ شَيْئٌ مِنْ زَيْدٍ । আর এ অর্থ সংক্ষিপ্তকারে علم ইত্যদিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। আর এ নামকরণ এমন যে, সকল প্রকার بدل الاشتمال -এর অন্তর্ভুক্ত।

তারকীব : قَوْلُهُ وَاَكْتَعُ : মুবতাদা واخواه, তার উপর আতফ اتباع। তার খবর لاجمع তার সাথে মুতা'আল্লাক فلاتتقدم মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা اكتع واخواه -এর দিকে ফিরেছে, আর এ বাক্যটি বিলুপ্ত শর্তের জাযা। উহ্য ইবারত হলো– وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ فَهِىَ لَاتَتَقَدَّمُ ; على اجمع তথা عليه এটা لاتتقدم -এর সাথে মুতা'আল্লাক و ذكرها মুবতাদা, এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, যা اَكْتَعُ وَاَخْوَاهُ -এর দিকে ফিরেছে دونه যরফ, এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে. যা اجمع -এর দিকে ফিরেছে ضعيف তার খবর। এ বাক্যটি পূর্ববর্তী জুমলায়ে শর্তিয়ার উপর মা'তূফ قَوْلُهُ الْعَطْفُ تَابِعٌ مَقْصُوْدٌ -এর ন্যায় ب হরফে জার ما মাওসূলাহ তথা العامل الذى البدل تابع مقصود এটা অথবা মাওসূফা তথা عامل ; نسب মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, যা ما -এর দিকে ফিরেছে الى المتبوع এটা نسب -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি ما -এর সিফাত বা সিলাহ, আর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহ মাজরূর; জার ও মাজরূর مقصود -এর সাথে মুতা'আল্লাক হয়েছে دونه তথা دون والبعض والاشتمال এটা المتبوع -এর যরফ وهو মুবতাদা البدل -এর দিকে ফিরেছে بدل الكل তার খবর والبعض والاشتمال এটা الكل -এর উপর আতফ فالاول মুবতাদা, আর فاء টা তাফসীরের জন্য مدلوله তথা مدلول الاول দ্বিতীয় মুবতাদা مدلول الاول দ্বিতীয় মুবতাদার খবর, আর দ্বিতীয় মুবতাদা তার খবর সহ প্রথম মুবতাদার খবর والثانى جزءه তথা جزء الاول মুবতাদা ও খবর والثالث মুবতাদা بينهما যরফ ملابسة তার ফায়েল বা মুতবতাদা তার খবর অগ্রগামী হয়েছে বা উহ্য كان -এর ইসম, উহ্য ইবারত হলো– اَلثَّالِثُ اَنْ يَّكُوْنَ بَيْنَ الْاَوَّلِ وَالثَّانِىْ مُلَابَسَةً আর বাক্যটি যরফিয়া বা ইসমিয়া বা ফে'লিয়া, মুবতাদার খবর بغيرهما তথা بغير البعضية والكلية এটা ملابسة -এর না'ত।

وَالرَّابِعُ اَنْ تَقْصِدَ اِلَيْهِ بَعْدَ اَنْ غَلَطْتَ بِغَيْرِهِ وَيَكُوْنَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَنَكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِنْ مَعْرِفَةٍ فَالنَّعْتُ مِثْلُ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ وَيَكُوْنَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ وَلَايُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ مُضْمَرٍ بَدْلَ الْكُلِّ اِلَّا مِنَ الْغَائِبِ نَحْوُ ضَرَبْتُهُ زَيْدًا **عَطْفُ الْبَيَانِ** تَابِعٌ غَيْرُ صِفَةٍ يُوْضِحُ مَتْبُوْعَهُ مِثْلُ اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْحَفْصٍ عُمَرُ -

---

অনুবাদ : চতুর্থ প্রকার بدل হলো, তুমি যা ছাড়া অন্যটির দ্বারা ভুল করার পর তার দিকে ইচ্ছা কর। আর এ দু'টি معرفهও হয়, نكرهও হয় আবার বিভিন্নও হয়। আর যখন بدل কোনো نكره হতে معرفه হয়, তখন তার সিফাত নেওয়া ওয়াজিব। যেমন– بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ-এর মধ্যে। আর ঐ দু'টো (مبدل منه ও بدل) اسم ظاهر-ও হয় এবং اسم ضمير-ও হয় এবং উভয়টি বিভিন্নও হয়। আর بدل الكل-এর ক্ষেত্রে ضمير দ্বারা اسم ظاهر-এর بدل আনা হয় না, তবে ضمير غائب দ্বারা আনতে পারবে। যেমন– ضَرَبْتُهُ زَيْدًا। عطف البيان এমন তাবে যা সিফাত না হয়ে স্বীয় متبوع-কে সুস্পষ্ট করবে। যেমন– اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ-এর মধ্যে عمر টা আতফে বয়ান।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ اَنْ تُقْصَدَ اِلَيْهِ الخ : অর্থাৎ بدل الغلط এমন তাবে' যাকে مبدل منه ভুল উল্লেখের পর আনা হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ حِمَارٌ এ উদাহরণে حمار টা بدل الغلط কেননা বক্তা جَاءَنِيْ حِمَارٌ বলতে চেয়েছিল, ভুলবশত তার মুখ হতে زيد বের হয়ে গেছে এবং সে ভুল সংশোধন করার জন্য زيد-কে উল্লেখ করার পর حمار-কে উল্লেখ করেছে।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنَانِ مَعْرِفَتَيْنِ الخ ঃ অর্থাৎ কখনো مبدل منه ও بدل উভয়টি معرفه হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ

قَوْلُهُ وَنَكِرَتَيْنِ الخ : অর্থাৎ কখনো উভয়টি نكره হয়। যেমন– جَاءَنِيْ رَجُلٌ غُلَامٌ لَّكَ

قَوْلُهُ وَمُخْتَلِفَيْنِ الخ : অর্থাৎ কখনো উভয়টি বিভিন্ন হয় যে, একটি نكره ও অন্যটি معرفه হয়। যেমন– جَاءَ رَجُلٌ غُلَامُ زَيْدٍ ও بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ

قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً الخ : আর যখন بدل টা نكره ও مبدل منه টা معرفه হয়, তখন نكره-এর না'ত আনা ওয়াজিব। কেননা, نكره টা معرفه-এর দিকে লক্ষ্য করে নগণ্য। সুতরাং نكره-এর সিফাত আনা হবে যাতে করে مقصود টা غيرمقصود হতে নগণ্য না হয়।

قَوْلُهُ وَيَكُوْنَانِ ظَاهِرَيْنِ الخ : অর্থাৎ কখনো مبدل منه ও بدل উভয়টি اسم ظاهر হয়। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ اَخُوْكَ আর কখনো উভয়টি مضمر হয়। যেমন– اَلزَّيْدُوْنَ لَقِيْتُهُمْ اِيَّاهُمْ আর কখনো বিভিন্নতা হয় তথা একটি اسم ظاهر ও অন্যটি مضمر হয়। যেমন– اَخُوْكَ ضَرَبْتُهُ زَيْدًا ও اَخُوْكَ ضَرَبْتُ زَيْدًا اِيَّاهُ

قَوْلُهُ وَلَايُبْدَلُ ظَاهِرٌ الخ : অর্থাৎ اسم ظاهر টা ضمير غائب ছাড়া অন্য কোনো ضمير দ্বারা بدل الكل হয় না। কেননা, যদি بدل الكل-এর ক্ষেত্রে مبدل منه টা ضمير متكلم বা ضمير مخاطب হয়, আর بدل টা اسم ظاهر হয়, তখন متكلم ও مخاطب টা غائب হয়ে যাওয়া লাযেম হবে। কেননা, যত اسم ظاهر রয়েছে সবগুলো غائب-এর

সমপর্যায়ে। আর কায়দা রয়েছে যে, بدل الكل -এর মধ্যে بدل ও مبدل منه -এর مدلول একই হয়। সুতরাং متكلم ও مخاطب টা عين বদল হয়ে غائب হয়ে যাবে, আর তা বাতিল। আর যখন مبدل منه টা ضمير غائب আর بدل الكل টা اسم ظاهر হয়, তবে এটা জায়েজ। কেননা, اسم ظاهر টা مؤول بغائب যা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তখন بدل ও مبدل منه -এর مدلول এক হওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই।

قَوْلُهُ نَحْوُ ضَرَبْتُهُ زَيْدًا : এ উদাহরণ ঐ بدل الكل -এর যা اسم ظاهر এবং ضمير غائب দ্বারা আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ عَطْفُ الْبَيَانِ تَابِعٌ الخ : অর্থাৎ عطف البيان ঐ তাবে' যা স্বীয় متبوع -এর সিফাত হওয়া ব্যতীত সুস্পষ্ট করবে। অতঃপর متبوع -এর সিফাত না হওয়ার অর্থ এই যে, সিফাতের ন্যায় ঐ অর্থ বুঝাবে না, যা ذات متبوع -এর সাথে قَائِمٌ مَقَامَ হয়। عطف البيان -এর সংজ্ঞায় এ কয়েদ দ্বারা বাকি তিন তাবে' বের হয়ে গেছে। عطف البيان -এর উদাহরণ, اَقْسَمَ بِاللّٰهِ اَبُوْحَفْصٍ عُمَرُ উক্ত উদাহরণে عمر টা عطف البيان ; তা ابوحفص -এর সিফাত না হয়েও তার সুস্পষ্টতা বর্ণনা করছে।

বিঃ দ্রঃ এ কথা জানা প্রয়োজন যে, নাম ও কুনিয়াত হতে যেটি অধিক প্রসিদ্ধ হয়, তাকে عطف البيان বলা হয়। এখানে যেহেতু عمر নামটি তার কুনিয়াত ابوحفص হতে অধিক প্রসিদ্ধ ছিল, এ জন্য عمر -কে عطف البيا হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

তারকীব ঃ قَوْلُهُ وَالرَّابِعُ : মুবতাদা ان تقصد মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল اليه এটা বদল, তার সাথে মুতা'আল্লাক بعد যরফ, মুযাফ ان غلطت ফে'ল, ফায়েল بغيره তথা بغير البدل এটা غلطت -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি মুযাফ ইলাইহ بعد -এর, আর قوله ان تقصد الخ তার খবর ويكونان মুযারি' মা'রূফ افعال ناقصه আর যমীরে বারেয তার ইসম, যা البدل والمبدل منه -এর দিকে ফিরেছে معرفتين তার খবর ونكرتين তার উপর আতফ ومختلفين এটাও তার উপর আতফ اذا, শর্তের জন্য كان ফে'লে শর্ত, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ইসম, যা البدل -এর দিকে ফিরেছে نكرة তার খবর من معرفة তার সাথে মুতা'আল্লাক অথবা বিলুপ্তের সাথে فالنعت মুবতাদা (তার খবরটি বিলুপ্ত) এবং মুযাফ, শর্তের জাযা হয়েছে তথা اِذَا كَانَ الْبَدْلُ اِسْمًا نَكِرَةً يَقَعُ بَدَلًا مِنَ الْاِسْمِ الْمَعْرِفَةِ ; بالناصية জার, মাজরূর ناصية এটা بالناصية -এর বদল كاذبة তার না'ত, সমষ্টিগতভাবে ইযাফতের কারণে জরের স্থলে হয়েছে وَيَكُوْنَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُضْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ এটা ويكونا معرفتين الخ -এর ন্যায় এবং আতফ হয়েছে بدل ولا يبدل মুযারি' মাজহূল ظاهر মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু من مضمر এটা يبدل -এর সাথে মুতা'আল্লাক بدل الكل মাফউলে বিহী لا হরফে ইসতিছনা من الغائب এটা المضمر হতে মুসতাছনা। عطف البيان تابع মুবতাদা ও খবর غير তার সিফাত ও মুযাফ صفة মুযাফ ইলাইহ يوضح মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা التابع -এর দিকে ফিরেছে متبوعه তার মাফউল, আর বাক্যটি تابع -এর না'ত مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর ও মুযাফ اقسم মাযী মা'রূফ بالله এটা اقسم -এর সাথে মুতা'আল্লাক ابوحفص তার ফায়েল عمر তার আতফে বয়ান, আর বাক্যটি মুযাফ ইলাইহ।

وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدْلِ لَفْظًا فِىْ مِثْلِ اَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِيِّ بِشْرٍ اَلْمَبْنِىُّ مَا نَاسَبَ مَبْنِىَّ الْاَصْلِ اَوْ وَقَعَ غَيْرُ مُرَكَّبٍ وَاَلْقَابُهُ ضَمٌّ وَفَتْحٌ وَكَسْرٌ وَ وَقْفٌ وَحُكْمُهُ اَنْ لَّا يَخْتَلِفَ اٰخِرُهُ لِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ وَهِىَ الْمُضْمَرَاتُ وَاَسْمَاءُ الْاِشَارَةِ وَالْمَوْصُوْلَاتُ وَالْمُرَكَّبَاتُ وَالْكِنَايَاتُ وَاَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ وَالْاَصْوَاتُ وَبَعْضُ الظُّرُوْفِ ـ

অনুবাদ : اَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِىِّ بِشْرٍ জাতীয় উদাহরণের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। عطف بيان এ- পার্থক্য بدل -এর সাথে শব্দগতভাবে। مبنى এমন ইসম যা مبنى اصل -এর সাদৃশ্য হয় বা غير مركب ব্যবহৃত হয়। আর তার (হারাকাত ও সাকানাত -এর) নাম ضمه، فتحه، كسره ও وقف। আর তার হুকুম হলো, তার শেষে আমিলের বিভিন্নতার কারণে পরিবর্তন হয় না। আর তা (অর্থাৎ মাবনীসমূহ) اسماء اشارات ، اسماء موصولات ، اسماء مركبات ، اسماء كنايات، اسماء افعال ، اسماء اصوات ও কতেক যরফ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدْلِ لَفْظًا الخ : জানা প্রয়োজন যে, সকল ক্ষেত্রে عطف بيان ও بدل -এর মধ্যে অর্থগত পার্থক্য সুস্পষ্ট। কেননা, بدل الكل টা مقصود بالنسبة হয়, আর عطف البيان টা مقصود بالنسبة হয় না। সুতরাং তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য উভয়টির মধ্যকার শব্দগত পার্থক্য যেহেতু অস্পষ্ট ছিল, এ জন্য গ্রন্থকার (র.) তার পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, عطف بيان ও بدل -এর মধ্যে শব্দগত বিধিবিধান অনুসারে পার্থক্য اَنَا ابْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِىِّ بِشْرٍ জাতীয় উদাহরণ বিদ্যমান। আর উক্ত উদাহরণের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ তারকীব যার মধ্যে عطف بيان -এর متبوع এমন মু'আররাফ বিললাম হবে যা صفت معرف باللام -এর মুযাফ ইলাইহ। যেমন– اَنَا ও الضَّارِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে ابْنُ التَّارِكِ الْبِكْرِىِّ بِشْرٍ আতফে বয়ান আর البكرى তার متبوع যা التارك সিফাতে মু'আররাফ বিল্লাম -এর মুযাফ ইলাইহ। তখন তার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন আমরা بشر -কে البكرى -এর بدل সাব্যস্ত করলে قباحت লাযেম আসবে। কেননা, بدل টা تكرير عامل -এর হুকুমে হয়, সুতরাং উহ্য ইবারত হতে এরূপ হবে– اَنَا ابْنُ التَّارِكِ بِشْرٍ আর তা জায়েজ নেই। কেননা, اَلتَّارِكُ بِشْرٍ -এর তারকীব اَلضَّارِبُ زَيْدٍ -এর ন্যায়, আর তার নাজায়েজ হওয়াটা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীত عطف البيان যেহেতু তাতে عامل পুনরুক্ত হয় না তাই উহ্য ইবারত اَلتَّارِكُ بِشْرٍ হবে না; বরং শুধু اَلتَّارِكُ الْبِكْرِىِّ হবে। আর তা জায়েজ, কেননা তা اَلضَّارِبُ الرَّجُلِ -এর ন্যায়, আর তা জায়েজ হওয়া পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَبْنِىُّ مَا نَاسَبَ الخ : অর্থাৎ مبنى দু'প্রকার। প্রথম প্রকার হলো, তার সাদৃশ্য مبنى اصل -এর সাথে منع اعراب -এর মধ্যে مؤثر হবে। অতঃপর مبنى -এর সংজ্ঞায় এ কয়েদ যে, مناسبت مؤثره টা منع اعراب -এ হওয়া আবশ্যক, যাতে করে সংজ্ঞা অন্যের প্রবেশ হতে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। বাকি রইল اقسام مناسبت مؤثره টা তা কিতাবের প্রথমাংশে তার বর্ণনা চলে গেছে সেগুলোর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। مبنى اصل হলো, যা اصل وضع -এ মাবনী হবে। আর তা তিনটি বস্তু (১) فعل ماضى (২) امر حاضر ও (৩) সকল হরফ। দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা مركب বিহীন হবে। যেমন– زيد، عمرو، بكر، فرس ، بساط আর যখন এগুলোর মধ্য হতে কোনোটি অথবা তার সাদৃশ্য শব্দ মুরাক্কাব হবে, তখন معرب হয়ে যাবে। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, দ্বিতীয় প্রকার مبنى بالفعل ও معرب بالقوة।

قَوْلُهٗ وَالْقَابُهٗ الخ : অর্থাৎ مبنى -এর হারাকাত ও সাকানাতের নাম ضم، فتح، كسر ও وقف এতটুকু যে, مبنى -এর হারাকাতকে যখন ব্যাখ্যা করা হবে তখন ضم، فتح، كسر ও سكون -এর মধ্যে وقف বলা হবে।

قَوْلُهٗ وَحُكْمُهٗ اَنْ لَّا يَخْتَلِفَ اٰخِرُهٗ الخ : এখানে حكمه -এর যমীর مبنى -এর প্রথম প্রকারের দিকে ফিরেছে। আর এ হুকুম ঐ اسم مبنى -এর যা مبنى اصل -এর مشابه ও مناسبت হবে। অন্যথায় যদি এ হুকুম مبنى -এর উভয় প্রকারের হবে, তখন এমন ইসম যা عدم تركيب -এর কারণে مبنى তা تركيب -এর পরও مبنى বলা লাযেম হবে, অথচ তা تركيب -এর পরে معرب হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَهِىَ الْمُضْمَرَاتُ الخ : ضمير مرفوع - هى টা مبنى -এর দিকে ফিরে, আর তা مذكر (পুংলিঙ্গ)। কিন্তু ضمير টা مؤنث আনা হয়েছে খবরের تانيث -এর হিসাবে, যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, মুবতাদার যমীরটা مذكر ও مؤنث হওয়ার মধ্যে খবরের ধর্তব্য হয়, مرجع -এর ধর্তব্য হয় না।

قَوْلُهٗ وَبَعْضُ الظُّرُوْفِ الخ : গ্রন্থকার (র.) এখানে بعض الظروف এ জন্য বলেছেন যে, সকল ظروف মাবনী নয়; কতেক ظروف মু'রাবের শাখা হতে। আর যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, কতেক موصولاتও তো مبنى নয় অতএব তাকে مطلق কেন উল্লেখ করা হয়েছে بعض الموصولات না বলে। উত্তর হলো, موصولات -কে অধিকাংশের দিকে লক্ষ্য করে مطلق উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, অধিকাংশের জন্য সম্পূর্ণের হুকুম দেওয়া হয়।

তারকীব ঃ قَوْلُهٗ وَفَصْلُهٗ : মুবতাদা, এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, যা عطف البيان -এর দিকে ফিরেছে من البدل এটা فصله -এর সাথে মুতা'আল্লাক لفظا তামঈয فى হরফে জার مثل তার মাজরূর انا মুবতাদা ابن তার খবর, মুযাফ التارك মুযাফ ইলাইহ, আবার মুযাফ البكرى মুযাফ ইলাইহ بشر এটা البكرى -এর আতফে বয়ান, এ বাক্যটি ইযাফতের কারণে মাজরূরের স্থলে, আর জার মাজরূর মুবতাদার খবর। المبنى মুবতাদা ما মাওসূলা বা মাওসূফা ناسب মাযী মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা ما -এর দিকে ফিরেছে مبنى মাফঊলে বিহী, আবার মুযাফ الاصل মুযাফ ইলাইহ, আর বাক্যটি ما -এর সিলাহ বা সিফাত, আর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে المبنى মুবতাদার খবর او হরফে আতফ وقع মাযী মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা ما -এর দিকে ফিরেছে غير এটা وقع -এর মধ্যকার উহ্য যমীর হতে হাল, আবার মুযাফ مركب মুযাফ ইলাইহ, আর বাক্যটি ফে'লিয়ার উপর মা'তূফ। وحكمه মুবতাদা, এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, যা المبنى -এর দিকে ফিরেছে اَنْ لَّا يَخْتَلِفَ اٰخِرُهٗ لِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ জুমলায়ে ফে'লিয়া হয়ে মুবাতাদার খবর হয়েছে। এ জুমলায়ে ইসমিয়াটি পূর্ববর্তী জুমলায়ে ইসমিয়ার উপর আতফ হয়েছে। والقابه মুবতাদা এমন যমীরের দিকে মুযাফ হয়েছে, যা البناء -এর দিকে ফিরেছে, আর البناء টা অর্থগতভাবে উল্লেখ রয়েছে, কেননা المبنى তা বুঝাচ্ছে ضم খবর وفتح তার উপর আতফ وكسر و وقف তদ্রূপ, আর এ বাক্যটিও আতফ হয়েছে وهى মুবতাদা, যা المبنى -এর দিকে ফিরেছে, আর তা মুয়ান্নাছ খবরের দিকে লক্ষ্য করে, অথবা ঐ هى টা বুঝাচ্ছে مبنيات যার উপর এই المضمرات তার খবর واسماء الاشارة, তার উপর আতফ وَالْمَوْصُوْلَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ وَالْكِنَايَاتِ وَاَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ وَالْاَصْوَاتِ وَبَعْضُ الظُّرُوْفِ এগুলোও তদ্রূপ আতফ হয়েছে।

اَلْمُضْمَرُ مَا وُضِعَ لِمُتَكَلِّمٍ اَوْمُخَاطَبٍ اَوْ غَائِبٍ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى اَوْ حُكْمًا وَهُوَ مُتَّصِلٌ اَوْ مُنْفَصِلٌ فَالْمُنْفَصِلُ الْمُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهٖ وَالْمُتَّصِلُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلِّ بِنَفْسِهٖ وَهُوَ مَرْفُوْعٌ مَنْصُوْبٌ وَمَجْرُوْرٌ فَالْاَوَّلَانِ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ وَالثَّالِثُ مُتَّصِلٌ فَقَطْ فَذٰلِكَ خَمْسَةُ اَنْوَاعٍ اَلْاَوَّلُ ضَرَبْتُ وَضَرَبْتُ اِلٰى ضَرَبْنَ وَضُرِبْنَ وَالثَّانِىْ اَنَا اِلٰى هُنَّ وَالثَّالِثُ ضَرَبَنِىْ اِلٰى ضَرَبَهُنَّ وَاِنَّنِىْ اِلٰى اِنَّهُنَّ وَالرَّابِعُ اِيَّاىَ اِلٰى اِيَّاهُنَّ -

---

অনুবাদ : আর مضمر এমন ইসম, যা متكلم বা مخاطب বা غائب -এর জন্য যার বর্ণনা لفظا বা معنى বা حكما অতিবাহিত হয়েছে وضع করা হয়েছে। আর ضمير টা متصل ও منفصل উভয় ধরনের হয়। সুতরাং ضمير منفصل টা مستقل بنفسه হয় এবং ضمير متصل টা مستقل بنفسه হয় না। আর ضمير (اعراب -এর প্রকার হিসাবে) مرفوع ، منصوب ও مجرور হয়। সুতরাং প্রথম দু'টি متصل ও منفصل উভয়টি হয়, আর তৃতীয়টি শুধুমাত্র متصل হয়। অতএব, এগুলো পাঁচ প্রকারের হলো ضَرَبْتُ ضَرَبْتَ এগুলো ضَرَبْنَ ضُرِبْنَ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় প্রকার اَنَا হতে هُنَّ পর্যন্ত। আর তৃতীয় প্রকার ضَرَبَنِىْ (واحد متكلم হতে) ضَرَبَهُنَّ পর্যন্ত এবং اِنَّنِىْ হতে اِنَّهُنَّ পর্যন্ত। আর চতুর্থ প্রকার اِيَّاىَ (واحد متكلم হতে) اِيَّاهُنَّ (جمع مؤنث غائب) পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَلْمُضْمَرُ مَا وُضِعَ الخ : অর্থাৎ مضمر এমন ইসম, যা متكلم বা مخاطب বা غائب -এর জন্য যার বর্ণনা لفظا বা معنى বা حكما অতিবাহিত হয়েছে وضع করা হয়েছে। সুতরাং قوله تقدم ذكره এটা غائب -এর সিফাত, আর قَوْلُهٗ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى اَوْ حُكْمًا এগুলো غائب -এর উল্লেখ তথা مرجع -এর ব্যাখ্যা। لفظا দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مرجع টা مطابقة বা تضمنا বা التزاما উল্লেখ হবে, যেমন– زَيْدٌ ضَرَبْتُهٗ আর معنى দ্বারা উদ্দেশ্য হলো مرجع টা উল্লেখ হবে, যেমন– প্রথমটির উদাহরণ اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ এ জন্য যে, ميراث -এর বর্ণনা التزاما এটা مورث -এর উপর دلالت করে। আর ضمير شان টা تقدم حكمى হয় এবং তার তাফসীর পরে করা হয় এবং একই অবস্থা ضمير قصه -এরও ; কিন্তু পার্থক্য এই যে, ضمير شان টা ضمير مذكر আর ضمير قصه টা ضمير مؤنث হয়। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, যখন এ ضمير -এর مرجع তার পূর্বে বর্ণিত নেই তখন তা আনার দ্বারা কি ফায়দা? উত্তর হলো, যখন ضمير টা مرجع ছাড়া উল্লেখ করা হবে, তখন শ্রবণকারীর তার مرجع -এর طلب ও شوق সৃষ্টি হবে। অতঃপর সে যখন طلب ও شوق -এর পর তার তাফসীর বা ব্যাখ্যা পাবে, তখন তা اوقع فى النفس হবে।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مُتَّصِلٌ اَوْ مُنْفَصِلٌ الخ : অর্থাৎ ضمير দু'প্রকার– (১) متصل ও (২) منفصل ; ضمير منفصل হলো, যা بذاته مستقل হবে যে, তার শব্দগত উচ্চারণ পূর্বের কালিমা উল্লেখ ব্যতীত ভাষার রীতি অনুসারে করতে পারবে। যেমন– هو। আর ضمير متصل হলো, যা بذاته غير مستقل হবে অর্থাৎ তার শব্দগত উচ্চারণ عامل উল্লেখ ব্যতীত ভাষার রীতি অনুসারে হতে পারে না। যেমন– ضربنى -এর মধ্যকার ياء টা।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مَرْفُوْعٌ الخ : هو টা ضمير مرفوع منفصل যা مطلق ضمير -এর দিকে ফিরেছে। আর এটা ই'রাব অনুসারে ضمير -এর তিন প্রকারের বর্ণনা যে, তা مرفوع، منصوب ও مجرور হয়।

قَوْلُهٗ فَالْاَوَّلَانِ الخ : অর্থাৎ সেগুলোর মধ্য হতে প্রথম দু'টি অর্থাৎ مرفوع ও منصوب উভয়টি متصل ও منفصل হয়। আর তৃতীয়টি অর্থাৎ ضمير مجرور শুধুমাত্র متصل হয় منفصل হয় না। কেননা, ضمير -এর মধ্যে আসল হলো اتصال আর مجرور -এর মধ্যে اتصال -এর প্রতিবন্ধক কোনো বস্তু নেই। অতএব, তা সর্বদা متصل হবে।

قوله فذلك الخ : অর্থাৎ এ জন্য ضمير পাঁচ প্রকার- (১) مرفوع متصل (২) مرفوع منفصل (৩) منصوب متصل (৪) منصوب منفصل (৫) مجرور متصل

قَوْلُهٗ الْاَوَّلُ الخ : অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل : ضَرَبْتُ মাযী মা'রূফ এবং ضُرِبْتُ মাযী মাজহুল হতে ضَرَبْنَ ও ضُرِبْنَ পর্যন্ত। সম্পূর্ণ گردان এই যে, ضَرَبْتُ ، ضَرَبْنَا ، ضَرَبْتَ ، ضَرَبْتُمَا ، ضَرَبْتُمْ ، ضَرَبْتِ ، ضَرَبْتُمَا ، ضَرَبْتُنَّ ، ضَرَبَ ، ضَرَبَا ، ضَرَبُوْا ، ضَرَبَتْ ، ضَرَبَتَا ، ضَرَبْنَ আর এ অনুমানেই মাযী মাজহুল। মোটকথা, নাহুবিদদের নিকট ضمير متكلم টা اعرف المعراف হওয়ার কারণে ضمير مخاطب -এর উপর অগ্রগামী ও ضمير غائب -এর উপর অগ্রগামী। এ বিপরীত মত পোষণ করেন সরফবিদরা। তাঁদের নিকট ضمير غائب সকল ضمير -এর উপর অগ্রগামী, অতঃপর ضمير مخاطب -এর মান, অতঃপর ضمير متكلم -এর মান যেমন সরফ ও নাহুর প্রাথমিক কিতাবাদির মধ্যে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ الخ : অর্থাৎ ضمير مرفوع متصل টা اَنَا হতে هُنَّ পর্যন্ত এভাবে হবে- اَنَا ، نَحْنُ، اَنْتَ، اَنْتُمَا، اَنْتُمْ، اَنْتِ، اَنْتُمَا، اَنْتُنَّ، هُوَ، هُمَا، هُمْ، هِىَ، هُمَا، هُنَّ।

قَوْلُهٗ وَالثَّالِثُ الخ : অর্থাৎ ضمير منصوب متصل টা ضَرَبَنِىْ হতে ضَرَبَهُنَّ পর্যন্ত এবং اِنَّنِىْ হতে اِنَّهُنَّ পর্যন্ত। প্রথম উদাহরণে عامل ناصب টা فعل আর দ্বিতীয় উদাহরণ حرف।

قَوْلُهٗ وَالرَّابِعُ الخ : অর্থাৎ ضمير منصوب منفصل টা اِيَّاىَ হতে اِيَّاهُنَّ পর্যন্ত।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَالْمُضْمَرُ : মুবতাদা ما টা মাওসূলা বা মাওসূফা وضع মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ, যা ما -এর দিকে ফিরেছে لمتكلم তার সাথে মুতা'আল্লাক او مخاطب او غائب তার উপর আতফ تقدم মাযী মা'রূফ ذكره তার ফায়েল, আর ذكره -এর মধ্যকার যমীর غائب -এর দিকে ফিরেছে لفظا তামঈয অথবা كان خبر যা বিলুপ্ত রয়েছে তথা كان ذكره لفظا আর বাক্যটি জরের স্থলে হয়েছে, কেননা তা غائب -এর না'ত او معنى او حكما তার উপর আতফ, আর قوله وضع الخ শেষ পর্যন্ত সিলাহ বা সিফাত ما -এর, আর মাওসূল ও মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে খবর হয়েছে। وهو মুবতাদা, যা الضمير -এর দিকে ফিরেছে متصل তার খবর ومنفصل তার উপর আতফ, আর এ বাক্যটি قوله المضمر ما وضع -এর উপর আতফ হয়েছে। فالمنفصل المستقل মুবতাদা ও খবর, আর فاء টা তাফসীরের জন্য بنفسه এটা المستقل -এর সাথে মুতা'আল্লাক والمتصل غير المستقل মুবতাদা ও খবর, আর বাক্যটি قوله فالمتصل المستقل -এর উপর আতফ بنفسه টা غير المستقل এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর بنفسه -এর যমীর المستقل -এর দিকে ফিরেছে قوله وهو مرفوع এটা وهو মুবতাদা ও খবর, আর فاء টা متصل -এর ন্যায় منصوب ومجرور এটা مرفوع -এর উপর আতফ فالاولان متصل মুবতাদা ও খবর, আর فاء টা তাফসীরের জন্য ومنفصل তার উপর আতফ والثالث متصل মুবতাদা ও খবর, আর বাক্যটি قوله فالاولان متصل -এর উপর আতফ فذلك خمسة انواع মুবতাদা ও খবর, আর فاء টা نتيجه -এর জন্য বা আতফের জন্য الاول মুবতাদা ضربت মা'রূফের জন্য, তার খবর وضربت মাজহুলের জন্য, তার উপর আতফ اِلٰى ضَرَبْنَ وَضُرِبْنَ জার মাজরূর মা'তূফ সহকারে বিলুপ্ত ফে'লের সাথে মুতা'আল্লাক, আর ফে'লটি হলো ينتهى।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ اَنَا اِلٰى .... غُلَامِهِنَّ وَلَهُنَّ : এটা قَوْلُهُ الْاَوَّلُ ضَرَبْتُ -এর ন্যায় এবং তার উপর আতফ।

وَالْخَامِسُ غُلَامِىْ وَلِىْ اِلٰى غُلَامِهِنَّ وَلَهُنَّ فَالْمَرْفُوْعُ الْمُتَّصِلُ خَاصَّةً يَسْتَتِرُ فِى الْمَاضِى لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ وَالْمُضَارِعِ لِلْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا وَالْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ فِى الصِّفَةِ مُطْلَقًا وَلَا يَسُوْغُ الْمُنْفَصِلُ اِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ وَ ذٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ عَلٰى عَامِلِهٖ اَوْ بِالْفَصْلِ لِغَرْضٍ اَوْ بِالْحَذْفِ اَوْ بِكَوْنِ الْعَامِلِ مَعْنَوِيًّا اَوْحَرْفًا وَالضَّمِيْرُ مَرْفُوْعٌ اَوْ بِكَوْنِهٖ مُسْنَدًا اِلَيْهِ صِفَةٌ جَرَتْ عَلٰى غَيْرِ مَنْ هِىَ لَهٗ مِثْلُ اِيَّاكَ ضَرَبْتُ وَمَاضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا وَاِيَّاكَ وَالشَّرَّ وَاَنَا زَيْدٌ وَمَا اَنْتَ قَائِمًا وَهِنْدٌ زَيْدٌ ضَارِبَتُهٗ هِىَ وَاِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيْرَ اِنِ وَلَيْسَ اَحَدُهُمَا مَرْفُوْعًا فَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا اَعْرَفَ وَقَدَّمْتَهٗ فَلَكَ الْخِيَارُ فِى الثَّانِىْ نَحْوُ اَعْطَيْتُكَهٗ وَاَعْطَيْتُكَ اِيَّاهُ وَضَرَبَيْكَ وَضَرْبِىْ اِيَّاكَ وَاِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ نَحْوُ اَعْطَيْتُهٗ اِيَّاهُ اَوْ اِيَّاكَ وَالْمُخْتَارُ فِىْ خَبْرِ بَابِ كَانَ الْاِنْفِصَالُ -

---

অনুবাদ : আর পঞ্চম প্রকার غُلَامِىْ হতে غُلَامِهِنَّ পর্যন্ত এবং لِىْ হতে لَهُنَّ পর্যন্ত। সুতরাং ضمير مرفوع متصل বিশেষ করে ماضى غائب -এর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে মুযাক্কার ও মুয়ান্নাসে এবং সিফাতের মধ্যে مطلقا (সর্বাবস্থায়)। আর ضمير متصل নেওয়া تعذر হওয়া অবস্থায় ضمير منفصل নেওয়া জায়েজ। আর تعذر টা এ কারণে যে, যখন ضمير -কে عامل হতে অগ্রগামী আনা হবে, অথবা ضمير ও তার عامل -এর মধ্যে فصل আনা হবে কোনো উদ্দেশ্যে, অথবা ضمير -এর عامل বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারা, অথবা ضمير -এর عامل টা معنوى হওয়ার দ্বারা, অথবা ضمير -এর عامل হরফ হবে আর ضمير টা مرفوع হওয়ার দ্বারা। অথবা ঐ ضمير -এর দিকে এমন সিফাতের اسناد করা হয়েছে যে, যার জন্য এ সিফাত তার غير -এর উপর সিফাতটি জারি হয়েছে। যেমন– اِيَّاكَ ضَرَبْتَ ، مَاضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا ও اِيَّاكَ وَالشَّرَّ ইত্যাদি। আর যখন দু'টি যমীর একত্রিত হবে এবং সে দু'টির মধ্য হতে কোনোটি مرفوع না হয়, যদি দু'টির মধ্য হতে কোনো একটি اعرف হয় এবং তুমি তাকে অগ্রগামীও করে দিলে তবে তোমার দ্বিতীয়টিতে এখতিয়ার রয়েছে। যেমন– اَعْطَيْتُكَهٗ ও اَعْطَيْتُكَ اِيَّاهُ এবং ضَرَبَيْكَ ও ضَرْبِىْ اِيَّاكَ ; আর যদি কোনোটি اعرف না হয়, তবে তা منفصل হবে। যেমন– اَعْطَيْتَهٗ اِيَّاهُ বা اِيَّاكَ ; আর باب كان -এর মধ্যে ضمير -কে منفصل আনা উত্তম।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَالْخَامِسُ الخ : অর্থাৎ ضمير مجرور متصل টা لى ও غلامى হতে لهن ও غلامهن পর্যন্ত। প্রথম উদাহরণে ضمير টা مجرور হয়েছে ইসমের দ্বারা আর বিস্তারিত বর্ণনা সুস্পষ্ট।

قَوْلُهٗ فَالْمَرْفُوْعُ الْمُتَّصِلُ خَاصَّةً الخ : অর্থাৎ বিশেষ করে ضمير مرفوع متصل টা মাযী-এর واحد مذكر غائب ও واحد مؤنث غائب -এর মধ্যে যখন সে দু'টো কোনো اسم ظاهر -এর দিকে مسند হবে না উহ্য হবে। যেমন– زَيْدٌ ضَرَبَ ও هِنْدٌ ضَرَبَتْ আর مضارع متكلم -এর সীগাহ সমূহের মধ্যে مطلقا উহ্য হবে; চাই واحد হোক বা অধিক,

হোক বা مؤنث । আর مضارع مخاطب . واحد مذكر -এর মধ্যে এবং مضارع غائب ও غائبه -এর মধ্যে উহ্য হয়। যেমন– اَضْرِبُ، نَضْرِبُ، تَضْرِبُ، زَيْدٌ يَضْرِبُ، هِنْدٌ تَضْرِبُ এ গুলোর মধ্যে ضمير উহ্য রয়েছে। এমনিভাবে ضمير مرفوع متصل যখন তা اسم ظاهر -এর দিকে مسند হবে না صيغه صفت -এর মধ্যে مطلقا উহ্য হয়, চাই اسم فاعل বা اسم مفعول বা صفت مشبه বা اسم تفضيل হোক এবং চাই তা مذكر হোক বা مؤنث এবং চাই তা واحد হোক বা অধিক। আর যদি কেউ বলে, ضاربان -এর الف এবং ضاربون -এর واو এ দু'টো ضمير তাহলে صفت -এর মধ্যে مطلقا যমীর উহ্য হয়নি। উত্তর হলো, উক্ত الف ও واو -কে ضمير বলা শুদ্ধ নয়, কেননা ضمير পরিবর্তিত হয় না আর এ দু'টো পরিবর্তিত হয়।

قَوْلُهُ وَلَايَسُوْغُ الْمُنْفَصِلُ الخ : অর্থাৎ যেখানে ضمير متصل আনা متعذر হয় সেখানে ضمير منفصل আনা জায়েজ। কেননা, ضمير -কে সংক্ষিপ্ততার জন্য وضع করা হয়েছে, আর متصل টা منفصل হতে সংক্ষিপ্ততার মধ্যে পরিপূর্ণ।

قَوْلُهُ وَ ذٰلِكَ بِالتَّقْدِيْمِ الخ : অর্থাৎ ضمير متصل -এর تعذر টা কয়েক কারণে হয়। কখনো তো ضمير -কে হসরের উদ্দেশ্যে তার عامل -এর উপর অগ্রগামী করার দ্বারা হয়। যেমন– اِيَّاكَ ضَرَبَ যদি ضمير -কে তার عامل -এর সাথে متصل আনা হয় এবং অগ্রগামীতাকে বর্জন করা হয়, তাহলে হসরের উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اَوْ بِالْفَصْلِ لِغَرَضٍ الخ : অর্থাৎ কখনো تعذر টা ضمير ও তার عامل -এর মধ্যখানে فصل আসার কারণে হয়, তবে শর্ত হলো فصل টা কোনো উদ্দেশ্যের জন্য হবে। যেমন– ماضربك الا انا কেননা যদি উক্ত ضمير টা متصل হয়, তবে উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اَوْبِالْحَذْفِ الخ : অর্থাৎ কখনো تعذر টা ضمير বিলুপ্ত হওয়ার কারণে হয়। কেননা, যখন এখানে কোনো এমন বস্তু হবে না যার সাথে ضمير বিলুপ্ত হওয়ার কারণে হয়। কেননা, সে সময় اتصال নিষিদ্ধ।

قَوْلُهُ اَوْحَرْفًا وَالضَّمِيْرُ مَرْفُوْعًا الخ : কখনো تعذر টা এ কারণে হবে যে, عامل টা হরফ হয় আর ضمير টা ضمير مرفوع হয়। কেননা, ضمير مرفوع -এর اتصال হরফের সাথে متعذر।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَوْ بِكَوْنِهِ مُسْنَدًا اِلَيْهِ الخ : অর্থাৎ কখনো اتصال تعذر এ কারণে হয় যে, ضمير -এর দিকে এক এমন সিফাত مسند হবে, যার জন্য এ সিফাত তার غير -এর উপর সিফাতটি জারি হবে। কেননা, তখন যদি যমীরকে সিফাত হতে منفصل করে না নেওয়া যাবে, তখন কতক সুরতের মধ্যে التباس সৃষ্টি হবে। যেমন– زيد عمرو ضاربه সুতরাং এখানে যদি زَيْدٌ وَعَمْرٌ وهُوَ না বলা হয়, তবে প্রশ্নকারীর নিকট ملتبس হয়ে যাবে যে, ضارب টা زيد নাকি عمرو; বরং প্রকাশ্য এটা যে, প্রহারকারী عمرو কেননা তা ضارب -এর মধ্যকার ضمير -এর অতি নিকটবর্তী এর বিপরীত زيد وعمرو ضاربه هو কেননা তাতে التباس নেই। এ জন্য যে, ضمير -এর মধ্যে اصل হলো اتصال হওয়া, আর انفصال টা اصل -এর বিপরীত। সুতরাং যখন যমীরকে প্রকাশ্যের বিপরীত منفصل আনা হবে, তখন জানা যাবে যে, তার مرجع-ও প্রকাশ্যের বিপরীত, অন্যথা যমীরকে منفصل আনার প্রয়োজন ছিল না। আর যখন যমীরকে انفصا না করার ক্ষেত্রে কতেক সুরতে التباس ঘটিত হয়েছে, তখন অন্য কতেক সুরতকে যেগুলোর মধ্যে التباس নেই বাবের সামঞ্জস্যতার জন্য তার উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন– هِنْدٌ زَيْدٌ ضَارِبَةٌ هِيَ।

قَوْلُهُ مِثْلُ اِيَّاكَ ضَرَبْتَ : এ উদাহরণ عامل -এর উপর ضمير -এর অগ্রগামী হওয়ার।

قَوْلُهُ وَمَاضَرَبَكَ اِلَّا اَنَا : এটা فصل -এর উদাহরণ, যা تخصيص -এর উদ্দেশ্যে عامل ও ضمير -এর মধ্যখানে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِيَّاكَ وَالشَّرَّ : এ উদাহরণ ضمير -এর عامل বিলুপ্ত হওয়ার। তার মূল হলো– اِتَّقِىْ نَفْسَكَ وَالشَّرَّ প্রথমে فعل -কে বিলোপ করা হয়েছে, অতঃপর ضمير -কে منفصل আনা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَانَا زَيْدٌ : এটা ضمير -এর عامل معنوى হওয়ার উদাহরণ।

قَوْلُهُ وَمَا اَنْتَ قَائِمًا : এটা ضمير -এর عامل টা হরফ হওয়ার উদাহরণ।

قَوْلُهُ وَهِنْدٌ زَيْدٌ ضَارِبَتُهُ هِىَ : এটা ঐ ضمير -এর উদাহরণ যার দিকে একটি এমন সিফাত মুসনাদ হয়, যার জন্য ঐ সিফাত তার غير -এর জন্য জারি হয়। কেননা, ضمير هىَ -এর ইসনাদ ضاربة -এর দিকে, আর ضاربة এমন একটি সিফাত, যা هند -এর غير তথা زيد -এর উপর জারি হয়েছে। এ জন্য যে, ضاربة টা زيد -এর খবর। অথচ তা هند -এর সিফাত, যেহেতু ضرب তার সাথে প্রতিষ্ঠিত زيد -এর সাথে নয়। সুতরাং এখানে ضمير-কে باب -এর সামঞ্জস্যের কারণে منفصل আনা হয়েছে, التباس -এর আশংকায় আনা হয়নি। কেননা, এখানে تاء تانيث পার্থক্যকারী।

قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ ضَمِيْرَانِ الخ : অর্থাৎ যখন দু'টি এক স্থলে একত্রিত হবে এবং উভয়টির মধ্য হতে কোনোটিই مرفوع না হবে, কেননা مرفوع টা ফে'লের অংশের ন্যায়। সুতরাং যেন فعل ও ضمير -এর মধ্যখানে فصل -এর একেবারেই অস্তিত্ব নেই। অতএব, উভয়টির اتصال তখন ওয়াজিব। যেমন– اكرمتك মোটকথা দু'টি যমীর এক স্থানে একত্রিত হবে এবং উভয়টির মধ্য হতে কোনোটিও مرفوع না হয়, সাথে সাথে উভয়টির মধ্য হতে একটি اعرف হবে। কেননা যদি উভয় যমীর مساوى হয়, যেমন– اعطاه اياه তবে দ্বিতীয়টি মধ্যে انفصال ওয়াজিব হবে, যেন ترجيع بلا مرجح লাযেম না আসে। অধিকন্তু اعرف -কে অগ্রগামী এজন্য করা হয়েছে, যদি اعرف -কে مؤخر করা হবে তবে انفصال লাযেম আসবে। সর্বাবস্থায় যখন এ সকল উল্লিখিত শর্তাবলি পাওয়া যাবে তখন দ্বিতীয় যমীরের মধ্যে এখতিয়ার থাকবে যে, তাকে متصل নিতে পারবে, যেমন– اعطيتك ও ضربيك অথবা منفصل নিতে পারবে, যেমন– اَعْطَيْتُكَ اِيَّاهُ ও ضَرْبِىْ اِيَّاكَ।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَهُوَ مُنْفَصِلٌ الخ : অর্থাৎ যদি উভয় যমীর হতে একটি অপরটি হতে اعرف না হয়, যেমন– اعطيته الخ অথবা اعرف তো হবে, কিন্তু তাকে অগ্রগামী না করা হয়, যেমন– اعطيته اياك তবে ঐ দু'টি সুরতে দ্বিতীয় যমীরকে منفصل আনা আবশ্যক হবে। যাতে করে প্রথম সুরতে احد المثلين -এর অগ্রগামী তা দ্বারা দ্বিতীয়টি উপর ترجيع بلامرجح লাযেম না আসে। আর দ্বিতীয় সুরতে দুর্বলের অগ্রগামী সবলের উপর এমন বস্তুর মধ্যে আবশ্যক হয়েছে, যা একটি কালিমার সমপর্যায়ে।

তারকীব : قَوْلُهُ فَالْمَرْفُوْعُ : মুবতাদা المتصل তার না'ত خاصة মাফউলে মুতলাক তথা خص خاصة ؛ يستتر মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা المرفوع -এর দিকে ফিরেছে فى الماضى তার সাথে মুতা'আল্লাক للغائب তার মাজরূর উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক এবং তা ماضى -এর সিফাত والغائبة তার উপর আতফ, আর বাক্যটি খবর والمضارع এটা فى الماضى -এর উপর আতফ للمتكلم উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক مطلقا মাফউলে মুতলাক তথা اطلق اطلاقا ; والمخاطب والغائب والغائبة এগুলো المتكلم -এর উপর আতফ فى الصفة এটা لتعذر الماضى -এর উপর আতফ مطلقا প্রাগুক্ত ولايسوغ মুযারি' মা'রূফ المنفصل তার ফায়েল لا হরফে ইসতিছনা জার মাজরূর মুসতাছনা হয়েছে, আর মুসতাছনা মিনহু বিলুপ্ত, আর ইসতিছনাটা মুফাররাগ المتصل ইযাফতের দ্বারা মাজরূর, উহ্য ইবারত হলো– وَلَا يَسُوْغُ الْمُنْفَصِلُ لِشَيْءٍ اِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ ; و ذلك মুবতাদা, এটা تعذر المتصل -এর দিকে ইঙ্গিত بالتقديم তার খবর على عامله এটা التقديم -এর সাথে মুতা'আল্লাক او بالفصل এটা التقديم -এর উপর আতফ لغرض এটা الفصل -এর সাথে মুতা'আল্লাক او بالحذف আবার তার উপর আতফ او بكون العامل তার ইসম, তার উপর আতফ معنويا এটা كان -এর খবর او حرفا এটা معنويا -এর উপর আতফ والضمير مرفوع মুবাদা ও খবর।

তারকীব : قَوْلُهٗ اَوْ بِكَوْنِهٖ مُسْنَدًا اِلَيْهِ : এটা كَوْنُ الْعَامِلِ مَعْنَوِيًّا -এর ন্যায়, اليه -এর যমীরটা الضمير -এর দিকে ফিরেছে صفة মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ اليه। مسند -এর جرت মাযী মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা صفة -এর দিকে ফিরেছে على غير এটা جرت -এর সাথে মুতা'আল্লাক من মাওসূলা বা মাওসূফা هى মুবতাদা, যা صفة -এর দিকে ফিরেছে له তার খবর, আর বাক্যটি সিলাহ বা সিফাত من -এর, আর موصول বা موصوف তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে ইযাফতের কারণে মাজরূর। আর বাক্যটি رفع -এর স্থলে, কেননা তা صفة -এর সিফাত হয়েছে। مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর اياك এটা ضربت -এর মাফঊল তার উপর অগ্রগামী হয়েছে, আর বাক্যটি মুযাফ ইলাইহ; وما ضربك ফে'ল ও মাফঊলে বিহী الا হরফে ইসতিছনা انا তার ফায়েল, আর ইসতিছনাটি মুফাররাগ এবং বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের উপর আতফ হয়েছে واياك والشر প্রাগুক্ত وانا زيد মুবতাদা ও খবর, আতফ হয়েছে। ما এটা ليس -এর অর্থে انت তার ইসম قائما তার খবর। وهند মুবতাদা زيد দ্বিতীয় মুবতাদা ضاربة দ্বিতীয় মুবতাদার খবর هى এটা ضاربة -এর ফায়েল, আর বাক্যটি رفع -এর স্থলে। কেননা, তা প্রথম মুবতাদার খবর। আর এ দু'টি উদাহরণ প্রথম উদাহরণের উপর আতফ হয়েছে। واذا শর্তের জন্য اجتمع ফে'লে শর্ত ضميران তার ফায়েল ليس এটা كان -এর অধ্যায় হতে احدهما তথা احد الضميرين তার ইসম مرفوعا তার খবর, আর এ বাক্যটি জুমলায়ে শর্তিয়ার উপর আতফ فان হরফে শর্ত كان ফে'লে শর্ত احدهما তথা احد الضميرين তার ইসম اعرف তার খবর وقدمته ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী, এটা اعرف হতে হাল হয়েছে فلك الخيار মুবতাদাও খবর, আর فاء টা তা'কীবের জন্য فى الثانى খবরটা যার সাথে মুতা'আল্লাক হয়েছে এটাও তার সাথে মুতা'আল্লাক হয়েছে। আর এ বাক্যটি قوله فان كان احدهما -এর জাযা। এখন فان كان احدهما তার জাযা সহকারে اذا اجتمع -এর জাযা হয়েছে। نحو বিলুপ্ত মুবতাদার খবর, মুযাফ اعطيتكه জুমলা ফে'লিয়া, মুযাফ ইলাইহ হয়েছে واعطيتك اياه জুমলা ফে'লিয়া তার উপর আতফ وضربيك তার উপর আতফ, الضرب মাসদার, ياء মুতাকাল্লিমের দিকে মুযাফ হয়েছে, আর ك খেতাব তার মাফঊল وَضَرْبِىْ اِيَّاكَ পূর্বের উপর আতফ والا তথা وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَحَدُهُمَا ذَكَرْنَا জুমলা শর্তিয়া فهو منفصل জুমলা জাযাইয়া نَحْوُاَعْطَيْتَهٗ اِيَّاهُ اَوْاِيَّاكَ এটা اَعْطَيْتَكَ -এর ন্যায় والمختار মুবতাদা فى خبر باب كان তার সাথে মুতা'আল্লাক الانفصال তার খবর।

وَالْاَكْثَرُ لَوْلَا اَنْتَ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَعَسَيْتَ اِلٰى اٰخِرِهَا وَجَاءَ لَوْلَاكَ عَصَاكَ اِلٰى اٰخِرِهِمَا وَنُوْنُ الْوِقَايَةِ مَعَ الْيَاءِ لَازِمَةٌ فِى الْمَاضِىْ وَفِى الْمُضَارِعِ عَرِيًّا عَنْ نُوْنِ الْاِعْرَابِ وَاَنْتَ مَعَ النُّوْنِ فِيْهِ وَلَدُنْ وَاِنَّ وَاَخَوَاتِهَا مُخَيَّرٌ وَيَخْتَارُ فِىْ لَيْتَ وَمِنْ وَعَنْ وَقَدْ وَقَطُّ وَعَكْسُهَا لَعَلَّ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبْرِ قَبْلَ الْعَوَامِلِ وَبَعْدَهَا صِيْغَةٌ مَرْفُوْعٌ مُنْفَصِلٌ مُطَابِقٌ لِلْمُبْتَدَأِ وَيُسَمّٰى فَصْلًا لِيُفَصِّلَ بَيْنَ كَوْنِهٖ خَبْرًا اَوْنَعْتًا ـ

অনুবাদ : আর لَوْلَا -এর পর অধিকাংশ ব্যবহার ضمير منفصل হয়। আর عَسٰى -এর সাথে অধিকাংশ ব্যবহারে ضمير متصل হয়। আবার لولا -এর সাথে ضمير مجرور متصل -ও আসে এবং عَسٰى -এর সাথে ضمير منصوب متصل -ও আসে। আর ماضى তে ياءِ متكلم -এর সাথে نون وقايه লাযেম এবং مضارع তেও যখন তা نون اعرابى হতে খালি হবে। আর তুমি مضارع -এর মধ্যে نون اعرابى -এর সাথে এবং اِنَّ ও لَدُنْ ও তার اخوات -এর মধ্যে এখতিয়ারাধীন। আর لَيْتَ ، مِنْ ، عَنْ ، قد ও قَطُّ -এর মধ্যে গ্রহণ করা হয়। আর তার (ليت -এর) বিপরীত لعل। আর মুবতাদা ও খবরের মধ্যখানে عوامل -এর পূর্বে ও পরে مرفوع منفصل -এর সীগাহ আসে যা মুবতাদার মুয়াফেক হয় এবং যার নাম فصل রাখা হয়। কেননা তা مابعد -কে খবর ও না'ত হওয়ার মধ্যে পার্থক্য করে দেয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَالْاَكْثَرُ لَوْلَا اَنْتَ اِلٰى اٰخِرِهٖ : অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যবহারে لولا -এর পরে ضمير مرفوع منفصل হয়। কেননা, لولا -এর পরে মুবতাদা محذوف الخبر হয়।

قَوْلُهٗ وَعَسَيْتَ اِلٰى اٰخِرِهٖ : অর্থাৎ অধিকাংশ ব্যবহারে عسى -এর সাথে ضمير -এর اتصال রয়েছে। কেননা, عسى অধিকাংশের নিকট فعل এবং তার পরবর্তী যমীর فاعل আর ফায়েলের যমীর فعل -এর সাথে যুক্ত হয়।

قَوْلُهٗ وَجَاءَ لَوْلَاكَ : অর্থাৎ لولا -এর সাথে ضمير مجرور -এর اتصال -ও সাবেত রয়েছে। কেননা, لولا টা وجود -কে اول -এর কারণে انتفاءِ ثانى -এর জন্য আসে। অতএব, لولا زيد -এর আসল হলো لولا وجود زيد এখানে وجود -কে বিলোপ করে لولا -কে তার স্থলাভিষিক্ত করেছে এবং ضمير -এর দিকে মুযাফ করে দিয়েছে। সুতরাং এটা ضمير مجرور হবে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, لولا টা حرف جر এবং তার পরবর্তীটি ضمير مجرور متصل।

قَوْلُهٗ عَصَاكَ : অর্থাৎ عسى -এর সাথে ضمير منصوب متصل হয়। কেননা, عسى -এর فعل -এর সাথে সদৃশতা রয়েছে। কেননা, উভয়টির অর্থ رجاء ও طمع সুতরাং যে যমীর عسى -এর পরে হবে, তা اسميت -এর উপর নির্ভর করে منصوب হবে।

قَوْلُهٗ اِلٰى اٰخِرِهِمَا : দ্বিবচনের যমীর لولاك ও عساك -এর দিকে ফিরেছে। আর মতলব হলো, لولاك শেষ পর্যন্ত عساك শেষ পর্যন্ত।

قَوْلُهٗ وَنُوْنُ الْوِقَايَةِ مَعَ الْيَاءِ الخ : অর্থাৎ ياءِ متكلم যখন فعل ماضى -এর সাথে যুক্ত হবে, তখন ماضى -এর সকল সীগায় نون وقايه আনা ওয়াজিব হবে। যাতে করে সে কারণে ماضى -এর শেষে كسره দখল হতে যা ياء متكلم -এর চাহিদা সংরক্ষিত থাকবে। যেমন– اكرمنى।

قَوْلُهٗ وَفِى الْمُضَارِعِ الخ : অর্থাৎ نون وقايه টা مضارع -এর ঐ সকল সীগার মধ্যে হওয়াও আবশ্যক, যা نون اعرابى হতে খালি হয় যখন তার সাথে ياء متكلم যুক্ত হয়। যাতে করে তার কারণে حركت اعرابيه টা কাসরার দিকে ধাবিত হওয়া হতে সংরক্ষিত থাকবে। যেমন– اَكْرِمَنِىْ।

قَوْلُهٗ وَاَنْتَ مَعَ النُّوْنِ فِيْهِ الخ : مضارع -এর যে সকল সীগার মধ্যে نون اعرابى রয়েছে সেগুলোতে তোমার نون وقايه নেওয়া না নেওয়ার ব্যাপারে এখতিয়ার রয়েছে। এরূপই لدن ও ان واخواتها -এর মধ্যে এখতিয়ার রয়েছে نون وقايه আনা ও না আনার ব্যাপারে। لدن শব্দে نون টা আনা سكون بنائى -এর সংরক্ষণের জন্য। আর غير لدن -এর মধ্যে এ জন্য যে, حركت بنائى স্বীয় অবস্থায় যেন সংরক্ষিত থাকে এবং نون টা না আনা এ জন্য যে, যাতে দুই বা দুই হতে অতিরিক্ত نون -এর একত্রিত হওয়া লাযেম না আসে।

قَوْلُهٗ وَيَخْتَارُ فِىْ لَيْتَ الخ : অর্থাৎ ليت -এর মধ্যে نون وقايه যুক্ত করা গ্রহণীয়। তদ্রূপ من ও عن -এর মধ্যে যা قلت হরফ এবং قد ও قط -এর মধ্যে যা حسب -এর অর্থে। যাতে করে উল্লিখিত শব্দাবলির মধ্যে سكون -এর উপর যা بناء -এর মধ্যে আসল, বাকি থাকে حرَوف -এর সাথে।

قَوْلُهٗ وَعَكْسُهَا لَعَلَّ الخ : অর্থাৎ ليت -এর বিপরীত لعل -এর মধ্যে نون আনা পছন্দনীয়। কেননা, لام مشدد টা نون -এর নিকটবর্তী মাখরাজ। সুতরাং যদি نون وقايه আনা হয়, তখন কয়েকটি نون একত্রিত হওয়া আবশ্যক হবে যা একই হুকুমের মধ্যে كثرت حروف হওয়া লাযেম আসবে, আর যা বাতিল।

قَوْلُهٗ وَيَتَوَسَّطُ بَيْنَ الْمُبْتَدَاِ وَالْخَبْرِ الخ : অর্থাৎ مبتد ও خبر -এর মধ্যখানে مرفوع منفصل -এর সীগাহ আসে, যা افراد ، تثنيه ، جمع ، تذكير، تانيث ، تكلم ، خطاب ، غيبت -এর মধ্যে মুবতাদার মুতাবেক হবে। এই সীগার না فصل। আর এ সীগাহ আনার উপকার হলো نعت ও خبر -এর মধ্যখানে পার্থক্য করে দেয়। অতঃপর মুবতাদা ও খবরের উপর এই সীগাহ প্রবেশ হওয়া দু'ভাবে হয়। **এক.** عوامل لفظى প্রবেশ হয়ার পূর্বে, যেমন– زيد هو القائم **দুই.** عوامل لفظى প্রবেশের পর, যেমন– كنت انت الرقيب।

• **ফায়দা :** গ্রন্থকার (র.) ضمير مرفوع বলেননি এবং ضمير مرفوع منفصل বলেছেন। কেননা, কেউ কেউ তাকে غير مستقل নিসবতের উপর বুঝাবার কারণে হরফ বলে। আর কারো নিকট এটি اسم। সুতরাং গ্রন্থকার (র.) তন্মধ্যে توقف করেছেন এবং উভয় মাযহাবের মধ্য হতে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেননি।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَالْاَكْثَرُ মুবতাদা لولا হরফ, তারপর মুবতাদা পতিত হয় انت। মুবতাদা তার খবর বিলুপ্ত الى اخر الضمائر তথা اخرها জার মাজরূর উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক, সমষ্টিগতভাবে খবর وعسيت ফে'ল, ফায়েল الى اخرها। প্রাগুক্ত। وجاء ফে'লে মাযী মা'রূফ لولا হরফে জার, যখন তার সাথে যমীর যুক্ত হয় ك মহল্লান মাজরূর عسا এটা এ عساك ও لولاك এটা اخرلَوْلاَكَ وَعَسَاكَ তথা الى اخرهما। جاء -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর ك মানসূব لعل অর্থে দু'টি جاء -এর ফায়েল ونون الوقاية মুবতাদা مع الياء এটা لازمة -এর সাথে মুতা'আল্লাক বা বিলুপ্তের সাথে মুতা'আল্লাক اذا كان -এর খবর তথা উহ্য عريا তার উপর আতফ وفى المضارع তার সাথে মুতা'আল্লাক فى الماضى তার খবর لازمة ولدن وان উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক مع النون মুবতাদা وانت তার সাথে মুতা'আল্লাক عن نون الاعراب ; كان عريا مفعول واخواتها এগুলো نون -এর উপর আতফ مخير তার খবর। ويختار মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার مفعول من وعن وقد وقط তার সাথে মুতা'আল্লাক فى ليت -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী اثبات النون যা مالم يسم فاعله المبتد এগুলো ليت -এর উপর আতফ وعكسها মুবতাদা لعل তার খবর ويتوسط মুযারি' মা'রূফ بين যরফ ও মুযাফ মুযাফ ইলাইহ والخبر তার উপর আতফ قبل العوامل এটা يتوسط -এর যরফ وبعدها তথা بعد العوامل তদ্রূপ للمبتد তার সাথে মুতা'আল্লাক صيغة مرفوع এটা يتوسط -এর ফায়েল منفصل এটা مرفوع -এর না'ত مطابق অনুরূপ للمبتد তার সাথে মুতা'আল্লাক ويسمى মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর مفعول مالم يسم فاعله যা الصيغة -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী فصلا তার দ্বিতীয় মাফঊল ليفصل মুযারি' মা'রূফ لام كى -এর কারণে মানসূব। এটা তার পরবর্তী অংশসহ يسمى -এর সাথে মুতা'আল্লাক, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা الصيغه -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী بين যরফ, মুযাফ كونه তথা كون مابعده মুযাফ ইলাইহ خبرا এটা كون -এর খবর نعتا তার উপর আতফ।

وَشَرْطُهُ اَنْ يَّكُوْنَ الْخَبَرُ مَعْرِفَةً اَوْ اَفْعَلَ مِنْ كَذَا مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو وَلَا مَوْضِعَ لَهُ عِنْدَ الْخَلِيْلِ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَجْعَلُهُ مُبْتَدَأً وَمَا بَعْدَهُ خَبَرُهُ وَتَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيْرٌ غَائِبٌ يُسَمّٰى ضَمِيْرُ الشَّانِ وَالْقِصَّةُ يُفَسَّرُ بِالْجُمْلَةِ بَعْدَهُ وَيَكُوْنُ مُنْفَصِلًا وَمُتَّصِلًا مُسْتَتِرًا اَوْ بَارِزًا عَلٰى حَسْبِ الْعَوَامِلِ نَحْوُ هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَكَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ وَاِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَحَذْفُهُ مَنْصُوْبًا ضَعِيْفٌ ـ

অনুবাদ : আর তার (অর্থাৎ صيغه فصل আনার) শর্ত হলো, খবরটা معرفه হবে অথবা اَفْعَلَ مِنْ كَذَا হবে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو আর নহুবিদ খলীলের নিকট তজ্জন্য কোনো محل اعراب নেই। আর কতেক আরব তাকে মুবতাদা গণ্য করে, আর তার পরবর্তী অংশকে তার খবর সাব্যস্ত করে। আর যে غائب-এর যমীর জুমলার শুরুতে আসে, তাকে যমীরে শান বলে বা যমীরে কিস্‌সা বলে। তার ব্যাখ্যা ঐ জুমলা দ্বারা করা হয়, যা তার পরে হয়। আর এই যমীর بارز ، مستتر ، منفصل ، متصل প্রত্যেক ধরনের عامل সমূহের অনুসারে আসে। যেমন– هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ ، كَانَ زَيْدٌ قَائِمٌ ، اِنَّهُ زَيْدٌ قَائِمٌ আর ঐ ضمير شان -কে منصوب হওয়া অবস্থায় বিলোপ করা যাঈফ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَشَرْطُهُ اَنْ يَّكُوْنَ الْخَبَرُ الخ : অর্থাৎ صيغه فصل নেওয়ার শর্ত হলো, খবর হয়তো معرفه হবে, কেননা যদি نكره হয়, তাহলে খবর এবং না'তের মধ্যে التباس হবে না যে তা দূরীকরণার্থে صيغه فصل আনা আবশ্যক হবে। অথবা খবর اسم تفضيل যা من দ্বারা ব্যবহৃত হতে হবে। কেননা, এটাও معرفه -এর হুকুমে। সুতরাং উভয় অবস্থাতে صيغه فصل আনা আবশ্যক, যাতে করে খবর না'তের সাথে ملتبس না হয়।

قَوْلُهُ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ هُوَ اَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو : এ উদাহরণে ضمير مرفوع منفصل টা ضمير فصل যদ্দারা, افضل نعت -এর সিফাত زيد হওয়ার সংশয় দূর হয়েছে। কেননা, ضمير منفصل টা نسبت تامه -কে বুঝায়, আর من عمرو ও منعوت -এর মধ্যখানে نسبت تامه হয় না। সুতরাং নির্দিষ্ট হলো যে, এটা খবর, না'ত নয়।

قَوْلُهُ وَلَامَوْضِعَ لَهُ الخ : অর্থাৎ নাহুবিদ খলীলের নিকট ঐ صيغه مرفوع متصل -এর জন্য কোনো محل اعراب নেই যে, তা তাঁর নিকট ضمير حرف -এর সুরতে হয়। সুতরাং এ উদাহরণে افضل টা مفتوح হবে, কেননা তা كان -এর খবর।

قَوْلُهُ وَبَعْضُ الْعَرَبِ يَجْعَلُهُ الخ : অর্থাৎ কতেক আরব এই صيغه فصل -কে মুবতাদা বলে আর তার পরবর্তী অংশকে তার খবর। সুতরাং উক্ত উদাহরণে افضل টা مرفوع হবে। কেননা, তা মুবতাদার খবর, আর মুবতাদা صيغه فصل। অতঃপর এ জুমলা মিলে প্রথম মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ وَتَتَقَدَّمُ قَبْلَ الْجُمْلَةِ ضَمِيْرٌ الخ : অর্থাৎ جمله اسميه বা فعليه -এর পূর্বে একটি غائب -এর যমীর হয়। সে ضمير -কে ضمير شان বা ضمير قصه বলা হয়। আর এ যমীর যদি مفرد مذكر হয়, তাহলে ضميرشان যেমন– اَلْاَمْرُ وَالشَّانُ اَللّٰهُ اَحَدٌ ও اَلْاَمْرُ وَالشَّانُ زَيْدٌ قَائِمٌ তথা قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ও هُوَ زَيْدٌ قَائِمٌ আর যদি مفرد مؤنث হয়, তাহলে ضمير قصه যেমন– هِيَ زَيْنَبُ جَالِسَةٌ এই ضمير غائب -এর তাফসীর তার পরবর্তী জুমলার দ্বারা হয়।

قَوْلَهُ وَيَكُوْنُ مُنْفَصِلًا الخ : অর্থাৎ এই ضمير شان ও قصه উভয়টি متصل ও হয়, منفصل ও হয়, بارز ও হয়, مستتر ও হয় عوامل অনুসারে। সুতরাং যদি عامل টা انفصال -এর চাহিদা রাখে, এভাবে যে, উক্ত যমীরের عامل টা معنوى হয়, তবে ضمير منفصل হবে। আর যদি عامل টা اتصال -এর চাহিদা রাখে, এভাবে যে, উক্ত যমীরে عامل টা معنوى হয়, তবে ضمير منفصل হবে। আর যদি عامل টা اتصال -এর চাহিদা রাখে। এভাবে যে, উক্ত যমীর عامل টা لفظى হয়, তবে উক্ত ضمير টা متصل হবে। আর যদি عامل টা ضمير استثناء -এর যোগ্যতা রাখে, তবে ضمير টা مستتر হবে, অন্যথা بارز হবে, যেমন উল্লিখিত উদাহরণসমূহ দ্বারা প্রকাশ হয়।

قَوْلَهُ وَحَذْفُهُ مَنْصُوْبًا الخ : অর্থাৎ ঐ ضمير -কে বিলোপ করা, তার مرفوع হওয়ার সময় নাজায়েজ। কেননা, উত্তমের বিলোপ জায়েজ নেই। আর উক্ত যমীরকে যখন তা মানসূব হবে শব্দ হতে বিলোপ করে উহ্য মানাও জায়েজ আছে। কিন্তু বিলোপের বৈধতাটা দুর্বলতার সাথে। কেননা, তা فضله (অতিরিক্ত) আর فضله -এর বিলোপ জায়েজ আছে। আর দুর্বলতার সাথে বিলোপ এ জন্য যে, বিলোপের পরে এটা জানা হবে না যে, ضمير টা ضمير شان ছিল, না ছিল না।

তারকীব : قَوْلَهُ وَشَرْطُهُ : তথা شرط اثبات هذه الصيغه এটা মুবতাদা ان يكون মুযারি' মা'রূফ الخبر তার ইসম معرفة তার খবর, আর জুমলাটি يتاويل المصدر মুবতাদার খবর او افعل من كذا। জার মাজরূর افعل -এর সাথে মুতা'আল্লাক এটা معرفة -এর উপর আতফ مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর, মুযাফ كان নাকেসা زيد তার ইসম هو এটা صيغه متوسطة ইসম ও খবরের মধ্যখানে افضل من عمرو খবর, আর বাক্যটি ইযাফতের কারণে জরের স্থলে ولا হরফে নফী موضع তার ইসম له তার খবর। আর له -এর যমীর الفصل من الاعراب -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী عند الخليل উহ্য মুবতাদার খবর, আর তা هو তথা عدم الاعراب له عنده ; وبعض العرب মুবতাদা يجعله মুযারে' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা بعض العرب -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আর ضمير متصل টা মানসূব, মাফউলে আউওয়াল, যা الضمير -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী مبتد দ্বিতীয় মাফউল وما মাওসূলা بعده তথা بعدالفصل বা الضمير তার সিলাহ, আর সিলাহ মাওসূল মিলে মুবতাদা خبره তথা خبر الفصل او الضمير ; وتتقدم মুযারি' মা'রূফ قبل الجملة তার যরফ ضمير তার ফায়েল غائب এটা ضمير -এর সিফাত يسمى মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর مفعول مالم يسم فاعله যা ضمير غائب -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير এটা يسمى -এর দ্বিতীয় মাফউল এবং মুযাফ الشان মুযাফ ইলাইহ والقصة এটা الشان -এর উপর আতফ يفسر মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর مفعول مالم يسم فاعله যা ضمير -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী بالجمله তার সাথে মুতা'আল্লাক بعده তথা بعد الضمير তার যরফ। এ বাক্যটিও তার না'ত يكون মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ইসম, যা ضمير -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী منفصلا তার খবর ومتصلا তার উপর আতফ ومستترا। দ্বিতীয় খবর ও তার সিফাত او بارزا তার উপর আতফ على حسب العوامل তার সাথে মুতা'আল্লাক نحو উহ্য মুবতাদার খবর ও মুযাফ هو মুবতাদা زيد দ্বিতীয় মুবতাদা قائم তার খবর, আর জুমলাটি প্রথম মুবতাদার খবর, আর বাক্যটি ইযাফতের দ্বারা জরের স্থলে وكان زيد قائم وانه এটা هو زيد قائم -এর উপর আতফ وحذفه তথা حذف هذا الضمير মুবতাদা منصوبا এটা حذفه -এর যমীর হতে হল, তা অর্থগত মাফউল ضعيف তার খবর।

إِلَّا مَعَ أَنْ إِذَا خُفِّفَتْ فَإِنَّهُ لَازِمٌ أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ مَا وُضِعَ لِمُشَارٍ إِلَيْهِ وَهِيَ ذَا لِلْمُذَكَّرِ وَلِمُثَنَّاهُ ذَانِ وَ ذَيْنِ وَلِلْمُؤَنَّثِ تَا وَ ذِيْ وَتِيْ وَتِهِ وَ ذِهْ وَتِهِيْ وَ ذِهِيْ وَلِمُثَنَّاهُ تَانِ وَتَيْنِ وَلِجَمْعِهِمَا أُوْلَاءِ مَدًّا وَ قَصْرًا وَيَلْحَقُهَا حَرْفُ التَّنْبِيْهِ وَيَتَّصِلُ بِهَا حَرْفُ الْخِطَابِ وَهِيَ خَمْسَةٌ فِيْ خَمْسَةٍ فَيَكُوْنُ خَمْسَةً وَّعِشْرِيْنَ وَهِيَ ذَاكَ إِلٰى ذَاكُنَّ وَ ذَانِكَ إِلٰى ذَانِكُنَّ وَكَذَا الْبَوَاقِيْ وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيْبِ وَ ذَالِكَ لِلْبَعِيْدِ وَ ذَاكَ لِلْمُتَوَسِّطِ وَتِلْكَ وَتَانِكَ وَ ذَانِكَ مُشَدَّدَتَيْنِ وَأُولَالِكَ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ

অনুবাদ : কিন্তু (যমীরটা) ان -এর সাথে, যখন তা مخفف করা হবে। কেননা, তা لازم। আর اسماء اشاره এমন ইসম যা مشار اليه -এর জন্য وضع করা হয়েছে। আর তা مذكر -এর জন্য ذا আর তার দ্বিবচনের জন্য ذَانِ ও ذَيْنِ এবং مؤنث -এর জন্য تَا، ذِيْ، تِيْ، تِهِ، ذِهْ، تِهِيْ، ذِهِيْ আর তার দ্বিবচনের জন্য تَانِ ও تَيْنِ উভয়টির (مؤنث ও مذكر -এর) বহুবচনের জন্য اولاء মদ ও কসরের সাথে। আর তার সাথে حرف تنبيه যুক্ত হয় এবং তার সাথে حرف خطابও যুক্ত হয়। আর حرف خطاب পাঁচটি পাঁচটির মধ্যে (৫ × ৫ = ২৫) সুতরাং তা পঁচিশটি হয়। আর তা ذاك হতে ذَاكُنَّ পর্যন্ত ও ذَانِكَ হতে ذَانِكُنَّ পর্যন্ত এবং তদ্রূপ বাকিগুলো। আর ذا নিকটবর্তীর জন্য, ذَالِكَ দূরবর্তীর জন্য, ذَاكَ মধ্যবর্তীর জন্য বলা হয়। আর تِلْكَ ও ذَانِكَ ، تَانِكَ উভয়টি তাশদীদ যোগে, আর أُولَالِكَ এগুলো ذٰلِكَ -এর ন্যায়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ إِلَّا مَعَ أَنَّ الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত যমীর মানসূব হওয়া কালীন তার বিলোপ যাঈফ। কিন্তু যখন উল্লিখিত যমীর এমন ان -এর সাথে যা مثقله হতে مخففه করা হয়েছে হবে, তখন তাকে কোনো দুর্বলতা ব্যতীতই বিলোপ করা লাযেম হবে। কেননা, ان ও ان শব্দগত ও অর্থগত ফে'লের সাথে সাদৃশ্য রাখে আর উভয়টির মধ্য হতে ان যবর বিশিষ্ট صورة -ও ফে'লের সাথে সাদৃশ্য। সুতরাং তার সদৃশ্যতা শক্তিশালী আর ان যের বিশিষ্ট -এর সদৃশতা দুর্বল। তা ছাড়াও আমরা দেখি যে, تخفيف -এর ان مكسوره টা আমল করে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَإِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ আর ان مفتوحه এটা আমল করে না। যেমন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ মধ্যে ان مفتوحه -এর পরবর্তী অংশ تخفيف -এর পরে مرفوع হয় সুতরাং তখন ضعيف -এর আমিল হওয়া, আর قوى -এর গায়রে আমিল হওয়া লাযেম আসে। আর এটা খুবই দূষণীয়। অতএব, সেই খারাবি হতে বাঁচার জন্য নাহুবিদরা ان مفتوحه -এর পরে ضمير شان উহ্য মানেন, যাতে তন্মধ্যে আমল করে এবং قوى -এর উপর ضعيف -এর প্রাধান্য লাযেম না আসে।

قَوْلُهُ أَسْمَاءُ الْإِشَارَةِ مَا وُضِعَ الخ : অর্থাৎ اسماء اشاره এমন সকল ইসম যেগুলোকে مشار اليه -এর জন্য وضع করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَهِيَ لِلْمُذَكَّرِ الخ : اسماء اشاره -এর ব্যাখ্যা এই যে, ذَا টা واحد مذكر -এর জন্য আর ذَانِ ও ذَيْنِ এ দু'টি تثنيه مذكر -এর জন্য আসে। এভাবে যে, ذَانِ টা حالت رفعى তে এবং ذَيْنِ টা حالت نصبى ও جرى তে, আর واحد مؤنث -এর জন্য تَا ، تِيْ ، ذِيْ ، تِهِ، ذِهْ ، تِهِيْ ، ذِهِيْ এবং تثنيه مؤنث -এর জন্য تَانِ টা حالت رفعى তে, আর تَيْنِ টা حالت نصبى ও جرى তে আসে। আর جمع مذكر ومؤنث -এর জন্য أُولَاءِ মদের সাথে এবং أُولٰى কসরের সাথে আসে।

مخاطب قَوْلُهُ وَيَلْحَقُهَا الخ : অর্থাৎ اسماء اشاره -এর সাথে حرف تنبيه যুক্ত হয়। কেননা, اشاره দ্বারা উদ্দেশ্য مخاطب -কে تنبيه করা। সুতরাং هائے تنبيه -কে তার শুরুতে আনা হয়, যেন مخاطب মকসুদ হতে গাফেল না হয়, যেমন هذا। তা ছাড়া اسماء اشاره -এর সাথে حرف خطاب -ও যুক্ত হয়, যাতে তা مخاطب -এর مفرد، تثنيه، جمع، مذكر، مؤنث -এর উপর বুঝায়।

قَوْلُهُ وَهِيَ خَمْسَةٌ الخ : অর্থাৎ حرف خطاب পাঁচটি جمع مذكر، جمع مؤنث ، مثنى ، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، আর اسماء اشاره -ও পাঁচটি تثنيه مذكر ، تثنيه مؤنث، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، কেননা تثنيه টা مشترك। আর جمع مذكر ، جمع مذكر ومؤنث এখানে جمع مذكر ومؤنث -এর উভয়টির জন্য একটি اسم اشاره সুতরাং পাঁচকে পাঁচের মধ্যে গুণ দেওয়ার দ্বারা পঁচিশ প্রকার হয়।

قَوْلُهُ وَهِيَ ذَاكَ اِلٰى ذَاكُنَّ الخ : অর্থাৎ পঁচিশ প্রকার এভাবে ذَاكَ হতে ذَاكُنَّ পর্যন্ত এবং ذَانِكَ হতে ذَانِكُنَّ পর্যন্ত। এ নিয়মে অন্যগুলো হবে।

قَوْلُهُ وَيُقَالُ ذَا لِلْقَرِيْبِ الخ : অর্থাৎ مشار اليه নিকটবর্তীর জন্য ذا বলা হয়, কেননা তা قليل الحرف , আর مشار اليه দূরবর্তীর জন্য ذالك আনা হয়, কেননা তা كثير الحرف ; আর ذاك মধ্যবর্তীর জন্য ব্যবহৃত হয়, কেননা তা অপর দু'টি হতে قلت ও كثرت حرف -এর মধ্যে মধ্যবর্তী।

قَوْلُهُ مِثْلُ ذَالِكَ الخ : অর্থাৎ تلك এবং تانك ও ذانك যখন এ দু'টিতে نون مشدد হবে ও اولئك এ গুলো ذالك -এর ন্যায়। তথা উল্লিখিত চারটি দ্বারা দূরবর্তীর জন্য ইশারা করা হয়।

তারকীব : قَوْلُهُ اِلَّا : হরফে ইসতিছনা, আর মুসতাছনা মিনহু বিলুপ্ত مع ان মুসতাছনা, আর ইসতিছনাটা মুফাররাগ, মূল ইবারত হলো– وَحَذْفُهُ مَنْصُوْبًا ضَعِيْفٌ مَعَ جَمِيْعِ النَّوَاصِبِ اِلَّا مَعَ اَنْ ; فعل شرط ان এটা اذا خففت তথা ان اسماء الاشارة তথা فانه الحذف আর انه -এর যমীর তার ইসম لازم তার খবর, আর জুমলাটি শর্তের জাযা পতিত হয়েছে لمشار আর مفعول ما لم يسم فاعله উহ্য যমীর মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার وضع টা মাওসূলা বা মাওসূফা ما মুবতাদা -এর مشار -এর, আর اليه -এর যমীর উহ্য مشار -এর, আর اليه মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু اليه তার সাথে মুতা'আল্লাক মাওসূফের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আর জুমলাটি তার সিলাহ বা সিফাত, আর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে মুবাতাদার খবর। وهو موضوع للمذكر ; বিলুপ্ত মুবতাদার খবর তথা للمذكر তার খবর ذا মুবতাদা وهى ولمثناه বিলুপ্ত ذا -এর উপর মা'তূফ ذا এ দু'টি ذين ও ذان এ সুরতে ذان و ذين وهما لمثنى ذا তথা ولمثناه ذان و ذين মুবতাদার খবর আর ولمثناه ذان و ذين মুবতাদা খবর হওয়া জায়েজ আছে। وللمؤنث تا وتى و ذى وته و ذهى وتهى و লজমع ولجمعهما তথা তদ্রূপ تان وتين ; لمثنى المؤنث তথা ولمثناه -এর ন্যায় ولمثناه ذان و ذين এটা ذهى لجمع ولجمعهما ; المذكر والمؤنث ; اولاء প্রাগুক্ত مدا او قصرا তথা من حيث المد والقصر ; ويلحقها ফে'ল ও মাফউলে বিহী وهى ; باواخر اسماء الاشارة او الى حرف الخطاب তথা بها মুযারি' মা'রূফ ويتصل তার ফায়েল حرف التنبيه ; فتكون নাকেসা, আর ইসমটা তার মুবতাদা خمسة তার খবর فى خمسة উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক তথা مضروبة মধ্যে উহ্য রয়েছে, যা خمسة مضروبة -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী خمسة তার খবর وعشرين তার উপর আতফ وهى মুবতাদা, যা خمسة وعشرين -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ذَاكَ اِلٰى ذَاكُنَّ তার খবর ذَانِكَ اِلٰى ذَانِكُنَّ و তার উপর আতফ لك এটা المثل -এর অর্থে মুবতাদা ও মুযাফ ذا ইসমে ইশরা মুযাফ ইলাইহ البواقى তার খবর, আর জুমলাটি পূর্ববর্তী জুমলার উপর মা'তূফ ويقال মুযারি' মাজহুল للقريب ذا মুবতাদা ও খবর। এ জুমলাটি مفعول مالم يسم فاعله হওয়ার কারণে محل الرفع হয়েছে للبعيد ذالك و তদ্রূপ তার উপর আতফ للمتوسط ذاك و তদ্রূপ وَتَانِكَ و وَتِلْكَ মুবতাদা ذَانِكَ উভয়টি তার উপর আতফ مشددتين উহ্যের না'ত, তা يقال -এর সাথে মুতা'আল্লাক, উহ্য ইবারত بنونين مشددتين অথবা উভয়টি হতে হাল তথা حَالَ كَوْنِهِمَا مُشَدَّدَتَيْنِ نُوْنَهُمَا ; اولالك এটা تلك -এর উপর আতফ مثل ذالك তার খবর।

وَاَمَّا ثَمَّ وَهُنَا وَهَنَّا فَلِلْمَكَانِ خَاصَّةً اَلْمَوْصُوْلُ مَا لَا يَتِمُّ جُزْءًا اِلَّا بِصِلَةٍ وَعَائِدٍ وَصِلَتُهُ جُمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ وَالْعَائِدُ ضَمِيْرٌ لَهُ وَصِلَةُ الْاَلِفِ وَاللَّامِ اِسْمُ الْفَاعِلِ اَوِالْمَفْعُوْلِ وَهِيَ الَّذِيْ وَالَّتِيْ وَاللَّذَانِ وَاللَّتَانِ بِالْاَلِفِ وَالْيَاءِ وَالْاُوْلٰى وَالَّذِيْنَ وَاللَّاتِيْ وَاللَّاءِ وَاللَّايِ وَاللَّاتِيْ وَاللَّوَاتِيْ وَمَنْ وَمَا وَاَيٌّ وَاَيَّةٌ وَ ذُوْ الطَّائِيَّةِ وَ ذَا بَعْدَ مَا لِلْاِسْتِفْهَامِ وَالْاَلِفُ وَاللَّامُ وَالْعَائِدُ الْمَفْعُوْلُ يَجُوْزُ حَذْفُهُ وَاِذَا اَخْبَرْتَ بِالَّذِيْ صَدَّرْتَهَا وَجَعَلْتَ مَوْضِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ ضَمِيْرًا لَهَا وَاَخَّرْتَهُ خَبَرًا عَنْهُ فَاِذَا اَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ مِنْ ضَرَبْتُ زَيْدًا قُلْتَ اَلَّذِيْ ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ وَكَذٰلِكَ الْاَلِفُ وَاللَّامُ فِي الْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ خَاصَّةً لِيَصِحَّ بِنَاءُ اِسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ فَاِنْ تَعَذَّرَ اَمْرٌ مِنْهَا تَعَذَّرَ الْاَخْبَارُ ـ

অনুবাদ : আর যা হোক ثَمَّ ، هُنَا ، هَنَّا এগুলো বিশেষ করে স্থানের জন্য (وضع করা হয়েছে)। موصول এমন ইসমকে বলে, যা সিলাহ ও আয়িদের সাথে (বাক্যের) পরিপূর্ণ অংশ হয় এবং তার সিলাটা جمله خبريه হয়, আর তার عائد টা যমীর হয়। আর الف ও لام -এর সিলাহ اسم فاعل ও اسم مفعول হয় এবং তা اَلَّذِيْ (مذكر -এর জন্য), اَلَّتِيْ (مؤنث -এর জন্য), اَللَّذَانِ (تثنيه مذكر -এর জন্য), اَللَّتَانِ (تثنيه مؤنث -এর জন্য) الف ও ياء -এর সাথে, اَلْاُوْلٰى আর اَلَّذِيْنَ، اَللَّاتِيْ، اَللَّاءِ، اَللَّايِ، اَللَّاتِيْ، اَللَّوَاتِيْ، مَنْ، مَا، اَيٌّ، اَيَّةٌ, ذو (قبيله طائى -এর নিকট), ذا এমন ما -এর পরে যা استفهام -এর জন্য, আর الف ও لام। আর عائد যখন مفعول হবে তখন তাকে বিলোপ করা জায়েজ। আর যখন তুমি اَلَّذِيْ দ্বারা খবর দিবে, তখন اَلَّذِيْ -কে প্রথমে আনো এবং مخبر عنه -এর স্থলে তার জন্য একটি যমীর নাও এবং তার খবর বানিয়ে তাকে (مخبرعنه -কে) مؤخر করে দিবে। সুতরাং যখন তুমি ضَرَبْتُ زَيْدًا হতে زَيْد -এর খবর দিবে তখন বলো اَلَّذِيْ ضَرَبْتُهُ زَيْدٌ এবং অনুরূপভাবে الف ও لام দ্বারা খবর দেওয়া যায়, যা বিশেষ করে جمله فعليه -এর মধ্যে পতিত হয়, যাতে اسم فاعل ও اسم مفعول -এর بناء শুদ্ধ হয়ে যায়। অতএব, যদি উল্লিখিত শর্তাবলির মধ্য হতে কোনো শর্ত অসম্ভব হয়, তাহলে খবর দেওয়াও অসম্ভব হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَاَمَّا ثَمَّ الخ : অর্থাৎ ثم তথা ثاء টা যবরের সাথে, هُنَا তথা هاء টা পেশের সাথে ও تخفيف নূন -এর সাথে, هَنَّا তথা هاء টা যবরের সাথে ও تشديد نون -এর সাথে বিশেষ করে স্থানের দিকে ইশারা করার জন্য وضع করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَوْصُوْلُ الخ : এমন ইসম যা সিলাহ ও আয়িদ ছাড়া বাক্যের পরিপূর্ণ অংশ তথা مسند اليه বা مسند হতে পারে না। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, এ সংজ্ঞাতে دور লাযেম আসে। কেননা, موصول -এর সংজ্ঞা صله -এর দ্বারা করা হয়েছে, আর صله -এর সংজ্ঞা موصول -এর দ্বারা করা হয়। সুতরাং موصول বুঝা সিলার উপর, আর صله বুঝা মাওসূলের

উপর নির্ভরশীল। আর এটাই دور। উত্তর হলো, উক্ত সংজ্ঞায় دور লাযেম আসে না। কেননা, এখানে صله দ্বারা উদ্দেশ্য معنى لغوى তথা ربط উদ্দেশ্য। অন্যথা যদি معنى اصطلا উদ্দেশ্য হতো তাহলে عائد -এর উল্লেখ তার পরে শুদ্ধ হতো না। কেননা, صله ও عائد উভয়টি একই। সুতরাং যখন এখানে صله দ্বারা উদ্দেশ্য معنى لغوى ; معنى اصطلاحى নয় এবং ঐ صله যার সংজ্ঞা موصول -এর সাথে করা হয় اصطلاحى ـ لغوى নয় তাহলে دور লাযেম আসবে না।

قَوْلُهُ صِلَتُهُ جُمْلَةٌ خَبْرِيَّةٌ الخ : অর্থাৎ موصول -এর صله টা جمله خبريه হয়, جمله انشائيه হয় না। কেননা, صله -এর জন্য ثبوت بنفسها লাযেম, আর جمله انشائيه তা হতে খালি। অতঃপর صله -এর মধ্যে একটি যমীর হয়, যা শুধু موصول -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

قَوْلُهُ وَصِلَةُ الْاَلِفِ وَاللَّامِ الخ : অর্থাৎ الف ও لام যা الذى -এর অর্থে হয় তার صله টা اسم فاعل ও اسم مفعول হয়। কেননা, এ لام টা ذو جهتين ; সুরতে لام تعريف حرفى -এর সাথে সদৃশতা রাখে এবং হাকীকতের মধ্যে ইসম। সুতরাং তার صلهও এমন হওয়া উচিত। সুরতে مفرد এবং হাকীকতের جمله হবে, যাতে করে ذو جهتين হয়ে যাবে, আর তা اسم فاعل ও اسم مفعول।

قَوْلُهُ وَهِيَ الَّذِيْ الخ : অর্থাৎ موصولات হলো এই– الذى এটা واحد مذكر -এর জন্য, التى এটা واحد مؤنث -এর জন্য, الذان ও اللتان এ দু'টি حالت رفعى তে تثنيه مذكر ومؤنث -এর জন্য, الذين ও اللتين এ দু'টি حالت نصبى وجرى তে تثنيه مذكر ومؤنث -এর জন্য, على الاولى যা على -এর ওযনে جمع مذكر ومؤنث উভয়টির জন্য, الذين এটা جمع مذكر -এর জন্য, اللاتى (همزه ও ياء -এর সাথে), اللاء (ياء) ছাড়া همزه -এর সাথে), اللاى (همزه ছাড়া ياء -এর সাথে) এ তিনটি جمع مؤنث -এর জন্য, ما ও من এ দু'টি مذكر ও مؤنث উভয়টির জন্য সর্বক্ষেত্রে আসে। তবে প্রথমটি তথা ما টি غير ذوى العقول -এর জন্য আর দ্বিতীয়টি ذوى العقول -এর জন্য। আর اى টা مذكر -এর জন্য আর اية টা مؤنث -এর জন্য। আর ذوالطائيه তথা বনী তাঈ -এর ভাষায় ذو টা اسم موصول যা الذى -এর অর্থে, যেমন কবি বলেন– اَلَّذِيْ حَضَرْتَهُ وَالَّذِيْ طَوَيْتَهُ তথা وَبِيْرِىْ ذُوْ حَفَرْتُ وَ ذُوْ طَوَيْتُ ; আর ذا যা ما استفهاميه -এর পরে হয় موصول হয়। যেমন– ماذا صنعت তথা ما الذى صنعت এবং ঐ الف ও لام যা اسم مفعول -এর উপর আসে موصول হয়। তা ছাড়া তা স্বীয় مدخول হিসাবে الذى বা التى বা الذان বা اللتان বা الذين বা اللاتى অর্থে হয়।

قَوْلُهُ وَالْعَائِدُ الْمَفْعُوْلُ الخ : অর্থাৎ ঐ যমীর যা صله -এর মধ্যে موصول -এর দিকে ফিরে, যখন তা مفعول হবে তখন তাকে বাক্য হতে বিলোপ করা জায়েজ। কেননা, তা فضله (অতিরিক্ত)। কিন্তু যখন উক্ত বিলোপের কোনো অন্তরায় বিদ্যমান থাকে, তখন উক্ত যমীরকে বিলোপ করা জায়েজ হবে না।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَخْبَرْتَ بِالَّذِيْ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) بَابُ الْاَخْبَارِ الَّذِى اَوْ مَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ -এর বর্ণনা তার উদাহরণসহ করেছেন। আর সারমর্ম হলো, যখন الذى -এর দ্বারা কোনো জুমলার جزء -এর খবর দিতে ইচ্ছা করবে, তখন তা তিন শর্তের সাথে শর্তায়িত। প্রথম এই যে, الذى -কে দ্বিতীয় জুমলার প্রথমে আনবে। দ্বিতীয় এই যে, দ্বিতীয় জুমলাতে مخبر عنه -এর স্থল অর্থাৎ ঐ স্থল যেখানে প্রথম জুমলাতে جزء جمله ছিল একটি ضمير আনবে, যা الذى -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হবে। তৃতীয় এই যে, مخبر عنه -কে الذى হতে খবর হওয়া অবস্থায় সেখানে مؤخر করবে।

قَوْلُهُ فَاِذَا اَخْبَرْتَ عَنْ زَيْدٍ الخ : এটা اخبار بالذى -এর উদাহরণ। আর সরমর্ম হলো, যখন তুমি الذى -এর দ্বারা زيد হতে যা ضربت زيدا -এর মধ্যে রয়েছে খবর দিতে চাও তবে উল্লিখিত কায়দা অনুসারে اَلَّذِيْ ضَرَبْتَهُ زَيْدٌ বলবে। কেননা, প্রথম জুমলা ضَرَبْتُ زَيْدًا -এর মধ্যে তার جزء তথা زيد হতে الذى -এর দ্বারা খবর দেওয়া উদ্দেশ্য। সুতরাং الذى

-কে দ্বিতীয় জুমলা তথা اَلَّذِىْ ضَرَبْتُهٗ زَيْدٌ -এর প্রথমে আনবে এবং موضوع -এর মধ্যে مخبر عنه অর্থাৎ زيد -এর যমীর আনবে এবং اَلَّذِىْ ضَرَبْتُهٗ বলবে এবং زيد -কে ঐ স্থল হতে যা مفعول -এর স্থল مؤخر করে الذى -এর খবর বানিয়ে দেবে এবং اَلَّذِىْ ضَرَبْتُهٗ زَيْدٌ বলবে।

অতঃপর জানা আবশ্যক যে, ঐ اخبار -এর উপকার এই যে, مخاطب এ বিষয়টি জানে যে, متكلم হতে একটি فعل প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু সে নির্দিষ্টভাবে এটা জানে না যে, কার উপর উক্ত فعل পতিত হয়েছে। সুতরাং موصول তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে যে, সে কোন ব্যক্তি, যেমনিভাবে উদাহরণে اخبار بالذى দ্বারা জানা হয়েছে যে, সে ব্যক্তি যাকে متكلم প্রহার করেছে সে زيد।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ الْاَلِفُ وَاللَّامُ الخ : অর্থাৎ اخبار بالذى -এর ন্যায় الف ও لام দ্বারা ঐ اسم -এর খবর দিতে পারবে যা বিশেষ করে جمله فعليه -এর মধ্যে পতিত হয়েছে। কেননা, الف ও لام -এর সিলাহ اسم فاعل বা اسم مفعول হয়, যা فعل হতেই বানানো হয়। সুতরাং যখন قام زيد -এর মধ্যে উদাহরণত زيد হতে الف ও لام -এর মাধ্যমে খবর দিবে তখন القائم زيد বলবে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ تَعَذَّرَ اَمْرٌ مِنْهَا الخ : অর্থাৎ যদি উল্লিখিত তিনটি শর্তাবলির মধ্য হতে কোনো শর্ত معذر হয়, তবে উল্লিখিত اخبار টা متعذر হবে।

তারকীব : قَوْلُهٗ وَاَمَّا : প্রাগুক্ত ثم মুবতাদা وهنا وهنا উভয়টি আতফ হয়েছে فللمكان তার খবর خاصة মাফউলে মুতলাক তথা خُصَّتْ هٰذِهِ الْاَلْفَاظُ بِالْاِشَارَةِ। الموصول মুবতাদা ما মাওসূলা বা মাওসূফা لايتم মুযারি' মা'রূফ মানফী, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। جزء তাফঈয الا হরফে ইসতিছনা بصلة এটা لايتم -এর মাফউল وعائد পূর্ববর্তীর উপর আতফ, আর ইসতিছনাটি মুফাররাগ وصلته মুবতাদা, এমন যমীরের দিকে মুযাফ, যা موصول -এর দিকে ফিরেছে جملة তার খবর خبرية তার সিফাত والعائد ضمير মুবতাদা ও খবর له এটা ضمير -এর না'ত, আর له -এর যমীর موصول -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী وصلة الالف মুবতাদা واللام এটা الالف -এর উপর আতফ اسم الفاعل তার খবর اوالمفعول এটা الفاعل -এর উপর আতফ وهى মুবতাদা, যা موصولات -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী الذى তার খবর والتى واللذان الخ এগুলো الذى -এর উপর আতফ হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالْعَائِدُ : মুবতাদা المفعول তার না'ত يجوز حذفه তথা حذف العائد তার খবর واذا শর্তের জন্য اخبرت ফে'ল, ফায়েল, তা ফে'লে শর্ত بالذى তথা باستعانة الذى তার সাথে মুতা'আল্লাক صدرتها ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী, আর صدرتها -এর যমীর الذى -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী الذى -কে الكلمة واللفظة -এর তাবিলের সাথে, আর এ বাক্যটি শর্তের জাযা وجعلت ফে'ল ও ফায়েল موضع المخبر عنه মাফউলে ফীহ ضميرا মাফউলে বিহী لها তথা الكلمة যা ضمير -এর না'ত। এ বাক্যটি جزاء -এর উপর আতফ واخرته ফে'ল, ফায়েল ও মাফউলে বিহী خبرا এটা اخرته -এর মাফউল হতে হল فاذا اخبرت عن زيد প্রাগুক্ত من জর প্রদানকারী ضربت زيدا জুমলা ফে'লিয়া তার দ্বারা মাজরূর হয়েছে محلا তথা من هذا التركيب ; قلت ফে'ল, ফায়েল الذى মাওসূল ضربته জুমলায়ে ফে'লিয়া তার সিলাহ, আর মাওসূল তার সিলাহ সহকারে মুবতাদা زيد তার খবর, আর বাক্যটি নসবের স্থলে, কেননা তা قلت -এর مقوله আর তা وَكَذٰلِكَ الْاَلِفُ وَاللَّامُ ; جَوَابُ الشَّرْطِ মুবতাদা ও খবর, আর اللام টা الالف -এর উপর আতফ فى হরফে জার الجملة তার দ্বারা মাজরূর الفعلية তার না'ত, আর জার ও মাজরূর উভয়ের সাথে মুতা'আল্লাক خاصة মাফউলে মুতলাক। ليصح মুযারে' মা'রূফ لام كى -এর দ্বারা নসব বিশিষ্ট। এটা তার পরবর্তী অংশসহ خاصة -এর সাথ মুতা'আল্লাক بناء তার ফায়েল, মুযাফ اسم মুযাফ ইলাইহ, আবার মুযাফ الفاعل মুযাফ ইলাইহ والمفعول তার উপর আতফ فان تعذر امر منها তথা مِنَ التَّصْدِيْرِ وَجَعْلُ الضَّمِيْرِ مَوْضِعَ الْمُخْبَرِ عَنْهُ وَتَاخِيْرُهٗ خَبَرًا জুমলায়ে শর্তিয়া تعذر الاخبار জুমলায়ে জাযাইয়া।

وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِيْ ضَمِيْرِ الشَّانِ وَالْمَوْصُوْفِ وَالصِّفَةِ وَالْمَصْدَرِ الْعَامِلِ وَالْحَالِ وَالضَّمِيْرِ الْمُسْتَحِقِّ لِغَيْرِهَا وَالْإِسْمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَيْهِ وَمَا الْإِسْمِيَّةُ مَوْصُوْلَةٌ وَاِسْتِفْهَامِيَّةٌ وَشَرْطِيَّةٌ مَوْصُوْفَةٌ وَتَامَّةٌ بِمَعْنَى شَيْءٍ وَصِفَةٌ وَمَنْ كَذٰلِكَ اِلَّا فِي التَّامَّةِ وَالصِّفَةِ وَاَيٌّ وَاَيَّةٌ كَمَنْ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا اِلَّا اِذَا حُذِفَتْ صَدْرُ صِلَتِهَا وَفِيْ مَاذَا صَنَعْتَ وَجْهَانِ اَحَدُهُمَا اَلَّذِيْ وَجَوَابُهُ رَفْعٌ وَالْاٰخَرُ اَيُّ شَيْءٍ وَجَوَابُهُ نَصْبٌ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ مَا كَانَ بِمَعْنَى الْاَمْرِ وَالْمَاضِيْ نَحْوُ رُوَيْدَ زَيْدًا اَيْ اَمْهِلْهُ وَهَيْهَاتَ ذٰلِكَ اَيْ بَعُدَ ـ

অনুবাদ ঃ এ জন্যই (তথা تعذر شرط টা اخبار -এর অন্তরায় হয়) الذى দ্বারা খবর দেওয়া ضمير شان -এর মধ্যে নিষিদ্ধ। তদ্রূপ موصوف -এর মধ্যে, صفت -এর মধ্যে, مصدر عامل -এর মধ্যে, حال -এর মধ্যে, ঐ ضمير -এর যা তার (الذى -এর) غير -এর مستحق, ঐ اسم -এর যা তার উপর مشتمل। আর ماسميه টা موصوله, استفهاميه, شرطية, موصوفة হয়, আর ماتامة টা شئ অর্থে হয়, আর ما টা صفت -এর জন্য হয়, আর من ও তদ্রূপ হয়, কিন্তু تامة এবং صفت -এর জন্য আসে না। আর اى ও اية টা من -এর মতো। আর اى ও اية ঐ সকল সুরতে معرب হয়, কিন্তু যখন তার صدر صله বিলোপ করা হয়, তখন مبنى হয়। আর ماذا صنعت -এর মধ্যে দু'সুরত। তন্মধ্য হতে একটি হলো, ما টা استفهاميه ও ذا টা اَلَّذِىْ অর্থে হবে এবং তার জবাব مرفوع হবে। দ্বিতীয়টি হলো, ما টা اى شئ অর্থে হবে এবং তার জবাব منصوب হবে। اسماء افعال এমন اسم যা امر বা ماضى -এর অর্থে হবে। যেমন– رُوَيْدَ زَيْدًا অর্থাৎ তাকে ছেড়ে দাও; هَيْهَاتَ ذٰلِكَ অর্থাৎ সে দূর হয়ে গেছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَمَنْ ثَمَّ امْتَنَعَ الخ : অর্থাৎ এ জন্য যে, تعذر شرط টা اخبار -এর অন্তরায় ضمير شان হতে الذى -এর দ্বারা খবর দেওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, ضمير شان টা صدارت كلام -কে চায়। সুতরাং যদি তাকে খবর বানায়, তবে الذى হতে مؤخر হবে এবং صدارت لازمه চলে যাবে। তদ্রূপ উল্লিখিত اخبار টা موصوف ও صفت -এর মধ্যেও নিষিদ্ধ। কেননা, ضمير টা موصوفও হয় না, صفتও হয় না। সুতরাং যদি موصوف হতে صفت ছাড়া এবং صفت হতে موصوف ছাড়া الذى -এর দ্বারা খবর দেয়, তাহলে প্রথম সুরতে ضمير টা موصوف হওয়া এবং দ্বিতীয় সুরতে ضمير টা صفت হওয়া লাযেম আসে, আর এটা বাতিল। অনুরূপভাবে مصدر عامل হতেও معمول ছাড়া الذى -এর দ্বারা খবর দেওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, مصدر عامل স্বীয় معمول -এর উপর অগ্রগামী হয়। সুতরাং যদি তাকে مؤخر করা হয়, তাহলে তা স্বীয় দুর্বল আমলের কারণে আমল করবে না। তা ছাড়া তখন ঐ ضمير -এর যা মাসদারের স্থলে বিদ্যমান মাসদারের ন্যায় আমল করা লাযেম আসবে, অথচ ضمير -এর মধ্যে আমল করার যোগ্যতা নেই। তদ্রূপ হাল হতেও খবর দেওয়া নিষিদ্ধ। কেননা, হালের نكره হওয়া আবশ্যক, আর যমীর معرفه ; সুতরাং যমীর তার স্থলে স্থাপিত হবে না। তদ্রূপ اَلَّذِىْ -এর দ্বারা ঐ ضمير হতে খবর দেওয়া নিষিদ্ধ, যা كلمه الذى -এর ভিন্নের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। যেমন– زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ -এর মধ্যে

ضمير مفعول হতে খবর দেওয়া। আর اَلَّذِىْ زَيْدٌ ضَرَبْتُهُ বলা জায়েজ নয়। কেননা, যদি ضمير -কে زيد -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তাহলে موصول টা عائد ছাড়া বাকি থেকে যাবে। আর যদি موصول -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়, তবে زيد মুবতাদা ঐ যমীর হতে যার সে مستحق বঞ্চিত থেকে যাবে। তদ্রূপ নিয়মে ঐ ইসম হতেও খবর দেওয়া জায়েজ নয় যা এমন যমীরের অন্তর্ভুক্ত যা الذى -এর ভিন্নের দিকে ফিরেছে। যেমন– زَيْدٌ ضَرَبْتُ غُلَامَهُ -এর মধ্যে غلامه হতে الذى -এর দ্বারা খবর দেওয়া এবং اَلَّذِىْ زَيْدٌ ضَرَبْتَهُ غُلَامُهُ বলা জায়েজ নেই। কেননা, যদি যমীরকে موصول -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে زيد মুবতাদা عائد বিহীন থেকে যাবে। আর যদি زيد -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তবে موصول টা عائد বিহীন থেকে যাবে। আর উভয় অংশই বাতিল।

قَوْلُهُ وَمَا اَلْاِسْمِيَّةُ مَوْصُوْلَةٌ الخ : অর্থাৎ ما اسميه কয়েক প্রকার– (১) موصوله যেমন– عرفت ما اشتريت (২) استفهاميه যেমন– مَا عِنْدَكَ (৩) شرطيه যেমন– مَاتَصْنَعُ اَصْنَعُ (৪) موصوفه চাই তার সিফাত مفرد হোক, যেমন– مَرَرْتُ بِمَا مُعْجِبٍ لَكَ অথবা جمله হোক, যেমন– رُبَمَا تَكْرَهُ النُّفُوْسُ مِنَ الْاَمْرِ لَهُ فُرْجَةٌ كَحَلِّ الْعِقَالِ (৫) صفت যেমন– اى اَضْرِبُهُ ضَرْبًامَا তথা فَنِعِمَّا شَيْئٌ هِيَ (৬) تامه যা شئ -এর অর্থে হবে। যেমন– فَنِعِمَّا هِيَ তথা ضرب كان।

قَوْلُهُ وَمَنْ كَذٰلِكَ الخ : অর্থাৎ من শব্দটি উল্লিখিত সকল প্রকারের মধ্যে ما শব্দের ন্যায়। কিন্তু তা صفة ও تامه হয় না।

قَوْلُهُ وَاَيٌّ وَاَيَّةٌ كَمَنْ : অর্থাৎ اى ও اية টা امور اربعه সাবেত হওয়া এবং تامه ও صفت না হওয়ার মধ্যে من -এর মতো।

قَوْلُهُ وَهِيَ مُعْرَبَةٌ وَحْدَهَا الخ : অর্থাৎ উপরোক্ত শব্দাবলির মধ্য হতে শুধুমাত্র اى ও اية সকল অবস্থাতে معرب হয়, কিন্তু শুধু এক সুরতে مبنى হয়। আর তা হলো, তার সিলার প্রথমাংশ বিলুপ্ত হবে এবং এটা মুযাফ হবে। অতঃপর জানা উচিত যে, اى ও اية -এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। কেননা, তন্মধ্যকার প্রত্যেকটি হয়তো মুযাফ হবে অথবা হবে না। দ্বিতীয় সুরতে তা معرب ; চাই তার صدر صله উল্লিখিত হোক বা না হোক। প্রথম সুরতে যদি صدر صله উল্লিখিত না হয়, তবে مبنى হবে, যেমন– قَوْلُهُ تَعَالٰى ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا الخ তথা ايهم هو اشد সুতরাং এই قراءت -এ اى টা যা ايهم -কে مرفوع পড়বে مبنى। কেননা, উল্লিখিত উদাহরণে اى -এর صدر صله উল্লিখিত নেই, তা ছাড়া তা মুযাফ। আর এ সুরতে اى ও اية -এর مبنى হওয়ার কারণ এই যে, যখন তার صدر صله তথা প্রথমাংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে তখন তা حرف -এর সাথে احتياج الى الغير -এর মধ্যে সদৃশতা অধিক শক্তিশালী হয়ে গেল, সুতরাং مبنى হবে। আর বিশেষ করে مبنى بر ضم হওয়ার কারণ হলো, صدر صله বিলোপ করার দ্বারা তার সদৃশতা غايات -এর সাথে হয়ে যায়। সুতরাং যেভাবে غايات হতে মুযাফ ইলাইহ বিলোপ করা হয় অথচ তা তার জন্য مبنى তদ্রূপ এখানে ঐ বস্তু বিলোপ করে দেয় যা اى ও اية -কে সুস্পষ্ট করে।

قَوْلُهُ وَفِيْ مَاذَا صَنَعْتَ وَجْهَانِ الخ : অর্থাৎ ماذا صنعت -এর মধ্যে দু' অবস্থা। প্রথম হলো, ما টা استفهاميه আর ذا টা الذى -এর অর্থে হবে তথা ما الذى صنعت অর্থাৎ তা কি বস্তু যা তুমি করেছ? সুতরাং ما মুবতাদা হবে এবং তার পরবর্তী অংশ খবর হবে অথবা বিপরীত। আর তখন তার জবাবটা مرفوع হবে। উদাহরণত যখন مَاذَا صَنَعْتَ বলবে তখন তার উত্তরে خير বলা যাবে তথা الذى صنعت خير যাতে করে প্রশ্ন উত্তর ঐ বিষয়ে যে, উভয়টি জুমলায়ে ইসমিয়া এক হয়ে যাবে। দ্বিতীয় হলো, ما টা استفهاميه اى شئ -এর অর্থে হবে এবং ঐ فعل হতে যা তার পরে উল্লিখিত রয়েছে محلا

منصوب হবে আর ما শব্দটি অতিরিক্ত হবে, আর তখন তার উত্তর نصب -এর সাথে হবে, যাতে প্রশ্ন ও উত্তরে সামঞ্জস্য থাকে, উদাহরণত বলবে خيرا। তথা صنعت خيرا।

قَوْلُهُ اَسْمَاءُ الْاَفْعَالِ الخ : অর্থাৎ اسماء افعال এমন সকল ইসম যেগুলো ماضى বা امر -এর অর্থে হবে। এগুলো مبنى হওয়ার কারণ হলো, এগুলো مبنى اصل -এর স্থলে হয়। যেমন– رويد زيدا তথা امهله এবং هَيْهَاتَ ذٰلِكَ তথা بعد ; এ দু'টি سماعى (শ্রুত)।

তারকীব : قَوْلُهُ وَمَنْ : জার প্রদানকারী ثم তার দ্বারা মাজরূর امتنع মাযী মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল, যা اخبار -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী فى ضمير الشان তার সাথে মুতা'আল্লাক والموصوف والصفة والمصدر এগুলো ضمير الشان -এর উপর আতফ العامل এটা المصدر -এর না'ত والحال والضمير উভয়টি তার উপর আতফ المستحق এটা ضمير الشان -এর উপর আতফ المشتمل এটা الاسم -এর না'ত عليه তার সাথে মুতা'আল্লাক, আর عليه -এর যমীরটা الضمير المستحق -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। وما মুবতাদা الاسمية তার না'ত موصوله তার খবর وتامة وموصوفة وشرطية واستفهامية এগুলো موصولة -এর উপর আতফ بمعنى شئ এটা تامة -এর তাফসীর وصفة তার উপর আতফ ومن كذلك মুবতাদা ও খবর الا হরফে ইসতিছনা فى التامة মুসতাছনা মিনহু বিলুপ্ত তথা من كما فى الوجوه الا فى التامة আর والصفة তার উপর আতফ واى মুবতাদা واية তার উপর আতফ كمن খবর।

قَوْلُهُ وَهِيَ : মুবতাদা, যা اى ও اية -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী معربة তার খবর وحدها হাল হয়েছে معربة -এর মধ্যকার উহ্য যমীর হতে, যা اى শব্দের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী الا ইসতিছনার জন্য اِذَا حُذِفَتْ صَدْرُ صِلَتِهَا মুসতাছনা تاويل -এর সাথে, আর مستثنى منه বিলুপ্ত। উহ্য ইবারত হলো– وَهِيَ مُعْرَبَةٌ فِى جَمِيْعِ الْاَوْقَاتِ اِلَّا وَقْتَ حَذْفِ صَدْرِ مفرد ; صِلَةِ كَلِمَةٍ وَفِيَ مَاذَا صَنَعْتَ وَجْهَانِ মুবতাদা ও খবর احدهما তথা احد الوجهين ; ما الذى মুবতাদা ও খবর মাওসূলা ما মুবতাদা اسماء الافعال প্রাগুক্ত والاخر اى شئ وجوابه نصب খবর رفع মুবতাদা جواب ماالذى তথা وجوابه বিলুপ্ত نحو তার সিলাহ সহকারে খবর الامر -এর উপর আতফ, আর মাওসূল তার সিলাহ والماضى এটা الامر তার সিলাহ كان بمعنى الامر মুবতাদার খবর ও মুযাফ رويد যা امهل অর্থে যবরের উপর মাবনী زيدا। মাফউলে বিহী, তা তার মা'মূলসহ ইযাফতের দ্বারা জরের স্থলে اى امهله তাফসীর وَهَيْهَاتَ ذٰلِكَ এটা رُوَيْدَ زَيْدًا -এর উপর আতফ اى بعد তার তাফসীর।

وَفِعَالِ بِمَعْنَى الْاَمْرِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ قِيَاسٌ كَنَزَالِ بِمَعْنَى اِنْزِلْ وَفِعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً كَفَجَارِ وَصِفَةً مِثْلُ يَافَسَاقِ مَبْنِيٌّ لِمُشَابَهَةٍ لَهُ عَدْلًا وَزِنَةً وَ فَعَالِ عَلَمًا لِلْاَعْيَانِ مُؤَنَّثًا كَقَطَامِ وَغَلَابِ مَبْنِيٌّ فِي الْحِجَازِ وَمُعْرَبٌ فِي تَمِيمِ اِلَّا مَا كَانَ فِي اٰخِرِهِ رَاءٌ نَحْوُ حَضَارِ اَلْاَصْوَاتُ كُلُّ لَفْظٍ حُكِيَ بِهِ صَوْتٌ اَوْصُوِّتَ بِهِ الْبَهَائِمُ فَالْاَوَّلُ كَغَاقَ وَالثَّانِي كَنَخَّ اَلْمُرَكَّبَاتُ كُلُّ اِسْمٍ مِنْ كَلِمَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِسْبَةٌ فَاِنْ تَضَمَّنَ الثَّانِيْ حَرْفًا بُنِيَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَحَادِيَ عَشَرَ وَاَخَوَاتُهَا اِلَّا اِثْنَيْ عَشَرَ وَاِلَّا اُعْرِبَ الثَّانِيْ كَبَعْلَبَكَّ وَبُنِيَ الْاَوَّلُ عَلَى الْاَصَحِّ اَلْكِنَايَاتُ كَمْ وَكَذَا لِلْعَدَدِ وَكَيْتَ وَ ذَيْتَ لِلْحَدِيْثِ –

অনুবাদ : ثلاثى مجرد হতে فعال ওযনে امر -এর অর্থে قياس অনুসারে হয়। যেমন– نَزَالِ টা اِنْزِلْ অর্থে। আর فعال ওযনে যা مصدر معرفه হতে নেওয়া হয়েছে যেমন– فِجَارِ এবং ঐ فِعَالِ যা সিফাত হতে معدول হয়েছে, যেমন– يا فساق তবে তা مبنى হবে, এ দু'টি عدل ও وزن -এর মধ্যে امر -এর সাথে সদৃশতার কারণে। আর ঐ فعال যা কোনো شخص معين -এর علم হবে, যেমন– قِطَامِ ও غَلَابِ তবে এটা حجازى ভাষায় مبنى আর بنى تميم তাকে معرب বলে; কিন্তু যার শেষে راء হয় তাকে بنى تميمও مبنى বলে। যেমন– حِضَارِ। الاصوات প্রত্যেক ঐ শব্দ যা দ্বারা কোনো আওয়াজের নকল করা হয় অথবা তার দ্বারা জীব-জন্তুকে আহ্বান করা হয়। প্রথমটির উদাহরণ, যেমন– غَاقَ আর দ্বিতীয়টির উদাহরণ– نَخَّ।

المركبات আর প্রত্যেক ঐ ইসম যা দু'টি কালিমা দ্বারা গঠিত হয়, যেগুলোর মধ্যে কোনো نسبت নেই। সুতরাং যদি দ্বিতীয় কালিমা হরফের অর্থ متضمن হয়, তবে উভয়টি مبنى হবে। যেমন– خَمْسَةَ عَشَرَ ও حَادِيْ عَشَرَ এবং তার اخوات। কিন্তু اِثْنَا عَشَرَ ; অন্যথা দ্বিতীয় ইসমকে ই'রাব দেওয়া হবে। যেমন– بَعْلَبَكُّ আর শুদ্ধ উক্তি অনুসারে প্রথমটি مبنى হবে। الكنايات : كَمْ ও كَذَا সংখ্যার জন্য আর كَيْتَ ও ذَيْتَ কথার জন্য।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَفِعَالِ بِمَعْنَى الْاَمْرِ الخ : এ সকল اسماء افعال -এর মধ্য হতে একটি সীগাহ فعال যা امر -এর অর্থে হয়, আর তা ثلاثى مجرد হতে قياسى হয়, যেমন– نِزَالِ এটা اِنْزِلْ অর্থে, تَرَاكِ টা اُتْرُكْ অর্থে, مَنَاعِ টা اِمْنَعْ অর্থে এবং ঐ فعال -এর مبنى হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

قَوْلُهُ وَفِعَالِ مَصْدَرًا مَعْرِفَةً الخ : অর্থাৎ এমনিভাবে সর্বসম্মতিক্রমে مبنى ঐ فعال যা مصدر معرفه হতে معدول হয়। যেমন– فِجَارِ টা اَلْفُجُوْرُ হতে, حَمَادِ এটা اَلْمَحْمَدَةُ হতে معدول হয়েছে। তা ছাড়া ঐ فعالও مبنى যা صفت مؤنث হতে معدول হয়েছে। যেমন– فِسَاقِ এটা فَاسِقَةُ হতে, لِكَاعِ এটা لَكْعَاءُ হতে معدول হয়েছে। আর এ দু'টির مبنى হওয়ার কারণ হলো, এ দু'টি فعال যা امر -এর অর্থে তার সাথে عدل ও وزن -এর মধ্যে সদৃশতা রাখে।

قطام ، حذام ، سوار –যেমন علم এর- اعيان مؤنث যা فعال অর্থাৎ ঐ : قَوْلُهٗ وَفِعَالِ عَلَمًا لِلْاَعْيَانِ مُؤَنَّثًا الخ এবং এ জাতীয়গুলোর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং এ فعال টা اهل حجاز -এর নিকট مبنى, কেননা এ فعال যা امر -এর অর্থে তার সাথে عدل ও وزن -এর মধ্যে সদৃশ। আর بنى تميم -এর নিকট এ فعال টা মু'রাব কিন্তু ঐ فعال যার শেষে راء রয়েছে অধিকাংশ بنى تميم -এর নিকট مبنى, কেননা راء টা حرف مكرر যা ثقيل ; সুতরাং যদি তার উপর বিভিন্ন اعراب জারি করা হয়, তাহলে اثقل হয়ে যাবে এ জন্য مبنى হবে।

قَوْلُهٗ اَلْاَصْوَاتُ كُلُّ لَفْظٍ الخ : অর্থাৎ الاصوات প্রত্যেক ঐ শব্দ যা দ্বারা কোনো আওয়াজকে নকল করা হয়। যেমন– غاق এ শব্দ দ্বারা কাকের আওয়াজ নকল করা হয়। অথবা প্রত্যেক ঐ শব্দ যা দ্বারা জীব-জন্তুকে আহবান করা হয়। যেমন– نخ এ শব্দ দ্বারা উটকে বসানো হয়। আর اسماء اصوات -এর مبنى হওয়ার কারণ হলো, এটা تركيب -এ পতিত হয় না এবং যদি تركيب -এ পতিত হয়, তবে তাতে تصرف করে না যাতে حكايت مقصوده অবশিষ্ট থাকে।

قَوْلُهٗ اَلْمُرَكَّبَاتُ الخ : অর্থাৎ مبنيات ও مركبات -এর মধ্য হতে। আর مركب প্রত্যেক ঐ اسم যা দু'টি কালিমা দ্বারা হয়, আর সে দু'টির মধ্যে কোনো نسبت হয় না অর্থাৎ تركيب اسنادى , تركيب اضافى ও تركيب توصيفى مركب হবে না।

قَوْلُهٗ فَاِنْ تَضَمَّنَ الخ : অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশে কোনো হরফ متضمن হয়, তবে তার উভয় অংশ مبنى হবে। প্রথম অংশ তো এজন্য যে, তা দ্বিতীয় অংশের মুখাপেক্ষী। সুতরাং মুখাপেক্ষিতার মধ্যে হরফের সদৃশ। আর দ্বিতীয় অংশ এ জন্য যে, তা হরফকে যা مبنى اصل তাকে متضمن যেমন– خمسة عشر ও حادى عشر এবং তার اخوات তথা تسعة عشر ইত্যাদি এগুলো সব مبنى ; কেননা এগুলোর দ্বিতীয় অংশ হরফকে متضمن ; কিন্তু اثنا عشر ও اثنتا عشر এ দু'টির শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশ مبنى আর প্রথম অংশ مبنى নয়; বরং معرب অথচ مبنى হওয়ার কারণ তার মধ্যেও পাওয়া যায় তথা তা وسط كلمه -এ পতিত হওয়া যা ই'রাবের স্থল নয়; কিন্তু مبنى -এর কারণ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও প্রথম অংশ معرب। আর معرب হওয়ার কারণ হলো, نون বাদ হওয়ার কারণে তা مضاف -এর সদৃশ হয়েছে, আর تركيب اضافى টা مبنى হওয়াকে আবশ্যক করে না। বাকি থাকল এ বিষয় যে, اثنا عشر হতে نون বিলুপ্ত হওয়ার কারণ কি? তো তার উত্তর হলো, যখন تركيب -এর কারণে واو -কে যা انفصال -এর সংবাদ দিচ্ছে বিলোপ করা হয়েছে তো نون ও বিলোপ করা হয়েছে, যাতে প্রথম দর্শনেই এটা জানা হয় যে, এখানে انفصال নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, نون বিলুপ্তের দ্বারা তার সদৃশতা مضاف -এর সাথে কেন হয়? তো উত্তর হলো, দ্বিবচন ও বহুবচনের نون বিলুপ্ত হওয়াটা শুধুমাত্র ইযাফতের সাথেই প্রচলিত। সুতরাং যখন اِثْنَا عَشَرَ -এর মধ্যে نون বিলুপ্ত হবে, তখন যেন তা মুযাফ, আর تركيب اضافى মাবনী হওয়াকে আবশ্যক করে না।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا اُعْرِبَ الثَّانِىْ الخ : অর্থাৎ যদি দ্বিতীয় অংশ হরফ متضمن হবে না তখন তা معرب হবে। আর প্রথম অংশ বিশুদ্ধ ভাষা অনুসারে مبنى হবে। কেননা, তা وسط كلمه -এ পতিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَلْكِنَايَاتُ الخ : এটা كناية -এর বহুবচন। আর كنايه বলা হয় কোনো বস্তুকে কোনো উদ্দেশ্যে এমন শব্দ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যে, বুঝানোর মধ্যে তা সুস্পষ্ট নয়।

قَوْلُهٗ وَكَذَا لِلْعَدَدِ الخ : অর্থাৎ كم ও كذا এ দু'টি عدد كنايه -এর জন্য আসে। আর জানা উচিত যে, كم দু'প্রকার– استفهاميه ও خبريه। كم استفهاميه তো এ জন্য مبنى যে, তা حرف استفهام -এর অর্থ متضمن হয়, আর خبريه টা بنا -এর মধ্যে তার উপর নির্ভরশীল। আর كذا টা كاف تشبيه ও ذا ইসমে ইশারা দ্বারা গঠিত, আর উভয়টি মাবনী। সুতরাং যে বস্তু ঐ দু'টি দ্বারা গঠিত হবে তা مبنى হবে। আর যদি কেউ বলে যে, زيد ও তিন হরফ দ্বারা গঠিত আর

সে তিনটি اصل مبنى সুতরাং আবশ্যক যে, তার দ্বারা গঠিত زيد ও مبنى হবে। তার উত্তর হলো, উভয়টি মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। كذا তা اسم مبنى দ্বারা গঠিত, তাই তা مبنى হবে। زيد -এর বিপরীত যে, তা তিন হরফ দ্বারা গঠিত। সুতরাং تركيب -এর পরে তার ঐ হুকুম হবে না, যা تركيب -এর পূর্বে حروف هجا -এর ছিল।

قَوْلُهُ كَيْتَ وَ ذَيْتَ لِلْحَدِيْثِ الخ : كيت ও ذيت এ দু'টি حديث ও كلام -এর كناية -এর জন্য আসে, আর এ দু'টি মাবনী। এ দু'টি مبنى হওয়ার কারণ হলো, এ দু'টি جملة -এর স্থলে পতিত হয়েছে। আর جملة টা جملة হিসাবে যদিও معرب ও مبنى কোনোটিই নয়; কিন্তু تقسيم -এর সময় তাকে مبنى -এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাছাড়া صاحب مفصل আল্লামা যামাখশারীর নিকট جملة টা مبنى।

তারকীব ঃ قَوْلُهُ وَفِعَالِ : মুবতাদা بمعنى الامر উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক من الثلاثى তার বয়ান قياس তার খবর كنزال বিলুপ্ত মুবতাদার খবর بمعنى انزل উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক وفعال মুবতাদা اذا كان مصدرا উহ্য -এর খবর تথা مصدرا এটা وصفة বিলুপ্ত মুবতাদার খবর كفجار না'ত অথবা খবরের পর খবর অথবা হাল معرفة ; اذا كان مصدرا তথা مشابهة -এর উপর আতফ مثل يا فساق প্রকাশ্য مبنى তার খবর لمشابهة তার সাথে মুতা'আল্লাক له এটা مشابهة -এর সাথে মুতা'আল্লাক عدلا তামঈয وزنة তার উপর আতফ من حيث العدل والزنة আর فعال علما এটা فعال مصدرا -এর ন্যায় للاعيان তার সাথে মুতা'আল্লাক তথা علما موضوعا للاعيان ; علما مؤنثا এটা علما -এর না'ত كقطام বিলুপ্ত মুবতাদার খবর وغلاب তার উপর আতফ مبنى এটা বিলুপ্ত فعال -এর খবর فى الحجاز তার সাথে মুতা'আল্লাক ومعرب তার খবর فى تميم তার সাথে মুতা'আল্লাক ٧١ হরফে ইসতিছনা ما মাওসূলা كان فى اخره راء মুবতাদা ও খবর আর বাক্যটি ما -এর সিলাহ। আর اخره -এর যমীর ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী نحو حضار বিলুপ্ত মুবতাদার খবর তথা وهو -এর به তার খবর حكى به صوت জুমলায়ে ফে'লিয়া তার না'ত হয়েছে আর كل لفظ মুবতাদা الاصوات ; نحو حضار যমীর المنعوت -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী او صوت به البهائم পূর্বের উপর আতফ فالاول كغاق মুবতাদা ও খবর والثانى كنخ তার উপর আতফ المركبات মুবতাদা كل اسم তার খবর من كلمتين উহ্যের সাথে মুতা'আল্লাক তথা مركب من كلمتين ; ليس এটা اخوات كان হতে بينهما তথা بين الكلمتين তার খবর نسبة তার ইসম। আর বাক্যটি الكلمتين -এর না'ত।

قَوْلُهُ فَانْ : হরফে শর্ত تضمن ফে'লে শর্ত الثانى তার ফায়েল حرفا মাফউলে বিহী بنيا মাযী মাজহুল, আর ضمير بارز মাফউলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহু, যা الجزء الاول والثانى -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, আর বাক্যটি শর্তের জাযা كَخَمْسَةَ عَشَرَ বিলুপ্ত মুবতাদার খবর وَحَادِىْ عَشَرَ وَاَخَوَاتِهَا তার উপর আতফ ٧١ হরফে ইসতিছনা اِثْنَىْ عَشَرَ মুসতাছনা ٧١ও জুমলায়ে শর্তিয়া, তার মূল হলো وان لايتضمن الثانى حرفا আর اُعْرِبَ الثَّانِىْ كَبَعْلَبَكَّ وَبُنِىَ الْاَوَّلُ জুমলায়ে জাযাইয়া على الاصح তার সাথে মুতা'আল্লাক। الكنايات মুবতাদা كم তার খবর وكذا তার উপর আতফ للعدد বিলুপ্ত মুবতাদার খবর, তার মূল ইবারত হলো– وهما للعدد ; وَكَيْتَ وَذَيْتَ উভয়টি তার উপর আতফ للحديث এটা للعدد -এর ন্যায়।

فَكَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ مُمَيِّزُهَا مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ وَالْخَبَرِيَّةُ مَجْرُوْرٌ مُفْرَدٌ وَمَجْمُوعٌ وَتَدْخُلُ مِنْ فِيْهِمَا وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَكِلَاهُمَا يَقَعُ مَرْفُوعًا وَمَنْصُوبًا وَمَجْرُورًا فَكُلُّ مَابَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ بِضَمِيْرِهِ كَانَ مَنْصُوبًا مَعْمُوْلًا عَلٰى حَسَبِهٖ وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍّ اَوْ مُضَافٌ فَمَجْرُوْرٌ وَاِلَّا فَمَرْفُوْعٌ مُبْتَدَأٌ اِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا وَخَبَرٌ اِنْ كَانَ ظَرْفًا وَكَذٰلِكَ اَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ وَفِىْ مِثْلِ ع كَمْ عَمَّةٍ لَكَ يَاجَرِيْرُ وَخَالَةٍ ، ثَلٰثَةُ اَوْجُهٍ وَقَدْ يُحْذَفُ التَّمْيِيْزُ فِىْ مِثْلِ كَمْ مَالُكَ وَكَمْ ضَرَبْتَ -

---

অনুবাদ : সুতরাং كم استفهاميه তার مميز টা منصوب ও مفرد হয়। আর كم خبريه -এর مميز টা مجرور এবং مفرد ও جمع হয়। আর من بيانيه উভয়টির মধ্যে প্রবেশ করে। আর উভয়টির জন্য كلام -এর শুরুতে হওয়া জরুরি। উভয়টি مرفوع ، منصوب ، مجرور পতিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক كم استفهاميه ও كم خبريه যার পরে কোনো فعل রয়েছে আর সেটা ঐ كم হতে বেপরোয়া নয় তার ضمير -এর কারণে, তবে তা মানসূব হবে এবং ঐ فعل -এর অনুসারে معمول হবে। আর প্রত্যেক كم استفهاميه ও كم خبريه যার শুরুতে حرف جر বা مضاف হয়, তবে مجرور হবে, অন্যথা مرفوع হবে। মুবতাদা হবে যদি তা ظرف না হয় এবং খবর হবে যদি তা ظرف হয়। আর তদ্রূপ اسماء استفهاميه ও شرطيه আগত উক্তির ন্যায় উদাহরণসমূহে (পংক্তি) كم عمة الخ (হে জারীর! (তোমার বহু ফুফু ও খালা রয়েছে) (এ জাতীয় উদাহরণে) তিন অবস্থা জায়েজ রয়েছে। আর কখনো قرينه বিদ্যমান থাকা অবস্থায় كم -এর تمييز বিলোপ করা হয় كم مالك ও كم ضربت জাতীয় স্থানে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ فَكَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ مُمَيِّزُهَا الخ : অর্থাৎ كم استفهامية -এর তামঈযটা مفرد ও منصوب হয়। যেমন– كَمْ رَجُلًا عِنْدِىْ আর كَمْ دِيْنَارًا عِنْدَكَ -কম خبرية -এর তামঈযটা কখনো مفرد ও مجرور হয়। যেমন– كَمْ رِجَالٍ عِنْدِىْ আর কখনো مجرور ও مجموع হয়। যেমন– كَمْ رِجَالٍ عِنْدِىْ এ জন্য যে, كم টা اعداد -এর মধ্য হতে, আর عدد -এর তিনটি পর্যায় রয়েছে– قليل ، كثير ও وسط। অতএব, উপযুক্ত এটাই যে, كم -এর তামঈয عدد -এর তিনটি পর্যায়ের তামঈয-এর ন্যায় হবে। অতঃপর যেহেতু كم استفهاميه টা كم خبريه হতে উত্তম, এ জন্য خبر -এর মান استفهام -এর পরে।. সুতরাং যথা– উপযুক্ত এটাই যে, كم استفهاميه -এর মধ্যে عدد وسط -এর লক্ষ্য রাখা হবে। কেননা, خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا অর্থাৎ তার তামঈযকে منصوب ও مفرد করবে যেমন عدد وسط -এর তামঈযকে منصوب ও مفرد করে। অতঃপর كم خبريه বাকি থাকল; আর عدد -এর দু'টি পর্যায় বাকি রয়েছে। সুতরাং ঐ দুই পর্যায়ের তামঈয-এর ধর্তব্য كم خبريه -এর তামঈয-এর মধ্যে হবে। আর এ কারণে كم خبريه -এর তামঈযকে কখনো مجرور ও مفرد করা হয়, আবার কখনো مجرور ও جمع করা হয়। যাতে করে كم استفهاميه ও كم خبريه -এর তামঈয عدد -এর مراتب ثلاثه -এর তামঈযের অন্তর্গত হয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَتَدْخُلُ مِنْ الخ : অর্থাৎ كم خبريه ও كم استفهاميه টা من بيانيه উভয়টির তামঈযের শুরুতে আসে এবং তখন তার তামঈয مجرور হয়।

قَوْلُهٗ وَلَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ الخ : অর্থাৎ كم خبريه ও كم استفهاميه উভয়টি كلام -এর শুরুতে আনা জরুরি। কেননা كم استفهاميه টা كلام -এর প্রকার হতে এক প্রকারের উপর বুঝায়। সুতরাং তার صدر كلام -এ হওয়া জরুরি। যাতে করে প্রথম দর্শনেই জানা হয়ে যা যে, كلام টা কোন্ প্রকারের। বাকি রইল كم خبريه তা كم استفهاميه -এর উপর নির্ভরকৃত।

مرفوع المحل قَوْلُهُ وَكِلَاهُمَا يَقَعُ الخ : অর্থাৎ كم خبريه ও كم استفهاميه -এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি কখনো হয়, আবার কখনো منصوب আবার কখনো مجرور। এ জন্য যে, সে দু'টির মধ্য হতে প্রত্যেকটি اسم। আর প্রত্যেক اسم -এর জন্য اعراب জরুরি। আর এ দু'টি رفع ، نصب ও جر -এর আমলের যোগ্য। সুতরাং مرفوع ، منصوب ও مجرور হবে। مركب

قَوْلُهُ فَكُلُّ مَابَعْدَهُ فِعْلٌ الخ : অর্থাৎ প্রত্যেক كم خبريه ও كم استفهاميه যার পর এক এমন فعل পতিত হয় যা ضمير كم -এর মধ্যে আমল করে না। তবে এ জাতীয় كم উল্লিখিত فعل -এর আমল অনুসারে منصوب হয়। অর্থাৎ কখনো مفعول فيه হয়ে منصوب হয়। যেমন– كم يوما سرت আর কখনো مفعول به হয়ে منصوب হয়। যেমন– كم رجلا اكرمت সুতরাং যেভাবে উল্লিখিত فعل -এর চাহিদা হবে তদ্রূপ كم -এর মধ্যে আমল করবে।

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍّ الخ : অর্থাৎ যদি كم خبريه বা كم استفهاميه -এর পূর্বে حرف جر বা مضاف হয়, তবে তা مجرور হয়। যেমন– بِكَمْ دِرْهَمًا اِشْتَرَيْتَ ও غُلَامُ كَمْ رَجُلٍ اَكْرَمْتُ কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, كم -এর জন্য صدارت كلام জরুরি, সুতরাং তার উপর حرف جر কিভাবে প্রবেশ হবে বা مضاف তার উপর কিভাবে অগ্রগামী হবে? উত্তর হলো, যেহেতু حرف جر -এর আমলটা দুর্বল সেহেতু তার, مجرور হতে مؤخر হওয়া নিষিদ্ধ। অতএব, এ সিদ্ধান্তের উপর নাহুবিদরা جار (জর প্রদানকারী)-এর অগ্রগামী হওয়াকে জায়েজ রেখেছেন। আর جار ও مجرور -কে এক কালিমার হুকুমে করে كم -কে مستحق صدارت -ই রেখেছেন। যাতে করে مجرور স্বীয় মর্যাদা হতে পতিত না হয়।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَمَرْفُوْعٌ الخ : অর্থাৎ যখন উল্লিখিত দু'টি সুরত হতে কোনোটি হবে না, তখন كم টা মুবতাদা হিসাবে مرفوع হবে, তবে শর্ত হলো ظرف না হতে হবে। যেমন– كَمْ رَجُلًا اِخْوَتُكَ আর যদি ظرف হয়, তবে খবর হিসাবে مرفوع হবে। যেমন– كَمْ يَوْمًا سَفْرُكَ ।

قَوْلُهُ وَكَذٰلِكَ اَسْمَاءُ الْاِسْتِفْهَامِ الخ : অর্থাৎ সকল اسماء استفهام ও شرط এগুলো كم -এর ন্যায়। সুতরাং যেভাবে كم -এর মধ্যে اعراب -এর চার সুরতে نصب، جر، رفع মুবতাদা হিসাবে رفع ও খবর হিসাবেও ; তদ্রূপ সকল اسماء شرط ও استفهام -এর মধ্যে চার সুরত রয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক كلمه استفهام ও شرط -এর মধ্যে চার চারটি সুরত জায়েজ রয়েছে। আর ঐ পংক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ تركيب যার মধ্যে استفهام ও خبر -এর সম্ভাবনা হয়, আর তার তামঈয উল্লেখ ও বিলুপ্তের সম্ভাবনা হয়। আর কতেক নোসখায় وفى مثل تمييز كم عمة রয়েছে। সুতরাং প্রথমে নোসখা হিসাবে كلام -এর অর্থ এই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যে, এখানে كم -এর মধ্যে বা تمييز كم -এর মধ্যে তিন সুরত জায়েজ রয়েছে। আর দ্বিতীয় নোসখা হিসাবে দ্বিতীয় অর্থ সুনির্দিষ্ট হবে, অর্থাৎ كم -এর تمييز . عمة -এর মধ্যে তিন সুরত জায়েজ রয়েছে। প্রথম হলো, عمة টা رفع হওয়া ابتداء হিসাবে চাই كم استفهاميه হোক বা خبريه হোক। দ্বিতীয় হলো, তার نصب হওয়া كم استفهاميه হিসাবে। তৃতীয় হলো, তার جر হওয়া كم خبريه হিসাবে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, গ্রন্থকার (র.) বলেছেন যে, كم -এর تمييز -এর তিন সুরত রয়েছে। অথচ যখন كم -এর تمييز অর্থাৎ উদাহরণ عمة -কে رفع দেওয়া যাবে তবে তা كم -এর تمييز হবে না; বরং তার تمييز বিলুপ্ত হবে। উত্তর হলো, تمييز দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, تمييز باعتبار اغلب হবে। সুতরাং عمة যদিও مرفوع হওয়ার সুরতে تمييز নয়, কিন্তু رفع باعتبار اغلب এটা تمييز। বাকি রইল كم -এর মধ্যে وجوه ثلاثه -এর বর্ণনা। সুতরাং তা এই– **প্রথম.** তার رفع হওয়া ابتداء হিসাবে। **দুই.** তার نصب হওয়া ظرفيت হিসাবে, আর এ সুরতে তার تمييز বিলুপ্ত হবে তথা كم مرة । **তিন.** তার نصب হওয়া مصدريت হিসাবে, আর এ সুরতেও তার تمييز বিলুপ্ত হবে। কেননা, كم -এর ظرفيت ও مصدريت তার تمييز হিসাবে তথা كَمْ حِلْبَةً حَلَبْتَ। এ পংক্তি জারীরের নিন্দায় কবি ফরযদক -এর। তিনি বলেন, (সম্পূর্ণ কবিতা এরূপ) كَمْ عَمَّةً لَكَ يَاجَرِيْرُ وَخَالَةً * فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبْتَ عَلَىَّ عُشَارِىْ অর্থাৎ 'হে জারীর! তোমার বহু বাঁকা হাত বা বাঁকা পা বিশিষ্ট ফুফু ও খালা রয়েছে। যারা আমার দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর দুধ দোহন করেছে।' হাত পায়ের বাঁকা হওয়ার এই অর্থ যে, তা ফরযদকের অধিক খেদমতের কারণে এরকম হয়ে গেছে, অথবা তা জন্মগতভাবে এ রকমই ছিল। আর দশ মাসের গর্ভবতী উটনীর দুধ দোহনের উল্লেখ করার কারণ হলো, এ জাতীয় উটনীর দুধ দোহন করা খুব কষ্টকর।

অতঃপর حلبت ফে'লকে على -এর সাথে متعدى করার দ্বারা এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফরযদক তাদের খেদমতগারীকে তাদের خست (কৃপণতা)-এর কারণে খারাপ জানতেন। আর যখন عمة -কে استفهاميه -কم -এর تمييز বলা হবে, তখন هجو (নিন্দা)-এর মধ্যে مبالغه (অতিরক্তিতা) বেশি হবে। আর অর্থ হবে, জারীরের খালা ও ফুফু এ পরিমাণ অধিক্যের সাথে ফরযদকের খেদমতের রয়েছে যে, তাদের সংখ্যা স্মরণ নেই। সুতরাং জারীর হতে প্রশ্ন করছে। আর এটাকেই ঠাট্টা বলে।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ التَّمْيِيْزُ فِيْ مِثْلِ كَمْ مَالِكٍ الخ : অর্থাৎ যেখানে كم -এর তামঈয বিলুপ্তের قرينه বিদ্যমান থাকে, সেখানে কখনো তামঈযকে বিলোপ করা হয়। যেমন– كم مالك ও كم ضربت প্রথমটির মধ্যে তামঈয বিলুপ্তের قرينه রয়েছে যে, كم টা معرفه -এর উপর প্রবেশ করে না। সুতরাং জানা গেল যে, এখানে তামঈয বিলুপ্ত রয়েছে তথা كم درهما مالك এবং دِرْهَمًا مالك। আর দ্বিতীয় উদাহরণে তামঈয বিলুপ্তের قرينه এই যে, كم টা فعل -এর উপর প্রবেশ করে না। সুতরাং তার মধ্যেও তামঈয বিলুপ্ত রয়েছে তথা كم مرة এবং كَمْ مَرَّةً ضَرَبْتَ ।

তারকীব : قَوْلُهُ فَكَمْ : মুবতাদা الاستفهامية এটা تاويل الكلمة -এর সাথে না'ত مميزها দ্বিতীয় মুবতাদা, যমীরের দিকে মুযাফ, যা كم -এর দিকে ফিরেছে منصوب দ্বিতীয় মুবতাদার খবর مفرد খবরের পর খবর, আর বাক্যটি প্রথম মুবতাদার খবর الخبرية। বিলুপ্ত মুযাফের সাথে মুবতাদা তথা مميزكم الخبرية ; مجرور তার খবর مفرد তার দ্বিতীয় খবর ومجموع তার উপর আতফ। وتدخل মুযা'র' মা'রূফ من তার ফায়েল فيهما তথা مميزكم الاستفهاميه وكم الخبرية। তার সাথে মুতা'আল্লাক ولهما তথা لكم الاستفهامية ولكم الخبرية ; صدر الكلام খবর ও মুবতাদা وكلاهما মুবতাদা, এমন যমীরের দিকে মুযাফ, যা كم الاستفهاميه ও كم الخبرية দিকে প্রত্যাবর্তনকারী يقع মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ফায়েল যা كلاهما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী مرفوعا তা হতে হলে ومنصوبا ومجرورا তার উপর আতফ, অথবা যরফ তথা فى محل الرفع والنصب والجر আর বাক্যটি খবর فكل মুবতাদা ও মুযাফ ما মাওসূলা বা মাওসূফা بعده যরফ فعل তার ফায়েল অথবা মুবতাদা তার খবর অগ্রগামী হয়েছে, আর بعده -এর যমীর ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী غير এটা فعل -এর না'ত, মুযাফ مشتغل মুযাফ ইলাইহ عنه بضميره তথা عن كم তার সাথে মুতা'আল্লাক, আর বাক্যটি সিলাহ বা সিফাত ما -এর, আর موصول বা موصوف তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে ইযাফতের দ্বারা جر -এর স্থলে كان নাকেসা, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ইসম, যা كم -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী منصوبا খবরের পর খবর على حسبه তথা بحسب الفعل তার সাথে মুতা'আল্লাক। আর كان তার ইসম ও খবর সহকারে প্রথম মুবতাদার খবর।

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍّ : এটা قوله فكل مابعده فعل -এর ন্যায় اومضاف এটা حرف جر -এর উপর আতফ فمجرور এটা كل ما قبله -এর খবর, আর তা معنى الشرط -এর متضمن তাই তার উপর فاء প্রবেশ করেছে والا জুমলায়ে শর্তিয়া তার মূল ইবারত ছিল– اَنْ لَايَكُوْنَ بَعْدَهُ فِعْلٌ غَيْرُ مُشْتَغِلٍ عَنْهُ وَلَا قَبْلَهُ حَرْفُ جَرٍّ وَلَا مُضَافٌ অতঃপর সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে حرف شرط তা বুঝানোর কারণে فمرفوع বিলুপ্ত মুবতাদার খবর তথা فهو مرفوع ; مبتدأ বদল বা আতফে বয়ান বা তার না'ত, আর এটাও জায়েজ যে, তার অর্থ হবে– فمرفوع على انه مبتدأ আর এ বাক্যটি শর্তের জাযা হবে قوله ان لم يكن ظرفا এটা ان كان ظرفا وخبر প্রাগুক্ত اِنْ لَمْ يَكُنْ ظَرْفًا এটা مبتدأ -এর উপর আতফ وفى হরফে জার ظرفا -এর ন্যায় الاستفهام এটা والشرط মুবতাদা ও খবর وكذلك اسماء الاستفهام -এর উপর আতফ مثل তার মাজরুর, মুযাফ كم টা استفهاميه বা خبريه মারফূ' ابتداء হিসাবে عمة এটা كم استفهاميه -এর تمييز হিসাবে নসব বিশিষ্ট, আর كم خبريه -এর تمييز হিসাবে জর বিশিষ্ট لك তার খবর يا হরফে নেদা جرير এটা منادى مفرد معرفه ; وخالة এটা عمة -এর উপর আতফ, আর قوله عمة মুযাফ ইলাইহ ثلثة اوجه মুবতাদা ও তার খবর قوله فى كم আর কতেক নোসখায় وفى مثل تمييز كم এসেছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ : প্রাগুক্ত يحذف মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর مفعول مالم يسم فاعله যা المميز -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী فى مثل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর كم মুবতাদা, তার مميز বিলুপ্ত তথা درهما ; مالك তার খবর আর বাক্যটি ইযাফতের দ্বারা জরের স্থলে وكم খবরিয়া منصوبة المحل , তার مميز বিলুপ্ত, আর ضربت ফে'ল ও ফায়েল, তার মূল ইবারত হলো– كَمْ ضَرْبَةً ؛ وَكَمْ مَرَّةً مَرَرْتَ ضَرَبْتَ ।

اَلظُّرُوْفُ مِنْهَا مَا قُطِعَ عَنِ الْاِضَافَةِ كَقَبْلُ وَبَعْدُ وَاُجْرِىَ مَجْرَاهُ لَاغَيْرُ وَلَيْسَ غَيْرُ وَحَسْبُ وَمِنْهَا حَيْثُ وَلَا يُضَافُ اِلَّا اِلَى الْجُمْلَةِ فِى الْاَكْثَرِ وَمِنْهَا اِذَا وَهِىَ لِلْمُسْتَقْبِلِ وَفِيْهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَلِذٰلِكَ اُخْتِيْرِ بَعْدَهَا الْفِعْلُ وَقَدْ تَكُوْنُ لِلْمُفَاجَاةِ فَيَلْزَمُ الْمُبْتَدَأ بَعْدَهَا وَمِنْهَا اِذْ لِلْمَاضِىْ وَيَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ وَمِنْهَا اَيْنَ وَاَنّٰى لِلْمَكَانِ اِسْتِفْهَامًا وَشَرْطًا وَمَتٰى لِلزَّمَانِ فِيْهِمَا وَاَيَّانَ لِلزَّمَانِ اِسْتِفْهَامًا وَكَيْفَ لِلْحَالِ اِسْتِفْهَامًا وَمُذْ وَمُنْذُ بِمَعْنٰى اَوَّلِ الْمُدَّةِ فَيَلِيْهِمَا الْمُفْرَدُ الْمَعْرِفَةُ وَبِمَعْنَى الْجَمِيْعِ فَيَلِيْهِمَا الْمَقْصُوْدُ بِالْعَدَدِ وَقَدْ يَقَعُ الْمَصْدَرُ اَوِ الْفِعْلُ اَوْ اَنَّ اَوْ اَنَّ ـ

অনুবাদ : الظروف তন্মধ্য হতে এক প্রকার ظرف হলো যা ইযাফত হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যেমন– قبل ও بعد। আর তারই (ইযাফত বিচ্ছিন্নকৃত) স্থলাভিষিক্ত শব্দ لَاغَيْرُ ، لَيْسَ غَيْرُ ও حَسْبُ। আর তন্মধ্য হতে حَيْثُ ; আর حَيْثُ শব্দটি শুধুমাত্র জুমলার দিকে মুযাফ হয় অধিকাংশ ব্যবহারে। তন্মধ্য হতে اذا ; আর তা مستقبل -এর জন্য আসে, আর তাতে شرط -এর অর্থ হয়; এ জন্যই তারপর ফে'ল এখতিয়ার করা হয়েছে। আর কখনো اذا টা مفاجات -এর জন্যও আসে, তখন তার পরে মুবতাদা আনা আবশ্যক। তন্মধ্য হতে اذ, যা ماضى -এর জন্য আসে, আর তার পরে দু'টি জুমলা পতিত হয়। তন্মধ্য হতে اَيْنَ ও اَنّٰى , যা স্থানের জন্য আসে شرط ও استفهام হিসাবে। আর متى জমানার জন্য এ দু'টো (অর্থাৎ شرط ও استفهام) -এর মধ্যে আসে। আর اَيَّانَ জমানার জন্য استفهام হিসাবে আসে। আর كيف টা استفهام হিসাবে হালের জন্য আসে। আর مُذْ ও مُنْذُ এ দু'টো اول مدت -এর অর্থ দেওয়ার জন্য আসে, তখন সে দু'টোর সাথে مفرد معرفه মিলিত হয়। আবার جميع مدت -এর অর্থেও আসে, তখন সে দু'টোর সাথে مقصود بالعدد মিলিত হয়। আবার কখনো কখনো مصدر বা فعلও পতিত হয় বা ان বা اِن পতিত হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلظُّرُوْفُ مِنْهَا مَا قُطِعَ عَنِ الْاِضَافَةِ الخ : ظروف হতে কতেক ظروف এমন রয়েছে, যেগুলো مبنى। আর সেগুলো হলো, যে ظرف গুলোকে ইযাফত হতে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। যেমন– قبل ও بعد। আর বিস্তারিত হলো, قبل ও بعد টা لازم الاضافت ; সুতরাং দেখা হবে যে, তার মুযাফ ইলাইহ উল্লেখ রয়েছে না বিলুপ্ত। যদি উল্লেখ থাকে, তবে তখন এ দু'টি معرب হবে। আর যদি বিলুপ্ত হয়, তাহলে দু' সুরত– মুযাফ ইলাইহটা نسيا منسيا -এর পর্যায়ে হবে বা محذوف منوى হবে। যদি نسيامنسيا হয়, তবে তখন معرب হবে। আর محذوف منوى হলে مبنى হবে। কেননা, এ সুরতে মুযাফ ইলাইহ -এর দিকে মুখাপেক্ষী হওয়ার দিক দিয়ে হরফের সাথে সদৃশতা রয়েছে।

قَوْلُهُ وَاُجْرِىَ مَجْرَاهُ الخ : অর্থাৎ لاغير ও ليس غير শব্দদ্বয় ظرف না হওয়া সত্ত্বেও حذف مضاف اليه ও مبنى بر ضم হওয়ার মধ্যে ظروف مقطوع الاضافة -এর স্থলাভিষিক্ত। অতঃপর এ দু'টির উল্লিখিত ظروف -এর স্থলাভিষিক্ত হওয়া তাদের زيادت ابهام -এর মধ্যে সদৃশতা হওয়ার কারণে।

قَوْلُهٗ وَحَسْبُ الخ : অর্থাৎ এমন حسب শব্দকে غير শব্দের সাথে استعمال ও كثرت بالاضافة عدم تعريف -এর মধ্যে সদৃশতা হওয়ার কারণে উল্লিখিত ظروف -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا حَيْثُ الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه হতে حيث , আর তা অধিকাংশ সময় জুমলার দিকে মুযাফ হয়, আর জুমলাটা জুমলা হিসাবে যদিও مضاف ও مضاف اليه হয় না; কিন্তু بتاويل مصدر হয়ে مضاف اليه হয়ে যায়। সুতরাং সাব্যস্ত হলো যে, مضاف মূলত مصدر যা উল্লিখিত নেই, আর যখন حيث -এর مضاف اليه উল্লিখিত থাকবে না, তখন তা ظروف مقطوعة তথা غايات -এর মধ্যে তার সদৃশতা عدم ذكر مضاف اليه -এর মুখাপেক্ষী হবে। আর مضاف اليه -এর عن الاضافة -এর সাথে হবে, অতএব مبنى হবে। আর حيث কখনো مفرد -এর দিকে মুযাফ হয়ে ব্যবহৃত হয়, আর তখন তা معرب বা على اختلاف القولين ।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا اِذَا الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه হতে اذا , আর তা ভবিষ্যৎ কালের জন্য, যদিও ماضى -এর উপর প্রবেশ হয়। আর اذا টা مبنى হওয়ার কারণ হলো, তা জুমলার দিকে মুযাফ হয়।

قَوْلُهٗ وَفِيْهَا مَعْنَى الشَّرْطِ الخ : আর اذا -এর মধ্যে شرط -এর অর্থ পাওয়া যায়। আর এটাই তার مبنى হওয়ার কারণ। অতঃপর যেহেতু اذا -এর মধ্যে شرط -এর অর্থ পাওয়া যায়, তাই তার পরে فعل আনা এখতিয়ারাধীন। কেননা, فعل -এর شرط -এর সাথে مناسبت রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَقَدْ تَكُوْنُ لِلْمُفَاجَاةِ الخ : অর্থাৎ কখনো اذا শুধুমাত্র مفاجات -এর জন্য আসে। আর তখন তন্মধ্যে معنى شرط হয় না, অতএব তার পরে মুবতাদা হওয়া আবশ্যক, যাতে اذا مفاجاتيه ও اذا شرطيه -এর পার্থক্য হয়ে যায়।

বি: দ্র: স্মরণ রাখো যে, এখানে لزوم দ্বারা উদ্দেশ্য كثرت وقوع যাতে করে এ উক্তি এবং গ্রন্থকার (র.)-এর এ উক্তি যা اضمر عامله -এর অধ্যায়ে অতিবাহিত হয়েছে বিরোধ সৃষ্টি না হয়।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا اِذْ لِلْمَاضِىْ الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه -এর মধ্য হতে اذ , আর তা ماضى -এর জন্য আসে, যদিও مستقبل -এর উপর প্রবেশ হয়। অতঃপর اذ -এর مبنى হওয়ার কারণ হয়তো তাই যা حيث -এর মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। অথবা তার وضع টা হরফের وضع -এর ন্যায় হওয়াটা তার مبنى হওয়ার কারণ। আর যেহেতু اذ শর্তের অর্থ متضمن হয় না, তাই তার পরে কখনো جملہ اسميه হয় যেমন– زيد قائم ও ذلك

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا اَيْنَ وَاَنّٰى الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه -এর মধ্য হতে اين ও انى , যা স্থানের জন্য شرط ও استفهام -এর অর্থে আসে। انى ও اين উভয়টি مبنى হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'টি حرف شرط ও استفهام -এর অর্থ متضمن হয়।

قَوْلُهٗ وَمَتٰى لِلزَّمَانِ الخ : অর্থাৎ متى জমানার সাথে নির্দিষ্ট এবং شرط ও استفهام -এর জন্য আসে। যেমন– متى تخرج اخرج বা متى القتال ।

قَوْلُهٗ وَاَيَّانَ لِلزَّمَانِ الخ : অর্থাৎ ايان টা استفهام -এর জন্য নির্দিষ্ট, তন্মধ্যে شرط -এর অর্থ হয় না। استفهام -এর উদাহরণ, যেমন– اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ।

قَوْلُهٗ وَكَيْفَ لِلْحَالِ الخ : অর্থাৎ كيف অবস্থা জিজ্ঞাসার জন্য আসে। যেমন– كيف زيد অর্থাৎ زيد -এর حالت ও كيفيت যেমন।

قَوْلُهٗ مُذْ وَمُنْذُ الخ : অর্থাৎ منذ ও مذ এ দু'টো ظروف مبنيه -এর মধ্য হতে। আর সেগুলোর مبنى হওয়ার কারণ এই যে, উভয়টি قلت بناء -এর মধ্যে হরফের সদৃশ। منذ ও مذ -এর দু' অবস্থা। اول مدت -এর জন্য আসে, আর তখন তার পরে مفرد ও معرفه টা فصل ছাড়া পতিত হয়। কেননা, اول مدت নির্দিষ্ট একটি বিষয়। যেমন– مَا رَأَيْتُهٗ مُذْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ আর কখনো جميع مدت -এর জন্য আসে। আর তখন তারপর عدد -এর مجموعه সম্পর্কিত হয় যার

ইচ্ছা করা হয়েছে, চাই مفرد বা تثنيه বা جمع হোক। যেমন– مَا رَأَيْتُهُ مُذْ يَوْمَانِ ও مُنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ অর্থাৎ তার আমার সাথে দেখা না হওয়ার সমগ্র সময় এটা।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَقَعُ الْمَصْدَرُ الخ : অর্থাৎ কখনো مُذْ ও مُنْذُ -এর পরে مصدر বা فعل বা ان مثقله বা مخففه পতিত হয়। সুতরাং ঐ সকল অবস্থাতে مُذْ ও مُنْذُ -এর পরে زمان শব্দ উহ্য হয়। যেমন– مَا خَرَجْتُ مُذْ اَنْ ذَهَبْتَ তথা مُنْذُ زَمَانَ ذِهَابِكَ ।

তারকীব : قَوْلُهُ اَلظُّرُوفُ الخ : বিলুপ্ত মুবতাদার খবর, তার মূল ইবারত হলো– هذا بيان الظروف المبينة অথবা মুবতাদা ও তার খবর বিলুপ্ত তথা منها ما قطع الظروف المبنية على اقسام অথবা তার খরচ উল্লিখিত, আর তা ما তার মাজরূর, যা الظروف -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী هاء আর تبعيضيه ও جاره টা من এখানে عن الاضافة মাওসূলা বা মাওসূফা قطع মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার فاعل مفعول مالم يسم যা ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী عن الاضافة তার সাথে মুতা'আল্লাক। আর বাক্যটি সিলাহ বা সিফাত ما -এর, আর মাওসূল বা মাওসূফ তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে মুবতাদা আর খবর অগ্রগামী হয়েছে كقبل বিলুপ্ত মুবতাদার খবর وبعد তার উপর আতফ واُجري মাযী মাজহুল مجراه তথা مجرى ما قطع তার যরফ لاغير এটা مفعول مالم يسم فاعل - اجرى ফে'লের وليس غير তার উপর আতফ وحسب অনুরূপ ومنها حيث খবর ও মুবতাদা, এটা قوله منها ما قطع الخ -এর উপর আতফ لا يضاف মুযারি' মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর فاعله مفعول مالم يسم যা حيث -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী الا হরফে ইসতিছনা الى جملة এটা لايضاف -এর সাথে মুতা'আল্লাক, আর ইসতিছনাটা মুফাররাগ, মূল ইবারত হলো– لا يضاف حيث الى شئ الا الى جملة ; فى الاكثر তার সাথে মুতা'আল্লাক ومنها اذا খবর ও মুবতাদা, পূর্বের উপর আতফ وهى للمستقبل মুবতাদা ও খবর, এটা قوله ومنها اذا -এর উপর আতফ وفيها তার যরফ معنى الشرط তার ফায়েল, অথবা মুবতাদা তার খবর অগ্রগামী হয়েছে لذلك জার ও মাজরূর اختير মাযী মাজহুল بعدها মাফঊলে ফীহ, তন্মধ্যকার যমীর ও بعدها -এর যমীর اذا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী الكلمة বা اللفظة -এর তাবিলের সাথে الفعل মাফঊলে মা-লাম ইউসাম্মা ফায়েলুহূ।

قَوْلُهُ وَقَدْ : এটা তা'লীলের জন্য تكون মুযারি' মা'রূফ, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার ইসম, যা اذا -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী للمفاجاة তার খবর فيلزم المبتدأ بعدها ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে ফীহ قوله قديكون -এর উপর আতফ। ومنها اذا খবর ও মুবতাদা للماضى বিলুপ্ত মুবতাদার খবর উহ্য ইবারত হলো ويقع بعد ها; وهى للماضى للمكان তার উপর আতফ وانى -এর ন্যায় ومنها اذ এটা ومنها اين -এর ন্যায় قوله فليزم المبتدأ এটা الجملتن ومَتَى هُمَا لِلْمَكَانِ حَالَ كَوْنِهِمَا لِلْاِسْتِفْهَامِ وَالشَّرْطِ এটা বিলুপ্ত মুবতাদার খবর استفهاما وشرطا উভয়টি হাল তথা فيهما فى الاستفهام والشرط যার সাথে قوله للمكان -এর ন্যায় للزمان এটা اين -এর উপর আতফ وايان للزمان استفهاما وكيف للحال استفهاما মুতা'আল্লাক হয়েছে তার সাথে এটাও মুতা'আল্লাক হয়েছে للزمان قَوْلُهُ وَاَنّٰى لِلْمَكَانِ اِسْتِفْهَامًا -এর ন্যায় ومنها مذ ومنذ পূর্বের উপর আতফ بمعنى اول المدة বিলুপ্ত মুবতাদার খবর فيليهما المفرد ফে'ল, ফায়েল ও মাফঊলে বিহী المعرفة এটা المفرد -এর না'ত وبمعنى جميع المدة এটা او وقد يقع المصدر ফে'ল, ফায়েল فيليهما المقصود بالعدد প্রকাশ্য قوله بمعنى اول المدة -এর উপর আতফ الفعل او ان وان এটা المصدر -এর উপর আতফ।

فَيُقَدَّرُ زَمَانٌ مُضَافٌ وَهُوَ مُبْتَدأٌ وَخَبَرُهُ مَا بَعْدَهُ خِلَافًا لِلزَّجَاجِ وَمِنْهَا لَدٰى وَلَدُنْ وَقَدْجَاءَ لَدْنِ وَلَدِنْ وَلُدْنِ وَلَدْ وَلُدْ وَلَدُ وَمِنْهَا قَطُّ لِلْمَاضِى الْمُنْفِى وَعَوْضُ لِلْمُسْتَقْبِلِ الْمُنْفِىْ وَالظُّرُوْفُ الْمُضَافَةُ اِلَى الْجُمْلَةِ وَاِذْ يَجُوْزُ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ وَكَذٰلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ مَعَ مَاوَاَنْ وَاَنَّ اَلْمَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةُ اَلْمَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ لِشَئٍ بِعَيْنِهٖ وَهِىَ الْمُضْمَرَاتُ وَالْاَعْلَامُ وَالْمُبْهَمَاتُ فَمَاعُرِّفَ بِاللَّامِ اَوِالنِّدَاءِ وَالْمُضَافُ اِلٰى اَحَدِهَا مَعْنَى الْعِلْمِ مَا وُضِعَ لِشَئٍ بِعَيْنِهٖ غَيْرُ مُتَنَاوِلٍ غَيْرَهُ بِوَضْعٍ وَاحِدٍ وَاَعْرَفُهَا الْمُضْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ ثُمَّ الْمُخَاطَبُ اَلنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَئٍ لَابِعَيْنِهٖ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ مَا وُضِعَ لِكَمِّيَةِ اٰحَادِ الْاَشْيَاءِ ـ

অনুবাদ : এমন সুরতে এ জাতীয় زمان মুযাফ হয়, যা উহ্য হয়। আর তা মুবতাদা হয় এবং তার খবর তার পরবর্তী অংশ হয়। নাহুবিদ যুজাজের এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আর ظروف مبنيه হতে لَدُنْ ও لَدٰى আর কখনো لَدْنِ যের বিশিষ্ট نون -এর সাথে, আর কখনো لَدِنْ সাকিন বিশিষ্ট نون ও যবর বিশিষ্ট دال -এর সাথে, আর কখনো لُدْنِ যের বিশিষ্ট نون ও পেশ বিশিষ্ট لام -এর সাথে, আর কখনো শুধু لَدْ ـ نون ছাড়া ও যবর বিশিষ্ট لام -এর সাথে, আর কখনো نون ছাড়া ও পেশ বিশিষ্ট لام-এর সাথে, আবার لُدْও আসে। তন্মধ্য হতে قطও রয়েছে, যা ماضى منفى -এর জন্য এবং عوض- مستقبل منفى -এর জন্য আসে। আর ঐ সকল ظروف যা জুমলার দিকে বা اذ -এর দিকে মুযাফ হয় তার مبنى হওয়া فتح -এর উপর জায়েজ। তদ্রূপ ظروف مبنيه -এর ন্যায় مثل ও غير শব্দও হয় যখন তা مَا، اَنْ، اَنَّ -এর সাথে মিলিত হয়। معرفه ও نكره : معرفه ঐ ইসম যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য وضع করা হয়েছে। আর তা অর্থাৎ معرفه : مضمرات অর্থাৎ যমীরসমূহ , علم مبهمات এবং এমন اسم যা معرفه বানানো হয়েছে لام বা نداء -এর দ্বারা এবং এমন اسم যা পূর্বোক্ত اسم গুলোর মধ্য হতে কোনো একটির দিকে মুযাফ হবে। علم معنى এমন اسم معرفه যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য وضع করা হয়েছে এবং ঐ নির্দিষ্ট বস্তু ছাড়া অন্যের মধ্যে শামিল হবে না একই وضع -এর সাথে। আর উল্লিখিত اسم গুলোর মধ্য হতে সর্বপ্রধান معرفة হলো ضمير متكلم অতঃপর ضمير مخاطب। اسم نكره ঐ اسم যা এমন বস্তুর জন্য وضع করা হয়েছে যা নির্দিষ্ট নয়। اسماء عدد ঐ اسم যা বস্তুর افراد -এর পরিমাণ বর্ণনা করার জন্য وضع করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَهُوَ مُبْتَدأٌ الخ : অর্থাৎ منذ ও مذ -এর মধ্য হতে প্রত্যেকটি تركيب -এর মধ্যে মুবতাদা হয়। কেননা, উভয়টি تاويل اضافت -এর সাথে معرفه এবং অর্থের মধ্যে اول مدت বা جميع مدت হয়, আর তার পরবর্তী অংশ খবর। নাহুবিদ যুজাজ এর বিপরীত মত পোষণ করেন। তাঁর নিকট منذ ও مذ টা خبر مقدم আর তার পরবর্তী অংশ مبتدأ مؤخر। যুজাজের দলিল এই যে, উভয়টি نكره তাই মুবতাদা হতে পারে না। জমহুর বলেন যে, উভয়টি ماؤل بمعرفه হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا لَدٰى وَلَدُنْ الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه -এর মধ্য হতে لدى ও لدن , আর তার মধ্যে আরো কয়েকটি লغت রয়েছে– لد ، لد ، لد ، لدن ، لدن ، لدن ، لدن এ সকল ظروف -এর مبنى হওয়ার কারণ হলো, তন্মধ্য হতে কতেক তো قلت بناء -এর মধ্যে হরফের সদৃশ, আর অবষ্টিগুলো তার উপর প্রযোজ্য।

قَوْلُهٗ وَمِنْهَا قَطْ الخ : অর্থাৎ ظروف مبنيه -এর মধ্য হতে قط , আর তা ماضى منفى -এর মধ্যে استغراق نفى -এর জন্য আসে। যেমন– ما ضربته قط অর্থাৎ আমি তাকে কখনো প্রহার করিনি। আর قط কখনো مخفف হয়। তখন হরফের সাথে قلت بناء -এর মধ্যে সদৃশ হবে, তাই مبنى হবে। আর عوض ভবিষ্যৎ কালের منفى -এর মধ্যে استغراق نفى -এর জন্য আসে। যেমন– لا اكله عوض অর্থাৎ আমি তাকে কখনো খাব না। আর যেহেতু মুযাফ ইলাইহ محذوف منوى হয়, তাই এটাও مبنى হবে।

قَوْلُهٗ وَالظُّرُوْفُ الْمُضَافَةُ الخ : অর্থাৎ ঐ ظرف যা جمله বা اذ -এর দিকে মুযাফ হয় تخفيف -এর কারণে তার যবরের উপর مبنى হওয়া জায়েজ। যেমন– يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِيْنَ صِدْقُهُمْ এখানে جمله -এর দিকে মুযাফ এবং مبنى بر فتحه হয়েছে। তদ্রূপ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ -এর মধ্যে يوم টা اذ -এর দিকে মুযাফ এবং مبنى بر فتحه হয়েছে।

বি: দ্র: قَوْلُهٗ يَجُوْزُ হতে জানা যায় যে, যেভাবে এ সকল ظروف যা جمله বা اذ -এর দিকে মুযাফ مبنى بر فتحه পড়া জায়েজ, তদ্রূপ এগুলোকে معربও পড়া যায়। সুতরাং প্রথম উদাহরণে يوم -কে মুবতাদার খবর হিসাবে مرفوع এবং দ্বিতীয় উদাহরণে خزى -কে মুযাফ ইলাইহ হওয়া হিসাবে مجرور পড়া যেতে পারে।

قَوْلُهٗ وَكَذٰلِكَ مِثْلُ وَغَيْرُ الخ : অর্থাৎ তদ্রূপ غير ও مثل শব্দ যখন ما এবং ان مصدريه ও ان مثقله -এর সাথে মিলিত হয়, তখন جواز اعراب ও بناء -এর মধ্যে উল্লিখিত ظروف -এর ন্যায় হবে। কেননা, এগুলো جمله -এর দিকে মুযাফ হওয়ার মধ্যে উল্লিখিত ظروف -এর সদৃশতা রাখে। সুতরাং এ দু'টির مبنى بر فتحه হওয়াও জায়েজ এবং معرب হওয়াও। যেমন– قِيَامِىْ مِثْلَ مَا قَامَ زَيْدٌ , قِيَامِىْ فِىْ غَيْرِ مَا قَامَ زَيْدٌ ও مِثْلُ اَنَّ قَامَ زَيْدٌ ।

قَوْلُهٗ اَلْمَعْرِفَةُ وَالنَّكِرَةُ : অর্থাৎ এ অধ্যায় معرفه ও نكره -এর বর্ণনায়।

قَوْلُهٗ اَلْمَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ الخ : অর্থাৎ معرفه এমন ইসম যা কোনো এমন বস্তুর জন্য وضع করা হয়েছে, যা متكلم ও مخاطب -এর নিকট معين ও معلوم হবে। সুতরাং نكره ঐ সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ وَهِىَ الْمُضْمَرَاتُ الخ : অর্থাৎ معرفه -এর প্রকার ছয়টি, যা নিম্নোক্ত চিত্রের দ্বারা প্রকাশ্য।

معرفه -এর প্রকারসমূহ

যমীরসমূহ	আ'লাম	মুবহামাত	মু'আররাফ বিললাম	মা'রিফা বিহারফে নিদা	উল্লিখিত বস্তুসমূহ হতে
		اسماء موصوله ও اسماء اشاره			কোনো একটির দিকে মুযাফ হওয়া

বি: দ্র: স্মরণ রাখো যে, উল্লিখিত বিষয়াবলির মধ্য হতে কোনো একটির দিকে ইযাফত দ্বারা উদ্দেশ্য اضافت معنوى। কেননা, اضافت لفظى তা'রীফের ফায়দা দেয় না। তা ছাড়া উল্লিখিত বিষয়াবলি হতে منادى ছাড়া উদ্দেশ্য। কেননা, منادى -এর দিকে ইযাফত হয় না।

قَوْلُهٗ اَلْعَلَمُ مَا وُضِعَ الخ : অর্থাৎ علم ঐ اسم যা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য وضع করা হয়েছে, আর তা একই وضع -এর মধ্যে شئ واحد -এর ভিন্নকে শামিল হবে না। উল্লিখিত সংজ্ঞার মধ্যে قوله شئ بعينه দ্বারা نكره বের হয়ে গেছে, আর غير متناول غيره কয়েদ দ্বারা সমস্ত معارف হতে احتراز হয়েছে, আর وضع واحد -এর কয়েদ দ্বারা اعلام مشتركه বের হয়ে গেছে। যেমন– زيد যখন দু' ব্যক্তির নাম হবে। তখন যদিও زيد অপরকে শামিল করে কিন্তু وضع واحد দ্বারা শামিল নয়; বরং اوضاع متعدده দ্বারা তা শামিল।

التباس । কেননা তাতে ضمير متكلم হলো اعرف المعارف অর্থাৎ : قَوْلُهُ وَاَعْرَفُهَا الْمُضْمَرُ الْمُتَكَلِّمُ الخ সবচেয়ে কম। আর তার পরে ضمير مخاطب যেমন প্রকাশ্য। আর যেহেতু ضمير غائب ও علم -এর মধ্যে বিরোধ রয়েছে যে, সে দু'টির মধ্য হবে কোনটি اعرف, এ জন্য গ্রন্থকার (র.) ضميرغائب -কে বর্ণনা করেননি।

نكره -এর نكره বলা হয়েছে। وضع করা হয়েছে। غير معين বস্তুর জন্য اسم যাকে ঐ نكره অর্থাৎ : قَوْلُهُ اَلنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ الخ সংজ্ঞায় لابعينه -এর কয়েদ দ্বারা معرفه বের হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ اَسْمَاءُ الْعَدَدِ الخ : অর্থাৎ اسماء عدد এমন শব্দাবলি যেগুলোকে افراد اشياء -এর পরিমাণ বর্ণনা করার জন্য وضع করা হয়েছে। যেমন– ثَلَاثَةُ رِجَالٍ -এর মধ্যে ثلاثة টা اسماء عدد হতে এবং رجل -এর তিন সংখ্যার উপর বুঝায়।

তারকীব : قَوْلُهُ فَيُقَدَّرُ : মুযারি' মাজহুল زمان এটা مفعول مالم يسم فاعله ; مضاف তার না'ত وهو তথা مذ ومنذ ; مذ مبتدأ খবর ও মুবতাদা وخبره মুবতাদা مابعده তার খবর, আর خبره -এর যমীরও بعده -এর যমীর ومنذ -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী كل واحد -এর তাবিলের সাথে, আর জুমলাটি খবর খবরের পর, অথবা مبتدأ -এর না'ত, তখন خبره -এর যমীর ও بعده -এর যমীর مبتدأ -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হবে خلاف মাফ'উলে মুতলাক للزجاج তার সাথে মুতাআল্লাক لدى ومنها খবর ও মুবতাদা ولدن তার উপর আতফ وقد جاء لدن ফে'ল ও ফায়েল ولدن ولدن ولد ولد এগুলো لدن -এর উপর আতফ ومنها قط এটা لدى -এর উপর আতফ الماضى বিলুপ্ত মুবতাদার খবর المنفى তার না'ত وعوض للمستقبل المنفى পূর্বের ন্যায় والظروف মুবতাদা المضافة তার না'ত الى الجملة এটা المضافة -এর সাথে মুতা'আল্লাক واذ এটা الجملة -এর উপর আতফ يجوز بناؤها জুমলায়ে ফে'লিয়া তার খবর, আর بناؤها -এর মধ্যকার যমীর الظروف -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী على الفتح এটা بناؤها -এর সাথে মুতা'আল্লাক وكذلك مثل মুবতাদা ও খবর বা খবর ও মুবতাদা وغير এটা مثل -এর উপর আতফ مع ما জার ও মাজরূর وان وان উভয়টি ما -এর উপর আতফ।

قَوْلُهُ اَلْمَعْرِفَةُ : মুবতাদা ما মাওসূলা বা মাওসূফা وضع মাযী মাজহুল, তন্মধ্যকার উহ্য যমীর তার مفعول ما لم يسم فاعله, যা ما -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী لشئ এটা وضع -এর সাথে মুতা'আল্লাক بعينه জার মাজরূর شئ -এর জন্য না'ত, আর بعينه -এর যমীর شئ -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। বাক্যটি সিলাহ বা সিফাত ما -এর, আর موصول বা موصوف তার সিলাহ বা সিফাত সহকারে তার খবর وهى المضمرات জুমলায়ে ইসমিয়া পূর্বের উপর আতফ والاعلام والمضاف এগুলো المضمرات -এর উপর আতফ الى احدها তার সাথে মুতা'আল্লাক والمبهمات ماعرف باللام والنداء معنى তামঈয বা সিফাত বিলুপ্ত মাসদারের غير العلم ما وضع لشئ بعينه এটা المعرفة ما وضع الخ -এর ন্যায় নসবের সাথে وضع -এর উহ্য যমীর হতে হাল, আর রফার সাথে খবরের পর খবর متناول মুযাফ ইলাইহ غيره এটা متناول -এর মাফ'উল, এমন যমীরের দিকে মুযাফ যা شئ -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী بوضع এটা متناول -এর সাথে মুতা'আল্লাক واحد, তার না'ত اعرفها المضمر মুবতাদা ও খবর المتكلم তার না'ত ثم المخاطب তার উপর আতফ اَلنَّكِرَةُ مَا وُضِعَ لِشَيْئٍ لَابِعَيْنِهِ وَاَسْمَاءُ الْعَدَدِ وَمَا وُضِعَ لِكَمِّيَّةِ اٰحَادِ الْاَشْيَاءِ مَا وُضِعَ لِمُشَارٍ اِلَيْهِ -এর ন্যায় তারকীব হবে।

أُصُوْلُهَا اِثْنَتَا عَشَرَةَ كَلِمَةً وَاحِدٌ اِلٰى عَشَرَةٍ وَمِائَةٌ وَاَلْفٌ تَقُوْلُ وَاحِدٌ اِثْنَانِ وَاحِدَةٌ اِثْنَتَانِ وَثِنْتَانِ وَثَلٰثَةٌ اِلٰى عَشَرَةٍ وَثَلٰثٌ اِلٰى عَشْرٍ وَاحَدَ عَشَرَ اِثْنَا عَشَرَ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ اِثْنَتَا عَشَرَةَ وَثِنْتَا عَشَرَةَ وَثَلٰثَةَ عَشَرَ اِلٰى تِسْعَةَ عَشَرَ وَثَلٰثَ عَشَرَةَ اِلٰى تِسْعَ عَشَرَةَ وَتَمِيْمٌ تُكَسِّرُ الشِّيْنَ فِى الْمُؤَنَّثِ وَعِشْرُوْنَ وَاَخَوَاتُهَا فِيْهِمَا وَاحِدٌ وَّعِشْرُوْنَ وَاِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ ثُمَّ بِالْعَطْفِ بِلَفْظِ مَا تَقَدَّمَ اِلٰى تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ وَمِائَةٌ وَاَلْفٌ مِائَتَانِ وَاَلْفَانِ فِيْهِمَا ثُمَّ بِالْعَطْفِ عَلٰى مَاتَقَدَّمَ وَفِىْ ثَمَانِىَ عَشَرَةَ فَتْحُ الْيَاءِ وَجَازَ اِسْكَانُهَا وَشَذَّ حَذْفُهَا بِفَتْحِ النُّوْنِ وَمُمَيِّزُ الثَّلٰثَةِ اِلَى الْعَشَرَةِ مَخْفُوْضٌ مَجْمُوْعٌ لَفْظًا اَوْمَعْنًى –

অনুবাদ : اسماء عدد -এর মূল হচ্ছে বারটি শব্দ বা কালিমা। এক হতে দশ পর্যন্ত এবং مِائَةٌ এবং اَلْفٌ আর তুমি مذكر -এর জন্য وَاحِدٌ এবং اِثْنَانِ বলবে। আর مؤنث -এর জন্য وَاحِدَةٌ এবং اِثْنَتَانِ বা ثِنْتَانِ বলবে। আর مؤنث -এর জন্য عشر হতে ثلاث পর্যন্ত মذكر -এর জন্য (تائے تانيث সহকারে) এবং ثَلَاثَةٌ হতে عَشَرَةٌ পর্যন্ত اِحْدٰى। (مذكر উভয় অংশ) -এর জন্য مذكر -এর জন্য اِثْنَا عَشَرَ টা اَحَدَ عَشَرَ এবং عَشَرَةَ আর (ব্যতীত تائے تانيث)। আর تعة হতে ثَلَاثَةَ عَشَرَ আর (مؤنث উভয় অংশ) -এর জন্য مؤنث টা ثِنْتَا عَشَرَةَ বা اِثْنَتَا عَشَرَةَ এবং عَشَرَ (প্রথম تِسْعَ عَشَرَةَ হতে ثَلَاثَ عَشَرَةَ এবং -এর জন্য مذكر (مذكر আর দ্বিতীয় অংশ مونث প্রথম অংশ) عَشَرَ অংশ مذكر আর দ্বিতীয় অংশ (مؤنث) مؤنث -এর জন্য। আর বনূ তামীম شين -কে مؤنث -এর মধ্যে كسرة -এর সাথে পড়ে। আর عشرون এবং তার ন্যায় অন্যগুলো عشرون -এর মতোই। আর তাদের মধ্যে واحد وعشرون এবং اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ রয়েছে। এর পরের সংখ্যাগুলোর ব্যবহার পূর্বে অতিবাহিত হওয়া শব্দের দ্বারা (واو দ্বারা) عطف -এর সাথে হবে। আর এ পদ্ধতি تِسْعَةً وَّتِسْعُوْنَ (৯৯) পর্যন্ত চলবে। এক হাজার الف এবং একশত مائة আর দুই শত مائتان এবং দুই হাজারকে الفان বলবে। আর واو عاطفه টা مذكر এবং مؤنث উভয়ের ক্ষেত্রেই নেওয়া হবে, এরপর عطف -এর মাধ্যমে এর উপর অতিরিক্ত عدد গুলো নেওয়া হবে। এবং مذكر বা مؤنث পূর্বের অনুপাতেই হবে। এবং ثَمَانِىَ عَشَرَةَ -এর মধ্যে يا টা فتحه এবং سكون -এর সাথে উভয় ভাবেই পড়া যায়। আর نون -কে فتحه দিয়ে يا -কে ফেলে দেওয়া شاذ তথা এভাবে খুব কম ব্যবহার হয় এবং ثَلَاثَةٌ হতে عَشَرَةٌ পর্যন্ত مميز টা مجرور হবে এবং جمع বা বহুবচন হবে। চাই مجرور টা শাব্দিক হোক বা معنوى হোক।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اُصُوْلُهَا الخ **:** অর্থাৎ اسماء عدد -এর মূল বা اصول হচ্ছে মাত্র ১২টি শব্দ বা কালিমা এক হতে দশ পর্যন্ত এবং مائة আর الف আর অন্যান্য বাকি সংখ্যাগুলো তা হতে নির্গত।

قَوْلُهٗ تَقُوْلُ وَاحِدٌ الخ **:** এখান হতে গ্রন্থকার (র.) প্রত্যেকটির বিস্তারিত বিবরণ পেশ করছেন। واحد শব্দটি مفرد مذكر -এর জন্য আর اثنان শব্দটি تثنيه مذكر-এর জন্য। আর وَاحِدَةٌ এবং اِثْنَتَانِ বা ثِنْتَانِ এগুলো مؤنث এর জন্য।

আর এগুলো কিয়াস অনুপাতে مذكر -এর জন্য مذكر সংখ্যা এবং مونث -এর জন্য مؤنث সংখ্যা হবে, কিন্তু তিন হতে দশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কিয়াসের বিপরীত হবে। অর্থাৎ مذكر معدود -এর জন্য সংখ্যাগুলো مؤنث হবে যথা– ثلاثة رجال। আর مؤنث معدود -এর জন্য সংখ্যাগুলো مذكر হবে। যথা– ثلاث نسوة আর এর দলিল হচ্ছে– জামাতে হিসেবে جمع টা مؤنث -এর হুকুমে। কাজেই عدد -এর মধ্যে তাতে علامت تانيث হবে। যাতে করে مميز ও تمييز -এর মধ্যে مناسبت বাকি থাকে। এরপর مذكر -এর মধ্যে তিন হতে দশ পর্যন্ত علامت تانيث নেওয়া হয়েছে বিধায় مؤنث -এর মধ্যে علامت تانيث নেওয়া হয়নি। যাতে করে مذكر এবং مؤنث -এর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, উল্টো টা কেন করা হলো না? তার উত্তর হচ্ছে– اصالت এবং شرافت -এর কারণে مذكر কে مقدم করা হয়েছে। এবং তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে উপর عدد -এর মধ্যে مؤنث -এর علامت প্রদান করা হয়েছে। এরপর মুؤنث এর প্রতি লক্ষ্য করে مذكر ও مؤنث -এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য علامت تانيث কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে– কায়দা বা নিয়ম-কানুনের উৎপত্তি ভাষা হতে হয়েছে। ভাষার উৎপত্তি নিয়ম হতে নয়। আর যেহেতু ভাষার মধ্যে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই সেটাই সঠিক এখানে কেয়াসের কোনোই দখল নেই।

قَوْلُهُ أَحَدَ عَشَرَ الخ : অর্থাৎ দশ এরপর عدد এর মধ্যে মিলানোর ক্ষেত্রে حرف عطف -কে ব্যবহার করা হবে না। আর ১১ ও ১২ কেয়াস অনুপাতে مذكر -এর জন্য مذكر যথা احد عشر – اثناعشر এবং مؤنث -এর জন্য مؤنث যথা إِحْدٰى عَشَرَةَ বা ثنتا عشرة اِثْنَتَا عَشَرَةَ বলা হবে। আর ১৩ হতে ১৯ পর্যন্ত প্রথম অংশ কিয়াসের বিপরীত হবে যথা ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا বা تِسْعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً যাতে করে فرع এবং اصل -এর মধ্যে موافقت বাকি থাকে। আর দ্বিতীয় অংশ কিয়াসের অনুপাতে হবে। কাজেই ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا এবং تِسْعَ عَشَرَةَ اِمْرَأَةً বলা হবে।

قَوْلُهُ وَتَمِيْمٌ تُكَسِّرُ الشِّيْنَ : অর্থাৎ বনূ তামীম তারকীবের সময় عشرة -এর شين -কে كسره প্রদান করে যাতে করে একসাথে চারটি فتحه ধারাবাহিকভাবে একত্রিত না হয়, যা উচ্চারণ করা কষ্টকর। কিন্তু হিজাজবাসীগণ عشرة -এর شين -কে কখনো ساكن করেন। আবার কখনো করেন না এবং বলেন যে, عشرة এর تا টি পৃথক শব্দ কাজেই একই শব্দে ধারাবাহিকভাবে চারটি فتحه একত্রিত হওয়া লাযেম আসে না।

قَوْلُهُ وَعِشْرُوْنَ وَاَخَوَاتُهَا : অর্থাৎ عِشْرُوْنَ এবং ন্যায় অন্যান্যগুলো তথা ثَلَاثُوْنَ ـ اَرْبَعُوْنَ ـ خَمْسُوْنَ ـ سِتُّوْنَ ـ سبعون – ثَمَانُوْنَ ـ تِسْعُوْنَ এগুলো مذكر এবং مؤنث উভয় অবস্থায় একই রকম থাকে। যথা– عِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً ـ عِشْرُوْنَ رَجُلًا ইত্যাদি। এবং এর পরে مذكر -এর জন্য احد وعشرون বলবে। তথা عدد -এর প্রথম অংশ مذكر -এর জন্য مذكر হবে এবং عدد -এর উভয় অংশে মধ্যখানে একটি واو যা حرف عطف হবে এবং مؤنث -এর জন্য احد وعشرون বলবে, অর্থাৎ عدد -এর প্রথম অংশ مؤنث -এর জন্য مؤنث হবে এবং عدد এর উভয় সংখ্যার মাঝে একটি واو - حرف عطف হবে।

قَوْلُهُ ثُمَّ بِالْعَطْفِ بِلَفْظِ مَا تَقَدَّمَ الخ : অর্থাৎ عشرون হতে تسعون পর্যন্ত এই সংখ্যাগুলোর সাথে যখন واحد এবং اثنان। মিলিত হবে তখন এগুলো কিয়াস অনুপাতে مذكر -এর জন্য مذكر এবং مؤنث -এর জন্য مؤنث হবে এবং এই দুই সংখ্যার মাঝে واو حرف عطف দ্বারা সংযোগ ঘটানো হবে। যথা– وَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا ـ اِثْنَان وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا এবং اِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً - اِثْنَتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً বা ثِنْتَانِ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً ইত্যাদি। আর এগুলো ছাড়া ২৩ হতে ৯৯ পর্যন্ত عشرون বা তার সংখ্যাগুলোর সাথে যখন ৩ (ثلاثة) হতে ৯ (تسعة) -এর মধ্যকার যে কোনো সংখ্যাকে মিলানো হবে তখন সংযোগ তো واو حرف عطف -এর মাধ্যমেই করা হবে কিন্তু সংখ্যগুলো কিয়াস বিরোধী হবে অর্থাৎ مذكر -এর ক্ষেত্রে একক সংখ্যাটি مونث হবে এবং مؤنث -এর ক্ষেত্রে مذكر হবে। যথা– ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ رَجُلًا এবং ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُوْنَ اِمْرَأَةً -এর উপর অনুমান করে বাকি সংখ্যাগুলো তৈরি করে নও।

قَوْلُهٗ مِأَةٌ الخ : অর্থাৎ مِائَةٌ মুযাক্কার এবং মুয়ান্নাস উভয়ের জন্য বরাবর হবে, যেমন মুযাক্কার ও মুয়ান্নাস উভয়ের জন্য اَلْفٌ এবং اَلْفَانِ ও مِائَتَانِ -এর ক্ষেত্রেও مذكر এবং مؤنث উভয়ই বরাবর হবে। তবে এ ক্ষেত্রে معدود টা واحد হবে এবং مجرور হবে। যথা– مِأَةُ رَجُلٍ ـ اَلْفُ رَجُلٍ এবং اَلْفَا رَجُلٍ – مِائَةُ اِمْرَاَةٍ ـ اَلْفُ اِمْرَاَةٍ এবং مِائَتَا رَجُلٍ ـ اَلْفَا اِمْرَاَةٍ ـ مِائَتَا اِمْرَاَةٍ ।

قَوْلُهٗ ثُمَّ بِالْعَطْفِ عَلٰى مَاتَقَدَّمَ الخ : অর্থাৎ এরপর مائة এবং الف -এর পরে যখন কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে তখন বৃদ্ধিকৃত সংখ্যার عطف পূর্বোক্ত বর্ণনা মতেই হবে। অর্থাৎ واحد এবং اثنان -এর মধ্যে কিয়াস অনুপাতে হবে। যথা– مِائَةٌ وَ وَاحِدٌ مِائَةٌ وَاثْنَانِ এবং ثلاثة হতে تسعة পর্যন্ত কেয়াসের বিপরীত হবে। যথা– مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ رِجَالٍ এবং مِائَةٌ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ উল্লেখিত নিয়ম-নীতির ভিত্তিতেই مِائَةٌ وَ اَحَدَ عَشَرَ এবং مِائَةٌ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ বলে এবং الف এবং مائة এর تثنيه এবং جمع -এর ক্ষেত্রেও একই বিধান। আর সকল ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত সংখ্যার عطف টা مائة -এর উপর হয়ে থাকে। তবে এর উল্টোটাও বৈধ। যথা وَاحِدٌ وَمِائَةُ رَجُلٍও বলা যেতে পারে।

قَوْلُهٗ وَفِىْ ثَمَانِىْ عَشَرَ الخ : অর্থাৎ ثمانى عشرة -এর মধ্যে يا টা فتحه যুক্ত, কেননা مركب সংখ্যাগুলো فتحه -এর উপর مبنى হয়ে থাকে। তবে কঠিন تركيب -এর কারণে يا -কে সাকিন করাও বৈধ। তবে يا -কে ফেলে দিয়ে نون -কে فتحه দেওয়ার সুরতটি شاذ কেননা কেয়াসের চাহিদা ছিল كسره বাকি থাকা। جاءنى القاض -এর মধ্যে। কিন্তু যখন تخفيف -এর কারণে نون -কে فتحه দেওয়া হলো। তবে যেহেতু فتحه টা يا -এর বিপরীতে قرينه হতে পারে। কাজেই অবৈধ হবে না ; বরং شاذ হবে।

قَوْلُهٗ وَمُمَيِّزُ الثَّلَاثَةِ الخ : অর্থাৎ ثلاثة হতে عشرة -এর تمييز টা مجرور হয় এবং لفظا হোক বা معنى উহা جمع হবে। যথা– ثلاثة رجال এটা لفظا ـ جمع হওয়ার উপমা। ثلاثة رهط এটা معنى جمع হওয়ার উদাহরণ। আর تمييز টা এ কারণে مجرور হবে যে, অধিকাংশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা عدد -এর مضاف اليه হয়। আর جمع এ কারণে হবে যে ثلاثة (তিন) হতে عشرة (দশ) পর্যন্ত হচ্ছে جمع قلت সুতরাং عدد এবং معدود -এর মধ্যকার مطابقت রক্ষার্থে تمييز -কে جمع নেওয়া সমীচীন আর এটা جمعيت -এর উপর দালালত করে বা বুঝায়।

তারকীব : اُصُوْلُهَا অর্থ হচ্ছে اصول اسماء العدد এটা مبتدأ আর اثنتا عشرة উহার خبر আর كلمة উহা হতে تمييز আর واحد হচ্ছে مبتدأ محذوف -এর খবর। অথবা اثنتاعشرة كلمة হতে بدل হয়েছে। الى عشر বাক্যটি مقدور -এর সাথে متعلق হয়েছে। مائة এবং الف উভয়টি واحد -এর উপর عطف হয়েছে। فعل تقول হচ্ছে উহার ضمير হচ্ছে فاعل আর اثنان واحد টি مقوله হওয়ার কারণে نصب -এর স্থানে রয়েছে। واحدة হতে ثنتان পর্যন্ত পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে।

بالعطف এটা بلفظ ما تقدم আর متعلق -এর সাথে مقدر এটা بالعطف করা হয়েছে عطف -এর উপর ثُمَّ -এর সাথে متعلق এবং الى تسعة وتسعين এটা بالعطف -এর সাথে متعلق হয়েছে। কাজেই এর মূল ইবারত হবে– فَتَقْدِيْرُهٗ اَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ فِى الْمُذَكَّرِ وَاِحْدٰى وَعِشْرُوْنَ فِى الْمُؤَنَّثِ اِذَا جَاوَزَتْ مِنْ عِشْرِيْنَ ثُمَّ يَاتِىْ بِالْعَطْفِ بِلَفْظِ عَدَدٍ تَقَدَّمَ عَنِ الْاَحَادِ اِلٰى تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ -আর مائة হচ্ছে مبتدأ আর الف টা مائة -এর উপর عطف হয়েছে।

اِلَّا فِيْ ثَلٰثِ مِائَةٍ اِلٰى تِسْعِ مِائَةٍ وَكَانَ قِيَاسُهَا مِئَاتٌ اَوْ مِئِيْنَ وَمُمَيِّزُ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى تِسْعَةٍ وَّتِسْعِيْنَ مَنْصُوْبٌ مُفْرَدٌ وَمُمَيِّزُ مِائَةٍ وَاَلْفٍ وَتَثْنِيَتِهِمَا وَجَمْعِهِ مَخْفُوْضٌ مُفْرَدٌ وَاِذَا كَانَ الْمَعْدُوْدُ مُؤَنَّثًا وَاللَّفْظُ مُذَكَّرًا اَوْ بِالْعَكْسِ فَوَجْهَانِ وَلَا يُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَاثْنَانِ اِسْتِغْنَاءً بِلَفْظِ التَّمْيِيْزِ عَنْهُمَا مِثْلُ رَجُلٌ وَ رَجُلَانِ لِاِفَادَةِ النَّصِّ الْمَقْصُوْدَ بِالْعَدَدِ وَتَقُوْلُ فِي الْمُفْرَدِ مِنَ الْمُتَعَدِّدِ بِاِعْتِبَارِ تَصْيِيْرِهِ الثَّانِيْ وَالثَّانِيَةِ اِلَى الْعَاشِرِ وَالْعَاشِرَةِ لَاغَيْرُ وَبِاِعْتِبَارِ حَالِهِ اَلْاَوَّلُ وَالثَّانِيْ وَالْاُوْلٰى وَالثَّانِيَةُ اِلَى الْعَاشِرِ وَالْعَاشِرَةِ وَالْحَادِيْ عَشَرَ وَالْحَادِيَةَ عَشَرَةَ وَالثَّانِيْ عَشَرَ وَالثَّانِيَةَ عَشَرَ اِلَى التَّاسِعِ عَشَرَ وَالتَّاسِعَةَ عَشَرَةَ ـ

অনুবাদ ঃ তবে ثَلٰثُ مِائَةٍ হতে تِسْعُ مِائَةٍ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কিয়াসের বিপরীত। কেয়াস অনুপাতে مِئَاتٌ مائة এবং مِئِيْنَ ছিল। আর اَحَدَ عَشَرَ হতে تِسْعَةٌ وَّتِسْعِيْنَ পর্যন্ত مميز টা مفرد হবে এবং منصوب হবে। আর جمع এবং تثنيه এবং উভয়টির مجرور হবে এবং উভয়টার مفرد টা مميز এবং الف এর مميز এবং مذكر হয় لفظ টি مؤنث হয় তার জন্য معدود টি মজরুর হবে। আর যখন مجرور এবং مفرد টা مميز -এর ক্ষেত্রেও অথবা এর বিপরীত হয়; তখন তাতে দুই সুরত বৈধ। আর واحد এবং اثنان -এর مميز নেওয়া হয় না, কেননা তা رَجُلَانِ ـ رَجُلٌ -যথা। تمييز -এর প্রয়োজন নেই। এর জন্য تمييز বা অমুখাপেক্ষী, مستغنى হতে এগুলো উদ্দেশিত عدد -এর জন্য স্পষ্টই ফায়দা দিতেছে। আর তুমি বলবে কোনো مفرد -এর ক্ষেত্রে যা কোনো متعدد হতে হয় উহার منتقل হওয়ার কারণে ثانى হতে ثانية (مذكر হতে مؤنث -এর দিকে) এবং عاشر যা مذكر হতে عاشرة যা مؤنث -এর দিকে; এগুলো ব্যতীত নয়। আর واحد من التعدد -কে حال এবং مرتبه -এর হিসেবে مذكر -এর জন্য اول এবং ثانى এবং مؤنث -এর জন্য اولى এবং ثانية -এর জন্য নেওয়া হয়। عشر টা حَادِيَةَ عَشَرَةَ টা مذكر -এর জন্য এবং حَادِىْ عَشَرَ টা مؤنث -এর জন্য আর عَاشِرَةٌ টা مذكر -এর জন্য আর تَاسِعُ عَشَرَ টা مؤنث -এর জন্য। ثَانِيْ عَشَرَ টা مذكر -এর জন্য এবং ثَانِيَةَ عَشَرَ টা مؤنث -এর জন্য আর مذكر -এর জন্য এবং تَاسِعَةَ عَشَرَةَ টা مؤنث -এর জন্য পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اِلَّافِىْ ثَلٰثِ مِائَةٍ الخ : ثلث مائة সংখ্যা হতে تسع مائة পর্যন্ত এ সংখ্যাগুলোর تمييز টা مفرد হবে এবং مجرور হবে। تميز টা مضاف اليه হওয়ার কারণে مجرور হয়। আর এখানে جر -এর প্রতিবন্ধক কোনো কিছু নেই। আর مفرد এ জন্য হবে যে, مائة এর দু'টি جمع রয়েছে **এক**. حمع مذكر سالم যথা- مئين **দুই**. جمع مؤنث سالم তথা مات এ উভয়টিই ثلاثة এবং তার اخوات -এর تمييز হতে পারে না। কেননা, عدد -এর اضافت টা جمع مذكر سالم -এর দিকে করা নাজায়েজ আর مات -এর দিকে এ জন্য হবে না যে, উহার تمييز হলে কয়েকটি تا লাযেম আসে **এক**. مائة -এর تا যা تائے تانيث -এর। **দুই**. جمع -এর تا, **তিন**. مقدره -এর تا যা موافقت مائة হতে ثلاث -এর মধ্যে হয়ে থাকে। অর্থাৎ এটা করলে কতিপয় ت একত্রিত হয়ে যায় যা না জায়েজ, কাজেই এখানে تمييز টা مفرد হবে।

منصوب হবে এবং مفرد টা تميز তسعة وتسعين পর্যন্ত احد عشر হতে অর্থাৎ : قَوْلُهُ وَمُمَيَّزُ اَحَدَ عَشَرَ হবে। কেননা, এখানে مجرور হওয়ার কোনেই উপায় নেই। কারণ, جر টা اضافت -এর কারণেই হয়ে থাকে। এখানে যদি اضافت করা হয় তবে তিনি কালিমা একই كلمه -এর মতো হওয়া লাযেম আসে, আর এটা তাদের নিকট قبيح আর مفرد এ কারণে হবে যে, এই স্থানে عدد টা كثرت -কে বুঝায়। কাজেই এখানে كثرت تميز -এর কোনোই প্রয়োজন নেই।

اضافت -এর। মفرد হয় এবং مجرور হয় এবং تميز টা الف এবং ماة অর্থাৎ : قَوْلُهُ وَمُمَيِّزُ مِائَةٍ وَاَلْفٍ الخ কারণে تميز টা مجرور হয়ে থাকে। আর مائة এবং টা كثرت -কে বুঝায় তাই এখানে واحد কে تميز নেওয়া হবে। অনুরূপভাবে مائة এবং الف -এর تثنيه আর শুধুমাত্র الف -এর جمع -এর অবস্থাও এই (অর্থাৎ এদের تمييز টা مفرد হবে) مجرور -এর جمع -এর অবস্থা এটা নয় কেননা مائة -এর جمع -এর ব্যবহার উহার تمييز -এর সাথে পরিত্যাজ্য। কাজেই ثَلَاثُ مِاٰتِ رَجُلٍ বলা হয় না।

قَوْلُهُ اِذَا كَانَ الْمَعْدُوْدُ مُؤَنَّثًا الخ : অর্থাৎ معدود টা যদি معنى -এর হিসেবে مونث কিন্তু لفظ -এর হিসেবে مذكر হয় অথবা এর বিপরীত হয় তথা معدود টা معنى -এর হিসেবে مذكر এবং لفظ -এর হিসেবে مونث হয় তখন তাতে দুই সুরত জায়েজ রয়েছে। কেননা, কখনো শব্দের رعايت করা হয় আবার কখনো معنى -এর رعايت করা হয়। প্রথমটির উপমা شخص শব্দটি যখন এর দ্বারা مؤنث -এর ইচ্ছা পোষণ করবে তখন لفظ -এর হিসেবে ثلاثة اشخاص বলবে। কেননা, لفظ হচ্ছে مذكر। আর معنى -এর হিসেবে ثلاث اشخاص বলবে। কেননা, উহা معنى -এর হিসেবে مؤنث আর দ্বিতীয়টির উপমা হচ্ছে نفس শব্দটি যখন উহার اطلاق টা مذكر -এর উপর করা হয় তখন তাতে দুই সুরত বৈধ। معنى -এর হিসেবে ثَلَاثَةُ اَنْفُسٍ বলবে। আর لفظ -এর হিসেবে ثلاث انفس বলবে। কেননা, لفظ হিসেবে উহা مؤنث سماعى।

قَوْلُهُ وَلَايُمَيَّزُ وَاحِدٌ وَاِثْنَانِ الخ : অর্থাৎ واحد এবং اثنان -এর تميز আসে না। তাই واحد رجل বলা হয় না এবং اثنان رجلان ও ব্যবহার হয় না। কেননা, لفظ تمييز টা যথা رجل বা رجلان মাদ্দাহ্ -এর হিসেবে جنس -এর উপর এবং সীগাহ -এর হিসেবে واحد এবং تثنيه -কে বুঝায়। কাজেই تمييز -কে উল্লেখ করার পর واحد এবং اثنان হতে استثناء লাযেম আসবে আর এটা বাতিল।

قَوْلُهُ وَتَقُوْلُ فِى الْمُفْرَدِ الخ : মুসান্নেফ (র.) عدد এবং উহার تمييز -এর বর্ণনা শেষ করে এখান থেকে حال এবং تصيير -এর বর্ণনা শুরু করেছেন যে, এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য কি? বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে– اعداد হতে যখন কোনো একটি عدد -কে নির্বাচন করতে চায় তখন এর দু'টি সুরত হবে। তাতে عدد -কে নির্বাচন করতে চায় তখন এর দু'টি সুরত হবে। তাতে عدد -এর درجه -এর لحاظ করা হবে বা হবে না। যদি درجه عدد -এর ملحوظ না হয় তাহলে حال অন্যথায় ما تحت -এর مفحوظ -এর ملحوظ হয় তবে দু' সুরত نسبت টা درجه -এর وَاحِدٌ مِنَ الثَّلَاثَةِ আর যদি যেমন تصيير হবে বা হবে না। যদি হয় তবে تصيير যথা ثالث اثنين অর্থাৎ واحد যা দুইকে তিনে পরিণতকারী মতলব হচ্ছে। দুই সংখ্যাটি ঐ সময় পর্যন্ত তিনের মর্যাদায় পৌছতে সক্ষম নয় যতক্ষণ পর্যন্ত এর সাথে আরেকটি সংখ্যা মিলানো না হয়। কাজেই এই একক সংখ্যাটি এরূপ যে সে দুইকে তিনের মর্যাদায় পৌছে দিয়েছে। আর যদি نسبت টা ملحوظ-এর না হয় তবে حال হবে। যথা– ثلث ثلثه অর্থাৎ তিন হতে তৃতীয়। মোটকথা মুসান্নিফ (র.) قوله وتقول فى ماتحت المفرد দ্বারা حال এবং تصيير বর্ণনা আরম্ভ করেছেন যে, যখন عدد -এর ব্যবহার معدودات -এর মধ্যে করা হবে সে সময় واحد من المتعدد -এর মধ্যে এই হিসেবে যে, সে واحد عدد النقض -কে একবারেই عدد زائد করে দেয়। এবং الثانى এবং الثانية বলে। প্রথমটা مذكر -এর জন্য আর দ্বিতীয়টা مونث -এর জন্য। স্মরণযোগ্য تصيير টা مفعول উহ্য متعدى بدو مفعول -এর মাসদার আর এখানে স্বীয় فاعل -এর দিকে مضاف হয়েছে আর তার উভয় রয়েছে, অর্থাৎ تصيير انقص ازيد এটাও জানা উচিত যে, মুসান্নিফ (র.) تصيير -এর اعتبار টা ثانى দ্বারা করেছেন। কেননা, واحد -এর পূর্বে কোনোই সংখ্যা নেই যা ঐ عدد কে واحد বানিয়ে দিবে এবং تصيير -এর اعتبار টা عشرة -এর زائد থেকেও করেননি। কেননা, এর مافوق তথা যার এর উপর রয়েছে তা مركب -এর দিকে اسم فاعل -এর

اسم فاعل -এর বিপরীত কেননা এর মধ্যে حال -এর মধ্যে এটা একটি জরুরি বিষয় تصير -এর মধ্যে এটা একটি জরুরি বিষয় অথচ اشتقاق হতে পারে না। অথচ বানানোর প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ الخ : এটা باعتبار تصييره -এর উপর معطوف হয়েছে। এর মতলব হচ্ছে واحد من -এর- مؤنث الثانى আর الاول এবং مذكر -এর জন্য মধ্যে রয়েছে যা তার مرتبه -এর হিসেবে এবং حال -কে المتعدد -এর জন্য حادية এবং الاولى এবং الثانية বলে। এভাবে عاشر এবং عاشره পর্যন্ত। এরই উপর ভিত্তি করে حادى عشر এবং تاسع عشر এবং تاسعة عشرة পর্যন্ত সংখ্যাগুলো অনুরূপই হবে। وَكَذَالِكَ اِلَى مَانِهَايَةَ لَهُ । عشرة হতে

كَانَ قِيَاسُهَا । اِلَّا فِىْ ثَلٰثِ مِائَةٍ اِلٰى تِسْعِ مِائَةٍ এটা পূর্ব পৃষ্ঠার مجموع হতে استثناء হয়েছে। **তারকীব :** ومميز مائة । خبر হচ্ছে مفرد আর مبتدأ হচ্ছে مِائَتٌ اَوْ مِئِيْنَ وَمُمَيِّزُ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ مَنْصُوْبَ আর فعل شرط হচ্ছে كان আর شرط হচ্ছে اذا ,এর তারকীবও পূর্বের মতোই- والف وتثنيتهما وجمعه مخفوظ مفرد আর عطف করা -এর উপর خبر -কে তার اسم এবং واللفظ مذكر আর خبر হচ্ছে مؤنثا এবং اسم হচ্ছে তার المعدود হয়েছে। এর تقديرى -এর উপর اذا كان المعدود مؤنثا হয়েছে عطف আর এটা جار مجرور হচ্ছে او بالعكس হয়েছে। এর ইবারত হবে اذا كان المعدود مذكرا واللفظ مؤنثا আর فوجهان হচ্ছে مبتدأ -এর خبر টা উহ্য রয়েছে আর এই مضارع مجهول হচ্ছে ولا يميز আর واذا كان كذا ففيه وجهان ,মূল ইবারত এরূপ হবে যে جزاء -এর شرط বাক্যটি বা مفعول له হচ্ছে استغناء আর عطف হচ্ছে উহার উপর اثنان আর مفعول مالم يسم فاعله হচ্ছে واحد আর ذكر অর্থাৎ متعلق -এর সাথে باستغناء عنها এটা تمييز العدد অর্থাৎ بلفظ التمييز আর مفعول مطلق اَلْوَاحِدُ وَالْاِثْنَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ اَيْضًا وَهٰذَا عَلَى الْوَجْهِ الْاَوَّلِ وَعَلَى الثَّانِىْ بِلَفْظِ تَمْيِيْزِ مَفْعُوْلِ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ وَعَنْهُمَا مُتَعَلِّقٌ بِهِ وَتَقْدِيْرُهُ اِسْتَغْنٰى بِلَفْظِ تَمْيِيْزِ عَنْهُمَا اِسْتِغْنَاءً وَ وَقَعَ فِىْ بَعْضِ النُّسَخِ رجلان এবং مضاف اليه আর رجل হলো مضاف এবং خبر এর مبتدأ محذوف হচ্ছে مثل আর بِلَفْظِ تَمْيِيْزِهِمَا হচ্ছে رجل -এর উপর عطف আর এখানে رجل এবং رجلان টি مضاف اليه হওয়া সত্ত্বেও على طريق الحكاية পেশ বা رفع যুক্ত হয়েছে। لافادة এটা استغناء -এর সাথে متعلق এবং فاعل -এর দিকে مصدر مضاف হয়েছে। النص হচ্ছে موصوف – مفعول له আর المقصود হচ্ছে النص -এর صفت আর بالعدد এটা المقصود -এর সাথে متعلق হয়েছে।

আর بيان -এর مفرد এটা ومن المتعدد আর متعلق -এর تقول হচ্ছে فى المفرد আর فعل হচ্ছে وتقول باعتبار এটাও متعلق হয়েছে فعل এর সাথে। تصييره এটা اضافت -এর কারণে مجرور হয়েছে এটা মাসদার। অর্থ হচ্ছে الجعل আর এটা তার فاعل -এর দিকে مضاف হয়েছে। আর এই ضمير টা المفرد -এর দিকে ফিরবে। অর্থ হবে جعل المفرد العد الاقل بصفة আর الثانى হচ্ছে مبتدأ এর خبر টা উহ্য রয়েছে। আর পূর্ণ বাক্যটি مقوله হয়েছে مقدر অথবা متعلق -এর সাথে تقول এটা والى العاشر الى العاشرة হয়েছে। عطف এটা والثانية । এর- تقول -এর সাথে متعلق আর তা تقول -এর فاعل হতে حال হয়েছে। অথবা তার مفعول হতে حال হয়েছে। অর্থ হবে– والعاشرة আর وتقول للمفرد من العدد باعتبار تصييره الثانى والثانية حال كونك صاعدا منها الى العاشر (راء) পেশ لاغير এটার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে বসরাবাসীগণ বলেন ولاغير এটা العاشر -এর উপর عطف হয়েছে। দ্বারা) قبل এবং بعد -এর ন্যায়। আর যুজাজ নাহবী বলেন– لاغير (راء টা رفع সহকারে) তবে تنوين টা উহ্য হবে। لاريب له الا قليل والا قليلا তবে لاغير নয়। আর কুফাবাসী নাহবীগণ বলেন। لاغير (راء ـ فتحة দ্বারা) যেমন وباعتبار حاله الاول والثانى والاولى والثانية الى العاشر والعاشرة এই বাক্যটি পূর্বের বাক্যের ন্যায় তারকীব হয়ে তার উপর عطف হবে। والحادى عشر والحادية عشرة والثانى والثانية عشر এই পূর্ণ বাক্যটি তার পূর্বের উপর وتقول –معطوف হয়েছে এবং والى التاسع عشر উহ্য فعل -এর সাথে متعلق হবে। এর تقديرى ইবারত হবে– ইবারত تقديرى -এর حال مقدره এটা অথবা باعتبار حال المفرد من المتعدد الاول وكذا وكذا الى التاسع عشر পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। অথবা التاسعة عشرة উহার উপর عطف হয়েছে।

وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ فِى الْاَوَّلِ ثَالِثُ اِثْنَيْنِ اَىْ مَصِيْرُهُمَا ثَلْثَةً مِنْ ثَلَّثْتُهُمَا وَفِى الثَّانِىْ ثَالِثُ ثَلْثَةٍ اَىْ اَحَدُهَا وَتَقُوْلُ حَادِىْ عَشَرَ اَحَدَ عَشَرَ عَلَى الثَّانِىْ خَاصَّةً وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ حَادِىْ اَحَدَ عَشَرَ اِلٰى تَاسِعِ تِسْعَةَ عَشَرَ فَتُعْرِبُ الْاَوَّلَ اَلْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ اَلْمُؤَنَّثُ مَا فِيْهِ عَلَامَةُ التَّانِيْثِ لَفْظًا اَوْتَقْدِيْرًا وَ الْمُذَكَّرُ بِخِلَافِهِ وَعَلَامَةُ التَّانِيْثِ اَلتَّاءُ وَالْاَلِفُ مَقْصُوْرَةً اَوْمَمْدُوْدَةً ـ

অনুবাদ : আর যেহেতু باعتبار تصيير এবং باعتبار حال -এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। تصيير বিশিষ্ট সুরতে عدد -কে স্বীয় নিচের عدد -এর দিকে مضاف করে ثَالِثُ اِثْنَيْنِ দুইকে তিন-এ রূপান্তরকারী সংখ্যা ثَلَّثْتُهُمَا (আমি উহাকে তিন করে দিয়েছি) হতে নির্গত। আর দ্বিতীয়টার মধ্যে ও عدد -কে حال -এর হিসেবে مضاف করার ক্ষেত্রে عدد -কে তার সমানের দিকেই مضاف করে ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ অর্থাৎ তিনের মধ্যে তৃতীয়। আর যখন مركب عدد -কে مركب -এর দিকে مضاف করে তখন حَادِىْ عَشَرَ اَحَدَ عَشَرَ বলবে। দ্বিতীয় সুরতে অর্থাৎ বিশেষ করে حال -এর সুরতে যদি ইচ্ছা করে তবে حَادِىْ عَشَرَও বলতে পারে। আর حَادِىْ -এর পরে عَشَرَ -কে حذف করাও জায়েজ। কাজেই তুমি প্রথম অংশকে اعراب দিবে। এটা مذكر এবং مؤنث -এর বর্ণনা। ঐ مؤنث اسم -কে বলে যাতে تانيث -এর চিহ্ন لفظا বা تقديرا হবে। আর مذكر -এর বিপরীত। علامت تانيث হচ্ছে– ১. التاء ২. الف مقصوره ৩. الف ممدوده

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ الخ : অর্থাৎ যেহেতু باعتبار تصيير এবং باعتبار حال -এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে তাই عدد -এর দিকে উহার اضافت করার মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। تصيير -এর সুরতে عدد -কে উহার ماتحت -এর দিকে اضافت করে। যেমন– ثَالِثُ اِثْنَيْنِ বলে অর্থাৎ দুইকে তিন -এ রূপান্তরকারী সংখ্যা। আর حال -এর সুরতে তার সমপরিমাণ অথবা عدد -এর ماقوق -এর দিকে اضافت করা হয়। যেমন বলবে– ثالث ثلاثة অর্থাৎ তিনের মধ্যে তৃতীয়। অথবা বলবে ثَالِثُ خَمْسَةٍ অর্থাৎ পাঁচের মধ্যে তৃতীয় সংখ্যাটি।

قَوْلُهُ وَتَقُوْلُ حَادِىْ عَشَرَ الخ : অর্থাৎ حال -এর হিসেবে مركب اول -কে مركب ثانى -এর দিকে اضافت করা জায়েজ। তবে تصيير -এর হিসেবে জায়েজ নয়। কেননা, اعتبار تصيير -এর মধ্যে যেমন জানা গেছে যে, এটা দশ হতে অতিক্রম করে না। কাজেই باعتبار حال হিসেবে حادى عشر ـ احد عشر বলতে পারবে অর্থাৎ এগারো এর মধ্যে এগারোতম এবং باعتبار تصيير বলতে পারবে না।

قَوْلُهُ وَاِنْ شِئْتَ قُلْتَ الخ : অর্থাৎ مركب اول হতে قرينة ثانى দ্বারা جزء اخر অর্থাৎ عشر -কে ফেলে দিয়ে حادى হতে تَاسِعُ تِسْعَةَ عَشَرَ বলাও জায়েজ। তবে সে সময় مركب اول -এর প্রথম অংশ معرب হবে। কেননা, তার مبنى হওয়া মধ্যম কালিমায় হওয়ার কারণে ছিল। কাজেই যখন مركب اول -এর جزء ثانى রহিত হয়ে গেল তখন প্রথম অংশ মধ্যম কালিমায় থাকল না, কাজেই তা معرب হবে।

قَوْلُهُ اَلْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ الخ : عدد -এর অংশ সমূহের আলোচনা যেহেতু تذكير এবং تانيث -এর উল্লেখের সাথে জড়িত ছিল; কাজেই عدد -এর উল্লেখ تذكير -এর تانيث -এর উল্লেখ ব্যতীই সমীচীন মনে হলো।

قَوْلُهُ وَالْمُؤَنَّثُ مَا فِيْهِ الخ : অর্থাৎ مؤنث এমন اسم যাতে علامت تانيث পাওয়া যায়। চাই তা لفظا হবে; যথা طلحة এতে علامت تانيث শব্দের মধ্যে রয়েছে। অথবা تقديرا হবে যথা ارض যা মূলত: ارضة ছিল। اريضة -এর উপর ভিত্তি করে, কেননা تصغير টা اسم কে তার আসলে রূপান্তরিত করে দেয়। কাজেই বুঝা গেল যে, ارض -এর মধ্যে তাঁয়ে تانيث লুক্কায়িত রয়েছে।

বি: দ্র: মুসান্নেফ (র.) تعريف -এর ক্ষেত্রে مؤنث -কে مذكر -এর উপর مقدم করেছেন। এটা হয়তো এ কারণে করেছেন যে, مؤنث -এর পরিচয় বা تعريف হচ্ছে وجودى আর مذكر -এর পরিচয় عدمى আর নীতি হচ্ছে যে, وجودى টা عدمى -এর উপর مقدم হয়।

قَوْلُهُ وَالْمُذَكَّرُ بِخِلَافِهِ الخ : অর্থাৎ مذكر এমন اسم যা مؤنث -এর বিপরীত হয় অর্থাৎ তাতে علامت تانيث পাওয়া যাবে না لفظاও নয় এবং تقديراও নয়।

قَوْلُهُ وَعَلَامَةُ التَّانِيْثِ الخ : অর্থাৎ تانيث -এর علامت বা চিহ্ন তিনটি। (১) تا যথা– طلحة (২) الف مقصوره যথা– حبلى (৩) الف ممدوده যথা– حمراء

তারকীব : ومن হচ্ছে جاره এবং سببية আর ثم হচ্ছে مجرور -এর দ্বারা উপরে উল্লিখিত দু'টি اعتبار -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। قيل হলো ماضى مجهول যা سبب আর فى الاول হচ্ছে ظرف আর ثالث হচ্ছে مفعول مالم يسم فاعله যা الى اثنين -এর দিকে مضاف হয়েছে। এটা اى مصيرهما ثلثة আর من تفسير -এর ثالث اثنين অথবা وهو مشتق من لفظ ثلثتهما -এর খবর। অর্থাৎ مبتدأ محذوف বা بيان -এর فعل তার হচ্ছে ثلثتهما উহা حال হয়েছে তখন অর্থ হবে– قيل فى الاول ثلث اثنين حال كونها مشتقا منه আর وفى الثانى ثالث ثلثة عطف বাক্যটি اى تصيرهما اى احدها বাক্যের তারকীবের মতো তারকীব হয়ে উহার উপর قوله فى الاول ثالث اثنين হবে। আর وتقول হচ্ছে فعل আর উহার উহ্য ضمير হচ্ছে তার فاعل আর حادى عشر এটা مقوله যা احد عشر -এর দিকে مضاف হয়েছে। وعلى الثانى এটা تقول -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর خاصة হচ্ছে مفعول مطلق আর وان -এর তারকীব والى تاسع تسعة عشر এবং جمله جزائية এটা قلت حادى احد عشر আর جمله شرطيه হচ্ছে شئت পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে। فيعرب এটা فعل উহার ضمير হচ্ছে তার فاعل আর الاول হচ্ছে مفعول له আর المذكر والمؤنث এটা তারকীবের ক্ষেত্রে المعرفة والنكرة -এর মতো। আর المؤنث হচ্ছে مبتدأ আর ما টা হচ্ছে موصوله বা موصوفه আর فيه علامة التانيث এটা عبارة عن الاسم বা جملة اسمية বা ظرفيه صله অথবা صفة -এর মধ্যস্থ ضمير টা ما -এর দিকে ফিরেছে। আর موصول তার صله বা موصوف তার صفت -কে নিয়ে উহার خبر হয়েছে। لفظا হচ্ছে تمييز অর্থাৎ من حيث اللفظ অথবা كان محذوف -এর خبر অর্থাৎ كان لفظا আর اوتقديرا উহার উপর عطف হয়েছে। আর المذكر بخلافه এটা مبتدأ এবং خبر হয়েছে। وعلامة التانيث التاء পূর্বের ন্যায় হবে, الالف হচ্ছে مقصورة كانت অর্থাৎ عطف তার উপর ممدودة আর كان مقدر -এর خبر হচ্ছে مقصورة আর عطف উহার উপর اوممدودة।

وَهُوَ حَقِيقِيٌّ وَلَفْظِيٌّ فَالْحَقِيقِيُّ مَا بِإِزَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيَوَانِ كَامْرَاَةٍ وَنَاقَةٍ وَاللَّفْظِيُّ بِخِلَافِهِ كَظُلْمَةٍ وَعَيْنٍ وَاِذَا اُسْنِدَ الْفِعْلُ اِلَيْهِ فَالتَّاءُ وَاَنْتَ فِيْ ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ بِالْخِيَارِ وَحُكْمُ ظَاهِرِ الْجَمْعِ غَيْرُ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ مُطْلَقًا حُكْمُ ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ وَضَمِيْرُ الْعَاقِلِيْنَ غَيْرَ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ فَعَلَتْ وَفَعَلُوْا اَوِ النِّسَاءُ وَالْاَيَّامُ فَعَلَتْ وَفَعَلْنَ اَلْمُثَنّٰى مَا لَحِقَ اٰخِرَهٗ اَلِفٌ اَوْ يَاءٌ مَفْتُوْحٌ مَا قَبْلَهَا وَنُوْنٌ مَكْسُوْرَةٌ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ مَعَهٗ مِثْلَهٗ مِنْ جِنْسِهٖ فَالْمَقْصُوْرُ اِنْ كَانَتْ اَلِفُهٗ عَنْ وَاوٍ وَهُوَ ثُلَاثِيٌّ قُلِبَتْ وَاوًا وَاِلَّا فَبِالْيَاءِ وَالْمَمْدُوْدُ اِنْ كَانَتْ هَمْزَتُهٗ اَصْلِيَّةً تَثْبُتُ وَاِنْ كَانَتْ لِلتَّانِيْثِ قُلِبَتْ وَاوًا وَاِلَّا فَالْوَجْهَانِ ـ

অনুবাদ : আর مونث টা দু' প্রকার ১. حقيقى ২. لفظى আর حقيقى এমন مؤنث -কে বলে যার মুকাবেলায় مذكر প্রাণী রয়েছে। যথা- نَاقَةٌ ـ اِمْرَاَةٌ আর لفظى مؤنث উহার বিপরীত। যথা- عَيْنٌ ـ ظُلْمَةٌ আর যখন উহার দিকে فعل -কে اسناد করা হয় তখন তা تاء -এর সাথে হবে। এবং اسم ظاهر مؤنث غير حقيقى -এর মধ্যে تا নেওয়া বা না নেওয়া তোমার ইচ্ছাধীন اسم ظاهر غير جمع مذكر سالم -এরও অনুরূপ বিধান রয়েছে। যেমন اسم ظاهر এর হুকুম রয়েছে যা مؤنث غير حقيقى। আর مذكر سالم ব্যতীত ذى عقل مطلقا -এর ضمير فعلت (সাকিন) এবং مذكر -এর ضمير টা بارز হবে। আর ايام-نساء -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير হচ্ছে فعلت আর فعلن -এর ضمير স্বীয় اصل -এর উপর রয়েছে। مثنى বলা হয় যার শেষে الف অথবা ياء ماقبل مفتوح হয় এবং كسره যুক্ত نون হয়, যাতে করে এ কথা বুঝা যায় যে, তার সাথে একই জিনসে অনুরূপ আরেকটি বস্তু রয়েছে। কাজেই اسم مقصور টা যদি واو হতে পরিবর্তিত হয়ে থাকে আর তা যদি ثلاثى হয় তবে তা واو দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে অন্যথায় يا দ্বারা রূপান্তরিত হবে। আর الف ممدوده -এর همزه টা যদি اصلى হয় তবে অবশিষ্ট থাকবে। আর যদি تانيث -এর জন্য হয়ে থাকে তবে واو দ্বারা রূপান্তরিত হবে। অন্যথায় তাতে দু' সুরত বৈধ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَهُوَ حَقِيْقِيٌّ وَلَفْظِيٌّ الخ : অর্থাৎ مؤنث টা দুভাগে বিভক্ত- ১. مونث حقيقى ২. مؤنث لفظى মونث حقيقى বলা হয় যার মোকাবেলায় مذكر প্রাণী বিদ্যমান রয়েছে। যথা- امراة -এর মোকাবেলায় رجل যা مذكر রয়েছে এবং ناقة -এর মোকাবেলায় جمل যা مذكر রয়েছে। আর مؤنث لفظى হচ্ছে যার মোকাবেলায় مذكر প্রাণী নেই। যথা- ظلمة এবং عين প্রথম উপমা تانيث لفظى حقيقى -এর আর দ্বিতীয় উপমা تانيث لفظى تقدير -এর। কেননা, تصغير ইসমকে তার আসলের দিকে নিয়ে যায়।

قَوْلُهٗ وَاِذَا اُسْنِدَ الْفِعْلُ الخ : অর্থাৎ যখন فعل টা مؤنث حقيقى -এর দিকে مسند হয় সে সময় فعل -এর মধ্যে تا আবশ্যক। যথা- ضَرَبَتْ هِنْدٌ عَمْرًا

قَوْلُهُ وَاَنْتَ فِيْ ظَاهِرِ غَيْرِ الْحَقِيْقِيِّ الخ : অর্থাৎ যদি فعل টা اسم ظاهر غير حقيقى -এর দিকে مسند হয় তবে فعل নির্বাবচনের ক্ষেত্রে তোমার স্বাধীনতা থাকবে। ইচ্ছে করলে فعل টা مذكر নিতে পার। আবার ইচ্ছে করলে مؤنث ও আনতে পার। যথা– طَلَعَ الشَّمْسُ এবং طَلَعَتِ الشَّمْسُ

قَوْلُهُ وَحُكْمُ ظَاهِرِ الْجَمْعِ الخ : অর্থাৎ اسم ظاهر جمع -এর বিধান اسم ظاهر مؤنث غير حقيقى -এর মতো তবে শর্ত হচ্ছে তা جمع مذكر سالم হতে পারবে না। চাই তার واحد টা مونث হোক যথা مؤمنات বা না হোক مطلقا যথা– رجال কাজেই ঐ جمع -এর জন্য فعل নির্বাচনের ক্ষেত্রে اختيار থাকবে ইচ্ছে করলে تانيث যুক্ত فعل নিবে যথা جَاءَتِ الرِّجَالُ আবার ইচ্ছে করলে تانيث মুক্ত فعل নিবে যথা جاء الرجال আর جمع مذكر سالم -কে এই বিধান হতে خارج করার কারণ হচ্ছে– উহার فعل -এর মধ্যে علامت تانيث নেওয়া একেবারেই জায়েজ নেই। কাজেই এখানে جَاءَتِ الزَّيْدُوْنَ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَضَمِيْرُ الْعَاقِلِيْنَ الخ : অর্থাৎ যে ضمير এরূপ حمع مذكر عاقل -এর দিকে ফিরবে যা جمع مذكر سالم -এর غير বা ভিন্ন। তবে তা দু'টি অবস্থা হতে মুক্ত নয়। হয়তো ضمير مستكن হবে না بتاويل جماعت -এর দিকে ফিরবে। যথা– اَلرِّجَالُ جَاءَتْ অথবা فعلوا -এর ضمير بارز হবে। যথা– الرجال جاؤوا

قَوْلُهُ وَالنِّسَاءُ وَالْاَيَّامُ : অর্থাৎ যে ضمير টা نساء এবং ايام -এর ন্যায় جمع -এর দিকে ফিরে সেটা ও দু' অবস্থা হতে মুক্ত নয় হয়তো فعلت -এর ضمير হবে অথবা فعلن -এর ضمير হবে اَلنِّسَاءُ قَالَتْ ـ اَلنِّسَاءُ قُلْنَ এবং اَلْاَيَّامُ خَلَتْ ـ اَلْاَيَّامُ مَضَيْنَ ।

قَوْلُهُ الْمُثَنّٰى الخ : অর্থাৎ مثنى বা تثنيه বলা হয় যার শেষে الف বা ماقبل مفتوح يائے এবং كسره যুক্ত نون হয় আর এটা এ কথা বুঝানোর জন্য হয় যে, مفرد যেমন একক কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই এককের সাথে হুবহু আরেকটি একক যুক্ত হয়েছে। যথা– رجلان এটা تثنيه আর এটা বুঝাচ্ছে যে, رجل -এর সাথে আরো একজন رجل যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَالْمَقْصُوْرُ الخ : অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ اسم যার الف টা واو হতে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে। তাকে تثنيه বানানোর সময় الف -কে واو দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে। তবে শর্ত হলো ثلاثى থেকে হতে হবে। কেননা, اصل -এর মধ্যে واو ছিল। আর ثلاثى টা خفيف কাজেই خفت -এর কারণে واو -কে ফিরিয়ে আনায় কাঠিন্যতার সৃষ্টি হবে না, যথা عصوان হতে عصى ।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَبِالْيَاءِ الخ : আর যদি সেটা ثلاثى থেকে না হয় তবে তার الف টা يا দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে। যথা– اعيان হতে اعشى অথবা واو হতে পরিবর্তিত। যথা ملهى হতে ملهيان অথবা কোনো জিনিস হতে পরিবর্তিত নয় যথা– حباريان হতে حبارى অথবা ثلاثى ঠিকই কিন্তু তার الف টা يا হতে পরিবর্তিত যথা– رحى হতে رحيان অথবা কোনো কিছু হতে পরিবর্তিত নয়। যথা– فتى হতে فتيان তখন এই সকল সুরতে الف -কে يا দ্বারা পরিবর্তন করে দিবে। যা উপমার মাধ্যমে প্রতীয়মান হলো।

قَوْلُهُ الْمَمْدُوْدُ الخ : অর্থাৎ যদি اسم -এর শেষে الف ممدوده হয় তখন تثنيه বানানোর সময় همزه বিদ্যমান থাকবে শর্ত হচ্ছে همزه টা اصلى হতে হবে। কেননা, اصل টা বিদ্যমান থাকাকে কামনা করে। যথা– قراء হতে قران আর যদি همزه টা تانيث -এর জন্য হয়ে থাকে তবে تثنيه বানানোর সময় واو দ্বারা পরিবর্তন করা হবে। কেননা, ثقالت -এর ক্ষেত্রে واو টা همزه -এর নিকটবর্তী যথা– حمراء হতে حمراوان ।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَالْوَجْهَانِ الخ : অর্থাৎ আর যখন همزه টা اصلى ও হয় না ثانيث -এর জন্যও নয় তখন তাতে দু' সুরত বৈধ। همزه -কে অবশিষ্ট রাখা এবং واو দ্বারা পরিবর্তন করাও বৈধ যথা– كساءان এবং كساوان ।

তরকীব : وهو হচ্ছে مبتدأ যা المؤنث -এর দিকে ফিরেছে। حقيقى হচ্ছে খবর আর لفظى হচ্ছে حقيقى আর ظرف হচ্ছে بازائه আর موصوفة বা موصولة হচ্ছে ما আর مبتدأ হচ্ছে فالحقيقى -এর উপর আতফ হচ্ছে ذكر আর صفت -এর ذكر বা متعلق -এর সাথে مقدر হচ্ছে فى الحيوان আর مقدم টা خبر যার مبتدأ বা এমন فاعل উহার খবর হলো। আর বাক্যটি ما -এর صله বা صفت হয়েছে। এখন موصول এবং صله বা موصوف এবং صفت মিলে উহার خبر হলো। مبتدأ محذوف আর والمؤنث الحقيقى الاسم الذى او اسم يكون بازاء ذالك الاسم ذكر فى الحيوان তখন অর্থ হবে

الفعل হচ্ছে فعل شرط আর اسند হচ্ছে حرف شرط আর اذا হচ্ছে عطف হয়েছে। টা তার উপর ناقه আর خبر -এর المؤنث -এর দিকে ফিরেছে। ضمير টা اليه -এর আর متعلق হচ্ছে তার সাথে اليه আর مفعول مالم يسم فاعله فهو بالتاء হচ্ছে مبتدأ محذوف -এর خبر আর পূর্ণ বাক্য شرط -এর جزاء হবে। এর মূল ইবারত এরূপ হবে فالتاء مبتدأ টা حكم আর متعلق উহার সাথে فى ظاهر غير الحقيقى مبتدأ হচ্ছে انت আর اى الفعل ملتصق بالتاء مضاف যা ظرف টা غير আর الجمع -এর দিকে। আর ظاهر টা مضاف হয়েছে আর ظاهر -এর দিকে مضاف হয়েছে যা আর صفت হয়েছে। আর الجمع -এর صفت আর পূর্ণ বাক্য المذكر -এর صفت হচ্ছে السالم। المذكر السالم -এর দিকে। হয়েছে مضاف হয়েছে টা ظاهر আর مضاف হয়েছে। আর ظاهر -এর দিকে مضاف হয়েছে যা خبر তার এটা وحكم আর مفعول مطلق টা مطلقا العالين -এর দিকে مبتدأ যা ضمير হচ্ছে আর ضمير مضاف হয়েছে। আর الحقيقى -এর দিকে مضاف হয়েছে টা غير আর দিকে -এর غير مضاف হয়েছে। فعلت হচ্ছে তার خبر আর وفعلوا তার উপর عطف হয়েছে।

এটা اخره আর فعل হচ্ছে لحق আর موصوفه বা موصوله হচ্ছে ما এবং مبتدأ টা : قَوْلُهٗ وَالْمُثَنَّى الخ ما -এর দিকে ضمير টা اخره -এর আর فى اخره অর্থাৎ ظرف -এর ভিত্তিতে অথবা باخره অর্থাৎ منصوب بنزع الخافض ফিরেছে। আর الف হচ্ছে তার فاعل আর يا হলো তার উপর عطف আর يا টা مفتوح -এর صفت হয়েছে। আর ما হলো موصوله আর قبلها তার صله আর قبلها -এর ها টি يا -এর দিকে ফিরেছে আর موصول তার صله -কে নিয়ে صفت হচ্ছে لبدل আর مكسورة টা نون -এর صفت আর الف টা نون আর عطف হয়েছে। الف -এর উপর مفعول مالم يسم فاعله على। আর এটা لحق -এর সাথে متعلق -এর উহ্য ضمير হচ্ছে তার فاعل যা الف এবং يا -এর দিকে ফিরেছে। فعل হচ্ছে من جنسه আর اسم তার مثله হলো আর خبر তার معه হলো حرف مشبه بالفعل আর ان হলো حرف جار টা اسم এবং ان তার আর ফিরেছে। -এর দিকে ها তিনটি ضمير (ه) -এর جنسه এবং معه ـ مثله আর بيان -এর مثله -এর ما আর পূর্ণ বাক্যটি متعلق -এর সাথে لبدل মিলে مجرور ও جار আর। -এর على হলো مجرور -কে নিয়ে خبر ان আর مبتدأ হচ্ছে فالمقصور। উহার খবর -কে নিয়ে صفت তার موصوف বা صله তার موصول আর صفت বা صله হচ্ছে حرف شرط আর كان হলো فعل شرط ـ الفه তার اسم আর عن واو টা مقدر -এর সাথে متعلق হয়ে كان -এর وهو মবদله عن واو আর مبتدأ যা المقصور -এর দিকে ফিরেছে। ثلاثى হলো তার خبر আর পূর্ণ خبر অর্থাৎ وهو مبدله عن واو আর مبتدأ যা المقصور -এর দিকে ফিরেছে। ثلاثى হলো তার خبر আর পূর্ণ খবর হতে حال হয়েছে অথবা الفه -এর ضمير হতে حال হয়েছে। আর حال কখনো جمله হয় যেমন আল্লাহর বাণী واتبع ملة ابراهيم حنيفا। আর قلبت واوا এটা جمله فعليه হয়ে جزاء হয়েছে মিলে خبر হলো المقصور - مبتدأ এর। والا فباليا এটা جمله شرطيه ; এর আলোচনা পূর্বে والممدود ان আর ان لايكن الفه بدلا عن واو فبالياء معينة للابدال ثم اقتصر ইবারত হবে تقديرى। এর হয়েছে। عطف এর উপর جمله এর মতোই। এরপর পূর্বের والمقصور ان كانت الخ এর তরকীব كانت همزته اصلية تثبت والا। হবে عطف এর উপর ان كانت همزته -এর তরকীব হয়ে পূর্বের ন্যায় এটাও وان كانت للتانيث قلبت واوا হবে। ـ وَاِنْ لَايَكُنْ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فَفِيْهِ وَجْهَانِ এর মূল ইবারত হচ্ছে– এটার তরকীবও সুস্পষ্ট। فالوجهان

وَيُحْذَفُ نُوْنُهُ لِلْاِضَافَةِ وَحُذِفَتْ تَاءُ التَّانِيْثِ فِيْ خُصْيَانِ وَاَلْيَانِ اَلْمَجْمُوْعُ مَادَلَّ عَلٰى اٰحَادٍ مَقْصُوْدَةٍ بِحُرُوْفِ مُفْرَدِهٖ بِتَغْيِيْرٍ مَا فَنَحْوُ تَمْرٌ وَ رَكْبٌ لَيْسَ بِجَمْعٍ عَلَى الْاَصَحِّ وَنَحْوُ فُلْكٌ جَمْعٌ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَمُكَسَّرٌ وَالصَّحِيْحُ لِمُذَكَّرٍ وَلِمُؤَنَّثٍ فَالْمُذَكَّرُ مَا لَحِقَ اٰخِرَهٗ وَاوٌ مَضْمُوْمٌ مَاقَبْلَهَا اَوْ يَاءٌ مَكْسُوْرٌ مَاقَبْلَهَا وَنُوْنٌ مَفْتُوْحَةٌ لِيَدُلَّ عَلٰى اَنَّ مَعَهُ اَكْثَرُ مِنْهُ فَاِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ يَاءً قَبْلَهَا كَسْرَةٌ حُذِفَتْ مِثْلُ قَاضُوْنَ وَاِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ مَقْصُوْرًا حُذِفَتِ الْاَلِفُ وَبَقِىَ مَا قَبْلَهَا مَفْتُوْحًا مِثْلُ مُصْطَفَوْنَ وَشَرْطُهٗ اِنْ كَانَ اِسْمًا فَمُذَكَّرٌ عَلَمٌ يَعْقِلُ وَاِنْ كَانَ صِفَةً فَمُذَكَّرٌ يَعْقِلُ وَاَنْ لَّا يَكُوْنَ اَفْعَلُ فَعْلَاءُ مِثْلُ اَحْمَرُ حَمْرَاءُ وَلَا فَعْلَانُ فَعْلٰى نَحْوُ سَكْرَانُ سَكْرٰى ـ

অনুবাদ : এবং اضافت -এর কারণে تثنيه -এর نون -কে ফেলে দেওয়া হয়, আর اليان এবং خصيان শব্দ হতে تائے تانيث -কে ফেলে দেওয়া হয়। আর ঐ مجموع اسم -কে বলে যা এমন احفد এবং افراد -কে বুঝায় যা حروف مفرده -এর সাথে উদ্দেশ্য হয় কোনো ধরনের পরিবর্তনের দ্বারা। কাজেই تَمْرٌ এবং رَكْبٌ বিশুদ্ধ অভিমত অনুপাতে جمع বা বহুবচন নয়, আর فلك এটা جمع ; আর جمع টা দু'ভাগে বিভক্ত ১. صحيح ২. مكسر আর صحيح টা مذكر এবং مؤنث উভয়ের জন্যই হয়ে থাকে। কাজেই جمع صحيح مذكر এমন اسم -কে বলে যে, তার শেষে واو ماقبل مضموم বা يائے ماقبل مكسور এবং نون مفتوح সংযুক্ত হয়, যাতে করে তার সাথে আরো অতিরিক্ত রয়েছে তা বুঝায়। সুতরাং যদি তার শেষে يائے ما قبل مكسور হয় তবে সেই يا -কে حذف করে দেওয়া হবে, যথা– قَاضُوْنَ হতে ياء -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর যদি তার শেষের الف مقصوره হয়; তবে الف -কে حذف করে দেওয়া হবে এবং তার পূর্বাক্ষরে فتحه অবশিষ্ট থাকবে। যথা– مُصْطَفَوْنَ -এর واحد -এর মধ্যে الف مقصوره ছিল যা جمع -এর মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এর জন্য শর্ত হচ্ছে– যদি اسم হয় তবে مذكر ذى عقل -এর علم হতে হবে। আর যদি صفت হয় তবে مذكر ذى عقل হতে হবে। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এটা افعل فعلاء হতে পারবে না অর্থাৎ এরূপ اسم হতে পারবে না যার مؤنث টা فَعْلَاءُ -এর ওযনে আসে। যথা– اَحْمَرُ হতে حَمْرَاءُ এবং فَعْلَانُ হতে পারবে না যার مؤنث টা فَعْلٰى ওযনে আসে; যথা– سَكْرَانُ হতে سَكْرٰى।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَيُحْذَفُ نُوْنُهٗ لِلْاِضَافَةِ الخ : অর্থাৎ اضافت-এর সময় تثنيه -এর نون -কে ফেলে দেওয়া হয় কেননা, نون টা تمامى كلمه -এর উপর বুঝায়। আর اسم تام টা পরিবর্তন ব্যতীত مضاف হয় না।

قَوْلُهٗ حَذْفُ تَاءِ التَّانِيْثِ الخ : خصية এবং الية -এর تثنيه -এর ক্ষেত্রে تا টা পড়ে যায়। কেননা, خصيتين এবং التين -এর প্রত্যেকটির জন্য تثنيه লাযেম কাজেই উভয়টি كلمه একই كلمه -এর মতো হয়ে গেল। আর কায়দা হচ্ছে كلمه -এর মধ্যস্থানে علامت تانيث হয় না।

قَوْلُهٗ اَلْمَجْمُوْعُ مَا دَلَّ الخ : مجموع ঐ اسم -কে বলা হয় যা তার حروف مفرده -এর মধ্যে সামান্য পরিবর্তনের পর اجناس اسمائے -এর উপর দালালত করে উল্লিখিত تعريف -এর মধ্যে احاد مقصوده -এর قيد দ্বারা افراد مقصوده

قوم এবং اسمائے عدد এর قید দ্বারা حروف مفردہ -এর উপরও বুঝায়। এবং واحد -এর উপরও বুঝায়। এবং হয়ে গেছে। এ জন্য যে, উহা خارج হয়ে গেছে। এ জন্য যে, যদিও এটা احاد مقصودہ -এর উপর দালালত করে। কিন্তু এর مفرد এবং رهط ইত্যাদি খারিজ হয়ে গেছে। এ জন্য যে, যদিও এটা احاد مقصودہ -এর উপর দালালত করে। কিন্তু এর مفرد নেই। আর بتغيرها -এর قيد দ্বারা رَكْبٌ -এর ন্যায় শব্দ خارج হয়ে গেছে। কেননা, তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি।

قَوْلُهٗ فَنَحْوُ تَمَرٌ وَرَكْبٌ الخ : অর্থাৎ تمر এবং ركب -এর ন্যায় শব্দগুলো বিশুদ্ধ মতে جمع নয়; বরং تمر টা اسم جنس কেননা তাতে افراد مقصودہ নেই। যেমন স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তার اطلاق টা واحد -এর উপরও বৈধ। আর ركب এটা راكب -এর جمع নয়; বরং اسم جمع কেননা فاعل -এর جمع টা فعل ওযনের উপর مسموع নয়।

قَوْلُهٗ وَنَحْوُ فُلْكٌ الخ : অর্থাৎ فلك যদিও এর مفرد টাও فلك এজন্য جمع -এর পরিচয়ে تغير দ্বারা উদ্দেশ্য عام এটা تغير حقيقى ও হতে পারে আবার تغير حكمى ও হতে পারে। সুতরাং فلك -এর মধ্যে যদিও تغير حقيقى নেই কিন্তু تغير حكمى অবশ্যই আছে, কেননা مفرد -এর অবস্থায় তার ওযন قفل আর جمع -এর সুরতে তার ওযন اسد।

قَوْلُهٗ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَمُكَسَّرٌ الخ : অর্থাৎ جمع দু'টি সুরত রয়েছে ১. جمع صحيح ২. جمع مكسر

جمع صحيح বলা হয় যার واحد -এর ওযন جمع -এর মধ্যে ঠিক থাকে। আর جمع مكسر বলা হয় যার واحد -এর ওযন তার جمع -এর মধ্যে ঠিক থাকে না। আবার جمع صحيح টা দু'প্রকার– ১. جمع صحيح مذكر
২. جمع صحيح مونث

قَوْلُهٗ فَالْمُذَكَّرُ الخ : جمع صحيح مذكر ঐ اسم -কে বলা হয়– যার مفرد -এর শেষে واو ماقبل مضموم হয় অথবা يائے ماقبل مكسور এবং نون فتحه যুক্ত সংযুক্ত হয় যাতে করে مفرد -এর আরো অনেক مفرد রয়েছে তা বুঝায়। যথা– مسلمون এটা বুঝাচ্ছে যে, একজন মুসলমানের সাথে একাধিক মুসলমানও রয়েছে।

قَوْلُهٗ فَإِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ يَاءً الخ : অর্থাৎ যদি صحيح -এর مفرد -এর শেষে يائے ماقبل مكسور হয় তবে جمع বানানোর সময় ঐ يا টা পড়ে যাবে। যথা– قاضون যা মূলত: قاضيون ছিল صرفى تعليل -এর কারণে يا টা পড়ে গেছে ফলে قاضون হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَإِنْ كَانَ اٰخِرُهٗ مَقْصُوْرًا الخ : অর্থাৎ যদি جمع صحيح -এর مفرد -এর শেষে الف مقصورہ হয় তবে جمع -এর ক্ষেত্রে ঐ الف টা التقائے ساكنين -এর কারণে পড়ে যাবে। যথা– مُصْطَفَوْنَ যা মূলত مُصْطَفَيُوْنَ ছিল, يا টা তার পূর্বাক্ষরে مفتوح হওয়ার ফলে الف -এ রূপান্তরিত হয়েছে এবং দু' সাকিন একত্রিত হওয়ায় الف টা পড়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَشَرْطُهٗ إِنْ كَانَ اِسْمًا الخ : অর্থাৎ جمع مذكر صحيح -এর জন্য শর্ত হচ্ছে– যদি তা اسم হয় তবে مركب ذوى العقول -এর علم হতে হবে। আর مذكر দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে تائےمذكوره এবং تائے مقدره মুক্ত হওয়া, যাতে করে طلحة এবং عين জাতীয় শব্দ তা হতে বের হয়ে যায়। কেননা, এদের جمع سالم আসেনা। আর এই শর্ত লাগানোর কারণ হচ্ছে যে, এই جمع টা সকল جمع -এর মধ্যে সর্বোত্তম বা اشرف, আর مذكر عاقل ও সর্বোত্তম। কাজেই সর্বোত্তমের সাথে সর্বোত্তমকে রাখা হবে যাতে করে تناسب বাকি থাকে।

قَوْلُهٗ وَإِنْ كَانَ صِفَةً الخ : অর্থাৎ যখন اسم مذكور টা صفت হয় যথা اسم فاعل۔ اسم مفعول ইত্যাদি তবে তার جمع صحيح -এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে– **এক**. তা مذكر عاقل হতে হবে। এর কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। **দুই**. ঐ اسم টা ঐ فعل -এর صفت -এর ওযনে হতে পারবে না যার مؤنث টা فعلاء -এর ওযনে আসে। যথা– احمر ۔ حمراء এ কারণে যে, ঐ افعل -এর جمع ও ঐ একই ওযনে আসে যার مؤنث টা فعلى হয়। কাজেই যদি افعل ۔ فعلاء -এর جمع ও যদি ঐ ওযনে আসে তবে উভয় فعل -এর মধ্যে التباس সৃষ্টি হয়ে যাবে, আর কেউ বলে যে, এর বিপরীত কেন হলো না? এভাবে যে, افعل টা فعلاء -এর جمع টা جمع سالم আসে এবং افعل যা اسم تفضيل -এর جمع আসে না। এর উত্তর হচ্ছে– اسم تفضيل -এর মধ্যে صفت -এর অর্থ বেশি কাজেই ঐটা اقوى এবং اشرف তাই তার جمع টাও اشرف الجموع হওয়া উচিত। আর তা হচ্ছে جمع سالم ।

قَوْلُهُ وَلَا فَعْلَانُ فَعْلَى الخ : অর্থাৎ তৃতীয় শর্ত হচ্ছে– ঐ اسم صفت টা فعلان -এর ওযনে হতে পারবে না যার جمع টা فعلى -এর ওযনে আসে, যথা– سكران -এর مؤنث টা سكرى ওযনে আসে। কেননা, যদি ঐ فعلان -এর مؤنث টা واو এবং نون -এর সাথে আসে তবে তার মধ্যে এবং فعلان ـ فعلانة -এর মধ্যে التباس সৃষ্টি হয়ে যাবে। কাজেই التباس হতে বাঁচার জন্য فعلى فعلان -এর جمع টা واو এবং نون -এর সাথে আসবে না। যদি কেউ বলে এর বিপরীত কেন করলেন না? তবে উত্তর হচ্ছে– مذكر এবং مؤنث আসল পার্থক্য হচ্ছে– تا আর এটা فعلان ـ فعلانة -এর মধ্যে বিদ্যমান। কাজেই উহার جمع টা اشرف الجموع হওয়া উচিত এবং عدم عكس -এর جمع ও এটা হতে পারে যে, যদি ঐ فعلان -এর جمع টা واو -এর نون দ্বারা নেওয়া হয় যার مؤنث টা فعلى -এর ওজনে আসে তবে তার جمع টা الف এবং تا -এর সাথে নেওয়া আবশ্যক হবে। কেননা, এটা جمع تصحيح অথচ উহার مؤنث -এর جمع টা الف এবং تا -এর সাথে আসা আবশ্যক নয়।

তারকীব : وَتُحْذَفُ হচ্ছে فعل আর نونه হচ্ছে مفعول ما لم يسم فاعله আর এর (ه) ضمير টা المثنى -এর দিকে ফিরেছে। لاضافة এটা جار مجرور মিলে تحذف -এর সাথে متعلق হয়েছে। حذفت হচ্ছে فعل আর تاء হচ্ছে فاعله যা مفعول مالم يسم -এর দিকে مضاف হয়েছে। فى خصيان এটা حذفت -এর সাথে متعلق হয়েছে। خصيان -এর উপর عطف হয়েছে। আর المجموع হচ্ছে مبتدأ আর ما হচ্ছে موصوفه বা موصوله টা اليان হয়েছে। آর دل হচ্ছে فعل উহার উহ্য ضمير হচ্ছে فاعل যা ما -এর দিকে ফিরেছে على احاد এটা دل -এর সাথে متعلق হয়েছে। مقصودة এটা احاد -এর صفت আর بحروف مفردة এটা دل -এর সাথে متعلق আর بتغير এটাও دل -এর সাথে متعلق হয়েছে। আর ما টা تغير -এর صفت আর এই পূর্ণ বাক্যটা ما -এর صله বা صفت হবে। موصول এবং موصوف বা صله ও صفت মিলে خبر হয়েছে।

فنحو হচ্ছে مبتدأ যা تمر -এর দিকে مضاف হয়েছে। আর ركب এটা তার উপর عطف হয়েছে। ليس হলো اخوات كان -এর অন্তর্ভুক্ত মধ্যস্থ উহ্য ضمير হলো তার اسم যা تمر -এর দিকে ফিরেছে। بجمع হচ্ছে তার خبر আর على الاصح তার সাথে متعلق হয়েছে। نحو فلك جمع এটা مبتدأ এবং خبر আর وهو صحيح এটাও مبتدأ এবং هو صحيح আর مكسر এটা صحيح -এর উপর عطف হয়েছে। فالصحيح لمذكر ولمؤنث এটা তারকীবে خبر فالمذكر ما لحق اخره واو مضموم ماقبلها او ياء مكسور ماقبلها ونون مفتوحة -এর মতো। আর ومكسر المثنى ما لحق اخره الف وياء مفتوحة ما قبلها ونون ليدل على ان معه اكثر منه এটা তারকীবের ক্ষেত্রে مكسورة ليدل على ان معه مثله -এর মতো হবে।

فى اخره -এর খবর এবং كان -এর সাথে (نصب) اخره টা فعل আর شرط হলো كان আর حرف شرط হচ্ছে فان فاعل অথবা كسرة হলো তার قبلها আর ظرف হচ্ছে اسم আর ياء হলো তার ما -এর দিকে ফিরেছে। ضمير টা -এর فعل এর আর خبر এর খবরটা مقدم হয়েছে। আর قبلها -এর ضمير টা ياء -এর দিকে ফিরেছে। আর حذفت হলো مبتدأ উহ্য ضمير হলো فاعله مفعول مالم يسم যা ياء -এর দিকে ফিরেছে। আর পূর্ণ বাক্যটি شرط -এর جزاء হয়েছে। وان كان اخره مقصورا حذفت الالف -এর مبتدأ محذوف -এর خبر যা قاضون -এর দিকে مضاف হয়েছে। مثل টা الحروف التى তারকীব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। وبقى হলো فعل আর ما হলো موصول আর قبلها হলো তার صلة অর্থাৎ صله তার موصول আর حرف تثبت قبل الالف অর্থাৎ صفت তার قبلها আর موصوف টি ما অথবা ثبت قبل الالف বা موصوف তার صفت -কে নিয়ে উহার فاعل আর مفتوحا তার থেকে حال আর এই বাক্যটি حذفت الالف এর উপর عطف হয়েছে। আর مثل مصطفون এতে مثل قاضون -এর মতো তারকীব হবে। وشرطه হলো مبتدأ আর وان كان جمله টা يعقل হলো দ্বিতীয় খবর, علم আর خبر -এর مبتدأ محذوف হলে فمذكر আর جمله شرطيه হলো اسما فعليه হয়ে علم -এর صفت অর্থাৎ علم يعقل صاحب وان كان صفة فمذكر يعقل এটাও পূর্বের মতো তারকীব হবে। এরপর قوله ان كان اسما -এর উপর عطف হবে। وان لايكون হলো فعل তার উহ্য ضمير হলো فاعل আর افعل তার خبر যা فعلاء -এর দিকে مضاف হয়েছে।

وَلَا مُسْتَوِيًا فِيْهِ مَعَ الْمُؤَنَّثِ مِثْلُ جَرِيْحٌ وَصَبُوْرٌ وَلَا بِتَاءِ التَّانِيْثِ مِثْلُ عَلَّامَةٍ وَتُحْذَفُ نُوْنُهُ بِالْإِضَافَةِ وَقَدْ شَذَّ نَحْوُ سِنِيْنَ وَاَرَضِيْنَ اَلْمُؤَنَّثُ مَا لَحِقَ اٰخِرَهُ اَلِفٌ وَتَاءٌ وَشَرْطُهُ اِنْ كَانَ صِفَةً وَلَهُ مُذَكَّرٌ فَاَنْ يَّكُوْنَ مُذَكَّرُهُ بِالْوَاوِ وَالنُّوْنِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ مُذَكَّرٌ فَاَنْ لَّايَكُوْنَ مُجَرَّدًا كَحَائِضٍ وَاِلَّا جَمْعٌ مُطْلَقًا جَمْعُ التَّكْسِيْرِ مَا تَغَيَّرَ بِنَاءُ وَاحِدِهِ كَرِجَالٍ وَاَفْرَاسٍ جَمْعُ الْقِلَّةِ اَفْعُلٌ وَاَفْعَالٌ وَاَفْعِلَةٌ وَفِعْلَةٌ وَالصَّحِيْحُ وَمَا عَدَا ذَالِكَ جَمْعُ كَثْرَةٍ اَلْمَصْدَرُ اِسْمٌ لِلْحَدَثِ الْجَارِىْ عَلَى الْفِعْلِ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِىِّ الْمُجَرَّدِ سِمَاعٌ وَمِنْ غَيْرِهِ قِيَاسٌ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهِ مَاضِيًا وَغَيْرَهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا وَلَا يَتَقَدَّمُ مَعْمُوْلُهُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : আর এমন সীগাহও হতে পারবে না যার মধ্যে مذكر এবং مؤنث বরাবর। যথা– صَبُوْرٌ এবং جَرِيْحٌ আর تائے تانيث ও হতে পারবে না। যথা– عَلَّامَةٌ এবং তার نون টা اضافت -এর কারণে ফেলে দেওয়া যায়। তবে سِنِيْنَ এবং اَرَضِيْنَ টা شاذ -এর অন্তর্ভুক্ত। اسم مؤنث এমন اسم -কে বলে যার শেষে الف বা تا হবে। আর যদি তার شرط টা صفت হয় এবং তার জন্য مذكر থাকে এবং তার مذكر টা واو এবং نون -এর সাথে আসে। আর যদি তার مذكر না থাকে তবে শর্ত হলো তা مجرد হতে পারবে না। যথা– حَائِضٌ অন্যথায় مطلق جمع নেওয়া হবে। جمع تكسير এমন جمع -কে বলে যার واحد -এর وزن টা جمع -এর মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না। যথা– رجال এবং افراس আর جمع قلت -এর ওযন হচ্ছে اَفْعُلٌ ـ اَفْعَالٌ ـ فِعْلَةٌ এবং اَفْعِلَةٌ আর جمع تصحيح -এর দু' প্রকার এবং উল্লিখিত চারটি ওযন ছাড়া অন্য ওযনগুলো جمع كثرت -এর জন্য। مصدر এমন حدث -এর নাম যা فعل -এর উপর জারি হয়। আর ثلاثى مجرد হতে مصدر -এর ওযন গুলো سماعى আর غير ثلاثى مجرد হতে قياسى আর মাসদারটা مفعول مطلق না হলে স্বীয় فعل তথা ماضى ইত্যাদির ন্যায় আমল করে এবং তার معمول টা তার উপর مقدم হবে না।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَوِيًا فِيْهِ مَعَ الْمُؤَنَّثِ الخ : অর্থাৎ চতুর্থ শর্ত হচ্ছে ঐ اسم صفت টা এমন হতে পারবে না যাতে مذكر এবং مؤنث উভয়ই বরাবর। যথা– صبور ـ جريح কেননা যদি এ ধরনের اسم صفت -এর جمع -কে واو এবং نون -এর সাথে নেওয়া হলে তার اختصاص টা مذكر -এর সাথে লাযেম হবে অথচ তা مذكر -এর সাথে مختص নয়।

قَوْلُهُ وَلَا بِتَاءِ التَّانِيْثِ الخ : অর্থাৎ পঞ্চম শর্ত হচ্ছে– ঐ اسم صفت টা تائے تانيث -এর সাথে ملتبس হতে পারবে না। কেননা, تا বিশিষ্ট শব্দের جمع যদি واو এবং نون -এর সাথে নেওয়া হয় তবে দু'টি সুরত হবে হয়তো واو نون টা تا -এর পূর্বে হবে বা পরে হবে। প্রথম সুরতটি ممتنع কেননা এই সুরতে علامت تانيث টা অন্য কালিমায় হওয়া লাযেম আসে। আর দ্বিতীয় সুরতও ممتنع কেননা তখন علامت تانيث টা মধ্য কালিমায় হওয়া লাযিম আসে। আর এটা নাজায়েজ বা অবৈধ।

قَوْلُهٗ وَتُحْذَفُ نُوْنُ الْجَمْعِ الخ : অর্থাৎ اضافت -এর কারণে نون جمع -কে ফেলে দেওয়া হয়। যথা– مسلمو القوم এর কারণ تثنيه -এর কারণেই অনুরূপ।

قَوْلُهٗ وَقَدْ شَذَّ الخ : অর্থাৎ سنة (بالفتح) এবং راض -এর جمع -কে واو এবং نون দ্বারা নেওয়া شاذ কেননা প্রথমটা اسم غيرصفتى আর তাতে عقل এবং تذكير এবং علميت শর্ত নয়। এবং দ্বিতীয়টার একই অবস্থা। কাজেই سنين এবং ارضين উহাদের جمع টা شاذ ।

قَوْلُهٗ وَالْمُؤَنَّثُ مَا لَحِقَ اٰخِرَهٗ الخ : অর্থাৎ جمع مؤنث سالم বলা হয় যার مفرد -এর শেষে الف এবং تاء যুক্ত হয়। جمع مؤنث سالم -এর শর্ত যখন তার مفرد টা اسم صفت হবে এবং اسم مفرد টা مذكرও হবে এ জন্য যে, তার مذكر -এর جمع টা واو এবং نون দ্বারা নেওয়া হয় যাতে করে مزيد فرع -এর اصل -এর উপর লাযেম না আসে এবং যখন তার مفرد -এর مذكر না হয় তখন তার جمع مؤنث سالم বানানোর শর্ত হচ্ছে যে, ঐ শব্দটা تائے تانيث মুক্ত হতে পারবে না। যথা– حائض -এর جمع টা حائضات আসে না; বরং حَائِضَةٌ -এর جمع টা حَائِضَاتٌ আসে। কাজেই যদি حائض -এর جمع টাও حَائِضَاتٌ আসে, তবে التباس সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর এটা জানা যাবে না যে, حائضات টা কি حائضة -এর جمع না حَائِضٌ -এর جمع । এরপর حَائِضٌ এবং حَائِضَةٌ -এর মধ্যে لفظا পার্থক্য করা এজন্য জরুরি যে, এই উভয়টার মাঝে معنى পার্থক্য বিদ্যমান, কেননা حَائِضٌ প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাকে বলে অর্থাৎ যার মধ্যে حيض -এর صلاحيت থাকে তাকে বলে। আর حَائِضَةٌ ঐ মহিলাকে বলে যে বর্তমানে ঋতুগ্রস্ত বা حيض অবস্থায় রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَاِلَّا جُمِعَ مُطْلَقًا الخ : অর্থাৎ যদি ঐ اسم টা صفتى না হয় বরং اسم محض হয় তাহলে তখন কোনো শর্তের اعتبار ছাড়া الف এবং تاء -এর সাথে جمع নেওয়া হবে।

قَوْلُهٗ جَمْعُ التَّكْسِيْرِ الخ : অর্থাৎ جمع تكسير এমন جمع -কে বলে যাতে واحد -এর ওযন جمع -এর মধ্যে ঠিক থাকে না। যথা– رِجَالٌ যা رَجُلٌ -এর جمع এবং এর মধ্যে رجل -এর সুরত অবশিষ্ট নেই।

قَوْلُهٗ جَمْعُ الْقِلَّةِ الخ : অর্থাৎ جمع টা দু প্রকার– ১. جمع قلت ২. جمع كثرت আর جمع قلت বলা হয় যার اطلاق টা তিন হতে নিয়ে দশের মধ্যে হয়ে থাকে। جمع قلت -এর ওজনগুলো হলো– (১) اَفْعُلٌ যথা– اَكْلُبٌ (২) اَفْعَالٌ যথা– اَقْوَالٌ (৩) اَفْعِلَةٌ যথা– اَشْرِبَةٌ (৪) فِعْلَةٌ যথা– غِلْبَةٌ (৫) جمع مذكر سالم যথা– مُسْلِمُوْنَ (৬) جمع مؤنث سالم যথা– مُسْلِمَاتٌ ; মুসান্নেফ (র.) স্বীয় উক্তি والصحيح দ্বারা جمع صحيح -এর ওযন দু'টো যে, جمع قلت -এর অন্তর্ভুক্ততা বুঝিয়েছেন।

قَوْلُهٗ وَمَاعَدَا ذَالِكَ جَمْعُ كَثْرَةٍ الخ : অর্থাৎ উল্লেখিত ওযনগুলো ব্যতীত আর যত جمع আছে তা جمع كثرت এর অন্তর্ভুক্ত جمع كثرت বলা হয় যার اطلاق টা দশ হতে নিয়ে مالانهاية له তথা ততোধিককে বুঝায়।

قَوْلُهٗ اَلْمَصْدَرُ اِسْمٌ لِلْحَدَثِ الخ : অর্থাৎ মাসদার ঐ حدث -কে বলে যা তার فعل -এর اصل বা মূল এবং তার থেকে فعل বানানো হয়।

قَوْلُهٗ وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثِ الخ : অর্থাৎ ثلاثى مجرد -এর মাসদার ওযনগুলো سماعى হয়ে থাকে। আর مراح الارواح -এর মধ্যে রয়েছে যে, ইমাম সীবওয়াইহ্-এর নিকট ثلاثى مجرد এর ওযন সর্বমোট ৩২ টি।

قَوْلُهٗ وَمِنْ غَيْرِ قِيَاسٌ الخ : অর্থাৎ غير ثلاثى مجرد হতে মাসদারের ওযনগুলো قياسى হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهٖ الخ : অর্থাৎ مصدر টা স্বীয় فعل -এর মতোই আমল করে। কাজেই যদি মাসদারের فعل টা لازم হয় তবে فعل لازم -এর মতোই আমল করবে। আর যদি متعدى হয় তবে فعل متعدى -এর মতো আমল করবে। চাই مصدر টা ماضى -এর অর্থে হোক বা حال -এর অর্থে হোক বা استقبال -এর অর্থে হোক ইত্যাদি। এই

ব্যাখ্যা এ জন্য প্রদান করা হলো যে, যাতে করে কারো এই ধারণা না হয় যে, مصدر টা যদি ماضى -এর অর্থে হয় তবে আমল করবে না। যেমন- اسم فاعل এবং اسم مفعول টা ماضى -এর অর্থে হলে আমল করে না। আর مصدر টা এ কারণে ماضى অর্থে হয়েও আমল করবে যে, اسم فاعل এবং اسم مفعول টা مضارع -এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণেই আমল করে থাকে আর مصدر টা بالذات তথা নিজ হতেই আমল করে। কাজেই এর আমল করার জন্য حال বা استقبال -এর অর্থে হওয়া জরুরি নয়।

قَوْلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَفْعُوْلًا مُطْلَقًا الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত مصدر টা ঐ সময়ই আমল করবে যখন ঐ مصدر টা مفعول مطلق হয় এ জন্য যে, ঐ সময় فعل -এর আমল হয়ে থাকে مصدر -এর নয়। এই আলোচনা অচিরেই আসছে।

قَوْلُهُ وَلَايَتَقَدَّمُ مَعْمُوْلُهُ الخ : অর্থাৎ مصدر -এর معمول টা مصدر -এর উপর مقدم হবে না। কেননা, مصدر হচ্ছে عامل ضعيف আর ضعيف العمل টা معمول مقدم -এর উপর আমল করে না। কাজেই اعجبنى عمروا ضرب زيد বলা বৈধ হবে না।

তারকীব : وَلَا مُسْتَوِيًا فِيْهِ এটা তার উপর عطف হয়েছে। مع المؤنث টা مستويا -এর সাথে متعلق হয়েছে। مثل جريح وصبور -এর তারকীব সুস্পষ্ট ولابتاء التانيث এটাও عطف হয়েছে। مثل علامة -এর তারকীবও সুস্পষ্ট। تحذف হচ্ছে فعل আর نونه টাও مركب اضافى হয়ে فاعل আর بالاضافة হচ্ছে متعلق আর وقد شر হলো مبتدا আর المؤنث হলো তার فاعل যা سنين এবং ارضين -এর দিকে مضاف হয়েছে। আর نحو হলো فعل আর له مذكر এটা তার خبر আর شرط হলো مبتدأ আর ان كان صفة এটা جمله شرطية আর مالحق اخره الف وتاء فان يكون مذكره ; وان كان للمؤنث مذكر অর্থ হচ্ছে عطف অথবা তার উপর جمله حاليه হতে اسم -এর كان এটা وان لم يكن له مذكر فان হয়েছে। خبر -এর সাথে মিলে جزائيه টা شرطيه এখন جمله جزائية এটা بالواو والنون وان لم يكن صفة - অর্থাৎ والا (দেখে নাও) পূর্বে এরূপ তারকীব রয়েছে جمله شرطية এটা لايكون مجردا كحائض جمع مطلقا এটা جمله شرطيه পূর্বের উপর عطف হয়েছে।

ما টা موصوله বা مضاف اليه আর التكسير টা مضاف হয়েছে التكسير -এর দিকে مبتدأ যা হচ্ছে جمع صفت বা صله আর পূর্ণ বাক্যটি واحد -এর দিকে ফিরেছে। আর بناء হলো فاعل যা فعل আর تغير হলো موصوفه আর موصوف এবং صفت বা صله এবং موصول মিলে خبر হয়েছে। كرجال হলে محذوف مبتدأ -এর খবর। আর فعلة এবং افعال ـ افعلة আর خبر হলো افعل আর مبتدأ হলো جمع القلة আর । عطف হলো তার উপর افراس হলো عطف আর الصحيح হলো مبتدأ আর ما হলো موصوله আর عدا হলো مضاف ظرف যা ما -এর صله হয়েছে। وجمع كثرة হলো তার الصحيح -এর উপর عطف হয়েছে। صله এবং موصول মিলে مضاف اليه আর ذالك হলো على الفعل আর صفت -এর حدث হলো الجارى আর خبر হলো اسم للحدث আর مبتدأ হলো المصدر আর خبر صفت -এর الثلاثى হলো المجرد আর بيان হলো তার من الثلاثى আর مبتدأ হলো وهو আর متعلق। তার সাথে ومن غيره قياس এটা তার উপর عطف হয়েছে। আর يعمل হলো فعل এর মধ্যস্থ উহ্য ضمير হলো তার فاعل যা مصدر -এর দিকে ফিরেছে। عمل হলো مفعول مطلق যা فعله -এর দিকে مضاف হয়েছে। আর فعله -এর ه টা مصدر -এর দিকে ফিরেছে। আর ماضيا হলো فعله হতে حال এবং غيره টা তার উপর عطف হয়েছে। واذا এটা শুধু ظرفيه -এর জন্য। আর এর عامل হলো يعمل অথবা شرطية হবে। আর جواب شرط টা উহ্য রয়েছে। আর لم يكن টা فعل আর তাতে উহ্য ضمير হলো اسم যা مصدر -এর দিকে ফিরেছে। مفعولا হলো তার خبر আর مطلقا হলো তার صفت আর বাক্যটা اضافت -এর কারণে جر -এর স্থানে রয়েছে। ولايتقدم হলো فعل আর معموله হলো তার فاعل এবং معموله -এর ضمير টা এবং عليه -এর ضمير টা المصدر -এর দিকে ফিরেছে। আর পূর্ণ বাক্যটি পূর্বের বাক্যের উপর عطف হয়েছে।

وَلَايُضْمَرُ فِيْهِ وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ الْفَاعِلِ وَيَجُوْزُ اِضَافَتُهُ اِلَى الْفَاعِلِ وَقَدْ يُضَافُ اِلَى الْمَفْعُوْلِ وَاِعْمَالُهُ بِاللَّامِ قَلِيْلٌ فَاِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَالْعَمَلُ لِلْفِعْلِ وَاِنْ كَانَ بَدَلًا مِنْهُ فَوَجْهَانِ اِسْمُ الْفَاعِلِ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ قَامَ بِهٖ بِمَعْنَى الْحَدَثِ ـ

অনুবাদ : আর এর মধ্যে فاعل -এর ضمير উহ্য থাকে না এবং মাসদারের فاعل -এর উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন। তবে মাসদারের اضافت ফায়েল দিকে এবং কখনো مفعول -এর দিকে করা বৈধ। আর لام -এর সাথে মাসদারের আমল স্বল্প হয়ে থাকে। কাজেই যদি মাসদারটি مفعول مطلق হয় তবে আমল فعل -এর জন্যই হবে। আর যদি মাসদারটি مفعول مطلق -এর পরিবর্তে হয় তবে তাতে উভয় সুরত বৈধ। اسم فاعل এমন اسم যা এমন فعل হতে নির্গত যে فعل টা حدث -এর অর্থে হয়ে ঐ اسم দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَلَايُضْمَرُ فِيْهِ : মাসদারের মধ্যে فاعل -এর ضمير এ জন্য উহ্য হয় না যে, যদি مصدر مفرد -এর মধ্যে فاعل -এর ضمير হয় তাহলে مفرد -এর কেয়াস করে উহার تثنيه এবং جمع -এর মধ্যেও ضمير মানতে হবে। আর তখন تثنيه এবং جمع এর মধ্যে দু'টি تثنيه এবং جمع হওয়া জরুরি হবে। একটি فاعل -এর জন্য আর অপরটি মাসদারের জন্য। এ কারণে যে, মাসদারটি نفس ذات -এর হিসেবে تثنيه ও جمع হয়, فعل এর বিপরীত। فعل -এর মধ্যে এ কারণে ضمير নেওয়া বৈধ যে, উহার মধ্যে فاعل -এর হিসেবে تثنيه এবং جمع নেওয়া হয়; فعل হিসেবে নয়।

وَلَا يَلْزَمُ ذِكْرُ الْفَاعِل : মাসদারের মধ্যে এ কারণে فاعل -এর উল্লেখ জরুরি নয় যে, মাসদারের تصور ফায়েলের উপর موقوف নয়। এটা ব্যতীত যদিও মাসদারের মধ্যে فاعل -এর উল্লেখ জরুরি হয় তবে যখন পূর্বে গায়েবের আলোচনা হবে তখন মাসদারের মধ্যে غائب -এর ضمير উহ্য মানা অপরিহার্য হয়ে পড়বে যেমনটি فعل -এর মধ্যে হয়ে থাকে। অথচ মাসদারের মধ্যে ضمير -কে উহ্য মানা অসম্ভব।

قَوْلُهُ وَاِعْمَالُهُ بِاللَّامِ قَلِيْلٌ الخ : অর্থাৎ لام -এর সাথে মাসদারের আমল স্বল্প পরিমাণে হয়ে থাকে। এর কারণ হচ্ছে– প্রকৃতপক্ষে মাসদার ঐ فعل এরই হয়ে থাকে যে, فعل টা তার সাথে থাকে এবং ان -এর সাথে সম্পৃক্ত فعل -এর উপর لام تعريف হওয়া অবৈধ। কাজেই مصدر مؤول به -এর উপরও لام হওয়া অনুচিত। কিন্তু যেহেতু মাসদারটা عامل بالذات হয় এ জন্য এর উপর لام تعريف টি برسبيل قلت বা স্বল্প পরিমাণে ব্যবহার বৈধ شي এবং مؤول بالشي -এর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য। কাজেই الف ولام মাসদারের উপর প্রয়োগ বৈধ। কিন্তু ان যুক্ত فعل -এর সাথে বৈধ নয়। যেমন, কবি বলেন– ضَعِيْفُ النِّكَايَةِ اَعْدَائَهُ بِحَالِ الْفِرَاءِ يُرَاضِى الْاَجَلِ

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ مُطْلَقًا الخ : অর্থাৎ মাসদারটা مفعول مطلق হলে আমল শুধুমাত্র فعل -এর জন্যই হবে। কেননা, মাসদারটা بتقدير فعل بان -এর আমল করে এবং تقدير مفعول مطلق -এর ان -এর সাথে বৈধ নয়। যেমন ضَرَبْتُ ضَرْبًا -এর ক্ষেত্রে ضَرَبْتُ اَنْ ضَرَبْتَ বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَدَلًا مِنْهُ الخ : যদি فعل টি উহ্য থাকে এবং مفعول مطلق টি উহার স্থলাভিষিক্ত হয়, তবে তখন দু সুরত বৈধ। **এক.** فعل কে আমল দিবে। কেননা উহা আসল। **দুই.** مفعول مطلق -কে আমল দিবে, কেননা উহা فعل -এর স্থলাভিষিক্ত। অতঃপর مفعول مطلق-এর আমল দেওয়ার ক্ষেত্রে দু' সুরত। কেউ কেউ বলেন, উহা فعل -এর প্রতিনিধি হয়ে আমল করবে। আর কেউ কেউ বলেন, بالاصالة এবং بالاستقلال উহার আমল হবে। কেননা, সে সময় উহা فعل -এর মতোই ; بتاويل فعل নয়।

قَوْلُهُ اِسْمُ الْفَاعِلِ الخ : ঐ اسم فاعل ঐ اسم যা فعل তথা মাসদার হতে ঐ ذات -এর জন্য مشتق হয় যার সাথে এই اسم এবং اسم مفعول দ্বারা قيد -এর لمن قام به এখানে। প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিতে -এর تجدد এবং حدوث টি فعل হতে পৃথক করা হয়েছে এবং بِمَعْنَى الْحُدُوْثِ -এর قيد দ্বারা صفت مشبه -কে পৃথক করা হয়েছে। -কে اسم فاعل -কে تفضيل

ثلاثى مجرد হতে اسم فاعل -এর সীগাহ فاعل -এর ওজনে ব্যবহৃত হয় আর غير ثلاثى مجرد হতে প্রত্যেক বাবের مضارع -এর ওজনে ব্যবহৃত হয়। তবে غير ثلاثى مجرد হতে اسم فاعل -এর সীগাহ -এর ক্ষেত্রে علامت مضارع -এর স্থানে পেশযুক্ত মীম হবে এবং শেষ অক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের (كسر) হবে এবং শেষ অক্ষরে ضمه বা পেশযুক্ত تنوين হবে।

তারকীব : وَلَايُضْمَرُ হচ্ছে- مضارع مجهول -এর ضمير হচ্ছে- مفعول مالم يسم فاعله আর فيه হচ্ছে اضافته , فعل ويجوز হচ্ছে فاعل আর مركب اضافى হয়ে ذكر الفاعل হচ্ছে فعل আর ولايلزم হচ্ছে متعلق ضمير উহার فعل مجهول হচ্ছে يضاف আর حرف تقليل হচ্ছে قد ; متعلق হচ্ছে الى الفاعل আর فاعل হচ্ছে قليل আর مبتدأ হচ্ছে واعماله باللام ; متعلق হচ্ছে الى المفعول আর مفعول مالم يسم فاعله হচ্ছে فعل اشتق হচ্ছে موصوف আর اسم موصول অথবা ما হচ্ছে مبتدأ আর مركب اضافى হয়ে اسم الفاعل হচ্ছে خبر - جار টা ولمن قام আর متعلق হচ্ছে من فعل আর مفعول مالم يسم فاعله হচ্ছে ضمير উহ্য উহার আর مجهول متعلق আর متعلق হচ্ছে به আর متعلق مقدم মিলে مجرور এবং مقدر -এর সাথে بمعنى الحدوث হচ্ছে متعلق আর صله বা ما -এর এই পূর্ণ বাক্যটি حال আর كون ذالك المشتق ملصقا অর্থ হবে حال হতে ضمير উহ্য -এর اشتق এটা صفت এরপর صله ও موصول বা موصوف ও صفت মিলে خبر হয়েছে مبتدأ -এর।

وَصِيْغَتُهُ مِنَ الثُّلَاثِى الْمُجَرَّدِ عَلٰى فَاعِلٍ وَمِنْ غَيْرِه عَلٰى صِيْغَتِهِ الْمُضَارِعِ بِمِيْمٍ مَضْمُوْمَةٍ وَكَسْرِ مَاقَبْلَ الْاٰخِرِ كَمُدْخِلٌ وَمُسْتَغْفِرٌ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِه بِشَرْطِ مَعْنَى الْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ وَالْاِعْتِمَادِ عَلٰى صَاحِبِه اَوِ الْهَمْزَةِ اَوْ مَا فَاِنْ كَانَ لِلْمَاضِىْ وَجَبَتِ الْاِضَافَةُ مَعْنًى خِلَافًا لِلْكِسَائِىْ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُوْلٌ اٰخَرَ فَبِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ نَحْوُ زَيْدٌ مُعْطِى عَمْرًوا دِرْهَمًا اَمْسِ ـ

অনুবাদ : এবং ثلاثى مجرد হতে এর সীগাহ فاعل -এর ওযনে হবে। আর غير ثلاثى مجرد হতে مضارع -এর সীগাহের অনুপাতে হবে। তবে প্রথমে ميم مضموم (পেশযুক্ত মীম) এবং শেষ অক্ষরের পূর্বাক্ষরে كسره হবে। যথা– مُدْخِلٌ - مُسْتَغْفِرٌ এবং اسم فاعل টি তার فعل -এর ন্যায় আমল করবে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, এটা তখন حال বা استقبال -এর অর্থে হবে এবং তার صاحب [মুবতাদা বা موصوف বা মাওসূল বা ذوالحال-] এর উপর টেক লাগাবে অথবা همزه বা ما -এর উপর اعتماد করবে। যদি ঐ اسم فاعل টা ماضى -এর অর্থে হয় তবে এর জন্য معنى ইযাফত হওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে কেসায়ী নাহবী দ্বিমত পোষণ করেছেন। যদি ماضى অর্থে ব্যবহৃত اسم فاعل -এর জন্য অন্য কোনো معمول থাকে তখন ঐ معمول -এর نصب টা مقدر -এর কারণে হবে। যথা– زَيْدٌ مُعْطِى عَمْرًوا دِرْهَمًا اَمْسِ -এর মধ্যে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَيَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِه : অর্থাৎ اسم فاعل টি তার فعل -এর ন্যায় আমল করবে فعل টি لازم হোক বা متعدى হোক। তবে এই আমল করার শর্ত হচ্ছে যে, তখন اسم فاعل টা حال বা استقبال -এর অর্থে হতে হবে। কেননা, اسم فاعل টা فعل مضارع -এর সাথে صورة বা معنى সামঞ্জস্য রাখার কারণেই আমল করে থাকে। কাজেই অর্থের ক্ষেত্রে حال বা استقبال -এর অর্থে হওয়া জরুরি হলো যাতে করে مضارع -এর সাথে معنوى সামঞ্জস্যও পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَالْاِعْتِمَادُ عَلٰى صَاحِبِه الخ : এটা اسم فاعل -এর আমল করার দ্বিতীয় শর্ত -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– اسم فاعل টা স্বীয় সাথী তথা مبتدا বা موصوف বা موصول বা ذو الحال এর উপর টেক লাগাবে। কেননা এটা عامل ضعيف কাজেই اعتماد -কে চায়।

قَوْلُهُ اَوِ الْهَمْزَةُ اَوْ مَا الخ : অর্থাৎ اسم فاعل টা স্বীয় সাথীদের উপর اعتماد রাখবে অথবা همزه استفهام বা مانے ناقيه -এর উপর যথা দ্বিতীয় প্রকার مبتدأ -এর মধ্যে হয়ে থাকে যেমন– اقائم زيد

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ لِلْمَاضِىْ الخ : অর্থাৎ যদি اسم فاعل টা ماضى -এর অর্থে হয় তবে اضافت معنوى ওয়াজিব হবে। আর সেটা আমল কররবে না। কেননা, উহার আমল করার শর্ত [حال বা استقبال -এর অর্থে হওয়া] পাওয়া যায়নি। তবে কেসায়ী এর বিরোধিতা করে বলেন যে, اسم فاعل যদি ও ماضى -এর অর্থে হয় তবুও এর জন্য اضافت معنوى জরুরি নয়; বরং اسم فاعل টা চাই ماضى -এর অর্থে হোক বা مضارع -এর অর্থে হোক উভয় অবস্থাতেই আমল করবে। আর যদিও ইযাফত করে তবে তা اضافت لفظى হবে।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانَ لَهُ مَعْمُوْلٌ اٰخَرَ الخ : অর্থাৎ যদি اسم فاعل -এর জন্য অন্য কোনো معمول থাকে যার দিকে اسم فاعل -কে ইযাফত করা হয়নি তখন তার معمول টা কোনো فعل مقدر -এর কারণে منصوب হবে, اسم فاعل -এর কারণে নয়। যথা– زَيْدٌ مُعْطِى عَمْرٍو دِرْهَمًا اَمْسِ আর এটা جمهور -এর অভিমত।

فَإِنْ دَخَلَتِ اللَّامُ اِسْتَوَى الْجَمِيْعُ وَمَا وُضِعَ مِنْهُ لِلْمُبَالَغَةِ كَضَرَّابٍ وَضَرُوْبٍ وَمِضْرَابٍ وَعَلِيْمٍ وَحَذِرٍ مِثْلُهُ وَالْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعُ مِثْلُهُ وَيَجُوْزُ حَذْفُ النُّوْنِ مَعَ الْعَمَلِ وَالتَّعْرِيْفِ تَخْفِيْفًا **اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ** مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ وَصِيْغَتُهُ مِنَ الثُّلَاثِىْ عَلٰى مَفْعُوْلٍ وَمِنْ غَيْرِهِ عَلٰى صِيْغَةِ الْفَاعِلِ بِفَتْحِ مَا قَبْلَ الْاٰخِرِ كَمُسْتَخْرَجٍ وَاَمْرُهُ فِى الْعَمَلِ وَالْاِشْتِرَاطِ كَاَمْرِ الْفَاعِلِ مِثْلُ زَيْدٌ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا ـ

অনুবাদ : যদি اسم فاعل -এর উপর الف ولام হয় তবে সকল অবস্থায়-ই সমান সমান হয়ে যাবে অর্থাৎ اسم فاعل টা الف ولام যুক্ত চাই مضارع -এর অর্থে হোক বা ماضى -এর অর্থে হোক সর্বাবস্থায়ই আমল করবে এবং যেই اسم فاعل -কে مبالغه -এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথা– ضَرَّابٌ ـ ضَرُوْبٌ ـ مِضْرَابٌ ـ عَلِيْمٌ ـ حَذِرٌ এগুলো আমল এবং শর্তে আমলের ক্ষেত্রে اسم فاعل -এর মতোই এবং اسم فاعل এবং مبالغه -এর جمع - تثنيه ও واحد -এর মতোই। এবং -কে نون -এর اسم فاعل -এর واحد ও جمع এবং تثنيه -এর مبالغه এবং اسم فاعل -এর ন্যায়ই আমল করে। আর عامل ও معرفه হলে حذف করা تخفيفا বৈধ। اسم مفعول এমন اسم -কে বলে যাকে ঐ ذات -এর জন্য মাসদার হতে বের করা হয়েছে যার উপর فعل টা পতিত হয়েছে। আর এটা ثلاثى مجرد হতে مفعول -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়। আর غير ثلاثى مجرد হতে غير ثلاثى مجرد -এর اسم فاعل এর সীগাহ্ এর ন্যায় হবে তবে উহার শেষ অক্ষরের পূর্বের অক্ষরে فتحه (যবর) হবে। আর আমল করা ও শর্ত পাওয়ার যাওয়ার ক্ষেত্রে উহার বিধান اسم فاعل -এর বিধানের মতোই; যথা– زَيْدٌ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَإِنْ دَخَلَتِ اللَّامُ الخ : অর্থাৎ যদি اسم فاعل -এর উপর الف لام হয় তবে উহা সর্বাবস্থায়-ই আমল করবে। চাই উহা مضارع -এর অর্থে হোক বা ماضى -এর অর্থে হোক। কেননা, الف ولام হচ্ছে اسم موصول আর اسم موصول -এর জন্য صله প্রয়োজ্য। আর صله সাধারণত جمله হয়ে থাকে। কাজেই মনে হয় যেন ঐ اسم فاعل নিজেই فعل হয়ে গেছে। কাজেই প্রত্যেকটি অর্থের মধ্যেই আমল করবে। যথা– مَرَرْتُ بِالضَّارِبِ اَبُوْهُ عَمْرًوا اَمْسِ ।

قَوْلُهُ مَا وُضِعَ مِنْهُ الخ : অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ اسم فاعل যাকে مبالغه -এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথা– ضروب ـ ضراب ইত্যাদিগুলো আমল করার ও আমলের শর্ত সমূহের ক্ষেত্রে اسم فاعل -এর মতোই।

قَوْلُهُ اَلْمُثَنّٰى وَالْمَجْمُوْعُ الخ : অর্থাৎ اسم فاعل এবং مبالغه -এর تثنيه ও جمع -এর সীগাহগুলো আমল ও শর্তে আমলের ক্ষেত্রে اسم فاعل -এর مفرد -এর সীগাহের মতোই।

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ حَذْفُ النُّوْنِ الخ : অর্থাৎ দু'টি শর্ত পাওয়া গেলে اسم فاعل -এর نون -কে ফেলে দেওয়া বৈধ। শর্ত দু'টি হচ্ছে– ১. উহা আমেল হবে ২. উহা معرفه হবে এবং এই ফেলে দেওয়া হবে تخفيف (সহজিকরণ) ও تقليل -এর জন্য। যথা– بِالْمُقِيْمِى الصَّلٰوةِ -এর কেরাতে صلوة -কে منصوب পড়া হবে। আর যখন اضافت করবে تطويل তখন نون -কে ফেলে দেওয়া (حذف করা) ওয়াজিব।

قَوْلُهُ اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ الخ : اسم مفعول এমন اسم -কে বলে যাকে মাসদার হতে ঐ ذات -এর জন্য তৈরি করা হয়েছে যার উপর فعل টা পতিত হয়। ثلاثى مجرد হতে اسم مفعول -এর সীগাহ্ مفعول-এর ওযনে আসে। আর غير ثلاثى مجرد হতে উহার সীগাহ্ ঐ বাবের اسم فاعل-এর মতো। তবে পার্থক্য হচ্ছে– اسم مفحول-এর সীগাহ্ গুলোর ক্ষেত্রে শেষ অক্ষরের পূর্বাক্ষর مفتوح হবে।

قَوْلُهُ وَاَمْرُهُ فِى الْعَمَلِ الخ : অর্থাৎ عمل نصب এবং اشتراط عمل -এর মধ্যে اسم مفعول -এর অবস্থা اسم فاعل -এর মতোই। সুতরাং اسم مفعول -এর আমলের জন্যও এই শর্ত হবে যে, অর্থের ক্ষেত্রে حال বা استقبال -এর অর্থে হতে হবে এবং উল্লিখিত আমরগুলো [مانے نافيه ، ذوالحال ، موصول ، موصوف ، مبتدأ همنره استفهام] এবং হতে কোনো একটির সাথে টেক লাগাতে [اعتماد করতে] হবে। আর যখন اسم مفعول টা معرف باللام হয় তখন ماضى -এর অর্থে হয়েও আমল করবে। যথা– زَيْدٌ مُعْطًى غُلَامُهُ دِرْهَمًا ।

اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لَازِمٍ لِمَنْ قَامَ بِهٖ عَلٰى مَعْنَى الثُّبُوْتِ وَصِيْغَتُهَا مُخَالِفَةٌ لِصِيْغَةِ الْفَاعِلِ عَلٰى حَسْبِ السِّمَاعِ كَحَسَنٍ وَصَعْبٍ وَشَدِيْدٍ وَتَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا مُطْلَقًا وَتَقْسِيْمُ مَسَائِلِهَا اَنْ تَكُوْنَ الصِّفَةُ بِاللَّامِ اَوْ مُجَرَّدَةً وَمَعْمُوْلُهَا مُضَافٌ اَوْ بِاللَّامِ اَوْ مُجَرَّدًا عَنْهُمَا ـ

অনুবাদ : صفت مشبه ঐ اسم যাকে فعل لازم তথা লাযেম মাসদার হতে ঐ সত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে যার জন্য ঐ فعل টা ثبوت -এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর উহার সীগাহগুলো اسم فاعل -এর সীগাহ গুলোর বিপরীত। আর ضفت مشبه -এর ওযনসমূহ سماع -এর উপর নির্ভরশীল যথা– حَسَنٌ ـ صَعْبٌ ـ شَدِيْدٌ এবং صفت مشبه কোনো শর্ত ছাড়াই মতলকভাবে স্বীয় فعل لازم -এর মতো আমল করে। صفت مشبه -এর اقسام -এর বণ্টন হচ্ছে– صفت مشبه হয়তো الف ولام -এর সাথে হবে অথবা الف ولام মুক্ত হবে এবং উহার معمول টা مضاف হবে অথবা الف ولام -এর সাথে হবে অথবা مضاف ও الف ولام মুক্ত হবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَلصِّفَةُ الْمُشَبَّهَةُ الخ : صفت مشبه এমন اسم যাকে فعل لازم তথা লাযেম মাসদার হতে এমন সত্তার জন্য তৈরি করা হয়েছে যার সাথে ঐ فعل টা ثبوت -এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এখানে عَلٰى مَعْنَى الثُّبُوْتِ বাক্যটি قام -এর সাথে متعلق হয়েছে এবং عَلٰى مَعْنَى الثُّبُوْتِ -এর قيد দ্বারা اسم فاعل বের হয়ে গেছে। কেননা, اسم فاعل -এর মধ্যে مَعْنَى حَدَثٌ বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ وَصِيْغَتُهَا مُخَالِفَةٌ الخ : অর্থাৎ صفت مشبه -এর وزن সমূহ سماعى হওয়ার কারণে صفت مشبه -এর সীগাহগুলো اسم فاعل -এর সীগাহ সমূহের বিপরীত হবে। যথা– حَسَنٌ ـ صَعْبٌ ـ شَدِيْدٌ এগুলোর মধ্যে একটি ও اسم فاعل -এর সীগাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে صفت مشبه এবং اسم فاعل -এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তিন ধরনের– (১) صفت مشبه টা صفت ثبوتى তথা دائمى হয়ে থাকে। আর اسم فاعل -এর মধ্যে حُدُوْثِىْ তথা عَارِضِىْ হয়ে থাকে। (২) صفت مشبه -এর সীগাহ্ سماعى আর اسم فاعل -এর সীগাহ্ قياسى হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا الخ : অর্থাৎ صفت مشبه টা حال (বর্তমান) استقبال (ভবিষ্যৎ) কালের শর্ত ব্যতীত স্বীয় فعل لازم -এর মতোই আমল করে। কেননা, এর মধ্যে ثبوت -এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে حدوث -এর অর্থ বিদ্যমান নেই যে, তাতে কোনো কালের اعتبار করা হবে।

قَوْلُهٗ تَقْسِيْمُ مَسَائِلِهَا الخ : অর্থাৎ صفت مشبه -এর اقسام -এর প্রকারভেদ হচ্ছে– صفت مشبه টা হয়তো مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ হবে বা الف لام যুক্ত হবে অথবা مُجَرَّدٌ عَنِ اللَّامِ তথা الف ولام মুক্ত হবে। আর এই উভয় সুরতে উহার معمول হয়তো উহার দিকে مضاف হবে বা مُعَرَّفٌ بِاللَّامِ হবে অথবা উহার معمول টা مضاف ও হবে না এবং معرف باللام ও হবে না। এখন তিন কে দুয়ের মধ্যে গুণ দিলে সর্ব মোট ছয়টি সুরত বের হয়ে আসবে যথা–

১. صفت مشبه টা معرف باللام হবে এবং উহার معمول টা مضاف হবে। যথা– اَلْحَسَنُ وَجْهُهٗ
২. صفت مشبه টা معرف باللام হবে এবং উহার معمول টা معرف باللام হবে। যথা– اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ
৩. صفت مشبه টা معرف بلام হবে এবং উহার معمول টা مضاف বা معرف باللام হবে না। যথা– اَلْحَسَنُ وَجْهٍ
৪. صفت مشبه টা معرف باللام হবে না এবং উহার معمول টা مضاف হবে। যথা– حَسَنٌ وَجْهُهٗ
৫. صفت مشبه টা معرف باللام হবে না এবং উহার معمول টা معرف باللام হবে। যথা– حَسَنُ الْوَجْهِ
৬. صفت مشبه টা معرف باللام হবে না এবং উহার معمول টা مضاف বা معرف باللام হবে না। যথা– حَسَنٌ وَجْهٍ

فَهٰذَا سِتَّةٌ وَالْمَعْمُولُ فِى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَرْفُوْعٌ وَمَنْصُوبٌ وَمَجْرُورٌ فَصَارَتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَالرَّفْعُ عَلَى الْفَاعِلِيَّةِ وَالنَّصْبُ عَلَى التَّشْبِيْهِ بِالْمَفْعُوْلِ فِى الْمَعْرِفَةِ وَعَلَى التَّمْيِيْزِ فِى النَّكِرَةِ وَالْجَرُّ عَلَى الْإِضَافَةِ وَتَفْصِيْلُهَا حَسَنٌ وَجْهُهُ ثَلٰثَةٌ وَكَذَالِكَ حَسَنُ الْوَجْهِ وَحَسَنٌ وَجْهًا اَلْحَسَنُ وَجْهُهُ اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ اَلْحَسَنُ وَجْهًا -

অনুবাদ : এই সর্বমোট ছয় সুরত হলো। এর মধ্যে আবার প্রত্যেকটার معمول হয়তো مرفوع হবে অথবা منصوب হবে অথবা مجرور হবে। এই হিসেবে صفت مشبه -এর সর্বমোট ১৮ সুরত হয়ে গেল। فاعل হওয়ার কারণে رفع হবে, আর معرفه -এর মধ্যে مفعول-এর সাথে تشبيه হওয়ার কারণে نصب হবে এবং نكره -এর মধ্যে تمييز হওয়ার কারণে نصب হবে। আর اضافت -এর কারণে جر হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে– حَسَنٌ وَجْهُهُ -এর মধ্যে তিন ই'রাব। এমনিভাবে حَسَنُ الْوَجْهِ এবং حَسَنٌ وَجْهًا এবং اَلْحَسَنُ وَجْهُهُ এবং اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ এবং اَلْحَسَنُ وَجْهًا -এর মধ্যেও তিন ই'রাব হবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَالْمَعْمُوْلُ فِى كُلِّ وَاحِدٍ الخ : অর্থাৎ এরপর দেখতে হবে যে, উক্ত ছয় প্রকারের মধ্য হতে صفت مشبه -এর معمول কোন ধরনের? مرفوع নাকি منصوب নাকি مجرور কাজেই সে সময় তিনকে ছয়ের মধ্যে গুণ করলে মোট ১৬ সুরত হবে।

قَوْلُهُ فَالرَّفْعُ ঃ অর্থাৎ صفت مشبه -এর معمول টা فاعل হওয়ার ভিত্তিতে رفع হবে এবং نصب হবে যখন উহার معمول টা معرفه হবে তখন مفعول -এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে مفعول হওয়ার ভিত্তিতে নয়। কারণ, فعل لازم তো مفعول কেই চায় না। আর যদি صفت مشبه -এর معمول টা نكره হয় তবে تمييز হওয়ার ভিত্তিতে نصب হবে; যথা– اَلْحَسَنُ الْوَجْهُ।

قَوْلُهُ حَسَنٌ وَجْهُهُ الخ : অর্থাৎ حَسَنٌ وَجْهُهُ -এর মধ্যে তিনটির সুরত রয়েছে–

১. صفت টা تنوين যুক্ত হবে আর وجهه টা فاعل হওয়ার ভিত্তিতে رفع হবে। ২. وجهه টা مفعول -এর সাথে تشبيه হওয়ার ভিত্তিতে نصب হবে। ৩. صفت টা تنوين মুক্ত হবে আর وجهه টা اضافت -এর ভিত্তিতে مجرور হবে।

قَوْلُهُ وَكَذَالِكَ حَسَنُ الْوَجْهِ : এমনিভাবে حَسَنُ الْوَجْهِ এবং حَسَنٌ وَجْهًا -এর মধ্যেও তিন তিনটি সুরত রয়েছে যা নিম্নের চিত্র হতে স্পষ্টতই ফুটে উঠবে।

صفت مشبه -এর প্রকারভেদ
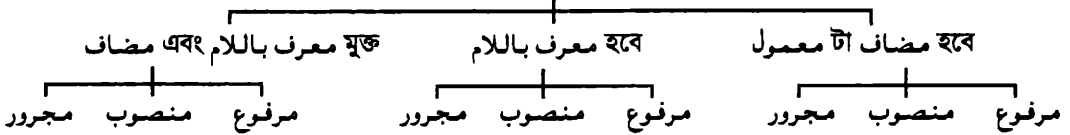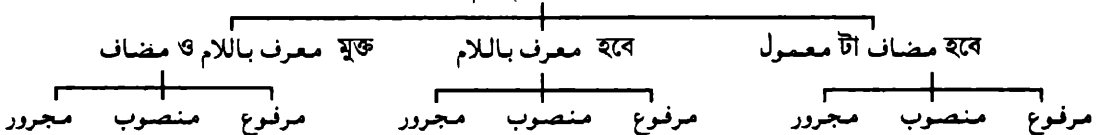
اِثْنَانِ مِنْهَا مُمْتَنِعَانِ مِثْلُ اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ اَلْحَسَنُ وَجْهٍ وَاخْتُلِفَ فِى حَسَنِ وَجْهِهِ وَالْبَوَاقِى مَاكَانَ فِيْهِ ضَمِيْرٌ وَاحِدٌ مِنْهَا اَحْسَنُ وَمَا كَانَ فِيْهِ ضَمِيْرَانِ حَسَنٌ وَمَا لَا ضَمِيْرَ فِيْهِ قَبِيْحٌ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا فَلَا ضَمِيْرَ فَهِىَ كَالْفِعْلِ وَاِلَّا فَفِيْهَا ضَمِيْرُ الْمَوْصُوْفِ فَتُوَنَّثُ وَتُثَنَّى وَتُجْمَعُ -

---

অনুবাদ : صفت مشبه -এর ১৮ টি ওযনের মধ্য হতে দু'টি ممتنع এবং محال তথা অসম্ভব। যথা– اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ এবং اَلْحَسَنُ وَجْهٍ আর حَسَنُ وَجْهِهِ -এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। এগুলো ছাড়া বাকি গুলোর মধ্য হতে যে গুলোতে একটি ضمير রয়েছে উহা اَحْسَنُ আর যার মধ্যে দু'টি ضمير রয়েছে উহা حسن আর যার মধ্যে ضمير নেই উহা কবীহ্। আর যখন সিফতকে رفع দিবে তখন তাতে কোনো ضمير হয় না। ফলে উহা فعل -এর মতো হবে। অন্যথায় উহার মধ্যে موصوف -এর ضمير হবে। কাজেই ঐ صفت مشبه টা مؤنث এবং تثنيه এবং جمع নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اِثْنَانِ مِنْهَا مُمْتَنِعَانِ الخ : অর্থাৎ উল্লিখিত প্রকার গুলোর মধ্যে দু'টি প্রকার ممتنع তথা অসম্ভব। একটি اَلْحَسَنُ وَجْهِهِ অর্থাৎ صيغه صفت টি معرف باللام হবে এবং স্বীয় معمول -এর দিকে مضاف হবে। কেননা, এটা تخفيف ছাড়া اضافت لفظى যথা– স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, حسن -এর تنوين টা الف ولام -এর কারণে চলে গেছে। কাজেই উল্লিখিত تركيب জায়েজ হবে না। দ্বিতীয়টি হচ্ছে– اَلْحَسَنُ وَجْهٍ অর্থাৎ সিফাত معرف باللام হয়ে স্বীয় معمول যা الف ولام মুক্ত এর দিকে اضافت হবে। এই تركيب টা ممتنع হওয়ার কারণ হচ্ছে যে, যদিও ঐ اضافت টা ضمير -এর حذف হওয়া এবং صفت -এর মধ্যে উহা উহ্য থাকার ফায়দা দেয়। কিন্তু তাতে نكره -এর দিকে معرف -এর اضافت হওয়ার কারণে উহা বৈধ হবে না। কেননা, উদ্দেশ্য হচ্ছে– معرفه -এর দিকে نكره -এর اضافت হওয়া। نكره -এর দিকে معرفه -এর اضافت হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ وَاخْتُلِفَ فِى حَسَنِ وَجْهِهِ الخ : অর্থাৎ যখন الف ولام মুক্ত সিফাতটি স্বীয় এমন معمول -এর দিকে مضاف হবে যা موصوف -এর দিকে مضاف হয়। তখন এ সুরতের ক্ষেত্রে মতবিরোধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এই তরকীব حسن صحيح কেননা اضافت -এর কারণে تنوين রহিত হওয়ার ফলে উহাতে تخفيف পাওয়া গিয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, এই সুরতটা قبيح কেননা প্রকৃত تخفيف হচ্ছে مضاف এবং مضاف اليه উভয় হতে تخفيف হওয়া আর এখানে مضاف اليه -এর মধ্যে تخفيف হয়নি।

قَوْلُهُ وَالْبَوَاقِى مَا كَانَ فِيْهِ الخ : অর্থাৎ صفت مشبه -এর ১৮ প্রকারের মধ্যে হতে উপরে তিন প্রকারের আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে দু'টি সুরত ممتنع আর একটি বিরোধপূর্ণ। বাকি ১৫ সুরতের মধ্যে যে সুরত গুলোতে একটি ضمير রয়েছে উহা احسن। কেননা উহার মধ্যে প্রয়োজন অনুপাতেই রয়েছে। আর যে সুরত গুলোতে ضمير দু'টি রয়েছে উহা حسن কেননা এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়েছে, যদিও তা مقصود -এর পরিপূরক।

قَوْلُهُ وَمَا لَا ضَمِيْرَ فِيْهِ الخ : অর্থাৎ উপরোক্ত পনেরটি সুরতের মধ্যে যে সুরত গুলোতে কোনোই ضمير নেই উহা قبيح কেননা ضمير না থাকার কারণে উদ্দেশ্য নস্যাৎ হয়ে যাবে এবং موصوف-এর صفت-এর সাথে কোনো রূপ সম্পর্ক বা ربط থাকবে না।

قَوْلُهُ وَمَتَى رَفَعْتَ بِهَا الخ : মুসান্নেফ (র.) এখান হতে ضمير -কে চিনার একটি ضابطه বা নীতিমালা বর্ণনা করছেন। উহা হচ্ছে– যখন صفت مشبه -এর معمول -কে مرفوع পড়া হবে তখন তাতে কোনো ضمير হবে না। কেননা, উহার এই معمول টা فاعل আর ঐ সময় صفت টা فعل -এর মতো হবে। কাজেই যেমনিভাবে فاعل টা مثنى বা مجموع হওয়ার সময় فعل -কে تثنيه বা جمع নেওয়া হয় না, তেমনিভাবে فاعل টা مثنى বা مجموع হওয়ার সুরতে صفت -কে تثنيه বা جمع নেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ وَاِلَّا فَفِيْهَا ضَمِيْرٌ الخ : অর্থাৎ যখন صفت -এর معمول -কে مرفوع পড়া হবে না তখন তাতে موصوف -এর ضمير হবে। কাজেই موصوف -এর অনুকরণে صفت -কে مذكر বা مونث বা تثنيه বা جمع নেওয়া হবে।

وَاِسْمَا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ غَيْرُ الْمُتَعَدِّيَيْنِ مِثْلُ الصِّفَةِ فِيْمَا ذُكِرَ اِسْمُ التَّفْضِيْلِ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِمَوْصُوْفٍ بِزِيَادَةٍ عَلٰى غَيْرِهٖ وَهُوَ اَفْعَلُ وَشَرْطُهٗ اَنْ يُّبْنٰى مِنْ ثُلَاثِيٍّ مُجَرَّدٍ لِيُمْكِنَ مِنْهُ وَلَيْسَ بِلَوْنٍ وَلَاعَيْبٍ لِاَنَّ مِنْهُمَا اَفْعَلَ لِغَيْرِهٖ مِثْلُ زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ ـ

অনুবাদ : যে اسم فاعل এবং اسم مفعول টা غير متعدى হয় উহা صفت -এর মতো যা কিছু তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। اسم التفضيل ঐ اسم -কে বলা হয় যাকে فعل তথা مصدر হতে অন্যের তুলনায় নিজেকে অধিক গুণান্বিত বুঝানোর উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং তার সীগাহ اَفْعَلُ ওযনে আসে। আর তার শর্ত হচ্ছে তাকে ثلاثى مجرد -এর فعل হতে গঠন করতে হবে। যাতে করে উহা হতে فعل বানানো সম্ভব হয়। কেননা, غير ثلاثى مجرد হতে উহা বানানো সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে উহা لون (রং) এবং عيب (দোষ) -এর অর্থে হতে পারবে না। কেননা, لون এবং عيب হতে اَفْعَلُ ওযনে اسم تفضيل ব্যতীত অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ (যায়েদ লোকদের মধ্যে সর্বোত্তম)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اِسْمَا الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ الخ : অর্থাৎ যে اسم فاعل টা غير متعدى হয় তথা فعل لازم হতে নির্গত হয় যথা– قائم এবং اسم مفعول যা غير متعدى হয়। "আর عدم تعديه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় مفعول -কে চায় না" এই উভয়টাই উল্লেখিত ১৮ টি সুরতে صفت -এর মতোই। এর মধ্যে কিছু সুরত حسن এবং কিছু احسن এবং কিছু ممتنع এবং قبيح অতএব হে পাঠক? তুমি একটু চিন্তা ভাবনা করে এর উদাহরণ গুলো বের করে নাও।

قَوْلُهٗ اِسْمُ التَّفْضِيْلِ مَا اشْتُقَّ الخ : اسم تفضيل এমন اسم -কে বলা হয় যা فعل لغوى তথা মাসদার হতে বের হয়ে এমন সত্তাকে বুঝায় যার মধ্যে অন্যের তুলনায় معنى مصدرى -কে অধিক পাওয়া যায়।

قَوْلُهٗ وَهُوَ اَفْعَلُ الخ : অর্থাৎ এর ওযন হচ্ছে– افعل যথা– افضل জেনে রাখো যে خير এবং شر শব্দটি মূলত اسم تفضيل তথা اخير এবং اشر ছিল। সহজি করণার্থে الف -কে ফেলে দেওয়া হয়েছে ফলে خير এবং شر হয়ে গেছে।

قَوْلُهٗ وَشَرْطُهٗ اَنْ يُّبْنٰى الخ : এখানে اسم تفضيل গঠনের জন্য দু'টি শর্তের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রথম শর্ত হচ্ছে– এটাকে ثلاثى مجرد হতে গঠন করা হবে। কেননা, غير ثلاثى مجرد হতে اسم تفضيل এই ওযনে বানানো সম্ভবই নয়। আর দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে– উহা لون (রং) এবং عيب (দোষ-ত্রুটি) অর্থে হতে পারবে না। কেননা, لون ও عيب হতে এই ওযনে অন্য সীগাহ ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে যে, ابيض এবং اسود শব্দটি দু'টি لون এবং عيب -এর অর্থে থাকা সত্ত্বেও افعل ওযনে ثلاثى مجرد হতে اسم تفضيل -এর জন্য এসেছে। এটা কিভাবে সম্ভব হলো। **উত্তর :** এটাতো বসরা বাসীদের নিকট যা شاذ ও نادر এবং খুব কমই ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে কূফীদের নিকট اسم تفضيل হিসেবে এর ব্যবহারই বৈধ নয়। যেহেতু এর মধ্যে لون এবং عيب -এর অর্থ বিদ্যমান।

قَوْلُهٗ مِثْلُ زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ الخ : এটি ثلاثى مجرد হতে افعل ওযনে ব্যবহৃত اسم تفضيل -এর উপমা। এর মধ্যে لون ও عيب -এর অর্থ নেই।

فَإِنْ قُصِدَ غَيْرُهُ تُوُصِّلَ إِلَيْهِ بِأَشَدَّ مِثْلُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ اِسْتِخْرَاجًا وَبَيَاضًا وَعَمًى وَقِيَاسُهُ لِلْفَاعِلِ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُوْلِ نَحْوُ أَعْذَرُ وَأَلْوَمُ وَأَشْغَلُ وَأَشْهَرُ وَيُسْتَعْمَلُ عَلٰى أَحَدِ ثَلٰثَةِ أَوْجُهٍ مُضَافًا أَوْ بِمِنْ أَوْ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ فَلَايَجُوْزُ زَيْدُ نِ الْأَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو وَلَا زَيْدٌ أَفْضَلُ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ ـ

অনুবাদ : যদি ثلاثى مجرد ব্যতীত অন্যগুলোকে اسم تفضيل বানাতে চাও; তবে উহার সাথে اشد শব্দটিকে বৃদ্ধি করে দাও। যথা– هُوَ اَشَدُّ مِنْهُ اِسْتِخْرَاجًا অথবা اَشَدُّ مِنْهُ بَيَاضًا অথবা اَشَدُّ مِنْهُ عَمًى আর قياس হচ্ছে اسم تفضيل টা فاعل -এর জন্য আসে। তবে কখনো কখনো مفعول -এর জন্য ও ব্যবহৃত হয়। যথা– اَعْذَرُ (অতিরিক্ত মাজুর), اَلْوَمُ (অধিক ভর্ৎসনাকৃত), اَشْغَلُ (অধিক ব্যস্ত), اَشْهَرُ (অধিক প্রসিদ্ধ)। আর اسم تفضيل -কে তিনভাবে ব্যবহার করা হয়। ১. হয়তো উহা مضاف হবে। ২. অথবা من দ্বারা ব্যবহার হবে। ৩. অথবা اسم تفضيل -এর সাথে الف ولام যুক্ত করে। এ কারণেই زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو বলা বৈধ নয়। তদ্রূপ لَازَيْدٌ اَفْضَلُ বলাও বৈধ নয়। তবে যদি প্রথম থেকেই জানা থাকে তবে বৈধ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَاِنْ قُصِدَ غَيْرُهُ الخ : অর্থাৎ غير ثلاثى مجرد হতে যে মাসদারগুলো لون এবং عيب -এর অর্থে নয় তা হতে যখন اسم تفضيل বানানোর ইচ্ছা করবে তখন اشد বা তার ন্যায় শব্দকে যে মাসদার দিয়ে اسم تفضيل বানাবে উহার শুরুতে আনবে এবং সেই মাসদারকে [যার থেকে اسم تفضيل বানানো অসম্ভব] تمييز হিসেবে উল্লেখ করবে। যথা– اَشَدُّ مِنْهُ اِسْتِخْرَاجًا এটা ثلاثى مزيد -এর উপমা এবং اَشَدُّ مِنْهُ بَيَاضًا এটা لون -এর উপমা এবং اَشَدُّ مِنْهُ عَمًى এটা عيب -এর উপমা।

قَوْلُهُ قِيَاسُهُ لِلْفَاعِلِ الخ : অর্থাৎ اسم تفضيل -এর কিয়াস হচ্ছে– তা فاعل -এর জন্য হয়ে থাকে। কেননা, যদি فاعل এবং مفعول উভয়ের জন্য ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয় তাহলে অনেক التباس হয়ে পড়বে। এ কারণেই اشرف এর উপর নির্ভর করেছে আর তা হচ্ছে– فاعل যথা– احسن (অধিক ভাল)।

قَوْلُهُ وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُوْلِ الخ : অর্থাৎ কখনো কখনো اسم تفضيل টা مفعول -এর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যথা– اَعْذَرُ (অধিক মাজুর), اَلْوَمُ (অধিক ভর্ৎসনাকৃত), اَشْغَلُ (অধিক ব্যাপৃত), اَشْهَرُ (অধিক প্রসিদ্ধ)।

قَوْلُهُ وَيُسْتَعْمَلُ عَلٰى اَحَدِ ثَلَاثَةِ اَوْجُهٍ : অর্থাৎ اسم تفضيل টা তিন পদ্ধতি হতে যে কোনো একটি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হয়তো তা مضاف হয়ে ব্যবহৃত হবে যথা– زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ (যায়েদ মানুষদের মধ্যে সর্বোত্তম)। অথবা من -এর সাথে ব্যবহৃত হবে যথা– زَيْدٌ اَفْضَلُ (যায়েদ সর্বোত্তম)।

قَوْلُهُ فَلَايَجُوْزُ زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو الخ : অর্থাৎ زَيْدُنِ الْاَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو বলা জায়েজ নয়। কেননা, এখানে اسم تفضيل ব্যবহৃত হওয়ার তিনটি পদ্ধতির মধ্যে দু'টি একত্রিত হয়ে গেছে, যা অবৈধ। তদ্রূপ زَيْدٌ اَفْضَلُ বলাও বৈধ নয়। কেননা, এখানে اسم تفضيل টা ব্যবহৃত হওয়ার তিনটি পদ্ধতির মধ্য হতে একটিও ব্যবহৃত হয়নি। তবে مفضل عليه টা যদি قرينة দ্বারা জানা তখন ঐ সুরতে اسم تفضيل ব্যবহৃত হওয়ার তিন পদ্ধতি হতে কোনো একটিকে ব্যবহার না করেও اسم تفضيل -এর প্রয়োগ করা বৈধ। যথা– اَللّٰهُ اَكْبَرُ অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (আল্লাহ সকল বস্তু হতে বড় মহান)।

فَاِذَا اُضِيْفَ فَلَهٗ مَعْنِيَانِ اَحَدُهُمَا وَهُوَ الْاَكْثَرُ اَنْ تَقْصَدَ بِهِ الزِّيَادَةُ عَلٰى مَنْ اُضِيْفَ اِلَيْهِ فَيَشْتَرِطُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنْهُمْ مِثْلُ زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ فَلَا يَجُوْزُ يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ لِخُرُوْجِهٖ عَنْهُمْ بِاِضَافَتِهِمْ اِلَيْهِ وَالثَّانِىْ اَنْ تُقْصَدَ زِيَادَةٌ مُطْلَقَةٌ وَيُضَافُ لِلتَّوْضِيْحِ فَيَجُوْزُ يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ وَيَجُوْزُ فِى الْاَوَّلِ الْاِفْرَادُ وَالْمُطَابَقَةُ لِمَنْ هُوَ لَهٗ -

---

অনুবাদ : اسم تفضيل -কে مضاف বানানো হলে উহার দু'টি অর্থ হয়ে থাকে। প্রথমটি হচ্ছে অধিক প্রচলিত অর্থাৎ উহার দ্বারা যার দিকে اضافت করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক বুঝানো। কাজেই প্রাধান্য পাওয়া বস্তুটা প্রাধান্যকৃত বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া শর্ত। যথা– زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ কাজেই يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ বলা বৈধ নয়। কেননা, তা (ইউসুফ) তাদের (اخوته) হতে বহির্ভূত হয়েছে يوسف -এর দিকে اضافت করার কারণে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে– مطلقا আধিক্যের ইচ্ছা পোষণ করা হবে। আর এখানে توضيح -এর জন্য اضافت করা হবে। কাজেই يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ বলা জায়েজ। এবং প্রথমটির মধ্যে مفرد নেওয়া এবং এটা যার সিফাত হচ্ছে উহার موصوف -এর অনুযায়ী হওয়া উভয়টি জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ فَاِذَا اُضِيْفَ الخ : অর্থাৎ اسم تفضيل টা مضاف হলে এর দু'টি অর্থ হবে। প্রথমটি যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। তা হচ্ছে اسم تفضيل -এর موصوف -এর বৃদ্ধিটা مضاف اليه -এর উপর উদ্দেশ্য হবে। তবে শর্ত হচ্ছে مفضل টা مفضل عليه -এর مفهوم -এর মধ্যে থাকতে হবে যথা– زَيْدٌ اَفْضَلُ النَّاسِ এখানে زيد ব্যক্তিটি مفضل عليه -এর مفهوم তথা ناس -এর মধ্যে রয়েছে।

قَوْلُهٗ فَلَايَجُوْزُ يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ : উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতেই উক্ত يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ تَرْكِيْب -এর মধ্যে অবৈধ। কেননা, যখন اخوت -এর اضافت ইউসুফের ضمير -এর দিকে হওয়ার ফলে বুঝা গেল যে, ইউসুফ اخوت -এর বহির্ভূত। অথচ مفضل টা مفضل عليه -এর مفهوم -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া শর্ত ছিল।

قَوْلُهٗ وَالثَّانِىْ اَنْ تُقْصَدَ الخ : অর্থাৎ দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে যে, اسم تفضيل দ্বারা مطلقا বৃদ্ধি উদ্দেশ্য হয় প্রথমটির মতো مضاف اليه -এর উপর زيادتى উদ্দেশ্য না হয়। তখন সেই সুরতে اسم تفضيل -এর اضافت শুধুমাত্র توضيح বা স্পষ্ট করণের জন্যই হবে, مضاف اليه -এর উপর تفضيل -এর জন্য নয়। কাজেই তখন يُوْسُفُ اَحْسَنُ اِخْوَتِهٖ -এর تركيب জায়েজ হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে مفضل টা مفضل عليه -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া শর্ত নয়।

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ فِى الْاَوَّلِ الخ : অর্থাৎ প্রথম অর্থে اسم تفضيل -কে مفرد নেওয়াও বৈধ আর তা হচ্ছে উহাকে موصوف -এর মুতাবিক নেওয়াও বৈধ। مفرد নেওয়া এ জন্য বৈধ যে, اسم تفضيل টা من -এর সাথে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে مفضل عليه -এর উল্লেখ হওয়ার মধ্যে مشابه রয়েছে। আর من -এর সাথে ব্যবহার হওয়ার ক্ষেত্রে সর্বদা افراد ওয়াজিব। তাই উল্লিখিত مشابهت -এর কারণে مشابه -এর মধ্যেও জায়েজ রেখেছেন যে, উহাও مفرد হবে। কিন্তু যেহেতু তার অন্য জিনিসের সাথে مشابهت রয়েছে তাই তাতে افراد ওয়াজিব নয়। আর اسم تفضيل -এর موصوف -এর সাথে مطابقت এ জন্য জায়েজ যে, اسم تفضيل এবং من هو له তথা যার জন্য اسم تفضيل -কে আনয়ন করা হয়েছে বাস্তবিক পক্ষে তারা صفت এবং موصوف আর صفت এবং موصوف -এর মধ্যে مطابقت হয়ে থাকে।

وَاَمَّا الثَّانِيْ وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ فَلَابُدَّ مِنَ الْمُطَابَقَةِ وَالَّذِيْ بِمِنْ مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ لَاغَيْرُ وَلَايَعْمَلُ فِيْ مُظْهَرٍ اِلَّا اِذَا كَانَ صِفَةً لِشَيْءٍ وَهُوَ فِي الْمَعْنٰى لِمُسَبَّبٍ مُفَضَّلٍ بِاِعْتِبَارِ الْاَوَّلِ عَلٰى نَفْسِهٖ بِاِعْتِبَارِ غَيْرِهٖ مَنْفِيًّا -

অনুবাদ : اسم تفضيل -এর দ্বিতীয় প্রকার এবং معرف باللام এই উভয়টির মধ্যে مطابقت জরুরি। এবং যেই اسم تفضيل -এর ব্যবহার من দ্বারা হয়তো সর্বদা مفرد مذكر হয়। আর اسم تفضيل টা اسم ظاهر -এর মধ্যে আমল করে না; কিন্তু যখন উহা কোনো জিনিসের صفت হয় এবং তা বাস্তবিক পক্ষে এবং অর্থের ক্ষেত্রে এমন مسبب -এর صفت হবে যাকে প্রথমটির হিসেবে নিজের নফসের উপর ফজিলত দেওয়া হয়েছে আর দ্বিতীয়টির হিসেবে ঐ اسم -কে نفى করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَاَمَّا الثَّانِيْ وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ الخ : অর্থাৎ اسم تفضيل মুযাফের দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে এবং الف لام যুক্ত اسم تفضيل -এর মধ্যে تطابق জরুরি। কেননা, اسم تفضيل এবং যার জন্য اسم تفضيل এটা পরস্পরে موصوف এবং صفت আর تطابق -এর জন্য কোনো অন্তরায় নেই।

قَوْلُهٗ وَالَّذِيْ بِمِنْ مُفْرَدٌ الخ : অর্থাৎ যেই اسم تفضيل টা من দ্বারা ব্যবহৃত উহা সর্বদা مفرد مذكر হয়ে থাকে। কেননা, تانيث -এর আলামত বা جمع -এর আলামত যখন তার উপর হবে তখন হয়তো من -এর পূর্বে হবে বা পরে হবে। من -এর পূর্বে আসা জায়েজ নেই। কেননা, من টা شدت اتصال -এর কারণে جزء كلمه -এর মতো হয়ে গেছে। কাজেই সে সময় جمع বা تانيث -এর আলামত মধ্য কালিমায়ে হওয়া লাযেম আসে আর এটা محال বা অসম্ভব। আর যদি جمع বা تانيث -এর আলামত من -এর পরে হয় তবে এটাও জায়েজ নেই; কেননা বাস্তবিক পক্ষে من টি দ্বিতীয় কালিমা। আর তখন এক বাক্যের আলামত অন্য বাক্যে হওয়া লাযেম আসবে। আর এর قباحت টা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট।

قَوْلُهٗ وَلَايَعْمَلُ فِيْ مُظْهَرٍ الخ : অর্থাৎ اسم تفضيل টা اسم ظاهر -এর মধ্যে আমল করে না; কেননা ঐটা فعل -এর সাথে من وجه মুশাবাহাত রাখে আবার من وجه তার বিপরীত। معنى حدثى -এর মধ্যে সাদৃশ্য বিরাজমান। আর معنى تفضيل -এর মধ্যে বিপরীত। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, اسم تفضيل টা দুর্বল عامل আর اسم ظاهر হলো শক্তিশালী معمول ; কাজেই اسم تفضيل স্বীয় দুর্বলতার কারণে اسم ظاهر -এর মধ্যে আমল করবে না। اسم ضمير -এর বিপরীত। কেননা, উহাও দুর্বল। কাজেই তাতে اسم تفضيل আমল করবে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও اسم تفضيل কখনো কখনো কতিপয় শর্তের সাথে اسم ظاهر -এর মধ্যেও আমল করে। সামনে তার বর্ণনা আসছে।

قَوْلُهٗ اِلَّا اِذَا كَانَ صِفَةً الخ : এখানে মুসান্নিফ (র.) اسم ظاهر -এর মধ্যে اسم تفضيل তিনটি শর্ত সাপেক্ষে আমল করে, সেই শর্তগুলো তিনি এখানে উল্লেখ করেছেন।

প্রথম শর্ত হচ্ছে– اسم تفضيل টা لفظا বা صورة কোনো জিনিসের صفت হবে এভাবে যে, উহা তার نعت হবে বা خبر হবে বা حال হবে এবং বাস্তবিক পক্ষে صفت তার متعلق হবে। যেমন– مَارَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنَ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ -এর মধ্যে احسن টা ظاهر -এর হিসেবে رجل -এর صفت যা رجل -এর متعلق হয়েছে। আর এ শর্ত এ জন্য যে, اسم تفضيل -এর কোনো সাথী পাওয়া যাবে যার উপর اعتماد করে উহা আমল করবে।

দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে– ঐ متعلق টা এক হিসেবে مفضل আবার অন্য এক হিসেবে مفضل عليه হবে; যথা উল্লিখিত উপমাতে عين رجل হিসেবে مفضل আর عين زيد হিসেবে مفضل عليه আর এই শর্ত এ কারণে করা হয়েছে যে, اسم تفضيل হতে যে اسم ظاهر -এর মধ্যে আমল করে না مغائرت হয়ে যাবে এ জন্য যে, সে স্বীয় সত্তার উপর مفضل হয় না।

তৃতীয় শর্ত হচ্ছে– ঐ اسم تفضيل টা نفى -এর অধীনে হতে হবে। আর এ কারণে এই শর্ত করা হয়েছে যে, যখন كلام منفى مقيد টা قيد -এর সাথে হবে তখন نفى টা বাস্তবিক قيد -এর দিকে راجع হবে مقيد -এর দিকে হবে না। কাজেই رَأَيْتُ رَجُلًا اَحْسَنُ উপমার মধ্যে قيد টা تفضيل منفى হবে এবং اَحْسَنُ টা حَسَنٌ -এর অর্থে হয়ে যাবে। কাজেই এই اسم تفضيل টা فعل -এর অর্থে হয়ে আমল করবে।

مِثْلُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً اَحْسَنَ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ لِاَنَّهُ بِمَعْنٰى حَسَنٍ مَعَ اَنَّهُمْ لَوْ رَفَعُوْا لَفَصَّلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَعْمُوْلِهِ بِاَجْنَبِيٍّ وَهُوَ الْكُحْلُ وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ اَحْسَنَ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ فَاِنْ قَدَّمْتَ ذِكْرَ الْعَيْنِ قُلْتَ مَا رَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنَ فِيْهَا الْكُحْلُ ـ

অনুবাদ : যথা مَا رَأَيْتُ رَجُلاً اَحْسَنُ فِيْ عَيْنِهِ الْكَحْلُ مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ (আমি যাদের চোখে সুরমা লাগানো অবস্থা থেকে অধিক সুন্দর সুরমা লাগানো কোনো মানুষ দেখিনি) এ জন্য যে, উহা অর্থের মধ্যে উহা ভাল এতদসত্ত্বেও যদি رفع দিতো তবে উহা فصل করে দিতো তার এবং তার معمول-এর মাঝে কোনো অপরিচিতের। আর ঐ معمول হচ্ছে اَلْكُحْلُ আর তোমাদের জন্য বলা জায়েজ اَحْسَنُ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ (যায়েদের চোখ হতে তার চোখের সুরমা অধিক সুন্দর) কাজেই যদি عين-এর আলোচনাকে مقدم করে দিবে তবে বলবে مَا رَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنُ فِيْهَا الْكُحْلُ ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ مِثْلُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً الخ : উল্লিখিত উপমাতে اسم تفضيل টা দুভাবে اسم ظاهر-এর মধ্যে আমল করে। এক সুরত হলো যা উল্লেখ করা হয়েছে যে, نفى টা اسم تفضيل قيد হয়ে اسم تفضيل টা فعل-এর অর্থে হয়ে যাবে। আর اَلْكُحْلُ শব্দটিকে فاعل হওয়ার ভিত্তিতে رفع দিবে। আর দ্বিতীয় সুরত হচ্ছে– এই উপমাতে احسن টি معمول-এর احسن-কে كحل যদি হচ্ছে কারণ করার আমল মধ্যে-এর اسم ظاهر ـ كحل যা افعل التفضيل বানানোর না হয়; বরং احسن-কে خبر-এর ভিত্তিতে رفع দেয় এবং كحل-কে مبتدأ مؤخر হিসেবে এবং جمله-কে رجل-এর صفت বলো তবে ঐ সময় احسن التفضيل এবং উহার معمول অর্থাৎ منه-এর মধ্যে كحل দ্বারা পার্থক্য হয়ে যাবে। আর এটা আজনবী বা অপরিচিত। আর আজনবীর দ্বারা পার্থক্য করা জায়েজ নেই। তবে যখন احسن-কে نصب আর كحل-কে رفع দিবে তখন যেহেতু كحل এই সুরতে احسن-এর فاعل হবে তখন اجنبى হলো না।

قَوْلُهُ وَلَكَ اَنْ تَقُوْلَ : অর্থাৎ এই ইবারতে সংক্ষিপ্ত করণের জন্য اَحْسَنُ فِيْ عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ বলাও জায়েজ। সুতরাং مِنْ عَيْنِ زَيْدٍ-কে مِنْهُ فِيْ عَيْنِ زَيْدٍ-এর স্থলাভিষিক্ত করতে পারো।

قَوْلُهُ فَاِنْ قَدَّمْتَ ذِكْرَ الْعَيْنِ الخ : অর্থাৎ অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত করার জন্য عين-এর উল্লেখকে مقدم করে مَا رَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنُ فِيْهَا الْكُحْلُ ও বলা যেতে পারে। আর ঐ সময় অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য হবে না। বরং অর্থ সেটাই হবে যে, আমি যায়েদের চোখের মতো সুরমা লাগানো চোখ আর দেখিনি।

مِثْلُ وَلَا اَرٰى فِىْ قِطْعَةٍ :

مَرَرْتُ عَلٰى وَادِى السِّبَاعِ وَلَا اَرٰى * كَوَادِى السِّبَاعِ حِيْنَ يَظْلِمُ وَادِيَا

اَقَلَّ بِهٖ رَكْبٌ اَتَوْهُ تَايَةً * وَاَخْوَفَ اِلَّا مَا وَقَى اللّٰهُ سَارِيَا

অনুবাদ : এবং لَا اَرٰى -এর মতো উপমাগুলো আগত কবিতার পুংক্তির মধ্যে مَرَرْتُ عَلٰى .... وَقَى اللّٰهُ سَارِيًا অর্থ– আমি হিংস্র প্রাণীর উপত্তকা দিয়ে অতিক্রম করলাম আর হিংস্র প্রাণীর উপত্তকার ন্যায় দেখিনি যখন উহা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় কোনো উপত্তকাকে যা অধিক কম হয় তাতে আরোহীরা আসলে অবস্থান করে এবং ভীষণ ভয়ানক কিন্তু যে সময় আল্লাহ তা'আলা রাতের পথিকদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন।

ব্যাখ্যা ঃ قَوْلُهٗ مَرَرْتُ عَلٰى وَادِى السِّبَاعِ الخ : এখানে مثل শব্দটি منصوب হয়েছে উহ্য মাসদারের صفت হওয়ার কারণে অর্থাৎ قُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ اَحْسَنُ فِيْهَا الْكُحْلُ قَوْلًا يُمَاثِلُ قَوْلَ الشَّاعِرِ এবং এটাও হতে পারে যে, مثل শব্দটি حال হয়েছে অর্থাৎ قُلْتُ مَا رَأَيْتُ كَعَيْنِ زَيْدٍ مُمَاثِلًا قَوْلَ الشَّاعِرِ আর মতলব হচ্ছে مَا رَأَيْتُ زَيْدًا ঐ شاعر -এর উক্তি। কেননা, এখানে مفضل عليه -কে مقدم করেছেন এবং এভাবে اَحْسَنُ فِيْهَا الْكُحْلُ مِثْلُ বলেছেন যে, لاارى كوادى السباع الخ আর বাস্তবিক পক্ষে এ রকম ছিল যে, لَا اَرٰى وَادِيًا اَقَلَّ بِهٖ رَكْبٌ مِنْهُمْ فِىْ وَادِى السِّبَاعِ এখানে وادى السباع -কে ইসমে তাফযীল اقل به ركب -এর উপর مقدم করেছেন এবং দ্বিতীয়বার উহার উল্লেখের প্রয়োজনকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। এরপর তার উক্তি لاارى দ্বারা হয়তো روية بصر উদ্দেশ্য হবে অথবা روية قلب উদ্দেশ্য হবে। روية بصر হলে واديا তার مفعول হবে আর كوادى السباع বাক্যটি واديا হতে حال مقدم হবে। আর যদি روية قلب উদ্দেশ্যে হয় তবে واديا টা مفعول اول আর كوادى السباع হবে مفعول ثانى আর উভয় সুরতেই حين يظلم তাশবীহের ظرف হবে যা كاف تشبيه হতে বুঝা যায়। আর ولاارى -এর মধ্যকার واو টি اعتراضيه বা حاليه হবে। আর اقل শব্দটি واديا -এর صفت হবে। আর به টি اقل -এর সাথে متعلق হবে। আর ضمير مجرور টি وادى -এর দিকে ফিরেছে। আর ركب টি اقل -এর فاعل হয়েছে। আর اتوه বাক্যটি ركب -এর صفت আর اقل -এর ركب -এর দিকে যে নিসবত হয়েছে তা থেকে تاية শব্দটি تمييز হয়েছে। অথবা তা مصدرية -এর ভিত্তিতে منصوب হয়েছে। অর্থাৎ اتيان তাইة আর اخوف টা اقل -এর উপর عطف হয়েছে। এটা এখানে مفعول তথা مخوف -এর অর্থে হবে। আর ضمير টা وادى -এর দিকে مسند আর অর্থ হবে وَادِيًا اَقَلَّ بِهٖ رَكْبٌ مِنْهُمْ كَوَادِى السِّبَاعِ وَاَخْوَفَ مِنْهُ আর ماوقى الله -এর মধ্যে ما টি مصدرية আর ساريا টা হয়তো উহ্য موصوف -এর صفت অর্থাৎ ركبا ساريا হয়ে وقى -এর مفعول এবং مستثناى مفرغ অর্থাৎ وَادِيًا اَقَلَّ وَاَخْوَفَ فِىْ كُلِّ وَقْتٍ اِلَّا فِىْ وَقْتِ وِقَايَةِ اللّٰهِ سَارِيًا ।

উভয় পংক্তির অর্থ হচ্ছে– আমি এমন উপত্তকা দিয়ে অতিক্রম করেছি যা অধিক হিংস্র প্রাণীর কারণে হিংস্র উপত্তকা নামে প্রসিদ্ধ অথচ আমি وادى سباع -এর মতো আঁধার কালে কোনো উপত্তকা দেখছি না যাতে আরোহীদের অবস্থান হিংস্র উপত্তকা হতে অধিক কম হয়; আর তা সর্বদা واوى سباع হতেও ভয়ানক হয়। তবে যখন আল্লাহ তা'আলা পথিক আরোহীগণকে বিপদাপদ হতে নিরাপদ রাখেন।

اَلْفِعْلُ مَادَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ نَفْسِهٖ مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ وَمِنْ خَوَاصِّهٖ دُخُوْلُ قَدْ وَالسِّيْنِ وَسَوْفَ وَالْجَوَازِمِ وَلُحُوْقُ تَاءِ التَّانِيْثِ سَاكِنَةً وَنَحْوُ تَاءِ فَعَلْتَ اَلْمَاضِىْ مَا دَلَّ عَلٰى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ مَبْنِىٌّ عَلَى الْفَتْحِ مَعَ غَيْرِ الضَّمِيْرِ الْمَرْفُوْعِ الْمُتَحَرِّكِ وَالْوَاوِ -

---

অনুবাদ : فعل এমন শব্দকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে তিন কালের কোনো এক কাল তার সাথে মিলিত হয়। এবং তার বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে কতিপয় বৈশিষ্ট্য হলো (তার প্রথমে) قَدْ ، س ، سَوْفَ ও حروف جازمه (জযম প্রদানকারী হরফসমূহ) প্রবেশ করা এবং সাকিনযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপক যুক্ত تاء হওয়া এবং فعلت -এর تاء -এর অনুরূপ تاء যুক্ত হওয়া। ماضى এমন فعل -কে বলে যা তোমার কালের পূর্বকালকে তথা অতীতকালকে বুঝায়। এবং এটি فتح -এর উপর مبنى (স্থায়ীভাবে যবরযুক্ত) হয় যদি তার সাথে ضمير مرفوع متحرك বা واو না থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْفِعْلُ : সম্মানিত গ্রন্থকার কিতাবের প্রথমে كلمه যে اسم - فعل ও حرف এ তিন প্রকারে বিভক্ত তা দলীলে حصر -এর মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, এরপর اسم -এর আলোচনা করতে গিয়ে পৃথকভাবে আবার اسم -এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। সে নিয়ম অনুযায়ী তিনি (র.) فعل পর্বেও প্রথমে فعل -এর সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মনোনিবেশ করেছেন। فعل -এর সংজ্ঞায় "ما" শব্দটি দ্বারা كلمة উদ্দেশ্য। কেননা, كلمه টি হলো مقسم আর اقسام -এর সংজ্ঞায় مقسم ধর্তব্য এবং فى نفسه -এর মধ্য হতে ه সর্বনামটি "ما" -এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে। অতএব, সংজ্ঞাটির অর্থ এই দাঁড়াল যে, فعل ঐ শব্দকে বলে যা এমন অর্থকে বুঝায় যে অর্থ উক্ত শব্দের সত্তায় বিদ্যমান এবং তিনকাল তথা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-এর কোনো এক কাল তার অর্থের সাথে মিলিত। এ সংজ্ঞায় مادل হলো جنس আর فى نفسه হতে বাকি অংশ হলো فصل আর فى نفسه -এর قيد দ্বারা حرف -কে আর مقترن -এর قيد দ্বারা اسم -কে فعل -এর সংজ্ঞা হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, مُقْتَرِنٍ بِاَحَدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلٰثَةِ -এর اقتران بالزمان -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اقتران وضعى যেন الزمان عن منسلخة افعال তথা কাল থেকে মুক্তকৃত فعل যথা عسى - كاد ইত্যাদি فعل -এর অন্তর্ভুক্ত হয়। কেননা মূলত এগুলোকেও কালের অর্থের জন্য বানানো হয়েছে। আর اسماء افعال তথা رويد - بله ও حيهل ইত্যাদি فعل -এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গিয়েছে। কেননা, এগুলোর মধ্যে وضع হিসেবে কাল নেই যদিও বর্তমান কালের সাথে সম্পৃক্ত।

প্রশ্ন : কেউ যদি বলে যে, فعل সংজ্ঞাটি فعل مضارع -এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ হয় না। কেননা, فعل مضارع -এর মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উভয় বিদ্যমান। **উত্তর :** فعل مضارع -এর মাঝে উভয় কাল একই সাথে পাওয়া যায় না; বরং تَعَدُّدُ وَضْعٍ عَلٰى سَبِيْلِ الْبَدْلِيَّةِ -এর দ্বারা পৃথক পৃথকভাবে একটি কালের বুঝিয়ে থাকে। তা ছাড়া যখন فعل مضارع -এর মধ্যে দুটি কাল পাওয়া যায় তখন এর মধ্যে একটিও কালও পাওয়া যায়। সুতরাং فعل -এর উল্লিখিত সংজ্ঞা فعل مضارع -এর মধ্যেও প্রয়োগ হয়ে থাকে। (فَلَا اِشْكَالَ عَلَيْهِ)

قَوْلُهُ وَمِنْ خَوَاصِّهِ الخ : خواص শব্দটি خاصة -এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তুর خاصه ঐ জিনিসকে বলে যা তার মধ্যে পাওয়া যায় অন্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। خاصه দু'প্রকার। যথা– (১) شامله (২) غير شامله আর خاصه شامله হলো– যা مختص به সকল فرد -এর মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন– كاتب بالقوة তথা "লেখার ক্ষমতাবান" এটা মানুষের সকল فرد -কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। خاصه غير شامله হলো, যা مختص به -এর সকল فرد -এর মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন– كاتب بالقوة তথা লেখার ক্ষমতাবান এটা মানুষের সকল فرد -কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। خاصه غير شامله হলো, যা مختص به -এর সকল فرد -এর মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমন– كاتب بالفعل তথা বর্তমান লেখার ক্ষমতাবান হওয়া, এটা মানুষের সকল فرد -এর মধ্যে পাওয়া যায় না। অতঃপর خواص শব্দটি جمع كثرت -এর ওজন যার প্রথমে من متصله প্রবেশ করেছে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فعل -এর অনেক خاصه রয়েছে তন্মধ্যে এখানে কতেক خاصه -কে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ دُخُولُ قَدْ وَالسِّيْنِ الخ : فعل -এর বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে একটি হলো قد প্রবেশ হওয়া। কেননা, قد শব্দটি تحقيق فعل -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং ماضى -এর মধ্যে তাহকীকের সাথে নিকটবর্তীর অর্থের ফায়দা প্রদান করে অর্থাৎ ماضى -কে حال -এর নিকটবর্তী করে দেয়। যেমন– قد نصر নিশ্চয়ই সে নিকটবর্তী অতীতকালে সাহায্য করল এবং فعل مضارع -এর প্রথমে বসে تقليل -এর ফায়দা প্রদান করে। আর এসব অর্থ فعل ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভবপর নয়। অনুরূপভাবে س ও سوف প্রবেশ করাও فعل -এর خاصه, কেননা "س" নিকটবর্তী ভবিষ্যৎকালের ও سوف দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালের অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ভবিষ্যৎকাল فعل ব্যতীত কোথাও পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ وَالْجَوَازِمِ : حرف جازم প্রবেশ করাও فعل -এর خاصه, কেননা جوازم -কে وضع তথা গঠন করা হয়েছে হয়তো نفى فعل -এর জন্য। যেমন– لما ও لم অথবা طلب فعل -এর জন্য যেমন– لام امر ও لائے نهى অথবা কোনো বস্তুকে فعل -এর সাথে শর্তযুক্ত করার জন্য। যেমন– শর্তের حرف সমূহ। আর উপরোক্ত حرف جازم -এর মধ্য হতে কোনো একটিও فعل ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

قَوْلُهُ لُحُوْقُ تَاءِ التَّانِيْثِ الخ : فعل -এর خاصه -এর মধ্যে হতে আরো দু'টি خاصه হলো– (১) সাকিনযুক্ত জ্ঞাপক تاء এটি فاعل -কে স্ত্রীলিঙ্গ হওয়া বুঝায়। আর فعلت -এর تاء -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– ضمير مرفوع متصل بارز হওয়া। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে এ দু'টি فعل ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। তাই এগুলো فعل -এর সাথে خاص হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلْمَاضِيْ مَا دَلَّ الخ : এখানে "ما" শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فعل কেননা এটি مقسم আর مقسم তার স্বীয় اقسام -এর ক্ষেত্রে ধর্তব্য। ماضى -এর সংজ্ঞায় "ما" শব্দটি হলো جنس যা সকল فعل -কে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। আর دل على زمان الخ হলো فصل যদারা ماضى ব্যতীত সকল فعل -ই উক্ত সংজ্ঞা হতে বের হয়ে গেছে। অর্থাৎ ماضى ঐ فعل -কে বলে যা এমন কালকে বুঝায় যে কাল তোমার কাল হতে পূর্বে তথা হে সম্বোধিত ব্যক্তি তুমি যে কালে বিদ্যমান আছো সে কাল হতে পূর্বের কালকে সে فعل বুঝায় তাকে فعل ماضى বলে।

প্রশ্ন : গ্রন্থকার (র.) কর্তৃক বিবৃত فعل ماضى -এর সংজ্ঞাটি সঠিক হয়নি বলে উক্ত সংজ্ঞার উপর প্রশ্ন আরোপিত হয়। কারণ, এ সংজ্ঞায় زمانه -এর জন্য زمانه হয়ে تسلسل লাযিম আসে। আর تسلسل হলো বাতিল, আর যে জিনিস কোনো বাতিল বিষয়কে আবশ্যক করে সেটিও বাতিল সুতরাং মুসান্নিফ (র.)-এর فعل -এর উল্লিখিত সংজ্ঞাটিও বাতিল হয়ে গেল। প্রশ্নটির বিস্তারিত আলোচনা হলো, মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি– مَا دَلَّ عَلٰى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ -এর মধ্যে قبليت হয়েছে। তা হলো مقدم ও مؤخر উভয়টি একই زمانه -এর মধ্যে পাওয়া না যাওয়া তথা مقدم -এর জন্য একটি زمانية

قَوْلُهُ مَا دَلَّ عَلَى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ -এর زمانه হওয়া, আর مؤخر -এর জন্য অপর আরেকটি زمانه হওয়া, সুতরাং যখন মধ্যে قبليت زمانيه হয় তখন অপরিহার্য হয় على زمان -এর মধ্যে যে زمانه রয়েছে তার জন্য অপর একটি زمانه হওয়া অর্থাৎ উভয়টি আলাদা আলাদা زمانه -এর মধ্যে পাওয়া যায়। অতঃপর যেহেতু ঐ زمانه দ্বয় زمان مقدم ও مؤخر জন্য ধরে নেওয়া হয়েছে সেগুলোও এ زمانه -ইও। কেননা, এগুলোর মধ্যেও قبليت زمانيه হয়ে যায় এবং এগুলোর জন্যও পৃথক পৃথক দু' زمانة মেনে নিতে হয়। অতঃপর এ দু'টি زمانه হয় এগুলোর জন্যও আলাদা আলাদা দু'টি زمانه মেনে নিতে হয়। এভাবে চলতেই থাকবে। সুতরাং زمانه -এর জন্য زمانه হয়ে تسلسل লাযেম আসে এটা হলো محال আর যে জিনিস কোনো محال তথা অসম্ভব বস্তুকে লাজেম করে সেটা বাতিল বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং উল্লেখিত সংজ্ঞাটি বিশুদ্ধ নয়।

উত্তর : উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা জামী (র.) বলেন– قَوْلُهُ عَلَى زَمَانٍ قَبْلَ زَمَانِكَ -এর মধ্যে যে দু'টি زمانه অনুভূত হয় এগুলোর اجزاء زمان তথা زمانه -এর অংশের অন্তর্ভুক্ত, আর اجزاء زمان -এর মধ্যে قبليت رمانيه হয়ে থাকে, زماني নয়। কেননা, قبليت زمانيه টি زمانيت -এর মধ্যে পাওয়া যায়, اجزاء زمانه -এর মধ্যে নয়। এবং قبليت ذانيه হলো যার মধ্যে مقدم ও مؤخر উভয়টাকে একই زمانه -এর মধ্যে পাওয়া যায় এবং مقدم টি مؤخر -এঁর জন্য علت تامه হয়। যেমন হাতের নড়াচড়া এবং কলমের নড়াচড়া উভয়টা এক زمانه -এ পাওয়া যায় এবং হাতের নড়াচড়াটা কলমের নড়াচড়ার জন্য علت تامه সুতরাং এখন আর কোনো ক্ষতিকারক বস্তু নেই فتامل ।

قَوْلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْفَتْحِ الخ : فعل ماضى সর্বদা فتح -এর উপর مبنى হয়। তবে শর্ত হলো ضمير مرفوع متحرك ও واو না হওয়া। فعل ماضى টি مبنى হবার কারণ হলো এটির মধ্যে বিভিন্ন অর্থ তথা فاعليت ، مفعوليت ও اضافت ইত্যাদি হয় না (অথচ এগুলো معرب হবার জন্য শর্ত) ফলে ماضى -এর মধ্যে مبنى হওয়া اصل । আর فتحه -এর উপর مبنى হবার কারণ হলো– الفتحة اخف الحركات তথা যবর হরকতের মধ্যে সবচেয়ে সহজ হরকত। এখন বাকি থাকল فعل ماضى টি فتحه -এর উপর مبنى হবার জন্য ضمير مرفوع متحرك ও واو হতে মুক্ত হওয়া শর্ত কেন? এর কারণ হলো, فعل ماضى টি ضمير مرفوع متحرك -এর সাথে মিলিত হলে তখন এটি سكون -এর উপর مبنى তথা স্থায়ীভাবে সাকিনযুক্ত হয়। কেননা, فاعل -এর ضمير হলো فعل -এর অংশের মতো। সুতরাং যদি فعل -এর শেষাংশকে সাকিন না করা হয়, তাহলে তার মধ্যে (যা প্রায় একটি শব্দের মতো) একাধারে চার অক্ষর হরকত বিশিষ্ট হয়ে যায়। যা আরবি ভাষায় একটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ কাজ। অনুরূপভাবে যখন فعل -এর শেষে واو হয়, তখন واو -এর সাথে مناسبت তথা মিল রাখার জন্য তা ضمه -এর উপর مبنى হয়ে থাকে। যেমন– نصروا - فعلوا ।

اَلْـمُـضَـارِعُ مَـا اَشْـبَـهَ الْاِسْـمَ بِـاَحَـدِ حُرُوْفِ نَـايَـتُ لِـوُقُـوْعِـهٖ مُـشْـتَـرِكًـا وَتَـخْـصِـيْـصِـهٖ بِـالـسِّـيْـنِ اَوْ سَـوْفَ فَـالْـهَـمْـزَةُ لِـلْـمُـتَـكَـلِّـمِ مُـفْـرَدًا وَالنُّـوْنُ لَـهٗ مَـعَ غَـيْـرِهٖ وَالـتَّـاءُ لِـلْـمُـخَـاطَـبِ مُـطْـلَـقًـا وَلِـلْـمُـؤَنَّـثِ وَالْـمُـؤَنَّـثَـيْـنِ غَـيْـبَـةً وَالْـيَـاءُ لِـلْـغَـائِـبِ غَـيْـرِهِـمَـا -

---

অনুবাদ ঃ مضارع এমন একটি فعل -কে বলে, যা نايت হতে কোনো একটি حرف যুক্ত হবার মাধ্যমে اسم -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে مشترك হওয়া বা سِيْن কিংবা سَوْف -এর সাথে নির্দিষ্ট করায়। অতঃপর همزه টি واحد متكلم مفرد তথা واحد متكلم এবং نون টি جمع متكلم مع غير المفرد তথা جمع متكلم -এর জন্য تاء বর্ণটি حاضر -এর জন্য ব্যাপকভাবে তথা حاضر -এর ছয় সীগাহ্ এবং واحد مؤنث غائب ও تثنيه مؤنث غائب -এর জন্য এবং باء উভয় তথা واحد مؤنث غائب ও تثنيه مؤنث غائب ব্যতীত غائب -এর অপর চার সীগার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَلْمُضَارِعُ مَا اَشْبَهَ الخ : مضارع শব্দটি বাবে مفاعله হতে اسم فاعل -এর সীগাহ্। এর শাব্দিক অর্থ হলো সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য বা মিল রাখা। এ অর্থ مضارع -এর মূলধাতু ضرع হতে সংগৃহীত। যার অর্থ– স্তন। কেননা, যখন দু'টি শিশু একই স্তন হতে দুধ পান করে তখন তাদের প্রত্যেককে مضارع বলা হয়। আর অপরদিকে فعل مضارع ও اسم -এর মধ্যে শাব্দিক ও অর্থগত এমন সাদৃশ্য তথা মিল রয়েছে যেন একে অপরে দুধ শরিক ভাই। ফলে فعل مضارع -কে مضارع বলে নামকরণ করা হয়েছে। সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে مضارع পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন– فعل مضارع এমন একটি فعل -কে বলে, যা نايت হতে কোনো একটি حرف যুক্ত হবার মাধ্যমে اسم -এর সাথে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকালে মুশতারিক এবং س ও سوف -এর সাথে নির্দিষ্ট হওয়ার সামঞ্জস্য রাখে। অর্থাৎ فعل مضارع টা اسم -এর সাথে দু'ভাবে সামঞ্জস্য রাখে– (১) শাব্দিকভাবে। তা আবার তিনভাবে হতে পারে। (ক) হরকত ও সাকিনের দিক দিয়ে। যেমন– يَضْرِبُ ও يَسْتَخْرِجُ শব্দদ্বয় (যথাক্রমে) ضَارِبٌ ও مُسْتَخْرِجٌ -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। (খ) উভয়ের মধ্যে لام تاكيد প্রবেশ করে এ বিবেচনায়। যেমন বলা হয়– اِنَّ زَيْدًا لَيَقُوْمُ অনুরূপভাবে اِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌও বলা হয়। (গ) উভয়ের মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা সমান সমান এ বিবেচনায়ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।

(২) অর্থগতভাবে। আর তা হলো فعل مضارع -এর অর্থের মধ্যে বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল পাওয়া যায় অনুরূপভাবে اسم فاعل ও اسم مفعول মধ্যে ও বর্তমান ও ভবিষ্যৎকাল বিদ্যমান। তা ছাড়া س ও سوف - فصل مضارع -এর প্রারম্ভে প্রবেশ করে তাকে ভবিষ্যৎ কালের সাথে বিশেষিত করে দেয়।

قَوْلُهٗ فَالْهَمْزَةُ لِلْمُتَكَلِّمِ مُفْرَدًا الخ : এখান থেকে نايت -এর হরফের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। হামযা (أ) হরফটি متكلم مفرد তথা واحد متكلم -এর জন্য আসে চাই مذكر হোক বা مؤنث হোক। আর نون হরফটি متكلم مع الغير তথা واحد متكلم ব্যতীত অন্যের জন্য তথা تثنيه مذكر متكلم - تثنيه مؤنث متكلم - جمع مذكر متكلم ও جمع مؤنث متكلم -এর জন্য আসে। আর تاء হরফটি مخاطب তথা حاضر -এর ছয় সীগাহ্ এবং واحد مؤنث غائب ও تثنيه مؤنث غائب -এর আট সীগার জন্য আসে।

قَوْلُهٗ وَالْيَاءُ لِلْغَائِبِ غَيْرِهِمَا : ياء বর্ণটি غائب পূর্বে বর্ণিত সীগাহ্দ্বয় তথা واحد مؤنث غائب ও تثنيه مؤنث غائب ব্যতীত অবশিষ্ট غائب চারটি সীগাহ্ অর্থাৎ واحد مذكر غائب - تثنيه مذكر غائب - جمع مذكر غائب ও جمع مؤنث غائب -এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

وَحُرُوْفُ الْمُضَارِعَةِ مَضْمُوْمَةٌ فِى الرُّبَاعِىْ وَمَفْتُوْحَةٌ فِيْمَا سِوَاهُ وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ اِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهٖ نُوْنُ تَاكِيْدٍ وَلَا نُوْنُ جَمْعٍ مُؤَنَّثٍ -

অনুবাদ : مضارع -এর হরফ فعل رباعی তে পেশ বিশিষ্ট হয়। এছাড়া অন্যত্রে যবর বিশিষ্ট হয়। এটি ছাড়া فعل -এর মধ্য হতে কোনো فعل معرب হয় না। যখন এর সাথে نون تاكيد বা جمع مؤنث -এর نون মিলিত না হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَحُرُوْفُ الْمُضَارِعِ الخ : مضارع -এর হরফ তথা مضارع -এর আলামত رباعی তে পেশ বিশিষ্ট হয়। رباعی -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ فعل مضارع যার ماضی চার অক্ষর বিশিষ্ট হয়। চাই উক্ত চারটি অক্ষর মূল অক্ষর হোক বা অতিরিক্ত হোক। যেমন- يُصَرِّفُ - يُكْرِمُ - يُبَعْثِرُ ইত্যাদি। আর مضارع যদি رباعی না হয় তাহলে সর্বদা مضارع -এর আলামত যবর বিশিষ্ট হবে। এখানে مضارع টি رباعی না হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উক্ত مضارع -এর ماضی টি চার অক্ষর বিশিষ্ট না হওয়া, চাই তা চার অক্ষর হতে কম হোক। যেমন- ينصر - يضرب অথবা চার অক্ষর হতে বেশি হোক। যেমন- يستنصر - يجتنب ইত্যাদি।

قَوْلُهُ لَايُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ : فعل সমূহ হতে فعل مضارع -ই একমাত্র معرب এ ছাড়া অন্যকোনো معرب فعل - নয়। এর কারণ হলো فعل مضارع এমন একটি فعل যা اسم -এর সাথে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রাখে। আর اسم -এর আসল হলো معرب ফলে তার সাথে যা مشابه রাখে সেটিও معرب হবার দাবিদার।

قَوْلُهُ اِذَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهٖ الخ : এ ইবারতটি গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ الخ হতে যা مستفاد হয় তার ظرف অর্থাৎ انما يعرب المضارع -এর متعلق -এর বাক্যটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো فعل সমূহের মধ্য হতে একমাত্র فعل مضارع হলো معرب তবে এটিও তখন معرب হবে যখন তার সাথে নূনে তাকীদ ثقيله ও خفيفه বা جمع مؤنث -এর نون যুক্ত না হয়। কেননা, দু' ধরনের نون যুক্ত হলে فعل مضارع টি معرب না مبنى এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। جمهور নাহুবীদগণের মতে এ সময় এটি مبنى কেননা نون تاكيد টি شدة اتصال -এর কারণে প্রায় শব্দের অংশে পরিণত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি نون تاكيد -এর পূর্বে اعراب জারি করা হয় তাহলে শব্দের মধ্যস্থলে اعراب দেওয়া লাযেম আসে। আর যদি নূনে تاكيد -এর উপর اعراب জারি করা হয়, তাহলে যেহেতু نون تاكيد অন্য শব্দ, তাই অন্য শব্দে اعراب প্রবেশ করানো লাযেম আসে। আর এটিও নাজায়েজ। ফলে এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, فعل مضارع -এর সাথে نون تاكيد যুক্ত হলে তার উপর ই'রাব জারি হয় না। আর এ অবস্থা نون جمع مؤنث -এরও। আবার কোনো কোনো নাহবী বলেন, مضارع -এর সাথে نون تاكيد এবং نون جمع مؤنث যুক্ত হলেও এটি معرب হতে পারে। যেমনিভাবে اسم -এর সাথে তানবীনযুক্ত হলেও اسم মাবনী হয় না; বরং তার মধ্যে اعراب জারি থাকে। ফলে একথা প্রমাণিত হলো যে, معرب -এর সাথে কোনো হরফ যুক্ত হলে এটি معرب -ই থাকে, মাবনী হয় না।

وَإِعْرَابُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ وَجَزْمٌ فَالصَّحِيحُ الْمُجَرَّدُ عَنْ ضَمِيرٍ بَارِزٍ مَرْفُوعٍ لِلتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ الْمُخَاطَبِ الْمُؤَنَّثِ بِالضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ وَالسُّكُونِ مِثْلُ يَضْرِبُ وَلَنْ يَضْرِبَ وَلَمْ يَضْرِبْ وَالْمُتَّصِلُ بِهِ ذَالِكَ بِالنُّونِ وَحَذْفِهَا مِثْلُ يَضْرِبَانِ وَيَضْرِبُوْنَ وَتَضْرِبُوْنَ وَتَضْرِبِيْنَ وَالْمُعْتَلُّ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ بِالضَّمَّةِ تَقْدِيرًا وَالْفَتْحَةِ لَفْظًا وَالْحَذْفِ وَالْمُعْتَلُّ بِالْأَلِفِ بِالضَّمَّةِ وَالْفَتْحَةِ تَقْدِيرًا وَالْحَذْفِ وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ نَحْوُ يَقُوْمُ زَيْدٌ وَيَنْتَصِبُ بِأَنْ وَلَنْ وَإِذَنْ وَكَيْ وَبِأَنْ مُقَدَّرَةٍ بَعْدَ حَتّٰى وَلَامِ كَيْ وَلَامِ الْجُحُوْدِ وَالْفَاءِ وَالْوَاوِ وَ أَوْ -

---

অনুবাদ : তার (فعل مضارع-এর) اعراب হলো رفع - نصب ও جزم অতঃপর (مضارع) যখন صحيح হয় এবং প্রকাশ্য مرفوع-এর ضمير তথা تثنية - جمع ও واحد مؤنث حاضر হতে মুক্ত হয় তখন (رفع অবস্থায়) পেশ, (نصب অবস্থায়) যবর ও (جزم অবস্থায়) সাকিন হবে। যেমন يَضْرِبُ - لَنْ يَّضْرِبَ ও لَمْ يَضْرِبْ আর যে مضارع-এর সাথে ضمير بارز مرفوع মিলিত হয়, তার اعراب হলো- (رفع অবস্থায়) نون অবিচল থাকা অথবা বিলুপ্ত করে দেওয়া তথা نصب ও جزم অবস্থায় نون বিলুপ্ত হওয়ার দ্বারা হয়। আর واو বা ياء বিশিষ্ট مضارع معتل হলে (رفع অবস্থায়) উহ্য পেশ হবে, (نصب অবস্থায়) প্রকাশ্য যবর হবে এবং (جزم অবস্থায়) واو বা ياء-কে বিলুপ্ত করা হবে এবং مضارع متصل الفى তথা শেষাক্ষর الف যুক্ত হলে رفع অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা, نصب অবস্থায় উহ্য যবর দ্বারা, جزم অবস্থায় শেষাক্ষর বিলুপ্তকরণ দ্বারা ই'রাব হবে। যখন مضارع পেশ বিশিষ্ট (مرفوع) হয় তখন এটি عامل ناصب ও جازم হতে মুক্ত হয়। যেমন- يَقُوْمُ زَيْدٌ এবং যবর বিশিষ্ট হয় اَنْ - لَنْ - كَيْ ও اِذَنْ প্রবেশ করার দ্বারা حَتّٰى-এর পরে উহ্য اَنْ দ্বারা এবং لَام كَيْ - لَام جُحُوْد - فَاء - وَاو ও اَوْ-এর পরে উহ্য ان-এর দ্বারা (فعل مضارع যবর বিশিষ্ট হয়)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَإِعْرَابُهُ رَفْعٌ وَنَصْبٌ الخ : فعل مضارع-এর اعراب তিনটি। যথা- (১) رفع (২) نصب (৩) جزم প্রথম দু'টি তথা رفع ও نصب এগুলো اسم-এর মধ্যেও হয়ে থাকে এবং فعل-এর মধ্যেও হয়। আর শেষটি তথা جزم এটি একমাত্র فعل-এর সাথে নির্দিষ্ট। এটি কখনও اسم-এর মধ্যে পাওয়া যায় না। যেমনিভাবে যেরও اسم-এর সাথে নির্দিষ্ট, যা কখনও فعل-এর মধ্যে পাওয়া যায় না।

আর এ مضارع-এর اعرب চার প্রকার। যথা- (১) رفع অবস্থায় পেশ দ্বারা, نصب অবস্থায় যবর দ্বারা ও جزم অবস্থায় সাকিন দ্বারা اعراب হবে। এ প্রকারে اعراب নির্দিষ্ট হলো فعل مضارع-এর ঐ সকল সীগাহের জন্য যেগুলো صحيح ও ضمير بارز مرفوع হতে মুক্ত হয়। (২) رفع অবস্থায় نون বহাল থাকবে, আর نصب ও جزم অবস্থায় نون বিলুপ্ত হবার মাধ্যমে। এ প্রকারের اعراب নির্দিষ্ট تثنيه-এর চার সীগাহ। جمع مذكر-এর দু'সীগাহ ও واحد مؤنث حاضر এ মোট

সাত সীগাহের জন্য চাই مضارع টি صحيح হোক বা معتل হোক। (৩) رفع অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা, نصب -এর অবস্থায় প্রকাশ্য যবর দ্বারা এবং جزم -এর অবস্থায় বিলোপকরণের মাধ্যমে। এ প্রকারের اعراب নির্দিষ্ট হলো واو বা ياء বিশিষ্ট مضارع -এর জন্য। (৪) رفع অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা, نصب অবস্থায় উহ্য যবর দ্বারা এবং جزم -এর অবস্থায় শেষাক্ষর বিলোপকরণের দ্বারা। এ প্রকারের ই'রাব নির্দিষ্ট হলো مضارع معتل بالالف -এর জন্য।

قَوْلُهُ فَالصَّحِيْحُ الْمُجَرَّدُ الخ : এখান থেকে مصنف (র.) বিস্তারিতভাবে مضارع -এর اعراب -এর আলোচনা করেছেন। অতঃপর مضارع যখন صحيح হয় অর্থাৎ তার শেষে حرف علة না হয় এবং ضمير بارز مرفوع হতে মুক্ত হয় তথা تثنيه -এর চার সীগাহ। جمع مذكر -এর দু'সীগাহ ও واحد مؤنث حاضر -এর এক সীগাহ এ মোট সাত সীগাহ না হয় তাহলে رفع অবস্থায় পেশ দ্বারা। نصب অবস্থায় যবর দ্বারা এবং جزم অবস্থায় যের দ্বারা اعراب হবে। (অর্থাৎ এ প্রকারের فعل مضارع صحيح - اعراب -এর (১) واحد مذكر غائب (২) واحد مؤنث غائب (৩) واحد مذكر حاضر (৪) واحد جمع متكلم (৫) متكلم এ পাঁচ সীগায় হয়ে থাকে) যেমন– (رفع অবস্থার উদাহরণ) - يَفْعَلُ - تَفْعَلُ - تَفْعَلُ - اَفْعَلُ - نَفْعَلُ (نصب -এর অবস্থার উদাহরণ) لَنْ يَّفْعَلَ . لَنْ تَفْعَلَ . لَنْ تَفْعَلَ . لَنْ اَفْعَلَ . لَنْ نَفْعَلَ (جزم -এর অবস্থার উদাহরণ) لَمْ يَفْعَلْ - لَمْ تَفْعَلْ - لَمْ تَفْعَلْ - لَمْ اَفْعَلْ - لَمْ نَفْعَلْ ।

قَوْلُهُ وَالْمُتَّصِلُ بِهِ ذَالِكَ بِالنُّوْنِ الخ : فعل مضارع -এর যে সব সীগার সাথে ضمير بارز مرفوع যুক্ত হয়। চাই متعل হোক বা صحيح হোক সেগুলোর ই'রাব হলো– رفع অবস্থায় نون বহাল থাকবে। যেমন– يَضْرِبُوْنَ يَضْرِبَانِ - تَضْرِبَانِ - تَضْرِبُوْنَ - تَضْرِبِيْنَ ; نصب ও جزم অবস্থায় نون বিলুপ্ত করার দ্বারা। যেমন– لَمْ يَضْرِبَا - لَنْ يَّضْرِبَا ।

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَلُّ بِالْوَاوِ وَالْيَاءِ الخ : مضارع যদি معتل واوى বা معتل يائى তথা مضارع -এর শেষাক্ষর واو বা ياء যুক্ত হলে তার ই'রাব হবে رفع অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা হবে। যেমন– يدعو - يرمى ; نصب অবস্থায় প্রকাশ্য যবর দ্বারা হবে। যেমন– لن يدعو - لن يرمى এবং جزم অবস্থায় উক্ত واو বা ياء কে বিলোপকরণ দ্বারা। যেমন– لَمْ يَدْعُ - لَمْ يَرْمِ -

قَوْلُهُ وَالْمُعْتَلُّ بِالْاَلِفِ بِالضَّمَّةِ الخ : مضارع যদি معتل الفى তথা শেষাক্ষর الف হয় তাহলে তার ই'রাব হবে رفع অবস্থায় উহ্য পেশ দ্বারা। যেমন– هو يرضى - نصب অবস্থায় উহ্য যবর দ্বারা। যেমন– لن يرضى এবং جزم অবস্থায় শেষাক্ষর বিলোপকরণ দ্বারা। যেমন– لم يرض ।

قَوْلُهُ وَيَرْتَفِعُ اِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ الخ : فعل مضارع -এর عامل رفع তথা رفع প্রদানকারী عامل সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। এ বিষয়টি নিয়ে নাহু বিশারদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কূফাবাসী নাহুবিদগণ বলেন فعل مضارع টি নসব প্রদানকারী عامل ও جزم প্রদানকারী عامل হতে মুক্ত হওয়াটাই فعل مضارع -এর عامل رفع আর এটাই হলো সম্মানিত গ্রন্থকার (র.)-এর মত। তাই তিনি বলেছেন– فعل مضارع টি পেশ বিশিষ্ট হয় যখন نصب প্রদানকারী আমিলও جزم প্রদানকারী আমিল হতে মুক্ত হয়। যেমন– يَقُوْمُ زَيْدٌ আর বসরার নাহবিগণ বলেন– فعل مضارع টি اسم -এর স্থানে পতিত হওয়াটাই তার عامل رفع যেমন– زَيْدٌ يَضْرِبُ টি زَيْدٌ ضَارِبٌ -এর স্থানে পতিত হয়েছে। এজন্য একে اسم -এর اعراب প্রদান করা হয়েছে। যেহেতু এটি اسبق ও اقوى ।

فعل مضارع -এর দ্বারা যবর বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ قوله وينتصب بان ولن الخ : ان فعل مضارع - لن - كى ও اذن -এর দ্বারা যবর বিশিষ্ট হয়। অর্থাৎ فعل مضارع-এর نصب প্রদানকারী عامل ৫টি। যথা- (১) اَنْ যেমন- اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ (২) لَنْ যেমন- لَنْ اَبْرَحَ (৩) كَىْ যেমন- اسلمتُ كَىْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (৪) اِذَنْ যেমন- اِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ (৫) اَنْ দ্বারা যা حتى - لام - لام جحود - فاء - واو ও او -এর পরে উহ্য থাকে। অর্থাৎ সাতটি স্থানে اَنْ উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। যথা- (১) حتى -এর পরে। যেমন- سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ (২) لام كى -এর পরে তথা এমন لام -এর পরে যা كى -এর অর্থ প্রদান করে। যেমন- سِرْتُ لِاَدْخُلَ الْبَلَدَ (৩) لام جحود -এর পরে তথা এমন لام -এর পরে যা كان منفى -এর خبر -এর উপর প্রবিষ্ট হয়ে نفى -এর تاكيد -এর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ যেহেতু উপরোক্ত বর্ণিত সব কয়টিই حرف جر আর হরফে جر সাধারণত فعل -এর ওপর প্রবিষ্ট হয় না। তাই এগুলোর পরে ان مصدريه উহ্য থেকে فعل مضارع - بتاويل مصدر হয়ে حرف جر -এর مدخول হয়েছে। (৪) فاء -এর পরে। যেমন- زُرْنِىْ فَاُكْرِمَكَ (৫) واو -এর পরে। যেমন- لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ (৬) او -এর পরে। যেমন- لَاَلْزَمَنَّكَ اَوْ تُعْطِيَنِىْ حَقِّىْ - فاء ও واو -এর পরে ان উহ্য থাকার কারণ হলো- এ দু'টি হলো হরফে عطفة এবং উভয়টির পূর্বে جمله انشائيه এবং পরে جمله خبريه হয়ে থাকে, সুতরাং এগুলোর পরে ان উহ্য ধরে নেওয়া হবে যেন فعل مضارع - بتاويل مصدر হয়ে مصدر -এর উপর হয়ে যায় ফলে زُرْنِىْ فَاُكْرِمَكَ অর্থ لِيَكُنْ مِنْكَ زِيَارَةٌ فَاِكْرَامٌ مِنِّىْ এবং لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ -এর অর্থ হলো- لَا يَكُنْ مِنْكَ اَكْلُ السَّمَكِ وَشُرْبُ اللَّبَنِ ছিল। উভয়স্থানে مصدر টা عطف -এর উপর হয়েছে। مفرد আর او -এর পরে ان উহ্য হওয়ার কারণে অচিরেই বিবৃত হবে। ইনশাআল্লাহ!

فَاِنْ مِثْلُ اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ اِلَيَّ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَّكُمْ وَالَّتِيْ تَقَعُ بَعْدَ الْعِلْمِ هِيَ الْمُخَفَّفَةُ مِنَ الْمُثَقَّلَةِ وَلَيْسَتْ هٰذِهٖ نَحْوُ عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ وَاَنْ لَا يَقُوْمَ وَالَّتِيْ تَقَعُ بَعْدَ الظَّنِّ فَفِيْهَا الْوَجْهَانِ وَلَنْ مِثْلُ لَنْ اَبْرَحَ وَمَعْنَاهَا نَفْىُ الْمُسْتَقْبِلِ -

---

অনুবাদ : ان -এর উদাহরণ اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ اِلَيَّ (এটি ان যবর প্রদান করেছে এর মিثال) এবং اَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَّكُمْ (এটি نون বিলোপকরণের مثال) এবং ঐ ان যা علم -এর পর পতিত হয় সেটি হলো ان مخففة من المثقله ফলে اَنْ سَيَقُوْمَ ও عَلِمْتُ اَنْ لَا يَقُوْمَ এ জাতীয় উদাহরণে ان টি ان مصدرية নয়। আর যে ان টি ظن -এর পরে পতিত হয় সেটির মধ্যে দু'সুরত বিদ্যমান। এবং لن -এর উদাহরণ, যেমন– لن ابرح এটি ভবিষ্যৎকালীন না-বোধক অর্থ প্রদান করে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ فَاِنْ مِثْلُ اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ الخ : এটি اُرِيْدُ اَنْ تُحْسِنَ اِلَيَّ - ان فعل مضارع -কে যবর প্রদান করে তার উদাহরণ। আর وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَّكُمْ এটি হলো ان ملفوظه -এর مثال -এর মধ্যে نصب নূন বিলোপকরণ দ্বারা হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَالَّتِيْ تَقَعُ بَعْدَ الْعِلْمِ هِيَ الْمُخَفَّفَةُ الخ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো, ان ملفوظة -এর পরে فعل مضارع যবর বিশিষ্ট হওয়া এটি একটি قاعده كليه অথচ عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُوْمُ وَاَنْ لَا يَقُوْمُ ও এ জাতীয় বাক্যে فعل مضارع পেশ বিশিষ্ট হয়েছে। এর কারণ কি? **উত্তর :** ان مصدريه ناصبه টি فعل مضارع -এর পরে যবর বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ان مخففه من المثقله -এর পরে নয়। আর উপরোক্ত উদাহরণে যে ان ঐ علم -এর পরে পতিত হয়েছে যার মধ্যে ظن -এর অর্থ নেই সেটি হলো ان مصدريه - مخففة من المثقلة নয়। কেননা, ان مخففة তাহকীকের জন্য আসে। আর ان مصدريه আশা-লোভের জন্য সুতরাং علم -এর مناسب হলো مخففه - مصدر নয়। এ জন্যই عَلِمْتُ اَنْ سَيَقُوْمَ -এর ব্যাপারে নাহবিদগণ বলেন, এ বাক্যটি মূলত اَنَّهٗ سَيَقُوْمُ ছিল। আর اَنْ لَايَقُوْمُ মূলত اَنَّهٗ لَايَقُوْمُ ছিল। ফলে উপরোক্ত قاعده كليه টি -ই রয়ে গেল। এটির كليت -এর ক্ষেত্রে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা রইল না।

قَوْلُهٗ وَالَّتِيْ تَقَعُ بَعْدَ الظَّنِّ الخ : আর যে ان টি ظن -এর পরে পতিত হয় তার মধ্যে দু' সুরত জায়েজ। এমতাবস্থায় ان -কে مخففة من المثقلة বলা যায়। অথবা مصدريهও বলা যায়। কেননা, ظن হলো جانب راجع -এর নাম। সুতরাং তার প্রাধান্যতার প্রতি লক্ষ্য করা হলে তার مناسب হয় ان مخففه -এর সাথে যা তাহকীককে বুঝিয়ে থাকে। আর ظن -এর অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলে এবং তার মধ্যে না হওয়ার সম্ভাবনার প্রতি লক্ষ্য করলে তার مناسبت হয় ان مصدريه -এর প্রতি হয়। আর قَوْلُهٗ وَلَنْ مِثْلُ الخ এটি عامل ناصبه -এর মধ্যে হতে দ্বিতীয় عامل তথা لن -এর مثال আর فعل مضارع -এর প্রথমে لن যুক্ত হলে এটি فعل مضارع কে ভবিষ্যৎকালীন দৃঢ়তাসূচক না-বোধক অর্থে পরিণত করে দেয়। যেমন– لَنْ يَّنْصُرَ সে কখনো সাহায্য করবে না।

وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا مِثْلُ إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ -

অনুবাদ : এবং اذن যখন তার পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের উপর ভরসা না করে এবং فعل টি فعل مستقبل হয় তখন এটি فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। যেমন– إِذَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ আর যখন اذن টি واو এবং فاء -এর পরে পতিত হয় তখন তার মধ্যে দু'টি সুরত তথা نصب ও رفع জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ إِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ الخ : اذن হরফটি عامل نصب হিসেবে আমল করার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) إِذَنْ لَمْ يَعْتَمِدْ الخ -এর মাধ্যমে সে শর্তগুলো আলোচনা করেছেন। اذن দু'টি শর্ত সাপেক্ষে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে প্রথমত এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের উপর ভরসা না করতে হবে অর্থাৎ তার পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের معمول না হওয়া। দ্বিতীয়ত اذن -এর পরবর্তী অংশ তথা فعل مضارع টি فعل مستقبل -এর অর্থ প্রদান করতে হবে। حال -এর অর্থ প্রদান করলে আমল করবে না। যেমন– কারো কথা বলার সময় তুমি বললে اذن أَظُنُّكَ كَاذِبًا এখানে حال -এর অর্থ প্রদান করায় عمل করেনি। আর যদি اذن -এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তী অংশের معمول হয়, তাহলে فعل مضارع টা مرفوع হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি বলল– أَتَيْتُكَ তার জবাবে বলা হয়– أَنَا إِذَنْ أُكْرِمُكَ - اذن আমল করার জন্য প্রথম শর্তটি এ জন্য যে, যদি তার পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের معمول হওয়া সত্ত্বেও ওটা তার পরবর্তী অংশের উপর আমল করে তাই توارد عامل সমূহ এক معمول -এর মধ্যে لازم আসে। দ্বিতীয়ত اذن -এর পরবর্তী অংশটি তার পূর্ববর্তী অংশের معمول হওয়ার দিক বিবেচনায় اذن -এর উপর حكما অগ্রগামী হয়েছে যা সুস্পষ্ট যে, معمول টা عامل -এর সাথে متصل হওয়া আবশ্যক। আর যখন اذن -এর পরবর্তী অংশ اذن -এর উপর حكما অগ্রগামী হলো তখন اذن তার পরবর্তী فعل হতে حكما - مقدم হওয়ায় আমল করবে না। আর তা এ জন্য যে اذن টা ان مصدرية -এর فرع এবং এটা عمل -এর ক্ষেত্রেও দুর্বল। সুতরাং ضعيف العمل তথা عمل -এর ক্ষেত্রে দুর্বল স্বীয় مقدم -এর উপর যদিও حكما মুকাদ্দাম, আমল করতে পারে।

আর যদি اذن আমল করার দ্বিতীয় শর্ত তথা فعل مضارع টি مستقبل -এর অর্থ প্রদান করতে হবে যদি তা না হয় তাহলে এটি نصب প্রদান করবে না। যেমন– কোনো ব্যক্তি বলল, إِذَنْ أَظُنُّكَ كَاذِبًا আর এটা এ জন্য যে, اذن ناصبه জবাব ও جزاء -এর জন্য হয়ে থাকে। আর এ جواب ও جزاء ভবিষ্যৎকালের মধ্যে হয়ে থাকে, বর্তমান কালের মধ্যে নয়।

قَوْلُهُ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ الخ : যখন اذن টি واو এবং فاء -এর পরে পতিত হয় তখন তার পরবর্তী অংশে দু' সুরত তথা رفع ও نصب উভয়টি জায়েজ। رفع তো এ জন্য যে, اذن -এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের উপর ভরসা করে ফলে اذن নসব দেওয়ার শর্তদ্বয়ের প্রথমটি পাওয়া না যাওয়ায়। আর نصب এ হিসেবে যে, فعل স্বীয় فاعل -এর সাথে মিলে হরফে عطف হতে قطع نظر করায় যেহেতু مستقبل -এর উপকারিতা প্রদান করে বলে, এটি যেন তার পূর্ববর্তী অংশের উপর ভরসাই করেনি। ফলে نصب জায়েজ। যেমন– فَإِذَنْ أُكْرِمَكَ ঐ ব্যক্তির জবাবে বলবে যে বলেছে– أَنَا أَتَيْتُكَ অর্থাৎ উল্লিখিত مثال -এ اذن শব্দটি فاء -এর পরে পতিত হয়েছে। তাই তার পরবর্তী অংশে رفع ও نصب উভয়ই জায়েজ। অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী– وَإِذَنْ لَا يَلْبَثُوْنَ خِلَافَكَ (الايه) ও এ জাতীয় বাক্যে اذن টি واو -এর পরে পতিত হওয়ায় তাতে اذن -এর পরবর্তী অংশে তথা فعل مضارع তে رفع ও نصب উভয়টি জায়েজ।

وَكَيْ مِثْلُ اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَمَعْنَاهَا السَّبَبِيَّةُ وَحَتّٰى اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّظَرِ اِلٰى مَا قَبْلِهَا بِمَعْنٰى كَيْ اَوْ اِلٰى مِثْلُ اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَكُنْتُ سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ وَاَسِيْرُ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ -

---

অনুবাদ ঃ كي -এর مثال যেমন– اَسْلَمْتُ كَيْ اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি) এ সময় এটি سببيت অর্থ প্রদান করে। এবং حتى এর পরে (ان উহ্য থাকায়) فعل مضارع যবর বিশিষ্ট হয়ে থাকে, যখন فعل مضارع টি حتى -এর পূর্ববর্তী অংশের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকালের অর্থ প্রদান করে। এমতাবস্থায় যে, حتى টি হয়তো كي -এর অর্থ প্রদান করবে অথবা الى -এর অর্থ প্রদান করবে। যেমন– (حتى بمعنى الى) اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ (مثال এর- حتى بمعنى الى) كُنْتُ سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ এবং (مثال এর- حَتّٰى بِمَعْنٰى اِلٰى) اَسِيْرُ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ (সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আমি ভ্রমণ করেছি)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَكَيْ مِثْلُ اَسْلَمْتُ كَيْ الخ : فعل مضارع -এর আমিলে ناصب -এর মধ্যে হতে একটি হলো كي এটি سببيت অর্থে তথা كي -এর পূর্ববর্তী অংশ তার পরবর্তী অংশের কারণ হয়, এ অর্থে এটি ব্যবহার হয়। যেমন– اسلمت كي ادخل الجنة (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি) এ مثال -এর মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করা জান্নাতে প্রবেশের কারণ। উপরোক্ত বক্তব্যটি কুফাবাসী নাহবীগণের মাযহাব অনুযায়ী। কেননা, তাঁরা كي -কে সর্বাবস্থায় ناصبة للفعل মনে করেন। কোনো অবস্থায়ই جاره মনে করেন না। তবে বসরাবাসীগণ كي -কে حرف جر বলে মনে করেন আর ناصب অবস্থায় كي -এর পরে উহ্য ان -কে মেনে নেন। সম্মানিত গ্রন্থকার এখানে كي -কে ناصبه হিসেবে মেনে كوفه বাসীদের অনুসরণ করেছেন। কারণ, যদি এটি جارة হতো তাহলে এর প্রথমে কখনো لام جاره যুক্ত হতো না। অথচ এর শুরুতে لام جارة যুক্ত হবার বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন, আল্লাহর বাণী– لِكَيْلَا يَكُوْنَ।

قَوْلُهُ وَحَتّٰى اِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّظَرِ الخ : حتى -এর مدخول যখন ماقبل -এর দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকালে হয়, তখন حتى টি كي অথবা الى -এর অর্থ প্রদান করে। যেমন– اَسْلَمْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْجَنَّةَ এটি حَتّٰى بِمَعْنٰى كَيْ -এর উদাহরণ। এখানে حتى -এর পরবর্তী অংশ তথা জান্নাতে প্রবেশ করা, তার পূর্ববর্তী অংশ তথা ইসলাম গ্রহণ করা এর দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎকালের মধ্যে এবং বক্তব্যের সময়ও এটি ভবিষ্যৎকালে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَكُنْتُ سِرْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ الْبَلَدَ : এ উদাহরণটি حتى بمعنى الى ও كي উভয়টির হতে পারে। উক্ত বাক্য দ্বারা বক্তার যদি কারণ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটি حتى بمعنى كي -এর উদাহরণ, এ সময় বাক্যটির অর্থ হবে– আমি ভ্রমণ করেছিলাম যেন শহরে প্রবেশ করতে পারি। আর যদি বক্তার উদ্দেশ্য হয় শেষ সীমা বুঝানো, তখন এটি حتى بمعنى الى -এর উদাহরণ হবে এবং বাক্যটি অর্থ হবে– আমি ভ্রমণ করেছিলাম এমনকি শহরে পৌঁছে গেলাম। এ বাক্যটিতেও حتى -এর পরবর্তী অংশ তথা শহরে প্রবেশ করাটা তার পূর্ববর্তী অংশ তথা ভ্রমণ করার দৃষ্টি হতে ভবিষ্যৎকালে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَسِيْرُ حَتّٰى تَغِيْبَ الخ : اَسِيْرُ حَتّٰى تَغِيْبَ الشَّمْسُ [সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত আমি সফর করেছি।] এ مثال টি হলো حَتّٰى بِمَعْنٰى اِلٰى -এর। কেননা, এখানে বক্তার সফরের শেষ সীমা বর্ণনা করা হয়েছে সূর্য অস্তমিত হওয়াকে। কারণ বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া বাক্যটিতে حتى -এর ما بعد তার ماقبل -এর দৃষ্টি ভবিষ্যৎকালে হয়েছে।

فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا وَحِكَايَةً كَانَتْ حَرْفَ اِبْتِدَاءٍ فَتَرْفَعُ وَتَجِبُ السَّبَبِيَّةُ مِثْلُ مَرِضَ حَتَّى لَا يَرْجُوْنَهُ وَمِنْ ثَمَّ اِمْتَنَعَ الرَّفْعُ فِيْ كَانَ سَيْرِيْ حَتَّى أَدْخُلَهَا فِي النَّاقِصَةِ وَأَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا وَجَازَ فِي التَّامَّةِ كَانَ سَيْرِيْ حَتَّى أَدْخُلُهَا وَأَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُهَا -

---

অনুবাদ : অতঃপর যদি (مدخول حتى তথা فعل مضارع দ্বারা) তুমি বর্তমান কাল উদ্দেশ্য নাও حقيقى ভাবে অথবা حكاية হিসেবে তখন حتى টি ابتدائيه হবে, এটি فعل مضارع -কে رفع প্রদান করবে এবং سببيت -এর অর্থ আবশ্যক হবে। যেমন– مرض حتى لايرجونه (সে অসুস্থ হয়ে গেছে, ফলে লোকেরা তাঁর আশা করে না) এবং এ জন্যেই كَانَ سَيْرِيْ حَتَّى أَدْخُلَهَا -এর মাঝে فعل مضارع -কে رفع দেওয়া নিষেধ যখন كان টি ناقصه হয়। এবং أَسِرْتَ حَتَّى تَدْخُلَهَا তথা استفهام বিশিষ্ট এ জাতীয় مثال -এর মাঝেও رفع নিষিদ্ধ। এবং كَانَ سَيْرِيْ حَتَّى أَدْخُلُهَا যখন كان টি تامه হয় তখন رفع দেওয়া জায়েজ। অনুরূপভাবে أَيُّهُمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلُهَا -এর মধ্যে مضارع তে رفع পড়া জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْحَالَ تَحْقِيقًا الخ : যদি حتى -এর ما بعد -এর দ্বারা حكاية বা حقيقة বর্তমানকাল উদ্দেশ্য হয় তখন حتى টি ابتدائية হয়ে থাকে, جارة বা عاطفة হয় না। এবং حتى -এর ما بعد স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি বাক্য হয় এবং مرفوع হয়। এবং আবশ্যিকভাবে حتى -এর ماقبل তার ما بعد -এর জন্য সবব হয়। কেননা, এ সুরতে حتى -এর পরে ما بعد -এর শাব্দিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে তার ماقبل থেকে, তাই আবশ্যক হলো حتى -এর ما بعد -এর জন্য তার ما قبل টি সবব হওয়া, যেন কমপক্ষে অর্থের দিক দিয়ে হলে উভয়ের সম্পর্ক বহাল থাকে।

قَوْلُهُ مِثْلُ مَرِضَ حَتَّى لَايَرْجُوْنَهُ : এ বাক্যটি حتى ابتدائية -এর উদাহরণ। কেননা এখানে ما بعد حتى -এর দ্বারা حقيقة বর্তমানকাল উদ্দেশ্য যা হুবহু تكلم -এর কাল। অর্থাৎ নৈরাশ হওয়াটা বক্তব্যের সময়ই পাওয়া যায়। সুতরাং এ উদাহরণে حتى -এর ما بعد টি مرفوع হয় আর তার ما قبل তথা অসুস্থ হওয়াটা তার ما بعد তথা নিরাশ হওয়ার কারণ। আর যে حتى -এর ما بعد দ্বারা حكاية বর্তমানকাল উদ্দেশ্য তার উদাহরণ হলো كُنْتُ سِرْتُ أَمْسِ حَتَّى أَدْخُلُ الْبَلَدَ তবে শর্ত হলো এ বক্তব্যের বক্তা ঐ সময় বাক্য উচ্চারণ করবে যখন সে تكلم -এর পূর্বে শহরে প্রবেশ করে থাকে। এখানে বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত فعل টি অতীতের অবস্থা বর্ণনা করেছে। কেননা, মূলত বক্তব্যটি বক্তা শহরে প্রবেশের সময় বলা উচিত ছিল, কিন্তু যে এখন তার শহরে প্রবেশের কাহিনী বর্ণনা করেছে মনে হয় যেন সে এখন শহরে প্রবেশ করছে। ফলে এখানে বর্তমানকাল حكاية হয়েছে। আর যখন حتى -এর ما بعد -এর দ্বারা حال -এর উদ্দেশ্য নেওয়া হলো তখন এ উদাহরণেও حتى -এর ما بعد টি مرفوع ও حتى ابتدائيه হবে।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اِمْتَنَعَ الخ : পূর্বোক্ত আলোচনা দ্বারা যখন একথা সাব্যস্ত হলো যে, حتى -এর ما بعد -এর দ্বারা যখন حال উদ্দেশ্য হবে। চাই حقيقة হোক বা حكما হোক তখন حتى টি ابتدائيه হবে এবং তার ما بعد টি جمله

ناقصة -কে كان -এর মধ্যে যখন كان سيرى حتى ادخلها এ মূলনীতির আলোকে হয়ে পৃথক বাক্য হবে। مستانفة ধরা হবে তখন حتى -এর ما بعد -এ رفع হওয়া নিষেধ। কেননা, مرفوع হওয়া অবস্থায় حتى টি ابتدائيه হবে এবং حتى -এর ما بعد তার ما قبل থেকে انقطاع হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় كان ناقصة টি خبر হীন হয়ে যায়, যা আদৌ ঠিক নয়। ফলে এখানে حتى -কে جارة বলতে হবে এবং এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করবে এবং جار ও مجرور মিলে كان -এর خبر হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَاَسِرْتُ حَتّٰى تَدْخُلَهَا : حتى -এর ما بعد -এ رفع হওয়া নিষিদ্ধ এর দ্বিতীয় مثال হলো اسرت حتى تدخلها এ বাক্যে تدخلها -এর মধ্যে رفع নিষেধ হওয়ার কারণ হলো যদি تدخل ফে'লে مضارع -কে مرفوع পড়া হয় তাহলে حتى টি ابتدائيه হয় এবং حتى -এর ما قبل তার ما بعد -এর জন্য سبب হয়ে থাকে। অথচ এখানে سبب হওয়া অসম্ভব। কেননা, حتى -এর ما قبل হরফে استفهام -এর مدخول হওয়ায় سبب সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে আর তার ما بعد টি নিশ্চিতরূপে পতিত হওয়ার সংবাদ বহন করে। সুতরাং এটা কি করে হতে পারে যে, سبب সন্দেহযুক্ত আর مسبب হলো সন্দেহ মুক্ত তথা নিশ্চিত; ফলে একথা সাব্যস্ত হলো যে, حتى -এর ما قبل তার ما بعد -এর জন্য সবব হতে পারে না। আর যখন سبب হয় না তখন حتى -এর ما بعد টি رفع হওয়া ممتنع হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَجَازَ فِى التَّامَّةِ الخ : كَانَ سَيْرِىْ حَتّٰى اَدْخُلَهَا এ জাতীয় مثال -এর মধ্যে كان টি যদি تامه হয়, তাহলে حتى -এর ما بعد -এর মাঝে رفع দেওয়া জায়েজ। কেননা, এ সময় حتى -কে ابتدائيه ধরা হলে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় না। কারণ, كان تامه -এর এজন্য خبر -এর আবশ্যকতা নেই।

قَوْلُهُ وَاَيُّهُمْ سَارَ حَتّٰى يَدْخُلَهَا : এবং মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি اَيُّهُمْ سَارَ حَتّٰى يَدْخُلَهَا এ জাতীয় বাক্যে حتى -এর ما بعد -এ رفع দেওয়া জায়েজ। কেননা, এখানে سببيت তথা سير টি متحقق আর সন্দেহ হলো শুধুমাত্র شئ -এর মধ্যে যা এ বাক্যের অর্থের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। বাক্যটির অর্থ হলো– তাদের মধ্য হতে এ পর্যন্ত কেউই ভ্রমণ করেনি যে শহরে প্রবেশ করবে। সুতরাং যখন সবব তথা ভ্রমণ متحقق তখন مسبب তথা প্রবেশও متحقق الحصول হওয়াও জায়েজ হলো।

وَلَامُ كَيْ مِثْلُ اَسْلَمْتُ لِاَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلَامُ الْجُحُوْدِ لَامُ تَاكِيْدٍ بَعْدَ النَّفْيِ لِكَانَ مِثْلُ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَالْفَاءُ بِشَرْطَيْنِ اَحَدُهُمَا السَّبَبِيَّةُ وَالثَّانِي اَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَهَا اَمْرٌ اَوْ نَهْيٌ اَوْ اِسْتِفْهَامٌ اَوْ نَفْيٌ اَوْ تَمَنٍّ اَوْ عَرْضٌ وَالْوَاوُ بِشَرْطَيْنِ الْجَمْعِيَّةُ وَاَنْ يَّكُوْنَ قَبْلَهَا مِثْلُ ذٰلِكَ وَ اَوْ بِشَرْطِ مَعْنٰى اِلٰى اَنْ اَوْ اِلَّا اَنْ وَالْعَاطِفَةِ اِذَا كَانَ الْمَعْطُوْفُ عَلَيْهِ اِسْمًا -

---

অনুবাদ : এবং لام كى (এর পরেও ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে।) যেমন- اَسْلَمْتُ لِاَدْخُلَ الْجَنَّةَ (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।) لام جحد (এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে) এটি এমন لام যা كان منفى -এর تاكيد -এর জন্য তার পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَاكَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ (আল্লাহ তাদেরকে কখনো শাস্তি প্রদান করবেন না)। এবং فاء -এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে দু'টি শর্ত সাপেক্ষে। এদের একটি হলো سببيت আর অপরটি হলো فاء -এর পূর্বে امر - نهى - استفهام - تمنى ও عرض (এর মধ্য হতে কোনো একটি) হওয়া। এবং واو -এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে দু'টি শর্তের সাথে। প্রথমতঃ جمعيت তথা একত্রিকরণ, দ্বিতীয়ত তার পূর্বে অনুরূপ বস্তু তথা امر - نهى - استفهام - نفى - تمنى ও عرض -এর মধ্য হতে কোনো একটি হওয়া। এবং او -এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে একটি শর্তের সাথে (আর তা হলো) এটি الى ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। যখন معطوف عليه টি اسم صريح বা প্রকাশ্য اسم হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَلَامُ كَيْ مِثْلُ الخ : ঐ لام যার পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে নসব প্রদান করে এবং كى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার উদাহরণ- اسلمت لادخل الجنة (আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি।)

قَوْلُهُ وَلَامُ الْجُحُوْدِ والخ : لام جحود এটি মূলত (ل) لام تاكيد যা كان منفى -এর পরে نفى -এর দৃঢ়তার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। যেমন- مَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ এ বাক্যে كان -এর اسم থেকে مضاف উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত ছিল مَاكَانَ صِفَتُ اللّٰهِ تَعْذِيْبَهُمْ অতঃপর যখন كان -এর মধ্যে مضاف উহ্য মেনে নেওয়া হয় তখন اسم ও خبر -এর মধ্যে حمل বিশুদ্ধ হয় এবং অর্থ দাঁড়ায় তাদেরকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর গুণ নয়।

قَوْلُهُ وَالْفَاءُ بِشَرْطَيْنِ الخ : এবং فاء -এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে নসব প্রদান করে। তবে এর জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত فاء -এর পূর্বাংশ তার পরের অংশের জন্য سبب বা কারণ হতে হবে। দ্বিতীয়ত নিম্নে বর্ণিত ছয়টি বস্তুর কোনো একটি فاء -এর পূর্বে হতে হবে। সেগুলো হলো- (১) امر যেমন- زُرْنِيْ فَاُكْرِمَكَ তথা ليكن زيارة منك فاكرام منى (২) نهى যেমন- لَا تَشْتِمْنِيْ فَاُكْرِمَكَ তথা لايكن منك شتم فاكرام منى (৩) استفهام যেমন- مَا اَتَيْتَنَا فَتُحَدِّثَنَا তথা ليس منك اتيان (৪) هل يكن منك ماء فشرب منى তথা هَلْ عِنْدَكَ مَاءٌ فَاَشْرَبَهُ (৫) تمنى যেমন- لَيْتَ لِيْ مَالًا فَاُنْفِقَهُ তথা ليت لى ثبوت مال فانفاق منى - (৫) عرض যেমন- فتحديث منا اَلَاتَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا তথা لايكون منك نزول فاصابة خير منى ।

বি: দ্র: প্রথম শর্তের কারণ হলো, رفع হতে نصب -এর দিকে পরিবর্তন করা হয়েছে سببيت -কে বুঝানোর জন্য যেমনিভাবে শব্দের পরিবর্তন অর্থের পরিবর্তনকে বুঝিয়ে থাকে। সুতরাং যদি سببيت উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে رفع হতে نصب -এর প্রতি পরিবর্তন করার কোনো প্রয়োজন হতো না। আর দ্বিতীয় শর্তটির কারণ হলো– যে فاء - انشاء বা معنى جبله انشاء (যা جواب -কে চায়)-এর পরে পতিত হয় তখন فاء -এর পূর্ববর্তী অংশ جمله انشائية এবং পরবর্তী অংশ جمله خبريه হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় عَطْفُ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ জায়েজ হয় না। কেননা, এ সময় جمله خبريه -এর جمله انشائيه -এর উপর عطف হওয়া লাযিম আসে যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং فاء -এর পূর্বে উল্লিখিত বস্তুগুলো হওয়া অবস্থায় বাক্যকে বিশুদ্ধ করার জন্য فاء -এর পরে একটি ان উহ্য মেনে مضارع -কে منصوب পড়তে হবে। যেন مضارع মাসদারের حكم -এ হয়ে যায় এবং فاء যা جمله انشائيه -এর পূর্বে রয়েছে সেটাকে مفرد দ্বারা تاويل করে নিতে হয়, তাহলে عَطْفُ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ -এর পদ্ধতিতে عطف সহীহ হয়ে যায়।

قَوْلُهُ وَالْوَاوُ بِشَرْطَيْنِ الخ : واو -এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে, তবে এর জন্যও দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত واو টি جمعيت তথা واو -এর পূর্ববর্তী অংশ তার পরবর্তী অংশের সাথী হবে অর্থাৎ উভয়টি অর্জিত হওয়ার সময় এক হতে হবে। তবে واو -এর পূর্ববর্তী হুকুমকে পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত করবে না। আর واو عاطفه তার বিপরীত তথা এর পূর্ববর্তী অংশকে পরবর্তী হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে দিবে। দ্বিতীয়ত واو -এর পূর্বে فاء -এর মতো উল্লিখিত ছয়টি বস্তু তথা امر - نهى - استفهام - نفى - تمنى ও عرض -এর মধ্য হতে কোনো একটি বস্তু উল্লিখিত হওয়া। واو -এর উদাহরণ فاء -এর উদাহরণের মতোই। তবে পার্থক্য হলো শুধুমাত্র এতটুকুই যে, فاء -এর স্থানে واو বসিয়ে দিতে হবে। যেমন– زُرْنِيْ وَأُكْرِمَكَ তথা ليكن منك زيارة واكرام منى (বাকিগুলো অনুরূপভাবে বানিয়ে নিতে হবে)।

قَوْلُهُ وَ أَوْ بِشَرْطِ إِلَى أَنْ وَإِلَّا أَنْ : এবং او এর পরে ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে। তবে এর জন্য শর্ত হলো او টি الى ان বা الا ان অর্থে আসা। মূলত او -এর অর্থ হলো– الى অথবা الا - ان হরফটি او -এর مفهوم) হতে বহির্ভূত। কেননা, যদি ان -কেও او -এর مفهوم -এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে ان -কে বারংবার উল্লেখ করা লাযেম আসে। আর তা বাতিল। সুতরাং ان -কে অন্তর্ভুক্ত করা বাতিল। যেমন– (উভয় অর্থ হিসেবে) لَأَلْزِمَنَّكَ أَوْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ (আমি তোমাকে অবশ্যই ধরে রাখব আমার অধিকার আদায় করা পর্যন্ত)। ইমাম সীবওয়াই (র.)-এর মতে এ مثال টিতে او হরফটি الا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি বলেন, এখানে مضاف রয়েছে ফলে استثناءও বিশুদ্ধ। সুতরাং এর মূল ইবারত হলো– لَأَلْزِمَنَّكَ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا وَقْتٍ أَنْ تُعْطِيَنِيْ حَقِّيْ (আমি তোমার পিছ ছাড়ব না কোনো সময়ই; তবে ঐ সময় পর্যন্ত যখন তুমি আমাকে আমার হক আদায় করে দিবে)। অন্যান্য নাহবিদগণ এ مثال -এর মধ্যে او -কে الى অর্থে মনে করেন, তবে او -এর ما بعد টা بتاويل مصدر সুতরাং তাদের নিকট এটির মূল ইবারত ছিল لَأَلْزِمَنَّكَ إِلَى إِعْطَائِكَ حَقِّيْ।

প্রশ্ন : او بمعنى الى বা الا -এর পরে ان উহ্য মেনে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? **উত্তর :** او بمعنى الى বা الا -এর সুরতে فعل - مجرور বা مستثنى হওয়া লাযিম আসে, যা জায়েজ নেই। কেননা, مجرور বা مستثنى একমাত্র اسم -ই হয়ে থাকে। এ ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য او -এর পরে একটি ان উহ্য মেনে নেওয়া হয় ফলে فعل টি بتاويل مصدر হয়ে اسم হয়ে যায়। আর اسم টা مستثنى ও مجرور উভয়ই হতে পারে।

قَوْلُهُ وَالْعَاطِفَةِ : হরফে عطف -এর পরেও ان উহ্য থেকে فعل مضارع -কে نصب প্রদান করে যখন معطوف عليه টি اسم صريح তথা প্রকাশ্য اسم হয়। কেননা, এ সময় যদি ان উহ্য মেনে নেওয়া না হয় তাহলে فعل -এর عطف - اسم -এর উপর এবং جمله -এর عطف - مفرد -এর উপর হওয়া লাযিম আসে, আর তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুতরাং নিঃসন্দেহে ان -কে উহ্য মেনে নিতে হবে, যেন উল্লিখিত عطف টি বিশুদ্ধ হয়। যেমন– أَعْجَبَنِيْ ضَرْبُكَ زَيْدًا وَتَشْتِمَ অথবা فتشتم অথবা ثم تشتم এখানে واو - فاء ও ثم -এর পরে ان উহ্য আছে। আর যদি معطوف عليه টি اسم صريح না হয়, তাহলে হরফে عطف -এর পরে ان উহ্য নেওয়া আবশ্যক নয়। যেমন– أَعْجَبَنِيْ أَنْ يَضْرِبَ زَيْدًا وَيَشْتِمَ এখানে يشتم টি পূর্বোক্ত ان يضرب -এর উপর عطف হয়েছে। ফলে ان উহ্য নেওয়ার প্রয়োজন নেই।

وَيَجُوْزُ اِظْهَارُ اَنْ مَعَ لَامِ كَيْ وَالْعَاطِفَةِ وَيَجِبُ مَعَ لَا فِي اللَّامِ عَلَيْهَا وَيَنْجَزِمُ بِلَمْ وَلَامِ الْاَمْرِ وَلَا فِي النَّهْيِ وَكَلِمِ الْمُجَازَاةِ وَهِيَ اِنْ وَمَهْمَا وَاِذَامَا وَاِذْمَا وَحَيْثُمَا وَاَيْنَ وَمَتَى وَمَا وَمَنْ وَاَيٌّ وَاَنَّى وَاَمَّا مَعَ كَيْفَمَا وَاِذَا فَشَاذٌّ وَبِاَنْ مُقَدَّرَةٍ فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ مَاضِيًا وَنَفْيِهِ وَلَمَّا مِثْلُهَا وَتَخْتَصُّ بِالْاِسْتِغْرَاقِ وَجَوَازِ حَذْفِ الْفِعْلِ وَلَامُ الْاَمْرِ اَلْمَطْلُوْبُ بِهَا الْفِعْلُ وَهِيَ مَكْسُوْرَةٌ اَبَدًا وَلَا النَّهْيُ اَلْمَطْلُوْبُ بِهَا التَّرْكُ وَكَلِمُ الْمُجَازَاةِ تَدْخُلُ عَلَى الْفِعْلَيْنِ لِسَبَبِيَّةِ الْاَوَّلِ وَمُسَبَّبِيَّةِ الثَّانِيْ وَيُسَمَّيَانِ شَرْطًا وَجَزَاءً فَاِنْ كَانَا مُضَارِعَيْنِ اَوِ الْاَوَّلُ فَالْجَزْمُ وَاِنْ كَانَ الثَّانِيْ فَالْوَجْهَانِ -

---

অনুবাদ : لام كي এবং حروف عاطف -এর সাথে ان প্রকাশ্যে ব্যবহার করা জায়েজ। আর لائے نفى -এর সাথে যুক্ত لام كي -এর সাথে ان তথা এরূপ لام كي -এর পরে ان -কে প্রকাশ্যে নেওয়া ওয়াজিব এবং فعل مضارع لَمْ টি - لَمَّا - لام اَمْر (ل) لَائم نَهْي (لا) এবং كلمات مجازات তথা اِنْ - مَهْمَا - اِذَامَا - اِذْمَا - حَيْثُمَا - ا فعل مضارع -এর দ্বারা جزم বিশিষ্ট হয়। এবং اِذَامَا ও كَيْفَمَا -এর দ্বারা اَنّٰى - اَيٌّ ও مَنْ - مَا - مَتٰى - اَيْنَ জযম বিশিষ্ট হওয়া, شاذ তথা বিরল। এবং ان مقدرة -এর দ্বারাও فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হয়। অতঃপর لَمْ হরফটি مضارع مثبت -কে ماضى منفى তথা না-বোধক অতীতকালীন ক্রিয়ায় পরিণত করে দেয়। এবং لَمَّاও অনুরূপ, তবে এটি (لما) استغراق -এর অর্থ প্রদান এবং তার فعل বিলুপ্তকরণ জায়েজ (এ দুটি) বিষয়ে নির্দিষ্ট। আর لَام اَمْر হলো যার দ্বারা فعل -কে তলব করা হয় এবং এটি সর্বদা যের বিশিষ্ট হয়। এবং لائے نهى হলো যার দ্বারা ترك فعل তথা فعل থেকে বিরতকরণ তলব হয়। জযমদাতা শব্দসমূহ দু'টো فعل -এর উপর প্রবেশ করে প্রথমটি سبب আর দ্বিতীয় مسبب বুঝাবার জন্য। এবং উভয়টিকে شرط ও جزاء বলে নামকরণ করা হয়। যদি উভয়টি (شرط ও جزاء) فعل مضارع হয় অথবা প্রথমটি (شرط) فعل مضارع হয়, তাহলে (مضارع তে) জযম (দেওয়া) ওয়াজিব। আর যদি দ্বিতীয়টি তথা শুধুমাত্র جزاء টি فعل مضارع হয়, তাহলে তার মাঝে দু' সুরত (جزم ও رفع) জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ يَجُوْزُ اِظْهَارُ اَنْ مَعَ لَامِ كَيْ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার ঐসব স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যে সব স্থানে ان مصدرية -কে প্রকাশ করা জায়েজ বা ওয়াজিব যেন وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْاَشْيَاءُ এ মূলনীতি হিসেবে ঐসব সুরতগুলো দৃষ্টিগোচর হয়ে যায়, যে স্থানে ان -কে প্রকাশ করা জায়েজ নাই। মূলকথা হলো গ্রন্থকার (র.) বলেন, ان مصدريه টি ولام كي এবং ঐসব حروف عاطفة -এর পরে প্রকাশ্যে ব্যবহার করা জায়েজ যে সব হরফে عاطفه দ্বারা فعل مضارع -কে اسم صريح -এর উপর عطف করা হয়েছে। যেমন– لام كي -এর উদাহরণ جِئْتُكَ لِاَنْ تُكْرِمَنِيْ উল্লেখ্য যে, لام كي -এর সাথে অতিরিক্ত لام (لام زائدة) -কেও ملحق করা হয়েছে অর্থাৎ لام كي -এর পরে যেভাবে ان -কে প্রকাশ্যে নেওয়া জায়েজ অনুরূপভাবে لام زائده তথা যে فعل مضارع -কে দৃঢ়তা দানকারী لام -এর পরেও ان مصدرية -

احتراز হতে لام جحود বলার দ্বারা لام كى আর পূর্বোক্ত আলোচনায় اردت لان تقوم এবং যেমন– -কে প্রকাশ করা জায়েজ। উদ্দেশ্য। কেনেনা, أَعْجَبَنِيْ قِيَامُكَ وَأَنْ - مثال -এর حرف عطف - লাম জحود -এর সাথে ان প্রকাশ করা জায়েজ নেই। حروف عاطفه ও لام زائده – لام كى - تَذْهَبَ -এর পরে ان প্রকাশ্যে নেওয়া জায়েজ হবার কারণ হলো, এ তিনটি বস্তুটি اسم صريح -এর উপর প্রবেশ করে। যেমন– اَرَدْتُ لِيَضْرِبَكَ - أَعْجَبَنِيْ ضَرْبُ زَيْدٍ وَغَضَبُهُ - جِئْتُكَ لِلْإِكْرَامِ সুতরাং জায়েজ আছে এগুলোর সাথে ঐ বস্তুকে প্রবেশ করানো যা فعل -কে اسم -এ পরিণত করে দেয়। তার বিপরীত হলো لام جحود -এর ব্যাপারটি। কেননা এটি কখনো اسم صريح -এর উপর প্রবেশ করে না। ফলে এক্ষেত্রে فعل -কে اسم এ পরিণত করার জন্য ان -কে প্রকাশ্যে নেওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ يَجِبُ مَعَ لَا الخ : যদি لام كى -এর সাথে لام نفى আসে, তাহলে اجتماع لامين তথা দু'টো لام একত্রিত হওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য لام كى -এর পরে ان ناصبه -কে প্রকাশ্যে নেওয়া ওয়াজিব। যেমন, আল্লাহর বাণী– لئلا يعلم

قَوْلُهُ وَيَنْجَزِمُ بِلَمْ وَلَمَّا وَلَامِ الْأَمْرِ الخ : فعل مضارع টি لم – لما – (ل) لام امر (لا) لائے نهى ও كلم مجازات তথা জযমদাতা শব্দসমূহ দ্বারা জযম বিশিষ্ট হয়। আর كلم مجازات হলো এগারটি। যথা– (১) ان (২) مهما (৩) اذما (৪) اذما (৫) حيثما (৬) اين (৭) متى (৮) ما (৯) من (১০) اى (১১) انى এগুলো كلم مجازات এজন্য বলা হয় যে, এগুলো দু'টি جملہ -এর উপর প্রবেশ করে একটি جملہ অপর جملہ -এর جزاء হওয়া বুঝায়। আর যেহেতু এদের কতেক اسم আর কতেক حرف তাই সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) كلم শব্দটি ব্যবহার করেছেন যেন উভয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

قَوْلُهُ وَاَمَّا مَعَ كَيْفَمَا الخ : كيفما ও اذا এ শব্দদ্বয় দ্বারা فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হওয়া شاذ তথা বিরল। কেননা, كيفما শব্দটি عموم الاعمال তথা সর্বাবস্থায় ব্যাপকতার অর্থ বুঝিয়ে থাকে। যেমন– كَيْفَمَا تَذْهَبْ اَذْهَبْ – তুমি যেভাবে চলবে আমিও সেভাবে চলব। আর এ অর্থটা অসম্ভব। কেননা, দু'জন ব্যক্তির সর্বদিক বিবেচনায় একইভাবে চলা কখনো সম্ভব নয়। সুতরাং যখন مساوات -এর অর্থ অপত্তিকর হলো তখন شرط -এর অর্থও আপত্তিকর প্রমাণিত, আর যেহেতু এটি ان شرطيه -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করে না সেহেতু এর দ্বারা فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হবে না। আর اذا শব্দটির অন্যান্য জযম দাতা حرف -এর সাথে সামঞ্জস্য নেই, কেননা এটি تعين তথা নির্দিষ্টকরণের জন্য আসে। আর شرط সন্দেহ ও ব্যাপকতাকে চায়। ফলে اذا -এর দ্বারা فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হবে না, তবে কখনও যদি হয় তবে তা شاذ তথা বিরল।

قَوْلُهُ بِاَنْ مُقَدَّرَةً الخ : এ বাক্যটি عطف হলো بلم -এর উপর। এর অর্থ হলো উহ্য ان দ্বারা فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হয়। এর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে। ইনশাআল্লাহ!

قَوْلُهُ فَلَمْ لِقَلْبِ الْمُضَارِعِ الخ : এখন থেকে مصنف (র.) مضارع -এর জযমদাতা আমিলসমূহের বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন– এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, لم শব্দটি فعل مضارع -কে ماضى منفى তথা অতীতকালীন না-বোধক ক্রিয়ায় পরিণত করে দেয়। আর لماও অনুরূপ আমল করে থাকে অর্থাৎ فعل مضارع -কে ماضى منفى -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। তবে لم ও لما -এর মধ্যে কতিপয় পার্থক্য বিদ্যমান– প্রথমত لما টি استغراق -এর অর্থ প্রদান করে তথা نفى হওয়ার সময় হতে বক্তব্য প্রদানের সময় পর্যন্ত অতীতকালীন সকল সময়কে نفى -এর অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। পক্ষান্তরে "لم" এটি শুধুমাত্র অতীতকালে নেতিবাচক ক্রিয়ার ফায়দা প্রদান করে, যা অতীতে শেষ হয়ে গেছে। যেমন, আল্লাহর

বাণী– لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ । দ্বিতীয়ত لما অধিকাংশ সময় ঐসব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যা না বোধক হলেও সংঘটিত হবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন– قَامَ الْاَمِيْرُ لَمَّا يَرْكَبْ (বাদশাহ দাঁড়িয়েছেন এখনও আরোহণ করেননি।) এখানে বাদশাহের পরবর্তীতে আরোহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে لم -এর মধ্যে কখনো এরূপ অর্থের আশা করা যায় না। لَمْ يَرْكَبْ زَيْدٌ – যায়েদ কখনো আরোহণ করেনি। তবে لما টিও কখনো কখনো সম্ভাবনাহীন অর্থের জন্য আসে। যেমন– نَدِمَ زَيْدٌ وَلَمَّا يَنْفَعُ النَّدَمُ – যায়েদ লজ্জিত হয়েছে তবে লজ্জা তার কোনো উপকারে আসে না। তৃতীয়ত لما -এর শুরুতে حرف شرط প্রবেশ করে না, তাই من لما يضرب ও ان لما يضرب বলা যাবে না। তবে لم -এর প্রথমে হরফে شرط আসে; যেমন আল্লাহর বাণী– وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ । চতুর্থত لما -এর فعل -কে قرينه পাওয়া গেলে বিলোপ করা জায়েজ। যেমন– বাদশাহ আরোহণের আলোচনা চলছে এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি বলল– جئت ولما তথা جئت ولما يركب ।

قَوْلُهٗ وَلَامُ الْاَمْرِ الْمَطْلُوْبُ الخ : لام امر ঐ لام -কে বলে যার দ্বারা فعل তলব করা হয়। এবং এ لام -এর মধ্যে دعاءও অন্তর্ভুক্ত। যেমন– ليغفر لنا الله আর এ لام টি যের বিশিষ্ট হয়ে থাকে এবং কখনো কখনো واو – فاء ও ثم -এর পরে সাকিন বিশিষ্ট হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহর বাণী– ثُمَّ لْيَقْضُوا - فَلْيُصَلُّوْ - وَلْتَاْتِ طَآئِفَةٌ এবং لائے نهى ঐ لا -কে বলে যার দ্বারা ترك فعل তথা কোনো কর্ম না করা তলব করা হয়। এটা مضارع -এর প্রত্যেকটি সীগায় প্রবেশ করে থাকে। আর لام امر টি امر حاضر معروف ব্যতীত অবশিষ্ট সীগায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ وَكَلِمُ الْمَجَازَاةِ الخ : فعل مضارع জযমদাতা حرف شرط তথা حرف এগুলো দু'টো فعل -এর প্রারম্ভে প্রবেশ করে থাকে প্রথম فعل টি سبب আর দ্বিতীয় فعل টি مسبب এ কথা বুঝাবার জন্যে। حرف شرط প্রবেশের পর প্রথম فعل টিকে شرط আর দ্বিতীয় فعل টিকে جزاء বলে। যেমন– اِنْ تُكْرِمْنِىْ اُكْرِمْكَ – যদি তুমি আমাকে সম্মান কর, তাহলে আমিও তোমাকে সম্মান করব। এখানে প্রথম فعل তথা সম্মান করা হলো শর্ত আর সম্মান দেওয়া হলো جزاء ।

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ مُضَارِعَيْنِ الخ : এ ইবারত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) شرط ও جزاء -এর ই'রাব বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি شرط ও جزاء উভয়টি فعل مضارع হয় অথবা শুধুমাত্র শর্তটি فعل مضارع হয়, তাহলে আবশ্যিকভাবে فعل مضارع জযম বিশিষ্ট হবে। যেমন– اِنْ تَضْرِبْنِىْ ضَرَبْتُكَ - اِنْ تُكْرِمْنِىْ اُكْرِمْكَ ।

আর যদি শুধুমাত্র جزاء টি فعل مضارع হয় তাহলে তাতে (فعل مضارع -এর মধ্যে) رفع এবং جزم উভয়টি জায়েজ। جزم জায়েজ হবার কারণ হলো এগুলোর প্রথমে حرف جازم প্রবিষ্ট হয়েছে তাই محل جزم হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর رفع এ জন্য জায়েজ যে, حرف جازمও তার মধ্যস্থলে فعل ماضى প্রবেশ করায়, جازم -এর সাথে مضارع -এর সম্পর্কটা দুর্বল হয়ে গেছে ফলে যেন عامل لفظ হীন হয়ে গেছে। সুতরাং عامل معروف হিসেবে رفع দেওয়া হবে। যেমন– اِنْ جِئْتَنِىْ اُكْرِمْكَ বা اكرمك ।

وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًّا بِلَا فَالْوَجْهَانِ وَإِلَّا فَالْفَاءُ وَيَجِيْئُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضَعَ الْفَاءِ وَإِنْ مُقَدَّرَةً بَعْدَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ إِذَا قُصِدَ السَّبَبِيَّةُ نَحْوُ أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ خِلَافًا لِلْكِسَائِيِّ لِأَنَّ التَّقْدِيْرَ إِنْ لَا تَكْفُرْ -

---

অনুবাদ : এবং যখন جزاء টি قد বিহীন শব্দগত বা অর্থগত ماضى হয়, তখন (جزاء -এর প্রথমে) فاء নেওয়া বৈধ নয়। আর যদি جزاء টি مضارع مثبت বা لا সহ مضارع منفى হয়, তবে তাতে দু' সুরত জায়েজ। (অর্থাৎ جزاء -এর প্রথমে فاء নেওয়া বা না নেওয়া উভয়টি জায়েজ) তা না হলে فاء নেওয়া অত্যাবশ্যক। এবং جمله اسميه -এর সাথে فاء -এর স্থলে اذا ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যখন فعل مضارع -এর দ্বারা سبب (কারণ)-এর ইচ্ছাকরণ হবে। যেমন- أَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ (ইসলাম গ্রহণ কর জান্নাতে প্রবেশ করবে) এবং لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ (কুফরি করো না জান্নাতে প্রবেশ করবে)। ইমাম কিসাঈ (র.) এ বক্তব্যের বিরোধিতা করেন। কেননা, এর উহ্য ইবারত হলো إِنْ لَاتَكْفُرْ (যদি তুমি কুফরি না করো তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَإِذَا كَانَ الْجَزَاءُ الخ : যখন جزاء টি قد বিহীন فعل ماضى হয়, চাই শব্দগত فعل ماضى হোক, যেমন- إِنْ ضَرَبْتَ ضَرَبْتُ অথবা অর্থগত فعل ماضى হোক, যেমন- إِنْ ضَرَبْتَ لَمْ اَضْرِبْ তখন جزاء -এর শুরুতে فاء নেওয়া জায়েজ নেই। কেননা, فاء -এর মাধ্যমে جزاء -কে شرط -এর সাথে সংযোগ দেওয়া হয়ে থাকে, আর এ মাধ্যম তথা সংযোগ জ্ঞাপক অব্যয় আনা ঐ স্থানে আবশ্যক হয় যেখানে حرف شرط -এর প্রভাব প্রমাণিত না হয়। প্রাগুক্ত সুরতে حرف شرط টি ماضى -কে مستقبل -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। সুতরাং হরফে شرط -এর প্রভাব এখানে প্রমাণিত। ফলে কোনো প্রকার واسطه তথা মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। আর ماضى যদি قد সহকারে হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ماضى তার স্বীয় অর্থে অনড় থাকে বলে حرف شرط -এর প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অপ্রমাণিত হয়। তখন شرط ও جزاء -এর মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য جزاء -এর শুরুতে فاء নেওয়া আবশ্যক। যেমন- إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِنْ قَبْلُ (যদি সে চুরি করে থাকে তাহলে তার ভাই ইতোপূর্বে অবশ্যই চুরি করেছে)।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا الخ : যখন جزاء টি হ্যাঁ-সূচক فعل مضارع কিংবা "لا" সহকারে না-সূচক فعل مضارع হয় তখন তাতে (جزاء -এর শুরুতে) فاء নেওয়া বা না নেওয়া উভয়টি জায়েজ। فاء নেওয়া এ হিসেবে জায়েজ যে, حرف شرط যেভাবে ماضى তে প্রভাব প্রমাণিত করেছে অনুরূপ مضارع مثبت (হ্যাঁ-সূচক مضارع) ও مضارع منفى بلا (لا সহ না-সূচক مضارع) -এর মধ্যে প্রভাব প্রমাণিত করতে পারেনি, যেহেতু مستقبل -এর অর্থ তাতে পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। আবার অর্থের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে তথা مضارع -কে দু' অর্থের মধ্য হতে একটি তথা مستقبل -এর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে বলে فاء না নেওয়াও জায়েজ। যেমন- إِنْ تَضْرِبْنِيْ اَضْرِبْكَ বা إِنْ تَضْرِبْنِيْ فَاَضْرِبُكَ এবং إِنْ تَشْتِمْنِيْ لَا اَضْرِبْكَ اَوْ فَلَا اَضْرِبُكَ ।

قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْفَاءُ : তা না হলে فاء নেওয়া অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যদি جزاء টি প্রাগুক্ত فعل ماضى তথা قد বিহীন অর্থগত বা শব্দগত فعل ماضى বা فعل مضارع مثبت ও فعل مضارع منفى بلا না হয়, তাহলে جزاء -এর শুরুতে فاء নেওয়া আবশ্যক। কেননা, এসব সুরতে حرف شرط কোনো প্রকার পরিবর্তন করতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, মোট চার স্থানে جزاء -এর শুরুতে فاء নেওয়া ওয়াজিব। **প্রথমত:** جزاء টি قد যুক্ত فعل ماضى হলে। চাই قد প্রকাশ্য হোক। যেমন– إِنْ يَسْرِقْ صدقت অথবা অপ্রকাশ্য হোক। যেমন– إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ এ আয়াতে فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ -এর পূর্বে قد শব্দটি উহ্য রয়েছে। **দ্বিতীয়ত:** جزاء টি لا বিহীন مضارع منفى (তথা لن ও ما যুক্ত مضارع منفى) হলে। যেমন– وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

তৃতীয়ত: جزاء টি جمله اسميه হলে। যেমন– مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا **চতুর্থত:** جزاء টি جمله انشائيه হলে। যেমন– إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ও إِنْ تَرَكْتَنَا فَمَنْ يَرْحَمُنَا أَكْرَمْتَنَا فَيَرْحَمُكَ ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত প্রকারসমূহে حرف شرط কোনোরূপ আমল করতে পারেনি বলে شرط -এর সাথে جزاء -এর সংযোগ স্থাপনার্থে فاء নেওয়া অত্যাবশ্যক হয়েছে।

قَوْلُهُ يَجِيئُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ الخ : جزاء টি جمله اسميه হলে কখনো কখনো اذا مفاجاتيه (আকস্মিকতা জ্ঞাপক اذا) فاء -এর স্থলে جزاء -এর প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী– وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ তথা فهم يقنطون এটা এ জন্য যে, اذا -এর অর্থ فاء -এর নিকটবর্তী। কেননা, فاء টি تعقيب তথা পরপর বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর اذا مفاجاتيه টিও স্বভাবত একটি বিষয় হবার পর দ্বিতীয়টি হবার উপর বুঝিয়ে থাকে। ফলে তার মধ্যেও فاء تعقيبيه -এর অর্থ পাওয়া যায়।

قَوْلُهُ وَإِنْ مُقَدَّرَةٌ الخ : এ ইবারত দ্বারা সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) যে সব স্থানে ان شرطيه উহ্য থাকে তার বর্ণনা প্রদান করেছেন। امر ، نهى ، استفهام ، تمنى ও عرض এ পাঁচটি বস্তুর পরে উহ্য থেকে فعل مضارع কে جزم প্রদান করে। যথা– (১) امر -এর উদাহরণ– زُرْنِي أُكْرِمْكَ তথা إِنْ تَزُرْنِي فَأُكْرِمْكَ (যদি তুমি আমার নিকট সাক্ষাৎ কর তাহলে তোমাকে সম্মান করব।) (২) نهى -এর উদাহরণ– لَا تَفْعَلِ الشَّرَّ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ তথা إِنْ لَمْ تَفْعَلِ الشَّرَّ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ (যদি তুমি মন্দ কাজ না কর তবে তোমার মঙ্গল হবে) (৩) استفهام -এর উদাহরণ– هَلْ عِنْدَكُمْ مَاءٌ أَشْرَبْهُ তথা إِنْ يَكُنْ عِنْدَكُمْ مَاءٌ أَشْرَبْهُ (যদি তোমাদের নিকট পানি থাকে তাহলে আমি পান করব)। (৪) تمنى -এর উদাহরণ لَيْتَ لِي مَالًا أُنْفِقْهُ তথা إِنْ يَكُنْ لِي مَالٌ فَأُنْفِقُهُ (হায়! যদি আমার সম্পদ থাকত তাহলে তা ব্যয় করতাম।) (৫) عرض -এর উদাহরণ– أَلَا تَنْزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا (তুমি কি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবে না? করলে ভাল হতো), তথা إِنْ تَنْزِلْ فَتُصِيبَ خَيْرًا ।

قَوْلُهُ إِذَا قُصِدَ السَّبَبِيَّةُ الخ : পূর্বোক্ত পাঁচটি বস্তু তথা امر - نهى - استفهام - تمنى ও عرض -এর পরে ان شرطيه উহ্য হওয়াও فعل مضارع -কে জযম দেওয়া এটা তখনই হয়ে থাকে, যখন উল্লিখিত পাঁচটি বস্তু مضارع -এর বিষয়বস্তুর জন্য سبب বা কারণ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করা হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, ان شرطيه কেবলমাত্র উল্লিখিত পাঁচটি বস্তুর উপরে উহ্য থাকার কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, প্রাগুক্ত বস্তুগুলো তলব বুঝিয়ে থাকে, আর طلب অধিকাংশ সময় এমন مطلوب (উদ্দিষ্ট বস্তু)-এরই হয়ে থাকে যার উপর

কোনো উপকারিতা এমনভাবে مرتب হয় যে, مطلوب ঐ উপকারিতার কারণ এবং উপকারিতাটা হয় مسبب ; মূলকথা হলো, যখন فعل مضارع উল্লেখিত বস্তুগুলোর মধ্য হতে কোনো একটি বস্তুর পরে পতিত হয়, এবং مضارع -এর বিষয়বস্তুর উপরোক্ত বিষয়সমূহকে سبب সাব্যস্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়, তখন তাতে شرط -এর অর্থ সাব্যস্ত হয় এবং ان شرطيه ঐ فعل شرط সহ যা উল্লিখিত বস্তুসমূহ হতে গৃহীত হয়েছে, উহ্য হয়। এবং ঐ فعل مضارع যা উল্লেখিত বস্তুসমূহের পরে উল্লেখ হয়েছিল তা ان شرطيه -এর কারণে জযমযুক্ত হবে। কেননা এটি একটি উপকারিতা যা طلب فعل -এর ওপর এমনভাবে مرتب হয়েছে যে উপকারিতাটি مسبب আর مطلوب টি তার سبب ; সুতরাং উল্লিখিত مضارع টি উহ্য শর্তের جزاء আর جزاء জযমযুক্ত হয়ে থাকে। ফলে সেটি জযমযুক্ত হবে। যেমন– اَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ এখানে اسلم হলো امر -এর সীগাহ। "ইসলাম" হলো مطلوب তার উপর যে উপকারিতাটি مرتب হয়, তা হলো "জান্নাতে প্রবেশকরণ"। তা ছাড়া ইসলাম গ্রহণ হলো سبب আর জান্নাতে প্রবেশকরণ হলো مسبب ; সুতরাং এখানে اسلم আমরের সীগাহের পরে ان شرطيه তার فعل شرط সহ উহ্য হবে এবং উল্লিখিত تدخل মুযারি'টি جزاء হবে। অতএব, এর উহ্য ইবারত হবে اَسْلِمْ اِنْ تَسْلِمْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ (ইসলাম গ্রহণ করো যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

قَوْله لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ : সম্মানিত গ্রন্থকারের উক্তি لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ الْجَنَّةَ -এর তারকীবটি نهى -এর পরে ان شرطيه উহ্য হবার উদাহরণ। এটির উহ্য ইবারত হলো– لَاتَكْفُرْ اِنْ لَا تَكْفُرْ تُدْخُلِ الْجَنَّةَ (কুফরি করো না! যদি কুফরি না করো তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে)।

قَوْلُهٗ وَامْتَنَعَ لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ الخ : জমহুরে নাহবিদগণের মতে– لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ এ তারকীবটি নিষিদ্ধ। কেননা, لاتكفر হলো فعل نهى যা فعل منفى উহ্য হবার قرينه (নিদর্শন) বহন করে, فعل مثبت -এর নিদর্শন নয়। অতএব, উক্ত তারকীবটির উহ্য ই'বারত হলো– لَاتَكْفُرْ اِنْ لَاتَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ – কুফরি করো না! যদি কুফরি না করো তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ অর্থটি যে নির্জলা অশুদ্ধ তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। কেননা, কুফরি না করা জান্নাতে প্রবেশের কারণ, জাহান্নামে প্রবেশের কারণ নয়। কিন্তু নাহু শাস্ত্রের এক দিকপাল ইমাম কিসাঈ (র.) বলেন, উপরোক্ত তারকীবটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। কেননা, প্রাগুক্ত তারকীবটি উহ্য ই'বারত– لَاتَكْفُرْ اِنْ تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ (তুমি কুফুরি করো না। যদি কুফুরি করো তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে) এভাবে প্রচলিত যাতে فعل مثبت -কে উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে।

আর প্রচলন সকল قرينه -এর উর্ধ্বে। অতএব, প্রচলনই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর قرينه পাওয়া গেলে فعل منفى -এর পরে فعل مثبت -কে মেনে নেওয়া জায়েজ আছে।

اَلْاَمْرُ صِيْغَةٌ يُطْلَبُ بِهَا الْفِعْلُ مِنَ الْفَاعِلِ الْمُخَاطَبِ بِحَذْفِ حَرْفِ الْمُضَارِعَةِ وَحُكْمُ اٰخِرِهٖ حُكْمُ الْمَجْزُوْمِ فَاِنْ كَانَ بَعْدَهٗ سَاكِنٌ وَلَيْسَ بِرُبَاعِيٍّ زِدْتَّ هَمْزَةَ وَصْلٍ مَضْمُوْمَةً اِنْ كَانَ بَعْدَهٗ ضَمَّةٌ وَمَكْسُوْرَةً فِيْمَا سِوَاهُ مِثْلُ اُقْتُلْ وَاِضْرِبْ وَاِعْلَمْ وَاِنْ كَانَ رُبَاعِيًّا فَمَفْتُوْحَةً مَقْطُوْعَةً -

---

অনুবাদ : امر (আদেশসূচক ক্রিয়া) এমন একটি صيغه (শব্দরূপ) যদ্দারা فاعل مخاطب (সে সম্বোধনকৃত কর্তা) থেকে কোনো কাজ তলব করা বুঝায়, مضارع -এর হরফ (তথা আলামতে مضارع) -কে বিলোপ করার দ্বারা। এবং তার শেষাক্ষরের হুকুম হলো مجزوم (জযম বিশিষ্ট فعل) -এর হুকুম। অতঃপর যদি তার (আলামতে মুযারি'র) পরে সাকিন হয় এবং رباعى (চার অক্ষর বিশিষ্ট) না হয় তাহলে পেশ বিশিষ্ট همزه وصل অতিরিক্ত করবে যদি তার (فاء كلمه -এর) পরে পেশ হয়। অন্যথায় যের বিশিষ্ট (হামযা অতিরিক্ত করবে) যেমন- اِعْلَمْ ، اِضْرِبْ ، اُقْتُلْ আর যদি (مضارع টি) رباعى (চৌবর্ণ) হয়। তাহলে (হামযাটি) যবর বিশিষ্ট قطعى হবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْاَمْرُ صِيْغَةٌ الخ : امر শব্দের আভিধানিক অর্থ, আদেশ করা ঃ আর নাহুবিদদের পরিভাষায়, امر দ্বারা امر غائب ، امر حاضر ও امر متكلم -এর সকল সীগাহকে বুঝানো হয়ে থাকে। চাই এগুলো معروف হোক বা مجهول হোক। তবে امر حاضر معروف -কে الامر بالصيغة বলে। আর অবশিষ্ট সবগুলোকে الامر بالحرف বা الامر باللام বলে। সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) الامر صيغة বলে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, এখানে امر দ্বারা امر حاضر معروف উদ্দেশ্য। কেননা, امر বললেই ব্রেইন দ্রুত امر حاضر معروف-এর দিকেই ধাবিত হয়। সুতরাং امر বলা হয় এমন কতিপয় صيغه বা শব্দরূপকে যদ্দারা সম্বোধিত কর্তা থেকে কোনো কাজে তলব করা বুঝায় মুযারি'র আলামতকে লুপ্ত করার দ্বারা। যেমন- اِضْرِبْ (তুমি প্রহার)।

تَعْرِيْف -এর فَوَائِدِ قُيُوْد : গ্রন্থকার (র.)-এর উক্তি "صيغة يطلب" এটি হলো بمنزله جنس যদ্দারা امر -এর সকল সীগাহ তথা امر غائب ، امر حاضر ও امر متكلم এবং معروف ও مجهول সকল সীগাহ امر -এর সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অতঃপর তাঁর উক্তি الفعل বাকি সব কয়টি শব্দ হলো بمنزله فصل অর্থাৎ "الفعل" -এর قيد (শর্ত) দ্বারা فعل نهى বের করা হয়েছে। কেননা, نهى -এর মাঝে বর্জন উদ্দেশ্য। আর من الفاعل দ্বারা امر مجهول -এর যাবতীয় সীগাহকে বের করা হয়েছে। কেননা, مجهول -এর সীগায় তলব হয়ে থাকে مفعول থেকে, فاعل থেকে নয়। "المخاطب" শব্দ দ্বারা امر غائب معروف ও متكلم معروف -এর সীগাহগুলোকে বের করা হয়েছে। এবং সর্বশেষ "بحذف المضارعة" -এর قيد টি হলো احترازى - قيد واقعى নয়। তবে কোনো কোনো ভাষ্য গ্রন্থের মতে এর দ্বারা مَهْ - صَهْ -কে বের করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَحُكْمُ اٰخِرِهٖ كَحُكْمِ الْمَجْزُوْمِ : امر حاضر معروف -এর শেষাক্ষরের হুকুম مضارع مجرور (জযম বিশিষ্ট মুযারি')-এর হুকুমের মতো। অর্থাৎ مضارع مجزوم থেকে যেভাবে جزم -এর অবস্থায় কখনো হরকত, কখনো نون اعرابى আবার কখনো হরফে ইল্লাত বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে امر حاضر معروف থেকে এগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন- اُنْصُرْ - اُنْصُرَا - اُنْصُرُوْا এবং اُدْعُ ، اِرْمِ ও اِخْشَ ইত্যাদি।

قوله فان كان بعده الخ : مضارع -এর আলামত বিলোপ করার পর যদি তার পরবর্তী অক্ষর (فاء كلمه) সাকিন হয় এবং مضارع টি رباعى তথা চৌবর্ণ বিশিষ্ট না হয়, তাহলে একটি পেশ বিশিষ্ট হামযা প্রথমে যোগ করতে হবে, যদি সাকিনের পরবর্তী অক্ষর পেশ বিশিষ্ট হয়। আর যদি (সাকিনের পরবর্তী অক্ষর) যের কিংবা যবর বিশিষ্ট হয়, তাহলে প্রথমে একটি যের বিশিষ্ট হামযা সংযোজন করতে হবে। যেমন- اُقْتُلْ ، اِضْرِبْ ও اِسْمَعْ আর যদি فعل مضارع টি رباعى তথা চৌবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহলে শুরুতে همزة قطعى সংযোজন করতে হবে। যেমন- تُكْرِمُ হতে اَكْرِمْ ।

فِعْلُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ هُوَ مَا حُذِفَ فَاعِلُهُ فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَكُسِرَ مَا قَبْلَ اٰخِرِهٖ وَيُضَمُّ الثَّالِثُ مَعَ هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَالثَّانِيْ مَعَ التَّاءِ خَوْفَ اللَّبْسِ وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ قِيْلَ وَبِيْعَ وَجَاءَ الْإِشْمَامُ وَالْوَاوُ وَمِثْلُهُ بَابُ أُخْتِيْرَ وَأُنْقِيْدَ دُوْنَ أُسْتُخِيْرَ وَأُقِيْمَ -

---

অনুবাদ : فعل مالم يسم فاعله (এমন فعل যার فاعل -কে উল্লেখ করা হয়নি) ঐ فعل -কে বলে যার فاعل (কর্তা)-কে বিলোপ করা হয়েছে। (এবং مفعول -কে তার فاعل -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে) অতঃপর (فعل مالم يسم فاعله টি) যদি ماضى হয়, তাহলে প্রথম অক্ষরে পেশ এবং তার শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের দেওয়া হবে। এবং তৃতীয়াক্ষরে পেশ দেওয়া হবে همزه وصل -এর সাথে। আর تاء -এর সাথে দ্বিতীয়াক্ষরে পেশ দেওয়া হবে التباس (মিলার)-এর আশংকায়। আর ماضى মাজহুল معتل عين (তথা عين كلمه ওয়াও বা ياء বিশিষ্ট) হলে তার فاء كلمه পেশ হওয়া সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। যেমন– قِيْلَ - بِيْعَ এবং (এ ক্ষেত্রে) اشمام ও واو সহকারে আসে। অনুরূপভাবে أُخْتِيْرَ ও أُنْقِيْدَ (তবে) أُسْتُخِيْرَ ও أُقِيْمَ -এর মধ্যে নয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فِعْلُ مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ الخ : فعل ما لم يسم فاعله ঐ فعل -কে বলে, যার فاعل কে বিলোপ করে مفعول -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। এখানে ما لم يسم فاعله -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– مفعول এ হিসেবে فعل ما لم يسم فاعله -এর অর্থ দাঁড়ায় فعل المفعول الذى لم يذكر فاعله ঐ مفعول -এর فحل যার فاعل উল্লেখ নেই।

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مَاضِيًا الخ : অতঃপর ঐ فعل যার فاعل -কে বিলোপ করে مفعول -কে তার স্থলাভিষিক্ত করার ইচ্ছা পোষণ করা হয়েছে সেটি যদি فعل ماضى হয়, তাহলে তার প্রথমাক্ষরে পেশ এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের দিতে হবে। তবে এটা ঐ সব বাবের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যে সব বাবের ماضى -এর প্রথমে হামযায়ে ওয়াসল বা تاء অতিরিক্ত হয় না। যেমন– ضُرِبَ ، دُحْرِجَ ، أُكْرِمَ ইত্যাদি। আর যদি ماضى -এর প্রথমে همزه وصل হয়, তাহলে همزه وصل ও তৃতীয় অক্ষরে পেশ এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের দিতে হবে। যেমন– أُسْتُخْرِجَ - أُقْتِدَ আর যদি ماضى -এর প্রথমে تاء হয়, তাহলে تاء এবং দ্বিতীয় অক্ষরে পেশ দিতে হবে। যেমন– تُقُبِّلَ - تُضُرِّبَ ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, সর্বাবস্থায় ماضى مجهول -এর শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যের হবে।

قَوْلُهُ مُعْتَلُّ الْعَيْنِ الْأَفْصَحُ الخ : معتل عين তথা عين كلمه -এ واو বা ياء হলে এবং ثلاثى مجرد হলে, ماضى مجهول তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে পড়া জায়েজ। (১) فاء বর্ণে যের দিয়ে। যেমন– قيل ও بيع এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। (২) اشمام করে তথা فاء كلمه -এর যেরকে পেশের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে এবং عين كلمه -এর সাকিনযুক্ত ياء -কে সামান্য واو -এর দিকে ঝুঁকিয়ে পড়া। যেমন– قِيْلَ - بِيْعَ (৩) بُوْعَ ও قُوْلَ (ياء -এর স্থলে واو) পড়া। এমনিভাবে বাবে افتعال ও انفعال -এর ماضى -কে قِيْلَ ও بِيْعَ -এর মতো তিন পদ্ধতিতে পড়া যায়। যেমন– أُنْقُوْدَ - أُخْتُوْرَ - أُنْقِيْدَ - أُخْتِيْرَ - কেননা قيد ও تير কোনো পার্থক্য ছাড়াই قيل ও بيع -এর মতো।

قَوْلُهُ دُوْنَ أُسْتُخِيْرَ الخ : বাবে استفعال ও افعال -এর ماضى যদি معتل عين তথা اجوف واوى বা يائي হয়, তাহলে তাতে পূর্বোক্ত তিনো পদ্ধতি জারি হবে না। তবে শুধুমাত্র প্রথম পদ্ধতিতে পড়া যাবে। যেমন– أُسْتُخِيْرَ ও أُقِيْمَ কেননা এসব স্থানে حرف علة -এর পূর্বাক্ষরে মূল থেকে সাকিন ছিল। অর্থাৎ এগুলো মূলে ছিল أُسْتُخْيِرَ ও أُقْوِمَ যা فعل -এর ওজনে হয়নি। সুতরাং প্রথম পদ্ধতিতে مجهول পড়তে হবে।

وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ وَفُتِحَ مَا قَبْلَ اٰخِرِهٖ وَمُعْتَلُّ الْعَيْنِ يَنْقَلِبُ فِيْهِ الْعَيْنُ اَلِفًا اَلْمُتَعَدِّىْ وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّىْ فَالْمُتَعَدِّىْ مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُهُ عَلٰى مُتَعَلَّقٍ كَضَرَبَ وَغَيْرُ الْمُتَعَدِّىْ بِخِلَافِهٖ كَقَعَدَ وَالْمُتَعَدِّىْ يَكُوْنُ اِلٰى وَاحِدٍ كَضَرَبَ وَاِلٰى اِثْنَيْنِ كَاَعْطٰى وَعَلِمَ وَاِلٰى ثَلٰثَةٍ كَاَعْلَمَ وَاَرٰى وَاَنْبَأَ وَنَبَّأَ وَاَخْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدَّثَ وَهٰذِهٖ مَفْعُوْلُهَا الْاَوَّلُ كَمَفْعُوْلِ اَعْطَيْتُ وَالثَّانِيْ وَالثَّالِثُ كَمَفْعُوْلَىْ عَلِمْتُ -

---

অনুবাদ : আর যদি فعل مجهول টি فعل مضارع হয়, তাহলে তার প্রথমে পেশ এবং শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যবর দিতে হবে। এবং معتل عين -এর মধ্যে عين كلمه টি الف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। (فعل দু'প্রকার। যথা–) (১) متعدى (তথা সকর্মক) (২) غير متعدى (তথা লাযিম-অকর্মক) অতঃপর متعدى হলো, যাকে বুঝতে متعلق -এর উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন– ضرب (সে প্রহার করল) আর غير متعدى তার বিপরীত। যেমন– قَعَدَ (সে উপবিষ্ট হলো) আর فعل متعدى কখনো একটি مفعول -এর দিকে متعدى হয়। যেমন– ضرب (সে প্রহার করল এবং কখনো متعدى হয় দু' মাফউলের দিকে। যেমন– اَعْطٰى (আমি দান করলাম) علم (সে জানে) এবং কখনো متعدى হয় তিনটি مفعول প্রতি। যেমন– اَعْلَمَ ، اَرٰى ، اَنْبَأَ ، نَبَّأَ ، اَخْبَرَ ، خَبَّرَ ও حَدَّثَ এসব فعل -এর প্রথম مفعول টা اَعْطَيْتُ -এর প্রথম মাফউলের মতো এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাফউল عَلِمْتُ -এর مفعول দ্বয়ের মতো।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ الخ : যদি উক্ত فعل (তথা যার فاعل -কে বিলোপ করে مفعول -কে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে) فعل مضارع হয় তাহলে মুযারি'-এর আলামতে পেশ ও শেষাক্ষরের পূর্বাক্ষরে যবর দিতে হবে। যেমন– يُقْتَلُ (সে নিহত হচ্ছে বা হবে)। আর معتل العين হলে সরফের নিয়মানুযায়ী عين كلمه টি الف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন– يُقَالُ - يُبَاعُ ইত্যাদি।

قَوْلُهُ فَالْمُتَعَدِّىْ مَا يَتَوَقَّفُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে فعل -এর প্রকার বর্ণনা শুরু করে দেন। অতঃপর فعل দু'প্রকার– (১) لازم (অকর্মক), (২) متعدى (সকর্মক), متعدى এমন فعل -কে বলে যার অর্থ বুঝাবার জন্য فاعل ব্যতীত অন্যকোনো (মাফউল) متعلق -এর উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন– ضرب এ ফে'লটিকে বুঝতে হলে যেভাবে فاعل -এর প্রয়োজন। অনুরূপভাবে এর অর্থ বুঝাটা غير فاعل তথা مضروبا (প্রহৃত)-এর উপর নির্ভর করে। আর غير متعدى তথা فعل لازم তার বিপরীত। অর্থাৎ فعل لازم (অকর্মক ক্রিয়া) এমন فعل -কে বলে, যার অর্থ বুঝাবার জন্য فاعل ব্যতীত অন্যকোনো متعلق -এর উপর নির্ভর করতে হয় না। যেমন– قعد (সে বসল)।

قَوْلُهُ وَالْمُتَعَدِّي يَكُوْنُ الخ : فعل متعدى -এর কয়েকটি প্রকার রয়েছে– (১) কখনো এগুলো একটি مفعول -এর প্রতি متعدى হয়। যেমন– ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًوا (যায়েদ আমরকে প্রহার করল।) (২) কখনো দু'টো مفعول -এর প্রতি متعدى হয়। যেমন– عَلِمْتُ زَيْدًا فَاضِلًا (আমি যায়েদকে সম্মানী মনে করলাম)। এবং اَعْطَيْتُ زَيْدًا دِرْهَمًا (আমি যায়েদকে একটি দিরহাম দান করলাম)। প্রাগুক্ত উদাহরণদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। প্রথম উদাহরণে দ্বিতীয় مفعول টি প্রথমটির বিপরীত নয়; বরং উভয়টি মাফউল এক। ফলে দু'টি মাফউলের একটির উপর যথেষ্ট اقتصار করা জায়েজ নেই। আর দ্বিতীয় উদাহরণে প্রথম মাফউলটি দ্বিতীয় মাফউলের বিপরীত হওয়ায় দুই مفعول -এর মধ্য হতে যে কোনো একটির উপর যথেষ্ট করা জায়েজ। (৩) কখনো فعل তিন মাফউলের প্রতি متعدى হয় এবং এমতাবস্থায় তার প্রথম মাফউলটি اَعْطَيْتُ -এর মাফউলের মতো। অর্থাৎ যেভাবে اَعْطَيْتُ -এর দু' মাফউলের মধ্য হতে একটির উপর সংক্ষেপ করা জায়েজ। অনুরূপভাবে এ فعل সমূহের শুধুমাত্র প্রথম مفعول কে উল্লেখ করা অথবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাফউলকে উল্লেখ করা জায়েজ। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় مفعول টি তার বিপরীত অর্থাৎ এ মাফউলদ্বয় علمت -এর مفعول দ্বয়ের মতো। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে اقتصار তথা একটিকে উল্লেখ করবে আর অপরটিকে বিলোপ করবে এটা জায়েজ নেই। সুতরাং হয়তো উভয়টিকে বিলোপ করতে হবে নতুবা উভয়টিকে উল্লেখ করতে হবে। যেমন– اَعْلَمَ اللّٰهُ زَيْدًا عَمْرًوا فَاضِلًا (আল্লাহ তা'আলা যায়েদকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমার সম্মানী ব্যক্তি)। অনুরূপভাবে اَنْبَأَ ، نَبَّأَ ، اَخْبَرَ ، خَبَّرَ ও حَدَّثَ এ ফে'লগুলো اَعْلَمَ -এর অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করায় তিন مفعول -এর প্রতি متعدى হয়ে থাকে।

اَفْعَالُ الْقُلُوْبِ ظَنَنْتُ وَحَسِبْتُ وَخِلْتُ وَ زَعَمْتُ وَعَلِمْتُ وَ رَأَيْتُ وَ وَجَدْتُّ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ لِبَيَانِ مَاهِيَ عَنْهُ فَتَنْصِبُ الْجُزْئَيْنِ وَمِنْ خَصَائِصِهَا اَنَّهُ اِذَا ذُكِرَ اَحَدُهُمَا ذُكِرَ الْاٰخَرُ بِخِلَافِ بَابِ اَعْطَيْتُ وَمِنْهَا جَوَازُ الْاِلْغَاءِ اِذَا تَوَسَّطَتْ اَوْ تَأَخَّرَتْ لِاِسْتِقْلَالِ الْجُزْئَيْنِ كَلَامًا وَمِنْهَا اَنَّهَا تُعَلِّقُ قَبْلَ الْاِسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ وَاللَّامِ مِثْلُ عَلِمْتُ اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو وَمِنْهَا اَنَّهَا يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ فَاعِلُهَا وَمَفْعُوْلُهَا ضَمِيْرَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ مِثْلُ عَلِمْتُنِيْ مُنْطَلِقًا وَلِبَعْضِهَا مَعْنًى اٰخَرُ يَتَعَدّٰى بِهٖ اِلٰى وَاحِدٍ فَظَنَنْتُ بِمَعْنٰى اِتَّهَمْتُ وَعَلِمْتُ بِمَعْنٰى عَرَفْتُ وَ رَأَيْتُ بِمَعْنٰى اَبْصَرْتُ وَجَدْتُّ بِمَعْنٰى اَصَبْتُ -

---

অনুবাদ : افعال قلوب হলো ظَنَنْتُ ، حَسِبْتُ ، خِلْتُ ، زَعَمْتُ ، عَلِمْتُ ، رَأَيْتُ ও وَجَدْتُّ এগুলো جملة اسميه -এর উপর প্রবিষ্ট হয় (এগুলো) কিসের থেকে নির্গত তা বর্ণনা করার জন্যে। অতঃপর এগুলো (جمله اسميه) উভয় অংশকে নসব দান করে। এগুলোর বৈশিষ্ট্য হতে একটি হলো, এগুলোর مفعول দ্বয়ের একটিকে উল্লেখ করলে অপরটিকেও উল্লেখ করতে হয়। তবে اَعْطَيْتُ -এর বিষয়টি তার বিপরীত। এগুলোর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, যখন এগুলো (مفعول দ্বয়ের) মধ্যে কিংবা শেষে অবস্থান করবে তখন এগুলোর আমল বাতিল বলে গণ্য করা বৈধ। উভয় অংশ (তথা মাফউলদ্বয়) স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য হবার যোগ্যতা রাখায় افعال قلوب -এর বৈশিষ্ট্যের মধ্য হতে আরেকটি হলো, এগুলো যখন استفهام - نفى ও لام -এর পূর্বে হয় এগুলোর আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন– عَلِمْتُ اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو (আমি জানি তোমার নিকট যায়েদ নাকি আমর) এগুলোর বৈশিষ্ট্য হতে আরেকটি হলো, এদের ফায়িল ও মাফউলের ضمير একটি বস্তুর জন্য হওয়া জায়েজ। যেমন– عَلِمْتُنِيْ مُنْطَلِقًا (আমি নিজেকে চলন্তুক জানলাম) এদের কতেকগুলোর অন্য অর্থও রয়েছে। যদ্দারা এরা এক মাফউলের প্রতি متعدى হয়। সুতরাং (কখনো কখনো) ظَنَنْتُ অর্থ– اِتَّهَمْتُ (আমি অপবাদ দিলাম), عَلِمْتُ অর্থ– عَرَفْتُ (আমি চিনলাম), رَأَيْتُ অর্থ– اَبْصَرْتُ (আমি দেখলাম), وَجَدْتُّ অর্থ– اَصَبْتُ (আমি পৌঁছলাম) হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ اَفْعَالُ الْقُلُوْبِ : যে সব فعل হৃদয় হতে প্রকাশিত হয় তাদেরকে افعال قلوب বলে। افعال قلوب মোট সাতটি যথা– (১) ظَنَنْتُ (আমি মনে করলাম), (২) حَسِبْتُ (আমি ধারণা করলাম), (৩) خِلْتُ (আমি খেয়াল করলাম)। এ তিনটিকে افعال ظن (সংশয়সূচক ক্রিয়া) বলে, (৪) عَلِمْتُ (আমি জানলাম), (৫) رَاَيْتُ (আমি দেখলাম), (৬) وَجَدْتُّ (আমি পেলাম)। এ তিনটিকে افعال يقين বা নিশ্চয়তাসূচক ক্রিয়া বলে। (৭) زَعَمْتُ (আমি ধারণা করলাম) এ ক্রিয়াটি ظَنٌّ (ধারণাসূচক) ও يَقِيْن (নিশ্চয়তাসূচক) উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই একে فعل ظن ويقين বলে। এগুলো جمله اسميه -এর প্রথমে প্রবিষ্ট হয়, জুমলাটি ধারণামূলক নাকি নিশ্চয়তা জ্ঞাপক এ কথা বর্ণনা করার জন্য। এবং এগুলো جمله اسميه -এর উভয় অংশ তথা مبتدأ ও خبر -কে মাফউল হিসেবে نصب প্রদান করে। যেমন– عَلِمْتُ

زَيْدًا قَائِمًا (আমি যায়েদকে দণ্ডায়মান ধারণা করি) এবং ظَنَنْتُ زَيْدًا قَائِمًا (আমি যায়েদকে দণ্ডায়মান ধারণা করি) পূর্বোক্ত বাক্যদ্বয়ে زَيْدٌ قَائِمٌ একটি جملہ اسمیہ এটিতে عَلِمْتُ এবং ظَنَنْتُ ফে'লদ্বয় প্রবিষ্ট হবার পূর্বে তাতে যায়েদের দণ্ডায়মান প্রত্যয়ী বা ধারণামূলক উভয়টির সম্ভাবনা ছিল। অতঃপর عَلِمْتُ প্রবেশের পর নিশ্চিত হয়ে গেল যে, যায়েদের দণ্ডায়মান প্রত্যয়ী। আর ظَنَنْتُ প্রবেশের মাধ্যমে "যায়েদের দণ্ডায়মান ধারণামূলক" এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَمِنْ خَصَائِصِهَا الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এখান থেকে افعال قلوب -এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যের আলোচনা শুরু করেছেন। প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, افعال قلوب -এর مفعول দ্বয়ের যে কোনো একটিকে উল্লেখ করা হলে অপরটিকে উল্লেখ করা আবশ্যক। কেননা, এদের মাফউলদ্বয় একটি مفعول به -এর স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং যদি একটি মাফউলকে বিলোপ করা হয় আর একটিকে উল্লেখ করা হয় তাহলে একই শব্দের একাংশ উল্লেখ এবং একাংশ বিলোপকরণ লাযেম আসে, যা জায়েজ নেই। তবে اَعْطَيْتُ -এর ক্ষেত্রে তার বিপরীত। কেননা, اَعْطَيْتُ -এর দু' মাফউলের একটির উপর اقتصار জায়েজ।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا جَوَازُ الْإِلْغَاءِ الخ : দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো আমলকে لفظا ও معنى বাতিল করা জায়েজ, যদি এরা مفعول দ্বয়ের মধ্যস্থলে আসে, যেমন– زَيْدٌ ظَنَنْتُ قَائِمٌ অথবা مفعول দ্বয়ের পরে আসে। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنَنْتُ কেননা مفعول দ্বয় مبتدأ ও خبر হবার কারণে كلام مستقل বা স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য হবার যোগ্য রাখে। আর افعال قلوب মধ্যখানে বা পরে হবার কারণে عمل -এর ক্ষেত্রে ضعيف (দুর্বল) হয়ে পড়েছে। এ হিসেবে عمل বাতিল করা জায়েজ। তবে এগুলোর ذات -এর মধ্যে আশা করার শক্তি আছে বিধায় আমল করাও বৈধ। এগুলোর আমল বাতিলাবস্থায় এরা মাসদারের অর্থে পরিণত হয়ে ظرف হবে। এক্ষেত্রে মূল ই'বারাত হবে زَيْدٌ فِيْ ظَنِّيْ قَائِمٌ এবং زَيْدٌ قَائِمٌ ظَنِّيْ। উল্লেখ্য যে, افعال قلوب মাফউলদ্বয়ের মধ্যখানে হলে এগুলোকে আমিল বানানো উত্তম আর শেষে হলে আমল বাতিল করা উত্তম।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَنَّهَا تُعَلَّقُ قَبْلَ الخ : افعال قلوب -এর বৈশিষ্ট্যগুলো হতে তৃতীয়টি হলো, এগুলো نفى - استفهام ও لام ابتداء -এর পূর্বে পতিত হলে لفظا তথা শব্দগত আমল স্থগিত হয়ে যায় তবে অর্থগত আমল অবশিষ্ট থাকে। যেমন– عَلِمْتُ اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو (আমি জানি তোমার নিকট যায়েদ নাকি আমর) এ ক্ষেত্রে আমল স্থগিত হবার কারণ হলো– لام ابتداء ও استفهام ، حرف نفى -এর স্থান হলো বাক্যের প্রথম কিন্তু افعال قلوب এদের স্থান দখল করেছে এবং উক্ত বস্তুগুলো افعال قلوب ও তার معمول -এর মধ্যে পতিত হয়ে উভয়ের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে ফেলেছে। উল্লেখ যে, সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) استفهام বলেছেন। কিন্তু حرف الاستفهام বলেননি; কারণ استفهام -এর মধ্যে اسماء استفهام ও শামিল। যেমন, আল্লাহর বাণী– لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى আর গ্রন্থকারের উক্তি تعلق -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্বোক্ত অবস্থায় এগুলো পরিপূর্ণ আমিলও নয়। আবার مهملও নয়।

قَوْلُهُ وَمِنْهَا اَنَّهَا يَجُوْزُ الخ : افعال قلوب -এর বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্য হতে চতুর্থটি হলো তাদের فاعل একটি مفعول -এর উভয় ضمير মিলিতভাবে থেকে একটি বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ। যেমন– عَلِمْتُنِيْ مُنْطَلِقًا এখানে فاعل এবং প্রথম مفعول উভয়ই متكلم -এর ضمير মিলিতভাবে রয়েছে এবং একই বস্তু তথা متكلم-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে যা অন্য কোনো فعل -এ বৈধ নয়।

قَوْلُهُ وَبَعْضُهَا مَعْنًى اٰخَرُ الخ : কোনো কোনো افعال قلوب কখনো কখনো স্বীয় অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্যান্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সময় এগুলো আর افعال قلوب থাকে না এবং দু'টি مفعول -এর প্রতি متعدىও হয় না; বরং সে ক্ষেত্রে একটি مفعول -এর প্রতি متعدى হয়ে থাকে। যেমন– ظَنَنْتُ টি اِتَّهَمْتُ অর্থে। তথা ظَنَنْتُ زَيْدًا আমি যায়েদকে অপবাদ দিলাম। عَلِمْتُ টি عَرَفْتُ অর্থে, তথা عَلِمْتُ زَيْدًا – আমি যায়েদকে চিনেছি, رَأَيْتُ টি اَبْصَرْتُ অর্থে, তথা رَأَيْتُ زَيْدًا – আমি যায়েদকে দেখেছি। وَجَدْتُ টি اَصَبْتُ অর্থে, তথা وَجَدْتُ الضَّالَّةَ – আমি হারানো বস্তুটি পেয়েছি। অর্থাৎ আমি হারানো বস্তুটি পর্যন্ত পৌঁছেছি।

اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ مَا وُضِعَ لِتَقْرِيْرِ الْفَاعِلِ عَلٰى صِفَةٍ وَهِىَ كَانَ وَصَارَ وَاَصْبَحَ وَاَمْسٰى وَاَضْحٰى وَظَلَّ وَبَاتَ وَاٰضَ وَعَادَ وَغَدَا وَ رَاحَ وَمَازَالَ وَمَاانْفَكَّ وَمَا فَتِئَ وَمَابَرِحَ وَمَادَامَ وَلَيْسَ وَقَدْ جَاءَ مَا جَاءَتْ حَاجَتُكَ وَقَعَدَتْ كَاَنَّهَا حِرْبَةٌ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ لِاِعْطَاءِ الْخَبَرِ حُكْمَ مَعْنَاهَا فَتَرْفَعُ الْاَوَّلَ وَتَنْصِبُ الثَّانِىْ مِثْلُ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا فَكَانَ تَكُوْنُ نَاقِصَةً لِثُبُوْتِ خَبَرِهَا مَاضِيًا دَائِمًا مُنْقَطِعًا وَبِمَعْنٰى صَارَ وَيَكُوْنُ فِيْهَا ضَمِيْرُ الشَّانِ وَتَكُوْنُ تَامَّةً بِمَعْنٰى ثَبَتَ وَ زَائِدَةً –

অনুবাদ : افعال ناقصه (অপূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া) ঐ فعل -কে বলে যা (তার) فاعل -কে কোনো গুণের উপর সাব্যস্ত করার জন্য গঠিত হয়েছে। আর এগুলো হলো– كَانَ - صَارَ - اَصْبَحَ - اَمْسٰى - اَضْحٰى - ظَلَّ - بَاتَ - اٰضَ - عَادَ - غَدَا - رَاحَ - مَازَالَ - مَا انْفَكَّ - مَافَتِئَ - مَا بَرِحَ - مَادَامَ - لَيْسَ এবং مَاجَاءَتْ حَاجَتُكَ এ বাক্যে মَاجَاءَتْ ও قَعَدَتْ كَاَنَّهَا حِرْبَةٌ বাক্যে قَعَدَتْ শব্দটি افعال ناقصه -এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলো جمله اسميه -এর উপর প্রবিষ্ট হয়– স্বীয় অর্থের হুকুমটি خبر -কে দেওয়ার জন্য। এরা প্রথম (اسم) টিকে رفع প্রদান করে এবং দ্বিতীয় (خبر) কে (তথা خبر) টি نصب দেয়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا (যায়েদ দাঁড়ানো ছিল)। অতঃপর كَانَ টি ناقصه (অপূর্ণাঙ্গ) হয়, তার خبر -কে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে অতীতকালীন সাব্যস্ত করার জন্যে। এবং (كَانَ টি) صَارَ অর্থে ব্যবহৃত হয় এ সময় তাতে ضمير شان হয়। কখনো كَانَ টি تامه (পূর্ণাঙ্গ) হয় তখন كَانَ টি ثَبَتَ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবার كَانَ টি কখনো অতিরিক্ত হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْاَفْعَالُ النَّاقِصَةُ الخ : افعال ناقصة (অপূর্ণাঙ্গ ক্রিয়া)-কে ناقصه বলে নামকরণ করার কারণ হলো, এ فعل গুলো অন্যান্য فعل -এর ন্যায় فاعل দ্বারা পরিপূর্ণ হতে পারে না, বরং خبر -এর প্রয়োজন হয়। (افعال ناقصه -এর সংজ্ঞা) افعال ناقصه এমন কতগুলো فعل -কে বলে, যা স্বীয় فاعل -কে কোনো صفت তথা গুণের ওপর সাব্যস্ত করার জন্য গঠিত হয়েছে। আর এদের সংখ্যা হলো ১৭টি। যথা– (১) كَانَ (ছিল, আছে, হয়), (২) صَارَ (ফিরে এলো), (৩) اَصْبَحَ (হলো, পরিণত হলো, প্রভাতে হলো), (৪) اَمْسٰى (হলো, পরিণত হলো, সন্ধ্যায় উপনীত হলো), (৫) اَضْحٰى (হলো, পরিণত হলো, পূর্বাহ্নে উপনীত হলো), (৬) ظَلَّ (ভ্রষ্ট হলো, পথ হারালো, বিপথে গেল) (৭) بَاتَ (হলো, রাত্রি যাপন করল), (৮) اٰضَ (ফিরল, রূপান্তরিত হলো), (৯) عَادَ (ফিরে আসল, প্রত্যাবর্তন করল), (১০) غَدَا (প্রভাতে হলো), (১১) رَاحَ (সন্ধ্যায় গমন করল, চলে গেল), (১২) مَازَالَ (অব্যাহত থাকল, চলতে থাকল), (১৩) مَا انْفَكَّ (সর্বদাই), (১৪) مَافَتِئَ (সর্বদাই), (১৫) مَا بَرِحَ (চলতে থাকল, অব্যাহত থাকল), (১৬) مَادَامَ (যতক্ষণ, যতক্ষণ থাকল), (১৭) لَيْسَ (না, নয়)।

قَوْلُهُ قَدْ جَاءَ مَاجَاءَتْ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ বাক্যটি দ্বারা এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, افعال ناقصه উপরোক্ত ১৭টিতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো কিছু افعال ناقص রয়েছে। যেমন– مَاجَاءَتْ حَاجَتُكَ বাক্যে جاءت এবং قعدت বাক্যে قَعَدَتْ كَاَنَّهَا حِرْبَةٌ এ ফে'লদ্বয়ও افعال ناقصه -এর অন্তর্ভুক্ত। এখানে جَاءَتْ টি كَانَتْ অর্থে আর ফে'লটি صَارَتْ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পূর্বোক্ত فعل গুলো ছাড়া আরো কতগুলো ফে'ল আছে যেগুলো ملحقات بناقصة বলে। যেমন– (১) اِسْتَحَالَ (২) آلَ (৩) رَجَعَ (৪) مَالَ (৫) تَحَوَّلَ (৬) حَالَ (৭) اِرْتَدَّ ।

قَوْلُهُ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْاِسْمِيَّةِ الخ : অর্থাৎ افعال ناقصه গুলো جمله اسميه তথা مبتدأ ও خبر -এর জুমলা শুরুতে প্রবিষ্ট হয়ে স্বীয় অর্থের হুকুম ও প্রভাব خبر -কে প্রদান করে। যেমন– كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا এখানে كان ফে'লটি اسميه (زَيْدٌ قَائِمٌ) -এর ওপর প্রবিষ্ট হয়ে তার অর্থ তথা ثبوت -এর حكم তার خبر (قيام) -কে প্রদান করেছে। আর এদের আমল হলো– এরা جمله اسميه -এর শুরুতে প্রবিষ্ট হয়ে তার প্রথমাংশ তথা مبتدأ কে رفع এবং خبر কে نصب প্রদান করে। এগুলো مبتدأ ও خبر -এর উপর প্রবেশ করার পর مبتدأ -কে এদের اسم আর خبر -কে এদের খবর বলে। অর্থাৎ كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا -এর তারকীবে বলতে হবে যে, كان ফে'লে ناقص এবং زيد হলো اسم كان - قائما হলো خبر كان পরিশেষে اسم كان ও তার خبر মিলে جمله اسميه خبريه হলো।

قَوْلُهُ فَكَانَ تَكُوْنُ نَاقِصَةً الخ : এখানে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) كان -এর ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। كان বাক্যের মধ্যে তিনভাগে ব্যবহৃত। যথা– (১) ناقصة (তথা অসম্পূর্ণ) হিসেবে। এমতাবস্থায় এটি দু'টি অর্থ প্রদান করে। যথা– (ক) তার اسم -এর জন্য তার خبر -কে অতীতকালে অস্থায়ীভাবে সাব্যস্তকরণ বুঝায়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ شَابًّا (যায়েদ যুবক হলো)। অথবা, স্থায়ীভাবে সাব্যস্তকরণ বুঝায়। যেমন– كَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান)। (খ) এটি صار -এর অর্থ প্রদান করে। তবে এ সময় এর মাঝে একটি ضمير شان হয়। যেমন– كَانَ زَيْدٌ غَنِيًّا তথা صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনবান হলো) (২) تامه তথা পরিপূর্ণ হিসেবে। এ সময় এটি তার اسم দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, خبر -এর প্রয়োজন হয় না। এমতাবস্থায় كان টি حصل বা ثبت -এর অর্থ প্রদান করেন। كَانَ الْقِتَالُ তথা حَصَلَ الْقِتَالُ (যুদ্ধ সংগঠিত হলো)। (৩) زائدة (كان) তথা অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এটাকে বাক্য হতে বিলুপ্ত করলে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَكَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا এ বাক্যে كان টি অতিরিক্ত, যাকে বিলুপ্ত করলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না।

وَصَارَ لِلْاِنْتِقَالِ وَاَصْبَحَ وَاَمْسٰى وَاَضْحٰى لِاِقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِاَوْقَاتِهَا وَبِمَعْنٰى صَارَ وَتَكُوْنُ تَامَّةً وَظَلَّ وَبَاتَ لِاِقْتِرَانِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَيْهِمَا وَبِمَعْنٰى صَارَ وَمَازَالَ وَمَابَرِحَ وَمَافَتِئَ وَمَاانْفَكَّ لِاِسْتِمْرَارِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا مُذْ قَبِلَهُ وَيَلْزَمُهَا النَّفْيُ -

---

অনুবাদ : এবং صَارَ স্থানান্তর হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। اَصْبَحَ ، اَمْسٰى ও اَضْحٰى ক্রিয়াত্রয় নিজ নিজ সময়ের সাথে বাক্যের বিষয়বস্তুকে মিলিত করণার্থে ব্যবহৃত হয়। এগুলো صار অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এবং (কখনো কখনো) تامة বা পূর্ণাঙ্গ হয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। بَاتَ ও ظَلَّ ক্রিয়াদ্বয় এতদুভয়ের নিজ নিজ সময়ের সাথে বাক্যের বিষয়বস্তুর সংযুক্ত করণার্থে ব্যবহৃত হয় এবং صَارَ অর্থেও আসে। এবং مَازَالَ ، مَا بَرِحَ ، مَافَتِئَ ، مَا انْفَكَّ এ ফে'লগুলোর خبر পূর্ব থেকেই তদীয় فاعل -এর সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত এ বিষয়টি অব্যাহত থাকা বুঝায়। এবং এদের মধ্যে حرف نفى থাকা অত্যাবশ্যক।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَصَارَ لِلْاِنْتِقَالِ : স্থানান্তরের অর্থ প্রদানের জন্য আসে। আর এ স্থানান্তরটা একটি صفة (গুণ) হতে অন্য صفة (গুণ) -এর দিকে হতে পারে। যেমন- صَارَ زَيْدٌ عَالِمًا (যায়েদ জ্ঞানী হলো) অর্থাৎ যায়েদ মূর্খতার গুণ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে শিক্ষার গুণে পরিণত হয় অথবা এক حقيقت হতে অন্য حقيقت -এর দিকে স্থানান্তর হতে পারে। যেমন- صَارَ الطِّيْنُ حَجَرًا (মাটি পাথর হয়ে গেল)। আবার কখনো কখনো صار একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তর অর্থে কিংবা এক ذات হতে অন্য ذات -এর প্রতি স্থানান্তরের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ক্ষেত্রে এটি الى -এর দ্বারা متعدى হয়ে থাকে। যেমন- صَارَ زَيْدٌ مِنْ قَرْيَةٍ اِلٰى قَرْيَةٍ (যায়েদ এক জনপদ হতে অন্য জনপদে স্থানান্তরিত হলো)। এ বাক্যে صَارَ টি اِنْتَقَلَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। صَارَ زَيْدٌ مِنْ خَالِدٍ اِلٰى عَمْرٍو (যায়েদ খালেদ থেকে আমরে পরিণত হয়ে গেল) এ বাক্যেও صَارَ ফে'লটি اِنْتَقَلَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاَصْبَحَ وَاَمْسٰى الخ : اصبح – امسى ও اضحى এ ফে'লত্রয় বাক্যের বিষয়বস্তুকে নিজ নিজ সময়ের সাথে যুক্ত করণার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ قَارِئًا (যায়েদ ভোর বেলায় পাঠকারী হলো), اَمْسٰى كَرِيْمٌ فَرِحًا (করিম সন্ধ্যাবেলা খুশি হলো), اَضْحٰى زَيْدٌ حَزِيْنًا (যায়েদ পূর্বাহ্নে চিন্তিত হলো)।

قَوْلُهُ وَبِمَعْنٰى صَارَ وَتَكُوْنُ تَامَّةً : প্রাগুক্ত فعل ত্রয় কখনো কখনো صار অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ সময় এগুলোর অর্থের মাঝে সময়ের খেয়াল করা হবে না। যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ غَنِيًّا তথা صَارَ زَيْدٌ غَنِيًّا (যায়েদ ধনী হলো)। আবার কখনো কখনো تامه তথা শুধুমাত্র এগুলোর اسم দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে যায়, خبر -এর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে না। যেমন- اَصْبَحَ زَيْدٌ (যায়েদ প্রভাবে প্রবেশ করল)।

قَوْلُهُ ظَلَّ وَبَاتَ الخ : بات ও ظل ক্রিয়াদ্বয় বাক্যের বিষয়বস্তুকে নিজ নিজ সময়ের সাথে যুক্ত করে দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- ظَلَّ رَحِيْمٌ عَالِمًا তথা حَصَلَ عِلْمُهُ بِالنَّهَارِ (রহিম দিনের বেলায় জ্ঞানী হলো), بَاتَ اِبْرَاهِيْمُ مَيِّتًا (ইব্রাহীম রাতের বেলায় মৃত হলো)। এগুলো আবার কখনো কখনো صار অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- ظَلَّ كَرِيْمٌ فَقِيْرًا (করিম দরিদ্র হলো), بات زيد غنيا (যায়েদ ধনী হলো)।

قَوْلُهُ مَازَالَ مَا بَرِحَ الخ : مَازَالَ ، مَا بَرِحَ ، مَافَتِئَ ও مَا انْفَكَّ এ চারটি ফে'ল তাদের خبر -কে নিজ নিজ فاعل -এর সাথে সার্বক্ষণিকভাবে সংযুক্ত রাখার অর্থ বুঝায়। এ সংযুক্তি فاعل কর্তৃক خبر টি গ্রহণ করা থেকেই কার্যকর হয়ে থাকে। যেমন- مَازَالَ زَيْدٌ غَنِيًّا অর্থাৎ যায়েদ যখন থেকে ধনী হয়েছে তখন থেকে ধনী হবার গুণটি অব্যাহত আছে। উপরোক্ত ফে'লগুলোর জন্য حرف النفى তথা مائے نافيه থাকা একান্ত আবশ্যক।

وَمَادَامَ لِتَوْقِيْتِ اَمْرٍ بِمُدَّةِ ثُبُوْتِ خَبَرِهَا لِفَاعِلِهَا وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَاجَ اِلٰى كَلَامٍ لِاَنَّهٗ ظَرْفٌ وَلَيْسَ لِنَفْيِ مَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ حَالًا وَقِيْلَ مُطْلَقًا وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ اِخْبَارِهَا كُلِّهَا عَلٰى اَسْمَائِهَا وَهِيَ فِيْ تَقْدِيْمِهَا عَلَيْهَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَقْسَامٍ قِسْمٌ يَجُوْزُ وَهُوَ مِنْ كَانَ اِلٰى رَاحَ وَقِسْمٌ لَايَجُوْزُ وَهُوَ مَا فِيْ اَوَّلِهٖ مَاخِلَافًا لِاِبْنِ كَيْسَانَ فِيْ غَيْرِ مَادَامَ وَقِسْمٌ مُخْتَلَفٌ فِيْهِ وَهُوَ لَيْسَ -

---

অনুবাদ : مَادَامَ ফে'লটি তার خبر -কে فاعل -এর জন্য কোনো এক বিষয়ে সময় নির্ধারণ করণার্থে ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই এটি একটি (স্বতন্ত্র) বাক্যের মুখাপেক্ষী। কেননা, এটি ظرف তথা কালের অর্থ দেয়। আর "لَيْسَ" বাক্যের বিষয়বস্তুকে তাৎক্ষণিকভাবে না-সূচক করণার্থে ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ বলেন, এটি সাধারণভাবে নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং এগুলোর প্রত্যেকটির খবরকে তার اسم -এর ওপর অগ্রগামী করা জায়েজ। এদের خبر -কে এদের উপর مقدم করার দিক থেকে এরা তিন প্রকার। **প্রথম প্রকার :** এগুলোর উপর এদের খবরকে مقدم তথা অগ্রগামী করা জায়েজ। আর এ প্রকারের فعل -এর অন্তর্ভুক্ত হলো– كَانَ থেকে رَاحَ পর্যন্ত। **দ্বিতীয় প্রকার :** (এদের خبر -কে এদের উপর) مقدم করা নাজায়েজ। আর এগুলো হলো ঐসব فعل যাদের পূর্বে ما শব্দটি উল্লেখ আছে। তবে প্রখ্যাত নাহুবিদ ইবনে কীসান (র.) مادام ব্যতীত অবশিষ্ট সব কয়টির ব্যাপারে মতবিরোধ করেন (অর্থাৎ তার মতে مادام ব্যতীত বাকিগুলোর خبر কে তাদের ওপর مقدم করা জায়েজ)। **তৃতীয় প্রকার :** مقدم করার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। আর সেটি হলো– لَيْسَ ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ مَادَامَ لِتَوْقِيْتِ الخ : مادام ফে'লটি কোনো বস্তুকে সে সময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে দেয় যে সময় পর্যন্ত তার خبر টি তার فاعل -এর জন্য নির্ধারিত থাকে। যেমন– اَقُوْمُ مَادَامَ الْاَمِيْرُ جَالِسًا (আমি দাঁড়িয়ে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত বাদশা বসা থাকেন)। **জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ** مادام -এর ما টি مصدرية এবং مادام তদ্বীয় خبر -এর সাথে মিলে بتاويل مصدر হয়। এবং এটির পূর্বে زمان শব্দটি উহ্য থাকে। এ হিসেবে প্রাগুক্ত বাক্যটির মূল ইবারত হয়– اَقُوْمُ زَمَانَ دَوَامِ جُلُوْسِ اَمِيْرٍ

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ لِنَفْيِ الخ : ليس ফে'লটি তাৎক্ষণিকভাবে বাক্যের বিষয়বস্তুকে না-বাচক করে দেয়। যেমন– لَيْسَ زَيْدٌ ضَارِبًا (যায়েদ বর্তমানে প্রহারকারী নয়)। এটা নাহবিদদের অভিমত। তবে কারো কারো মতে, مطلقا তথা সাধারণভাবে বাক্যের অর্থকে না বাচক করে দেয়, চাই তা ماضى ، حال বা مستقبل যা-ই হোক না কেন।

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ تَقْدِيْمُ اِخْبَارِهَا الخ : كان ও তার সমগোত্রীয় সকল فعل -এর خبر -কে এদের اسم -এর পূর্বে مقدم তথা অগ্রগামী করা জায়েজ। কেননা, فعل হলো শক্তিশালী আমিল। তাই বাক্যের মাঝে ধারাবাহিকতা বজায় না

থাকলেও এরা আমল করতে সক্ষম। যেমন- كَانَ قَائِمًا زَيْدٌ তবে التباس বা اسم ও خبر মিলে যাবার ভয় থাকলে خبر -কে اسم -এর পূর্বে অগ্রগামী করা জায়েজ নেই। যেমন- উভয়টি তথা اسم ও خبر যদি اسم مقصور হয়, যথা- كان موسى عيسى ।

قَوْلُهُ وَهِيَ فِيْ تَقْدِيْمِهَا عَلَيْهَا الخ : كان ও তার সমগোত্রীয় ফে'লের خبر -কে যেভাবে তাদের اسم -এর উপর অগ্রগামী করা জায়েজ। অনুরূপভাবে خبر -কে স্বয়ং এদের (فعل -এর) উপর مقدم করা জায়েজ। আর خبر -কে فعل -এর উপর مقدم করা হিসেবে افعال ناقصه গুলো তিন প্রকার। **প্রথম প্রকার :** فعل -এর উপর خبر -কে مقدم (অগ্রগামী) করা জায়েজ। এ জাতীয় فعل হলো كان থেকে راح পর্যন্ত মোট ১১টি। কেননা, এগুলো এমন فعل যারা عمل -এর ক্ষেত্রে অন্যান্য فعل -এর ন্যায় শক্তিশালী। ফলে তাদের معمول যেখানে থাকুক না কেন عمل করতে সক্ষম। যেমন- بَاكِيًا كَانَ الطِّفْلُ - غَنِيًّا أَصْبَحَ زَيْدٌ আর **দ্বিতীয় প্রকার :** এ সকল افعال ناقصة যেগুলোর প্রথমে "ما" আছে তাদের خبر -কে তাদের উপর (فعل -এর) مقدم করা জায়েজ নেই। চাই উক্ত "ما" টা مصدريه হোক বা نافيه হোক। কেননা, ما এমন একটি শব্দ যা বাক্যের প্রথমে হওয়া কামনা করে। সুতরাং এর পূর্বে কোনো কিছু আনা হলে তার صدارت অবশিষ্ট থাকে না। ফলে عَالِمًا مَازَالَ زَيْدٌ বলা বৈধ হবে। তবে ইমাম কিসাঈ (র.) বলেন যে, مادام ব্যতীত অবশিষ্ট ما বিশিষ্ট فعل গুলোর পূর্বে তাদের خبر -কে مقدم করা জায়েজ। কেননা, এ সবের শুরুতে "ما" আসাতে এগুলো হ্যাঁ সূচক হয়ে গেছে। ফলে خبر -কে مقدم করা বৈধ হবে। তৃতীয় প্রকার ليس এটির ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আল্লামা ইমাম সীবওয়াই (র.) বলেন, ليس শব্দটি مائے نافيه -এর অর্থে ব্যবহৃত। তাই এটির خبر -কে তার উপর مقدم করা বৈধ নয়। অপর দিকে বসরার অধিকাংশ নাহবিদগণ বলেন, যেহেতু ليس -এর শুরুতে "ما" নেই, তাই তার خبر -কে তার উপর مقدم করা বৈধ। কেননা, তাতে صدارت কামনা করে এমন কোনো কিছু নেই।

اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ مَا وُضِعَ لِدُنُوِّ الْخَبَرِ رَجَاءً اَوْ حُصُوْلًا اَوْ اَخْذًا فِيْهِ فَالْاَوَّلُ عَسٰى وَهُوَ غَيْرُ مُتَصَرِّفٍ تَقُوْلُ عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ وَعَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ وَقَدْ يُحْذَفُ اَنْ وَالثَّانِيْ كَادَ تَقُوْلُ كَادَ زَيْدٌ يَجِئُ وَقَدْ تَدْخُلُ اَنْ -

অনুবাদ : افعال مقاربة (নৈকট্যবাচক ক্রিয়াসমূহ) এমন কতগুলো فعل যাদেরকে গঠন করা হয়েছে خبر টিকে (তার فاعل -এর) নিকটবর্তী করার জন্য আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বা অর্জন হিসেবে, বা তাতে (خبر -এ) শুরু করা হিসেবে। অতএব (এদের) প্রথমটি হলো, عَسٰى যা অরূপান্তরিত। যেমন তুমি বলে থাকো عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ (যায়েদ বের হবার নিকটবর্তী) এবং عَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ এবং কখনো কখনো ان -কে বিলোপ করা হয়। দ্বিতীয় প্রকার হলো, كَادَ যেমন– তুমি বলবে كَادَ زَيْدٌ يَجِئُ (যায়েদ আসার উপক্রম হয়েছে)। কখনো কখনো এর خبر টিতে اَنْ প্রবিষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ الخ : مقاربة শব্দটি বাবে مفاعلة -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। শাব্দিক অর্থ– নিকটবর্তী করা। যেহেতু এ فعل গুলো তাদের خبر -কে فاعل -এর নিকটবর্তী করে দেয়। তাই এদেরকে افعال مقاربة বলে। যদি তাদের প্রতিটি ফে'ল নিকটবর্তী করাণার্থে ব্যবহৃত হয় না তথাপিও এগুলোকে تَسْمِيَةُ الْكُلِّ بِاِسْمِ الْجُزْءِ হিসেবে مقاربة নামে অবহিত করা হয়েছে। আর নাহবিদের পরিভাষায় افعال مقاربه এমন কতিপয় فعل -কে বলে যা তার স্বীয় خبر কে তার فاعل -এর নিকটবর্তী করণার্থে গঠিত হয়েছে। আর এ নিকটবর্তী করণটা হলো ব্যাপক। চাই সেটা আকাঙ্ক্ষা হিসেবে হোক বা شروع فى الخبر হিসেবে হোক। এগুলো এদের اسم -কে رفع এবং خبر -কে نصب প্রদান করে। তবে এগুলোর خبر টি فعل مضارع হয়।

قَوْلُهُ رَجَاءً اَوْ حُصُوْلًا اَوْ اَخْذًا فِيْهِ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ বক্তব্যটি দ্বারা افعال مقاربه -এর প্রকরণের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ افعال مقاربه তিন প্রকার। ১ম প্রকার : رجاء তথা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক। **২য় প্রকার:** حصول তথা অর্জনার্থ জ্ঞাপক। **৩য় প্রকার:** اخذا فيه তথা গ্রহণার্থ বোধক।

قَوْلُهُ فَالْاَوَّلُ عَسٰى الخ : অতঃপর প্রথম প্রকার হলো– رجاء তথা আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপক। এ প্রকারের فعل হলো, عسى যা একটি অরূপান্তরশীল ক্রিয়া। অর্থাৎ একমাত্র ماضى ব্যতীত এর অন্য কোনো রূপান্তর হয় না। এটি اسم -কে رفع এবং خبر -কে نصب প্রদান করে। এবং এর خبر টি ان সহ فعل مضارع হয়। যেমন– عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ ; আর এর خبر টি কখনো কখনো তার اسم -এর উপর مقدم (অগ্রগামী) হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন– عَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ (যায়েদের বের হবার নিকটবর্তী হয়েছে) অর্থাৎ عسى দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। (ক) عسى -এর اسم টি প্রকাশ্য হবে এবং خبر -এর পূর্বেই হবে। আর خبر হবে فعل مضارع – ان সহ। যেমন– عَسٰى زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ তবে কখনো কখনো ان مصدرية -কে বিলোপও করা হয়। যেমন– عَسٰى زَيْدٌ يَخْرُجُ কেননা عسى নৈকট্য অর্থে كَادَ -এর সামঞ্জস্য। ফলে كَادَ زَيْدٌ يَخْرُجُ -এর মতো عَسٰى زَيْدٌ يَخْرُجُ বলাও সিদ্ধ। (খ) عسى টি تامه হয়ে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ان সহ فعل مضارع হয় عسى -এর فاعل আর পরবর্তী একটি اسم হয় فعل مضارع -এর فاعل বা কর্তা। যেমন– عَسٰى اَنْ يَّخْرُجَ زَيْدٌ

قَوْلُهُ وَالثَّانِيْ كَادَ تَقُوْلُ كَادَ زَيْدٌ يَجِئُ الخ : দ্বিতীয় প্রকার হলো, حصولا তথা অর্জনার্থ জ্ঞাপক। এ প্রকারের فعل হলো كاد -এর خبر টি ان ব্যতীত فعل مضارع -এর সীগাহ হয়। যেমন– كَادَ زَيْدٌ يَجِئُ (যায়েদ নিশ্চিতভাবে আসার নিকটবর্তী)। আবার কখনো কখনো ان সহ مضارع -এর সীগাহ হয়। এটি عسى -এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে বলে। যেমন– كَادَ زَيْدٌ اَنْ يَّخْرُجَ ।

وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلٰى كَادَ فَهُوَ كَالْأَفْعَالِ عَلَى الْأَصَحِّ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْإِثْبَاتِ وَقِيلَ يَكُونُ فِي الْمَاضِي لِلْإِثْبَاتِ وَفِي الْمُسْتَقْبِلِ كَالْأَفْعَالِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالٰى وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُونَ وَبِقَوْلِ ذِي الرُّمَّةِ شعر إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رَسِيْسُ الْهَوٰى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ * وَالثَّالِثُ طَفِقَ وَكَرَبَ وَجَعَلَ وَاَخَذَ وَهِيَ مِثْلُ كَادَ وَ اَوْشَكَ مِثْلُ عَسٰى وَكَادَ فِي الْاِسْتِعْمَالِ -

---

অনুবাদ : এবং যখন এর উপর حرف نفى প্রবিষ্ট হয়, তখন তা অন্যান্য فعل -এর মতোই ব্যবহৃত হয়। এটা হলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত। আবার কেউ কেউ বলেন, كَادَ -এর পূর্বে حرف نفى আসলে (এটি) اثبات -এর অর্থ দেয়। কেউ কেউ বলেন, كَادَ ফে'লটি ماضى -এর সীগাহ হয়ে যদি তার পূর্বে حرف نفى প্রবেশ করে তখন اثبات -এর অর্থ দেয়। আর مستقبل তথা مضارع -এর সীগাহ হয়ে যদি তার পূর্বে حرف نفى আসে, তাহলে সাধারণ فعل -এর মতোই ব্যাবাহৃত হয়ে থাকে। তাঁরা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে আল্লাহর বাণী– فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ এবং প্রসিদ্ধ কবি ذُوالرُّمَّة -এর কবিতা– إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رَسِيْسُ الْهَوٰى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ -কে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তৃতীয় প্রকার হলো– طَفِقَ ، كَرَبَ ، جَعَلَ ، اَخَذَ এগুলো كَادَ -এর মতো ব্যবহৃত হয়। এবং اَوْشَكَ এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে عَسٰى ও كَادَ -এর মতো।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَإِذَا دَخَلَ النَّفْيُ عَلٰى كَادَ ঃ যখন كاد ও তার مشتقات তথা এর রূপান্তরিত فعل সমূহের উপর حرف نفى প্রবেশ করে তখন এটা অন্যান্য فعل -এর মতোই বাক্যের বিষয়বস্তুকে نفى তথা নেতিবাচক করে দেয়। এটাই হলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত। তবে এ ব্যাপারে আরো দু'টি مذهب রয়েছে। (ক) কেউ কেউ বলেন, كاد -এর পূর্বে حرف نفى আসলে এটা اثبات -এর ফায়দা দেয়। চাই كاد টা فعل ماضى হোক বা مضارع হোক। (খ) কেউ কেউ বলেন যে, كاد শব্দটি যদি ماضى -এর সীগাহ হয়ে তার পূর্বে حرف نفى আসে তাহলে এটা اثبات -এর অর্থ প্রদান করবে। আর যদি كاد শব্দটি مستقبل তথা مضارع -এর সীগাহ হয়ে এর পূর্বে حرف نفى আসে, তাহলে এটি অন্যান্য فعل -এর মতো نفى -এর অর্থ প্রদান করবে। তারা তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে কুরআনুল কারীমের আয়াত ও একটি কবিতা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। ماضى -এর উদাহরণ আল্লাহর বাণী– فَذَبَحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْعَلُوْنَ - তাদের মতে এ আয়াতটির অর্থ হলো– অতঃপর তারা সেটা (গাভীটা)-কে জবাই করল এবং তারা জবাই করার নিকটবর্তী ছিল। (২:৭১) তারা তাদের মতের স্বপক্ষে আয়াতটি দ্বারা এভাবে প্রমাণ স্থির করেন যে, যদি ما كادوا -এর দ্বারা نفى উদ্দেশ্য নেওয়া হয়, তাহলে تناقض লাযিম আসে। অর্থাৎ এটা কখনো সম্ভবপর নয় যে, জবাই করার পূর্বে জবাই করার নিকটবর্তী না হয়ে জবাই করেছে। اصح তথা সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের অধিকারীগণ তাদের বক্তব্যের জবাবে বলেন, এখানে কোনো تناقض হয়নি। কেননা আয়াতের অর্থ হলো– অবশেষে তারা গাভীটি জবাই করল। অথচ জবাই করার পূর্বে তারা তাদের হটকারিতার দরুন জবাই করার নিকটবর্তী

ছিল না। যা একেবারে স্পষ্ট যে, এখানে কোনো تناقض -ই হয়নি। কেননা, تناقض -এর জন্য উভয় قضيه আটটি বিষয়ের একাত্মতা হওয়া শর্ত। তন্মধ্যে وحدت زمانى ও একটি। এখানে তো তাও পাওয়া যায়নি। আর مضارع -এর উদাহরণ হলো, প্রসিদ্ধ কবি ذُوالرُّمَّة -এর কবিতা– إِذَا غَيَّرَ الْهَجْرُ الْمُحِبِّيْنَ لَمْ يَكَدْ * رَسِيْسُ الْهَوٰى مِنْ حُبِّ مَيَّةَ يَبْرَحُ

(এ কবিতায় বিদ্যমান لم يكد ফে'লটি اثبات -এর অর্থ প্রদান করেছে বলেই অন্যান্য কবিগণ কবি ذُو الرُّمَّة -এর تخطيه তথা দোষ ধরে বলেছেন যে, এ কবিতার অর্থ তথা "যখন বিরহ, প্রেমিকদের প্রেমকে পরিবর্তন করে দেয় তখন হৃদয়ে ميه -এর নিবিড় প্রেম দূরীভূত হয়ে যায়" এটি কোনো প্রেমালাপ বাক্য হয় না। কবি ذُو الرُّمَّة এতদশ্রবণে لم يكد -কে لم اجد দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যদি مستقبل -এর উপর حرف نفى প্রবেশ হলে اثبات -এর অর্থ প্রদান না করতো তাহলে কেন কবি لم يكد -কে لم اجد দ্বারা পরিবর্তন করলেন? কেন কবিগণ تخطيه করলেন? কেন কবিই বা কে তা গ্রহণ করলেন? কেননা نفى -এর সুরতে কবিতার অর্থ দাঁড়ায় যখন প্রেমিকের বিরহ ভালবাসাকে বিবর্তন করে, এমতাবস্থায় ميه -এর নিবিড় ভালবাসা আমার হৃদয় হতে দূর হবার নিকটবর্তী নয়। এ অর্থে কবিতাটির মধ্যে ত্রুটি নেই এবং তাতে تخطيه -এরও কোনো সুযোগ হতো না। বিশুদ্ধ মাযহাবের অধিকারীগণ এ বলে তাদের বক্তব্যের জবাব দেন যে, কোনো কোনো فصحاء গণ ذوالرمة কবির প্রতি تخطيه কারীদের تخطيه -কে স্বীকার করেন না এবং তারা বলেন, কবি تخطيه স্বীকার করে ভুল করেছেন। কেননা, لم يكد শব্দটি نفى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় اثبات -এর অর্থে নয়। ফলে কবিতার অর্থ নির্ভুল।

قَوْلُهُ اَلثَّالِثُ طَفِقَ الخ : **তৃতীয় প্রকার** : اَخْذًا فِيْهِ তথা গ্রহণার্থ বোধক ও শুরুর অর্থজ্ঞাপক; এ প্রকারের ফে'ল হলো– طَفِقَ ، كَرَبَ ، جَعَلَ ও اَخَذَ এগুলো كَادَ -এর মতো ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ এদের ব্যবহার রীতি كَادَ -এর ব্যবহারের ন্যায়। যেমন– طَفِقَ زَيْدٌ يَخْرُجُ (যায়েদ বের হতে শুরু করল)। অপর আরেকটি হলো– اَوْشَكَ -এর প্রয়োগ كَادَ ও عَسٰى -এর মতো। সুতরাং এটির ব্যবহার কখনো عَسٰى -এর উভয় রীতি অনুযায়ী যেমন– (ناقصه হয়ে) اَوْشَكَ زَيْدٌ اَنْ يَخْرُجَ এবং (تامه হয়ে) اَوْشَكَ اَنْ يَخْرُجَ زَيْدٌ আবার কখনো এটি كاد -এর মতো ان ব্যতীতও ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَوْشَكَ زَيْدٌ يَخْرُجُ (সম্ভবত যায়েদ বের হবে)।

فِعْلُ التَّعَجُّبِ مَا وُضِعَ لِاِنْشَاءِ التَّعَجُّبِ وَلَهُ صِيْغَتَانِ مَا اَفْعَلَهُ وَاَفْعِلْ بِهٖ وَهُمَا غَيْرُ مُتَصَرِّفَيْنِ مِثْلُ مَا اَحْسَنَ زَيْدًا وَاَحْسِنْ بِزَيْدٍ وَلَا يُبْنَيَانِ اِلَّا مِمَّا يُبْنٰى مِنْهُ اَفْعَلُ التَّفْضِيْلِ وَيُتَوَصَّلُ فِى الْمُمْتَنِعِ بِمِثْلِ مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجَهُ وَاَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِهٖ وَلَايُتَصَرَّفُ فِيْهِمَا بِتَقْدِيْمٍ وَتَاخِيْرٍ وَلَافَصْلٍ وَاَجَازَ الْمَازِنِى الْفَصْلَ بِالظُّرُوْفِ وَمَا اِبْتِدَاءٌ نَكِرَةٌ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ وَمَا بَعْدَهَا الْخَبَرُ وَمَوْصُوْلَةٌ عِنْدَ الْاَخْفَشِ وَالْخَبَرُ مَحْذُوْفٌ وَبِهٖ فَاعِلٌ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ فَلَا ضَمِيْرَ فِىْ اَفْعَلَ وَمَفْعُوْلٌ عِنْدَ الْاَخْفَشِ وَالْبَاءُ لِلتَّعْدِيَةِ اَوْ زَائِدَةٌ فَفِيْهِ ضَمِيْرٌ -

---

অনুবাদ : فعل تعجب (বিস্ময়সূচক ক্রিয়া) হলো যাকে বিস্ময় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। এর দু'টি সীগাহ রয়েছে। (১) مَا اَفْعَلَهُ ও (২) اَفْعِلْ بِهٖ এবং এ সীগাহদ্বয় অরূপান্তরিত। যেমন– مَا اَحْسَنَ زَيْدًا (যায়েদ কতই সুন্দর) এবং اَحْسِنْ بِزَيْدٍ (যায়েদ কতইনা উত্তম)। فعل تعجب কেবলমাত্র ঐসব ফে'ল হতে গঠিত হয়, যে সব فعل হতে افعل التفضيل গঠিত হয়। আর যেসব ফে'ল হতে اسم تفضيل গঠন নিষিদ্ধ সে সব فعل হতে مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجَهُ এবং اَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِهٖ অনুরূপ সহায়তা নেওয়া। আর এ فعل দ্বয়ে অগ্রগামীকরণ, পশ্চাদপদকরণ ও বিচ্ছিন্নকরণ বৈধ নয়। তবে ইমাম মাযানী (র.) ظرف -এর ক্ষেত্রে فصل (বিচ্ছিন্নকরণ) জায়েজ মনে করেন। আর (প্রথম ওযনের) "ما" শব্দটি مبتدأ ও نكره ইমাম সীবওয়াইহ (র.)-এর মতে। এবং তার পরবর্তী অংশ خبر ইমাম আখফাশ (র.)-এর মতে "ما" শব্দটি موصوله আর তার خبر টি উহ্য রয়েছে। (দ্বিতীয় ওযনের) به শব্দটি ইমাম سيبويه (র.)-এর মতে فاعل এবং افعل -এর মাঝে কোনো ضمير নেই। আর ইমাম اخفش (র.)-এর মতে "به" শব্দটি হলো مفعول এবং باء متعدى -এর জন্য কিংবা অতিরিক্ত ফলে (اَفْعَلَ) -এর মধ্যে একটি ضمير উহ্য আছে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فِعْلُ التَّعَجُّبِ الخ : تعجب শব্দটি বাবে تفعل -এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ– বিস্ময় বা আশ্চর্য প্রকাশ করা। আর নাহবিদের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে নিহিত কোনো গুণ দেখে বা শুনে অভিভূত হবার পর যে ব্যবহার করা হয় তাকে فعل تعجب বলে। আর فعل تعجب -এর সীগাহ তথা ওযন দু'টি। যথা– (১) مَا اَفْعَلَهُ (২) اَفْعِلْ بِهٖ এ সীগাহদ্বয় অরূপান্তরশীল অর্থাৎ এগুলো যেরূপ আছে এরূপই থাকবে। مضارع বা مجهول বা অন্য কোনো রূপান্তরে রূপান্তরিত হয় না।

قَوْلُهُ وَلَا يُبْنَيَانِ اِلَّا مِمَّا يُبْنٰى مِنْهُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ ইবারত দ্বারা فعل -এর গঠনের নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ فعل تعجب -এর সীগাহদ্বয় সে সব বস্তু হতে গঠিত হয়, যা হতে افعل التفضيل গঠন করা হয়। কেননা, فعل التفضيل -এর সাথে فعل التعجب -এর مشابهه বা মিল রয়েছে। আর তা হলো উভয়টি আধিক্য জ্ঞাপক ক্রিয়া। সুতরাং فعل التعجب -এর সীগাহদ্বয় ঐসব ثلاثى مجرد হতে গঠিত হয় যা زياده বা نقصان -কে কবুল করে এবং তার মধ্যে لون ও عيب -এর অর্থ বিদ্যমান না থাকে।

قَوْلُهُ وَيَتَوَصَّلُ فِى الْمُمْتَنِعِ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) একটি উহ্য প্রশ্নের জবাবস্বরূপ এ ই'বারতটুকু উল্লেখ করেছেন। প্রশ্নটি হলো, যেসব فعل হতে فعل التعجب গঠন করা নিষিদ্ধ সেগুলো হতে فعل التعجب গঠন করার নিয়ম কি? তার জবাবে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) বলেন, যে সব فعل হতে فعل التعجب -এর সীগাহ গঠন করা নিষিদ্ধতা হতে فعل للتعجب -এর সীগাহদ্বয় مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجَهُ ও اَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِهِ -এর ন্যায় গঠন করতে হবে। অর্থাৎ যেসব ফে'ল হতে فعل التعجب -এর সীগাহ গঠন নিষিদ্ধ। যেমন– لون ও عيب যুক্ত ، ثلاثى مزيد فيه ، ثلاثى مجرد رباعى مزيد فيه ও رباعى مجرد এদের থেকে فعل التعجب গঠন করার নিয়ম হলো– উক্ত فعل সমূহের মাসদার নিয়ে তার পূর্বে اَقْبَحَ ও اَحْسَنَ - اَضْعَفَ - اَشْدِدْ ইত্যাদি কিংবা مَا اَقْبَحَ فِىْ اَحْسَنَ ، مَا اَضْعَفَ مَا اَشَدَّ ইত্যাদি সীগাহসমূহ যোগ করতে হবে। (তাহলে فعل التعجب -এর সীগাহ গঠিত হবে। যেমন– مَا اَشَدَّ اِسْتِخْرَاجَهُ (তার বের হওয়াটা কতইনা কঠিন)। اَشْدِدْ بِاِسْتِخْرَاجِهِ (তার বের হওয়াটা কতইনা কঠিন)।

قَوْلُهُ وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيْهِمَا بِتَقْدِيْمٍ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) এ ই'বারত দ্বারা فعل التعجب -এর কয়েকটি বিধান বর্ণনা করেছেন। (১) এ সীগাহদ্বয়ে অগ্রগামীকরণ ও পশ্চাদপদকরণ তথা উভয় সীগার মধ্যে جار مجرور ও مفعول به فعل التعجب -এর পূর্বে আনা জায়েজ নেই। ফলে مَا زَيْدًا اَحْسَنَ বা بِزَيْدٍ اَحْسَنْ বলা বৈধ নয়। (২) صيغه -কে اَحْسَنَ ও مَا اَحْسَنَ فِى الدَّارِ زَيْدًا -এর মধ্যখানে কোনো فاصله (পার্থক্যকারী) আসা নিষিদ্ধ। ফলে متعجب به এবং اَلْيَوْمَ بِزَيْدٍ বলা সিদ্ধ নয়। এটা جمهور نحاة -এর অভিমত। তবে ইমাম মাযানী (র.) ظرف দ্বারা فاصله নেওয়াকে জায়েজ মনে করেন। কেননা, ظرف -এর মধ্যে توسع তথা প্রশস্ততা রয়েছে। যেমন– مَا اَحْسَنَ الْيَوْمَ زَيْدًا তা ছাড়া (৩) فعل التعجب -এর সীগাহদ্বয় تعجب অর্থে ব্যবহৃত হবার পর এগুলো فعل جامد হয়ে যায়। অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হবে না। ফলে এদের থেকে مضارع - مجهول - ماضى - نهى ইত্যাদি হবে না। এমনকি مؤنث - تثنيه এবং جمعও হবে না। কেননা, তা انشاء تعجب -এর প্রতি منقول হয়ে امثال -এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়েছে। আর امثال এখনো تصريف হয়, ফলে فعل تعجب ও تصرف হবে না। (৪) যে কোনো কাল হতে فعل متعجب মুক্ত হতে হবে। (৫) فعل التعجب -এর فاعل -এর উপর অন্য কিছুর عطف জায়েজ নেই। (৬) التعجب منه টি نكرة مخصصة বা معرفة হতে হবে।

قَوْلُهُ وَمَا اِبْتِدَاءً نَكِرَةً الخ : ইমাম সীবওয়াই (র.)-এর মতে فعل التعجب -এর প্রথম সীগাহ তথা ما احسن مَا اَحْسَنَ زَيْدًا -এর "ما" টি مبتدأ ও نكرة অর্থ হলো– شئ এবং এর পরবর্তী অংশ (حسنه) হলো خبر এ হিসেবে -এর অর্থ দাঁড়ায় شَئٌ اَحْسَنَ زَيْدًا আর ইমাম اخفش (র.)-এর মতে "ما" টি হলো موصولة এবং তার পরবর্তী অংশ হলো তার صله অতঃপর موصول এবং صله মিলে مبتدأ এবং উহ্য شئ عظيم হলো তার خبر এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হয়– اَلَّذِىْ اَحْسَنَ زَيْدًا شَئٌ عَظِيْمٌ – এ ব্যাপারে ইমাম فراءও একমত রয়েছে যা গ্রন্থকার (র.) উল্লেখ করেননি। সেটি হলো– "ما" -এর অর্থ হলো اى شئ এটি হলো مبتدأ এবং তার পরবর্তী অংশ হলো خبر সুতরাং فراء -এর মতে বাক্যটির অর্থ হয়– اَىُّ شَئٍ اَحْسَنَ زَيْدًا ।

قَوْلُهُ وَبِهِ فَاعِلٌ عِنْدَ سِيْبَوَيْهِ الخ : এখানে فعل التعجب -এর সীগাহ اَحْسِنْ بِزَيْدٍ -এর করা হয়েছে। এটির ব্যাপারেও ইমামদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যথা– ইমাম سباويه -এর মতে به টি হলো فاعل এমতাবস্থায় احسن যদিও امر -এর সীগাহ। তবে অর্থ প্রদান করবে احسن তথা ماضى -এর। আর "به" -এর মধ্যে যে ب রয়েছে এটি جارة এবং অতিরিক্ত হবে এবং ضمير مجرور তার فاعل এবং হামযা صيرورة -এর জন্য। সুতরাং সীবওয়াইহের মত অনুযায়ী اَحْسِنْ بِزَيْدٍ -এর অর্থ হলো– زَيْدٌ صَاحِبُ حَسَنٍ ; আর ইমাম اخفش (র.)-এর মতে احسن টি امر -এর সীগাহ তার মধ্যে উহ্য ضمير - انت হলো فاعل আর ضمير - ه টি হলো مفعول টি আর باء টি تعديه বা অতিরিক্ত। এ হিসেবে মূল ইবারত হবে احسن انت زيدا (যায়েদ কতইনা সুন্দর)।

اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ مَا وُضِعَ لِاِنْشَاءِ مَدْحٍ اَوْ ذَمٍّ فَمِنْهَا نِعْمَ وَبِئْسَ وَشَرْطُهُمَا اَنْ يَّكُوْنَ الْفَاعِلُ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ اَوْمُضَافًا اِلَى الْمُعَرَّفِ بِهَا اَوْ مُضْمَرًا مُمَيَّزًا بِنَكِرَةٍ مَنْصُوْبَةٍ اَوْ بِمَا مِثْلُ فَنِعِمَّا هِيَ وَبَعْدَ ذٰلِكَ الْمَخْصُوْصُ وَهُوَ مُبْتَدأٌ مَا قَبْلَهُ خَبَرُهُ اَوْ خَبَرُ مُبْتَدأٍ مَحْذُوْفٍ وَمِثْلُ نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَشَرْطُهُ مُطَابَقَةُ الْفَاعِلِ وَبِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا وَشِبْهُهُ مُتَأَوَّلٌ وَقَدْ يُحْذَفُ الْمَخْصُوْصُ اِذَا عُلِمَ مِثْلُ نِعْمَ الْعَبْدُ وَفَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ وَسَاءَ مِثْلُ بِئْسَ وَمِنْهَا حَبَّذَا وَ فَاعِلُهُ ذَا وَلَا يَتَغَيَّرُ وَبَعْدَهُ الْمَخْصُوْصُ وَاِعْرَابُهُ كَاِعْرَابِ مَخْصُوْصِ نِعْمَ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوْصِ وَبَعْدَهُ تَمْيِيْزًا وَحَالٌ عَلٰى وَفْقِ مَخْصُوْصِهٖ -

---

অনুবাদ : افعال مدح و ذم (প্রশংসা ও নিন্দা জ্ঞাপক ক্রিয়া) ঐসব ক্রিয়াকে বলে যাকে প্রশংসা বা নিন্দা জ্ঞাপনের জন্য গঠন করা হয়েছে। আর সেগুলো হলো نعم ও بئس উভয়ের জন্যে শর্ত হলো, এদের فاعل টি معرف باللام (তথা লাম দ্বারা নির্দিষ্ট জ্ঞাপক) হওয়া। অথবা معرف باللام -এর প্রতি اضاف হওয়া (তথা معرف باللام -এর প্রতি সম্পর্কিত হওয়া) অথবা এমন ضمير (সর্বনাম) হওয়া যার تمييز নেওয়া হয়েছে نكرة منصوبة (তথা যবর বিশিষ্ট অনির্দিষ্ট জ্ঞাপক বিশেষ্য) দ্বারা تمييز কৃত ضمير হওয়া অথবা ما দ্বারা (ضمير টির تمييز নেওয়া) যেমন (আল্লাহর বাণী-) فَنِعِمَّا هِيَ (তথা نِعْمَ شَيْئًا هِيَ) এবং তারপর (فاعل -এরপর) مخصوص হয়। (এ مخصوص টি) হয়তো এমন مبتدأ হবে যার পূর্বে خبر রয়েছে। অথবা مَخْصُوْصٌ بِالذَّمِّ এবং مخصوص بالمدح (টি) উহ্য مبتدأ -এর خبر হবে। যেমন- نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ (যায়েদ কতইনা ভাল মানুষ)। আর مخصوص -এর জন্য শর্ত হলো, তা فاعل -এর অনুপাতে হওয়া। এবং بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا (কতইনা নিকৃষ্ট ঐ জাতীয় উদাহরণ যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে) ও অনুরূপ উদাহরণ তাবিলকৃত। কখনো কখনো مخصوص -কে বিলোপ করা হয়, যখন তাকে কোনোভাবে জানা যায়। যেমন- نِعْمَ الْعَبْدُ (কতইনা উত্তম বান্দা) এবং فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ এবং ساء টি بئس -এর অনুরূপ এবং افعال مدح و ذم থেকে একটি হলো حبذا এটার فاعل হলো ذا আর এটির পরিবর্তন হয় না। এবং এরপরে مَخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ হয়ে থাকে। এটির اعراب হলো نعم -এর مخصوص -এর اعراب -এর মতো। এবং مخصوص -এর পূর্বে বা পরে স্বীয় مُخْصُوْصٌ بِالْمَدْحِ مُطَابِقٌ (তথা مخصوص অনুপাতে) حال বা تمييز নেওয়া জায়েজ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَفْعَالُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ الخ : افعال শব্দটি فعل -এর বহুবচন। مدح অর্থ- প্রশংসা করা। আর ذم অর্থ- নিন্দা করা। সুতরাং افعال مدح و ذم ঐসব ফে'লকে বলে যা-প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপনের জন্য গঠিত হয়েছে। এদের সংখ্যা চারটি । তন্মধ্যে দু'টি হলো فعل مدح বা প্রশংসা জ্ঞাপক। যথা- (১) نعم (২) حبذا আর দু'টি হলো فعل ذم বা নিন্দা জ্ঞাপক। যথা- (১) بئس ও (২) ساء ।

قَوْلُهُ فَمِنْهَا نِعْمَ وَبِئْسَ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) افعال مدح و ذم -এর বিস্তারিত বিধান বর্ণনা শুরু করেছেন। অর্থাৎ افعال مدح و ذم -এর মধ্য হতে দু'টি হলো نعم ও بئس এ ক্রিয়াদ্বয়ের فاعل -এর জন্য কয়েকটি শর্ত

-এর معرف بـاللام (২) نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ হওয়া। যেমন– معرفه দ্বারা الف لام তথা معرف بـاللام (১)– রয়েছে। যথা– نكره منصوبه টা تمييز হওয়া যার ضمير এমন উহ্য (৩) نِعْمَ صَاحِبُ الرَّجُلِ زَيْدٌ –দ্বারা اضافت হওয়া। যেমন– প্রতি نِعْمَ رَجُلًا زَيْدٌ (৪) এমন উহ্য ضمير হওয়া যার تمييز নেওয়া হয়েছে "ما" শব্দটি দ্বারা। যেমন, নেওয়া হয়েছে। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَنِعِمَّا هِيَ তথা نِعْمَ شَيْئًا هِيَ।

قوله وبعد ذالك المخصوص : অর্থাৎ مخصوص বা مخصوص بالمدح -এর পরে فاعل -এর افعال مدح وذم হয়ে থাকে। যেমন– نعم الرجل -এর মধ্যে نعم হলো فعل مدح এবং الرجل হলো فاعل مدح আর زيد হলো مخصوص بالمدح বা بالذم।

قوله وهو مبتدأ ما قبله الخ : তারকীবে উল্লিখিত مخصوص -এর দু'টি পদ্ধতি রয়েছে– (১) مخصوص টি مبتدأ -এর তার পূর্বে যা আছে সেগুলো جملة হয়ে خبر হবে। **প্রশ্ন :** مخصوص -এর ما قبل টি جمله হওয়ার অবস্থায় তার মধ্যে এমন ضمير হওয়া আবশ্যক যা مبتدأ -এর প্রতি عائد হয়ে থাকে এখানে তো এমন কোনো عائد বিদ্যমান নেই? **উত্তর :** عائد -এর জন্য ضمير হওয়া আবশ্যক নয়; বরং نعم الرجل زيد -এর মধ্যে الف لام عهدى -ই হলো عائد – فلا اشكال فيه (২) : مخصوص টি উহ্য هو মুবতাদার خبر হবে এবং نعم الرجل আলাদা جملة হবে। এমতাবস্থায় نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ দু'টি আলাদা আলাদা جمله হবে প্রথমটি نعم الرجل হলো جمله فعليه দ্বিতীয়টি جمله اسميه তথা هو زيد অর্থাৎ جمله اسميه হয়ে এর প্রথমাংশটি উহ্য থাকবে।

قوله شرطه مطابقة الفاعل الخ : অর্থাৎ مخصوص -এর জন্য শর্ত হলো– এটি فاعل -এর সাথে تذكير - تانيث ও تثنيه - جمع -এর মধ্যে تطابق হওয়া অর্থাৎ فاعل টি واحد - تثنيه - جمع - مذكر ও مؤنث যাই হোক না কেন তার مخصوص টিও অনুরূপ হবে। যেমন– نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ - نِعْمَتِ الْمَرْأَةُ زَيْنَبُ - نِعْمَ الرَّجُلَانِ الزَّيْدَانِ - نِعْمَ الرِّجَالُ الزَّيْدُوْنَ ইত্যাদি।

قوله وبئس مثل القوم الذين الخ : এটি একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর। প্রশ্নটি হলো بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا -এর মধ্যে الذين كذبوا হলো مخصوص بالذم যা جمع আর مثل القوم হলো فاعل যা واحد। সুতরাং এখানে مخصوص ও তার فاعل -এর মধ্যে مطابق হয়নি। কাজেই এ তারকীব কি করে বিশুদ্ধ? **উত্তর :** এ আয়াত ও তার মতো যে সব তারকীব আছে সেগুলো متاول তথা ব্যাখ্যাকৃত। আর তা এভাবে যে, مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا -এর মধ্যে الذين كذبوا -এর প্রথমে একটি مضاف উহ্য আছে। এর মূল ইবারত হলো– مَثَلُ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا সুতরাং এমতাবস্থায় উভয়টি مفرد হলো। ফলে উভয়ের মাঝে مطابق যথাযথভাবেই হয়েছে। অথবা বলা যায় যে, الذين হলো قوم -এর সিফাত مخصوص নয়।

قوله وقد يحذف المخصوص الخ : কখনো কখনো قرينه পাওয়া গেলে مخصوص -কে বিলোপ করা হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী– فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ তথা نحن এবং আল্লাহর বাণী– نِعْمَ الْعَبْدُ তথা ايوب উভয়টি আয়াতেই حذف তথা বিলোপকরণের قرينه স্পষ্ট। প্রথমটির মধ্যে وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا আর দ্বিতীয় আয়াতে তো এটি আইয়্যুব (আ.)-এর ঘটনা।

قوله وساء مثل بئس : ساء হতে فعل ذم এটির যাবতীয় বিধান بئس -এর অনুরূপ। যেমন– سَاءَ الرَّجُلُ زَيْدٌ।

قوله ومنها حبذا الخ : افعال مدح وذم -এর মধ্য হতে একটি হলো حبذا এ ফে'লটি حب এবং ذا -এর সমন্বয়ে গঠিত। এর তারকীব এভাবে হয় যে, حب হলো فعل مدح এবং ذا তার فاعل مدح অর্থাৎ حب -এর فاعل مدح সর্বদা ذا টিই হবে। এটি কখনো বিলুপ্ত হবে না এবং কখনো পরিবর্তনও হবে না তথা حبذا ফে'লটি সর্বদা নিজের অবস্থায়ই থাকবে। تثنيه ، جمع ، مذكر ، مؤنث ক্ষেত্রে তার مخصوص -এর مطابق হয় না। যেমন– حَبَّذَا زَيْدٌ - حَبَّذَا الزَّيْدَانِ - حَبَّذَا الزَّيْدُوْنَ - حَبَّذَا هِنْدٌ ইত্যাদি। এসব অবস্থায় حب টি فعل مدح আর ذا টি হলো فاعل مدح (যা ما فى الذهن -এর দিকে ফিরেছে) উভয় মিলে جمله فعليه হয়ে خبر مقدم আর পরবর্তীটি مبتدأ مؤخر উভয় মিলে جمله اسميه।

قوله يجوز ان يقع قبل المخصوص الخ : حبذا -এর مخصوص بالمدح -এর পূর্বে বা পরে تمييز কিংবা حال তথা تذكير ، تانيث ، افراد ، تثنيه ও جمع ইত্যাদিতে مخصوص -এর مطابق হওয়া জায়েজ। যেমন– حَبَّذَا رَجُلًا زَيْدٌ - حَبَّذَا زَيْدٌ رَجُلًا - حَبَّذَا اِمْرَأَةً هِنْدٌ - حَبَّذَا هِنْدٌ اِمْرَأَةً - حَبَّذَا رَاكِبًا زَيْدٌ - حَبَّذَا زَيْدٌ رَاكِبًا - حَبَّذَا رَاكِبَةً فَاطِمَةُ - حَبَّذَا فَاطِمَةُ رَاكِبَةً ইত্যাদি।

اَلْحَرْفُ مَا دَلَّ عَلٰى مَعْنًى فِىْ غَيْرِهٖ وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَاجَ فِىْ جُزْئِيَّتِهٖ اِلٰى اِسْمٍ اَوْ فِعْلٍ ـ

অনুবাদ : حرف এমন শব্দকে বলে, যা এমন অর্থকে বুঝায় যে অর্থ তার অন্যের মধ্যে পাওয়া যায়। সেজন্যই এটি বাক্যের অন্তর্গত স্বয়ংপদ হওয়ার জন্য اسم বা فعل -এর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْحَرْفُ مَا دَلَّ الخ : اسم ও فعل -এর আলোচনা থেকে ফারিগ হয়ে মুসান্নেফ (র.) حرف -এর আলোচনা শুরু করেছেন। এর প্রধানত: কারণ হলো, حرف শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো– পার্শ্ব। যেমন– جَلَسْتُ حَرْفَ الْوَادِىْ (আমি এ উপত্যকার পার্শ্বে বসেছি)। আর اسم ও فعل এগুলো বাক্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ مسند ও مسند اليه হতে পারে এবং حرف এ দু'য়ের কোনোটি হতে পারে না বলে اسم ও فعل -এর তুলনায় এটি পার্শ্বে আছে। এছাড়া বাক্যের মূল অংশ যেহেতু مسند ও مسند اليه তথা اسم ও فعل তাই এগুলোর আলোচনার পর حرف -এর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

حروف -এর সংজ্ঞা : حرف বলা হয় এমন كلمه -কে যা ঐ অর্থকে বুঝায় যে অর্থ তার অন্যের মধ্যে রয়েছে। حرف -এর সংজ্ঞায় ব্যবহৃত مائے موصوله -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো كلمه কেননা, এটি হলো مقسم (বণ্টনকৃত) আর اقسام (বণ্টন)-এর সংজ্ঞায় مقسم গ্রহণীয় হয়ে থাকে। মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি فى غيره পদটি ثابت উহ্য شبه فعل -এর সঙ্গে متعلق হয়ে معنى -এর صفت (বিশেষণ) হয়েছে। এবং এর দ্বারা اسم ও فعل উভয়টি حرف -এর সংজ্ঞা হতে বের হয়ে যায়। তা এ হিসেবে যে فعل واسم উভয় مستقل بالمفهوميه (স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশক)। অপরদিকে উল্লিখিত সংজ্ঞায় فى غيره -এর قيد দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, حرف -এর অর্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশক নয়, অন্য كلمه -এর সাথে মিলানো ব্যতীত তার অর্থ বুঝে আসে না।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ اِحْتَاجَ الخ : حرف নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে সক্ষম না হওয়ায় এটি اسم ও فعل -এর মতো كلام তথা বাক্যের مسند ও مسند اليه এ দু'য়ের অংশ হতে اسم এবং فعل -এর প্রতি মুখাপেক্ষী। অর্থাৎ اسم ও فعل -এর সাথে মিলানো ব্যতীত এটি محكوم ও محكوم عليه এ দু'য়ের কোনোটি হতে পারে না।

حُرُوفُ الْجَرِّ مَا وُضِعَ لِلْإِفْضَاءِ بِفِعْلٍ اَوْ مَعْنَاهُ اِلَى مَا يَلِيْهِ -

---

অনুবাদ : حروف جر (পদান্বয়ী অব্যয়) ঐ حرف -কে বলে যাকে গঠন করা হয়েছে فعل বা معنى فعل -কে তার (وحرف) مدخول -এর সাথে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ حُرُوفُ الْجَرِّ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি– حروف الجر -এর মধ্যে حرف শব্দটি حرف -এর বহুবচন আর جر শব্দটি বাবে نصر ينصر -এর মাসদার যার অর্থ– টানা, আকর্ষণ করা। এ حروف গুলোকে حروف جر এ হিসেবে বলা হয় যে, এগুলো তাদের পূর্বে উল্লিখিত فعل ، معنى فعل বা مشبه فعل -কে তাদের مدخول -এর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তা ছাড়া এ حروف গুলোকে حروف اضافت ও বলা হয়ে থাকে, কারণ اضافت অর্থ– মিলানো। আর এ حروف গুলো فعل ، معنى فعل বা شبه فعل -কে তাদের مدخول -এর সাথে মিলিয়ে দেয়, এ হিসেবে এগুলোকে حروف اضافت বলা যথার্থ।

প্রশ্ন : حروف مشبه بالفعل -এর আলোচনা حروف جر -এর পূর্বে করা উচিত ছিল। কারণ, حروف مشبه بالفعل হলো رفع ও نصب প্রদানকারী عامل এবং حروف হলো, শুধুমাত্র যের প্রদানকারী عامل ; আর এ কথা সকলেরই জানা যে موفوع ও منصوب উভয়টি مقدم (অগ্রগামী) হয় مجرور -এর উপর। এ হিসেবে رافع ও ناصب ও جار -এর উপর مقدم হওয়া বাঞ্ছনীয়, এবং حروف مشبه بالفعل হল رافع ও ناصب উভয়টি আর حروف جر হলো عامل جار সুতরাং حروف مشبه بالفعل কে حروف جر -এর উপর مقدم করা অত্যাবশ্যকীয় ছিল? **উত্তর :** মুসান্নিফ (র.) حروف جار -কে حروف مشبه بالفعل -এর অগ্রে এ জন্য আলোচনা করেছেন যে, حروف جار স্বীয় আমলের ক্ষেত্রে اصل (মৌলিক) আর حروف مشبه بالفعل স্বীয় আমলের ক্ষেত্রে فرع (শাখা)। কেননা فعل -এর সাথে مشابه রাখার কারণে এগুলো আমল করে থাকে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কথা হলো حروف جار -কে حروف مشبه بالفعل -এর উপর مقدم করা। আর মুসান্নিফ (র.) তা-ই করেছেন فَلَا اِشْكَالَ فِيْهِ। **প্রশ্ন :** حروف جر -এর সংজ্ঞায় ব্যবহৃত فعل ও معنى فعل -এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি? **উত্তর :** فعل দ্বারা উদ্দেশ্য হল পারিভাষিক فعل ও شبه فعل তথা اسم فاعل - اسم مفعول - صف مشبه - اسم تفضيل - مصدر । আর معنى فعل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, প্রত্যেক ঐ বস্তু যা থেকে فعل -এর অর্থ مستنبط হয়। তবে তা فعل হতে গঠিত নয়। যেমন– اسماء افعال - اسماء اشارات - حروف فعليه - جار مجرور - ظرف - حروف تمنى - حروف ترجى - حروف تشبيه ইত্যাদি।

قَوْلُهُ مَا يَلِيْهِ : এখানে ما দ্বারা উদ্দেশ্য হলো اسم আর يلى ফে'লের فاعل - هو - ضمير টি راجع হলো حرف -এর প্রতি এবং "ه" ضمير منصوب টি ما -এর প্রতি راجع এ হিসেবে এর মূল عبارات হয় اِلَى اِسْمٍ يَلِى الْحُرُوفُ ذَالِكَ الْاِسْمَ এমন اسم -এর সাথে সংযুক্ত করে দেয় حرف টি যে اسم -এর সাথে মিলিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে اسم টির উপর حرف টি প্রবিষ্ট হয় ঐ اسم -এর সাথে فعل বা معنى فعل -কে সংযুক্ত করে দেয়।

বি: দ্র: এখানে اسم দ্বারা عام উদ্দেশ্য অর্থাৎ اسم صريح হতে পারে যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ অথবা تاويل اسم ও হতে পারে। যেমন– وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اَىْ بِرُحْبِهَا।

وَهِيَ مِنْ وَإِلَى وَحَتّٰى وَفِي وَالْبَاءُ وَاللَّامُ وَ رُبَّ وَ وَاوُهَا وَ وَاوُ الْقَسَمِ وَبَاءُهُ وَتَاءُهُ وَعَنْ وَعَلٰى وَالْكَافُ وَمُذْ وَمُنْذُ وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا فَمِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ وَالتَّبْيِيْنِ وَالتَّبْعِيْضِ وَزَائِدَةٍ فِيْ غَيْرِ الْمُوْجَبِ خِلَافًا لِلْكُوْفِيِّيْنَ وَالْاَخْفَشِ وَقَدْ كَانَ فِيْ مَطَرٍ وَشِبْهُهُ مُتَاَوَّلٌ -

---

অনুবাদ : আর সেগুলো (حروف جر) হলো- (১) مِنْ (২) اِلٰى (৩) حَتّٰى (৪) فِيْ (৫) بَاء (৬) لَامْ (৭) رُبَّ (৮) وَاوْ رُبَّ (৯) وَاوْ قَسَمْ (১০) بَاء قَسَمْ (১১) تَاء قَسَمْ (১২) عَنْ (১৩) عَلٰى (১৪) كَافْ (১৫) مُذْ (১৬) مُنْذُ (১৭) خَلَا (১৮) عَدَا (১৯) حَاشَا । অতঃপর مِنْ অব্যয়টি ابتداء (প্রারম্ভ) بيان (বর্ণনা) এবং بعض (কতেক)-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং كلام غير موجب এ অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ব্যাপারে কূফাবাসী নাহু বিশারদগণ ও আখফাশ নাহবী বিপরীত মত পোষণ করেন। (তাঁদের মতে, كلام موجب ও غير موجب উভয় ক্ষেত্রেই مِنْ অতিরিক্ত হতে পারে) এবং قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ও তার মতো স্থানে যে مِنْ ব্যবহার হয়েছে তা ব্যাখ্যা সম্বলিত।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَهِيَ مِنْ وَإِلٰى الخ : হরফে جر হলো মোট ১৯টি। যথা- (১) مِنْ (থেকে, হতে, মধ্য হতে, চেয়ে, অপেক্ষা, এর), (২) الى (দিকে, প্রতি, নিকটে, পর্যন্ত, নাগাদ, অবধি), (৩) حَتّٰى (পর্যন্ত, যতক্ষণ না, যাতে, এমনকি), (৪) فِيْ (তে, এ, মধ্যে, মাঝে, ভিতরে, অভ্যন্তরে, বিষয়ে, সম্বন্ধে), (৫) بَا (সাথে, সঙ্গে, তে, এ, দ্বারা, কর্তৃক, বিনিময়ে, মাধ্যমে, কসম, শপথ), (৬) ل (জন্যে, তরে, কারণে, ফলে, উদ্দেশ্যে, নিমিত্তে, সময়ে), (৭) رُبَّ (অনেক, কতক, কতিপয়, কোনো কোনো), (৮) وَاوْ رُبَّ (رُبَّ)-এর অর্থ জ্ঞাপক (وَاوْ), যেমন- وَبَلْدَةٍ (অনেক কম শহরে), (৯) وَاوْ قَسَمْ (শপথের অর্থজ্ঞাপক (وَاوْ), (১০) بَاء قَسَمْ (শপথের অর্থজ্ঞাপক (باء), (১১) تَائے قَسَمْ (শপথের অর্থজ্ঞাপক (تَاء), (১২) عَنْ (থেকে, হতে, সম্বন্ধে, ব্যাপারে, বিষয়ে, কারণে, পরে, দিকে), (১৩) عَلٰى (উপরে, বিপক্ষে, ভিত্তিতে, অনুসারে, কারণে, অবস্থার শর্তে), (১৪) كَ (ন্যায়, মতো), (১৫) مُذْ (যাবৎ, পর্যন্ত, অবধি, হতে, থেকে), (১৬) مُنْذُ (হতে, থেকে, যাবৎ, পর্যন্ত, অবধি), (১৭) خَلَا (ছাড়া, ব্যতীত, বিনা, বাদে), (১৮) عَدَا (ছাড়া, ব্যতীত, বিনা, বাদে), (১৯) حَاشَا (ব্যতীত, ছাড়া, বিনা, বাদে)।

قَوْلُهُ فَمِنْ لِلْاِبْتِدَاءِ : গ্রন্থকার (র.) حروف جر-এর সংখ্যা বর্ণনা করার পর এখান থেকে সেগুলোর কোনটি কি অর্থে ব্যবহৃত হয়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন।

প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, গ্রন্থকার حرف جر-এর আলাচনার مِنْ-কে কেন সর্বপ্রথম উল্লেখ করেছেন? **উত্তর :** مِنْ অব্যয় ابتداء তথা প্রারম্ভ অর্থের জন্য আসে, তাই মুসান্নিফ (র.)-কে مِنْ-এর আলোচনা প্রথমে এনেছেন। অথবা বলা যেতে পারে, যে কোনো একটি দিয়ে তো শুরু করতে হবে, সে হিসেবে مِنْ দ্বারাই শুরু করা হয়েছে। আর যদি مِنْ দ্বারা আরম্ভ না করে অন্য কোনোটি দ্বারা করা হতো, তাহলে তো এটি সম্পর্কেও আবার প্রশ্ন উত্থাপিত হতো। সুতরাং مِنْ দ্বারা শুরু করাটা যথার্থ হয়েছে।

مِنْ অব্যয়টি ابتداء غائب তথা দূরত্বের শুরু বা প্রারম্ভ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটা দু'প্রকার। যথা- (১) ابتداء مكانى যথা- سِرْتُ مِنَ الْكُوْفَةِ اِلَى الْبَصْرَةِ (আমি কূফা থেকে বসরা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছি)। (২) ابتداء زمانى যথা-

صُمْتُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ (আমি জুমার দিন থেকে রোজা রেখেছি)। উভয় উদাহরণেই من -এর مجرور ঐ স্থান যেখান থেকে فعل টি শুরু হয়েছে।

বি: দ্র: من ابتدائية -এর নিদর্শন তার পরে الى কিংবা الى -এর সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা বিশুদ্ধ হওয়া। অর্থাৎ যে বাক্যে শেষসীমা নির্দেশক শব্দ ব্যবহৃত হয় সে বাক্যে যদি من থাকে তাকেই من ابتدائيه বলবে।

قَوْلُهُ وَالتَّبْيِيْنِ : من অব্যয়টি تبيين তথা অস্পষ্ট বস্তুকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (তোমরা অপবিত্রতা থেকে বাঁচো অর্থাৎ মূর্তি হতে।) من تبيين -এর আলামত হলো, যদি এর স্থলে اسم موصول প্রয়োগ করা হয় তাহলে অর্থ বিশুদ্ধ হয়ে যাওয়া।

قَوْلُهُ وَالتَّبْعِيْضِ : অর্থাৎ من অব্যয়টি تبعيض তথা কতেক কিংবা অংশ বুঝাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর নিদর্শন হলো, من -এর স্থলে بعض শব্দটি বসালে অর্থ সঠিক থাকে। যেমন- حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ তথা حَتّٰى تُنْفِقُوْا بَعْضَ مَاتُحِبُّوْنَ ।

قَوْلُهُ زَائِدَةٌ فِيْ غَيْرِ الْمُوْجَبِ الخ : উক্ত ইবারতে زائدة শব্দটি مرفوع হয়েছে এবং للابتداء -এর উপর عطف-এর অর্থ হলো من অব্যয়টি كلام غير موجب (যাতে نفى - نهى ও استفهام থাকে)-এর মধ্যে অতিরিক্ত হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। (এটি বসরাবাসী নাহবিদগণের অভিমত) من زائده -এর নিদর্শন হলো, একে বিলোপ করলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। যেমন- (১) هَلْ جَاءَكَ مِنْ اَحَدٍ (২) مَاجَاءَنِىْ مِنْ اَحَدٍ (৩) لَاتُزَادُ مِنَ الشَّيْءِ এ সকল উদাহরণে من বিলাপ করলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিন্তু কূফাবাসী নাহবিদগণও আখ্‌ফাশ নাহ্‌বিদ তার বিরোধিতা করে বলেন যে, من অব্যয়টি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহার হওয়ার জন্য كلام غير موجب শর্ত নয়; বরং كلام موجب (যার মধ্যে نفى ، نهى ও استفهام না হয়) ও كلام غير موجب উভয়ের মধ্যে من অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ -এর মধ্যে من টি অতিরিক্ত, কারণ মূলবাক্য হলো- قَدْ كَانَ مَطَرٌ ছিল। গ্রন্থকার (র.) তাদের বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে বলেন- وَقَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ وَشِبْهُهُ مُتَاَوَّلٌ অর্থাৎ قَدْ كَانَ مِنْ مَطَرٍ ও এ জাতীয় কথায় ব্যাখ্যা রয়েছে। আর তা হলো, এখানে من টি تبعيض কিংবা تبيين অর্থে ব্যবহার হয়েছে। زائده তথা অতিরিক্ত হিসেবে নয়। সুতরাং বাক্যটি মূল অর্থ হলো, قَدْ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الْمَطَرِ বা قَدْ كَانَ بَعْضُ مَطَرٍ ।

বি: দ্র: من অব্যয়টি উপরোক্ত চারটি অর্থ ছাড়াও আরো কয়েকটি অর্থ প্রদান করে থাকে। নিম্নে সেগুলো উদাহরণসহ আলোকপাত করা হলো- (৫) فصل (পার্থক্য) অর্থে। এ ক্ষেত্রে এটি দু'টি বিপরীতধর্মী বিষয়ের দ্বিতীয়টির উপর প্রবেশ করে। যেমন- لِيَمِيْزَ اللّٰهُ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ এবং يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ । (৬) بدل (পরিবর্তন) অর্থে। যেমন- اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ তথা بدل الاخرة (৭) تعليل (কারণ) অর্থে। যেমন আল্লাহর বাণী- مِمَّا خَطِيْئَتِهِمْ اُغْرِقُوْا (তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ডুবানো হয়েছে)। (৭) باء (দ্বারা) এর অর্থে। যেমন- يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ তথা يَنْظُرُوْنَ بِطَرْفٍ خَفِيٍّ (৯) على (উপর) অর্থে। যেমন- وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيَاتِنَا তথা وَنَصَرْنَاهُ عَلَى الْقَوْمِ (১০) فى (মধ্যে) অর্থে। যেমন- اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ তথা فى يوم الجمعة (১১) عن তথা مجاوزة (অতিক্রম) অর্থে। যেমন- قَدْ كُنَّا فِىْ غَفْلَةٍ مِنْ هٰذَا তথা فِىْ غَفْلَةٍ عَنْ هٰذَا (১২) عند (নিকট) অর্থে। যেমন- لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ তথা عِنْدَ اللّٰهِ (১৩) استعانه (সাহায্য) অর্থে। যেমন- يَنْظُرُ النَّاسُ اِلٰى عَدُوِّهٖ مِنْ عَيْنٍ تَرْمِىْ بِشَرَرٍ অর্থাৎ মানুষ তার শত্রুর দিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দৃষ্টির সাহায্যে তাকায়। (১৪) تاكيد (দৃঢ়তা) অর্থে। যেমন- مَاجَاءَ مِنْ اَحَدٍ مِنَ الرَّجُلِ (একজন মানুষও আসেনি)। (১৫) قسم (শপথ) অর্থে। যেমন- مِنْ رَبِّىْ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই এটা করব)।

وَاِلٰى لِلْاِنْتِهَاءِ وَبِمَعْنٰى مَعَ قَلِيْلًا وَحَتّٰى كَذٰلِكَ وَبِمَعْنٰى مَعَ كَثِيْرًا وَيَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ خِلَافًا لِلْمُبَرِّدِ -

---

অনুবাদ : (দ্বিতীয় حرف جر) الى এটি উদ্দেশ্যের শেষসীমা বুঝাবার অর্থে ব্যবাহৃত হয় এবং কখনও কখনও مع (সহ) অর্থে ব্যবহার হয় এবং حتى (তৃতীয় حرف جر) অনুরূপ (অর্থাৎ এটিও উদ্দেশ্যের শেষসীমা বুঝায়) এক অধিকাংশ সময় مع -এর অর্থে ব্যবহার হয়। এটি নির্দিষ্ট হলো اسم ظاهر -এর সাথে। তবে নাহুবিশারদ আল্লামা মুবাররাদ (র.) ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اِلٰى لِلْاِنْتِهَاءِ : حرف جر -এর মধ্যে হতে দ্বিতীয়টি হলো الى। অব্যয়টি প্রান্তসীমা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর এ প্রান্তসীমাটা হলো ব্যাপক। সেটি আবার তিন প্রকার হতে পারে। যথা– কালের প্রান্তসীমা। যেমন আল্লাহর বাণী– ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ (অতঃপর তোমরা রোজাকে পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত)। অথবা (২) স্থানের প্রান্তসীমা। যেমন– ذَهَبْتُ اِلَى الْبَيْتِ (আমি বাড়ি পর্যন্ত গিয়েছি)। অথবা (৩) কাল বা স্থান ব্যতীত অন্যকোনো বস্তুর প্রান্তসীমা। যেমন– قَلْبِيْ اِلَيْكُمْ (আমার অন্তর তোমাদের পর্যন্ত)। এবং الى অব্যয়টি مع (সহ) অর্থেও ব্যবহার হয় তবে এ ব্যবহারটি খুবই কম। এর জন্য শর্ত হলো الى -এর ما قبل ও ما بعد একই جنس -এর হতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী– فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ (তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত কর কনুইসহ) এ বাক্যে الى শব্দটি مع অর্থে এসেছে। এ ছাড়া الى অব্যয়টি আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– (১) مصاحبة (সাথী) অর্থে যেমন আল্লাহর বাণী– لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ (তোমরা তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে তাদের (এতিমদের) সম্পদ খেয়ো না)। (২) فى (মধ্যে) অর্থে। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ তথা فِىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ (৩) اَلتَّبْيِيْنُ (বর্ণনা করা) অর্থে। যেমন– اِحْتِمَالُ الْمَشَقَّةِ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنَ الْاِسْتِعَانَةِ بِلَئِيْمِ الطَّبْعِ। (৪) لام (اختصاص) অর্থে। যেমন– وَالْاَمْرُ اِلَيْكَ তথা وَالْاَمْرُ لَكَ। (৫) بعض (কতক) অর্থে। যেমন– شَرِبَ الْعَاطِشُ فَلَمْ يَرْتَوِ اِلَى الْمَاءِ তথা مِنَ الْمَاءِ। (৬) تاكيد (দৃঢ়তা) অর্থে। এ ক্ষেত্রে الى টি زائده হয়। যেমন– اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْ اِلَيْهِمْ তথা تَهْوَاهُمْ।

قَوْلُهُ وَحَتّٰى كَذٰلِكَ الخ : حتى অব্যয়টি অনুরূপই অর্থাৎ এটি الى -এর মতো انتهائے غايت (প্রান্তসীমা) বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তা নিম্নরূপ– (ক) الى। কম সময় مع অর্থে ব্যবহৃত হয় আর حتى অধিকাংশ সময় مع অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسِهَا اَىْ مَعَ رَأْسِهَا (আমি মাছ খেয়েছি মাথাসহ)। (খ) الى অব্যয়টি اسم ظاهر ও ضمير উভয়ের পূর্বে প্রবিষ্ট হতে পারে। আর حتى অব্যয়টি শুধুমাত্র اسم ظاهر -এর পূর্বে আসে। তবে ইমাম মুবাররাদের মতে اسم ظاهر ও ضمير উভয়ের পূর্বেই ব্যবহার হয়, শুধুমাত্র اسم ظاهر -এর সাথে নির্দিষ্ট নয়। এছাড়াও حتى আরো দু'টো অর্থে আসে। অর্থাৎ حتى অব্যয়টি মোট চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– (১) (পর্যন্ত) অর্থে। যেমন– لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مُوْسٰى তথা الى يرجع। (২) مع (সহ) অর্থে। যেমন– اَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتّٰى رَأْسَهَا তথা مع راسها। (৪) الا (استثناء) অর্থে। যেমন– وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَ তথা اِلَّا يَقُوْلَا।

وَفِىْ لِلظَّرْفِيَّةِ وَبِمَعْنٰى عَلٰى قَلِيْلًا وَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ وَالْاِسْتِعَانَةِ وَالْمُصَاحَبَةِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالتَّعْدِيَةِ وَالظَّرْفِيَّةِ وَ زَائِدَةٌ فِى الْخَبَرِ فِى الْاِسْتِفْهَامِ وَالنَّفْىِ قِيَاسًا وَفِىْ غَيْرِهٖ سِمَاعًا نَحْوُ بِحَسْبِكَ زَيْدٌ وَاَلْقٰى بِيَدِهٖ -

---

অনুবাদ : এবং فى (চতুর্থ حرف جر) অব্যয়টি ظرف বা স্থান, কালের অর্থে বুঝাবার জন্য এবং কম সময় على (উপর) অর্থেও ব্যবহার হয়। এবং باء অব্যয়টি (পঞ্চম حرف جر) الصاق (সংযুক্তিকরণ) استعانة (সাহায্য প্রার্থনা) مصاحبة (সাথী বুঝানো) مقابلة (বিনিময়) تعديه (সকর্মককরণ) ও ظرف তথা স্থান বা কাল বুঝাবার অর্থে ব্যবহার হয়। باء হরফটি نفى ও استفهام-এর خبر-এ কিয়াসের ভিত্তিতে এবং অন্যস্থানে سماعى ভিত্তিতে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– بِحَسْبِكَ زَيْدٌ তথা حَسْبُكَ زَيْدٌ (তোমার জন্য যায়েদ যথেষ্ট) এবং اَلْقٰى بِيَدِهٖ (তার হাতে নিক্ষেপ করল) তথা اَلْقٰى يَدَهٗ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَفِىْ لِلظَّرْفِيَّةِ الخ : حرف جار-এর মধ্য হতে চতুর্থটি হলো فى এটি اسم ظاهر ও ضمير উভয়ের শুরুতে সমানভাবে ব্যবহার হয় এবং বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো– (১) ظرف (فى শব্দের শুরুতে বসে সেটিকে কোনো বস্তুর ظرف বানিয়ে দেয়)। যেমন– صُمْتُ فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَلْمَاءُ فِى الْكُوْزِ ইত্যাদি। (২) على (উপর) অর্থে। যেমন আল্লাহর বাণী– غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِىْ اَدْنَى الْاَرْضِ - وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِىْ جُذُوْعِ النَّخْلِ তথা عَلٰى جُذُوْعِ النَّخْلِ। (৩) سبب (কারণ) অর্থে। যেমন– فَذٰلِكُنَّ الَّذِىْ لُمْتُنَّنِىْ فِيْهِ তথা لاجله। (৪) مصاحبه (সাথে) অর্থে। যেমন– اُدْخُلُوْا فِىْ اُمَمٍ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ তথা اُدْخُلُوْا مَعَ اُمَمٍ। (৫) موازنة (তুলনা) অর্থে। যেমন– فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ তথা بِالنِّسْبَةِ اِلَى الْاٰخِرَةِ وَمُوَازَنَتِهٖ بِمَتَاعِهَا قَلِيْلٌ। (৬) الى (প্রান্তসীমা) অর্থে। যেমন– فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ তথা اِلٰى اَفْوَاهِهِمْ। (৭) من (হতে) অর্থে। যেমন– وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا তথা مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيْدًا। (৮) عن (অতিক্রম) অর্থে। যেমন– فَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى তথা عَنِ الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى। (৯) تاكيد (দৃঢ়তা) অর্থে। তখন এটি অতিরিক্ত হবে। যেমন– وَقَالَ ارْكَبُوْا فِيْهَا তথা اِرْكَبُوْهَا।

قَوْلُهٗ وَالْبَاءُ لِلْاِلْصَاقِ وَالْاِسْتِعَانَةِ الخ : حروف جر-এর মধ্য হতে পঞ্চমটি হলো– باء এটি ১৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে বহুল প্রচলিত ৭টির আলোচনা সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) করেছেন। উদাহরণসহ সব কয়টির আলোচনা নিম্নরূপ– (১) الصاق বা একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে حقيقى ভাবে মিলিয়ে দেওয়া। যেমন– به داء (সে অসুস্থ) অথবা مجازى (রূপক) ভাবে মিলিয়ে দেওয়া। যেমন– مَرَرْتُ بِزَيْدٍ (আমি যায়েদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি)। (২) استعانة (সাহায্য গ্রহণ) অর্থে। যেমন– كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি কলমের সাহায্যে লিখেছি)। (৩) مصاحبة (সাথে) অর্থে। যেমন– اِشْتَرَيْتُ الْفَرَسَ بِسَرْجِهٖ (আমি ঘোড়া ক্রয় করেছি গদিসহ)। (৪) مقابلة (পরিবর্তে) অর্থে। যেমন– اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (তোমরা নেক আমলের পরিবর্তে জান্নাতে প্রবেশ করো)। (৫) تعديه (لازم-কে متعدى করণ) অর্থে। যেমন– ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ তথা اَذْهَبَ اللّٰهُ। (৬) ظرف (فى) অর্থে। যেমন– وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ তথা فِىْ بَدْرٍ। (৭)

خبر -এর ليس ও ما -এর قياسا (নিয়ম অনুযায়ী) زيادة (অতিরিক্ত) হিসেবে। এক্ষেত্রে تاكيد -এর অর্থ প্রদান করে। এটি هَلْ زَيْدٌ - لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ - مَا زَيْدٌ بِقَائِمٍ -এর উপর প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন- خبر -এর استفهام هل যুক্ত এবং خبر - مبتدأ বা فاعل হোক। যেমন- مرفوع -এর স্থলে হয়, চাই তা سماعا (আরবদের থেকে শ্রুত) بِقَائِمٍ আর بِحَسْبِكَ زَيْدٌ - حَسْبُكَ بِزَيْدٍ ও وكفى بالله شهيدا আবার কখনো منصوب -এর স্থলে অতিরিক্ত হয়ে থাকে। যেমন- اَلْقى بِيَدِهٖ তথা اَلْقى يَدَهٗ । (৮) تعليل (কারণ) অর্থে। যেমন- كُلًّا اَخَذْنَا بِذَنْبِهٖ (প্রত্যেককে তার পাপের কারণে ধরা)। (৯) استعلاء (উপর) অর্থে। যেমন- مِنْ اَنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ তথা عَلٰى قِنْطَارٍ । (১০) مجاوزة (অতিক্রম) অর্থে। যেমন- فَاسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا তথা عَنْهُ خَبِيْرًا (তার থেকে সংবাদ জিজ্ঞেস করো)। (১১) الى (নিকট, প্রতি) অর্থে। যেমন- اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ তথা اَعُوْذُ اِلَى اللّٰهِ (আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। (১২) استعطاف (অনুগ্রহ প্রার্থনা) অর্থে। যেমন- اِرْحَمْ بِزَيْدٍ (যায়েদের প্রতি অনুগ্রহ করো)। (১৩) تبعيض (কিছু অংশ) অর্থে। যেমন- عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ তথা مِنْهَا الْمُقَرَّبُوْنَ । (১৪) بدل (পরিবর্তে) অর্থে। যেমন- بَاعَ الْاِيْمَانَ بِالْكُفْرِ (সে কুফরির পরিবর্তে ঈমান বিক্রয় করল)। (১৫) قسم (শপথ) অর্থে। যেমন- بِاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই এরূপ করব)।

قَوْلُهٗ وَ زَائِدَةٌ فِى الْخَبَرِ الخ : মুসান্নিফ (র.)-এর উক্তি- وزائدة এটি اعراب -এর দিক থেকে مرفوع হয়েছে এবং الكائن -এর عطف আর فى الخبر এটি زائدة -এর সাথে متعلق এবং فى الاستفهام শব্দটি للالصاق -এর উপর عطف আর সাথে متعلق হয়ে الخبر -এর صفت হয়েছে এ হিসেবে ইবারতের অর্থ হয় باء ঐ خبر -এর মধ্যে অতিরিক্ত হয়ে থাকে যেটি استفهام -এর মধ্যে হয়। এখানে استفهام দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ استفهام যা فعل দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন- هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ কেননা অন্যান্য استفهام -এর خبر -এ باء অতিরিক্ত হয় না। অনুরূপভাবে ঐ نفى -এর خبر -এ باء অতিরিক্ত হয়ে থাকে, যা ليس - ما ইত্যাদি না-সূচক শব্দ দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন- لَيْسَ زَيْدٌ بِقَائِمٍ - مَا خَالِدٌ بِجَالِسٍ ইত্যাদি। এ দুস্থানে باء অতিরিক্ত হওয়াটা বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে হয়।

قَوْلُهٗ وَفِىْ غَيْرِهٖ سِمَاعًا الخ : অর্থাৎ উপরোক্ত দু'প্রকারের خبر ব্যতীত অন্য স্থানে باء অতিরিক্ত হওয়া তা سماعى তথা আরব থেকে শ্রুত হিসেবে হয়ে থাকে। আর এ অতিরিক্ত হওয়াটা ব্যাপক। সেটা مرفوع -এর মধ্যে হতে পারে। যেমন- بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ এখানে مبتد -এর উপর হয়েছে অথবা منصوب -এর মধ্যে হতে পারে। যেমন- اَلْقٰى بِيَدِهٖ তথা اَلْقٰى يَدَهٗ এখানে مفعول -এর উপর باء অতিরিক্ত হয়েছে।

وَاللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ وَالتَّعْلِيْلِ وَبِمَعْنَى عَنْ مَعَ الْقَوْلِ وَ زَائِدَةٌ وَبِمَعْنَى الْوَاوِ فِي الْقَسَمِ لِلتَّعَجُّبِ وَ رُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ مُخْتَصَّةٌ بِنَكِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَفِعْلُهَا مَاضٍ مَحْذُوفٌ غَالِبًا وَقَدْ تَدْخُلُ عَلَى مُضْمَرٍ مُبْهَمٍ مُمَيَّزٍ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ وَالضَّمِيرُ مُفْرَدٌ مُذَكَّرٌ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّيْنَ فِي مُطَابَقَةِ التَّمْيِيْزِ وَتَلْحَقُهَا مَا فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ -

---

অনুবাদ : এবং لام (ষষ্ঠতম حرف جر) اختصاص (নির্দিষ্টকরণ) ও تعليل (কারণ বর্ণনা)-এর অর্থ বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং عن অর্থে আসে قول -এর সাথে ব্যবহৃত হলে অতিরিক্ত হয়। এবং বিস্ময়কর বিষয়ের জন্য শপথ করার ক্ষেত্রে واو -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এবং (সপ্তম হরফে جر) رب অব্যয়টি تقليل (অল্প পরিমাণ) বুঝাবার জন্য আসে। এর (تقليل -এর অর্থবোধক رب) জন্য অত্যাবশ্যক হলো বক্তব্যের শুরুতে এবং বিশেষিত نكره -এর উপর প্রথমে প্রবিষ্ট হওয়া বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী। এবং তার فعل (رب যে فعل -এর সাথে متعلق হয়) ماضى হয় ও যা অধিকাংশ সময় উহ্য হয়ে থাকে এবং কখনও এটা এমন অস্পষ্ট ضمير -এর উপর প্রবিষ্ট হয়, যার تميز কোনো نكره منصوبه (نصب বিশিষ্ট نكره) দ্বারা নেওয়া হয়েছে। আর ضمير টি সর্বদা مفرد (একবচন) ও مذكر হবে। তবে কূফাবাসী নাহু বিশারদগণ ضمير তামঈয অনুযায়ী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ করেন। এবং এর (رب -এর) সাথে ما যুক্ত হয় তখন এটা جمله -এর উপর প্রবিষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَاللَّامُ لِلْإِخْتِصَاصِ الخ : حروف جر -এর মধ্য হতে ষষ্ঠটি হলো لام এটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়- (১) اختصاص (নির্দিষ্টকরণ) অর্থে। যেমন- الجل للفرس (গদি ঘোড়ার জন্য নির্দিষ্ট)। (২) تعليل (কারণ) অর্থে। এ علة (কারণ) টি ذهنى বা خارجى উভয়টিই হতে পারে। যেমন- ذهنى -এর উদাহরণ- ضَرَبْتُهُ لِلتَّادِيْبِ (আমি তাকে আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রহার করেছি) خارجى যেমন- خَرَجْتُ لِمُخَافَتِكَ (আমি বের হয়েছি তোমাকে ভয় দেখানোর জন্যে)। (৩) زائده (অতিরিক্ত)। এটি تاكيد অর্থে হয়। সাধারণত এটা فعل متعدى بنفسه -এর পরে হয়ে থাকে। যেমন- رَدِفَ لَكُمْ তথা رَدِفَكُمْ (সে তোমার পশ্চাতে)। (৪) عن অর্থে যখন قول -এর সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী- قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ তথা عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (কাফিরগণ ঈমানদারদের সম্পর্কে বলবে, যদি মঙ্গলজনক হতো, তবে তারা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হতো না)। এখানে لام -এর অর্থ عن না হলে لازم অর্থে হয়ে যাবে। (৫) قسم (শপথ) অর্থে। যেমন- لِلّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا (আল্লাহর শপথ অবশ্যই আমি এরূপ করব)। (৬) بعد (পরে) অর্থে। যেমন- اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ তথা بَعْدَ دُلُوْكِ الشَّمْسِ। (৭) قبل (পূর্বে) অর্থে। যেমন- كَتَبْتُ مَقَالَتِيْ لِلَّيْلَةِ তথা قَبْلَ لَيْلَةٍ। (৮) الى (দিকে) অর্থে। যেমন- كُلٌّ يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى তথা اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى। (৯) على (উপর) অর্থে। যেমন- وَتَلَّهُ لِلْجَبِيْنِ তথা عَلَى الْجَبِيْنِ। (১০) فى (মধ্যে) অর্থে। যেমন- وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ তথা فِيْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ। (১১) عند (সময়) অর্থে। যেমন- هُوَ الَّذِيْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ তথা عِنْدَ اَوَّلِ الْحَشْرِ। (১২) من

(বর্ণনা) অর্থে। যেমন- لَنَا الْفَضْلُ فِي الدُّنْيَا وَاَنْفُكَ رَاغِمٌ * وَنَحْنُ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَفْضَلُ এখানে لكم -এর অর্থ منكم হবে। (১৩) صيرورة (পরিণত হওয়া) অর্থে। যেমন- خلق الانسان للابد (মানুষকে চিরস্থায়িত্বে পরিণত করে সৃষ্টি করা হয়েছে)। একে لام عاقبه বা لام مال লামও বলে। (১৪) استحقاق (অধিকার সাব্যস্তকরণ) অর্থে। যেমন- قُلِ الْعِزَّةُ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ। (১৫) مع (সহ) অর্থে। যেমন কবি মুতাম্মিম ইবনে নুওয়াইরাহ-এর পংক্তি- فَلَمَّا تَفَرَّقْنَا كَاَنِّيْ وَمَالِكًا * لِطُوْلِ اِجْتِمَاعٍ لَمْ نَبِتْ مَعًا তথা مع طول اجتماع।

قَوْلُهُ وَرُبَّ لِلتَّقْلِيْلِ الخ : حروف جر -এর মধ্য হতে সপ্তম হরফে جر হল- رب এটি انشاء تقليل তথা অল্প সংখ্যক বুঝাবার জন্য আসে এবং এটি বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ মায্হাব মতে এটি نكره موصوفه -এর সাথে নির্দিষ্ট অর্থাৎ এটি সর্বদা বিশেষিত نكره -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ لَقِيْتُهُ (আমি অল্প কিছু সদয় ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেয়েছি)। আবার কেউ কেউ বলেন এটি نكره غير موصوفه -এর উপরও প্রবিষ্ট হয়। তবে এ উক্তিটি বিশুদ্ধ নয়।

قَوْلُهُ وَفِعْلُهَا مَاضٍ الخ : অর্থাৎ رب যে فعل -এর সাথে متعلق হয়, তা সর্বদা فعل ماضى হয়ে থাকে এবং এটা অধিকাংশ সময় قرينه حاليه বা مقاليه -এর কারণে বিলোপ হয়ে যায়। যেমন- هَلْ لَقِيْتَ مَنْ اَكْرَمَكَ প্রশ্নের জবাবে رُبَّ رَجُلٍ اَكْرَمَنِيْ বাক্য প্রদান করা হয়। এখানে لقيته ফে'লটি উহ্য রয়েছে। আবার কখনো فعل টি প্রকাশ্যও হয়। যেমন- رُبَّ رَجُلٍ شَرِيْفٍ لَقِيْتُهُ।

قَوْلُهُ وَقَدْ تَدْخُلُ عَلٰى مُضْمَرٍ الخ : رب কখনো কখনো এমন ضمير مبهم (অস্পষ্ট সর্বনাম)-এর উপর প্রবিষ্ট হয় যার تميز নেওয়া হয় نكره منصوبة -এর দ্বারা এবং উক্ত ضمير টি সর্বদা একবচন ও পুংলিঙ্গ হয়ে থাকে। যদি تميز টি تثنيه - جمع বা مؤنثও হয়। যেমন- رُبَّهُ رَجُلًا - رُبَّهُ رَجُلَيْنِ - رُبَّهُ رِجَالًا ও رُبَّهُ اِمْرَأَةً তবে কূফাবাসী নাহু বিশারদগণ তার বিপরীত মত ব্যক্ত করে বলেন যে, উক্ত ضمير مبهم টি বচন ও লিঙ্গের বেলায় পরবর্তী نكره منصوبه টির অনুরূপ হওয়া ওয়াজিব। অর্থাৎ رُبَّهُمَا رَجُلَيْنِ এবং رُبَّهَا اِمْرَأَةً - رُبَّهُنَّ نِسَاءً ইত্যাদি বলতে হবে।

قَوْلُهُ وَتَلْحَقُهَا مَا فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ : হরফে جر - رب -এর সাথে ما কাফে كافه কখনও কখনও প্রবিষ্ট হয়ে থাকে। তখন এটি جمله -এর প্রারম্ভে প্রবেশ করে থাকে। যেমন- رُبَّمَا قَامَ زَيْدٌ আল্লাহর বাণী- رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا উভয়টি উদাহরণে رب -এর সাথে كاف প্রবিষ্ট হওয়া رب টি جمله -এর প্রথমে দাখিল হয়েছে।

বি: দ্র: رب -এর সাথে ما كافه যুক্ত হলে তার عمل বাতিল হয়ে যায় এবং رب অব্যয়টি কখনও কখনও অধিক বুঝাবার জন্যও ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- رُبَّ مُصِيْبَةٍ عَظِيْمَةٍ قَابَلْتُهَا।

وَ وَاوُهَا تَدْخُلُ عَلَى نَكِرَةٍ مَوْصُوفَةٍ وَ وَاوُ الْقَسَمِ وَإِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ حَذْفِ الْفِعْلِ لِغَيْرِ السُّؤَالِ مُخْتَصَّةٌ بِالظَّاهِرِ وَالتَّاءُ مِثْلُهَا مُخْتَصَّةٌ بِاسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَاءُ أَعَمُّ مِنْهُمَا فِي الْجَمِيعِ وَيَتَلَقَّى الْقَسَمُ بِاللَّامِ وَإِنَّ وَحَرْفِ النَّفْيِ وَقَدْ يُحْذَفُ جَوَابُهُ إِذَا اِعْتَرَضَ أَوْ تَقَدَّمَهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَةِ وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ وَقَدْ يَكُونَانِ اِسْمَيْنِ بِدُخُولِ مِنْ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيهِ وَ زَائِدَةٍ وَقَدْ تَكُونُ اِسْمًا وَتَخْتَصُّ بِالظَّاهِرِ -

---

অনুবাদ : এবং (অষ্টম حرف جر) واو رب (رب -এর অর্থজ্ঞাপক واو) এটি نكرہ موصوفه (বিশেষিত অনির্দিষ্ট শব্দ)-এর উপর প্রবিষ্ট হয়। এবং (নবম হরফে جر) واو القسم এটি ব্যবহৃত হয়, যখন فعل قسم উহ্য থাকে এবং প্রশ্ন জ্ঞাপক না হয়। এটি اسم ظاهر -এর সাথে নির্দিষ্ট (অর্থাৎ এটা اسم ظاهر ছাড়া ব্যবহার হয় না) এবং (দশম حرف جر) تاء এটা واو -এর মতো, এটি الله শব্দের সাথে নির্দিষ্ট (অর্থাৎ اسم ظاهر -এর মধ্য হতে একমাত্র الله শব্দের শুরুতে প্রবিষ্ট হয়) এবং (একাদশ حرف جر) باء এটি পূর্বোক্ত উভয়টি থেকে ব্যাপক সর্ব সুরতে। جواب কে (قسم -এর) جواب কে ان ও حرف نفى (না-সূচক অব্যয়) মিলিত হবে এবং কখনো কখনো তার (قسم -এর) لام এ- قسم বিলোপ করা হয় যখন قسم বাক্যের মধ্যখানে আসে অথবা যদি তার পূর্বে এমন কোনো বস্তু উল্লিখিত হয়ে থাকে যা তার (جواب قسم -এর) অর্থ প্রকাশ করে। এবং (দ্বাদশ حرف جر) عن অতিক্রম অর্থের জন্য এবং (ত্রয়োদশ حرف جر) على ওউর অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো উভয়টি (عن এবং على) اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে من প্রবেশ করায়। এবং (চতুর্দশ حرف جر) كاف উপমা দেওয়ার জন্য এবং অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো কখনো اسم হয় এবং এটি اسم ظاهر (প্রকাশ্য ইসম)-এর সাথে নির্দিষ্ট। (অর্থাৎ, كاف একমাত্র اسم ظاهر উপর প্রবেশ করে।)

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَ وَاوُهَا الخ : واو رب (رب -এর অর্থ জ্ঞাপক واو) نكرة موصوفه -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ واو رب টি رب -এর অর্থ প্রদান করে বলে এটির হুকুম رب -এর হুকুমের মতো। সুতরাং এটিও বাক্যের শুরুতে আসে এবং সর্বদা এমন اسم ظاهر -এর উপর প্রবেশ করে যা نكره দ্বারা বিশেষিত। আর তার متعلق টি সর্বদা فعل ماضى হয় এবং অধিকাংশ সময় উহ্য থাকে। তবে পার্থক্য হলো, واو رب টি কখনো ضمير -এর উপর প্রবেশ করে না। যেমন কবি আমের ইবনে হারিসের পংক্তি– وَبَلْدَةٍ لَيْسَ بِهَا اَنِيْسٌ * اِلَّا الْيَعَافِيْرُ وَاِلَّا الْعِيْسُ (আমি এমন কিছু শহর ভ্রমণ করেছি যেখানে শুভ্র উট ও মেটে রঙ্গের হরিণ ছাড়া কোনো বন্ধু নেই) এ পংক্তির وبلدة শব্দের واو টি رب -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَ وَاوُ الْقَسَمِ الخ : حرف جر -এর মধ্য হতে নবম حرف جر হলো واو قسم (শপথ অর্থজ্ঞাপক واو)। এটি قسم -এর فعل উহ্য থাকা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নের সাথে ব্যবহৃত হয় না এবং সর্বদা اسم ظاهر -এর উপর প্রবেশ করে। যেমন– وَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا وَالرَّحْمٰنِ لَاَضْرِبَنَّكَ ; এটি কখনও ضمير -এর ওপর প্রবেশ করে না। অতএব, وك বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَالتَّاءُ مِثْلُهَا الخ : দশম حرف جر হলো تاء قسم -এর বিধান واو قسم -এর মতো অর্থাৎ এটিও واو -এর মতো فعل قسم উহ্য থাকা অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, প্রশ্নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। এবং এটি اسم ظاهر -এর মধ্য হতে একমাত্র الله শব্দের শুরুতে প্রবিষ্ট হয়। এ ছাড়া অন্য কোনো اسم ظاهر বা ضمير -এর উপর কখনো প্রবেশ করে না। যেমন– تَاللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا আর আরবদের বক্তব্য– ترب الكعبة এটা شاذ তথা বিরল।

قَوْلُهُ وَالْبَاءُ اَعَمُّ الخ : একাদশ حرف جر হলো باء قسم (শপথের অর্থ জ্ঞাপক (باء) এটি واو قسم ও تاء قسم থেকে সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক। অর্থাৎ এটি فعل قسم উহ্য হোক বা প্রকাশ্য হোক সর্ব অবস্থায় ব্যবহৃত হয় এবং اسم ظاهر বা اسم مضمر উভয়ের শুরুতেই আসে। যেমন– بِاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمٌ - رَبِّكَ لَاَضْرِبَنَّ - اَقْسَمَ بِاللّٰه لَاَفْعَلَنَّ كَذَا ।

قَوْلُهُ وَيَتَلَقَّى الْقَسَمُ الخ : جواب قسم -এর শুরুতে لام تاكيد – ان না-সূচক অব্যয় ما ও لا প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ قسم -এর অর্থজ্ঞাপক অব্যয় যে শব্দের সাথে যুক্ত হয় তাকে قسم বলে আর তার পরের অংশকে جواب قسم বলে (অর্থাৎ যে বিষয়ে শপথ করা হয়ে তাকে جواب قسم বলে)। جواب قسم একটি جمله হয় যাকে مقسم عليها ও বলে। جواب قسم টি جمله اسميه হয়ে তার ব্যবহারের নিয়ম দু'টি। যথা– (ক) جواب قسم টি جمله اسميه موجبة হলে তার শুরুতে ان কিংবা لام تاكيد প্রবেশ করা ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। যেমন– وَاللّٰهِ اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ ، وَاللّٰهِ لَزَيْدٌ قَائِمًا । (খ) جواب قسم টি جمله اسميه منفيه হলে তার শুরুতে ما ও لا প্রবেশ করা আবশ্যক। যেমন– وَاللّٰهِ مَا زَيْدٌ قَائِمًا ، وَاللّٰهِ لَا زَيْدٌ فِى الدَّارِ وَلَا عَمْرو । আর (جواب قسم টি) جمله فعليه হলে তার ব্যবহারবিধি তিনটি। যথা– (ক) جواب قسم টি جملة فعليه موجبه হলে তার শুরুতে قد বা لقد প্রবেশ করা অপরিহার্য। যেমন– وَاللّٰهِ لَقَدْ قَامَ زَيْدٌ ، وَاللّٰهِ قَدْ قَامَ زَيْدٌ (খ) جواب قسم টি جمله فعليه منفيه ماضيه হলে তার প্রথমে ما যোগ করা ওয়াজিব। যেমন– وَاللّٰهِ مَاقَامَ زَيْدٌ (গ) جملة فعليه منفيه مضارعه হলে তার প্রথমে لن বা لا – ما যোগ করা ওয়াজিব। যেমন– وَاللّٰهِ لَا اَفْعَلُ كَذَا - وَاللّٰهِ لَنْ اَفْعَلَنَّ كَذَا - وَاللّٰهِ مَا اَفْعَلَنَّ كَذَا ।

উল্লেখ যে, جواب قسم -এর মধ্যে উল্লিখিত لام تاكيد – ان – ما – لا বা لن -এর যে কোনো একটি প্রবেশ করানো তখন প্রযোজ্য হবে। যখন جواب قسم প্রশ্নবোধক বাক্য না হয়। আর প্রশ্নবোধক বাক্য হলে উদ্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক حرف যোগ করতে হবে। যেমন– بِاللّٰهِ هَلْ قَامَ زَيْدٌ আর যখন منفى টি مثبت -এর সাথে মিলে যাবার আশংকা না থাকে তখন جواب قسم হতে حرف نفى তথা শুধুমাত্র لا -কে বিলোপ করা যায়। যেমন আল্লাহর বাণী– تَاللّٰهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوْسُفَ এখানে جواب قسم তথা تفتؤ হতে لا -কে বিলোপ করা হয়েছে। কারণ যদি তা مضارع مثبت হতো তাহলে তার শুরুতে لام تاكيد আসতো আর যখন তা لام تاكيد হতে মুক্ত হলো, তখন বুঝা যায় যে, এটি مضارع منفى ছিল, যার ফলে لا -কে বিলোপ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَقَدْ يُحْذَفُ جَوَابُهُ الخ : কখনো কখনো جواب قسم -কে বিলোপ করা হয়। অর্থাৎ যখন قسم টি এমন বাক্যের দু' অংশের মধ্যস্থলে বা পরে পতিত হয় যা جواب قسم -কে বুঝায় তখন جواب قسم -কে বিলোপ করা জায়েজ। যেমন– زَيْدٌ قَائِمٌ وَاللّٰهِ - زَيْدٌ وَاللّٰهِ قَائِمٌ ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَعَنْ لِلْمُجَاوَزَةِ : দ্বাদশ হরফে জার হলো عن এটি اسم ظاهر ও ضمير উভয়ের উপর কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– (১) مجاوزة (অতিক্রম) অর্থে। অর্থাৎ এ অতিক্রমটি তিন প্রকারের হতে পারে। (ক) عن হরফটি যার উপর প্রবিষ্ট হয়েছে তার থেকে দূর হয়ে অন্য কোনো বস্তুর নিকট চলে যাওয়া। যেমন– رَمَيْتُ السَّهْمَ عَنِ الْقَوْسِ اِلَى الصَّيْدِ (আমি ধনুক হতে শিকারির দিকে তীর নিক্ষেপ করেছি)। এখানে ধনুক থেকে তীর দূর হয়ে শিকারির নিকট পৌঁছে গেছে। (খ) مدخول عن থেকে দূর হওয়া ব্যতীত অন্যের নিকট পৌঁছে যাওয়া। যেমন– اَخَذْتُ عَنْهُ الْعِلْمَ (আমি তাঁর

থেকে علم গ্রহণ করেছি)। (গ) مدخول عن হতে উসুল হওয়া ব্যতীতই দূর হয়ে অন্যের নিকট পৌঁছে যাওয়া। যেমন– أَدَّيْتُ الدَّيْنَ عَنْهُ إِلَى زَيْدٍ (আমি তার পক্ষ থেকে যায়েদের ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছি)। এখানে ঋণ গ্রহীতা থেকে আদায় হওয়া ব্যতীত গ্রহীতার থেকে ঋণ দূর হয়ে গেছে এবং দাতার নিকট পৌঁছে গেছে। (২) باء অর্থে। যেমন– وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى তথা بِالْهَوٰى। (৩) من (হতে) অর্থে। যেমন– وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ তথা من عباده (তিনি তাঁর বান্দাদের থেকে তওবা কবুল করেন)। (৪) جزاء (বিনিময়) অর্থে। যেমন– وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ। (৫) بعد (পরে) অর্থে। যেমন– لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ তথা بَعْدَ طَبَقٍ (তোমরা অবশ্যই এক অবস্থার পর অন্য অবস্থায় উন্নীত হবে)। (৬) استعلاء (ওপর) অর্থে। যেমন– إِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهٖ তথা عَلٰى نَفْسِهٖ। (৭) تعليل (কারণ) অর্থে। যেমন– وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيْمَ لِأَبِيْهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدٍ তথা بِسَبَبِ مَوْعِدٍ (একটি মাত্র প্রতিশ্রুতির কারণে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছিল)।

قَوْلُهُ وَعَلٰى لِلْاِسْتِعْلَاءِ : ত্রয়োদশ হরফে জার على এটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যথা– (১) استعلاء (উপর) অর্থে। এটা আবার দু'প্রকার। যথা– (ক) استعلاء حقيقي বা প্রকৃত উঁচুতা। যেমন– زَيْدٌ عَلَى السَّطْحِ (যায়েদ ছাদের উপর), (খ) استعلاء مجازى বা রূপক উপর অর্থের। যেমন– عليه دين (তার উপর ঋণ আছে)। (২) مصاحبه (সাথে) অর্থে। যেমন– وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ তথা مع حبه যে ভালবাসার সাথে সম্পদ দান করে। (৩) باء অর্থে। যেমন– مَرَرْتُ عَلَيْهِ (আমি অতিক্রম করেছি তার পার্শ্ব দিয়ে)। (৪) من (থেকে) অর্থে। যেমন– إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ তথা مِنَ النَّاسِ (তারা মানুষ থেকে মেপে নেয়)। (৫) علة (কারণ) অর্থে। যেমন– وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ তথা لِهَدَايَتِهٖ إِيَّاكُمْ। (৬) فى (ظرف) অর্থে। যেমন– وَإِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ তথা فى سفر।

قَوْلُهُ قَدْ يَكُوْنَانِ اِسْمَيْنِ بِدُخُوْلِ مِنْ : عن ও على হরফদ্বয় اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয় যখন তাদের উপর من আসে। যেমন– جَلَسْتُ مِنْ عَنْ يَمِيْنِهٖ তথা مِنْ جَانِبِ يَمِيْنِهٖ (আমি উপবিষ্ট হয়েছে তার ডান পার্শ্বে)। نَزَلْتُ مِنْ عَلَى الْفَرَسِ তথা مِنْ فَوْقَ الْفَرَسِ (আমি অবতরণ করলাম ঘোড়ার উপর থেকে)।

قَوْلُهُ وَالْكَافُ لِلتَّشْبِيْهِ الخ : চতুর্দশ হরফে জার كاف এটি একমাত্র اسم ظاهر-এর শুরুতে প্রবিষ্ট হয়, ضمير-এর প্রথমে কখনো ব্যবহার হয়না। এটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– (১) تشبيه (উপমা বা তুলনা) অর্থে। যেমন– زَيْدٌ كَالْاَسَدِ (যায়েদ সিংহের ন্যায়)। (২) زائده (অতিরিক্ত)। যেমন– لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ তথা لَيْسَ مِثْلُ شَيْءٍ (তাঁর মতো কেউ নেই)। (৩) علة (কারণ) অর্থে। যেমন– كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ (যে কারণে আমি তোমাদের মাঝে প্রেরণ করেছি)।

قَوْلُهُ وَقَدْ يَكُوْنُ اِسْمًا الخ : কখনো কখনো كاف হরফে জারটি اسم হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এর নিদর্শন হলো তার পূর্বে অপর একটি হরফে জার আসা। যেমন কবির পংক্তি– يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرَدِ الْمُنْهَمِّ তথা يَضْحَكْنَ عَنْ أَسْنَانٍ مِثْلَ الْبَرَدِ الذَّائِبِ (তারা এমন দাঁত দ্বারা হয়েছে যা ক্ষয়িষ্ণু বরফের মতো)। এ كاف টি اسم ظاهر-এর উপর দাখিল হয়, ضمير-এর উপর কখনো দাখিল হয় না।

وَمُذْ وَمُنْذُ لِلزَّمَانِ لِلْإِبْتِدَاءِ فِي الْمَاضِيْ وَالظَّرْفِيَّةِ فِي الْحَاضِرِ نَحْوُ مَا رَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا وَمُنْذُ يَوْمِنَا وَحَاشَا وَعَدَا وَخَلَا لِلْإِسْتِثْنَاءِ -

---

অনুবাদ : مذ (পঞ্চদশ হরফে জার) ও منذ (ষষ্ঠদশ হরফে জার) অতীতকালে সূচনা অর্থে আর বর্তমানকালে ظرف অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– مَا رَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرِنَا (আমি তাকে আমাদের মাস থেকে দেখিনি)। مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِنَا (আমি তাকে আমাদের অদ্য দিনের দেখিনি)। এবং خلا (সপ্তদশ হরফে জার), عدا (অষ্টাদশ হরফে জার) ও حاشا (ঊনবিংশ হরফে জার) এগুলো استثناء (পৃথকীকরণ) অর্থে ব্যবহৃত হয়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَمُذْ وَمُنْذُ لِلزَّمَانِ الخ : مذ ও منذ শব্দদ্বয় দু'ভাবে ব্যবহৃত হয়। (ক) اسم হিসেবে। এ ক্ষেত্রে এগুলো ظروف مبنيه এবং কখনো প্রথম সময় আবার কখনো পুরো সময় বুঝিয়ে থাকে। (খ) حروف جر হিসেবে। যাঁর আলোচনা গ্রন্থকার এখানে করেছেন। এ সময় এগুলো দু'টো অর্থ প্রদান করে। যথা– (১) অতীতকালে কাজের শুরুকে বুঝানোর অর্থে আসে। যেমন শাবান মাসে বলা হবে مَا رَأَيْتُهُ مُذْ اَوْ مُنْذُ رَجَبٍ (আমি তাকে রজব মাস থেকে দেখি না) অর্থাৎ তাকে না দেখার শুরু হলো রজব মাস আর তা এখনও চলছে। (২) বর্তমানকালে ظرف -এর অর্থ প্রদান করবে এবং সমস্ত সময়কে বুঝাবে। যেমন– مَا رَأَيْتُهُ مُذْ شَهْرٍ তথা বর্তমানে তাকে দেখিনি বা مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ يَوْمِنَا (আমি তাকে আজ পুরো দিন দেখিনি)।

قَوْلُهُ وَحَاشَا وَخَلَا وَعَدَا الخ : حاشا - خلا ও عدا এ তিনটি استثنا তথা পার্থক্যকরণ অর্থে আসে। অর্থাৎ এ তিনটি حرف দু'রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা– (ক) حرف جر হিসেবে। তখন এগুলো استثنا তথা এগুলোর পূর্বের হুকুম থেকে পরের اسم -কে পৃথক করে দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ اَوْ عَدَا زَيْدٍ اَوْخَلَا زَيْدٍ। (খ) কখনো কখনো فعل হিসেবে তখন এগুলো তার পরবর্তী اسم -কে যবর প্রদান করে। যেমন– جَاءَنِي الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدًا اَوْعَدَا زَيْدًا اَوْ خَلَا زَيْدًا।

اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ وَهِيَ إِنَّ وَأَنَّ وَكَأَنَّ وَلٰكِنَّ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ سِوٰى أَنَّ فَهِيَ بِعَكْسِهَا وَتَلْحَقُهَا مَا فَتُلْغٰى عَلَى الْأَفْصَحِ وَتَدْخُلُ حِيْنَئِذٍ عَلَى الْأَفْعَالِ -

অনুবাদ : حروف مشبه بالفعل এগুলো হলো ان – ان – كان – لكن – ليت ও لعل এগুলোর জন্য বাক্যের শুরু অত্যাবশ্যক ان ব্যতীত। এটি সেগুলোর বিপরীত (অর্থাৎ ان বাক্যের মধ্যস্থল ব্যবহৃত হয়)। এ সকল حرف -এর সাথে مائے كافة যুক্ত হয়। তখন এগুলোর عمل বাতিল হয়ে যায় বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী এবং সে সময় এগুলো فعل -এর উপর প্রবেশ করে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْحُرُوْفُ الْمُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ الخ **:** সম্মানিত গ্রন্থকার حروف جارة -এর আলোচনার পর حروف مشبه بالفعل -এর আলোচনায় মনোনিবেশ করেছেন। الحروف المشبهة بالفعل (ক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ حروف) ছয়টি। যথা– (১) إِنَّ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই), (২) أَنَّ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই, যে), (৩) كَأَنَّ (যেন, মনে হয়, মতো), (৪) لٰكِنَّ (কিন্তু, তবে, বরং), (৫) لَيْتَ (যদি, হতো), (৬) لَعَلَّ (হয়তো, সম্ভবত, যাতে, যেন)। **এর আমল :** এগুলো مبتدأ ও خبر -এর শুরুতে প্রবিষ্ট হয়ে مبتدأ -কে نصب আর خبر -কে رفع প্রদান করে। এগুলো দাখিল হওয়ার পর مبتدأ -কে এগুলোর اسم আর خبر -কে এগুলোর خبر বলে। যেমন– إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ এ বাক্যে زيدا হলো ان اسم আর قائم হলো ان -এর خبر – ان তার اسم ও خبر মিলে جمله اسميه خبريه।

নামকরণ : এ حروف গুলো فعل -এর সাথে শব্দগত ও অর্থগতভাবে সাদৃশ্য রাখে বলে এগুলোকে المشبه بالفعل (ক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অক্ষর) বলে নামকরণ করা হয়েছে। ক্রিয়ার (فعل) -এর সাথে এগুলোর সাদৃশ্য মিল নিম্নরূপ–

১. لفظى বা শব্দগত মিল। এটা তিন প্রকার। যথা– **(ক) গঠনগত মিল :** فعل যেমন ثلاثى বা رباعى হয়, এগুলো তেমনি ثلاثى বা رباعى হয়ে। যেমন– ان – ان ও ليت এগুলো ثلاثى আর كان ـ لكن ও لعل এগুলো رباعى।

(খ) مبنى গত মিল : فعل ماضى যেমন– فتح -এর উপর مبنى হয় ঠিক তেমনি এগুলোও فتح -এর উপর مبنى হয়।

(গ) আমল গত মিল : فعل متعدى সে যেন فاعل -কে رفع ও مفعول -কে نصب প্রদান করে; অনুরূপ এগুলোও তার اسم -কে نصب ও خبر -কে رفع প্রদান করে।

২. **অর্থগত মিল :** যেমন– ان ও ان -এর অর্থ হলো– حققت - كان -এর অর্থ– شبهت - لكن -এর অর্থ استدرك - ليت -এর অর্থ تمنيت ও لعل -এর অর্থ ترجيت।

قَوْلُهُ وَلَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ الخ **:** ان (যবর বিশিষ্ট) ব্যতীত এ حروف গুলো বাক্যের প্রারম্ভে আসে। যেন শ্রোতাগণ প্রাথমিকভাবে বুঝে নিতে পারে যে, এ বাক্যটি تشبيه যুক্ত বা تاكيد যুক্ত কিংবা অন্য কোনো প্রকারের। আর ان শব্দটি বাক্যের মধ্যভাগে আসার হেতু হলো এটি স্বীয় اسم ও خبر মিলো بتاويل مفرد হয়ে থাকে। অথাৎ পূর্ণ বাক্য হওয়ার জন্য তার সম্পর্ক হলো অন্যের সাথে।

قَوْلُهُ وَتَلْحَقُهَا مَا فَتُلْغٰى **:** এ শব্দগুলোর শেষে (কখনো কখনো) مائے كافه যোগ হয়, তখন এদের عمل বাতিল হয়ে যায় এবং فعل -এর উপরও প্রবিষ্ট হয়। যেমন– আল্লাহর বাণী– إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ الخ।

فَإِنَّ لَا تَتَغَيَّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ وَأَنَّ مَعَ جُمْلَتِهَا فِي حُكْمِ الْمُفْرَدِ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ الْكَسْرُ فِي مَوْضِعِ الْجُمَلِ وَالْفَتْحُ فِي مَوْضِعِ الْمُفْرَدِ فَكُسِرَتْ إِبْتِدَاءً وَبَعْدَ الْقَوْلِ وَالْمَوْصُوْلِ وَفُتِحَتْ فَاعِلَةً وَمَفْعُوْلَةً وَمُبْتَدَأً وَمُضَافًا إِلَيْهَا وَقَالُوْا لَوْلَا أَنَّكَ لِأَنَّهُ مُبْتَدَأٌ وَلَوْ أَنَّكَ لِأَنَّهُ فَاعِلٌ وَإِنْ جَازَ التَّقْدِيْرَانِ جَازَ الْأَمْرَانِ نَحْوُ مَنْ يُكْرِمْنِي فَإِنِّي أُكْرِمُهُ ع إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ الْقَفَا وَاللَّهَازِمِ وَشِبْهِهِ -

অনুবাদ : অতঃপর ان (همزه যের যোগে) বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে না। আর ان (همزه যবর যোগে) তার বাক্যের সাথে মিলে مفرد -এর হুকুমে হয়ে যায়। এ জন্যই বাক্যের স্থানে (ان -এর মধ্যে) যের দেওয়া ওয়াজিব এবং مفرد -এর স্থানে যবর দেওয়া ওয়াজিব। অতঃপর (ان -কে) ابتداء তথা বাক্যের শুরুতে হওয়ার কারণে যের দেওয়া হয়। এবং قول ও موصول -এর পরেও যের দেওয়া হয়। আর فاعل - مفعول - مبتدأ ও مضاف اليه হওয়ার সময় যবর দেওয়া হয়। নাহবীগণ لَوْلَا أَنَّكَ বলে থাকেন, কেননা এটি (انك) مبتدأ এবং لو انك ও বলে থাকেন, কেননা এটি فاعل ; যদি উভয়টি (مفرد ও جملة) মেনে নেওয়া জায়েজ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে উভয়টি তথা ان -এর মধ্যে যবর ও যের দিয়ে পড়া জায়েজ। যেমন- مَنْ يُكْرِمْنِي فَإِنِّي أُكْرِمُهُ (যে আমাকে সম্মান করবে নিশ্চয়ই আমিও তাকে সম্মান করব) এবং পংক্তি- إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ الْقَفَا وَاللَّهَازِمِ (হঠাৎ তাকে দেখি সে ঘাড় ও চোয়ালের দাস) এবং এর অনুরূপ উদাহরণসমূহ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ فَإِنَّ لَا تَتَغَيَّرُ الخ : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) حروف مشبه بالفعل -এর বিস্তারিত আলোচনা শুরু করেছেন। তিনি বলেন, যের বিশিষ্ট همزة যুক্ত ان বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে না; বরং বাক্যটিতে তাকিদ তথা দৃঢ়তার অর্থ প্রদান করে। আর যবর বিশিষ্ট همزه যুক্ত ان বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়। অর্থাৎ ان তার পরের অংশ নিয়ে مفرد -এর হুকুমে হয়ে যায়। এ জন্যই جملة -এর স্থলে ان আর مفرد -এর স্থলে ان ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ فَكُسِرَتْ إِبْتِدَاءً : বাক্যের প্রথমে যের বিশিষ্ট হামযাযুক্ত ان ব্যবহৃত হয়। যেমন- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ এবং قول ও এর থেকে উৎকলিত সীগাহসমূহের পরে ان ব্যবহৃত হয়। যেমন- قُلْتُ إِنَّهُ قَائِمٌ এটা এ জন্যই যে, مقوله সর্বদা قول -এর جملة হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে اسم موصول -এর পরেও যের বিশিষ্ট همزه যুক্ত ان ব্যবহৃত হয়। কারণ موصول -এর পর তার صله হয়, যা جملة হয়ে থাকে। আর যখন ان তার جملة -এর সাথে মিলে فاعل হয়, যেমন- بَلَغَنِيْ أَنَّكَ مُنْطَلِقٌ অথবা مفعول হয়, যেমন- سَمِعْتُ أَنَّكَ ذَاهِبٌ অথবা مبتدأ হয়, যেমন- عِنْدِيْ أَنَّكَ قَادِرٌ অথবা مضاف اليه হয়। যেমন- أَعْجَبَنِيْ أَنَّكَ قَائِلٌ উপরোক্ত সকল সুরতে যবর বিশিষ্ট همزه যুক্ত ان হবে। কেননা, এগুলো সব مفرد -এর স্থান।

قَوْلُهُ قَالُوْا لَوْلَا أَنَّكَ الخ : নাহুশাস্ত্র বিশারদগণ لولا انك বলে থাকে অর্থাৎ لولا -এর পরেও ان (যবর বিশিষ্ট) হবে। কেননা, لولا -এর পরে مبتدأ হয়ে থাকে। আর مبتدأ - مفرد হওয়া অত্যাবশ্যক। অনুরূপভাবে لو -এর পরেও ان (যবর বিশিষ্ট) হবে। কেননা, لو شرطيه টি فعل -কে চায়, সুতরাং ان স্বীয় جملة -এর সাথে মিলে উহ্য فعل -এর فاعل হয়। যেমন- لَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوْا তথা لوثبت ।

বি: দ্র: শিক্ষার্থীদের মুখস্থ করার সুবিধার্থে إِنَّ বা أَنَّ পড়ার স্থানসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো। যে সব স্থানে إِنَّ (যের বিশিষ্ট) পড়তে হবে, তা নিম্নরূপ- (১) বাক্যের শুরুতে। যেমন- إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ (২) اِسم موصول -এর পরে। যেমন- مَا -এর خبر -এর ان (৪) قول বা এর থেকে নির্গত শব্দের পরে। যেমন- قُلْتُ إِنَّهُ قَائِمٌ (৩) رَأَيْتُ الَّذِيْ إِنَّهُ فِي الْمَسْجِدِ (৬) وَاللّٰهِ إِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ প্রথমে لام হলে। যেমন- إِنَّ زَيْدًا لَقَائِمٌ (৫) ان শব্দটি قسم -এর جواب পতিত হলে। যেমন-

نداء -এর পরে। যেমন– يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى (৭) حتي ابتدائيه -এর পরে। যেমন– مَرِضَ فُلَانٌ حَتّٰى اِنَّهٗ لَا يَرْجُوْنَهٗ (৮) حرف تنبيه -এর পরে। যেমন– اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ (৯) كلا ابتدائيه -এর পরে। যেমন– كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى (১০) مبتدأ -এর خبر হলে। যেমন– خَالِدٌ اِنَّهٗ كَاتِبٌ (১১) حرف تصديق -এর পরে। যেমন কারো اَزَيْدٌ كَاتِبٌ -এর জবাবে نَعَمْ اِنَّهٗ كَاتِبٌ (১২) واو حاليه -এর পরে। যেমন– وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (১৩) دعا -এর পরে। (১৪) كلما -এর পরে। (১৫) امر -এর পরে। (১৬) نهى -এর পরে। (১৭) اذا -এর পরে। (১৮) حيث -এর পরে। (১৯) ثم -এর পরে। কবিতা আকারে এগুলোকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। যেমন–

ان را مکسور خوانی چند جا * ابتداء وبعد قول وقسم دان

چوں دراید درخبرش لام نیز * ان را مکسور خوانی ائے عزیز

بعد موصول وندا ولفظ حیث کلما * در جزاء شرط وعطف ہر دو باشد درعا

بعد موصول ونداء ائے دلبرا * بعد حتی ہم خبرش از مبتدا

بعد تصدیق وتنبیه حال دان * نظم جامی یاد گیری ائے جوان

* নিম্নলিখিত স্থানে اَنَّ (همزه টি যবর দিয়ে) পড়া ওয়াজিব :

(১) فاعل হলে। যেমন– بَلَغَنِيْ اَنَّكَ مُنْطَلِقٌ (২) مفعول হলে। যেমন– سَمِعْتُ اَنَّكَ ذَاهِبٌ (৩) مبتدأ হলে। যেমন– عِنْدِيْ اَنَّكَ قَادِرٌ (৪) مضاف اليه হলে। যেমন– اَعْجَبَنِيْ اَنَّكَ قَاتِلٌ (৫) مجرور হলে। যেমন– عَجِبْتُ مِنْ اَنَّ بَكْرًا قَائِمٌ (৬) لو -এর পরে হলে। যেমন– لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰى اٰمَنُوْا (৭) لولا -এর পরে হলে। যেমন– لَوْلَا اَنَّهٗ حَاضِرٌ لَغَابَ بَكْرٌ (৮) من شرطيه -এর পরে হলে। যেমন– مَنْ اَنَّكَ جَالِسٌ (৯) علم ধাতু হতে নির্গত শব্দাবলির পরে হলে। যেমন– وَاعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (১০) ظن ধাতু হতে নির্গত শব্দাবলির পরে হলে। যেমন– وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ (১১) حتى عاطفه -এর পরে হলে। (১২) ظن -এর অর্থে ব্যবহৃত قول -এর পরে।

জনৈক কবি পংক্তি আকারে কয়েকটি উল্লেখ করেছেন–

ان را در پنج جا مفتوح خوان * بعد ظن وبعد علم درمیان

بعد لولا بعد لو تحقیق دان * ان را مفتوح خوانی ای جوان

قَوْلُهٗ وَاِنْ جَازَ التَّقْدِيْرَانِ الخ : যদি উভয়টি মেনে নেওয়া জায়েজ হয় অর্থাৎ ان যে বাক্যের উপর প্রবিষ্ট হয় সেটিকে جمل হিসেবে রেখে দেওয়াও সিদ্ধ আবার مفرد বানানোও জায়েজ। তাহলে সে স্থানে ان বা ان উভয়টি পড়াই জায়েজ আছে। যেমন– مَنْ يُكْرِمْنِيْ فَاِنِّيْ اُكْرِمُهٗ এ বাক্যের মধ্যস্থিত انى -এর শব্দটিকে যবর বা যের উভয়ভাবেই পড়া যায়। এ উদাহরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ বাক্য যেখানে ان শব্দটি فاء جزائية -এর পরে পতিত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কবির পংক্তি– اِذَا اَنَّهٗ عَبْدُ الْقَفَا وَاللَّهَازِمِ -এর মধ্যেও ان ও ان উভয়টি পড়া জায়েজ। এ উদাহরণটি দ্বারা মুসান্নিফ (র.)-এর উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক ঐ تركيب যেখানে ان তার اسم ও خبر সহ اذا مفاجاتيه -এর পরে পতিত হয়েছে। এ জাতীয় স্থানে ان -এর মধ্যে যের ও যবর উভয়টিই জায়েজ। ان (যের বিশিষ্ট) তখন হবে যখন বাক্যটিকে اِذَا هُوَ عَبْدُ الْقَفَا وَاللَّهَازِمِ ধরে নেওয়া হবে। আর ان (যবর বিশিষ্ট) তখন হবে যখন বাক্যটিকে اِذَا عُبُوْدِيَّتٌ وَلِلْقَفَاءِ اللَّهَازِمِ ثَابِتًا ধরে নেওয়া হবে। প্রথম সুরতে جملة اسميه বানানো হয়েছে আর দ্বিতীয় সুরতে ان তার اسم ও خبر মিলে بتاويل مصدر হতে مبتدأ হয়েছে। পূর্ণ কবিতাটি নিম্নরূপ– فَكُنْتُ اُرٰى زَيْدًا كَمَا قِيْلَ سَيِّدًا * اِذَا اَنَّهٗ عَبْدُ الْقَفَا وَاللَّهَازِمِ (আমি যায়েদকে তার প্রসিদ্ধি অনুযায়ী মনে করতেছিলাম একজন নেতা, কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, সে হলো একজন ঘাড় ও চোয়ালের দাস মাত্র। অর্থাৎ পানাহার ও নিদ্রা যাপনকারী একজন হীন বল ব্যক্তি মাত্র।

মোটকথা, উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, فائے جزائيه ও اذا مفاجاتيه -এর পরে ان হলে এটিকে যের ও যবর উভয়ভাবেই পড়া যায়। তা ছাড়া নিম্নলিখিত তিন স্থানেও ان ও ان উভয়টি পড়া জায়েজ।

(ক) اما -এর পরে। যেমন– اَمَا اَنَّهٗ لَوْلَا لِلَّذِيْنَ لَحُرِّمَتْ مَعَالِمُ التَّمَدُّنِ (খ) لا جرم -এর পরে। যেমন– لَاجَرَمَ اَنَّ الْعَدْلَ يَرْفَعُ قَدْرَ الْحُكَّامِ (গ) কারণ বর্ণনার স্থলে। যেমন– اِحْذَرِ الْكَسَلَ اَنَّهٗ عِلَّةُ الْحِرْمَانِ

وَلِذٰلِكَ جَازَ الْعَطْفُ عَلٰى اِسْمِ الْمَكْسُوْرَةِ لَفْظًا اَوْ حُكْمًا بِالرَّفْعِ دُوْنَ الْمَفْتُوْحَةِ وَيُشْتَرَطُ مَضِيُّ الْخَبَرِ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا خِلَافًا لِلْكُوْفِيِّيْنَ وَلَا اَثَرَ لِكَوْنِهٖ مَبْنِيًّا خِلَافًا لِلْمُبَرِّدِ وَالْكِسَائِيِّ فِىْ مِثْلِ اِنَّكَ و زَيْدٌ ذَاهِبَانِ وَلٰكِنَّ كَذٰلِكَ وَلِذٰلِكَ دَخَلَتِ اللَّامُ مَعَ الْمَكْسُوْرَةِ دُوْنَهَا عَلَى الْخَبَرِ اَوِ الْاِسْمِ اِذَا فُصِلَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهَا اَوْ عَلٰى مَا بَيْنَهُمَا وَفِىْ لٰكِنْ ضَعِيْفٌ وَتُخَفَّفُ الْمَكْسُوْرَةُ فَيَلْزَمُهَا اللَّامُ وَيَجُوْزُ اِلْغَائُهَا وَيَجُوْزُ دُخُوْلُهٗ عَلٰى فِعْلٍ عَنْ اَفْعَالِ الْمُبْتَدَاِ خِلَافًا لِلْكُوْفِيِّيْنَ فِى التَّعْمِيْمِ -

অনুবাদ : এ কারণেই শব্দগত বা হুকুমগত যের যুক্ত ان -এর محل اسم -এর ওপর رفع -এর সাথে عطف করা জায়েজ। যবর যুক্ত ان -এর اسم -এর উপর নয়। এবং (ان -এর محل اسم ও عطف করার জন্য) শর্ত হলো– ان -এর خبر টা (معطوف -এর পূর্বে) শাব্দিকভাবে বা تقديرى ভাবে অতিবাহিত হওয়া। এ ব্যাপারে কুফাবাসী নাহবিদগণ মতবিরোধ করেন। আর এটি (ان -এর اسم) مبنى হওয়াতে কোনো প্রভাব ফেলবে না। ইমাম মুবাররাদ এবং কিসাঈ (র.) اِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ ও এ জাতীয় উদাহরণে মতবিরোধ করেন। لكن ও অনুরূপ, এ কারণে যের বিশিষ্ট ان -এর সাথে لام প্রবিষ্ট হয়, যবর বিশিষ্ট ان -এর সাথে নয়। অর্থাৎ ان -এর خبر -এর উপরে বা اسم -এর উপরে যখন ان ও তার اسم -এর মধ্যখানে কোনো فصل তথা পার্থক্যকারী শব্দ পতিত হয়, অথবা এরূপ বস্তুর উপরে যা উভয় তথা ان -এর اسم ও خبر -এর মধ্যস্থলে বিদ্যমান থাকে, তবে এ আমলটি لكن -এর ক্ষেত্রে দুর্বল। যের বিশিষ্ট ان -কে تخفيف তথা ان পড়া হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় তার خبر -এর উপর لام প্রবিষ্ট করা আবশ্যক এবং এটাকে আমলশূন্য করে দেওয়া জায়েজ। এটাকে مبتدأ -এর فعل সমূহ হতে কোনো فعل -এর উপর প্রবেশ করাও বৈধ। তবে এ ব্যাপকতার ব্যাপারে কূফাবাসী নাহুশাস্ত্রবিদগণ ভিন্ন মত পোষণ করেন।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ وَلِذٰلِكَ الخ : পূর্বে এ কথা সাব্যস্ত হয়েছে যে যের যুক্ত ان বাক্যের অর্থের কোনো পরিবর্তন করে না। এ কারণেই ان -এর اسم -এর محل -এর ওপর অন্যকোনো اسم কে رفع -এর সাথে عطف করা জায়েজ। কেননা এর اسم টি মূলতঃ مرفوع হয়েছে। ابتداء -এর দ্বারা। এরপরও ان ব্যাপক চাই এটা শাব্দিক যের যুক্ত হোক যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو অথবা হুকুমগত যেরযুক্ত হোক যেমন– عَلِمْتُ اَنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو এখানে যদিও ان যবর যুক্ত কিন্তু হুকুমগত এটি যের যুক্ত , কেননা ان টি علم -এর পরে যদিও স্বীয় اسم ও خبر মিলে দুই مفعول -এর স্থলাভিষিক্ত তবে প্রকাশ্য হল جمله اسم কারণ মূলত এগুলো مبتدا ও خبر মোটকথা যের যুক্ত ان -এর اسم -এর ওপর رفع -এর সাথে যখন কোনো اسم কে عطف করার ইচ্ছা করা হবে তখন ان -এর اسم কে معدوم তথা অস্তিত্বহীন মনে করে محل اسم -এর ওপর عطف করা জায়েজ। উল্লিখিত عطف যবরযুক্ত ان -এর محل اسم -এর উপর জায়েজ নেই, কারণ ان বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করে দেয়।

قَوْلُهٗ وَيُشْتَرَطُ مَضِيُّ الْخَبَرِ الخ : যেরযুক্ত ان -এর محل اسم -এর উপর অন্য কোনো اسم -কে عطف করার জন্য শর্ত হলো ان -এর خبر টি শাব্দিকভাবে معطوف -এর পূর্বে ব্যবহৃত হতে হবে। যেমন– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو অথবা

تقديرى ভাবে, যেমন– اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌو قَاعِدٌ কেননা, এখানে ان -এর خبر - تقديرى ভাবে পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, معطوف -এর خبر যার উপর دلالت করছে। এ জন্যই অধিকাংশ সময় এটিকে বিলোপ করে দেওয়া হয়, বাক্যটির تقديرى ইবারত হলো– اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ وَعَمْرٌو قَاعِدٌ সুতরাং যদি ان -এর خبر টি শাব্দিক বা تقديرى ভাবে معطوف -এর পূর্বে অতিবাহিত না হয় তাহলে محل اسم -এর উপর عطف জায়েজ নেই। যেমন– اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌو ذَاهِبَانِ কেননা, যদি এ উদাহরণে عطف -কে জায়েজ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে একটি معمول -এর اعراب -এর জন্য দু'টি عامل একত্রিত হওয়া আবশ্যক হয়ে যায়, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অর্থাৎ ذاهبان শব্দটি معطوف তথা عمرو যার عامل হলো ابتداء এবং معطوف عليه তথা زيدا উভয়টির خبر এ হিসেবে ذاهبان -এর মধ্যে عمرو -এর আমিল ابتداء ও زيدا -এর আমিল ان উভয়টি একত্রিত হয়েছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, خبر -কে معطوف -এর পূর্বে উল্লেখ না করলে ان -এর محل اسم -এর উপর رفع সহ অন্য কোনো اسم -কে عطف করা জায়েজ হবে, এটি বসরাবাসী নাহুবিদদের অভিমত। আর কূফাবাসী নাহুবিদদের মতে, خبر -কে معطوف -এর পূর্বে অতিবাহিত না করলেও عطف জায়েজ আছে। ফলে তাদের মতে, اِنَّ زَيْدًا وَعَمْرٌو ذَاهِبَانِ ও এ জাতীয় তারকীবে عطف জায়েজ। তারা তাদের বক্তব্যকে এভাবে সাব্যস্ত করেন যে, ان -এর মতে – ان -এর خبر عامل নয় বরং এটির عامل হলো ابتداء সুতরাং তাদের মতে এক معطوف -এর اعراب এ দু'টি عامل একত্রিত হওয়া লাযিম আসে না।

قَوْلُهُ وَلَا اَثَرَ لِكَوْنِهِ مَبْنِيًّا الخ : জমহুর নাহুবিদদের মতে উল্লিখিত عطف বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য معطوف -এর পূর্বে خبر ان অতিবাহিত হওয়ার যে শর্ত ছিল তা ব্যাপক। চাই ان -এর اسم টি معرب হোক বা مبنى হোক। সুতরাং ان -এর اسم টি مبنى হলেও এটি কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না। তবে ইমাম মুবারবাদ ও কিসাঈ (র.) তার বিপরীত মত পোষণ করেন। তারা বলেন, ان -এর اسم টি যখন مبنى হবে তখন معطوف -এর পূর্বে خبر -কে مقدم করা ব্যতীতই উল্লিখিত عطف করা বৈধ হবে। এ হিসেবে তাঁদের মতে اِنَّكَ وَزَيْدٌ ذَاهِبَانِ ও তার মতো সকল তারকীব সঠিকও বৈধ। কিন্তু جمهور -এর মতে অবৈধ। ইমাম মুবাররাদ এ কিসাঈ (র.) এ বলে প্রমাণ পেশ করেন যে, ان -এর خبر -এর মধ্যে ان -এর আমলটা হলো ان -এর اسم -এর মধ্যে আমল করার। যখন ان -এর اسم টি مبنى হয় তখন مبنى হওয়ার কারণে তার আমল প্রকাশ পায় না। সুতরাং মনে হয় যে, এটি আমলই করেনি। ফলে خبر -এর মধ্যে তাকে আমিল মেলে নেওয়া যাবে না। অতএব, এ সুরতে خبر পূর্বে অতিবাহিত করা ব্যতীত উল্লিখিত عطف জায়েজ হবে এবং اسم ان مبنى হওয়ার সুরতে এক معمول -এর اعراب দু'আমিল একত্রিত হওয়া لازم আসে না। সুতরাং এটি নাজায়েজ হওয়ার কোনো কারণই বিদ্যমান রইল না।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ كَذٰلِكَ : حروف مشبه بالفعل -এর মধ্য হতে لكن হরফটি যের বিশিষ্ট ان -এর মতো। সুতরাং যেভাবে ان -এর محل اسم -এর উপর পূর্বোল্লিখিত عطف জায়েজ এবং معطوف -এর পূর্বে خبر টি অতিক্রম করা শর্ত। অনুরূপভাবে لكن -এর محل اسم -এর উপর উল্লিখিত عطف জায়েজ এবং خبر টিও معطوف -এর পূর্বে শাব্দিক বা আর্থিকভাবে অতিবাহিত হওয়া আবশ্যক। এর মূল কারণ হলো, لكن হরফটি যের বিশিষ্ট ان -এর মতো বাক্যের অর্থকে পরিবর্তন করেন না, সেহেতু لكن বাক্যের সংশয় দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। আর সংশয় দূরীকরণ বাক্যের অর্থের বিপরীত নয়।

قَوْلُهُ وَلِذٰلِكَ دَخَلَتِ اللَّامُ : যের বিশিষ্ট ان বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটায় না বলেই এটির خبر -এর প্রথমে لام নেওয়া জায়েজ। কেননা, لام ব্যবহার হয় দৃঢ়তার অর্থ প্রদান করার জন্য, ফলে এটি ঐ বস্তুর خبر -এর প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হয়ে থাকে যা বাক্যকে স্বীয় অবস্থায় অটল রাখে, আর ঐ বস্তুর خبر -এর প্রারম্ভে প্রবিষ্ট হয় না যা বাক্যকে তার স্বীয় অবস্থায় অবিচল রাখে

না। আর যবর বিশিষ্ট ان যেহেতু বাক্যকে مفرد -এর অর্থে পরিণত করে দেয় তাই এর خبر -এর উপর لام تاكيد দাখিল হওয়া বৈধ নয়। অনুরূপভাবে لام تاكيد যের বিশিষ্ট ان -এর اسم -এর শুরুতেও প্রবিষ্ট হয়ে থাকে, যখন ان ও তার اسم -এর মধ্যস্থলে কোনো فصل পতিত হয়। আর لام تاكيد ঐ বস্তুর উপর প্রবিষ্ট হয় যা যের বিশিষ্ট ان -এর اسم ও خبر -এর মধ্যখানে فصل হিসেবে পতিত হয়। যেমন– اِنَّ زَيْدًا لَطَعَامَكَ اَكَلَ (নিশ্চয় যায়েদ সে তোমার খাবার খেয়ে ফেলেছে)।

قَوْلُهٗ وَفِىْ لٰكِنْ ضَعِيْفٌ : لكن -এর ক্ষেত্রে তথা خبر -এর উপরে বা اسم -এর উপরে কিংবা তার اسم ও خبر -এর মধ্যস্থলে متعلق হিসেবে পতিত বস্তুর উপরে لام تاكيد প্রবিষ্ট হওয়া ضعيف (দুর্বল)। কেননা, لام تاكيد -এর সাথে لكن -এর সম্পর্ক যের বিশিষ্ট ان -এর মতো সুনিবিড় নয়।

قَوْلُهٗ وَتُخَفَّفُ الْمَكْسُوْرَةُ : যের বিশিষ্ট ان -কে অধিক ব্যবহারের কারণে تخفيف তথা সহজ করণার্থে ان পড়া হয়। এমতাবস্থায় ان مخففة -কে ان نافيه হতে পৃথক করণার্থে এর خبر -এর উপর لام تاكيد নেওয়া অত্যাবশ্যক। এ ক্ষেত্রে তাকে عامل বানানো বা তার عمل বাতিল করা উভয় জায়েজ। যেমন– (১) আল্লাহর বাণী– وَاِنْ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ এ বাক্যে ان আমল করায় كلا -এর ل বর্ণে যবর হয়েছে, (২) আমল ব্যতীত; আল্লাহর বাণী– وَاِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ (ان শেষ অক্ষর সাকিন হবার কারণে فعل -এর সাথে مشابهة কমে যাওয়ায় ان مخففة -এর عمل -কে বাতিল করা জায়েজ) আর ان مخففة যে সব فعل -এর উপর প্রবেশ করা জায়েজ যেগুলো مبتدأ ও خبر -এর উপর প্রবেশ করে যেমন– افعال قلوب ও افعال ناقصه ইত্যাদি। এ অবস্থায়ও لام تاكيد আবশ্যক। যেমন– فعل ناقص -এর উদাহরণ; আল্লাহর বাণী– وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ - فعل قلوب -এর উদাহরণ আল্লাহর বাণী– وَاِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ। তবে কূফাবাসী নাহুশাস্ত্রবিদগণ পূর্বোক্ত বক্তব্যের কিছুটা বিরোধিতা করে বলেন যে, ان مخففه সব ধরনের فعل -এর প্রারম্ভেও প্রবেশ করতে পারে, চাই مبتدأ ও خبر -এর উপর প্রবেশকারী হোক বা অন্য অন্য যে কোনো فعل হোক।

وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ فَتَعْمَلُ فِىْ ضَمِيْرِ شَانٍ مُقَدَّرٍ فَتَدْخُلُ عَلَى الْجُمَلِ مُطْلَقًا وَشَذَّ إِعْمَالُهَا فِىْ غَيْرِهِ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ السِّيْنُ اَوْ سَوْفَ اَوْ قَدْ اَوْ حَرْفُ النَّفْيِ وَكَاَنَّ لِلتَّشْبِيْهِ وَتُخَفَّفُ فَتَلْغٰى عَلَى الْاَفْصَحِ وَلٰكِنَّ لِلْاِسْتِدْرَاكِ تَتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَائِرَيْنِ مَعْنًى وَتُخَفَّفُ فَتَلْغٰى وَيَجُوْزُ مَعَهَا الْوَاوُ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّىْ وَاَجَازَ الْفَرَّاءُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا وَلَعَلَّ لِلتَّرَجِّىْ وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا -

---

অনুবাদ : এবং যবর বিশিষ্ট ان টি تخفيف তথা ان হয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় এটি উহ্য ضمير شان -এর মধ্যে আমল করে থাকে ও মুতলাক جملہ তথা اسميه ও جملہ فعليه উভয়ের উপর প্রবিষ্ট হয়। অন্যথায় এর আমল شاذ তথা বিরল হয়ে যায় (ان -এর مدخول টা جملہ فعليه হলে) এ সময় তার فعل -এর সাথে س - سوف - قد ও حرف نفى প্রবেশ করা অপরিহার্য। كان হরফটি تشبيه তথা উপমা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং (কখনো কখনো) এটি تخفيف হয়ে كان ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তার আমল বাতিল হয়ে যায়। আর لٰكِنَّ হরফটি استدراك তথা পূর্ববর্তী বাক্যের সৃষ্ট সন্দেহ দূর করার জন্যে ব্যবহৃত হয় এবং পরস্পর বিপরীতার্থক দু'টো বাক্যের মধ্যে এসে থাকে এবং এটি (কখনো কখনো) مخففه ও হয়ে ব্যবহৃত হয়, এমতাবস্থায় এর আমল বাতিল হয়ে যায় এবং তার সাথে واو ব্যবহৃত হওয়াও জায়েজ। আর ليت হরফটি تمنى তথা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করণার্থে ব্যবহৃত হয়। আর প্রসিদ্ধ নাহবিদ ইমাম ফাররা বলেন– لَيْتَ زَيْدًا قَائِمًا পড়া জায়েজ আছে। আর لَعَلَّ হরফটি ترجى তথা আশা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর দ্বারা جر প্রদান খুবই বিরল হিসেবে হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَتُخَفَّفُ الْمَفْتُوحَةُ الخ : যবর বিশিষ্ট ان কেও সহজতার জন্য تخفيف তথা ان পড়া হয়ে থাকে, তবে এমতাবস্থায় আবশ্যিকভাবে উহ্য ضمير شان -এর মধ্যে আমল করে থাকে। আর তা এভাবে যে, ان টি ضمير شان -এর اسم এবং পরবর্তী ضمير شان -এর ব্যাখ্যাজ্ঞাপক, বাক্যটি তার خبر হয়।

প্রশ্ন : যদি কেউ বলেন যে, ان مخففة টি উহ্য ضمير شاف -এর পর আমল করার কারণ কি? উত্তরে বলা যায় যে, এটি مخففه হওয়ার পরও مفتوحه হওয়াটা مكسورة হওয়ার তুলনায় فعل -এর সাথে অধিক مشابه রাখে অথচ আমরা দেখতে পাই যে, ان مكسوره তাখফীফের পরও প্রকাশ্য معمول -এর মাঝে আমল করে থাকে আর مفتوحه আমল করে না। তাই ان مفتوحه -এর পরে ضمير شان কে উহ্য মেনে নেওয়া হয়েছে যেন مكسوره مفتوحه -এর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব না পায়।

قَوْلُهُ وَيَلْزَمُهَا مَعَ الْفِعْلِ الخ : ان مفتوحه (যবর বিশিষ্ট ان) তাখফীফের পর যখন فعل -এর পূর্বে প্রবেশ করে তখন فعل -এর শুরুতে س - سوف - قد ও حرف نفى -এর যে কোনো একটি থাকা আবশ্যক। যাতে ان ও ان مخففه -এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। কেননা, ان مصدريه টি س - سوف ও قد -এর সাথে একত্রিত হয় না, তবে حرف نفى -এর সাথে একত্রিত হয় এ ক্ষেত্রে فعل টি نصب বিশিষ্ট হলে ان مصدريه বুঝতে হবে, নচেৎ ان مخففه হবে। যেমন– (১) س -এর উদাহরণ; আল্লাহর বাণী– عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى (২) سوف হওয়ার উদাহরণ; কবির পংক্তি– لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا (৩) قد হওয়ার উদাহরণ; আল্লাহর বাণী– وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ * اَنْ سَوْفَ يَاْتِيْ مَا قُدِّرَ রِسَالَاتِ رَبِّهِمْ (৪) حرف نفى হওয়ার উদাহরণ; আল্লাহর বাণী– اَفَلَا يَرَوْنَ اَنْ لَّا يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত বিধান

فعل غير متصرف -এর مدخول টি فعل متصرف তথা রূপান্তরশীল ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যদি এটি ان مخففه -এর শুরুতে প্রবেশ করে তাহলে তাতে س - سوف - قد ও حرف نفي হওয়ার কোনো আবশ্যকতা নেই। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى।

قَوْلُهُ وَكَاَنَّ لِلتَّشْبِيْهِ : حروف مشبه -এর মধ্য হতে একটি كان এটি স্বয়ং একটি হরফ নাকি যৌগিক হরফ এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম খলীল মতে, এটি كاف التشبيه ও যের বিশিষ্ট ان -এর যুক্তরূপ, তবে كان -এর كاف -এর পরে همزه তে যেরের স্থলে যবর হয়েছে। كاف হরফটি مقدم হওয়ার কারণে, কেননা حرف جر গুলো مفرد -এর উপর প্রবেশ করে থাকে। যার প্রকৃত রূপ- ان زيدا كالاسد আর جمهور নাহবিদদের মতে এটি সম্পূর্ণ পৃথক একটি হরফ। এটি একটি বস্তুকে অপর বস্তুর সাথে উপমা দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- كان زيدن الاسد (নিশ্চয় যায়েদ সিংহের মতো)। এটি কখনো কখনো مخففة তথা كان হয়ে ব্যবহৃত হয়। এমতাবস্থায় বিশুদ্ধ মতানুযায়ী فعل -এর সাথে তার مشابهت কমে যাওয়ায় এর আমল সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়। যেমন- كان زيد اسد।

قَوْلُهُ وَلٰكِنَّ لِلْاِسْتِدْرَاكِ الخ : حروف مشبه بالفعل -এর মধ্য হতে একটি হলো لكن এটি استدراك -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়, استدراك -এর আভিধানিক অর্থ হলো কোনো বস্তু পাওয়া, আর পরিভাষায় استدراك বলা হয় পূর্ববর্তী বাক্যে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণ, অর্থাৎ لكن তার পূর্ববর্তী বাক্যে সৃষ্ট সন্দেহ-সংশয় দূর করণার্থে اثبات ও نفى -এর বিবেচনায় সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক দু'টো বাক্যের মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হয়। বরাবর হলো, বাক্যদ্বয়ের একটি শব্দগত اثبات হোক আর অপরটি نفى হোক অথবা উভয়টি শব্দগত اثبات হোক বা শুধুমাত্র অর্থের ক্ষেত্রে বৈপরীত্ব হলেই যথেষ্ট হবে। যেমন- (১) جَاءَ زَيْدٌ لٰكِنَّ عَمْرًوا لَمْ يَجِئْ এখানে প্রথম বাক্যটি مثبت আর দ্বিতীয়টি منفى (২) زَيْدٌ حَاضِرٌ لٰكِنَّ عَمْرًوا غَائِبٌ এ বাক্যে শাব্দিক কোনো বৈপরীত্ব নেই বরং অর্থগত বৈপরীত্ব বিদ্যমান।

قَوْلُهُ وَتُخَفَّفُ فَتُلْغٰى : لكن -কে কখনো কখনো تخفيف করে لكن ও পড়া হয়ে থাকে, তবে এ সময় فعل -এর সাথে এর مشابهه কমে যাওয়ায় এটির আমল বাতিল হয়ে যায়। যেমন- مَشٰى زَيْدٌ لٰكِنْ بَكْرٌ قَاعِدٌ عِنْدَنَا উল্লেখ্য যে, এটি مشددة হোক বা مخففه হোক এর শুরুতে واو হওয়া জায়েজ। আর واو টি عاطفه বা اعتراضيه হতে পারে। যেমন- قَامَ زَيْدٌ وَلٰكِنَّ عَمْرًوا قَاعِدٌ।

قَوْلُهُ وَلَيْتَ لِلتَّمَنِّيْ الخ : ليت হরফটি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ হায়! যদি আমার যৌবন ফিরে আসতো। প্রসিদ্ধ নাহবিদ ইমাম ফাররা ليت কে اتمنى -এর অর্থ ধরে তার পরবর্তী দু'টো اسم কে مفعول হিসেবে نصب প্রদান করা জায়েজ মনে করেন, তাই তিনি বলেন- لَيْتَ زَيْدًا حَاضِرًا ও এ জাতীয় বাক্য জায়েজ আছে। আর لعل আসে ترجى তথা আশা প্রকাশার্থে। যেমন কবির ভাষায়- اُحِبُّ الصَّالِحِيْنَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ * لَعَلَّ اللّٰهَ يَرْزُقُنِيْ صَلَاحًا (আমি সৎকর্মশীলদের ভালবাসি, কিন্তু আমি তাদের মধ্যে পরিগণিত নই, আশা করি আল্লাহ আমাকে সৎকর্ম নসীব করবেন।)

تَمَنِّيْ ও تَرَجِّيْ-এর মধ্যকার পার্থক্য : تمنى সম্ভব ও অসম্ভব সব ধরনের বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, আর ترجى শুধুমাত্র সম্ভাব্য বস্তুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এ হিসেবেই ليت হরফটি সম্ভব ও অসম্ভব উভয় বস্তুর কামনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর لعل হরফটি একমাত্র সম্ভাব্য বস্তুর কামনায় ব্যবহৃত হয়। এ জন্যই لَعَلَّ الشَّبَابَ يَعُوْدُ বলা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَشَذَّ الْجَرُّ بِهَا : لعل -এর দ্বারা جر -এর আমল হওয়াটা খুবই বিরল। যেমন কবির পংক্তি- لَعَلَّ اَبِى الْمِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيْبٌ (সম্ভবত: আবূ মেগওয়ার তোমার নিকটবর্তী) এখানে ابى المغوار টি لعل -এর দ্বারা যের বিশিষ্ট হয়েছে। তবে এ পংক্তি দ্বারা لعل যে যের প্রদান করে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যথার্থ নয়, কেননা এটাও হতে পারে যে, لعل -এর কারণে ابى المغوار যের বিশিষ্ট হয়নি; বরং এখানে اعراب حكائى হয়েছে অথবা ابى المغوار নামেই ব্যক্তিটি প্রসিদ্ধ ছিল।

اَلْحُرُوْفُ الْعَاطِفَةُ وَهِيَ الْوَاوُ وَالْفَاءُ وَثُمَّ وَحَتّٰى وَ اَوْ وَ اِمَّا وَ اَمْ وَلَا وَ بَلْ وَلٰكِنْ فَالْاَرْبَعَةُ الْاُوَلُ لِلْجَمْعِ فَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ مُطْلَقًا لَاتَرْتِيْبَ فِيْهِ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيْبِ وَثُمَّ مِثْلُهَا بِمُهْلَةٍ وَحَتّٰى مِثْلُهَا وَمَعْطُوْفُهَا جُزْءٌ مِنْ مَتْبُوْعِهٖ لِيُفِيْدَ قُوَّةً اَوْ ضُعْفًا -

---

অনুবাদ : حروف عاطفه আর এগুলো হলো– وَاوْ - فَا - ثُمَّ - حَتّٰى - اَوْ - اِمَّا - اَمْ - لَا - بَلْ - لٰكِنْ এদের মধ্য হতে প্রথম চারটি তথা وَاوْ - فَا - ثُمَّ ও حَتّٰى সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতঃপর واو হরফটি ধারাবাহিকতা ব্যতীত সাধারণভাবে একত্রিত করণের জন্য ব্যবহৃত হয়। আর فاء হরফটি তারকীব তথা বিরামহীনভাবে ক্রমধারা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং ثُمَّ ও তার (فَا -এর) মতো অবকাশ সহ (অর্থাৎ ثُمَّ বিরামযুক্তভাবে ক্রমধারা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এবং حَتّٰى ও তার (ثُمَّ -এর) মতো; (তথা অবকাশের সাথে ক্রমধারা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত)। তবে حَتّٰى -এর معطوف টা তার متبوع তথা معطوف عليه -এর خبر হয়ে থাকে, শক্তি কিংবা দুর্বলতার ফায়দা দেওয়ার জন্য।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَلْحُرُوْفُ الْعَاطِفَةُ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) حروف مشبه بالفعل -এর আলোচনা হতে অবসর হয়ে حروف عاطفه -এর আলোচনা শুরু করেছেন। حروف عاطفه হলো ১০টি। যথা– (১) و (এবং, ও, আর, যখন সাথে, অনেক), (২) ف (তারপর, অতঃপর, অনন্তর, এবং, তাই, তাহলে, কেননা), (৩) ثُمَّ (তারপর, অতঃপর, অধিকন্তু, আবার), (৪) حَتّٰى (পর্যন্ত, যাতে, যতক্ষণ না, এমনকি, এবং), (৫) اَوْ (অথবা, বা, কিংবা, নতুবা), (৬) اما (আর, অতঃপর, তবে, এদিকে, এ প্রসঙ্গে, পক্ষান্তরে), (৭) اَمْ (অথবা, কিংবা, বা, নাকি, না), (৮) لَا (না, নাই, নয়), (৯) بَلْ (বরং), (১০) لٰكِنْ (কিন্তু, তবে, বরং, পরন্তু) এগুলোর মধ্য হতে প্রথম চারটি তথা و - ف - ثُمَّ ও حَتّٰى টা معطوف ও معطوف عليه -কে একই حكم -এর অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। এমনকি معطوف عليه -এরও পর যে حكم প্রয়োগ হয়ে থাকে হুবহু معطوف -এর মধ্যে সে হুকুম প্রয়োগ হয়।

قَوْلُهُ فَالْوَاوُ لِلْجَمْعِ مُطْلَقًا الخ : অতঃপর حروف عاطفه -এর মধ্য হতে واو এটি সাধারণভাবে সংযোগ স্থাপনের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ وَعَمْرٌو (আমার নিকট যায়েদ ও আমর এসেছে) এখানে যায়েদ ও আমর উভয়ের আগমন উদ্দেশ্য, যায়েদ আগে এসেছে নাকি আমর, নাকি উভয় এক সাথে এসেছে এ সবের কোনোটি উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ ক্রমধারা, বিরামযুক্ত বা বিরামমুক্ত ইত্যাদি কোনো কিছু নির্দেশ করা ব্যতীত واو একত্রিকরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَوْلُهُ وَالْفَاءُ لِلتَّرْتِيْبِ : فاء হরফটি معطوف عليه ও معطوف -এর মাঝে বিরামহীন ধারবাহিকভাবে একত্রিকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَاءَنِيْ عَمْرٌو فَزَيْدٌ (আমার নিকট আমর আসল পরক্ষণে যায়েদ আসল)। আর ثم হরফটি বিরতিসহ ক্রমধারাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– جَاءَ زَيْدٌ ثُمَّ خَالِدٌ (আমার নিকট যায়েদ আসল তারপর খালেদ আসল)। এটা তখনই বলা হবে যখন যায়েদ আসার কিছুক্ষণ পর খালেদ আসে।

قَوْلُهُ وَحَتّٰى مِثْلُهَا : حتى হরফটি ثم -এর মতো। অর্থাৎ حتى টি ثم -এর মতো বিরামযুক্ত ক্রমধারা বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমত: حتى -এর বিরতি ثم -এর বিরতি হতে কিছুটা কম হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত: حتى -এর মধ্যে معطوف টি معطوف عليه -এর অংশ হয়ে থাকে, معطوف -এর মধ্যে শক্তির উপকারিতা দেওয়ার জন্য। যেমন– مَاتَ النَّاسُ حَتَّى الْاَنْبِيَاءُ (মানুষ ইন্তেকাল করল এমনকি নবীগণও)। অথবা معطوف টির মধ্যে দুর্বলতার উপকারিতা প্রদান করার জন্য। যেমন– قَدِمَ الْحَاجُّ حَتَّى الْمُشَاةُ (হাজীগণ চলে এসেছে এমনকি পদব্রজীগণও)। তৃতীয়ত: حتى -এর মধ্যে مهلة তথা বিরাম জ্ঞানগত আর ثم -এর মধ্যে বিরাম বাহ্যিক।

وَاَوْ وَاِمَّا وَاَمْ لِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ مُبْهَمًا وَاَمِ الْمُتَّصِلَةُ لَازِمَةٌ لِهَمْزَةِ الْاِسْتِفْهَامِ يَلِيْهَا اَحَدُ الْمُسْتَوِيَيْنِ وَالْاٰخَرُ الْهَمْزَةُ بَعْدَ ثُبُوْتِ اَحَدِهِمَا لِطَلَبِ التَّعْيِيْنِ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَجُزْ اَرَأَيْتَ زَيْدًا اَمْ عَمْرًوا وَمِنْ ثَمَّ كَانَ جَوَابُهَا بِالتَّعْيِيْنِ دُوْنَ نَعَمْ اَوْ لَا وَالْمُنْقَطِعَةُ كَبَلْ وَالْهَمْزَةِ مِثْلُ اِنَّهَا لَاِبِلٌ اَمْ شَاةٌ وَاِمَّا قَبْلَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ لَازِمَةٌ مَعَ اِمَّا جَائِزَةٌ مَعَ اَوْ وَلَا وَبَلْ وَلٰكِنْ لِاَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَلٰكِنْ لَازِمَةٌ لِلنَّفْيِ -

---

অনুবাদ : اَوْ - اِمَّا ও اَمْ এ তিনটি হরফ দু'টো বস্তুর যে কোনো একটিকে অনির্ধারিতভাবে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর ام متصله টি হরফে استفهام -এর জন্য অত্যাবশ্যক হয়ে থাকে এবং দু'টো সমান বস্তুর যে কোনো একটি তার সাথে ওয়াজিব হয়। আর همزه -কে আবশ্যিককরণ করা হয় দু'টো বস্তুর কোনো একটি সাব্যস্ত হয়ে যাবার পর নির্ধারিতকরণকে তলব করার জন্য। এ জন্যই اَرَأَيْتَ زَيْدًا اَمْ عَمْرًوا জায়েজ নেই। এ কারণেই তার জবাব نَعَمْ ও لَا ব্যতীত নির্দিষ্টকরণ দ্বারা হয়ে থাকে এবং منقطعه টি بل এবং হামযার মতো। যেমন- اِنَّهَا لَاِبِلٌ بَلْ شَاةٌ আর اِمَّا হরফটি তার معطوف عليه -এর পূর্বে অপর আরেকটি اِمَّا সহ হওয়া অত্যাবশ্যক, اَوْ -এর সাথে জায়েজ এবং لَا - بَلْ ও لٰكِنْ এ হরফগুলো দু'টো বস্তুর যে কোনো একটি নির্দিষ্ট করে হুকুম নির্ধারিত করার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়। আর لٰكِنْ টি نفى -এর জন্য আবশ্যক।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَوْ وَاِمَّا وَاَمْ لِاَحَدِ الْاَمْرَيْنِ الخ : ام - اما - او এ তিনটি হরফ দু'টো বস্তুর যে কোনো একটিকে অনির্ধারিত বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন- مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَمْ اِمْرَأَةٍ (আমি একজন পুরুষ নাকি একজন মহিলার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলাম)। ام হরফটি দু'প্রকার। (১) متصلة ও (২) منقطعة ; ام متصله ঐ ام -কে বলে, যদ্দারা এমন দু'টো বস্তুর যে কোনো একটিকে নির্ধারিত করার জন্য প্রশ্ন করা হয় এমতাবস্থায় যে, প্রশ্নকারী অবহিত আছেন যে, অনির্দিষ্টভাবে বস্তুদ্বয়ের কোনো একটি বিদ্যমান। এটি তিনটি শর্তে عطف রূপে ব্যবাহৃত হয়- (ক) এর পূর্বে همزه استفهام হতে হবে। চাই এটি প্রকাশ্য হোক। যেমন- اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو অথবা অপ্রকাশ্য হোক। যেমন- لَعَمْرِيْ مَا اَدْرِيْ وَاِنْ كُنْتُ دَارِيًا * بِسَبْعٍ رَمَيْتُ الْحَجَرَ اَمْ بِثَمَانٍ এখানে بسبع -এর পূর্বে همزه استفهام উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ ابسبع। (খ) ام -এর পরে ঐ জাতীয় শব্দ হতে হবে যা همز استفهام -এর পরে হয়ে থাকে। অর্থাৎ همزه -এর পরে اسم হলে ام -এর পরেও اسم হবে। যেমন- اَخَالِدٌ عِنْدَكَ اَمْ بَكْرٌ আর যদি فعل হয় তাহলে فعل হবে। যেমন- اَقَامَ زَيْدٌ اَمْ قَعَدَ। (গ) সমমানের বস্তুদ্বয়ের একটি বক্তার নিকট নির্ধারিত হতে হবে। আর প্রশ্ন হতে হবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করার জন্য। যেমন- اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو (তোমার নিকট কি যায়েদ নাকি আমর?) এখানে مخاطب তথা সম্বোধিত ব্যক্তির নিকট যায়েদ বা আমর এ দু'য়ের মধ্যে হতে যে কোনো একজন বিদ্যমান আছে। এ বিষয়টি স্থির হবার পরে বক্তা জানতে চেয়েছেন যে, সে কি যায়েদ নাকি আমর?

قَوْلُهُ وَمِنْ ثُمَّ لَمْ يَجُزْ الخ : অর্থাৎ همزه -এর সাথে যে জাতীয় শব্দ যুক্ত হবে ঠিক ام -এর সাথেও ঐ জাতীয় শব্দ যুক্ত হতে হবে। এ শর্তটি না পাওয়া যাওয়ায় اَرَأَيْتَ زَيْدًا اَمْ عَمْرًوا বাক্যটি জায়েজ হবে না। কেননা, এখানে همزه টি فعل -এর সাথে আর ام টি اسم -এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ جَوَابُهَا الخ : এ কারণেই তার জবাব নির্দিষ্টকরণের দ্বারা হবে نعم বা لا -এর দ্বারা হবে না অর্থাৎ দু'টি সম্পূর্ণ বিষয়ের যে কোনো একটি বক্তার নিকট নির্ধারিত হতে হবে এবং প্রশ্নটা হবে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট করার জন্য, এ জন্যই

ام দ্বারা প্রশ্ন করা হলে তার জবাবে نعم (হ্যাঁ) বা لا (না) বলা সিদ্ধ হবে না; বরং দু'য়ের যে কোনো একটিকে নির্দিষ্টকরণ দ্বারা তার জবাব দিতে হবে। যেমন– أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو এ প্রশ্নের জবাবে زيد বা عمر বলতে হবে, نعم বা لا বলা যাবে না।

قَوْلُهُ وَالْمُنْقَطِعَةُ الخ : ام -এর দ্বিতীয় প্রকার হলো– ام منقطعة যে ام টি همزه ও بل -এর সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে ام منقطعة বলে। এটি ঐ স্থানে ব্যবহৃত হয় যেখানে দুটো বিষয়ের প্রথমটি হতে বিমুখ হয়ে দ্বিতীয়টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা উদ্দেশ্য হয়। যেমন– কোনো ব্যক্তি দূর হতে একটি আকৃতি দেখে নিশ্চিতরূপে ওটাকে উট ধারণা করে বলল, إِنَّهَا لَإِبِلٌ (নিশ্চয় ওটা একটি উট) এরপর তার ধারণা পরিবর্তন হয়ে গেল এবং সে ওটা বকরি বলে মনে করে বলল, أَمْ شَاةٌ তথা بَلْ أَهِيَ شَاةٌ (বরং তা একটি বকরি নাকি?) অথবা কখনো প্রথম বিষয়টি হতে বিমুখ হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এটি তখনই হয়ে থাকে যখন দ্বিতীয়টি কোনো নিশ্চিত বিষয় হয়ে থাকে। যেমন– أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو।

উল্লেখ্য যে, ام منقطعة টি মোট চার স্থানে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা– (১) جملة خبرية -এর পরে। যেমন– إِنَّهَا لَإِبِلٌ أَمْ شَاةٌ (২) حرف استفهام -এর পরে। যেমন আল্লাহর বাণী– هَلْ يَسْتَوِى ... همزة الاستفهام ব্যতীত অন্যান্য الْأَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ (৩) এমন همزه -এর পরে যা স্থায়িত্ব বুঝায়। যেমন আল্লাহর বাণী– أَفِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوْا (الاية) (৪) সমান সমান বুঝায় না এমন অপকৃত همزة استفهام -এর পরে। যেমন আল্লাহর বাণী– أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُوْنَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُوْنَ بِهَا (الايه) এ আয়াতে همزة টি প্রকৃত প্রশ্নবোধক নয়; বরং এটি انقطاع -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِمَّا قَبْلَ الْمَعْطُوْفِ عَلَيْهِ الخ : اما -এর দ্বারা কোনো বস্তুর উপর অন্য কোনো বস্তুকে عطف করা উদ্দেশ্য হলে اما -এর পূর্বে অপর আরেকটি اما নেওয়া ওয়াজিব। যেমন– اَلْعَدَدُ إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ (সংখ্যাটি হয়তো জোড় না হয় বেজোড়) আর او -এর ক্ষেত্রে জায়েজ অর্থাৎ او দ্বারা কোনো বস্তুকে যদি অপর কোনো বস্তুর উপর عطف করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে معطوف عليه -এর পূর্বে اما নেওয়া ওয়াজিব নয়, বরং জায়েজ।

قَوْلُهُ لَا وَ بَلْ وَ لٰكِنْ لِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا الخ : لا - بل ও لكن এ হরফগুলো معطوف ও معطوف عليه -এর যে কোনো একটির জন্য নির্দিষ্টভাবে হুকুম নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে ব্যবহার ও অর্থের ক্ষেত্রে এগুলোর মধ্যে কিছুটা তফাৎ রয়েছে।

* لا - এটি معطوف -এর জন্য সে হুকুমকে না-বোধক করে দেয় যা معطوف عليه -এর জন্য হ্যাঁ-বোধক হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ لَا عَمْرٌو এটি কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে حرف عطف হিসেবে বিবেচিত হয়– (ক) معطوف টি مفرد হতে হবে। (খ) كلام موجب -এর মধ্যে হতে হবে। এজন্যই مَاجَاءَنِيْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو বলা সিদ্ধ নয়। (গ) معطوف ও معطوف عليه -এর কোনোটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত না হওয়া এ কারণে أَكَلْتُ تُفَّاحًا لَا فَاكِهَةً বলা জায়েজ নেই। (ঘ) এটি অন্য কোনো حرف عطف -এর সাথে মিলিত না হওয়া। তাই أَسَابِيْعُ الشَّهْرِ ثَلٰثَةٌ لَا بَلْ أَرْبَعَةٌ বলা সিদ্ধ নয়। (ঙ) এটি শুধু اسم -এর উপর عطف -এর জন্য আসে, তবে খুব কম সময়ে فعل مضارع -এর عطف -এর জন্য আসে। (চ) لا -এর সাথে عامل উল্লেখ না করা। (ছ) معطوف টি صفت - خبر কিংবা حال হবার যোগ্যতা না রাখা। কেননা, এগুলো হলে لا টি حرف نفى হিসেবে বিবেচিত হবে।

বি: দ্র: غير শব্দের পরে لا টি نفى -এর তাকিদের জন্য আসে عطف -এর জন্য নয়। যেমন– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ।

* بل হরফটি معطوف عليه হতে হুকুমকে معطوف -এর জন্য সাব্যস্ত করার জন্য আসে এবং এটি مثبت ও منفى উভয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدٌ بَلْ عَمْرٌو এবং مَاجَاءَ بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ তবে جمهور -এর মতে, كلام منفى -এর পর بل টি مثبت -এর জন্য আসে। যেমন– مَاجَاءَ بَكْرٌ بَلْ خَالِدٌ তথা بَلْ جَاءَ خَالِدٌ।

* لٰكِنْ এটি استدراك তথা পূর্ববর্তী বাক্য হতে সৃষ্ট সন্দেহ দূরীকরণার্থে ব্যবহার করা হয়। এটির জন্য نفى আবশ্যক। نفى ছাড়া এটি ব্যবহৃত হয় না। এর দ্বারা جملة -কে جملة -এর উপর عطف করা হয়। যেমন– مَاجَاءَنِيْ زَيْدٌ - عَمْرٌو - قَدْ جَاءَ অথবা مفرد -কে مفرد -এর উপর عطف করা হয়। যেমন– مَاقَامَ زَيْدٌ وَلٰكِنْ عَمْرٌو।

حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ اَلَا وَاَمَا وَهَا حُرُوْفُ النِّدَاءِ يَا اَعَمُّهَا وَاَيَا وَهَيَا لِلْبَعِيْدِ وَاَيْ وَالْهَمْزَةُ لِلْقَرِيْبِ حُرُوْفُ الْاِيْجَابِ نَعَمْ وَبَلٰى وَاِيْ وَاَجَلْ وَجَيْرِ وَاِنَّ فَنَعَمْ مُقَرِّرَةٌ لِمَا سَبَقَهَا وَبَلٰى مُخْتَصَّةٌ بِاِيْجَابِ النَّفْيِ وَاِيْ لِلْاِثْبَاتِ بَعْدَ الْاِسْتِفْهَامِ وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ وَاَجَلْ وَجَيْرِ وَاِنَّ تَصْدِيْقٌ لِلْمُخْبِرِ حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ اِنْ وَاَنْ وَمَا وَلَا وَمِنْ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ فَاِنْ مَعَ النَّافِيَةِ وَقَلَّتْ مَعَ مَا الْمَصْدَرِيَةِ وَلَمَّا وَاَنْ مَعَ لَمَّا وَبَيْنَ لَوْ وَالْقَسَمِ وَقَلَّتْ مَعَ الْكَافِ وَمَا مَعَ اِذَا وَمَتٰى وَاَيٍّ وَاَيْنَ وَاِنْ شَرْطًا وَبَعْضُ حُرُوْفِ الْجَرِّ وَقَلَّتْ مَعَ الْمُضَافِ وَلَا مَعَ الْوَاوِ وَبَعْدَ النَّفْيِ وَاَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ وَقَلَّتْ قَبْلَ اُقْسِمُ وَشَذَّتْ مَعَ الْمُضَافِ وَمِنْ وَالْبَاءِ وَاللَّامِ تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا حَرْفَا التَّفْسِيْرِ اَيْ وَاَنْ فَاَنْ مُخْتَصَّةٌ بِمَا فِيْ مَعْنَى الْقَوْلِ -

---

অনুবাদ : حروف تنبيه (বা সতর্কতা জ্ঞাপক অব্যয়, এগুলো তিনটি যথা-) اَلَا (সাবধান, জেনে রেখো, নয় কি?), اَمَا ও هَا হরফে ندا (বা আহ্বানসূচক অব্যয়, এরা পাঁচটি। যথা- (১) يَا এটি ব্যাপক তথা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী জিনিসকে সম্বোধনের জন্য ব্যবহৃত হয়। (২) اَيَا (৩) هَيَا এ হরফদ্বয় দূরবর্তীর জন্য, (৪) اَيْ ও (৫) যবর বিশিষ্ট হামজা (اَ) এটি নিকটবর্তী বস্তুকে সম্বোধন করার জন্যে ব্যবহৃত হয়। حروف ايجاب (হ্যাঁ-সূচক অব্যয়গুলো ছয়টি। যথা-) (১) نَعَمْ (২) بَلٰى (৩) اِيْ (৪) اَجَلْ (৫) جَيْرِ ও (৬) اِنَّ (এগুলোর মধ্য হতে) نَعَمْ অব্যয়টি তার পূর্ববর্তী বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং بَلٰى অব্যয়টি نفى তথা না-সূচককে সাব্যস্ত করণার্থে, নির্দিষ্ট, اى অব্যয়টি প্রশ্নের পর اثبات -এর জন্য ও তার জন্য قسم আবশ্যক এবং اَجَلْ - جَيْرِ - اِنَّ এ অব্যয়গুলো সংবাদদাতা সত্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। حروف زيادة (অতিরিক্ত অব্যয়সমূহ, এগুলো সাতটি যথা-) (১) اِنْ (২) اَنْ (৩) مَا (৪) لَا (৫) مِنْ (৬) بَاء (৭) لَامْ (এগুলোর মধ্য হতে) اِنْ অব্যয়টি مائے نافيه -এর সাথে অতিরিক্ত হয়ে থাকে এবং (খুব) কম সংখ্যক সময় مائے مصدرية ও لَمَّا -এর সাথে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং اَنْ অব্যয়টি لَمَّا -এর সাথে, لَوْ ও قسم -এর মধ্যস্থলে এবং কমসংখ্যক সময়ে كاف -এর সাথে অতিরিক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এবং مَا অব্যয়টি اِذَا - مَتٰى - اَيٌّ - اَيْنَ - اِنْ شرطيه ও কোনো কোনো حرف جر -এর সাথে এবং কমসংখ্যক সময়ে مضاف -এর সাথে অতিরিক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এবং لا অব্যয়টি نفى -এর পরে واو -এর সাথে এবং ان مصدرية সাথে অতিরিক্ত হয় এবং কম সময়ে اُقْسِمُ -এর পূর্বেও مضاف -এর সাথে شاذ তথা বিরলভাবে. অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর مِنْ - بَاء ও لَامْ এ অব্যয়গুলোর আলোচনা পূর্বে (حرف الجر অধ্যায়ে) অতিক্রান্ত হয়েছে। হরফে তাফসীর (ব্যাখ্যাজ্ঞাপক শব্দ দুটি, যথা) (১) اَيْ (অর্থাৎ তথা) (২) اَنْ অতঃপর ان অব্যয়টি قول -এর অর্থবহ فعل -এর ব্যাখ্যার জন্য নির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ حُرُوْفُ التَّنْبِيْهِ : تنبيه শব্দটি বাবে تفعيل -এর মাসদার । আভিধানিক অর্থ হলো– সচেতন করা, সতর্ক করা। পরিভাষায়, যে সব হরফ দ্বারা শ্রোতাকে সতর্ক করা হয় যেন সে অমনযোগী বা গাফিল না থাকে। এ জাতীয় হরফ মোট তিনটি। যথা– (১) اَلَا (২) اَمَا এ হরফ সর্বদা বাক্যের প্রারম্ভে ব্যবহৃত হয়। বাক্যটি اسميه হতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী– اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاۤءُ - اَمَا وَالَّذِىْ اَبْكٰى وَاَضْحَكَ আবার বাক্যটি فعليه ও হতে পারে। যেমন– اَمَا لَا تَفْعَلْ আর هَا অব্যয়টি বাক্যের প্রারম্ভেও বসে এবং مفردات -এর মধ্য হতে একমাত্র اسماء اشارة এর পূর্বে প্রবিষ্ট হয়, যেমন– هَازَيْدٌ قَائِمٌ - هَا اَفْعَلُ - هٰذَا - هٰؤُلَاۤءِ ইত্যাদি।

قَوْلُهٗ حُرُوْفُ النِّدَاۤءِ : نداء শব্দের অর্থ হলো– আহ্বান করা। যেসব حروف দ্বারা অন্য কোনো বস্তুকে আহ্বান করা হয় তাকে حروف ندا বলে। حروف ندا পাঁচটি। যথা– (১) يَا (২) اَيَا (৩) هَيَا (৪) اَىْ ও (৫) যবর বিশিষ্ট همزه (اَ)। এদের মধ্য হতে ياء হরফটি ব্যাপক। অর্থাৎ এটি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় প্রকারের বস্তুকে আহ্বানের জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া এটি استغاثة ও ندب -এর জন্যও আসে এবং একে বিলোপ করাও জায়েজ। এবং اَيَا ও هَيَا অব্যয়দ্বয় দূরবর্তী বস্তুকে আহ্বান করার জন্য এবং اى ও যবর বিশিষ্ট হামযা (ا) অব্যয়দ্বয় নিকটবর্তী বস্তুকে সম্বোধন করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ حُرُوْفُ الْاِيْجَابِ : حروف ايجاب তথা হ্যাঁ-সূচক অব্যয় ছয়টি। যথা– (১) نَعَمْ (হ্যাঁ, অবশ্যই), (২) بَلٰى (হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, অবশ্যই), (৩) اى (হ্যাঁ, অবশ্যই), (৪) اَجَلْ (হ্যাঁ, অবশ্যই, নিঃসন্দেহে), (৫) جَيْرِ (হ্যাঁ, সত্যই, ঠিকই), (৬) اِنَّ (নিশ্চয়ই, অবশ্যই), এ হরফগুলোর মধ্য হতে نَعَمْ অব্যয়টি পূর্ববর্তী বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত ও দূরীকরণার্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোনো ব্যক্তি যদি প্রশ্ন করে যে, اَقَامَ زَيْدٌ তখন তার জবাবে বলা হয়ে থাকে نَعَمْ তথা نَعَمْ قَامَ زَيْدٌ এবং بَلٰى অব্যয়টি না-বোধক প্রশ্নযুক্ত বাক্যকে হ্যাঁ-বোধক জবাব দানের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহর বাণী– اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى (আমি কি তোমাদের প্রভু নই? এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলল– (بَلٰى) হ্যাঁ আপনি আমাদের প্রভু)। তা ছাড়া بلى অব্যয়টি প্রশ্ন ব্যতীত সাধারণত না-বোধক বাক্যকে হ্যাঁ-সূচকে পরিণত করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ বলল لَمْ يَرْكَبْ زَيْدٌ তখন তার জবাবে বলা হবে بَلٰى (হ্যাঁ, যথা رَكِبَ زَيْدٌ) এবং اِىْ অব্যয়টি استفهام দ্বারা গঠিত না-বোধক বাক্যের জবাবে হ্যাঁ-বোধক করার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এর পরে শপথ আবশ্যক। যথা– কেউ প্রশ্ন করল, هَلْ رَكِبَ زَيْدٌ؟ (যায়েদ কি আরোহণ করল?) এর জবাবে বলতে হবে– اِىْ وَاللّٰهِ (হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ)।

আর اَجَلْ - جَيْرِ ও اِنَّ এ তিনটি হরফ مخبر তথা جمله -এর সংবাদ দাতাকে সত্যায়ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়, প্রশ্নকারীর সত্যায়নের জন্য নয়। যেমন– কেউ বলল, قَدْ رَكِبَ الْاَمِيْرُ (বাদশাহ আরোহণ করেছে)-এর জবাবে তুমি বলতে পারে اَجَلْ বা جَيْرِ কিংবা ان। অর্থাৎ নিশ্চয়ই, (আমি এ সংবাদদাতাকে সত্যবাদী মনে করি)।

قَوْلُهٗ حُرُوْفُ الزِّيَادَةِ اِنْ وَاَنْ الخ : হুরূফে যিয়াদাহ তথা অতিরিক্ত অব্যয়সমূহ সাতটি যথা– (১) اِنْ (২) اَنْ (৩) مَا (৪) لَا (৫) مِنْ (৬) بَاء ও (৭) لَامْ এগুলোকে حروف زيادة তথা অতিরিক্ত অব্যয় বলার কারণ হলো, যদি এগুলোকে বাক্য হতে ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও উক্ত বাক্যের অর্থের মধ্যে কোনোরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় না। তবে এ শব্দগুলো মৌলিকভাবে অতিরিক্ত নয়; বরং স্থানানুযায়ী এগুলোর আবশ্যকতা বিদ্যমান রয়েছে। বাক্যে কোনো শব্দ অতিরিক্ত হিসেবে নিতে হলে এগুলো হতেই নিতে হয়। তবে বাক্যে অতিরিক্ত হওয়ার অর্থ এ নয় যে এগুলোর কোনো উপকারিতা নেই; বরং এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত হওয়া সত্ত্বেও শব্দগত বা অর্থগত ফায়দা দিয়ে থাকে। অর্থগত ফায়দা হলো, এগুলো বাক্যের বক্তব্যের মধ্যে تاكيد তথা দৃঢ়তার সৃষ্টি করে থাকে। আর শব্দগত ফায়দা হলো, বাক্যকে সুন্দর ও সাবলীল করে তুলে।

قَوْلُهٗ فَاِنْ مَعَ النَّافِيَةِ الخ : অতঃপর ان অব্যয়টি নিম্নোক্ত স্থানসমূহে অতিরিক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়– (১) مائے نافيه -এর পরে। যথা– مَا اِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ (২) مائے مصدرية -এর পরে। তবে এটি অল্প সময়ে হয়ে থাকে। যেমন– اِنْتَظِرْ مَا

। إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ তথা إِنْ يَجْلِسُ الْأَمِيرُ انتظر مدة جلوس الامير (৩) لما -এর পরে। যেমন আল্লাহর বাণী– إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ।

قَوْلُهُ وَإِنْ مَعَ لَمَّا الخ : আর ان (همزه তে যবর) অব্যয়টি নিম্নোক্ত স্থানে অতিরিক্ত হয় (১) لما -এর সাথে। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ (২) لَوْ ও قَسَمْ -এর মধ্যস্থলে। যেমন– وَاللّٰهِ إِنْ لَوْ قُمْتَ قُمْتُ (৩) كاف -এর পরে। তবে এটি অল্প সময়ে হয়ে থাকে। যেমন কবির ভাষায়–

وَيَوْمًا لَوْ أَتَيْنَا بِوَجْهٍ مُقَسَّمٍ * كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُو نَاظِرَ السَّلَمِ

قَوْلُهُ وَمَا مَعَ إِذَا وَمَتٰى : ما অব্যয়টি নিম্নোক্ত স্থানে অতিরিক্তরূপে ব্যবহৃত হয়। (১) إِذَا ـ مَتٰى ـ أَيُّ ـ أَيْنَ ও إِنْ -এর সাথে যখন এগুলো শর্তের অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– إِذَا مَا صُمْتَ صُمْتُ - مَتٰى تَخْرُجْ أَخْرُجْ - أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى - أَيْنَمَا تَجْلِسْ أَجْلِسْ - إِنْ مَا تَضْرِبْ أَضْرِبْ (২) কতিপয় حرف جر -এর পরে। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ (৩) مضاف -এর সাথে। তবে এটি খুব কম সময়ে হয়ে থাকে। যেমন– غَضِبْتَ مِنْ غَيْرِ مَا جُرْمٍ তথা غَضِبْتَ مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ ।

قَوْلُهُ وَلَا مَعَ الْوَاوِ الخ : لا অব্যয়টি নিম্নোক্ত স্থানে অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হয়– (১) نفى -এর পরে واو -এর সাথে। আর نفى টি শব্দগত হোক। যেমন– لَمْ يَقُلْ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌو অথবা অর্থগত হোক। যেমন– غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ -এখানে غير শব্দটি نفى অর্থে ব্যবহৃত তাই তারপর واو -এর সাথে لا অতিরিক্ত হয়েছে। (২) ان مصدرية -এর পরে। যেমন, আল্লাহর বাণী– مَا مَنَعَكَ أَنْ لَّا تَسْجُدَ তথা مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ । (৩) اقسم শব্দের পূর্বে। তবে এটি অল্প সময়ে হয়ে থাকে। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ (৪) مضاف -এর পরে। তবে এটি খুব বিরল। যেমন কবির পংক্তি– فِيْ بِئْرِ لَاحُوْرٍ مَا شَعَرَ -এর মধ্যে لا অব্যয়টি مضاف তথা بير -এর পরে অতিরিক্ত হিসেবে এসেছে।

قَوْلُهُ وَمِنْ وَالْبَاءِ وَاللَّامِ الخ : حروف زيادة -এর মধ্য হতে من - باء ও لام এ তিন অব্যয় অতিরিক্ত হওয়ার বিষয়টা পূর্বে তথা حروف جر -এর অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ حَرْفَا التَّفْسِيْرِ : হরফে তাফসীর বা ব্যাখ্যাজ্ঞাপক অব্যয় দু'টি। যথা– (১) أَيْ এটি প্রত্যেক অস্পষ্টতা তথা مفرد ও جملة উভয়ের অস্পষ্টতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– رَأَيْتُ غَضَنْفَرًا أَيْ أَسَدًا ; جملة -এর উদাহরণ– قَتَلَ زَيْدٌ عَمْرًوا أَيْ ضَرَبَهُ شَدِيْدًا - আর أَنْ অব্যয়টি قول -এর অর্থবহ فعل তথা خطابة - امر - ندا ইত্যাদির مفعول -এর ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَّآ إِبْرَاهِيْمُ এ বাক্যে ندا টি كتابة قول -এর অর্থে হয়েছে এবং يا ابراهيم টি উহ্য مفعول তথা بلفظ هو لنا -এর ব্যাখ্যা হয়েছে।

حُرُوفُ الْمَصْدَرِ مَا وَاَنْ وَاَنَّ فَالْاَوَّلَانِ لِلْفِعْلِيَّةِ وَاَنَّ لِلْاِسْمِيَّةِ حُرُوفُ التَّحْضِيْضِ هَلَّا وَاَلَّا وَلَوْمَا وَلَوْلَا لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ وَيَلْزَمُهَا الْفِعْلُ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا حَرْفُ التَّوَقُّعِ قَدْ وَهِيَ فِي الْمُضَارِعِ لِلتَّقْلِيْلِ -

অনুবাদ : حروف المصدر (ক্রিয়ামূলের অর্থজ্ঞাপক হরফ তিনটি) (১) مَا (২) اَنْ (৩) اَنَّ প্রথমোক্ত দু'টি তথা ما ও ان অব্যয়দ্বয় جملہ فعلية -এর জন্য আর ان টি اسميه -এর জন্য। حروف التحضيض (উৎসাহমূলক অব্যয় চারটি) এগুলোর জন্য আবশ্যক হলো বাক্যের প্রারম্ভ ও فعل -এর প্রারম্ভে হওয়া চাই فعل টি প্রকাশ্য হোক বা উহ্য হোক। হরফে توقع (আশাবোধক অব্যয়) হলো قد এটি مضارع -এর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে تقليل (কম)-এর অর্থ বুঝায়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ حُرُوفُ الْمَصْدَرِ الخ : حروف المصدر তথা মাসদারের অর্থ জ্ঞাপক অব্যয় তিনটি। যথা– ان – ما ও ان এগুলো তাদের পরবর্তী অংশকে মাসদারের অর্থে পরিণত করে দেয়। ان ও ما এ শব্দদ্বয় একমাত্র جملہ فعليه -এর উপর প্রবেশ করে তাকে مصدر -এর অর্থে পরিণত করে দেয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– فَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ - اَىْ بِرُحْبِهَا আল্লাহর বাণী– فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَىْ قَوْلَهُمْ। আর ان শব্দটি একমাত্র جملہ اسميه -এর উপর প্রবেশ করে তখন একে بتاويل مفرد বানিয়ে দেয়। যেমন– اَعْجَبَنِىْ اَنَّكَ سَاحِرٌ اَىْ اَعْجَبَنِىْ سَاحِرَتُكَ। তবে এর সাথে مائے كافه এলে তখন جملہ فعليه -এর উপর আসাও জায়েজ।

قَوْلُهُ حُرُوفُ التَّحْضِيْضِ هَلَّا وَاَلَّا الخ : হরফে তাহযীয তথা তিরস্কার বা উৎসাহমূলক অব্যয় চারটি, যথা– (১) هَلَّا (নয় কি? কেন নয়, সাবধান), (২) اَلَّا (নয় কি? সাবধান, জেনে রেখো), (৩) لَوْمَا (যদি না, কেন নয়? কেন না?) (৪) لَوْلَا (যদি না) এ শব্দগুলোর জন্য আবশ্যক হলো বাক্যের প্রথমে হওয়া এবং فعل -এর প্রথমে হওয়া। সাধারণত এগুলো فعل مضارع -এর উপর প্রবিষ্ট হলে উৎসাহিতকরণের অর্থ প্রদান করে। যেমন– هَلَّا تَضْرِبُ (তুমি কেন প্রহার করছ না?) আর فعل ماضى -এর উপর প্রবিষ্ট হলে توبيخ তথা তিরস্কারের অর্থ প্রদান করে। যেমন– هَلَّا رَكِبْتَ الشَّجَرَ (তুমি গাছে উঠছ?) যদি কোথাও এ হরফগুলো اسم -এর উপর আসে তখন এগুলো পরে একটি فعل উহ্য মেনে নিতে হবে যা এগুলোর عامل হবে। যেমন– هلا زيدا তথা هَلَّا ضَرَبْتَ زَيْدًا আর لولا ও لوما শব্দদ্বয় কখনো কখনো امتناع তথা দ্বিতীয় جملہ তার নেতিবাচকের সাথে সাথে প্রথম جملہ -এর অস্তিত্ব বুঝাবে। যেমন– لَوْلَا عَلِىٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ (যদি আলী না থাকতো তবে ওমর ধ্বংস হতো।) অর্থাৎ আলী বিদ্যমান থাকতে ওমর ধ্বংস হয়নি এমতাবস্থায় এ শব্দদ্বয়ের পরে এলে দু'টি جملہ হওয়া আবশ্যক যার প্রথমটি جملہ اسميه হবে।

قَوْلُهُ حَرْفُ التَّوَقُّعِ : হরফে توقع তথা আশা বা সম্ভাবনা জ্ঞাপক অব্যয় একটি, যথা– قد এটি যখন فعل ماضى -এর উপর প্রবেশ করে তখন (تحقيق) দৃঢ়তা বা ماضى -কে حال -এর নিকটবর্তী করে দেওয়ার সাথে توقع -এর উপকারিতা প্রদান করে। যেমন– কোনো ব্যক্তি বাদশাহের আরোহণের আশা পোষণ করলে তাকে বল– قَدْ رَكِبَ الْاَمِيْرُ (বাদশাহ এইমাত্র আরোহণ করেছে) আবার এটি কখনো কখনো توقع -এর ফায়দা দেয় না। যেমন– যে ব্যক্তি বাদশাহের আরোহণের আশাবাদী নয় তাকে লক্ষ্য করে বলা– قد ركب الامير বলা। আর এটি যখন مضارع -এর উপর প্রবেশ করবে তখন تقليل তথা কম-এর অর্থ প্রদান করবে। যেমন– اِنَّ الْكَذُوْبَ قَدْ يَصْدُقُ (নিশ্চয় মিথ্যুক কখনো সত্য কথা বলে)। আবার কখনো আধিক্যের অর্থ প্রদান করে। যেমন– قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ অর্থাৎ আকাশ পানে আপনার মুখমণ্ডলকে অনেক বার দেখেছি।

حَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ اَلْهَمْزَةُ وَهَلْ لَهُمَا صَدْرُ الْكَلَامِ تَقُوْلُ اَزَيْدٌ قَائِمٌ وَاَقَامَ زَيْدٌ وَكَذَالِكَ هَلْ وَالْهَمْزَةُ اَعَمُّ تَصَرُّفًا تَقُوْلُ اَزَيْدًا ضَرَبْتَ وَاَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ اَخُوكَ وَ اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو وَاَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ وَاَفَمَنْ كَانَ وَ اَوَمَنْ كَانَ -

---

অনুবাদ : হরফে استفهام (প্রশ্নবোধক অব্যয় দু'টি। যথা-) (১) হামযা, (২) هل উভয়ের জন্য বাক্যের প্রারম্ভ হওয়া আবশ্যক। যেমন- তুমি বলবে اَزَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ কি দণ্ডায়মান?) এবং اَقَامَ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়াল?) অনুরূপ هل এবং ব্যবহারের দিক দিয়ে হামযাটি (هل হতে) ব্যাপক; তুমি বলবে اَزَيْدًا ضَرَبْتَ (যায়েদকে তুমি কি প্রহার করেছ?), اَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ اَخُوكَ (তুমি কি যায়েদকে প্রহার করবে? সে তোমার ভাই) এবং اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو (তোমার নিকট কি যায়েদ নাকি আমর?) (অনুরূপভাবে হরফে عطف -এর মধ্য হতে اَوْ ও فَاء - اَثُمَّ -এর উপর হামযায়ে استفهام প্রবেশ করে) اَثُمَّ - اَفَمَنْ كَانَ - اَوَمَنْ كَانَ বলা সিদ্ধ (এটা هل -এর ক্ষেত্রে সিদ্ধ নয়)।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ حَرْفَا الْاِسْتِفْهَامِ الخ : হরফে استفهام তথা প্রশ্নবোধক অব্যয় দু'টি যথা- (১) হামযা (أ) (২) هل এদের প্রত্যেকটির জন্য বাক্যের প্রারম্ভ হওয়া আবশ্যক। যেমন- (১) اَزَيْدٌ قَائِمٌ (যায়েদ কি দণ্ডায়মান?) এটি جملة اسمية -এর উপর হামযায়ে استفهام দাখিল হওয়ার উদাহরণ- اَقَامَ زَيْدٌ (যায়েদ কি দাঁড়িয়েছে?) এটি جملة فعلية -এর উপর হামযায়ে استفهام দাখিল হওয়ার উদাহরণ। হামযায়ে استفهام যেভাবে جملة اسمية ও فعلية উভয়ের প্রথমে প্রবিষ্ট হয় অনুরূপভাবে هلও উভয়ের উপর প্রবেশ করে। যেমন- هَلْ قَامَ زَيْدٌ ও هَلْ زَيْدٌ قَائِمٌ ; তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো- هل টি ঐ جملة اسمية -এর পূর্বে আসে যার خبر টি فعل দ্বারা না হয় ; এর কারণ হলো هل অর্থের বিবেচনায় قد -এর মতো আর قد -এর জন্য فعل অত্যাবশ্যক। সুতরাং هل যখন তার পরবর্তী বাক্যে فعل -কে দেখবে তখন তা فعل -এর সাথে মিলিত হওয়াকে কামনা করবে। ফলে এটা কখনো সম্ভব নয় যে, فعل -এর বর্তমানে اسم -এর উপর প্রবেশ করবে। তা ছাড়া همزه টি هل হতে ব্যাপকতর ভিত্তিতে ব্যবহার হয়। এদিকে ইঙ্গিত করে মুসান্নিফ (র.) বলেন, وَالْهَمْزَةُ اَعَمُّ تَصَرُّفًا অর্থাৎ এমন কতিপয় স্থানে همزه টি ব্যবহৃত হয় যেখানে هل -এর ব্যবহার সিদ্ধ নয়। যথা- (১) এমন جملة استفهام -এ যার خبر টি فعل হয়। যেমন- اَزَيْدًا ضَرَبْتَ এ বাক্যটিকে هَلْ زَيْدًا ضَرَبَ বলা জায়েজ নেই। (২) اسمية انكارى (অস্বীকারমূলক প্রশ্নবোধক)-এর জন্য همزه নেওয়া হয়। যেমন- اَتَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ اَخُوكَ এ বাক্যটিকে هَلْ تَضْرِبُ زَيْدًا وَهُوَ اَخُوكَ বলা জায়েজ নেই। (৩) ام متصله -এর সাথে همزه নেওয়া জায়েজ কিন্তু هل নেওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং اَزَيْدٌ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرٌو বলা জায়েজ কিন্তু هل زيد عندك ام عمرو বলা জায়েজ নেই। (৪) হরফে عطف -এর মধ্য হতে ثم - فاء ও او -এর পূর্বে همزة -কে যোগ করে اثم اذا ما وقع - افمن كان ও اومن كان বলা হয়ে থাকে। কিন্তু هل যোগ করে هل ثم - هل فمن বা هل ومن ব্যবহৃত হয় না।

* তা ছাড়া এমন কতিপয় স্থান রয়েছে যেখানে هل ব্যবহার হয় কিন্তু همزه ব্যবহার হয় না। যথা- (ক) هل -এর ওপর হরফে عطف ব্যবহার হয়ে কিন্তু همزه -এর উপর হয় না যেমন- فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ । (খ) ام -এরপর هل আসে, همزه আসে না। (গ) اثبات -এর মধ্যে نفى -এর জন্য كل আসে। (ঘ) لا -এর পূর্বে نفى -এর ফায়দা দেওয়ার জন্য هل ব্যবহৃত হয়। (ঙ) ঐ مبتدأ -এর পূর্বে هل ব্যবহৃত হয় যার خبر টি بائے زائده দ্বারা হয়। যেমন- هَلْ زَيْدٌ بِقَائِمٍ ।

حُرُوْفُ الشَّرْطِ اِنْ وَلَوْ وَاَمَّا لَهَا صَدْرُ الْكَلَامِ فَاِنْ لِلْاِسْتِقْبَالِ وَاِنْ دَخَلَ عَلَى الْمَاضِىْ وَلَوْ عَكْسُهُ وَتَلْزَمَانِ الْفِعْلَ لَفْظًا اَوْ تَقْدِيْرًا وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ لَوْ اَنَّكَ بِالْفَتْحِ لِاَنَّهُ فَاعِلٌ وَانْطَلَقْتَ بِالْفِعْلِ مَوْضَعَ مُنْطَلِقٍ لِيَكُوْنَ كَالْعِوَضِ فَاِنْ كَانَ جَامِدًا جَازَ لِتَعَذُّرِهِ وَاِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ اَوَّلَ الْكَلَامِ عَلَى الشَّرْطِ لَزِمَهُ الْمَاضِىْ لَفْظًا اَوْ مَعْنًى فَيُطَابِقُ وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ لَفْظًا -

---

অনুবাদ : শর্তবোধক অব্যয়সমূহ হচ্ছে- ان - لــو ও اما এগুলোর জন্য বাক্যের প্রারম্ভ হওয়া আবশ্যক। অতঃপর ان শব্দটি ভবিষ্যৎকাল বুঝাবার জন্য আসে, যদিও তা مـاضى -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। আর لـو তার বিপরীত (অর্থাৎ لـو শব্দটি অতীতকাল বুঝাবার জন্য আসে) যদিও مـضـارع -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। উভয়ের জন্য فعـل অত্যাবশ্যক। চাই সেটি প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। এ কারণেই لَوْ اَنَّكَ হামযায় যবর যোগে বলা হয়ে থাকে। কেননা, তা فـاعـل এবং اِنْطَلَقْتَ ফে'লের সাথে ব্যবহৃত হয়ে থাকে مـنطلق ইসমে فـاعـل -এর স্থলে, যেন তার عوض হয়। আর যদি তা اسم جـامـد হয় তাহলে জায়েজ। তার فـعـل পতিত হওয়া مـتـعـذر হওয়ায়। যখন বাক্যের শুরুতে قـسـم শর্তের উপর অগ্রগামী হয় তখন শর্তটি فـعـل مـاضى নেওয়া আবশ্যক, চাই তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক, সুতরাং তার মত নেওয়া হবে। আর جـواب টা শব্দগতভাবে قـسـم -এর জন্য হবে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ حُرُوْفُ الشَّرْطِ الخ : হরফে শর্ত তথা শর্তবোধক অব্যয় তিনটি। যথা- (১) ان (২) لـو (৩) اما এ শব্দগুলো দু'টো বাক্যের প্রথমে প্রবিষ্ট হয়। আর বাক্যদ্বয় اسـمـيـه বা فـعـلـيـه উভয় হতে পারে। তবে ان ও لـو হরফদ্বয় সর্বদা فـعـلـيـه -এর উপর আসে। اِنْ শব্দটি استـقـبـال তথা ভবিষ্যৎ-এর অর্থ প্রদান করে যদিও فـعـل مـاضى -এর উপর প্রবেশ করে। যেমন- اِنْ شَتَمْتَنِىْ لَشَتَمْتُكَ (যদি তুমি আমাকে গালি দাও তাহলে আমিও তোমাকে গালি দিব।) আর لـو শব্দটি তার বিপরীত অর্থাৎ لـو শব্দটি مـاضى তথা অতীতকালের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হয় যদিও তা فـعـل مـضـارع -এর উপর প্রবিষ্ট হয়। যেমন- لـو اكـرمـت اكـرمـت (তুমি যদি সম্মান করতে, তাহলে আমিও সম্মান করতাম।) এছাড়া ان ও لـو -এর জন্য فـعـل আবশ্যক তথা উভয় فـعـل -এর উপর প্রবেশ করে। فعـل টি لـفـظـى হতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী- وَلَوْ اَنْتُمْ تَمْلِكُوْنَ আবার مـعـنـوى ও হতে পারে। যেমন আল্লাহর বাণী- وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ লَوْ تَمْلِكُوْنَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ তথা وَاِنِ اسْتَجَارَكَ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ তথা اِسْتَجَارَكَ الخ ।

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ لَوْ اَنَّكَ الخ : এ জন্যই অর্থাৎ ان ও لـو -এর জন্য আবশ্যক হলো প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য فعـل হওয়া। তাই لَوْ اَنَّكَ (যবর যোগে) ও এ জাতীয় তারকীবগুলোতে ان পড়তে হয়। আর তা এ জন্য যে, ان তার পরবর্তী বাক্যের সাথে মিলে بـتـاويـل مـصـدر হয়ে উহ্য فـعـل -এর فـاعـل হয়। لَوْ اَنَّكَ মূলে لَوْ ثَبَتَ اَنَّكَ ছিল। উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতেই ঐ স্থানে যেখানে لـو -এর পরে খবর বিশিষ্ট ان দ্বারা তার خـبـر -কে اسم فـاعـل -এর স্থলে فـعـل দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যাতে করে উক্ত فـعـل টি ঐ فـعـل -এর পরিবর্তে হয়ে যায় যে فـعـل টি لـو -এরপর উহ্য রয়েছে। সুতরাং এ কারণেই لَوْ اَنَّكَ اِنْطَلَقْتَ বলা হয়; আর لَوْ اَنَّكَ مُنْطَلِقٌ বলা হয় না।

قَوْلُهُ اِذَا تَقَدَّمَ الْقَسَمُ اَوَّلَ الْكَلَامِ الخ : যখন বাক্যের প্রারম্ভে قـسـم শর্তের পূর্বে পতিত হয় তখন شـرط -কে فعـل مـاضى নেওয়া আবশ্যক। চাই তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য হোক। যেন উল্লিখিত شـرط হরফে شـرط -এর অনুপস্থিতিতে جـواب قـسـم -এর مـطـابـق হয়।

وَكَانَ الْجَوَابُ لِلْقَسَمِ لَفْظًا : বাক্যের প্রারম্ভে قـسـم শর্তের পূর্বে পতিত হলে তার جـواب টি শুধুমাত্র قـسـم -এর জন্য হবে شـرط ও قـسـم উভয়ের جـواب হবে না।

مِثْلُ وَاللّٰهِ اِنْ اَتَيْتَنِىْ اَوْ لَمْ تَاْتِنِىْ لَاَكْرَمْتُكَ وَاِنْ تَوَسَّطَ بِتَقْدِيْمِ الشَّرْطِ اَوْ غَيْرِهٖ جَازَ اَنْ يُعْتَبَرَ وَاَنْ يُلْغٰى كَقَوْلِكَ اَنَا وَاللّٰهِ اِنْ تَاْتِنِىْ اٰتِكَ وَاِنْ اَتَيْتَنِىْ وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّكَ وَتَقْدِيْمُ الْقَسَمِ كَاللَّفْظِ مِثْلُ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَايَخْرُجُوْنَ وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ –

অনুবাদ : যেমন– وَاللّٰهِ اِنْ اَتَيْتَنِىْ اَوْ لَمْ تَاْتِيْنِىْ لَاَكْرَمْتُكَ (আল্লাহর শপথ যদি তুমি আমার নিকট আস অথবা না আস তাহলে আমি তোমাকে সম্মান করব) আর যদি قسم টি شرط বা শর্ত ছাড়া অন্য কোনো কিছুর অগ্রগামীর কারণে বাক্যের মধ্যস্থলে পতিত হয়, তাহলে জায়েজ আছে (শর্তের جزاء বা قسم -এর جواب এ) দু'য়ের কোনো একটিকে গ্রহণ করে নেওয়া, অথবা কোনো একটিকে ملغى তথা বাতিল মেনে নেওয়া। যেমন– তোমার উক্তি– اَنَا وَاللّٰهِ اِنْ تَاْتِنِىْ اٰتِكَ (নিশ্চয় আল্লাহর শপথ! যদি তুমি আমার নিকট আস তাহলে আমি আসব) এবং اِنْ اَتَيْتَنِىْ وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّكَ (তুমি যদি আমার নিকট আস তাহলে আল্লাহর শপথ আমি তোমার নিকট অবশ্যই আসব) আর قسم অপ্রকাশ্য হওয়া প্রকাশ্য হওয়ার মতো। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَايَخْرُجُوْنَ এবং اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ ।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهٗ مِثْلُ وَاللّٰهِ اِنْ اَتَيْتَنِىْ الخ : সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) পূর্বোক্ত বক্তব্য তথা قسم যদি شرط -এর পূর্বে বাক্যের প্রারম্ভে পতিত হয় তখন شرط -কে প্রকাশ্য فعل ماضى অথবা অপ্রকাশ্য فعل ماضى নেওয়া আবশ্যক এবং جواب টি একমাত্র قسم -এর جواب হবে। এর উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন– وَاللّٰهِ اِنْ اَتَيْتَنِىْ لَاَكْرَمْتُكَ (এ বাক্যে শর্তটি প্রকাশ্য فعل ماضى হয়েছে)। وَاللّٰهِ لَمْ تَاْتِيْنِىْ لَاَكْرَمْتُكَ (এ বাক্যে شرط টি বাহ্যিকভাবে فعل مضارع হলেও অর্থের বিবেচনায় فعل ماضى -ই হয়েছে)।

قَوْلُهٗ وَاِنْ تَوَسَّطَ بِتَقْدِيْمِ الشَّرْطِ الخ : যদি قسم টি شرط -এর مقدم -এর কারণে অথবা অন্য কোনো বস্তুর مقدم হওয়ায় বাক্যের মধ্যস্থলে পতিত হয়, তাহলে এ সময় দু'টো বিষয় সিদ্ধ– (১) বাক্যের প্রথমাংশকে শর্ত আর দ্বিতীয়াংশকে جزاء অথবা প্রথমাংশকে قسم আর দ্বিতীয়াংশকে جواب قسم মনে করে নিতে হবে। (২) যে কোনো একটিকে ملغى তথা বাতিল ধরে নিবে। যেমন– اَنَا وَاللّٰهِ اِنْ تَاْتِنِىْ اٰتِكَ এ বাক্যে انا শব্দটি مقدم হওয়ায় قسم তথায় والله শব্দটি বাক্যের মধ্যস্থলে পতিত হয়েছে এবং وَاِنْ اَتَيْتَنِىْ وَاللّٰهِ لَاٰتِيَنَّكَ এ বাক্যে ان اتيتنى শব্দটি مقدم হওয়ায় قسم বাক্যের মধ্যস্থলে পতিত হয়েছে।

قَوْلُهٗ وَتَقْدِيْمُ الْقَسَمِ كَاللَّفْظِ الخ : বাক্যের প্রথমে قسم উহ্য হলে তা প্রকাশ্য قسم -এর হুকুম রাখে অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও حرف شرط -এর পরে فعل ماضى নিতে হবে। আর শব্দগতভাবে جواب টি হবে قسم -এর আর অর্থগতভাবে قسم ও شرط উভয়ের جواب হবে। যেমন, আল্লাহর বাণী– لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَايَخْرُجُوْنَ এ বাক্যে قسم উহ্য রয়েছে। মূল ইবারত ছিল– وَاللّٰهِ لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَايَخْرُجُوْنَ -এর মধ্যে حرف شرط -এর পরে اخرجوا মাযী হয়েছে আর لايخرجون টি جواب قسم হয়েছে। شرط -এর جواب নয়, কেননা شرط -এর جواب হলে لايخرجون হতে نون টি বিলুপ্ত হয়ে যেতো। অপর আরেকটি উদাহরণ হলো আল্লাহর বাণী– وَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ এ বাক্যে اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ হলো قسم -এর جواب আর قسم টি এ বাক্যের প্রারম্ভে উহ্য রয়েছে, অর্থাৎ মূলে ছিল وَاللّٰهِ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ এখানেও শর্তের পরে فعل ماضى হয়েছে তবে اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ টি شرط -এর جواب নয় কারণ এ বাক্য جمله اسميه আর شرط -এর جزاء যদি جمله اسميه হয় তাহলে তার প্রথমে فاء নেওয়া ওয়াজিব। অথচ এখানে فا নেই ফলে বুঝা গেল যে, اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ টি শব্দগতভাবে শর্তের جزاء নয়; বরং قسم -এর جواب তবে অর্থগতভাবে شرط -এর جزاء হতে পারে।

وَاَمَّا لِلتَّفْصِيْلِ وَالْتُزِمَ حَذْفُ فِعْلِهَا وَعُوِّضَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ فَائِهَا جُزْءٌ مِمَّا فِيْ حَيِّزِهَا مُطْلَقًا وَقِيْلَ هُوَ مَعْمُوْلُ الْمَحْذُوْفِ مُطْلَقًا مِثْلُ اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ وَقِيْلَ اِنْ كَانَ جَائِزَ التَّقْدِيْمِ فَمِنْ الْاَوَّلِ اِلَّا فَمِنَ الثَّانِيْ حَرْفُ الرَّدْعِ كَلَّا قَدْ جَاءَ بِمَعْنٰى حَقًّا ـ

অনুবাদ : (হরফে শর্তের মধ্যে হতে) اما অব্যয়টি বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং আবশ্যক হলো তার فعل -কে বিলোপ করা, আর এর পরিবর্তে তার ও তার فاء جزاء -এর মধ্যস্থলে এমন جزء নেওয়া যা সাধারণভাবে তার حيز-এর মধ্যে পতিত হয়। কেউ কেউ বলেন, এটা সাধারণত উহ্য فعل -এর معمول হবে। যেমন– اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ (পক্ষান্তরে জুমার দিন সুতরাং যায়েদ চলন্তক)। আবার কেউ কেউ বলেন, যদি একে অগ্রগামী করা বৈধ হয় তাহলে প্রথম প্রকার আর নচেৎ দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। ধমকসূচক অব্যয় كلا -এটা কখনো حقا -এর অর্থে আসে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ اَمَّا لِلتَّفْصِيْلِ : হরফে শর্তের মধ্য হতে তৃতীয়টি হলো اما এটি مجمل তথা সংক্ষিপ্ত বিষয়ের বিশদ বিবরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। চাই সে مجمل টি প্রকাশ্য হোক। যেমন– لَقِيْتُ اِخْوَتَكَ اَمَّا زَيْدٌ فَاَكْرَمَنِيْ وَاَمَّا عَمْرٌو فَسَبَّنِيْ অথবা উহ্য হোক যেমন– اَمَّا زَيْدٌ فَاَكْرَمَنِيْ وَاَمَّا عَمْرٌو فَسَبَّنِيْ এ বক্তব্য ঐ শ্রোতাকে লক্ষ্য করে বলা হয়ে থাকে যে, তার ভাইগণ উক্ত বক্তার সাথে সাক্ষাৎ করেছে এ ব্যাপারে অবহিত অর্থাৎ এখানে لقيت اخوتك বাক্য তথা مجمل টি উহ্য আছে।

قَوْلُهُ اُلْتُزِمَ حَذْفُ فِعْلِهَا الخ : অধিক ব্যবহার হবার কারণে اما -এর فعل شرط টি সদা বিলোপ করে দেওয়া হয় এবং এর পরিবর্তের اما ও তার فاء جزائيه -এর মধ্যস্থলে এমন বস্তুকে অতিরিক্ত করা হয় যা فاء -এর حيز -এর মধ্যে হয়। তা এ জন্যই করা হয়, যেন شرط ও جزاء -এর আলামাত একত্রিত না হয়। অতঃপর اما ও فاء جزائيه -এর মধ্যস্থিত অংশটি جزاء -এর جزء হবে। চাই فاء جزائيه ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু তার অগ্রগামী হবার প্রতিবন্ধক হোক বা না হোক। তবে কেউ কেউ বলেন, উক্ত অতিরিক্ত অংশটি حيز فاء -এর جزء নয় বরং এটি উহ্য فعل -এর معمول হবে। চাই فاء -এর পূর্ববর্তী বস্তুর উপর আমল করার ক্ষেত্রে পরবর্তী কোনো জিনিস প্রতিবন্ধক হোক বা না হোক।

قَوْلُهُ مِثْلُ اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ : এ বাক্যটি امائے شرطيه -এর উদাহরণ। প্রথম মত অনুযায়ী اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ এ বাক্যটি মূলত مَهْمَا يَكُنْ مِنْ شَيْئٍ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ছিল, مهما يكن من شئ শর্তকে বিলোপ করে اما -কে مهما -এর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে আর جزاء -এর معمول তথা يوم الجمعة -কে اما ও فاء -এর মধ্যস্থলে محذوف -এর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় মত অনুযায়ী বাক্যটি মূলত مَهْمَا يَكُنْ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فزيد منطلق এ বাক্যে يوم الجمعة শর্তের معمول হয়েছে যা স্পষ্ট। এখানে তৃতীয় আরেকটি মত পাওয়া যায়। তা হলো উল্লিখিত جزء টি যদি جائز التقديم তথা فاء جزائيه ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু যদি ওটার অগ্রগামীর প্রতিবন্ধক না হয়, তাহলে প্রথম প্রকার তথা حيز فاء جزائيه -এর جزء হবে। যেমন– اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَزَيْدٌ مُنْطَلِقٌ আর যদি جائز التقديم না হয় অর্থাৎ فاء جزائيه ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু ওটার অগ্রগামী হবার প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ উহ্য فعل شرط -এর معمول হবে। যেমন– اَمَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَاِنَّكَ مُسَافِرٌ এ বাক্যে يوم الجمعة টি فاء جزائيه -এর উপর অগ্রগামী হবার থেকে فاء جزائيه ব্যতীত অন্য বস্তু তথা ان প্রতিবন্ধক। কেননা, ان -এর পরবর্তী অংশ তার পূর্ববর্তীর عامل হতে পারে না। সুতরাং উল্লিখিত বস্তুটি উহ্য فعل তথা شرط -এর معمول।

قَوْلُهُ حَرْفُ الرَّدْعِ كَلَّا الخ : হরফে ردع তথা ধমক বা নিষেধসূচক অব্যয় একটি, আর তা হলো كلا । এটি কখনো حقا -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, আল্লাহর বাণী– كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ এ সময় এটি اسم مبنى হবে حرف -এর সাথে مشابه রাখার কারণে। কখনো বাক্যের নিশ্চয়তার জন্য ان -এর অর্থে ব্যবহৃত হয় । যেমন– كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى আবার কখনো امر -এর পরে এসে না-সূচক জবাবের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– কেউ তোমাকে লক্ষ্য করে বলল, اِضْرِبْ زَيْدًا তার জবাবে তুমি বলবে كَلَّا তথা لَا اَفْعَلُ هٰذَا قَطُّ আমি এটা কখনো করব না। কারো কারো মতে এটি اى نعم ও অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

تَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ تَلْحَقُ الْمَاضِىَ لِتَانِيْثِ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ فَاِنْ كَانَ ظَاهِرًا غَيْرَ حَقِيْقِيٍّ فَمُخَيَّرٌ وَاَمَّا اِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعَيْنِ فَضَعِيْفٌ اَلتَّنْوِيْنُ نُوْنٌ سَاكِنَةٌ تَتْبَعُ حَرَكَةَ الْاٰخِرِ لَا لِتَاكِيْدِ الْفِعْلِ وَهُوَ لِلتَّمَكُّنِ وَالتَّنْكِيْرِ وَالْعِوَضِ وَالْمُقَابَلَةِ وَالتَّرَنُّمِ وَيُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوْفًا بِاِبْنٍ مُضَافًا اِلٰى عَلَمٍ اٰخَرَ نُوْنُ التَّاكِيْدِ خَفِيْفَةٌ سَاكِنَةٌ وَمُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ مَعَ غَيْرِ الْاَلِفِ تَخْتَصُّ بِالْفِعْلِ الْمُسْتَقْبِلِ فِى الْاَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْاِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّىْ وَالْعَرْضِ وَالْقَسَمِ وَقَلَّتْ فِى النَّفْيِ –

অনুবাদ : تَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ (সাকিনযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গজ্ঞাপক تاء) এটি অতীত কালের ক্রিয়া পদের সাথে যুক্ত হয় مسند اليه তথা যার প্রতি ক্রিয়াটিকে সম্পর্কিত করা হয় সেটি স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাবার জন্য। অতঃপর যদি مسند اليه টি প্রকাশ্য ও مؤنث غير حقيقى হয়, তাহলে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ فعل -এর সাথে تاء تانيث যোগ করতে পারবে আর নাও করতে পারবে। পক্ষান্তরে (فعل -এর সাথে) تثنيه ও উভয় جمع তথা جمع مذكر এবং جمع مؤنث -এর علامت যুক্ত করা দুর্বল কাজ। তানবীন এমন একটি সাকিনযুক্ত নূন যা অন্যের হরকতের অনুগামী হয়, فعل -কে দৃঢ়ভাবে বুঝাবার জন্য নয়। আর এটি تَمَكُّنْ ، تَنْكِيْر ، عِوَضْ ، مُقَابَلَه ও تَرَنُّمْ -এর জন্য আসে। একে ঐ علم হতে বিলোপ করে দেওয়া হয়, যে علم টি এমন ابن -এর সাথে موصوف হয় যা অন্য কোনো علم -এর প্রতি اضافت হয়েছে। نون تاكيد দু' প্রকার যথা– (১) نون خفيفة তথা সাকিনযুক্ত নূন, (২) نون ثقيله তথা তাশদীদযুক্ত যবর বিশিষ্ট নূন যা الف -এর সাথে নয়. نهى ، استفهام ، تمنى ، عرض ، قسم امر . فعل مستقبل এবং কম সময় نفى -এর মধ্যে।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ تَاءُ التَّانِيْثِ السَّاكِنَةِ : সাকিনযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গ জ্ঞাপক تاء এটি فعل ماضى -এর শেষে যুক্ত হয়। فعل -এর مسند اليه টি مؤنث এ কথা বুঝাবার জন্য। যেমন– ضَرَبَتْ هِنْدٌ আর تاء تانيث -এর সাথে ساكن -এর قيد এ জন্যই লাগানো হয়েছে যে, تاء تانيث متحركه হলো اسم مشتق -এর সাথে নির্দিষ্ট। আর যদি فعل -এর مسند اليه টি اسم ظاهر مؤنث غير حقيقى হয়, তাহলে فعل -এর সাথে تانيث -এর علامت নেওয়া ও না নেওয়া উভয়ই বৈধ। যেমন– طَلَعَتِ الشَّمْسُ বা طَلَعَ الشَّمْسُ উভয় বলা জায়েজ।

قَوْلُهُ وَاَمَّا اِلْحَاقُ عَلَامَةِ التَّثْنِيَةِ الخ : مسنه اليه ইসমে ظاهر হওয়া অবস্থায় فعل -এর সাথে جمع مذكر . تثنيه ও جمع مؤنث -এর علامت যুক্ত করা مسند اليه -এর অবস্থার উপর تنبيه করার জন্য এটি দুর্বল। যেমন– ضَرَبَا الرَّجُلَانِ ও ضَرَبُوا الرِّجَالُ বলা অত্যন্ত ضعيف বরং এ ক্ষেত্রে فعل -কে সর্বদা واحد নিতে হবে।

قَوْلُهُ اَلتَّنْوِيْنُ نُوْنٌ سَاكِنَةٌ الخ : এমন একটি সাকিনযুক্ত নূনকে বলে; যা শব্দের শেষাক্ষরের হরফের সাথে যুক্ত হয় এবং فعل -কে তাকিদ দানের জন্য নয়। تنوين পাঁচ প্রকার। যথা– (১) تمكن যা اسم -কে منصرف ও معرب হওয়া বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– خالد زيد। (২) تنكير যা اسم -কে نكره বা অনির্দিষ্ট বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– صه তথা اُسْكُتْ سُكُوْتًا مَّا فِيْ وَقْتٍ مَّا যে কোনো সময় নীরবতা গ্রহণ করা। আর صه সাকিন বিশিষ্ট হলে অর্থ হবে اُسْكُتِ السُّكُوْتَ الْاٰنَ (এখনই চুপ হও)। (৩) عوض যা مضاف اليه -এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। যেমন– يَوْمَئِذٍ তথা يَوْمَ اِذَا كَانَ كَذَا এখানে كان كذا -এর পরিবর্তে তানবীন ব্যবহৃত হয়েছে। (৪) مقابلة যা جمع مؤنث سالم -এর মধ্যে جمع مذكر سالم -এর نون -এর পরিবর্তে ব্যবহার হয়। যেমন– مُسْلِمَاتٌ। (৫) ترنم যা ابيات (ছন্দ) مصرع (ছন্দাংশ)-এর শেষাংশে আওয়াজের সৌন্দর্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, ছন্দের উদাহরণ–

اَقِلِّي اللَّوْمَ عَاذِلَ وَالْعِتَابَنْ * وَقُوْلِيْ اِنْ اَصَبْتُ لَقَدْ اَصَابَنْ

(ওহে তিরস্কার কারিণীর ভর্ৎসনা-তিরস্কার কম করো, যদি আমি সঠিক করে আসি তবে বলো সে সত্যে উপনীত হয়েছে।)

উল্লেখ্য যে, প্রথম চার প্রকারের তানবীন একমাত্র اسم -এর সাথে যুক্ত হয়। আর শেষোক্ত তানবীন তথা ترنم টি اسم - فعل ও حرف সব কিছুর শেষেই যুক্ত হতে পারে। যেমন পূর্বোক্ত কবিতায় العتابن -এর اسم -এর শেষে اصابن ফে'লের শেষে তানবীন হয়েছে। আর حرف -এর উদাহরণ হলো– فَهَلْ لَهَا اَنْ تَرَوُا الْخَمْسَ بِلَنْ আর এ তানবীনটি আবশ্যিকভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ يُحْذَفُ مِنَ الْعَلَمِ مَوْصُوْفًا الخ : আর এ তানবীনটি এমন علم হতে যে علم -এর صفت হয়েছে ঐ ابن বা ابنة যেগুলো مضاف হয়েছে অপর আরেকটি-এর প্রতি। যেমন– جَاءَنِيْ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو - وَهِنْدَةُ بِنْتُ بَكْرٍ আর যদি ابن বা ابنة টি অন্য কোনো علم -এর প্রতি مضاف না হয়, অথবা علم -এর موصوف না হয়, তাহলে تنوين বিলুপ্ত হবে না।

قَوْلُهُ وَنُوْنُ التَّاكِيْدِ خَفِيْفَةٌ سَاكِنَةٌ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) নূনে তাকিদ বা দৃঢ়তা সূচক نون -এর আলোচনা শুরু করেছেন এবং এর আলোচনা দ্বারা কিতাবটি শেষ করেছেন। نون تاكيد দু' প্রকার– (১) نون خفيفه সাকিন বিশিষ্ট নূনকে নূনে خفيفه বলে। এটি স্বীয় اصل -এর উপর আছে, হিসেবে যে, مبنى -এর মধ্যে সাকিন হলো মূল। এটি সাধারণ فعل مضارع ও امر ও نهى -এর শেষে যুক্ত হয়ে দৃঢ়তার অর্থ প্রদান করে থাকে। যেমন– لَاتَسْمَعَنْ - لَيَضْرِبَنْ - لَيَفْعَلَنْ ইত্যাদি। (২) نون ثقيله বা نون مشدده যা যবরযুক্ত ও তাশদীদ বিশিষ্ট হয়ে থাকে যদি তার সাথে الف না হয়। যবরযুক্ত হবার কারণ হলো যবর সর্বাধিক সহজ হরকত। আর তাশদীদ এ জন্য যে, যেন দু'টো সাকিন একত্রিত না হয়। আর نون مشدده -এর সাথে الف হলে এটি সর্বদা যের বিশিষ্ট হয়। যেমন– اُقْتُلَانِّ - اُقْتُلْنَانِّ তবে نون تاكيد টা فعل مستقبل -এর সাথে নির্দিষ্ট। তবে امر، نهى، استفهام ، تمنى ، عرض ও قسم -এর মধ্যেও প্রবেশ করে। কেননা, এগুলোতে طلب বা কাজের চাহিদা রয়েছে আর نون تاكيد কোনো বস্তু অর্জনে চাহিদাকে সুদৃঢ়ভাবে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন– وَاللّٰهِ لَيَفْعَلَنَّ - هَلْ تَقْتُلَنَّ - هَلْ تَقْتُلُنْ - لَايَقْتُلَنَّ - لَايَقْتُلُنْ - لَايَقْتُلَنْ - اُقْتُلَنَّ - اُقْتُلُنَّ - اُقْتُلُنْ - لَيْتَكَ تَاكُلَنَّ - اَلَا تَنْزِلَنَّ بِنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا - لَاكُلَنَّ এবং খুব কম সময়ে نفى -এর মধ্যেও نون تاكيد প্রবেশ করে। যেমন– لاتقتلن এটি -এর মধ্যে কম প্রবেশ করার কারণ হলো, এটি نهى -এর সাথে مشابه রাখে। আর نون تاكيد টি ماضى ও حال -এর মধ্যে কখনো পবেশ করে না; কারণ এ দু'য়ের মধ্যে কোনো প্রকার طلب -এর অর্থ নেই।

وَلَزِمَتْ فِى مُثْبَتِ الْقَسَمِ وَكَثُرَتْ فِىْ مِثْلِ اِمَّا تَفْعَلَنَّ وَمَا قَبْلَهَا مَعَ ضَمِيرِ الْمُذَكَّرِينَ مَضْمُومٌ وَمَعَ الْمُخَاطَبَةِ مَكْسُورٌ وَفِيمَا عَدَا ذٰلِكَ مَفْتُوحٌ وَتَقُولُ فِى التَّثْنِيَةِ وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ اِضْرِبَانِّ وَاِضْرِبْنَانِّ وَلَاتَدْخُلُهُمَا الْخَفِيفَةُ خِلَافًا لِيُونُسَ وَهُمَا فِىْ غَيْرِهِمَا مَعَ الضَّمِيْرِ الْبَارِزِكَالْمُنْفَصِلِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَالْمُتَّصِلِ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ هَلْ تَرَيَنَّ وَتَرَوُنَّ وَتَرِيِنَّ وَاغْزُوَنَّ وَاغْزُنَّ وَاغْزِنَّ وَالْمُخَفَّفَةُ تُحْذَفُ لِلسَّاكِنِ وَفِى الْوَقْفِ فَيُرَدُّ مَا حُذِفَ وَالْمَفْتُوحُ مَا قَبْلَهَا تُقْلَبُ اَلِفًا فَقَطْ ـ

অনুবাদ : হ্যাঁ-সূচক قسم -এর মধ্যে আবশ্যিকভাবে ও অধিকাংশ সময় اِمَّا تَفْعَلَنَّ -এর মতো উদাহরণে ব্যবহৃত হয়। এর (نون مشدد -এর) পূর্বে দু' مذكر তথা جمع مذكر غائب ও حاضر -এর ضمير -এর সাথে পেশ বিশিষ্ট হবে। এবং مخاطب তথা واحد مؤنث حاضر -এর পূর্বাক্ষর যের বিশিষ্ট হবে। এগুলো ব্যতীত অবশিষ্ট সবকয়টিতে তার পূর্বাক্ষর যবর বিশিষ্ট হবে। তুমি تثنيه ও جمع مؤنث غائب -এ বলবে اضربان ও اضربنان এটি তথা تثنيه ও جمع مؤنث এ নূনে খফীফা প্রবেশ করে না। তবে ইউনুস নাহ্বী এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেন। তাকিদের নূনদ্বয় এ সীগাহদ্বয়ে ضمير بارز -এর সাথে পৃথক বাক্যের মতো। আর এ গুলো না হলে منفصل কালিমার মতো। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে هَلْ تَرَيَنَّ ـ تَرَوُنَّ ـ تَرِيِنَّ ـ اَغْزُوَنَّ ـ اغْزُنَّ ـ اَغْزِنَّ আর সাকিন-এর কারণে نون خفيفه -কে বিলোপ করা হয়ে থাকে। এবং وقف -এর সময় বিলুপ্ত نون -কে ফিরিয়ে আনা হয়। نون خفيفه -এর ما قبل যবর বিশিষ্ট হলে الف দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়।

ব্যাখ্যা : قَوْلُهُ وَلَزِمَتْ فِىْ مُثْبَتِ الْقَسَمِ : হ্যাঁ-সূচক قسم -এ নূনে তাকীদ নেওয়া ওয়াজিব। যেমন– والله لاكلن এবং ঐ فعل شرط -এর মধ্যেও নূনে তাকিদ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার حرف شرط -এর মধ্যে তাকিদের জন্য ما বৃদ্ধি হয়। যেমন– اِمَّا تَفْعَلَنَّ এ বাক্যে ان شرطيه -এর সাথে তাকিদের জন্য ما শব্দটি বৃদ্ধি করা হয়েছে, এ জন্য তার মধ্যে نون تاكيد নেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَمَا قَبْلَهَا مَعَ ضَمِيْرِ الْمُذَكَّرِيْنَ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) نون تاكيد -এর পূর্বের হরকত সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছেন, নূনে তাকীদের পূর্বাক্ষর جمع مذكر তথা جمع مذكر غائب ও حاضر -এর واو ضمير -এর সাথে পেশ বিশিষ্ট হবে। যেমন– تَاْكُلُنَّ ـ يَاْكُلُنَّ কারণ পেশ বিলুপ্ত واو -এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করবে। আর واحد مؤنث حاضر -এর সীগায় নূনে তাকীদের পূর্বের যের হবে বিলুপ্ত ياء -এর প্রমাণ স্বরূপ। যেমন– تَاْكُلِنَّ।

قَوْلُهُ وَفِيْمَا عَدَا ذٰلِكَ الخ : এ ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলোতে مفتوح হবে। অর্থাৎ جمع مذكر দ্বয় ও واحد مؤنث حاضر এ তিনটি ছাড়া অবশিষ্ট সীগাহ গুলোতে নূনে তাকীদের পূর্বে যবর হবে। তবে تثنيه -এর চার সীগাহ ও جمع مؤنث -এর দু' সীগাহ এ মোট ছয় সীগাহ পূর্বোক্ত حكم -এর বিপরীত। গ্রন্থকার (র.) وَتَقُوْلُ فِى التَّثْنِيَةِ الخ বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এ ছয়টি সীগায় নূনে তাকীদের পূর্বে যবর হবে না বরং এগুলোতে নূনে তাকীদের পূর্বে الف বৃদ্ধি করে اضربان ـ اضربنان বলতে হবে। এখানে تثنيه -এর সীগায় তো الف টি تثنيه -এর الف আর جمع -এর সীগায় الف টি হলো الف فاصل যাকে نون تاكيد ও نون جمع -এর মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে নেওয়া হয়েছে, যেন পরস্পর দু'টি নূনও একত্রিত না হয়। আর نون خفيفه টি تثنيه -এর চার সীগাহ ও جمع مؤنث এ ছয় সীগায় আসে না;

কারণ এতে পরস্পর দু'টি সাকিন একত্রিত হয়ে যায়, যা কখনও বৈধ নয়। তবে ইমাম ইউনুস (র.) তার বিরোধিতা করে বলেন, এ ছয়টি সীগায়ও نون خفيفه আসতে পারে, কারণ এরূপ التقائے ساكنين জায়েজ।

قَوْلُهُ وَهُمَا فِيْ غَيْرِهِمَا مَعَ الضَّمِيْرِ الخ : এখান থেকে সম্মানিত গ্রন্থকার (র.) ঐ সব فعل -এর অবস্থা বর্ণনা করেছেন যেগুলোর معتل للاواخر তথা শেষে حرف علت বিদ্যমান এ সকল فعل -এর সাথে নূনে তাকীদ যুক্ত হলে তার হুকুম কি হবে? তবে তিনি تثنيه ও جمع مؤنث معتل -এর حكم বর্ণনা করেন তিনি বলেন, وَهُمَا فِيْ غَيْرِهِمَا الخ -এর মূল কারণ হলো تثنيه ও جمع مؤنث - معتل -এর হুকুম হলো সহীহ এর মতো। এগুলো বাদ গ্রন্থকার (র.) বলেন, নূনে তাকীদ ثقيله ও خفيفه তাছনিয়া جمع مؤنث ব্যতীত অন্যান্য সীগায় যখন এগুলোর সাথে যমীরে بارز ، جمع مذكر -এর واو ও ياء مخاطبه মিলিত হয় তখন এটি كلمه منفصل -এর মতো অর্থাৎ যেভাবে فعل معتل -এর শেষে পৃথক কোনো كلمه যুক্ত হলে কখনও واو এবং ياء বিলুপ্ত হয়ে যায়। আবার কখনও এগুলোর উপর পেশ বা যের হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যখন فعل معتل -এর শেষে نون تاكيد যুক্ত হয় তখন কখনও واو এবং ياء বিলুপ্ত হয়ে যায়; আবার কখনও এগুলোর উপর পেশ বা যের হয়ে থাকে। যেমন– اِخْشَوُنَّ ـ اُخْرُوْنَّ আর যখন ضمير بارز মিলিত না হয় বরং مستتر হয় তখন نون تاكيد টি كلمه متصله -এর মতো হয়ে থাকে। আর كلمه متصله -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الف সুতরাং সেভাবে معتل -এর শেষে তাছনিয়ার الف যুক্ত হওয়ায় واو এবং ياء -কে উল্লেখ করে যবর দেওয়া হলো। অনুরূপভাবে نون تاكيد যুক্ত হওয়ার পর উহ্য واو এবং ياء ফিরিয়ে এনে যবর দিতে হবে। যেমন– اِرْمِيَنَّ ـ اُغْزُوَنَّ ارميا ـ اغزوا

قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ الخ : পূর্বোক্ত মূলনীতি তথা নূনে তাকীদ فعل معتل -এর শেষে ضمير بارز -এর সাথে كلمه منفصل -এর মতো। আর غير ضمير بارز -এর সাথে كلمه متصل -এর মতো। এ জন্যই تَرَوُنَّ ، تَرَيِنَّ ، اُغْزُوْنَّ এবং هَلْ تَرَيَنَّ ، اُغْزُنَّ বলা সিদ্ধ। প্রথম مثل তথা هَلْ تَرَيَنَّ টি ঐ নূনে তাকীদের উদাহরণ যা كلمه متصله -এর মতো। কেননা, এ স্থানে نون تاكيد এমন فعل -এর সাথে যুক্ত হয়েছে যার মাঝে ضمير بارز নেই। সুতরাং এটা تريان -এর মতো হয়েছে দ্বিতীয় উদাহরণ ঐ نون تاكيد -এর যা كلمه منفصله -এর মতো, কেননা এখানে ضمير بارز বিদ্যমান। সুতরাং এটা يرو القوم -এর মতো। তৃতীয় উদাহরণটি ঐ নূনে তাকীদের যা كلمه منفصله -এর মতো, কেননা এখানে نون تاكيد এমন فعل -এর সাথে যুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ضمير بارز বিদ্যমান। সুতরাং এটি لم ترى الناس -এর মতো। এর মধ্যে ياء টি যবর বিশিষ্ট। এরপর اغزون -এর عطف হলো هل ترين -এর পর সুতরাং معطوف عليه -এর পূর্বে যে قيد বিদ্যমান সেটি معطوف -এর দিকেও প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ وَمِنْ ثَمَّ قِيْلَ اُغْزُوْنَّ الخ সুতরাং এ তিনটি উদাহরণ এমন যে এগুলোর প্রথমে هل শব্দটি প্রবেশ করেনি-এর বিস্তারিত কথা হলো اُغْزُوَنَّ -এর মাঝে نون تاكيد টি كلمه متصله -এর মতো তথা اُغْزُوْا -এর মতো। اُغْزُنَّ -এর মাঝে نون تاكيد টি كلمه منفصله -এর মতো তথা اغزو القوم -এর মতো এর থেকে واو বিলুপ্ত হয়ে পূর্বাক্ষরে পেশ বিশিষ্ট হয়েছে আর اعزن -এর মাঝে নূনে তাকীদটি كلمه منفصل -এর মতো তথা اغزى القوم এর মতো। ياء -কে বিলুপ্ত করে পূর্বাক্ষরে যের দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالْمُخَفَّفَةُ تُحْذَفُ لِلسَّاكِنَيْنِ : نون خفيفه -এর পরে যখন অপর কোনো সাকিন একত্রিত হয় তখন দু'সাকিন একত্রিত হওয়ায় نون خفيفه বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন– لاتهين الفقير এ বাক্য হতে نون خفيفه বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেননা এটি মূলত لاتهينن ছিল।

قَوْلُهُ وَفِي الْوَقْفِ فَيُرَدُّ مَاحُذِفَ الخ : আর নূনে خفيفه টি وقف -এর সময়ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং ঐ حذف যা نون خفيفه প্রবেশ করার কারণে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেটি ফিরে আসে যেমন اغزن -এ وقف -এর সময় اغزو বলবে। তা ছাড়া نون خفيفه -এর পূর্বাক্ষর যদি যবর বিশিষ্ট হয়, তাহলে وقف -এর সময় এটি الف দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। কেননা এটি তানবীনের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে; আর যেহেতু তানবীন অবস্থায় পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হলে তানবীনকে الف দ্বারা পরিবর্তন করা হয় অনুরূপভাবে নূনে خفيفه -কেও যখন তার পূর্বাক্ষর যবরযুক্ত হয় তখন তাকে الف দ্বারা পরিবর্তন করে দিবে।